প্রথম প্রকাশ

নববর্ষ ১৩৬১

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত ॥ তুলি কলম ॥ ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক : জহরলাল ভট্টাচার্য ॥ মোহন প্রিন্টিং ওয়ার্কস ॥

২এ, কেদার দত্ত লেন, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : কুমার-অজিত

সূচীপত্র

SHERLOCK HOLMES OMNIBUS

PART—I

Translated by : Manindra Dutta

Price : Rupees Twenty Only.

স্রষ্টা ও সৃষ্টি প্রসঙ্গে

বিশ্বের গোয়েন্দা-সাহিত্যে স্যার আর্থার কোনান ডয়েল একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর মত বহুমুখী প্রতিভাধর লেখক বিশ্ব-সাহিত্যেও খুব বেশী নেই; আর পৃথিবীর সকল প্রান্তের সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা তিনি লাভ করেছেন তাও তাঁর বিরল সৌভাগ্যের পরিচয়ই বহন করে। বিশেষ করে অপরাধ-তত্ত্বে এবং পুলিশী তদন্ত-পদ্ধতির উপর তাঁর বিশ্বব্যাপী প্রভাব তো এখন সর্বজনবিদিত। হত্যা-রহস্যের সূক্ষ্ম সূত্র-সংরক্ষণের ব্যাপারে প্লাস্টার-অফ-প্যারিস ব্যবহার; অপরাধীকে সনাক্ত করার ব্যাপারে পোশাক-পরিচ্ছদের ধুলো পরীক্ষা; বিভিন্ন ধরনের তামাকের ছাইয়ের গুণাগুণ বিশ্লেষণ; এবং বিশেষ করে তাঁর সর্বজনস্বীকৃত অনুমান-পদ্ধতির প্রয়োগ: শার্লক হোমস কাহিনীগুলির মারফতে এসব ব্যবস্থার প্রতি কোনান ডয়েলই প্রথম মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চীনে এবং মিশরে তাঁর গোয়েন্দা-রচনাবলী পুলিশ-ট্রেনিং-এর পাঠ্যপুস্তকরূপে পড়ানো হয়ে থাকে। ফ্রান্সের লায়ন্সে অবস্থিত বিখ্যাত অপরাধ-গবেষণাগারের নামকরণ করা হয়েছে তাঁরই স্মৃতিকে স্মরণ করে। তাঁর বিশ্ব-সমাদৃতির অনুরূপ আরও ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

রহস্য-সন্ধানী শার্লক হোমস স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের একটি বিচিত্র সৃষ্টি। রহস্য-সন্ধানের ক্ষেত্রে অবাধ বিচিত্র বিচরণ, ক্ষুরধার শাণিত বুদ্ধি ও দৈহিক কুশলতার অপূর্ব সহাবস্থান, অনন্যসাধারণ আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায় ও নিরলস কর্মোদ্যমে সমৃদ্ধ বিচিত্রকীর্তি এই চরিত্রটির প্রতি সর্ব দেশের সর্ব কালের রোমাঞ্চপ্রিয় পাঠকের এক দুর্নিবার আকর্ষণ। 'শার্লক হোমস অমনিবাস'-এর প্রতিটি পাতায় আগ্রহী পাঠক সেই দুর্দমনীয় আকর্ষণ অনুভব করবেন। তবু অতি সংক্ষেপে কোনান ডয়েলের 'শার্লক হোমস কেন্দ্রিক' সাহিত্য-কীর্তির একটি বিবরণ এখানে রাখছি। ১৮৮৭ ও ১৮৮৯ সালে

প্রকাশিত দুটি স্বল্প-পরিসর উপন্যাস A Study in Scarlet এবং The Sign of Four-এই শার্লক হোমসের প্রথম আবির্ভাব। আর আবির্ভাবেই বাজি মাত। ১৮৯১ সাল থেকে The 'Strand Magazine-এ নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে শার্লক হোমসকে নিয়ে লেখা কাহিনীর পর কাহিনী। তার মোট সংখ্যা সত্তরের কাছাকাছি এবং সংকলন-গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ। এ ছাড়া রয়েছে আরও দুখানি বহু প্রশংসিত উপন্যাস The Valley of Fear এবং The Hound of the Baskervilles. শার্লক হোমসের বিচিত্র কীর্তি-কলাপ সম্পর্কে তার স্রষ্টিকর্তা স্যার কোনান ডয়েল বলেছেন: "সত্যি কথা বলতে কি, যৌবনে প্রথম যারা তার কথা পড়েছেন জীবিত অবস্থায়ই তারা তাদের বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদেরও সেই একই পত্রিকায় সেই একই ধরনের অভিযান-কাহিনী পড়তে দেখেছেন। বৃটিশ পাঠক-সাধারণের ধৈর্য ও অনুরাগের এ এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।"

১৮৫৯ সালে এডিনবরাতে একটি আইরিশ ক্যাথলিক পরিবারে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের জন্ম হয়। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারী পাশ করে তিনি ১৮৮২ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত সাউথসি অঞ্চলে ডাক্তারী ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। ১৮৯১ সালে গুরুতর ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে মরণোন্মুখ হয়ে পড়েন। তারপরই ডেভনশায়ার প্লেস-এর চেম্বার ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ নরউড-এর একটা বাড়িতে উঠে আসেন এবং সাহিত্যকেই বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন।

১৯৩০ সালে তাঁর মৃত্যু হলে বৃটিশ রাষ্ট্রনায়ক স্যার উইনস্টন চার্চিল বলেন: "তাঁর প্রতি আমার প্রশংসার শেষ নেই। নিশ্চয়ই প্রতিটি শার্লক হোমস গল্প আমি পড়েছি।" বিখ্যাত সমালোচক এরিক অ্যাম্বলার বলেন: "পঞ্চাশ বছরেরও আগে থেকে আমি প্রথম শার্লক হোমস গল্পগুলি পড়ি। তারা আজও আমাকে আনন্দ দেয়। সে সময়ে পড়া খুব অল্প বই সম্পর্কেই একথা আমি বলতে পারি।"

'শার্লক হোমস অমনিবাস' মোট চার খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। অনুবাদ-কর্মে মূল রচনার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থেকে কোনান ডয়েলের রচনা-রীতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সাধ্যমত যত্ন নিয়েছি। রহস্য ও রোমাঞ্চপ্রিয় পাঠক তৃপ্তি লাভ করলে আমার শ্রম ও অধ্যবসায় সার্থক হবে।

॥ সুদর্শন ॥ শ্রীম

৭৮। ১২, আর কে চ্যাটার্জী রোড,

কলকাতা-৪২

রক্ত—সমীক্ষা

অধ্যায় ১

[সামরিক চিকিৎসা বিভাগ থেকে অবসরপ্রাপ্ত জন এইচ, ওয়াটসন, এম, ডি-র স্মৃতি-চারণা থেকে পুনর্মুদ্রণ]

১ঃ মিঃ শার্লক হোমস

১৮৭৮ সালে আমি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব মেডিসিন ডিগ্রি লাভ করি এবং সেনাবিভাগে সার্জনদের জন্য নির্দ্ধারিত পাঠক্রমে যোগদানের জন্য নেট্‌লি যাত্রা করি। সেখানকার পাঠ শেষ করে যথারীতি সহকারী সার্জনরূপে পঞ্চম নর্দাম্বারল্যাণ্ড রেজিমেণ্টের সঙ্গে যুক্ত হই। সেই সময় ঐ রেজিমেণ্টের কর্মস্থল ছিল ভারতবর্ষে। আমি সেখানে যোগদান করবার আগেই দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ বেধে যায়। বোম্বাইতে জাহাজ থেকে নেমেই জানতে পারলাম আমার রেজিমেণ্ট গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে ইতিমধ্যেই শত্রুপক্ষের দেশে প্রবেশ করেছে। আমার মত আরও অনেক অফিসারের সঙ্গে যাত্রা করে নিরাপদেই কান্দাহার পৌঁছলাম এবং আমার রেজিমেণ্টকে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নতুন কর্মভার গ্রহণ করলাম।

সেই অভিযান অনেকের জন্যই এনে দিল সম্মান আর পদোন্নতি, কিন্তু দুর্ভাগ্য আর বিপদ ছাড়া আমাকে সে আর কিছুই দিল না। আমার বাহিনী থেকে সরিয়ে আমাকে বার্কশায়ার বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করা হল এবং তাদের সঙ্গেই মাইওয়ান্দের মারাত্মক যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করলাম। সেখানেই একটি 'যেজাইল' বুলেট আমার কাঁধে বিদ্ধ হয়ে একখানা হাড় ভেঙে চুরমার করে দিল আর সাবক্লেভিয়ান ধমনীটা ঘেসড়ে গেল। আমার আর্দালি মারের প্রভুভক্তি আর সাহসের জন্যই খুনে গাজীদের হাত থেকে কোনরকমে বেঁচে গেলাম। একটা ভারবাহী ঘোড়ায় চাপিয়ে সে আমাকে নিরাপদে বৃটিশ লাইনে নিয়ে এল।

যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট এবং দীর্ঘস্থায়ী কষ্টভোগের ফলে দুর্বল অবস্থায় একদল আহত সৈনিকের সঙ্গে আমাকে পেশোয়ারের বেস-হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানেই ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগলাম। ক্রমে ওয়ার্ডের ভিতরে হাঁটাচলা করা বা বারান্দায় রৌদ্রে একটু-আধটু বেড়াবার মত স্বাস্থ্যও ফিরে পেলাম। হঠাৎ ভারতের অভিশাপ আন্ত্রিক জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লাম।

কয়েক মাস আমার জীবনের কোন আশাই ছিল না। অবশেষে আবার যখন সেরে উঠলাম তখন আমি এতই দুর্বল ও শীর্ণকায় হয়ে পড়লাম যে একটা মেডিক্যাল বোর্ড স্থির করলেন,—আর একটি দিনও নষ্ট না করে আমাকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। তদনুসারে আমাকে সৈন্যবাহী জাহাজ 'ওরোণ্টেস'-এ তুলে দেওয়া হল। এবং তার একমাস পরে পোর্টসমাউথ জেটিতে নামলাম। নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের কোন আশাই তখন ছিল না, তবু স্নেহময় সরকার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমাকে নয় মাস সময় দিলেন।

ইংলণ্ডে আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না। কাজেই আমি তখন বাতাসের মত স্বাধীন—অবশ্য দৈনিক এগারো সিলিং ছয় পেনি আয়ে একজন লোক যতটা স্বাধীন হতে পারে। এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই আমি লণ্ডনে হাজির হলাম, কারণ লণ্ডন হচ্ছে এমন একটা বড় ডোবা যেখানে সারা সাম্রাজ্যের মত ভ্রমণবিলাসী আর আলস্যপরায়ণ লোকেরা এক দুর্বার টানে এসে মিলিত হয়। স্ট্র্যাণ্ড-এর একটা প্রাইভেট হোটেলে আরামহীন অর্থহীন জীবন কাটতে লাগল। পকেটে যা টাকা ছিল তার তুলনায় একটু বেশী স্বাধীনভাবেই চলতে লাগলাম। ফলে ক্রমে আর্থিক অবস্থা এতই ভীতিপ্রদ হয়ে উঠল যে অবিলম্বেই বুঝতে পারলাম, হয় মহানগরী ছেড়ে কোন গ্রামাঞ্চলে চলে যেতে হবে, আর না হয়, জীবনযাত্রার মান সম্পূর্ণ পাল্টাতে হবে। শেষের বিকল্পটাই বেছে নিলাম। স্থির করলাম, হোটেল ছেড়ে কোন স্বল্পব্যয়সাধ্য অঞ্চলে একটা বাসা নেব।

যেদিন এই সিদ্ধান্ত করলাম সেইদিনই 'ক্রাইটেরিয়ন বার'-এ দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় কে যেন কাঁধে হাত রাখল। ফিরে দাঁড়িয়েই চিনতে পারলাম—স্ট্যামফোর্ড, বার্টস-এ আমার অধীনে ড্রেসার ছিল। লণ্ডনের বিপুল জনারণ্যে পরিচিত মুখের দর্শন পাওয়া একজন সঙ্গীহীন লোকের কাছে খুবই সুখকর। এর আগে স্ট্যামফোর্ড আমার বিশেষ বন্ধুস্থানীয় ছিল না, কিন্তু সেদিন তাকে আমি সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানালাম। সেও আমাকে দেখে খুশিই হল। আনন্দের আতিশয্যে তাকে 'হোলবর্ণ'এ মধ্যাহ্ন ভোজনের আমন্ত্রণ জানালাম এবং একটা একাগাড়ি নিয়ে দুজনে যাত্রা করলাম।

লণ্ডনের জনবহুল রাজপথ দিয়ে সশব্দে যেতে যেতে সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করল, 'শরীরটাকে কি করে ফেলেছ ওয়াসটন? বাখারির মত শুকিয়ে গেছ, গায়ের রং হয়েছে বাদামের মত।'

আমার অভিযানের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাকে দিলাম। সে বিবরণ শেষ হতেই আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম।

আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনে সমবেদনার সুরে সে বলল, 'আহা বেচারি! এখন কি করবে?'

'একটা বাসা খুঁজছি', আমি জবাব দিলাম। 'যুক্তিসঙ্গত ভাড়ায় একটা আরামদায়ক বাসা পাওয়া যায় কিনা সেই সমস্যারই সমাধান করতে চেষ্টা করছি।'

আমার সঙ্গী মন্তব্য করল, 'খুব আশ্চর্য তো! তুমিই দ্বিতীয় ব্যক্তি যে ঐ কথাগুলি আজ আমাকে বললে।'

'প্রথম ব্যক্তিটি কে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'লোকটি হাসপাতালের কেমিক্যাল লেবরেটরিতে কাজ করে। আজ সকালেই সে দুঃখ করছিল। একটা ভাল বাসা সে পেয়েছে। কিন্তু ভাড়াটা তার আয়ত্তের বাইরে। অথচ একজন অংশীদারও সে পাচ্ছে না।'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'সে যদি বাসার এবং ভাড়ার একজন অংশীদার সত্যিই চায়, তাহলে আমিই সেই লোক। সঙ্গীহীন থাকার চাইতে একজন অংশীদার আমারও পছন্দ।'

মদের পাত্রের উপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে স্ট্যামফোর্ড বলল, 'শার্লক হোমসকে তুমি এখনও চেন না। স্থায়ী সঙ্গী হিসাবে তুমি হয় তো তাকে পছন্দ করবে না।'

'কেন? তার বিরুদ্ধে কি বলবার আছে?'

'না, তার কোন দোষের কথা আমি বলছি না। তবে তার চিন্তা-ভাবনাগুলো একটু অদ্ভুত ধরনের—বিজ্ঞানের কতকগুলি শাখায় বেশ উৎসাহী। আমি যতদূর জানি, লোকটি বেশ ভদ্র।'

'ডাক্তারী ছাত্র নিশ্চয়', আমি বললাম।

'না—সে যে কি হতে চায় সেবিষয়ে আমার কোন ধারণাই নেই। আমার বিশ্বাস সে শরীর-সংস্থান বিদ্যায় বেশ পারদর্শী। একজন প্রথম শ্রেণীর রসায়নবিদও বটে। কিন্তু আমি যতদূর জানি, সে কোনকালে নিয়মিত কোন ডাক্তারীশাস্ত্রের পাঠ নেয় নি। তার পড়াশুনাও অত্যন্ত অগোছালো আর খামখেয়ালি। কিন্তু নানা বিষয়ে জ্ঞান সে এত সঞ্চয় করেছে যে তার অধ্যাপকদেরও তাক লেগে যায়।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি কোনদিন জানতে চাওনি সে কি হতে চায়?'

'না। তার মনের হদিস করা সোজা কাজ নয়। তবে খেয়াল জাগলে তার মুখে কথার খই ফোটে।'

আমি বললাম, 'তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। যদি কারও সঙ্গেই বাস করতে হয়, আমি পড়াশুনা-করা চুপচাপ লোকই পছন্দ করি। অত্যধিক গোলমাল বা উত্তেজনা সহ্য করবার মত শক্তি এখনও ফিরে পাইনি। ও দুটো বস্তুই আফগানিস্থানে এত বেশী পেয়েছিলাম যে আর যতদিন বেঁচে থাকব

ওতেই চলে যাবে। তোমার ওই বন্ধুর সঙ্গে কেমন করে দেখা হতে পারে?'

সঙ্গী উত্তরে বলল, 'নিশ্চয় সে লেবরেটরিতে আছে। হয় সে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সে স্থানই মাড়ায় না, আর না হয় তো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেখানে কাজ করে। তুমি চাও তো খাওয়া শেষ করে একসঙ্গেই সেখানে যেতে পারি।'

'নিশ্চয় যাব', আমি বললাম। তারপরই আলোচনা অন্য পথে মোড় নিল।

যে ভদ্রলোকের সহ-বাসিন্দা হবার প্রস্তাব এইমাত্র করলাম, হোলবর্ণ থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে যাবার পথে তার সম্পর্কে আরও কিছু বিবরণ স্ট্যামফোর্ড আমাকে জানাল। বলল, 'তার সঙ্গে যদি মানিয়ে চলতে না পার, তাহলে কিন্তু আমাকে দোষ দিও না। মাঝে মাঝে লেবরেটরিতে দেখা-সাক্ষাতের ফলে তার যেটুকু পরিচয় পেয়েছি তার বেশী কিছু আমি জানি না। তুমিই এ প্রস্তাব করেছ, কাজেই আমাকে যেন দায়ী করো না।'

আমি বললাম, 'মানিয়ে চলতে না পারলে সরে গেলেই হবে। তারপর সঙ্গীর দিকে একটু কড়া চোখে তাকিয়ে বললাম, 'দেখ স্ট্যামফোর্ড, মনে হচ্ছে বিশেষ কোন কারণে তুমি এ ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চাইছ না। লোকটির মেজাজ খুব খাপ্পা নাকি? না আর কিছু? রেখে-ঢেকে কথা বলো না।'

সে হেসে বলল, 'অনির্বচনীয়কে ভাষায় প্রকাশ করা সহজ নয়। আমার বিচারে হোমস একটু অতি-বৈজ্ঞানিক ধাতের লোক—প্রায় অনুভূতিহীন। অনিষ্টসাধনের উদ্দেশ্য নয়, শুধুমাত্র ফলাফল সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের গবেষণার খাতিরেই সে তার বন্ধুকে একচিমটে উদ্ভিজ্জ উপক্ষার খেতে দিচ্ছে? তাও কল্পনা করা যায়। তার প্রতি সুবিচার করতে হলে বলতে হয়, ওই একই কারণে সমান তৎপরতার সঙ্গে সে নিজেও ওটা খেতে পারে। নির্দিষ্ট ও সঠিক জ্ঞানার্জনের প্রতি তার একটা নেশা আছে বলে মনে হয়।'

'এটা তো খুব ভাল কথা।'

'ভাল, তবে বাড়াবাড়ি ঘটতে পারে। যখন কেউ ব্যবচ্ছেদ-কক্ষে মৃত প্রাণীকে লাঠি দিয়ে পিটতে শুরু করে, তখন যে ব্যাপারটা বড়ই কিম্ভূতকিমাকার হয়ে ওঠে।'

'মৃত প্রাণীকে লাঠির বাড়ি!'

'হাঁ। মৃত্যুর পরে শরীরে আঘাতের দাগ কতটা পড়ে সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য তাকে এরকম করতে আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'তারপরেও তুমি বলছ, সে মেডিক্যালের ছাত্র নয়?'

'না। ঈশ্বর জানেন তার পড়াশুনার উদ্দেশ্য কি। কিন্তু আমরা তো এসে পড়েছি। তার সম্পর্কে নিজেই তোমার ধারণা গড়ে নিও।' বলতে

বলতে একটা সংকীর্ণ গলিতে মোড় নিয়ে ছোট পাশের দরজার ভিতর দিয়ে হাসপাতালের একটা অংশে প্রবেশ করলাম। এ জায়গা আমার পরিচিত। বিনা সাহায্যেই ঠাণ্ডা পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে লম্বা বারান্দা ধরে এগোতে লাগলাম। দুই পাশে সাদা দেয়াল আর বাদামী দরজার সারি। প্রায় শেষ প্রান্তে নীচু খিলানওয়ালা যে পথটা বেরিয়ে গেছে সেটা ধরে এগিয়ে গেলেই কেমিক্যাল ল্যাবরেটারি।

উঁচু ঘর। চারদিকে অসংখ্য বোতল। কতক সাজানো, কতক ছড়ানো। এখানে-সেখানে চওড়া নীচু টেবিল। তার উপর বকযন্ত্র, টেস্ট-টিউব আর ছোট বুনসেন বাতি, তার থেকে নীল কাঁপা-কাঁপা শিখা বেরুচ্ছে। ঘরে একটিমাত্র ছাত্র কোণের টেবিলে উপুড় হয়ে কাজ করছে। আমাদের পায়ের শব্দ শুনে সে একবার ফিরে তাকাল। তারপরই সোজা দাঁড়িয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। আমার সঙ্গীর দিকে চোখ ফেলে 'পেয়েছি! পেয়েছি!' বলে চীৎকার করতে করতে সে একটা টেস্ট-টিউব হাতে নিয়ে আমাদের দিকে ছুটে এল। 'এমন একটা রি-এজেন্ট আমি পেয়েছি একমাত্র হিমোগ্লোবিন দ্বারাই যার থেকে তলানি পড়ে, আর কিছুর দ্বারাই নয়।' একটা সোনার খনি আবিষ্কার করলেও বোধ হয় এর চাইতে বেশী আনন্দে তার চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হত না।

'ডাঃ ওয়াটসন, মিঃ শার্লক হোমস', আমাদের দুজনকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে স্ট্যামফোর্ড বলল।

বেশ জোরের সঙ্গে আমার হাত চেপে ধরে সে সাদরে বলল, 'কেমন আছেন? মনে হচ্ছে, আপনি আফগানিস্থানে ছিলেন?'

'সেকথা আপনি জানলেন কেমন করে?' আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

মুচকি হেসে সে বলল, 'ও কথা থাক। এখন সমস্যাটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন নিয়ে। আমার এই নতুন আবিষ্কারের গুরুত্ব আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন?'

আমি জবাব দিলাম, 'রসায়নের দিক থেকে নিঃসন্দেহে ইণ্টারেস্টিং, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে—'

'বলেন কি? চিকিৎসা-আইনের ক্ষেত্রে এতবড় আবিষ্কার গত কয়েক বছরের মধ্যে হয় নি। আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে রক্তের দাগের বিষয়ে আমরা একটা অভ্রান্ত পরীক্ষা পেয়ে যাচ্ছি। চলুন তো ওখানে!' আগ্রহের আতিশয্যে আমার কোটের আস্তিন চেপে ধরে যে টেবিলে সে কাজ করছিল সেখানে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। 'কিছুটা তাজা রক্ত নেওয়া যাক,' বলে একটা লম্বা ভোঁতা সূঁচ আঙুলে ঢুকিয়ে দিল, আর ফোঁটা কয়েক রক্ত

একটা পাত্রে ধরে নিল। 'এবার এইটুকু রক্ত এক লিটার জলে মিশিয়ে দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন, মিশ্রণটার রং বিশুদ্ধ জলের মত হয়ে গেল। এতে রক্তের অনুপাত দশ লক্ষে একের বেশী হবে না।' কথা বলতে বলতে সে ঐ পাত্রে কয়েক টুকরো সাদা স্ফটিক ফেলে দিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা স্বচ্ছ তরল পদার্থ যোগ করল। দেখতে দেখতে মিশ্রণটায় মেহগেনি রং ধরল, আর কাঁচের পাত্রটার নীচে কিছু বাদামী রঙের তলানি পড়ল।

'হাঃ! হাঃ!' সে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল, যেন ছোট শিশু একটা নতুন খেলনা পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। 'এটা কি বলুন তো?'

'একটা কোন সূক্ষ্ম পরীক্ষা বলে মনে হচ্ছে', আমি বললাম।

'সুন্দর! সুন্দর! পুরনো "গুয়াইকাম" পরীক্ষাটা যেমন গোলমেলে তেমনি অনিশ্চিত। রক্ত কণিকার অনুবীক্ষণিক পরীক্ষাটাও তাই। রক্তের দাগটা কয়েক ঘণ্টা পুরনো হয়ে গেলে তো পরের পরীক্ষাটা একেবারেই মূল্যহীন। অথচ এই পরীক্ষাটা তাজা বা বাসি উভয় রক্তের বেলায়ই সমান কার্যকরী। এই পরীক্ষাটা যদি আগে আবিষ্কৃত হত, তাহলে শত শত লোক যারা আজও পৃথিবীর মাটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা অনেক আগেই তাদের কৃত অপরাধের শাস্তি ভোগ করত।'

'সত্যি!' আমি আস্তে আস্তে বললাম।

'খুনের মামলাগুলি ক্রমাগত একটি পয়েন্টের উপরই ঝুলে থাকে। হয় তো খুনের কয়েক মাস পরে একটা লোকের উপর সন্দেহ পড়ল। তার কাপড়-চোপড় পরীক্ষা করে বাদামী দাগ পাওয়া গেল। সেগুলো রক্তের দাগ, কাদার দাগ, মরচের দাগ, ফলের দাগ, না আর কিছু? এই প্রশ্ন অনেক বিশেষজ্ঞকেই বিচলিত করেছে। কিন্তু কেন? কারণ কোন নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা-ব্যবস্থা ছিল না। এবার "শার্লক হোমস পরীক্ষা"টা পাওয়া গেল, সুতরাং আর কোন অসুবিধা রইল না।"

কথা বলার সময় তার চোখ দুটো চকচক করছিল। বুকের উপর হাত রেখে সে এমনভাবে মাথা নীচু করল যেন কল্পনার চোখে দেখা এক সপ্রশংস জনতাকে অভিবাদন জানাচ্ছে।

তার উৎসাহ দেখে বিস্মিত হয়ে আমি বললাম, 'আপনাকে অভিবাদন জানানো উচিত।'

'গত বছর ফ্রাংকফোর্টে ভন বিস্‌কর্ফের কেসটাই ধরুন। এ পরীক্ষাটা তখন চালু থাকলে নির্ঘাৎ তার ফাঁসি হত। আরও ধরুন, ব্রাডফোর্ডের ম্যাসন, কুখ্যাত মুলার; মঁৎপেলিয়ের-এর লেফেভার এবং নিউ অর্লিয়ান্সের স্যামসন। এ রকম আরও এককুড়ি কেসের কথা আমি বলতে পারি যেখানে এই পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে অপরাধের প্রমাণ হতে পারত।'

স্ট্যামফোর্ড হেসে বলল, 'আপনি দেখছি অপরাধের একটি জীবন্ত পঞ্জিকা। এবিষয়ে আপনি একখানি পত্রিকা বের করতে পারেন। তার নাম দিন 'অতীতের পুলিশী সমাচার'।'

আঙুলের মাথায় একটুকরো প্লাস্টার জড়াতে জড়াতে শার্লক হোমস বলল, 'পত্রিকাটিকে খুব কৌতূহলোদ্দীপক করা যায় কিন্তু।' তারপর হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, 'কিন্তু আমাকে সাবধান হতে হবে। কারণ আমাকে নানারকম বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়।' সে তার হাতখানা বাড়িয়ে ধরল। দেখলাম, তার সারা হাত কড়া এসিডে বিবর্ণ হয়ে গেছে এবং তাতে আগাগোড়া টুকরো টুকরো প্লাস্টার জড়ানো।

একটা তিন-পায়া উঁচু টুলে নিজে বসে আর একটা টুল পা দিয়ে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে স্ট্যামফোর্ড বলল, 'একটা কাজে আমরা এসেছি। আমার এই বন্ধু একটা আস্তানা খুঁজছেন। আপনি বলেছিলেন একজন অংশীদার খুঁজে পাচ্ছেন না, তাই আপনাদের দুজনকে দেখা করিয়ে দিলাম।'

আমার সঙ্গে এক বাসায় থাকার প্রস্তাবে শার্লক হোমসকে খুশিই মনে হল। বলল, 'বেকার স্ট্রীটে একটা "স্যুইট" দেখেছি। আমাদের দুজনের বেশ কুলিয়ে যাবে। আশা করি তামাকের কড়া গন্ধে আপনার আপত্তি হবে না?'

জবাব দিলাম, 'আমি নিজেও ধূমপান করি।'

'তাহলে তো ভালই হল। নানারকম রাসায়নিক পদার্থ আমার কাছে থাকে। মাঝে মাঝে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি। তাতে আপনার অসুবিধা হবে না তো?'

'মোটেই না।'

'ভেবে দেখি—আমার আর কি দোষ আছে। মাঝে মাঝে আমি চুপচাপ থাকি, পরপর কয়েকদিন হয় তো মুখই খুলি না। তখন যেন মনে করবেন না যে আমি খুব রেগে আছি। স্রেফ আমাকে একা থাকতে দেবেন, ব্যাস সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার আপনার কি বলার আছে বলুন! একসঙ্গে থাকবার আগে দুজনেরই পরস্পরের দোষ-ত্রুটিগুলি জানা থাকা ভাল।'

তার জেরায় আমি হেসে উঠলাম। বললাম, 'আমার একটা কুকুরের বাচ্চা আছে। আমার স্নায়ুগুলো খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই হট্টগোল পছন্দ করি না। সময়ে অসময়ে ঘুম থেকে উঠি। আলসেমি করি। ভাল অবস্থায় আরও কিছু কিছু দোষ আছে, তবে আপাতত ঐগুলিই প্রধান।'

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, 'হট্টগোল বলতে কি আপনি বেহালা বাজানোটাকে ধরেছেন?

'সেটা বাদকের উপর নির্ভর করে,' আমি জবাব দিলাম। 'বেহালায় ভাল বাজনা তো দেবতাদের উপভোগ্য। কিন্তু বাজনা যদি বাজে হয়—'

হো-হো করে হেসে সে বলল, 'বাস, বাস, তাহলে ঠিক আছে। ধরে নিচ্ছি ব্যবস্থাটা পাকা, অবশ্য যদি বাসাটা আপনার পছন্দ হয়।'

'কখন দেখা যায়?'

'কাল দুপুরে এখানে আসুন। একসঙ্গে গিয়ে সব পাকা করে ফেলব,' সে জবাব দিল।

করমর্দন করে আমি বললাম, 'ঠিক আছে। কাল দুপুরে।'

সে আবার কাজে মন দিল। আমরা হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম।

হঠাৎ থেমে স্ট্যামফোর্ডের দিকে ঘুরে প্রশ্ন করলাম, 'ভাল কথা, আমি আফগানিস্থান থেকে এসেছি উনি বুঝলেন কি করে?'

একটু রহস্যময় হাসি হেসে সঙ্গী বলল, 'ঐটেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। উনি যে কি করে সবকিছু বোঝেন, সেটা আরও অনেকে জানতে চেয়েছে।'

হাত ঘসতে ঘসতে আমি বললাম, 'ওঃ! সেটা তাহলে একটা রহস্য? বেশ আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। আমাদের দুজনের মিলন ঘটিয়েছ বলে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তুমি তো জান, "মানুষের উপযুক্ত পাঠ্য বিষয়ই হল মানুষ।"

বিদায় নেবার সময় স্ট্যামফোর্ড বলল, 'তাহলে ওকে পাঠ কর। যদিও খুব জটিল সমস্যায় পড়বে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, তুমি তাকে যতটা জানতে পারবে তার চাইতে অনেক বেশী সে তোমাকে জানতে পারবে। নমস্কার।'

'নমস্কার।' নবপরিচিতের সম্পর্কে প্রচুর আগ্রহ নিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম।

২ঃ অনুমান-বিজ্ঞান

তার ব্যবস্থামত পরদিন দেখা করলাম এবং ২২১বি, বেকার স্ট্রীটের ঘরগুলি দেখলাম। দুটো আরামদায়ক শয়ন-কক্ষ, একটা বড় খোলামেলা সুসজ্জিত বসবার ঘর, তাতে দুটো প্রশস্ত জানালা দিয়ে প্রচুর আলো এসে পড়েছে। সব দিক থেকেই বাসাটা ভাল এবং সম-অংশে ভাড়াটাও ন্যায্য বলেই মনে হল। কাজেই সেখানেই কথাবার্তা পাকা করে সঙ্গে সঙ্গে বাসার দখল নিয়ে নিলাম। আমি সেদিন সন্ধ্যায়ই হোটেল থেকে মালপত্র নিয়ে সেখানে গেলাম। শার্লক হোমস পরদিন সকালে কয়েকটা বাক্স ও পোর্টম্যাণ্টো নিয়ে হাজির হল। মালপত্র খুলে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে দু' একদিন কেটে গেল। ধীরে ধীরে দুজনেই নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম।

হোমসের সঙ্গে একত্রে বাস করা মোটেই কঠিন নয়। লোকটি চলা-ফেরায় শান্ত, স্বভাবে পরিমিত। রাত দশটার পরে কদাচিৎ জেগে থাকে, আর সকালে আমার ঘুম ভাঙবার আগেই প্রাতরাশ সেরে বাইরে বেরিয়ে যায়। কখনও সারাটা দিন কেমিক্যাল লেবরেটরিতে কাটায়। কখনও বা ব্যবচ্ছেদ-কক্ষে। আবার অনেকদিন শহরের অনুন্নত এলাকাগুলিতে দীর্ঘ পথ হেঁটে বেড়ায়। কাজের নেশা যখন পেয়ে বসে তখন কোন কাজেই সে পিছ-পা নয়। কখনও বা সম্পূর্ণ উল্টো। দিনের পর দিন বসবার ঘরে সোফায় বসে থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মুখে একটা কথা নেই, শরীরের একটু নড়ন-চড়ন নেই। সেসময় তার চোখে এমন একটা ফাঁকা স্বপ্নময় দৃষ্টি দেখেছি যাতে অনায়াসেই সন্দেহ হতে পারত যে নেশাখোর ; কিন্তু তার সংযত ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা দেখে সে ধারণা মনেও ঠাঁই পেত না।

যত দিন কাটতে লাগল, তার সম্পর্কে আমার আগ্রহ এবং তার জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে আমার কৌতূহল ততই বাড়তে লাগল। তার শরীর এবং চেহারাই এমন যে যে-কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। লম্বায় ছ' ফুটের উপরে, কিন্তু এতই কৃশকায় যে আরও ঢ্যাঙা মনে হয়। যে নেশার ঘোরের কথা এইমাত্র উল্লেখ করেছি সেসময়টা ছাড়া সাধারণভাবে তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং অন্তর্ভেদী। বাজপাখির মত সরু নাক, সারা মুখে সদা-সতর্কতা ও স্থির সিদ্ধান্তের আভায় ফুটিয়ে তোলে। তার মোটা চৌকো থুতনি দৃঢ় চরিত্র মানুষের লক্ষণ। তার দুই হাতে সবসময়ই কালি আর কেমিক্যালের দাগ লেগে থাকত। তা সত্ত্বেও কোন কিছু ছোঁবার বেলায় সে খুবই খুঁতখুঁতে। কাজের যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করবার সময় তার এই স্বভাব আমি অনেক সময় লক্ষ্য করেছি।

এই মানুষটি আমার কৌতূহলকে কতখানি জাগ্রত করেছিল, এবং নিজের সম্পর্কে তার নীরবতাকে ভাঙবার কত চেষ্টা আমি বারবার করেছি, সেকথা বললে পাঠক নিশ্চয়ই অনধিকার চর্চার অপরাধে আমার নিন্দা করবেন। কিন্তু তা করবার আগে মনে রাখতে হবে যে সেসময় আমার জীবন ছিল লক্ষ্যহীন এবং করবার মত কোন কাজও তখন আমার হাতে ছিল না। আমার স্বাস্থ্যের তখন যা অবস্থা তাতে আবহাওয়া অত্যন্ত ভাল না থাকলে আমি বাইরেও বেরোতে পারতাম না। এমন কোন বন্ধুও ছিল না যার সঙ্গে কথা বলে দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমিকে কাটাতে পারি। সে অবস্থায় এই সঙ্গীটিকে ঘিরে যে ছোটখাট রহস্য ছিল তার সমাধানের চেষ্টায়ই আমি অনেক সময় কাটিয়ে দিতাম।

সে ডাক্তারি পড়ত না। এবিষয়ে স্ট্যামফোর্ড যা বলেছিল আমার একটা প্রশ্নের উত্তরে সে নিজেও সেই উক্তিই সমর্থন করেছে। সে নিয়মিতভাবে

এমন কোন পড়াশুনা করে না যাতে সে বিজ্ঞানের একটা ডিগ্রি পাবার উপযুক্ততা অর্জন করতে পারে, অথবা জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশের জন্য যে-কোন দ্বার-পথ তার সামনে উন্মুক্ত হতে পারে। কিন্তু কোন কোন পাঠ্য বিষয়ে তার উৎসাহ এতই উল্লেখযোগ্য, এবং খামখেয়ালের দ্বারা সীমিত হলেও তার জ্ঞান এত অসাধারণভাবে প্রচুর ও সূক্ষ্ম যে তার অনেক বক্তব্যই আমাকে বিস্মিত করেছে। কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্মুখে না থাকলে কোন মানুষ এত কঠিন পরিশ্রম করতে বা এত নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করতে পারে না। যারা আবোল-তাবোল পড়াশুনা করে তাদের জ্ঞান কদাচিৎ সঠিক হয়ে থাকে। স্পষ্ট কারণ না থাকলে কোন মানুষ ছোটখাট বিবরণ সংগ্রহ করে মনকে বোঝাই করে রাখতে পারে না।

তার অজ্ঞানতাও তার জ্ঞানের মতই উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক সাহিত্য, দর্শন বা রাজনীতির সে প্রায় কিছুই জানে না। টমাস কার্লাইল থেকে উদ্ধৃতি দেওয়াতে সে খোলাখুলিই জিজ্ঞেস করে বসল, লোকটি কে এবং কি করতেন। কথাপ্রসঙ্গে যেদিন বুঝতে পারলাম যে সে কোপার্নিকাসীয় মতবাদ এবং সৌর জাগতিক গ্রহমণ্ডল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সেদিন আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে—এই বিংশ শতাব্দীতে কোন সভ্য মানুষ যে সেটা জানে না সেকথা আমি ভাবতেই পারি নি।

আমার মুখে বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করে সে বলল, 'মনে হচ্ছে তুমি এতে বিস্মিত হয়েছ। কিন্তু ও তথ্যটা জানবার পরে মনে হচ্ছে, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব ওটা ভুলে যেতে।'

'ভুলে যেতে!'

সে বুঝিয়ে বলতে শুরু করল, 'দেখ, আমি মনে করি মানুষের মস্তিষ্ক গোড়ায় একটা ছোট শূন্য চিলে-কোঠার মত। সেখানে পছন্দসই আসবাব জমানোই উচিত। একমাত্র বোকা লোকই যা কিছু পায় তাই সেখানে জমা করে। ফলে যে জ্ঞান তার পক্ষে দরকারী সেইটেই হয় ভীড়ে হারিয়ে যায়, না হয় অন্য সব জিনিসের সঙ্গে এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে যায় যে দরকারের সময় তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মস্তিষ্কের কুঠুরিতে কি রাখবে না রাখবে সেবিষয়ে দক্ষ কারিগর কিন্তু ভারী সতর্ক। কাজের জন্য দরকারী যন্ত্রপাতি ছাড়া আর কিছু সে সেখানে রাখে না। আর সে যন্ত্রপাতিও সংখ্যায় অনেক বলে সেগুলিকে সে বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে। ঐ ছোট কুঠুরিটার বর্ধনশীল দেওয়াল আছে এবং সেটাকে যতদূর খুশি বাড়ানো যায় এ ধারণা কিন্তু ভুল। ঠিক জানবে, এমন একসময় আসে যখন নতুন কোন জ্ঞান পেতে হলেই পুরনো জ্ঞান কিছু ছাড়তে হবেই। কাজেই অদরকারী ঘটনা যাতে দরকারী ঘটনাকে মন থেকে ঠেলে সরিয়ে না দেয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত

প্রয়োজন।'

'কিন্তু সৌরজগৎ!' আমি প্রতিবাদ করলাম।

অসহিষ্ণুকণ্ঠে সে বলে উঠল, 'তা দিয়ে আমার কি দরকার? তুমি বলছ আমরা সূর্যের চারদিকে ঘুরছি। বেশ তো, আমরা যদি চন্দ্রের চারিদিকে ঘুরতাম তাতে আমি বা আমার কাজের তো তিলমাত্র তফাৎ হত না।'

তার কাজটা কি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার হাবভাবে মনে হল প্রশ্নটাকে সে ভালভাবে নেবে না। যা হোক, আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার কথা ভাবতে ভাবতে তার থেকে কিছু কিছু তথ্য অনুমান করতে চেষ্টা করলাম। সে বলেছে, তার অভীষ্টের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কোন জ্ঞান লাভ করতে সে চায় না। অতএব যা কিছু জ্ঞান সে অর্জন করেছে সবই তার কাছে দরকারী। যেসব বিষয় সে খুব ভাল জানে বলে আমার মনে হল, তার একটা তালিকা আমি মনে মনে প্রস্তুত করলাম। এমন কি একটা পেন্সিল নিয়ে সেগুলি লিখেও ফেললাম। তালিকাটি সম্পূর্ণ করে সেটা দেখে আমি না হেসে থাকতে পারলাম না। তালিকাটি এইরূপ:

শার্লক হোমস—তার জ্ঞানের সীমা

১, সাহিত্যের জ্ঞান—শূন্য

২, দর্শনের ,, —শূন্য

৩, জ্যোতির্বিদ্যার ,, —শূন্য

৪, রাজনীতির ,, —দুর্বল

৫, উদ্ভিদবিদ্যার ,, —পরিবর্তনশীল। ধুতুরা, আফিম এবং সাধারণভাবে বিষাক্ত উদ্ভিদ সম্পর্কে পণ্ডিত। কিন্তু উদ্যানবিদ্যার কিছুই জানে না।

৬, ভূতত্ত্বের জ্ঞান—বাস্তব জ্ঞান আছে, কিন্তু সীমিত। একনজরেই বিভিন্নরকম মাটির পার্থক্য বলে দিতে পারে। বেড়িয়ে ফিরে তার ট্রাউজারের দাগ দেখিয়ে সেগুলোর রং ও ঘনত্বের বিচার করে কোন্ দাগ লণ্ডনের কোন্ অঞ্চল থেকে লেগেছে সেটাও আমাকে বলেছে।

৭, রসায়নের ,, —প্রগাঢ়।

৮, শারীর সংস্থান বিদ্যার জ্ঞান—সঠিক, কিন্তু শৃঙ্খলাহীন।

৯, উত্তেজক সাহিত্যের ,, —প্রচুর। এই শতাব্দীর যে কোন লোমহর্ষক ঘটনার প্রতিটি বিবরণ সে জানে বলে মনে হয়।

১০, ভাল বেহালা বাজাতে পারে।

১১, দক্ষ বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়, বক্সার এবং অসিচালক।

১২, বৃটিশ আইনের ভাল বাস্তব জ্ঞান আছে।

তালিকাটি এই পর্যন্ত পড়েই হতাশ হয়ে সেটাকে আগুনে ফেলে দিলাম। নিজের মনেই বললাম, 'এই সব সংগুণের সম্মিলন ঘটিয়ে লোকটি কি করতে চাইছে যদি জানতে পারতাম, এবং কি সে কাজ যাতে এগুলি সব দরকার হয় যদি খুঁজে বের করতে পারতাম, তাহলে সেইদণ্ডে এসব চেষ্টা ছেড়ে দিতাম।'

বেহালা বাজাবার ক্ষমতার কথা আগেই বলেছি। সে ক্ষমতাও খুবই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু তার অন্য সব গুণের মতই খামখেয়ালি। আমি জানি সে রাগ-রাগিনী বাজাতে পারে,—বেশ শক্ত রাগ-রাগিনীও। আমার অনুরোধে সে 'মেণ্ডেলসন-এর লিয়েডার' এবং অন্য প্রিয় রাগ বাজিয়ে আমাকে শুনিয়েছে। কিন্তু একা থাকলে সে কদাচিৎ কোন রাগ-রাগিনী বা পরিচিত সুর বাজায়। সন্ধ্যায় আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে দুই চোখ বন্ধ করে কোলের উপর রাখা বেহালাটায় এলোমেলোভাবে ছড় টানতে থাকে। কখনও তাতে গম্ভীর বিষণ্ণ সুর বাজে, কখনও বা অদ্ভুত এক আনন্দের সুর। স্পষ্টই মনে হয়, তার মনের চিন্তাই যেন সুরের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সে বাজনা তার চিন্তার ধারাকে সাহায্য করে, না, কি সেগুলো নেহাতই তার খেয়ালের ফল, তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারি নি। সেই সব একটানা রুদ্ধশ্বাস বাজনার বিরুদ্ধে আমি হয় তো বিদ্রোহ ঘোষণাই করতাম যদি না সে প্রায়শই তার বাজনার শেষে একের পর এক আমার প্রিয় সুরগুলি বাজিয়ে আমার ধৈর্যচ্যুতির ক্ষতিপূরণ করে দিত।

প্রথম সপ্তাহকাল আমাদের কাছে কেউ এলো না। আমার ধারণা হল এই সঙ্গীটিও আমার মত নির্বান্ধব। কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারলাম, তার পরিচিত জনের সংখ্যা অনেক, আর তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। তাদের মধ্যে একজন ছিল হলদেটে, ইদুরমুখো কালো চোখওয়ালা মানুষ। তার নাম শুনেছিলাম মিঃ লেস্ট্রেড। সপ্তাহে তিন চার দিন সে আসত। একদিন সকালে একটি সুসজ্জিত তরুণী এল এবং আধ ঘণ্টার উপরে কাটিয়ে গেল। সেইদিন বিকেলেই একটি শুটকো পাকা-চুল লোক এল। দেখতে ইহুদী ফেরিওয়ালার মত। মনে হল লোকটা খুব উত্তেজিত। তার পরেই এল একটি নোংরা বয়স্কা স্ত্রীলোক। একদিন এসেছিল এক পাকা-চুল বৃদ্ধ; আবার কোনদিন বা নকল মলমলের পোশাক-পরা এক রেলের কুলি। এই সব নানা ধরনের লোক যখন হাজির হত তখন শার্লক হোমস আমার কাছ থেকে বসবার ঘরটা ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে নিত, আর আমি আমার শোবার

ঘরে চলে যেতাম। আমার এই অসুবিধা ঘটানোর জন্য সে সব সময়ই ক্ষমা চেয়ে নিত। বলত, 'কাজের জন্য আমাকে ঘরটা ব্যবহার করতে হচ্ছে। এরা সবাই আমার মক্কেল।' তখনই সোজাসুজি প্রশ্ন করবার সুযোগ পেলেও জোর করে একজনের গোপন কথা জানবার কৌতূহল থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতাম। ভাবতাম, সেকথা উল্লেখ না করার কোন সঙ্গত কারণ হয় তো তার আছে। কিন্তু একদিন নিজে থেকেই সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সে আমার এই ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাল।

আমার বেশ মনে আছে, সেদিনটা ছিল ৪ঠা মার্চ। অন্য দিনের তুলনায় একটু আগেই ঘুম থেকে উঠেছিলাম। দেখলাম, শার্লক হোমসের প্রাতরাশ তখনও সারা হয় নি। গৃহকর্ত্রী আমার দেরীতে ওঠার ব্যাপারে এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তখনও আমার প্রাতরাশ টেবিলে দেওয়া হয় নি, বা আমার কফিও তৈরি হয় নি। মানুষ অনেক সময় অকারণে রেগে যায়। আমিও সেইরকম রাগের সঙ্গে ঘণ্টাটা বাজিয়ে জানিয়ে দিলাম যে আমি তৈরি। তারপর টেবিল থেকে একখানা পত্রিকা টেনে নিয়ে তার উপর চোখ বুলিয়ে সময় কাটাতে লাগলাম। আমার সঙ্গী নীরবে টোস্টে কামড় দিচ্ছিল। একটা প্রবন্ধের শিরোনামের নীচে পেন্সিলের দাগ দেখে স্বভাবতই সেটার উপর দ্রুত চোখ বুলোতে লাগলাম।

প্রবন্ধের শিরোনামটি খুব জবরদস্ত—'জীবনের পুঁথি।' তাতে দেখানো হয়েছে, একজন অনুসন্ধিৎসু লোক সঠিক ও সুশৃঙ্খল পর্যবেক্ষণের ফলে জীবনের কতকিছু জানতে পারে। ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে চাতুর্য ও অবাস্তবতার একটা খিঁচুড়ি বলে মনে হল। বেশ ধারালো ও তীক্ষ্ণ যুক্তি, কিন্তু সিদ্ধান্ত-গুলি কষ্টকল্পিত ও অতিরঞ্জিত বলে মনে হল। লেখক দাবী করেছেন, একটি আকস্মিক কথা, মাংসপেশীর একটি মোচড় বা চোখের একটু দৃষ্টি থেকেই মানুষের মনের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখা যায়। যে মানুষ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে সুশিক্ষিত তাকে ঠকানো অসম্ভব। তার সিদ্ধান্তগুলি ইউক্লিডের প্রতিপাদ্যের মতই অভ্রান্ত। কোন নূতন লোকের কাছে তার সিদ্ধান্তগুলি বিস্ময়কর মনে হবেই এবং যতক্ষণ তার অনুসৃত পদ্ধতিগুলি সে না শিখবে ততক্ষণ তাকে একজন যাদুকর বলেই মনে করবে।

লেখক বলেছেন, 'একজন যুক্তিবিদ একফোঁটা জল থেকে আতলান্তিক মহাসাগর বা নায়েগ্রা জলপ্রপাতের সম্ভাবনাকে অনুমান করতে পারে, যদিও সে ও দুটোর একটাকেও দেখে নি, বা কারও থেকে ওদের সম্পর্কে কিছু শোনেও নি। সব জীবনই একটি প্রকাণ্ড শৃঙ্খল যার একটি গাঁটকে দেখতে পেলেই সমগ্রটাকে জানা যায়। অন্য সব শিল্প-কলার মত 'অনুমান ও বিশ্লেষণ বিজ্ঞান'কেও সুদীর্ঘ অধ্যবসায় দ্বারাই আয়ত্ত করা যায়, এবং যেহেতু

জীবন যথেষ্ট দীর্ঘস্থায়ী নয় সেজন্য কোনও মানুষের পক্ষেই এবিষয়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব নয়। কোন সমস্যার নৈতিক ও মানসিক দিকগুলি অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল; কাজেই ছোটখাট সমস্যাগুলিকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টাই প্রথমে করা উচিত।

কোন মানুষের সঙ্গে দেখা হলে একনজরেই জানবার চেষ্টা করতে হবে তার অতীত ইতিহাস, তার বাণিজ্য বা অন্য জীবিকার পরিচয়। এরকম চেষ্টা প্রথমে বোকামির পরিচায়ক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ফলে মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ক্ষুরধার হয় এবং কোথায় চোখ ফেলতে হবে বা কি দেখতে হবে সে শিক্ষা লাভ করা যায়। একটা মানুষের হাতের নখ, তার কোটের আস্তিন, জুতো, ট্রাউজারের হাঁটুর কাছটা, তর্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরকার কড়া, তার কথা, তার শার্টের কফ—এর প্রত্যেকটি থেকেই মানুষের জীবিকার পরিচয় পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়। কোন একটি ক্ষেত্রে এর সবগুলি প্রয়োগ করেও একজন যোগ্য অনুসন্ধানকারী সমস্যার উপর আলোকপাত করতে অসমর্থ হবেন এটা একেবারেই অকল্পনীয়।

'কী অবর্ণনীয় বাগাড়ম্বর!' চীৎকার করে বলতে বলতে আমি পত্রিকাটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিলাম। 'জীবনে এরকম বাজে লেখা কখনও পড়ি নি।'

'কোনটার কথা বলছ?' শার্লক হোমস প্রশ্ন করল।

প্রাতরাশ খেতে খেতে ডিমের চামচে দিয়ে দেখিয়ে আমি বললাম, 'কেন, এই প্রবন্ধটা। মনে হচ্ছে তুমি এটা পড়েছ, কারণ এটার নীচে দাগ দিয়েছ। অস্বীকার করছি না যে লেখাটায় মুন্সিয়ানা আছে; আমি অবশ্য বিরক্ত হয়েছি। এটা নিশ্চয়ই কোন আরামকেদারাশ্রয়ী আলস্যবিলাসীর উদ্ভট মতবাদ। নিজের নির্জন পড়ার ঘরে বসে তিনি এই সব অবাস্তব কথার জাল বোনেন। এসব একেবারেই অবাস্তব। আমার ইচ্ছা করে, পাতাল-রেলের কোন তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ঠেলে দিয়ে তাকে বলি, এবার সহযাত্রীদের জীবিকার পরিচয়গুলি দাও তো বাপধন। তার সঙ্গে আমি হাজার পাউণ্ড বাজী লড়তে রাজী।'

হোমস শান্তভাবে বলল, 'তাতে তোমার টাকাটাই খোয়াবে। আর প্রবন্ধটার কথা যদি বল, ওটা আমি লিখেছি।'

'তুমি!'

'হ্যাঁ। পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের কাজে আমার একটা ঝোঁক আছে। যে-সকল মত আমি ওখানে প্রকাশ করেছি, এবং যেগুলিকে তুমি অত্যন্ত অবাস্তব বলে মনে করছ, সেগুলো অত্যন্ত বাস্তবসম্মত—এত বাস্তব যে আমার রুটি-মাখনের জন্য আমি ওগুলোর উপরই নির্ভর করি।'

'কিন্তু কেমন করে? নিজের অজান্তেই প্রশ্ন করলাম।

'দেখ, আমারও একটা জীবিকা আছে। আমার ধারণা এ ব্যাপারে পৃথিবীতে আমি একক। আমি একজন পরামর্শদাতা গোয়েন্দা।' অবশ্য সেটা কি জিনিস তুমি বুঝবে কি না জানি না। এই লণ্ডনে অনেক সরকারী ও বে-সরকারী গোয়েন্দা আছে। এরা যখন পেরে ওঠে না, তখন আমার কাছে আসে, আমি তাদের পথ বাতলে দি। তার সংগৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি আমার কাছে পেশ করে, অপরাধ-ইতিহাসের যে জ্ঞান আমি অর্জন করেছি তারই সাহায্যে আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের ঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হই। বিভিন্ন দুষ্কর্মের মধ্যে একটা মূলগত মিল আছে; ফলে হাজারটা দুষ্কর্মের বিবরণ যদি তোমার নখাগ্রে থাকে তাহলে হাজার এক নম্বর দুষ্কর্মের বিবরণ তুমি উদ্ধার করতে পারবে না এটা হতেই পারে না। লেস্ট্রেড একজন খ্যাতনামা গোয়েন্দা। সম্প্রতি একটা জালিয়াতির মামলা নিয়ে বড়ই গোলমালে পড়েছিল। তাই আমার কাছে এসেছিল।'

'আর অন্যরা?'

'বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের পাঠায় বেসরকারী গোয়েন্দা সংস্থা। কোন ব্যাপার নিয়ে গোলমালে পড়লেই তারা আলোকপাতের জন্য আসে। আমি তাদের কাহিনী মন দিয়ে শুনি, তারা আমার মন্তব্যগুলি মন দিয়ে শোনে, তারপর আমার ফীটা পকেটস্থ করি।'

আমি বললাম, 'তুমি কি বলতে চাও, সচক্ষে সব বিবরণ দেখেও যে রহস্যের কিনারা তারা করতে পারে না, তুমি এই ঘরে বসে বসেই তার গিঁট খুলতে পার?

'ঠিক তাই। এবিষয়ে আমার কেমন একটা অন্তর্দৃষ্টি আছে। কখনও সখনও এমন কেস আসে যেটা একটু বেশী জটিল। তখন অবশ্য আমাকেও বাইরে বেরিয়ে নিজের চোখে সবকিছু দেখতে হয়। দেখ, আমার কতকগুলি বিশেষ জ্ঞান আছে যেগুলি প্রয়োগ করে আমি আশ্চর্য ফল পাই। এই প্রবন্ধে অনুমানের যেসব নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেগুলি তোমার ঘৃণার উদ্রেক করেছে সেগুলি কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমার কাছে খুবই মূল্যবান। পর্যবেক্ষণ আমার দ্বিতীয় প্রকৃতি। প্রথম দিন সাক্ষাতের সময় আমি যখন বললাম যে তুমি আফগানিস্থান থেকে এসেছ, তখন তুমি বিস্মিত হয়েছিলে।'

'নিশ্চয় কেউ তোমাকে বলেছিল।'

'মোটেই তা নয়। আমি স্রেফ জানতে পেরেছিলাম যে তুমি আফগানিস্থান থেকে এসেছ। দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে চিন্তা-স্রোত এত দ্রুতগতিতে আমার মনে প্রবাহিত হয় যে অন্তর্বর্তী ধাপগুলো চিন্তা না করেই আমি

সরাসরি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। অবশ্য সে ধাপগুলো তো থাকেই। চিন্তার ধারাটা এই রকম ছিল; এই ভদ্রলোক ডাক্তার, অথচ চালচলনে সামরিক ভাবভঙ্গী, কাজেই নিশ্চয় সামরিক ডাক্তার। তিনি নিশ্চয় সম্প্রতি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল থেকে এসেছেন, কারণ তাঁর মুখমণ্ডল বাদামী, অথচ ওটা তাঁর চামড়ার স্বাভাবিক রং নয় যেহেতু তাঁর কব্জি দুটো সাদা। তাঁর বিষণ্ন মুখ দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি অনেক দুঃখ-কষ্ট ও রোগ ভোগ করেছেন। তাঁর বাঁ হাতটায় আঘাত লেগেছে কারণ সে হাতটা তিনি অস্বাভাবিকভাবে আড়ষ্ট করে রাখেন। গ্রীষ্মমণ্ডলের কোন্ স্থানে একজন ইংরেজ সামরিক ডাক্তারের পক্ষে এরকম কষ্ট ভোগ করা সম্ভব? আর কোথায়ই বা তাঁর হাত আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে? নিশ্চয় আফগানিস্থানে? এই পুরো চিন্তা-ধারাটি কিন্তু এক সেকেণ্ডও সময় নেয় নি। আমি তখনই মন্তব্য করলাম, তুমি আফগানিস্থান থেকে এসেছ, আর তুমিও বিস্মিত হলে।'

হেসে বললাম, 'তুমি বুঝিয়ে বলার পরে অবশ্য ব্যাপারটা সরলই মনে হচ্ছে। এডগার এলেন পো-র ডিউপিনের কথা মনে পড়ছে। গল্পের বাইরেও এ ধরনের চরিত্র থাকে আমার জানা ছিল না।'

শার্লক হোমস উঠে পাইপটা ধরাল। তারপর বলতে লাগল, 'তুমি নিঃসন্দেহে ভাবছ যে ডিউপিনের সঙ্গে তুলনা করে আমার প্রশংসাই করছ। কিন্তু আমার মতে ডিউপিন খুব সাধারণ স্তরের মানুষ। পনের মিনিট চুপ করে থেকে হঠাৎ একটা যুৎসই মন্তব্য করে বন্ধুকে চমকে দেওয়ার যে কৌশল তিনি দেখান সেটা আসলে কিন্তু বড়ই লোক-দেখানো ও কৃত্রিম। অবশ্য বিশ্লেষণী শক্তি তাঁর ছিল, কিন্তু পো তাঁকে যতখানি বড় বলে কল্পনা করেছেন আসলে তিনি তা নন।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি গাবোরিয়র বই পড়েছ? তোমার মতে লিকক কি একজন ভাল গোয়েন্দা?'

শার্লক হোমস ঠাট্টার ভঙ্গীতে নাকটা টানল। তারপর রাগতঃ স্বরে বলল, 'লিকক তো একটা মহা আনাড়ি। একটা গুণই তার ছিল,—উৎসাহ। ও বই পড়ে তো আমি কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। ব্যাপার কি না, একটি অজানা কয়েদিকে খুঁজে বের করতে হবে। আমি ও কাজ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই করতে পারতাম। লিককের লেগেছিল ছ' মাস বা ওই রকম সময়। গোয়েন্দাদের কি বাদ দেওয়া উচিত সেটা শেখাবার মত পাঠ্য-পুস্তক অবশ্য ও বইখানা হতে পারে।'

যে দুটি চরিত্র আমার প্রিয় তাদের সম্পর্কে এই ধরনের উদ্ধত উক্তি করায় আমি কিছুটা অসন্তুষ্ট হলাম। জানালার কাছে উঠে গিয়ে বাইরের জনবহুল রাস্তার দিকে তাকালাম। মনে মনে বললাম, 'লোকটি চতুর বটে, তবে বড়

দাম্ভিক।'

যেন দুঃখের সঙ্গেই সে বলল, 'আজকাল আর অপরাধও নেই, অপরাধীও নেই। আমাদের কাজে এখন আর মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয় না। আমি জানি, আমার মধ্যে ও বস্তুটি আমাকে বিখ্যাত করবার পক্ষে পর্যাপ্তই আছে। অপরাধ উদ্ঘাটনের কাজে যতটা পড়াশুনা এবং যতটা মেধা আমি প্রয়োগ করেছি আজ পর্যন্ত অপর কেউ তা করে নি। কিন্তু লাভ কি হল? ধরবার মত কোন অপরাধই ঘটে না। আর যাও বা ঘটে সেটা এতই জলের মত পরিষ্কার যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের যেকোন অফিসারই তার কিনারা করতে পারে।'

লোকটির কথাবার্তার এই আত্মম্ভরিতা ক্রমেই আমাকে বিরক্ত করে তুলল। কাজেই ভাবলাম, এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

একটি দীর্ঘদেহ সাদাসিদে পোশাকের মানুষ রাস্তার অপর দিক ধরে বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। তার হাতে একখানা নীল রঙের বড় খাম। নিশ্চয় কোন সংবাদ নিয়ে এসেছে। তাকে দেখিয়ে আমি বলে উঠলাম, 'লোকটি না জানি কি খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

শার্লক হোমস বলল, 'নৌবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সার্জেণ্টের কথা বলছ?'

'খালি বড়াই আর দম্ভ!' মনে মনে ভাবলাম। 'ভাল করেই জানে যে ওর এই অনুমানকে আমি পরখ করে দেখতে পারব না।'

এ কথাগুলি ভাবতে না ভাবতেই লোকটি আমাদেব দরজাতেই তার প্রার্থিত নম্বরটি দেখতে পেয়ে দ্রুতপায়ে রাস্তাটা পার হল। আমাদের কানে এল দরজায় ধাক্কার শব্দ, নীচে একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং সিঁড়ি বেয়ে উঠবার ভারী পদধ্বনি।

ঘরের ভিতরে ঢুকে বন্ধুর হাতে চিঠিখানি দিয়ে সে বলল, 'মিঃ শার্লক হোমসের জন্য।'

এতক্ষণে তার মুখোশ খুলে দেবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। আচমকা একটা কথা বলে ফেলবার সময় এরকমটা যে ঘটতে পারে তা তো আর সে ভাবতে পারে নি। সরাসরি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কোথায় কাজ করেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

রূঢ়কণ্ঠে সে জবাব দিল, 'সেনাবিভাগে, ইউনিফর্মটা মেরামতির জন্য পাঠানো হয়েছে।'

ঈর্ষার দৃষ্টিতে সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কি ছিলেন?'

'সার্জেণ্ট স্যার। রাজকীয় নৌবিভাগের পদাতিক বাহিনী স্যার। কোন জবাব দেবেন না? ঠিক আছে স্যার।'

ছুটো গোড়ালি ঠুকে হাত তুলে সে স্যালুট করল। তারপরই চলে গেল।

৩ঃ লরিস্টন গার্ডেন্স-এর রহস্য

স্বীকার করছি, আমার সঙ্গীর মতবাদের বাস্তবতার এই নতুন প্রমাণ আমাকে বিস্মিত করেছিল। তার বিশ্লেষণী শক্তির প্রতি আমার শ্রদ্ধা বহু-গুণে বেড়ে গেল। একটা সন্দেহ কিন্তু তখনও মনের কোণে উঁকি দিতে লাগল যে, আমাকে চমকে দেবার জন্য সমস্ত ব্যাপারটাই আগে থেকে সাজানো, অবশ্য আমাকে চমকে দিয়ে তার কি লাভ হবে কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। তাকিয়ে দেখি, সে চিঠিটা পড়ে ফেলেছে। তার চোখে এমন একটা শূন্য অনুজ্জল দৃষ্টি যে দেখলেই মনে হয় সে তার মনের মধ্যে ডুবে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, ওটা তুমি জানলে কেমন করে?'

সে যেন একটু চটেই বলল, 'কোন্‌টা?'

'কেন? ওই লোকটা যে নৌবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট, সেটা?'

'এসব তুচ্ছ কথা বলবার মত সময় নেই,' একটু রূঢ় কণ্ঠেই সে জবাব দিল। তারপরই হেসে বলল, 'এই রূঢ়তার জন্য আমাকে ক্ষমা কর। আমার চিন্তার সুতোটা তুমি ছিঁড়ে ফেলেছিলে। কিন্তু তুমি কি সত্য সত্যই বুঝতে পারো নি যে লোকটি নৌবিভাগের সার্জেন্ট ছিল?'

'মোটেই না।'

'আমি কি করে জানলাম সেটা বোঝানোর চাইতে ওটা জানা অনেক সহজ। তোমাকে যদি বলা হয় দুই আর দুইয়ে যে চার হয় সেটা প্রমাণ কর, তাহলে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই একটু কঠিন মনে হবে, অথচ তুমি নিশ্চিত জান যে এটা সত্য। রাস্তার ওপাশে থাকতেই লোকটির হাতের উল্টো পিঠে একটা বড় নীল নোঙরের উল্কি আমার চোখে পড়েছিল। তাতেই সমুদ্রের গন্ধ পেলাম। তার আচরণে এবং দু'দিকে পাকানো গোঁফে ছিল সামরিক গন্ধ। কাজেই পাওয়া গেল নৌবিভাগ। লোকটির মধ্যে কিছুটা ভারিক্কিয়ানা এবং প্রভুত্বের ভঙ্গীও আমার চোখ এড়ায় নি। যেভাবে সে মাথাটা উঁচু করে ছিল এবং হাতের বেতটা ঘোরাচ্ছিল সেটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ। তার মুখে চোখে একটা স্থির, সম্ভ্রান্ত, মধ্যবয়স্ক মানুষের ছাপ—এইসব দেখেই মনে হল সে সার্জেন্ট ছিল।'

'চমৎকার।' আমি সোল্লাসে বলে উঠলাম।

হোমস বলল, 'অতি সাধারণ।' যদিও তার কথা শুনে আমার মনে হল, আমার বিস্ময় ও প্রশংসা শুনে সে খুশিই হয়েছে। 'এইমাত্র বলছিলাম যে আজকাল আর অপরাধী নেই। মনে হচ্ছে—আমি ভুল বলেছি। এটা দেখ!' প্রাক্তন সার্জেন্টের দেওয়া চিঠিখানা সে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

'সে কি!' চোখ বুলিয়েই আমি চীৎকার করে উঠলাম, 'এ যে সাংঘাতিক।

সে শান্তভাবে বলল, 'একটা অসাধারণ কিছু বলে মনে হচ্ছে। তুমি কি চিঠিটা আমাকে পড়ে শোনাবে?'

নীচের চিঠিটা আমি তাকে পড়ে শোনালাম:

প্রিয় মিঃ শার্লক হোম্‌স,

৩, লরিস্টন গার্ডেন্সে গত রাতে একটি খারাপ ঘটনা ঘটেছে। লরিস্টন গার্ডেন্স বেরিয়েছে ব্রিক্সটন রোড থেকে। প্রায় দুটো নাগাদ আমাদের বীটের পুলিশ সেখানে একটা আলো দেখতে পায়। যেহেতু বাড়িটা তখন খালি ছিল, তার মনে সন্দেহ দেখা দেয়। গিয়ে দেখে দরজা খোলা আর আসবাব-পত্রহীন সামনের ঘরে জনৈক ভদ্রলোকের মৃতদেহ পড়ে আছে। লোকটি সুসজ্জিত। তার পকেটে একটা কার্ড পাওয়া গেছে। তাতে লেখা 'এনক জে. ড্রেবার, ক্লিভল্যাণ্ড, ওহিও, ইউ. এস. এ.।' কোনরকম ডাকাতি হয় নি এবং ভদ্রলোক কেমন করে মারা গেলেন তারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। ঘরের মধ্যে রক্তের দাগ আছে, কিন্তু লোকটির দেহে আঘাতের কোন চিহ্নই নেই। তিনি কি করে ঐ খালি বাড়িতে এলেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। বস্তুতঃ সমস্ত ব্যাপারটাই যেন ধাঁধার মত। বারোটার আগে যে-কোন সময় আপনি যদি ঐ বাড়িতে আসতে পারেন, আমাকে ওখানেই পাবেন। আপনার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সব কিছুই যেমনটি ছিল তেমনটি রেখে দিয়েছি। যদি আসতে না পারেন, আরও বিস্তারিত বিবরণ আপনাকে জানাব। দয়া করে যদি আপনার মতামত পাঠান তাহলে সেটাকে আপনার অসীম অনুগ্রহ বলে বিবেচনা করব।

ভবদীয়
টোবিয়াস গ্রেগসন

বন্ধু মন্তব্য করল, 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অফিসারদের মধ্যে সবচাইতে চালাক-চতুর। সে এবং লেস্ট্রেডই হচ্ছে 'মন্দের ভাল। দুজনই ক্রতবুদ্ধি এবং উদ্যমশীল, কিন্তু গতানুগতিক—ভয়ানক গতানুগতিক। তাদের মধ্যে রেষা-রেষিও আছে। দুই পেশাদার সুন্দরীর মতই তারা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা-কাতর। এই কেসে তাদের দুজনের হাতেই যদি কিছুটা সুতো ধরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ভারি মজা হবে।'

তার শান্তভাবে কথা বলার রকম দেখে আমি বিস্মিত হলাম। চীৎকার করে বললাম, 'আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত নয়। তোমার জন্য একটা গাড়ি ডেকে দেব কি?'

'আমি যাব কি না তাই তো বুঝতে পারছি না। আলসেমি যখন আমার উপর ভর করে তখন আমি একেবারে আলসের গুরুঠাকুর। অবশ্য অন্য সময় আমি খুব চটপটেও হতে পারি।'

'সে কি? তুমি তো এই রকম একটা সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলে।'

'দেখ ভাই, এতে আমার কি লাভ হবে? ধরা যাক, আমি রহস্যটা উদ্ঘাটন করলাম। ঠিক জানবে তখন ঐ গ্রেগসন, লেস্ট্রেড কোম্পানিই সব বাহাদুরিটা পকেটস্থ করবে। বেসরকারী লোকদের এই তো বরাত।'

'কিন্তু তিনি তো তোমার সাহায্য চেয়েছেন।'

'তা চেয়েছে। সে জানে বুদ্ধিতে আমি তার থেকে বড় আর আমার কাছে সেকথা সে স্বীকারও করে। কিন্তু কোন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে সেকথা স্বীকার করার আগে সে বরং তার জিভটাই কেটে ফেলে দেবে। যাহোক, তবু যাওয়াই যাক। দেখে আসি ব্যাপারটা। আমার বড়শিতে আমি মাছ ধরব। আর কিছু না পাই, তাদের দেখে একটু হাসতে পারব। চল।'

ওভারকোটটা গায়ে চড়িয়ে এমন তাড়াহুড়া করতে শুরু করল যে মনে হল, উদাসীনতার ভাব কাটিয়ে উদ্যমশীলতা তার উপর ভর করেছে।

'তোমার টুপিটা নিও', সে বলল।

'তুমি বলছ আমাকে যেতে?'

'হ্যা। অবশ্য যদি এর চেয়ে বড় কাজ কিছু না থাকে।'

এক মিনিট পরেই একটা ভাড়াটে গাড়ি নিয়ে আমরা দ্রুত ছুটে চললাম ব্রিক্সটন রোডের দিকে।

কুয়াসা-ঢাকা মেঘাচ্ছন্ন সকাল। বাড়িগুলোর মাথায় একটা বাদামী আবরণ ছেয়ে আছে। মনে হচ্ছে, যেন নীচে মেটে রঙের রাস্তায় ছায়া পড়েছে। আমার সঙ্গী খুব খোশ মেজাজে চলেছে। আমি চলেছি নীরবে। একে এই বিষণ্ণ আবহাওয়া, তার উপর চলেছি একটি বেদনাদায়ক কাজে। আমার মন একেবারেই নেতিয়ে পড়েছে।

হোমস তখন একমনে সঙ্গীতপ্রসঙ্গে কথা বলে চলেছে। তাকে বাধা দিয়েই বললাম, 'হাতের কাজে খুব মন দিচ্ছ বলে তো মনে হয় না।'

সে জবাব দিল, 'এখনও কোন তথ্যই পাই নি। সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগৃহীত হবার আগেই মত গঠন করা মস্ত ভুল। তাতে বিচারশক্তি প্রভাবিত হয়।'

আঙুল বাড়িয়ে আমি বললাম, 'শীঘ্রই তথ্য পেয়ে যাবে। এইটেই ব্রিক্সটন রোড, আর আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে ঐটেই সেই বাড়ি।'

'ঠিক। কোচম্যান, গাড়ি থামাও।' তখনও আমরা শ'খানেক গজ দূরে। কিন্তু তার নির্দেশে সেখানেই নামতে হল। বাকিটা হেঁটে গেলাম।

৩ নম্বর লরিস্টন গার্ডেন্স একটা অশুভ ভয়ংকর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। যে চারটে বাড়ি রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত এটা তাদেরই একটা। চারটে বাড়ির দুটোয় লোক আছে, দুটো খালি। শেষের দুটো বাড়িতে দেখা যাচ্ছে তিন সারি বেদনামাখা খোলা জানালা, আর এখানে ওখানে 'ভাড়া দেওয়া হইবে' লেখা কার্ড ঝোলানো। এখানে-ওখানে ছিটনো-ছড়ানো কিছু কিছু ছোট গাছের একটা বাগান বাড়িগুলোকে রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। কাদা ও পাথরের একটা হলদেটে সংকীর্ণ পথ বাগানের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। রাতের বৃষ্টিতে সমস্ত জায়গাটাই স্যাঁতস্যাঁতে। বাগানের চারধারে তিন-ফুট উঁচু ইটের পাঁচিল। তার উপরে একটুকরো কাঠের রেল বসানো। দেয়ালে হেলান দিয়ে একজন হৃষ্টপুষ্ট পুলিশ কনেস্টবল দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ভীড় করে আছে পথচারীদের একটা ছোট দঙ্গল। বকের মত গলা বাড়িয়ে চোখ বড় বড় করে তারা ভিতরে কি ঘটেছে সেটা দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

আমি ভেবেছিলাম, শার্লক হোমস সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতরে ঢুকে রহস্য সমাধানের কাজে লেগে যাবে। সে কিন্তু সেদিক দিয়েই গেল না। সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে সে ফুটপাতে পায়চারি করতে লাগল। কখনও মাটির দিকে, কখনও আকাশের দিকে, উল্টো দিকের বাড়িগুলোর দিকে, আবার কখনও বা রেলিংএর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সবকিছু দেখে ধীরে ধীরে পথটা ধরে—বরং বলা উচিত পথের দু'ধারের ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। চোখ দুটো সারাক্ষণই মাটির দিকে নিবদ্ধ। দু'বার থামল। একবার তার মুখে হাসি দেখলাম। একটা খুশির উল্লাসও যেন কানে এল। ভিজে আঠালো মাটিতে অনেক পায়ের ছাপ পড়েছে। কিন্তু এপথে তো অনেক পুলিশ যাতায়াত করছে, সুতরাং এর থেকে আমার সঙ্গী যে কি জানবার আশা করছে আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তার দ্রুত দর্শন-ক্ষমতার এমন সব অসাধারণ প্রমাণ আমি পেয়েছি যাতে আমি নিঃসন্দেহ যে সে এমন অনেক কিছু দেখতে পায় যা আমাদের কাছে থাকে লুকনো।

বাড়ির দরজায়ই একটি লম্বা, সাদা-মুখ, শনের মত চুলওয়ালা লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হল। তার হাতে একটা নোট বুক। ছুটে এসে সে মহা উৎসাহে আমার সঙ্গীর কর-মর্দন করে বলল, 'আপনি এসে পড়ায় অনুগৃহীত হলাম। দেখুন, কোন কিছুই আমি স্পর্শ করতে দেই নি।'

'ঐটে ছাড়া!' পথটা দেখিয়ে আমার বন্ধু বলল। 'একপাল মোষ ওখান দিয়ে হেঁটে গেলেও এর চাইতে জগাখিচুড়ি হোত না। গ্রেগসন, এটা হতে দেবার আগেই তোমার নিজস্ব সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই উপনীত হয়েছিলে?'

গোয়েন্দাপ্রবর তার কথাটা এড়িয়ে বলল, 'বাড়ির ভিতরে আমার অনেক কাজ ছিল। আমার সহকর্মী লেস্ট্রেড এখানে ছিল। এটা দেখবার ভার

তার উপরেই ছিল।

হোমস আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে ভুরু দুটো তুলে বলল, 'তুমি এবং লেস্ট্রেড যখন আসরে নেমেছ, তখন আর তৃতীয় ব্যক্তির করবার কিছু থাকতে পারে না।'

আত্ম-সন্তুষ্টিতে দুই হাত ঘসতে ঘসতে গ্রেগসন বলল, 'যাকিছু করণীয় সবই তো করেছি বলে মনে হয়। যদিও কেসটা অদ্ভুত আর এ ধরনের কেস আপনি যে ভালবাসেন তাও জানি।'

শার্লক হোমস প্রশ্ন করল, 'তুমি তো ভাড়াটে গাড়িতে এখানে আস নি?'

'না।'

'লেস্ট্রেডও নয়?'

'না স্যার।'

'তাহলে চল ঘরটা একবার দেখি।' এই অবান্তর মন্তব্য করে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকল। পিছনে গ্রেগসন। তার মুখে বিস্ময়ের ছাপ।

কাঠের পাটাতন-করা ধূলোভরা একটা প্যাসেজ রান্নাঘর ও অফিসের দিকে চলে গেছে। বাঁয়ে ও ডাইনে দুটো দরজা। দেখেই বোঝা যায় একটা দরজা বেশ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ বন্ধই আছে। অপর দরজাটি খাবার ঘরের। রহস্যময় ঘটনাটি ঘটেছে সেই ঘরেই। হোমস ভিতরে পা বাড়াল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। মৃত্যুর উপস্থিতির অনুভূতিতে আমার মন আচ্ছন্ন।

একটা বড় চৌকোণা ঘর। আসবাবপত্র কিছুই নেই বলে আরও বড় দেখাচ্ছে। দেয়ালে ঝকমকে সস্তা কাগজ মোড়া। ছ্যাতলা পড়ে জায়গায় জায়গায় দাগ ধরেছে। কোথাও বা অনেকটা কাগজ খুলে গিয়ে ঝুলে পড়েছে। ফলে নীচেকার হলদে প্লাসটার বেরিয়ে পড়েছে। দরজাটার উল্টো দিকে একটা সৌখিন অগ্নিকুণ্ড, তার উপরে নকল শ্বেত পাথরের ম্যান্টেলপিস। তার এককোণে একটা লাল মোমবাতির শেষটুকু বসানো। ঘরের একমাত্র জানালায় এত ধুলো-ময়লা জমেছে যে ঘরের আবছা আলোয় সব কিছুতেই একটা হলদে আভা পড়েছে। সারা ঘরে ধূলোর আস্তরণ পড়ায় সেই হলুদ আভায় আরও বেশী করে চোখে লাগছে।

এসবই আমি পরে লক্ষ্য করেছি। তখনকার মত আমার সব মনোযোগ পড়ল একটিমাত্র ভয়াবহ নিশ্চল মনুষ্যদেহের প্রতি। দেহটি মেঝেয় পড়ে রয়েছে। দৃষ্টিহীন শূন্য চোখ যেন তাকিয়ে আছে বিবর্ণ শিলিংএর দিকে। লোকটির বয়স হবে বছর তেতাল্লিশ, মাঝারি গড়ন, চওড়া কাঁধ, কালো কোকড়ানো চুল, ছোট ঘন দাঁড়ি। পরনে মোটা কাপড়ের কোট ও ওয়েস্টকোট। হালকা রঙের ট্রাউজার, চকচকে কলার ও কফ। ব্রাশ-করা তকতকে একটা টপ হ্যাট তার পাশেই মেঝের উপর পড়ে আছে। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। দুই বাহু

ছড়ানো, দেহের নিম্নাংশ একসঙ্গে জড়ানো। দেখে মনে হয় মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। তার শক্ত মুখে বিভীষিকার ছায়া। আমার মনে হল সে মুখে এত তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠেছে যা আমি কখনও মানুষের মুখে দেখি নি। দেহের এই উৎকট ভয়ংকর বিকৃতির সঙ্গে নীচু কপাল, থ্যাবড়া নাক ও পুরু-ঠোঁট যুক্ত হয়ে একটি বানর-সুলভ আকৃতি গড়ে উঠেছে। তার দেহের দুমড়ানো অস্বাভাবিক ভঙ্গীর জন্য সেটা যেন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। নানা ধরনের মৃত্যু আমি দেখেছি, কিন্তু লণ্ডনের উপকণ্ঠবর্তী একটি প্রধান রাজপথের এই অন্ধকার ভয়ংকর ঘরে তার যে ভয়াবহ রূপ দেখলাম তা আর কখনো দেখি নি।

ক্ষীণকায় ভোঁদড়-সুলভ আকৃতির লেস্ট্রেড দরজায়ই দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দুজনকেই সে অভ্যর্থনা করল।

বলল, 'এই কেস নিয়ে হুলুস্থুলু পড়ে যাবে স্যার। এমনটি আমি আর দেখি নি। আর আমি কিন্তু ছেলেমানুষ নই।'

গ্রেগসন বলল, 'কোন সূত্র পাওয়া গেল?'

লেস্ট্রেড জবাব দিল, 'কিচ্ছু না।'

শার্লক হোমস মৃতদেহের কাছে এগিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ভাল করে পরীক্ষা করল। চারদিকের চাপ চাপ রক্তের দাগ দেখিয়ে বলল, 'তোমরা ঠিক জান কোন ক্ষত নেই?'

উভয় গোয়েন্দাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'নিশ্চয়!'

'তাহলে এ রক্ত নিশ্চয় কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির—সম্ভবত হত্যাকারীর, অবশ্য যদি হত্যাকাণ্ড সত্যিই ঘটে থাকে। এ প্রসঙ্গে '৩৪ সালে ইউট্রেকট-এ ভ্যান জ্যানসেনের মৃত্যুর পারিপার্শ্বিক ঘটনার কথা আমার মনে পড়েছে। গ্রেগসন, সে কেসটার কথা তোমার মনে আছে?'

'না স্যার।'

'পড়ো—পড়া উচিত। সূর্যের নীচে নতুন কিছু ঘটে না। যা ঘটেছে তা আগেও ঘটেছে।'

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার হাল্কা আঙুলগুলিও মৃতদেহের সর্বাঙ্গে যেন উড়ে বেড়াচ্ছে—হাত বুলোচ্ছে, চাপ দিচ্ছে, বোতাম খুলছে, পরীক্ষা করছে। কিন্তু চোখে কোন্ সুদূরের আভাষ। পরীক্ষার কাজ অত্যন্ত দ্রুত সমাপ্ত হল। এত তাড়াতাড়ি যে এরূপ পুংখানুপুংখভাবে কাজ করা যায় তা ভাবাই যায় না। সব শেষে সে মৃতের ঠোঁট দুটি শুঁকল, আর দেখল তার পেটেন্ট লেদারের জুতোর তলা।

প্রশ্ন করল, 'একে একেবারেই সরানো হয় নি তো?'

'পরীক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন হয়েছে তার বেশী নয়।'

'এবার একে স্বর্গে পাঠাতে পার', সে বলল। 'আর কিছু জানবার নেই।'

একটা স্ট্রেচার ও চারজন লোক মোতায়েনই ছিল। গ্রেগসনের নির্দেশে তারা ঘরে ঢুকে আগন্তুককে তুলে নিয়ে গেল। তাকে তুলতেই একটা আংটি মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ল। লেস্ট্রেড সেটাকে মুঠো করে তুলে হাঁ করে দেখতে লাগল।

'নিশ্চয় এখানে কোন স্ত্রীলোক ছিল' সে চেঁচিয়ে উঠল। 'এটা কোন স্ত্রীলোকের বিয়ের আংটি।'

হাতের তালুতে রেখে আংটিটা সকলেই দেখল। তাকে ঘিরে ধরে আমরাও সেটা দেখলাম। কোন সন্দেহ নেই যে এই খাঁটি সোনার বৃত্তটি এক-সময় কোন বিয়ের কনের আঙুলে শোভা পেয়েছে।

গ্রেগসন বলল, 'ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল। ঈশ্বর জানেন, আগেই যথেষ্ট ঘোরালো ছিল।'

হোমস বলল, 'তুমি কি ঠিক জান, এর ফলে ব্যাপারটা সরলতর হল না? ওটাকে হাঁ করে দেখে কিছু জানা যাবে না। তার পকেটে কি কি পাওয়া গেছে?'

সিঁড়ির একটা নীচু ধাপের বোঝাই করা একগাদা জিনিসপত্র দেখিয়ে গ্রেগসন বলল, 'ওখানেই সব আছে। লণ্ডনের বার্ড কোম্পানির একটা সোনার ঘড়ি, নং ৯৭১৬৩। বেশ ভারী নিরেট সোনার অ্যালবার্ট চেন। কারুকার্য-করা সোনার আংটি। সোনার পিন—কুকুরের মস্তকাকৃতি, চোখ দুটিতে চুনী বসানো। রাশিয়ান লেদারের কার্ড-কেস, তাতে ক্লিভল্যাণ্ডের এনক জে. ড্রেবারের কার্ড ভরা। তারই আদ্য অক্ষর ই. জে. ডি. লেখা জামা-কাপড়ে। কোন টাকার থলি নেই, কিন্তু সাত পাউণ্ড তের শিলিং খুচরো ছিল। বোকাশিওর "ডেকামেরন"-এর একখানা পকেট-সংস্করণ, তার প্রথম পাতায় জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের নাম। দু'খানি চিঠি—ই. জে. ড্রেবার ও জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনকে লেখা।'

'কোন্ ঠিকানায়?'

'আমেরিকান এক্সচেঞ্জ, স্ট্যাণ্ড—না চাওয়া পর্যন্ত থাকবে। দু'খানিই এসেছে "গুইওন স্টীমশিপ কোম্পানি" থেকে। তাদের জাহাজ যে লিভারপুল থেকে ছাড়া হয়েছে তারও উল্লেখ আছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এই ভাগ্যহীন লোকটির শীঘ্রই নিউ ইয়র্ক ফিরবার কথা।'

'এই স্ট্যাঙ্গারসন সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর করেছ?'

গ্রেগসন বলল, 'সঙ্গে সঙ্গেই করেছি স্যার। সবগুলো খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। একজন লোককে পাঠিয়েছি আমেরিকান এক্সচেঞ্জ-এ। সে এখনও ফেরে নি।'

'ক্লিভল্যাণ্ডে কাউকে পাঠিয়েছ ?'

'সকালেই টেলিগ্রাম করে দিয়েছি।'

'তাতে কি লিখেছ ?'

'অবস্থার বিবরণ দিয়ে বলেছি, আমাদের পক্ষে সহায়ক কোন সংবাদ জানালে খুশি হব।'

'তোমরা চূড়ান্ত মনে কর এরকম কোন খবর জানতে চেয়েছ কি ?'

'স্ট্যাঙ্গারসনের খবর জানতে চাওয়া হয়েছে।'

'আর কিছু নয় ? এমন কোন ঘটনা কি নেই যার উপর কেসটা ঝুলে আছে ? আর একবার টেলিগ্রাম করতে পার না ?'

আহত গলায় গ্রেগসন বলল, 'আমার যা বলবার সবই বলেছি।'

শার্লক হোমস মুখ টিপে হাসল। তারপর কি যেন বলতে যাবে এমন সময় সামনের ঘর থেকে খুব খুশি-খুশি ভাবে হাত দুটো ঘসতে ঘসতে লেস্ট্রেড হল-ঘরে ঢুকল।

'মিঃ গ্রেগসন,' সে বলল, 'এই মাত্র একটা খুব বড় রকমের আবিষ্কার করে ফেলেছি। দেয়ালটাকে ভাল করে পরীক্ষা না করলে সেটা ধরাই পড়ত না।'

কথা বলবার সময় এই ছোটখাটো লোকটির চোখ দুটো জলজল করতে লাগল। সহকর্মীর উপর একহাত নেবার আনন্দ যেন তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে।

'আমার সঙ্গে এস' বলে সে দ্রুত সেই ঘরে ফিরে গেল। ভয়ংকর লোকটিকে সরিয়ে নেওয়ায় সে ঘরের আবহাওয়া তখন অনেকটা হাল্কা হয়েছে। 'এবার, ওইখানে দাঁড়াও !'

জুতার তলায় একটা দেশলাইয়ের কাঠি জেলে সে দেয়ালের দিকে তুলে ধরল।

'ঐটে দেখ !' বিজয়গর্বে বলল।

আগেই বলেছি, দেয়ালের অনেক জায়গায়ই কাগজ খুলে খুলে পড়েছে। ঘরের ঐ বিশেষ কোণটায় অনেক বড় একখণ্ড কাগজ খুলে পড়ায় হলদে প্লাস্টার বেরিয়ে পড়েছে। সেই চৌ-কোণা প্লাস্টারের উপর রক্ত-লাল অক্ষরে একটিমাত্র শব্দ লেখা আছে—

RACHE (রাসে)

একজন প্রদর্শক যেভাবে তার খেলা দেখায় সেইরকম ভঙ্গীতে গোয়েন্দা-প্রবর চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এটার বিষয়ে তুমি কি বলছ ? ঘরের একেবারে অন্ধকার কোণে রয়েছে বলে এটা কারও চোখে পড়ে নি, এদিকটা দেখার কথাও কেউ ভাবে নি। খুনী নিজের রক্ত দিয়ে এটা লিখেছে। দেখ, দেয়াল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা যে আত্মহত্যা নয় সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

লেখার জন্ত ঐ কোণটা বেছে নেওয়া হল কেন? সেটাও বলছি। ম্যান্টেল-পিসের উপর ঐ মোমবাতিটা দেখ। ঘটনার সময় ওটা জ্বালান ছিল, আর ওটা জ্বললে ঘরের ঐ কোণটা সবচাইতে অন্ধকার না হয়ে সবচাইতে উজ্জ্বল হয়।'

অসন্তোষের ভাব নিয়ে গ্রেগসন প্রশ্ন করল, 'বেশ তো, তুমি ওটা দেখেছ, কিন্তু তাতে কি বোঝা গেল?'

'কি বোঝা গেল? বোঝা গেল যে লেখক একটি মেয়ের নাম "রাসেল" লিখতে চেয়েছিল, কিন্তু লেখাটা শেষ করবার আগেই কোন বিঘ্ন ঘটে। আমার কথাটা বোঝ, এই কেসের কিনারা যখন হবে তখন দেখতে পাবে রাসেল নামের একটি মেয়ে এর সঙ্গে জড়িত আছে। মিঃ শার্লক হোমস, আপনি হাসতে পারেন। আপনি খুব তুখোড় ও চতুর হতে পারেন, কিন্তু সব কথার সেরা কথা হল—পুরনো চাল ভাতে বাড়ে।'

হো-হো করে হেসে উঠে আমার সঙ্গী এই ছোটখাট লোকটির মেজাজ সত্যি খিঁচড়ে দিয়েছিল। তাই সে বলল, 'সত্যি, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তুমি প্রথম এটা দেখেছ, এ কৃতিত্ব অবশ্যই তোমার প্রাপ্য। গত রাত্রের রহস্যের অপর অংশীদারই যে এটা লিখেছে সেবিষয়েও তোমার সঙ্গে আমি একমত। এ ঘরটা পরীক্ষা করে দেখবার সময় আমি এখনও পাই নি। তোমার অনুমতি নিয়ে সে কাজটা এবার করতে চাই।'

বলতে বলতেই সে পকেট থেকে একটা মাপের ফিতে ও একটা বড় ম্যাগ্নি-ফায়িং গ্লাস বের করে ফেলল। তারপর এই দুটি হাতিয়ার নিয়ে নিঃশব্দে ঘরময় দাপাদাপি সুরু করে দিল। কখনও থামছে, কখনও হাঁটুগেড়ে বসছে, একবার তো টানটান হয়ে উপুড় হয়ে শুয়েই পড়ল। নিজের কাজে তখন সে এতই মগ্ন যে আমাদের উপস্থিতি পর্যন্ত ভুলে গেল। সারাক্ষণ নিজের সঙ্গেই কথা বলে চলেছে—কখনও উল্লাস, কখনও আর্তনাদ; এই হয় তো শিস দিচ্ছে, আবার পরক্ষণেই উৎসাহে ও আশায় চীৎকার করে উঠছে। তাকে দেখে তখন আমার এক সুশিক্ষিত ভাল জাতের শিকারী কুকুরের কথা মনে হচ্ছিল; শিকারের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত সেও তো এমনই তীব্র কৌতূহলে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতরে এমনিভাবে কখনও এগোয়, কখনও পেছোয়। প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে সে তার কাজ চালিয়ে গেল। আমার চোখে সম্পূর্ণ অদৃশ্য দাগগুলির দূরত্ব বেশ যত্ন নিয়ে সঠিকভাবে মাপল। কখনও আবার কেন যে ফিতেটাকে দেয়ালের গায়েও ব্যবহার করল সেটা তো আমার কাছে দুর্বোধ্য। এক জায়গায় মেঝে থেকে একমুঠো ধুলো খুব যত্ন করে তুলে নিয়ে খামে ভরে রাখল। শেষকালে দেয়ালের লেখার কাঁচটা ধরে প্রতিটি অক্ষরকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে দেখল। কাজ শেষ করে খুশি মনে ফিতে আর কাঁচটা পকেটে

রেখে দিল।

হেসে বলল, 'লোকে বলে, বেদনা সহ্য করবার অসীম ক্ষমতাই হল প্রতিভা। এটা খুব বাজে সংজ্ঞা, কিন্তু গোয়েন্দাদের কাজে এটা সত্যি খাটে।'

গ্রেগসন এবং লেস্ট্রেড তাদের সৌখীন সহকর্মীর এই সব পায়তাড়া বেশ কৌতূহল ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল। শার্লক হোমসের তুচ্ছতম কাজও যে একটা সুনির্দিষ্ট বাস্তব লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত—এ সত্য আমি বুঝতে আরম্ভ করলেও তারা কিন্তু এখনও বুঝতে অপারগ।

দুজনে একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?'

আমার বন্ধু জবাব দিল, 'আমি তোমাদের সাহায্য করছি একথা মনে হলেই যে এ কেসের কৃতিত্ব থেকে তোমাদের বঞ্চিত করা হবে। তোমরা এত ভাল কাজ করছ যে অন্যের হস্তক্ষেপ খুবই দুঃখের কারণ হতে পারে।' গলার স্বরে প্রচুর ঠাট্টা মিশিয়ে সে বলতে লাগল, 'তোমরা তদন্তের কাজ কিভাবে চালাচ্ছ যদি আমাকে বল, তবেই তোমাদের কোনরকম সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হব। ইতিমধ্যে যে কনেস্টবল মৃতদেহটি আবিষ্কার করেছিল, তার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। তার নাম-ঠিকানাটা আমাকে দিতে পার?'

লেস্ট্রেড নোট-বুক দেখে বলল, 'জন র‍্যাঞ্চ। এখন তার ছুটি: কেনিংটন পার্ক গেটের ৪৬, অড্‌লি কোর্টে তাকে পাবেন।'

হোমস ঠিকানাটা লিখে নিল।

তারপর বলল, 'চল ডাক্তার। তাকে খুঁজে বের করতে হবে।' গোয়েন্দা-যুগলের দিকে ফিরে বলল, 'খুন হয়েছে। খুনী একজন পুরুষ মানুষ। উচ্চতায় ছ' ফুটের বেশী, বয়সে যুবক, উচ্চতার তুলনায় পা দুটো ছোট, পায়ে চৌকো-মাথা বুট, ঠোঁটে ত্রিচিনোপলি সিগার। একটা চার চাকার গাড়িতে করে শিকারকে নিয়ে সে এখানে এসেছিল। গাড়িটা ছিল এক-ঘোড়ায় টানা, আর ঘোড়াটার তিন পায়ে ছিল পুরনো নাল এবং সামনের এক পায়ে ছিল নতুন নাল লাগানো। খুব সম্ভব খুনীর মুখের রং লাল, আর ডান হাতের আঙুলের নখগুলো বেশ লম্বা। অল্প গোটাকয় লক্ষণ উল্লেখ করলাম। তবে এগুলো তোমাদের কাজে লাগতে পারে।'

লেস্ট্রেড এবং গ্রেগসন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসের হাসি হাসল।

লেস্ট্রেড বলল, 'লোকটি যদি খুন হয়ে থাকে, তাহলে কিভাবে খুন করা হয়েছে?'

'বিষ।' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে শার্লক হোমস যাবার জন্য পা বাড়াল। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আর একটা কথা লেস্ট্রেড।

"RACHE" হচ্ছে 'প্রতিহিংসা'র জার্মান প্রতিশব্দ; কাজেই মিস রাসেলকে খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট করো না।'

শব্দের তীরটি ছুঁড়ে দিয়েই সে চলে গেল। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

৪ : জন র‍্যাঞ্চের জবানবন্দী

৩ নং লরিস্টন গার্ডেন্স থেকে যখন বেরলাম তখন বেলা একটা। শার্লক হোমস নিকটবর্তী টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে একটা লম্বা তার পাঠাল। তারপর একটা গাড়ি ডেকে গাড়োয়ানকে লেস্ট্রেডের দেওয়া ঠিকানায় যাবার নির্দেশ দিল।

যেতে যেতে সে বলল, 'চোখে-দেখা প্রমাণের মত আর কিছু হয় না। আসলে এ কেস সম্পর্কে আমার মন সব করে ফেলেছে। তথাপি যা কিছু জানবার আছে সেসব জানাই ভাল।'

আমি বললাম, 'তুমি আমাকে বিস্মিত করেছ হোমস। যেরকম নিশ্চয়তার সঙ্গে খুঁটিনাটি কথা তুমি জানালে, নিশ্চয় আসলে ততটা নিশ্চিত তুমি নও।'

উত্তরে সে বলল, 'ভুলের কোনরকম সুযোগই নেই। ওখানে পৌঁছে প্রথমেই আমি লক্ষ্য করলাম, পথের উপর একটা গাড়ির চাকার দুটো দাগ পড়েছে। এখন, গত রাতের আগে গত এক সপ্তাহ এখানে কোন বৃষ্টি হয় নি। কাজেই যে চাকাগুলির দাগ এত গভীরভাবে মাটিতে বসে গেছে সেগুলি নিশ্চয় গত রাত্রেই সেখানে এসেছিল। ঘোড়ার ক্ষুরের যে দাগ সেখানে রয়েছে তার একটা অন্য তিনটের তুলনায় বেশী গভীর। তা থেকেই বোঝা যায় ক্ষুরের একটা নাল নতুন। যেহেতু বৃষ্টি আরম্ভ হবার পরেও গাড়িটা সেখানে ছিল এবং সকালে কোনসময়ই সেটাকে দেখা যায় নি—একথা গ্রেগসনই বলেছে—সুতরাং অনুমান করা চলে যে রাত্রে ওটা সেখানেই ছিল এবং ওই গাড়িতে করেই দুই ব্যক্তি ও বাড়িতে এসেছিল।'

আমি বললাম, 'এটা তো বেশ সোজা। কিন্তু অপর লোকটির উচ্চতা?'

'কেন? প্রতি দশজনের ন'জনের ক্ষেত্রেই পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য দেখেই তার উচ্চতা বলে দেওয়া যায়। 'হিসাবটা খুবই সোজা। তার বিবরণ দিয়ে তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। বাইরের মাটিতে এবং ঘরের ধুলোর মধ্যে এই লোকটির পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য আমি দেখেছি। তারপর একটা বিশেষ উপায়ে

হিসাবটা আমি পরীক্ষা করেও নিয়েছি। কোন লোক যখন দেয়ালে কিছু লেখে, সাধারণত সে তার চোখের সমান উচ্চতায়ই লেখে। ঐ লেখাটা আছে মেঝে থেকে ছ' ফুটের সামান্য উঁচুতে। বাকিটা তো ছেলেখেলা।'

'আর তার বয়স?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'একটা লোক যদি অনায়াসে প্রতি পদক্ষেপে সাড়ে চার ফুট পার হতে পারে তাহলে সে নিশ্চয়ই অথর্ব বৃদ্ধ নয়। বাগানের পথে একটা খানা পথ আছে। সেটাও সে পার হয়েছে নিশ্চয়। পেটেন্ট লেদার জুতোর ছাপ রয়েছে চারিদিকে। তার চৌকোণা ডগার চিহ্নও স্পষ্ট। এর মধ্যে তো রহস্যের কিছু নেই। আমার সেই প্রবন্ধটাতে পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের যেসব নীতির উল্লেখ আমি করেছি, তারই কিছু কিছু বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেছি মাত্র। আর কিছু কি বুঝবার আছে?

'আঙুলের নখ আর ত্রিচিনোপোলি,' আমি মনে করিয়ে দিলাম।

'একটা মানুষের তর্জনীকে রক্তে ডুবিয়ে দেয়ালের উপর শব্দটা লেখা হয়েছে। আমার কাঁচের সাহায্যে দেখেছি। লেখার দরুন দেয়ালের প্লাস্টারে কিছুটা আঁচড় লেগেছে। লোকটির নখ ভালভাবে কাটা থাকলে ওরকমটা হতে পারত না। মেঝে থেকে কিছুটা ছাই আমি সংগ্রহ করেছি। ছাইটা দেখতে কালো এবং পাতলা আঁশযুক্ত। এরকম ছাই একমাত্র ত্রিচিনোপোলি সিগারেই হয়। সিগারের ছাই নিয়ে আমি অনেক পড়াশুনা করেছি, ও বিষয়ে একখানা ছোট বইও লিখেছি। আমি গর্ব করেই বলছি, যেকোন পরিচিত ব্র্যাণ্ডের সিগার বা তামাকের ছাইয়ের পার্থক্য আমি একবার দেখেই বলে দিতে পারি। এই সব ছোটখাট ব্যাপার নিয়েই একজন দক্ষ গোয়েন্দা আর লেস্ট্রেড-গ্রেগসনের মধ্যে এত তফাৎ।'

'আর লাল মুখ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'ওঃ, ওটা তো খুব মোক্ষম চাল। তবে আমি যে নির্ভুল সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান অবস্থায় ও বিষয়ে তুমি আমাকে কোন প্রশ্ন করো না।'

কপালে হাত বুলিয়ে আমি বললাম, 'আমার মাথাটা ঘুরছে। যত ভাবছি ততই যেন রহস্য বাড়ছে। খালি বাড়িটাতে দুজন এল কি করে? অবশ্য যদি দুজনের কথা ঠিক হয়। যে গাড়োয়ান গাড়িটা চালিয়েছিল তার কি হল? একজন অপরজনকে বিষ খেতে বাধ্য করল কেমন করে? কোন কিছু ডাকাতি যখন হয় নি, তখন খুনীর উদ্দেশ্য কি ছিল? একটি স্ত্রীলোকের আংটিই বা এল কোথা হতে? সর্বোপরি, পালাবার আগে দ্বিতীয় লোকটি জার্মান ভাষায় "রাসে" (RACHE) শব্দটি লিখল কেন? আমি স্বীকার করছি, এই সব ঘটনাকে মিলিয়ে দেবার কোন পথ আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

আমার সঙ্গী সমর্থনসূচক হাসি হাসতে লাগল।

বলল, 'পরিস্থিতির অসুবিধাগুলি তুমি পরিষ্কার ভাষায় বেশ ভালভাবেই বলেছ। মূল ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার মনস্থির করা হলেও এখনও অনেক কিছুই অস্পষ্ট রয়েছে। বেচারি লেস্ট্রেডের আবিষ্কার সম্পর্কে বলতে পারি; ওটা পুরোপুরি ধাপ্পা। সমাজতন্ত্রের ও গুপ্ত সমিতির ধারণা সৃষ্টি করে পুলিশকে ভুল পথে চালাবার মতলব। ওটা কোন জার্মানের লেখা নয়। লক্ষ্য করলে দেখতে পেতে A অক্ষরটা জার্মান কায়দায়ই লেখা হয়েছে। কিন্তু একজন সত্যিকারের জার্মান সবসময়ই ল্যাটিন কায়দায় লেখে। কাজেই অসংকোচে বলা যায়, ওটা কোন জার্মানের লেখা নয়, কোন অক্ষম নকলনবীশ বাড়াবাড়ি করে বসেছে। সমস্ত তদন্তটাকে ভুল পথে ঘুরিয়ে দেবার একটা ফন্দী মাত্র। কিন্তু ডাক্তার, আর কোন কথা নয়। তুমি তো জান, যাদুকর যদি তার খেলা সবাইকে বুঝিয়ে দেয়, তাহলে আর কেউ তাকে বাহবা দেয় না। আমার কাজের পদ্ধতি যদি সবটা তোমাকে বুঝিয়ে দেই, তাহলে তুমিও আমাকে একজন অতি সাধারণ মানুষ বলেই মনে করবে।'

'আমি কখনও তা করব না', আমি উত্তরে বললাম, 'অপরাধতত্ত্বকে তুমি নির্ভুল বিজ্ঞানের এত কাছাকাছি এনে ফেলেছ যে পৃথিবীতে আর কেউ এর চাইতে বেশী কিছু করতে পারবে না।'

এমন আন্তরিকতার সঙ্গে আমি কথাগুলি বললাম যে আমার সঙ্গীর মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটা জিনিস আমি এর মধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে, একটি মেয়ে তার রূপের প্রশংসা শুনলে যেমন খুশি হয়, নিজের কার্যকলাপের প্রশংসা শুনলে হোমসও তেমনি খুশিতে ঝলমল করে।

সে বলল, 'তোমাকে আর একটি কথা বলছি। পেটেন্ট লেদার এবং চৌকো-ডগা একই গাড়িতে এসেছিল, একই সঙ্গে বন্ধুর মত—সম্ভবত হাত-ধরাধরি করেই পথটা হেঁটেছিল। ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক পায়চারি করেছিল,—বরং বলা যায় পেটেন্ট-লেদার দাঁড়িয়ে ছিল, আর চৌকো-ডগা পায়চারি করেছিল। ধুলোর উপরে এসব দাগই স্পষ্ট। তাই বুঝতে পেরেছি, হাঁটতে হাঁটতে সে ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। পা ফেলবার ফাঁকটা ক্রমাগতই দীর্ঘ হয়েছে দেখেই সেটা বোঝা যায়। সারাক্ষণ কথা বলছিল এবং ক্রোধে জ্বলছিল। তারপরই দুর্ঘটনাটি ঘটল। আমি যতটা জেনেছি সবই তোমাকে বললাম। বাকিটা এখনও অনুমান মাত্র। অবশ্য এর ভিত্তিতেই কাজ শুরু করা যেতে পারে। এখন তাড়াতাড়ি বেরতে হবে, কারণ সন্ধ্যায় হালে-র কনসার্টে নর্মান নেরুদার বাজনা শুনতে চাই।'

যতক্ষণ সে এই সব বলছিল ততক্ষণে আমাদের গাড়িটা পরপর অনেক-গুলো সরু রাস্তা ও ময়লা গলি পার হয়ে চলেছে। এতক্ষণে সবচাইতে

সরু ও সবচাইতে ময়লা একটা পথে পৌঁছে গাড়োয়ান হঠাৎ গাড়িটা থামিয়ে দিল। একটা ঢিলতে মত জায়গায় একসারি রং-মরা ইটের বাড়ি দেখিয়ে সে বলল, 'ওই যে অড্‌লি কোর্ট। আপনারা ফিরে এসে আমাকে এখানেই পাবেন।'

অড্‌লি কোর্ট মোটেই আকর্ষণীয় জায়গা নয়। ঢিলতে পথটা পেরিয়ে একটা চৌকো-মত জায়গা আর সারি সারি জঘন্য বাড়ি। একদল নোংরা ছেলে-মেয়ে আর রংওঠা নানারকম নিশানের ভিতর দিয়ে পথ করে ৪৬ নম্বরে পৌঁছলাম। দরজায় পিতলের একটা জাহাজ আঁটা। তার উপরে র‍্যাঙ্কের নাম খোদাই করা। খোঁজ নিয়ে জানলাম, কনেস্টবল তখনও বিছানায়। একটা ছোট বসবার ঘরে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় একটু বিরক্ত হয়েই সে ঘরে ঢুকল; বলল, 'আমি তো আপিসে রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছি।'

পকেট থেকে একটা আধ-গিনি বের করে নাচাতে নাচাতে হোমস বলল, 'আমরা ভেবেছিলাম তোমার মুখ থেকেই সব শুনব।'

সোনার চাকতিটার উপর চোখ রেখে কনেস্টবল বলল, 'আমি যা জানি সব বলব।'

'যেমন যেমনটি ঘটেছিল ঠিক তেমনটি করে সব বল।'

র‍্যাঙ্ক সোফায় বসে ভুরু দুটো কোঁচকালো। যেন মনে মনে সংকল্প করে নিল, কোন কিছুই যাতে বাদ না পড়ে। তারপর বলতে শুরু করল, 'গোড়া থেকেই বলছি। রাত দশটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত আমার সময়। এগারটার সময় "হোয়াইট হার্ট"-এ একটা লড়াই হয়েছিল। তাছাড়া আর সব শান্ত। একটার সময় বৃষ্টি শুরু হল। সেইসময় হল্যাণ্ড গ্রোভ বীটের হ্যারি মার্চারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। দুজনে হেনরিয়েটা স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম। একটু পরে—হয় তো দুটো নাগাদ বা তার একটু পরে—ভাবলাম ব্রিক্সটন রোডের দিকটা একটু দেখে আসি। ও-দিকটা যেমন নোংরা, তেমনি নির্জন। সারা পথে জন-মনিষ্যির দেখা নেই। শুধু দু-একটা গাড়ি চলছে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ঐ বাড়িটার জানালা দিয়ে একটা আলো চোখে পড়ল। আমি জানতাম লরিস্টন গার্ডেন্সের ঐ দুটো বাড়ি খালি আছে। তার মধ্যে একটার শেষ ভাড়াটে টাইফয়েডে মারা গেছে। তাই জানালার আলো দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে বলে সন্দেহ হল। দরজার কাছে পৌঁছে—'

সঙ্গী বাধা দিল, 'তুমি থেমে গেলে এবং আবার বাগানের গেটের কাছে ফিরে গেলে। এরকমটা কেন করলে?'

র‍্যাঙ্ক একটা প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে অবাক বিস্ময়ে শার্লক হোমসের দিকে হাঁ

করে তাকিয়ে বলল, 'আরে, ঠিক তাই স্যার। ভগবান জানেন সেকথা আপনি জানলেন কেমন করে? বুঝতেই তো পারছেন, যখন আমি দরজার কাছে পৌঁছলাম তখন চারদিকটা এমন নির্জন আর থমথমে যে মনে হল এ অবস্থায় একজন সঙ্গে থাকলে মন্দ হয় না। যদিও কবরের এপারে কোন কিছুকেই আমি ভয় পাই না, তবু কেন জানি মনে হল, ড্রেন পরীক্ষা করতে গিয়ে টাইফয়েড হয়ে যে মারা গেছে এটা হয় তো তারই কাজ। এই ভাবনাই আমাকে ঘুরিয়ে দিল। মার্চারের লণ্ঠনটা চোখে পড়ে কি না দেখবার জন্য আমি গেটের কাছে ফিরে গেলাম। কিন্তু তাকে বা অন্য কাউকেই দেখতে পেলাম না।

'পথে কেউ ছিল না?'

'কোন জীবন্ত প্রাণী নয় স্যার। একটা কুকুর পর্যন্ত না। তখন সাহস করে ফিরে গেলাম এবং ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললাম। ভিতরে চুপচাপ। ঘরের মধ্যে যেখানে আলোটা জ্বলছিল সেখানে গেলাম। ম্যাণ্টেলপিসের উপর মোমবাতিটা—একটা লাল মোমবাতি জ্বলছিল আর তারই আলোয় দেখলাম—'

'আমি জানি তুমি কি দেখলে। ঘরের চারপাশটা বারকয়েক ঘুরে তুমি মৃতদেহটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলে। তারপর এগিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের দরজাটা ঠেললে, আর তখনই—'

জন র‍্যাঞ্চ লাফিয়ে উঠল। তার মুখে ভয়, চোখে সন্দেহ। চেঁচিয়ে বলল, 'এসব দেখবার জন্য আপনি কোথায় লুকিয়ে ছিলেন? আমি তো দেখছি, আপনি এমন অনেক কিছুই জানেন যা আপনার জানবার কথা নয়।'

হোমস হেসে উঠল। তার কার্ডখানা কনেস্টবলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'খুনের দায়ে আমাকেই যেন গ্রেপ্তার করে বসো না। আমিও একটি শিকারী, নেকড়ে নই। মিঃ গ্রেগসন বা মিঃ লেস্ট্রেডের কাছেই সব জানতে পারবে। এখন বলে যাও। তারপর কি করলে?'

র‍্যাঞ্চ আবার আসনে বসল। তার চোখে তখনও বিস্ময়ের ঘোর। 'গেটের কাছে গিয়ে আমার বাঁশিটা বাজালাম। তাই শুনে মার্চার এবং আরও দুজন ঘটনাস্থলে হাজির হল।'

'তখন কি রাস্তা খালি ছিল?'

'তা—ছিল। কাজের লোক বলতে কেউ ছিল না।'

'তুমি কি বলতে চাও?'

কনেস্টবলের মুখে মুচকি হাসি খেলে গেল। বলল, 'জীবনে অনেক মাতাল আমি দেখেছি, কিন্তু ও ব্যাটার মত পাড় মাতাল কখনও দেখি

নি ; আমি যখন বেরিয়ে আসি, সে তখন রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর কলম্বাইনের "খোলা নিশান" বা ঐ জাতীয় কোন গান গলা ফাটিয়ে গাইছিল। ব্যাটা পায়ের উপর দাঁড়াতেই পারছিল না, তার সাহায্য করবে কি।'

'লোকটা কেমন ?' শার্লক হোমস প্রশ্ন করল।

একথায় জন র‍্যাঞ্চ একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কেমন আবার ? বেহদ্দ মাতাল হলে যেমন হয়। তখন যদি আমরা ওরকম ব্যস্ত না থাকতাম তাহলে তো শ্রীমানকে থানায় নিয়ে যেতাম।'

হোমস অধীরভাবে বলে উঠল, 'তার মুখ—তার পোশাক—সেসব কি লক্ষ্য কর নি ?'

'তা মনে হয় করেছিলাম। আমি আর মার্চারই তো অতি কষ্টে তাকে সোজা করে দাঁড় করিয়েছিলাম। লোকটা বেশ লম্বা, লাল মুখ, নীচের দিকটা জড়ানো—'

হোমস চেঁচিয়ে বলল, 'ওতেই হবে। তারপর কি হল ?'

পুলিশটি ক্ষুব্ধ গলায় বলল, 'তার দিকে নজর দেওয়ার চাইতে অনেক বড় কাজ আমাদের ছিল। আমি বাজী ধরে বলতে পারি, সে ঠিক বাড়ি পৌঁছেছিল।'

'তার পরনে কি ছিল ?'

'একটা বাদামী ওভারকোট।'

'হাতে একটা চাবুক ছিল ?'

'চাবুক—না।'

'নিশ্চয়ই রেখে এসেছিল।' আমার সঙ্গী নিজের মনেই বলল।

'তারপর কোন গাড়ি দেখ নি ? বা গাড়ির শব্দ শোন নি ?'

'না।'

'এই নাও তোমার আধ-গিনি।' আমার সঙ্গী উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা হাতে নিল। 'আমার ভয় হচ্ছে র‍্যাঞ্চ, পুলিশ-লাইনে তুমি কোনদিন উন্নতি করতে পারবে না। দেখ, তোমার মাথাটা শুধু শোভাই নয়, ওটাকে কাজে লাগাতেও হয়। কাল রাতেই তুমি সার্জেন্টের পদ অর্জন করতে পারতে। কাল যে লোকটিকে তুমি হাত ধরে তুলেছিলে সেই এই রহস্যের গুরু, আর তাকেই আমরা খুঁজছি। এখন এনিয়ে তর্ক করে কোন লাভ নেই। আমি বলছি, এটাই ঠিক। চলহে ডাক্তার।'

আমরা গাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। কনেস্টবলটির মনে তখনও অবিশ্বাস থাকলেও সে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

বাসার দিকে যেতে যেতে হোমস তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'একেবারে বেহদ্দ

বোকা! ভেবে দেখ, এমন একটা অতুলনীয় সৌভাগ্য ওর হাতের কাছে এসেছিল, অথচ ও সেটাকে কাজে লাগাতে পারল না।'

'আমি কিন্তু এখনও সেই অন্ধকারেই আছি। একথা ঠিক যে, এই রহস্যের দ্বিতীয় পক্ষ সম্পর্কে তোমার ধারণার সঙ্গে এই লোকটির বিবরণ মিলে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ বাড়ি থেকে চলে গিয়েও সে আবার ফিরে আসবে কেন? অপরাধীরাও তো এরকম করে না।'

'ঐ আংটি, বাবা ঐ আংটি। ঐ আংটির জন্যই সে ফিরে এসেছিল। তাকে ধরবার আর কোন পথ যদি না পাই, ওই আংটিটাকেই টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। ডাক্তার, আমি তাকে পাবই, বলতে পার পেয়ে গেছি। আর এসবের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি না থাকলে আমি হয় তো সেখানে যেতামই না। আর এমন একটা অভূতপূর্ব সূক্ষ্ম সমীক্ষা আমার হাতছাড়া হয়ে যেত: রক্ত-সমীক্ষা, কি বল? একটু কথার মার-প্যাচই বা করব না কেন? জীবনের বর্ণহীন বস্ত্রের ভিতর দিয়ে বোনা হয়েছে হত্যার একগাছি রক্তবর্ণ সুতো। আমাদের কাজ তাকে আবিষ্কার করা, পৃথক করা, তার প্রতিটি ইঞ্চিকে প্রকাশিত করা। কিন্তু এবার লাঞ্চে যেতে হবে আর সেখান থেকে নর্মান নেরুদার উদ্দেশ্যে। তার প্রতিটি কাজ অনবদ্য। কিরকম আশ্চর্যজনকভাবে সে "চপিন"-এর সুর বাজায়: ট্রা—লা—লা—লিরা—লিরা—লে—'

গাড়ির মধ্যে হেলান দিয়ে এই সৌখিন শিকারী কুকুর চাতক পাখির মত গান গেয়ে উঠল। আর আমি মানব মনের বিপুল-বৈচিত্র্যের চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলাম।

৫: বিজ্ঞাপন ও আগন্তুক

আমার দুর্বল স্বাস্থ্যের পক্ষে সকালবেলাকার পরিশ্রমটা একটু বেশীই হয়েছিল। বিকেলবেলাটা তাই খুবই ক্লান্তি লাগছিল। হোমস কনসার্টে চলে গেল, আমি সোফায় শুয়ে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। সকালবেলাকার ঘটনাবলীতে আমার মন খুবই উত্তেজিত ছিল। যত রাজ্যের অদ্ভুত কল্পনা আর অনুমান সেখানে ঢুঁ মেরে চলেছে। যতবার চোখ বুজি, চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিহত লোকটির বিকৃত বেবুনের মত মুখ। ঐ মুখটা আমার মনের উপর এমন একটা অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করেছিল যার ফলে ঐ মুখের মালিককে যে পৃথিবী থেকে

সরিয়ে দিয়েছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু অনুভব করা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। মানুষের মুখে যদি জঘন্যতম কোন পাপের প্রকাশ হয়ে থাকে তবে সে মুখ ক্লিভল্যাণ্ডের এনক জে. ড্রেবারের। তথাপি আমি স্বীকার করি, ন্যায় বিচার অবশ্য হওয়া উচিত; মৃতের দুশ্চরিত্রতার জন্য আইনের চোখে অপরাধীর কোন ক্ষমা থাকতে পারে না।

যতই ভেবেছি ততই মনে হয়েছে, লোকটিকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছে বলে আমার সঙ্গী যে মত প্রকাশ করেছে সেটা অসাধারণ। মনে পড়ছে, সে মৃতের ঠোঁট দুটো শুঁকেছিল; নিশ্চয় এমন কিছু সে পেয়েছে যার ফলে তার মনে এই ধারণা জন্মেছে। তাছাড়া, বিষপ্রয়োগ না হলে আর কিভাবে লোকটির মৃত্যু হতে পারে? মৃতদেহে আঘাতের বা শ্বাসরোধের কোন চিহ্ন নেই। আবার ভেবে দেখতে হবে, তাহলে কার রক্ত মেঝের উপর পুরু হয়ে ছড়িয়ে ছিল? ধ্বস্তাধ্বস্তির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি, বা নিহতের কাছে এমন কোন অস্ত্র ছিল না যা দিয়ে সে প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে পারে। এসব প্রশ্নের মীমাংসা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ হোমস বা আমি কারও পক্ষেই ঘুমনো সহজ নয়। তার শান্ত আত্মবিশ্বাসের ভাব দেখে মনে হচ্ছে এমন একটা সিদ্ধান্তে সে উপনীত হয়েছে যার দ্বারা সব ঘটনারই ব্যাখ্যা করা যায়, যদিও সে সিদ্ধান্ত যে কি এক পলকের জন্যও আমি তা ভাবতে পারছি না।

তার ফিরতে বেশ দেরী হয়েছিল—এত দেরী যে আমি জানতাম ঐ কনসার্ট তাকে এতক্ষণ আটকে রাখতে পারে না। তার আসার আগেই টেবিলে রাতের খাবার দেওয়া হয়েছিল।

আসন গ্রহণ করতে করতে সে বলল, 'অপূর্ব! সঙ্গীত সম্পর্কে ডারুইন কি বলেছেন তোমার মনে পড়ে? তিনি বলেছেন, কথা বলতে শেখার আগেই মানুষ গান গাইতে ও গান ভালবাসতে শিখেছিল। সেইজন্যই বোধ হয় গানের দ্বারা আমরা এতটা প্রভাবিত হই। যে কুয়াসাচ্ছন্ন শতাব্দীতে পৃথিবী তার শৈশব অবস্থায় ছিল তার অস্পষ্ট স্মৃতি এখনও আমাদের মনে বাসা বেঁধে আছে।'

'ওটা তো খুব বড় কথা,' আমি মন্তব্য করলাম।

সে বলল, 'প্রকৃতিকে জানতে হলে আমাদের ধারণাকেও প্রকৃতির মত বড় হতে হবে। ব্যাপার কি বল তো? তোমাকে যেন কেমন দেখাচ্ছে। ব্রিক্সটন রোডের ব্যাপারটা দেখছি তোমাকে খুবই বিচলিত করেছে।'

আমি বললাম, 'সত্যি তাই আফগানিস্থানের অভিজ্ঞতার পরে আমার মনটা আরও শক্ত হওয়া উচিত ছিল। মাইওয়ান্দে নিজের চোখে আমার সঙ্গীদের কচুকাটা হতে দেখেছি। তাতে তো এমন বিচলিত হই নি।'

'বুঝতে পারছি। এখানে এমন একটা রহস্য রয়েছে যা কল্পনাকে উদ্দীপ্ত

করে। যেখানে কল্পনা নেই, সেখানে ভয়ও নেই। সন্ধ্যার কাগজটা পড়েছ কি ?'

'না।'

'তাতে এবিষয়ে একটা মোটামুটি ভাল বিবরণ দিয়েছে। তবে লোকটিকে তুলবার সময় একটি বিয়ের আংটি যে মেঝেতে পড়েছিল, সেকথা লেখে নি। না লিখে ভালই করেছে।'

'কেন ?'

'এই বিজ্ঞাপনটা দেখ। ঘটনার ঠিক পরে সকালেই এটি সব কাগজে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলাম।'

কাগজটা সে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। তার নির্দেশ মত জায়গাটা পড়লাম। 'প্রাপ্তি' স্তম্ভে সেটি প্রথম ঘোষণা। তাতে লেখা, 'ব্রিক্সটন রোডে আজ সকালে হোয়াইট হার্ট ট্যাভার্ন ও হল্যাণ্ড গ্রোভের মধ্যবর্তী রাস্তায় একটি নিরেট সোনার বিয়ের আংটি পাওয়া গিয়াছে। আজ সন্ধ্যা আটটা থেকে ন'টার মধ্যে ২২১ বি, বেকার স্ট্রীটে ডঃ ওয়াটসনের নিকট আবেদন করুন।'

তোমার নামটা ব্যবহার করেছি বলে ক্ষমা করো। আমার নাম ব্যবহার করলে ওই সব আহাম্মকদের কেউ কেউ হয় তো চিনে ফেলত আর অকারণে নাক গলাত।'

'ঠিক আছে।' আমি বললাম, 'কিন্তু ধরো যদি কেউ আসে, আমার কাছে তো আংটি নেই।'

আমার হাতে একটি আংটি দিয়ে সে বলল, 'আলবৎ আছে। এতেই কাজ চলবে। এটা অবিকল একই রকম।'

'এই বিজ্ঞাপনের ফলে কে আসবে তুমি আশা কর ?'

'কেন ? বাদামী কোট পরা লোকটি—চৌকো ডগাওয়ালা জুতোপরা আমাদের সেই লালমুখ বন্ধু। স্বয়ং না এলে কোন স্যাঙাৎকে পাঠাবে।'

'একাজটাকে সে কি খুব বিপজ্জনক বলে মনে করবে না ?'

'মোটেই না। এই কেস সম্পর্কে আমার অভিমত যদি সত্য হয়,—অবশ্য এবিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই—তাহলে সে লোকটি এই আংটি হারানোর পরিবর্তে যেকোন ঝুঁকি নেবেই। আমার মতে ড্রেবারের মৃতদেহের উপর ঝুঁকে পড়বার সময় সে আংটিটি ফেলে দেয়, কিন্তু তখন বুঝতে পারে না। বাড়ি থেকে চলে যাবার পর সেটা বুঝতে পেরেই আবার ফিরে আসে। কিন্তু নিজের নির্বুদ্ধিতায় মোমবাতিটায় জেলে রেখে যাওয়ায় ততক্ষণে সেটা পুলিশের হাতে চলে গেছে। গেটের কাছে তার উপস্থিতিতে পাছে কোনরকম সন্দেহ হয়, তাই সে মাতালের ভান করে। এইবার ওই লোকটার

জায়গায় নিজেকে বসাও। দ্বিতীয় চিন্তায় নিশ্চয় তার মনে হয়েছিল যে, হয় তো ঐ বাড়িটা থেকে চলে যাবার পরে পথেই কোথাও আংটিটা হারিয়ে গেছে। সে তখন কি করবে? হারানো জিনিস প্রাপ্তির কলমে ওটার খবর দেখবার আশায় সে নিশ্চয় সান্ধ্য সংবাদপত্রগুলি আগ্রহসহকারে পড়বে। ফলে এই বিজ্ঞাপনের উপর তার চোখ পড়বেই। আনন্দে সে উল্লসিত হয়ে উঠবে। ফাঁদের কথা তার মনে পড়বে কেন? আংটি হারানোর সঙ্গে খুনের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে একথা ভাববার কোন কারণই থাকতে পারে না। আসতেই সে চাইবে। সে নিশ্চয়ই আসবে। এক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে আমরা দেখতে পাব।'

'তারপর?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'তাকে মোকাবিলা করার ব্যাপারটা আমার উপরই ছেড়ে দাও। তোমার সঙ্গে কোন অস্ত্র আছে কি?'

'পুরনো একটা সামরিক রিভলভার ও কয়েকটি কার্তুজ সঙ্গে আছে।'

'সেটাকে পরিষ্কার করে গুলি ভরে রাখ। লোকটা বেপরোয়া হয়ে উঠবে। যদিও তাকে আমি অতর্কিতে আক্রমণ করব, তবু যে-কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকা ভাল।'

শোবার ঘরে গিয়ে তার কথামত কাজ করলাম। পিস্তল নিয়ে ফিরে গিয়ে দেখি টেবিল পরিষ্কার করা হয়ে গেছে এবং হোমস যথারীতি বেহালায় ছড় টেনে চলেছে।

আমি ঘরে ঢুকতেই সে বলল, 'ষড়যন্ত্র ক্রমেই ঘণীভূত হচ্ছে। আমেরিকায় যে টেলিগ্রাম করেছিলাম এইমাত্র তার জবাব এল। এ কেসের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত নির্ভুল।'

'সেটা কি?' আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম।

সে শুধু বলল, 'নতুন তার লাগালেই বেহালাটা ভাল বাজবে। পিস্তলটা পকেটে রাখ। লোকটা এলে খুব সহজভাবে কথা বলো। বাকিটা আমি বুঝব। কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে যেন ভয় পাইয়ে দিও না।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এখন আটটা বাজে।'

'হ্যাঁ। সম্ভবত কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে হাজির হবে। আস্তে দরজাটা খুলে দাও। ঠিক আছে। চাবিটা ভিতরে লাগিয়ে রাখ। ধন্যবাদ! এটা একটা অদ্ভুত পুরনো বই—"ডি জুরে ইণ্টার জেণ্টেস।" কাল একটা স্টলে খুঁজে পেয়েছি। ১৬৪২ সালে লোল্যাণ্ডসের অন্তর্গত লীজ থেকে ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত। চার্লসের মাথা তখনও তাঁর ঘাড়ের উপরে খাড়া ছিল। সেইসময়ই এই বাদামী মলাটের ছোট বইটাকে বাতিল করা হয়েছিল।'

'মুদ্রাকর কে?'

'কে এক ফিলিপ্পি ডি ক্রয়। প্রথম পাতায় খুব অস্পষ্ট কালিতে লেখা "Ex Libris Guliemi Whyte." জানি না কে এই উইলিয়ম হোয়াইট। হয়তো সপ্তদশ শতাব্দীর কোন ধুরন্ধর আইনজীবী। তার লেখায় একটা আইনগত প্যাঁচ আছে। মনে হচ্ছে, লোকটি আসছে।'

কথার সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টাটা জোরে বেজে উঠল। আস্তে উঠে হোমস চেয়ারটাকে দরজার দিকে ঠেলে দিল। শুনতে পেলাম, পরিচারিকা হলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে খুট করে তালা খুলে দরজা খুলে দিল।

'ডঃ ওয়াটসন কি এখানে থাকেন?' একটি স্পষ্ট কর্কশ কণ্ঠের প্রশ্ন কানে এল। পরিচারিকার জবাব শুনতে পেলাম না। কিন্তু দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং একজন কেউ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। পায়ের শব্দ অনিশ্চিত এবং এলোমেলো। কান পেতে শুনে আমার সঙ্গীর চোখেমুখে একটা বিস্ময়ের আভা খেলে গেল। পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে প্যাসেজ পার হয়ে এল। আস্তে দরজায় একটা টোকা পড়ল।

'ভিতরে আসুন', আমি জোরে বললাম।

আমার ডাকে প্রত্যাশিত একটি দুর্ধর্ষ লোকের বদলে একটি কুঞ্চিতমুখ বৃদ্ধা ঘরে ঢুকল। ঘরের আকস্মিক কড়া আলোয় তার চোখ যেন ঝলসে গেল।

অভিবাদন জানিয়ে সে আমাদের দিকে মিটমিট করে তাকাতে লাগল। হাতের আঙুলগুলো বুঝি বা পকেটের মধ্যেই কাঁপছে। সঙ্গীর দিকে তাকালাম। তার মুখে নিরাশার ছায়া।

সান্ধ্য দৈনিকখানা বের করে বুড়ি আমাদের বিজ্ঞাপনটা দেখাল। তারপর আর একবার মাথা নুইয়ে বলল, 'মশায়রা, এইটে দেখেই এখানে এসেছি। ব্রিক্সটন রোডে একটা সোনার বিয়ের আংটি। এটা আমার মেয়ে স্যালীর আংটি। এই বারো মাস হল তার বিয়ে হয়েছে। সোয়ামি রাজকীয় নৌ-বহরের সরকার। ফিরে এসে সে যখন দেখবে বৌ-র হাতে আংটি নেই, তখন কি যে হবে আমি ভাবতেই পারছি না। ভাল সময়েই তার টানাটানি চলে, যখন মদে চুর হয় তখন তো কথাই নেই। কাল রাতে সে সার্কাস দেখতে—'

'এটা তার আংটি কি?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল, 'যীশুকে ধন্যবাদ! আজ রাতে স্যালী স্বস্তি পাবে। ঐ আংটিটাই।'

একটা পেন্সিল হাতে নিয়ে বললাম, 'তোমার ঠিকানা কি?'

'১৩, ডানকান স্ট্রীট, হাউণ্ডস্‌ডিচ। এখান থেকে অনেকটা পথ।'

সঙ্গে সঙ্গে শার্লক হোমস বলে উঠল, 'কোন সার্কাস আর হাউণ্ড্‌সডিচের মধ্যে তো ব্রিক্সটন রোড পড়ে না।'

বুড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে লাল চোখ মেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। বলল, 'ভদ্রলোক আমার ঠিকানা জানতে চেয়েছেন। স্যালী থাকে ৩, মেফিল্ড প্লেস, পেকহাম-এ।'

'আর তোমার নাম?'

'আমার নাম সয়ার—মেয়ের নাম ডেনিস, কারণ টম ডেনিস তাকে বিয়ে করেছে। যতদিন সমুদ্রে থাকে ছোকরা খুব চালাক-চতুর। কোম্পানির আর কোন সরকারের ওর মত সুনাম নেই। কিন্তু মাটিতে পা দিলেই 'মেয়েমানুষ আর মদের দোকানে মিলে—'

সঙ্গীর ইঙ্গিতে আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'মিসেস সয়ার, এই তোমার আংটি। নিশ্চয় এটা তোমার মেয়ের। প্রকৃত মালিককে এটা ফিরিয়ে দিতে পারায় আমি খুশি।'

অনেক আশীর্বাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বুড়ি আংটিটা পকেটে ফেলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শার্লক হোমস লাফ দিয়ে উঠে তার ঘরে ছুটে চলে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই অলেস্টার আর গলাবন্ধ পরে ফিরে এসে খুব তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি ওর পিছু নেব। ও নিশ্চয়ই দলের লোক। ওর সঙ্গে গেলেই তার হদিস মিলবে। আমার জন্য জেগে থেক।' নীচে হলঘরের দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নীচে নেমে গেল। জানালা দিয়ে আমি দেখতে পেলাম, রাস্তার ওপার দিয়ে বুড়ি দুর্বল পায়ে এগিয়ে চলেছে, আর তার অনুসরণকারী কিছুটা দূরে থেকে তার পিছু নিয়েছে। মনে মনে ভাবলাম, হয় তার সমস্ত সিদ্ধান্তটাই ভুল আর না হয় তো এবার সে রহস্যের একেবারে মাঝখানে গিয়ে পড়বে।' আমাকে জেগে থাকতে বলার কোন দরকারই ছিল না, কারণ তার এই অভিযানের ফলাফল না জানা পর্যন্ত ঘুমনো আমার পক্ষে অসম্ভব।

প্রায় ন'টা নাগাদ সে বেরিয়ে গেল। কখন ফিরবে জানি না। তাই বোকার মত বসে পাইপ টানতে টানতে হেনরি মার্জারের "ভাই ডি বোহেম"-এর পাতা ওল্টাতে লাগলাম। দশটা বাজল। পরিচারিকার পায়ের শব্দ তার শোবার ঘরের দিকে মিলিয়ে গেল। এগারোটা, এবার গৃহকর্ত্রীর পায়ের শব্দও ঐ একই লক্ষ্যপথে আমার দরজার পাশ দিয়ে চলে গেল। প্রায় বারোটা নাগাদ তার সিটকিনির চাবির শব্দ শুনতে পেলাম। ঘরে ঢোকামাত্রই তার মুখ দেখে বুঝলাম, কোন কাজ হয় নি। ফূর্তি ও বিরক্তি পাঞ্জা লড়তে লড়তে একসময়ে ফূর্তিরই জয় হল,—সে হো হো করে হেসে উঠল।

চেয়ারে বসে পড়ে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের লোকদের এ খবর কিছুতেই জানতে দেব না। তাদের আমি এত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছি, যে তারা কিছুতেই এর শেষটা আমাকে শুনতে দেবে না। আমি এখন হাসছি, কারণ আমি জানি অচিরেই আমি তাদের দলেই ভিড়ে যাব।'

'ব্যাপার কি ?' আমি জানতে চাইলাম।

'ওঃ, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও গল্পটা বলতে বাধা নেই। কিছুদূর গিয়েই ওই জীবটি খোঁড়াতে আরম্ভ করল, আর পায়ে ঘা হবার সব লক্ষণ দেখাতে শুরু করল। একটু পরেই সে থামল এবং একটা চার চাকার গাড়িকে ডাকল। ঠিকানাটা শুনবার জন্য আমি এগিয়ে কাছে গেলাম। কিন্তু তার কোন দরকার ছিল না, কারণ সে এত জোরে ঠিকানাটা ঘোষণা করল যে রাস্তার ওপাশ থেকেও শোনা যেত। চীৎকার করে বলল, "১৩, ডানকান স্ট্রীট, হাউণ্ড্‌স-ডিচ-এ চালাও।" ভাবলাম তা হলে তো সবই ঠিক। যাহোক, তাকে গাড়ির ভেতরে উঠতে দেখেই আমি পিছনে উঠে বসলাম। গোয়েন্দামাত্রকেই একাজে খুব দক্ষ হতে হয়। গাড়ি ছুটে চলল। পূর্বকথিত রাস্তায় পৌছে তবে রাস টানল। বাড়ির দরজায় পৌছেই আমি লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম এবং হাওয়া খাবার ভঙ্গীতে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। রাশ টানতে গাড়িটা থামল। গাড়োয়ান লাফ দিয়ে নীচে নেমে দরজা খুলে দাঁড়াল। কিন্তু কেউ গাড়ি থেকে নামল না। এগিয়ে গিয়ে দেখি, সে পাগলের মত গাড়ির ভিতরটা খুঁজছে আর নানা রকম অশ্রাব্য গালিগালাজ উচ্চারণ করছে। গাড়ির আরোহীর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। বেচারি তার ভাড়াটাও পাবে কিনা সন্দেহ। ১৩ নম্বরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ঐ বাড়ির মালিক কেস্উইক নামে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং ও অঞ্চলে কেউ সয়ার বা ডেনিসের নামও কখনও শোনে নি।'

আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, 'তুমি কি বলতে চাও যে ওই দুর্বল থুথ্‌ড়ে বুড়ি তোমায় বা গাড়োয়ানের অজ্ঞাতেই চলন্ত গাড়ি থেকে পালিয়েছে ?'

শার্লক হোমস তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল, 'বুড়ি জাহান্নামে যাক। আমরাই যে বুড়ি বনে গিয়েছি। সে একটি কর্মঠ যুবক। অতুলনীয় অভিনেতা তো বটেই। তার রূপ-সজ্জা অননুকরণীয়। আমি যে তার পিছু নিয়েছি সেটা বুঝতে পেরেই সে কেটে পড়বার এই পথ বেছে নিয়েছিল। বোঝা যাচ্ছে, লোকটা একা নয়, তার এমন সব সাকরেদ আছে যারা তার জন্য যেকোন ঝুঁকি নিতে রাজী। আরে ডাক্তার, তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমার কথা শোন, শুয়ে পড়গে।'

সত্যি আমি খুব ক্লান্ত বোধ করছিলাম। তার কথাই শুনলাম। জ্বলন্ত অগ্নি-কুণ্ডের পাশে হোমসকে বসিয়ে রেখে আমি চলে গেলাম। অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর বেহালার নীচু করুণ আর্তনাদ আমার কানে এলো। বুঝতে পারলাম, যে বিস্ময়কর রহস্যের সমাধানে সে আত্মনিয়োগ করেছে তখনও সে তার কথাই ভেবে চলেছে।

৬ঃ টোবিয়াস গ্রেগসনের কেরামতি

পরদিন খবরের কাগজগুলি ছিল 'ব্রিক্সটন রহস্যে' ভরা। সমস্ত কাগজে দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে; অনেকগুলিতে তার উপরে আবার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। তাতে এমন কিছু তথ্য ছিল যা আমার কাছে নতুন। এই কেস সম্পর্কে খবরের কাগজের অনেক কাটিং ও উদ্ধৃতি এখন আমার 'স্ক্র্যাপ-বুকে' রক্ষিত আছে। এখানে তার কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত-সার তুলে দেওয়া হল :

'ডেইলি টেলিগ্রাম'-এ মন্তব্য করা হয়েছে যে, অপরাধের ইতিহাসে এরূপ বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দুঃখজনক ঘটনা কদাচিৎ দেখা যায়। মৃত ব্যক্তির জার্মান নাম, উদ্দেশ্যের অভাব, দেয়ালে অশুভ লিখন—এইসব দেখে মনে হয় রাজনৈতিক শরণার্থী এবং বিপ্লবপন্থীরাই এ ঘটনার নায়ক। আমেরিকায় সমাজতন্ত্রীদের অনেক শাখা আছে। মৃত ব্যক্তি নিশ্চয় তাদের কোন অলিখিত আইন লংঘন করেছিল। এবং শেষ পর্যন্ত তারা তাকে খুঁজে বের করেছে। প্রসঙ্গত ভেমগেরিকট্, একোয়া টোফানা, কার্বোনারি, মার্কিওনেস ডি ব্রিন-ভিলিয়ার্স, ডারুইনের মতবাদ, ম্যালথাস-নীত ও র‍্যাটক্লিফ রাজপথে খুনের উল্লেখ করে প্রবন্ধের শেষে সরকারকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং ইংলণ্ডে বিদেশীদের উপর কড়া নজর রাখবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'স্ট্যাণ্ডার্ড'-এ মন্তব্য করা হয়েছে এধরনের বেআইনী অত্যাচার সাধারণতঃ উদারনৈতিক সরকারের আমলেই ঘটে থাকে। জনতার মানসিক অস্থিরতা এবং দুর্বলতা থেকেই এদের উদ্ভব। নিহত ব্যক্তি একজন আমেরিকান ভদ্রলোক। কয়েক সপ্তাহ যাবৎ তিনি মহানগরীতে বাস করছিলেন। তিনি কাম্বারওয়েলের অন্তর্গত টর্কোয়ে টেরেসের ম্যাডাম চার্পেন্টিয়ারের বোর্ডিং-হাউসে থাকতেন। এই দেশভ্রমণের সময় তার সঙ্গে ছিলেন ব্যক্তিগত সচিব মিঃ জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসন। এ মাসের ৪ তারিখ মঙ্গলবার গৃহকর্ত্রীকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে তারা লিভারপুল এক্সপ্রেস ধরবার উদ্দেশ্যে ইউস্টন স্টেশনে যাত্রা

করেন। তারপরেও দুজনকে প্ল্যাটফর্মে দেখা গিয়েছে। সংবাদ অনুসারে, ইউস্টন থেকে অনেক মাইল দূরবর্তী, ব্রিক্সটন রোডের একটি খালি বাড়িতে মিঃ ড্রেবারের মৃতদেহ আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না। কেমন করে তিনি সেখানে এলেন, বা কেমন করে তার মৃত্যু হল, এসব প্রশ্নই এখনও পর্যন্ত রহস্যে আবৃত। স্ট্যাঙ্গারসনের গতিবিধি সম্পর্কেও কিছুই জানা যায় নি। আমরা শুনে সুখী হলাম যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ লেস্ট্রেড ও মিঃ গ্রেগসন এই কেসটি গ্রহণ করেছেন। আশা করা যায় যে এই দুই সুপরিচিত অফিসার অতি শীঘ্রই এ ব্যাপারে আলোকপাত করবেন।

'ডেইলি নিউজ'-এ বলা হয়েছে, অপরাধটি যে রাজনৈতিক সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্বৈরাচার ও সমাজতন্ত্রবিরোধিতা ইউরোপীয় শাসক শক্তিগুলিকে অনুপ্রাণিত করার ফলে এমন বহুলোক আমাদের দেশে চলে এসেছেন যাঁরা অতীত জীবনের তিক্ত স্মৃতির দ্বারা তাড়িত না হলে উচ্চশ্রেণীর নাগরিক হতে পারতেন। ঐসব লোকের মধ্যে এমন একটা কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠা প্রচলিত ছিল যেকোনরকমভাবে সেটা লঙ্ঘিত হলেই তার শাস্তি ছিল মৃত্যু। সচিব স্ট্যাঙ্গারসনকে খুঁজে বের করতে এবং মৃতের অতীত জীবনের বিবরণ জানাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। যে বাড়িতে তিনি বাস করছিলেন তার ঠিকানাটা হস্তগত হওয়ায় একটা বড় কাজ হয়েছে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ গ্রেগসনের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উদ্যমের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

প্রাতরাশে বসে শার্লক হোমস ও আমি এসবগুলিই একত্রে পড়লাম। মনে হল, এগুলি যেন তাকে প্রচুর মজার খোরাক জোগাল।

'আমি তোমাকে বলেছিলাম, যা কিছুই ঘটুক লেস্ট্রেড আর গ্রেগসনই দইটুকু মারবে।'

'দেখা যাক কি হয়। তার উপরেই তো সব নির্ভর করছে।'

'হা ভগবান! মোটেই তা নয়। লোকটি ধরা পড়লে ওদের জন্যই ধরা পড়বে, আর সে যদি পালিয়ে যায় সেও ওদের চেষ্টা সত্ত্বেই যাবে। এ হচ্ছে, আমরা জিতলেও ভেড়ের ভেড়ে, হারলেও ভেড়ের ভেড়ে। ওরা যা করবে তাতেই লোক বাহবা দেবে। **'Un not trouvé tloujours un plus sot quil I' admire.'**

'ব্যাপার কি?' আমি চেঁচিয়ে বললাম, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে হলেও সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। গৃহকর্ত্রীর নানারকম বিরক্তি-সূচক বাণীও কানে এল।

আমার সঙ্গী গম্ভীরভাবে বলল, 'এটা হচ্ছে গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনী

বেকার স্ট্রীট ডিভিশন।' তার কথার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত নোংরা একদল বাউণ্ডুলে ছেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

'সোজা হয়ে দাঁড়াও!' কর্কশ কণ্ঠে হোমস চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ছটি বাচ্চা বদমাইস কুখ্যাত স্ট্যাচুর মত এক লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভবিষ্যতে শুধু উইগিন্সকে ভিতরে পাঠাবে খবর দিতে, বাকিরা সব রাস্তায় অপেক্ষা করবে। কোন খবর পেয়েছ উইগিন্স?

একটা ছেলে জবাব দিল, 'না স্যার, পাই নি।'

'পাবে সে আশা আমিও করি নি। কাজ চালিয়ে যাও। এই নাও, তোমাদের পাওনা।' প্রত্যেককে সে এক শিলিং করে দিল। 'এখন চলে যাও। এরপর ভাল খবর নিয়ে আসবে।'

সে হাত নাড়তেই তারা সব ইঁদুরের মত লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। পরক্ষণেই রাস্তায় তাদের কর্কশ গলা শোনা গেল।

হোমস বলল, 'একজন পুলিশের চাইতে ওদের একটা বাচ্চা ভিখারির কাছ থেকে অনেক বেশী কাজ পাওয়া যায়। সরকারী লোক দেখলেই লোকের ঠোঁট বন্ধ হয়ে যায়। এই বাচ্চাগুলো সব জায়গায় যায়, সব কথা শোনে। ওদের বুদ্ধিও সূঁচের মত তীক্ষ্ণ। শুধু প্রয়োজন ওদের গড়ে তোলা।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি ব্রিক্সটন কেসে ওদের লাগিয়েছ?'

'হ্যাঁ। একটা জিনিস আমি সঠিক জানতে চাই। অবশ্য সেটা সময় সাপেক্ষমাত্র। আরে। এখনই কিছু নতুন সংবাদ শুনতে পাব। রাস্তা দিয়ে গ্রেগসন আসছে। তার চোখে-মুখে খুশি উপচে পড়ছে। জানি, এখানেই আসবে। হ্যাঁ, ওই তো দাঁড়িয়েছে। এসে গেছে!'

ঘণ্টাটা জোরে বেজে উঠল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই গোয়েন্দা-প্রবর এক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি পার হয়ে বসবার ঘরে ঢুকল।

হোমসের অনিচ্ছুক হাতটাকে মুচড়ে ধরে চেঁচিয়ে বলল, 'বন্ধু, আমাকে অভিনন্দন জানান। সবকিছু একেবারে দিনের আলোর মত পরিষ্কার করে ফেলেছি।'

সঙ্গীর মুখের উপর একটা দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল।

'তুমি কি ঠিক পথে চলেছ বলে মনে কর?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'ঠিক পথ! লোকটাকে হাতকড়া পরিয়ে ফেলেছি।'

'তার নাম কি?'

মাননীয়া মহারাণীর নৌ-বিভাগের সহকারী লেফ্‌টেন্যান্ট আর্থার চার্পেন্টিয়ার', মোটা হাত দুটো ঘসতে ঘসতে বুক ফুলিয়ে গ্রেগসন সদম্ভে কথাগুলি বলল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শার্লক হোমস একটুখানি হাসল।

বলল, 'বস। সিগারেট খাও। কি করে এত কাণ্ড করলে জানতে কৌতূহল হচ্ছে। হুইস্কি আর জল চাই কি?'

গোয়েন্দা জবাব দিল, 'পেলে মন্দ হত না।' গত দু'একদিন যা পরিশ্রম গেছে, শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। শারীরিক পরিশ্রম যত নয়, তার চাইতে বেশী চাপ পড়েছে মনের উপর। মিঃ শার্লক হোমস, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কারণ আমরা দুজনেই তো মস্তিষ্কের কারবারী।'

হোমস গম্ভীরভাবে বলল, 'আমাকে বড় বেশী সম্মান দেওয়া হচ্ছে। যাহোক, এরকম একটা সন্তোষজনক ফল কিভাবে লাভ করলে খুলে বল তো শুনি।'

গোয়েন্দাটি চেয়ারে বসে মনের সুখে সিগার টানছিল। হঠাৎ অতি-আনন্দের উচ্ছ্বাসে উরুতে একটা থাপ্পড় মেরে বলে উঠল, 'মজার ব্যাপার কি জানেন, নিজেকে খুব চালাক ভাবলে কি হবে ঐ বোকা লেস্ট্রেড একেবারেই ভুলপথ ধরেছে। সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সচিব স্ট্যাঙ্গারসনকে, অথচ এ অপরাধের সঙ্গে সে কতটুকু জড়িত? যে শিশু এখনও মায়ের পেটে তার চাইতে বেশী নয়। এতদিনে সে যে তাকে পাকড়াও করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

কথাটা ভাবতেই গ্রেগসনের মনে এমন সুড়সুড়ি লাগল যে হাসতে হাসতে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম।

'তোমার সূত্রটি কেমন করে পেলে?'

'বলছি, বলছি, সবই বলছি। ডঃ ওয়াটসন, আমরা ছাড়া আর কেউ যেন কথাটি জানতে না পারে। এই মার্কিন ভদ্রলোকের অতীত বৃত্তান্ত জানাটাই হল প্রথম সমস্যা। অন্যরা এ অবস্থায় কি করত, না বিজ্ঞাপনের উত্তর আসা বা কেউ এসে স্বেচ্ছায় কোন খবর দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করত। কিন্তু টোবিয়াস গ্রেগসনের কাজের পদ্ধতি সেরকম নয়। মৃত লোকটির পাশের টুপিটার কথা আপনার মনে আছে?'

হোমস জবাব দিল, 'হ্যাঁ। ১২৯, কাম্বারওয়েল রোডের জন আণ্ডারউড অ্যাণ্ড সন্স দ্বারা প্রস্তুত।'

গ্রেগসন যেন খুবই মুসড়ে পড়ল। বলল, 'আপনিও যে সেটা লক্ষ্য করেছেন তা ভাবি নি। আপনি কি সেখানে গিয়েছিলেন?'

'না।'

'হ্যাঁ!' স্বস্তি ভরা গলায় গ্রেগসন বলল, 'আপাতদৃষ্টিতে যত তুচ্ছই মনে হোক সুযোগকে অবহেলা করতে নেই।'

হোমস বলল, 'যে নিজে বড় তার কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়।'

'যাহোক, আমি আণ্ডারউডের কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম ঐ মাপের ও বিবরণের কোন টুপি সে বিক্রি করেছে কি না। খাতাপত্র ওল্টাতেই পেয়ে গেল। টুপিটা সে পাঠিয়েছিল টর্কোয়ে টেরেসের চার্পেন্টিয়ার্স বোর্ডিং এস্টাব্লিসমেন্টের মিঃ ড্রেবারকে। সেখানেই তার ঠিকানাটা পেলাম।'

শার্লক হোমস আপন মনেই বলে উঠল, 'চতুর—খুব চতুর!'

গোয়েন্দা বলতে লাগল, 'তারপরই ম্যাডাম চার্পেন্টিয়ারের সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে খুবই বিমর্ষ ও বিষণ্ণ দেখলাম। তার মেয়েও সেই ঘরেই ছিল—অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে। তার চোখ দুটো লাল। তার সঙ্গে কথা বলবার সময় তার ঠোঁট কাঁপছিল। সেটা আমার নজর এড়ায় নি। তখনই আমার সন্দেহ হল। মিঃ শার্লক হোমস, আপনি তো জানেন, ঠিক সূত্রটি খুঁজে পেলে মনের কিরকম ভাব হয়—স্নায়ুতে কিরকম একটা উত্তেজনা দেখা দেয়। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার প্রাক্তন বোর্ডার ক্লিভল্যাণ্ডের মিঃ এনক জে. ড্রেবারের রহস্যজনক মৃত্যুর খবর আপনি শুনেছেন কি?'

'মা ঘাড় নাড়ল। একটা কথাও বলতে পারল না। মেয়েটি কেঁদে উঠল। বুঝলাম, এরা অনেককিছুই জানে।'

'জিজ্ঞাসা করলাম, 'ট্রেন ধরবার জন্য মিঃ ড্রেবার ক'টার সময় আপনাদের এখান থেকে চলে যান?'

'উত্তেজনাকে চাপা দেবার জন্য ঢোঁক গিলে সে বলল, 'আটটার সময়। তাঁর সচিব মিঃ স্ট্যাঙ্গারসন বলেছিলেন, দুটো ট্রেন আছে—একটা ৯টা ১৫-তে আর একটা ১১টায়। তিনি প্রথমটাই ধরবেন।'

'সেই কি তাকে আপনি শেষ দেখেছেন?'

'প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটির মুখের ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটল। মুখখানা কালিবর্ণ হয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পরে অনেক কষ্টে একটিমাত্র শব্দই সে উচ্চারণ করতে পারল 'হ্যাঁ',—তখনও তার গলার স্বর ফ্যাসফেঁসে অস্বাভাবিক।'

'কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পরে মেয়েটি শান্ত স্পষ্ট গলায় বলল, 'মা, মিথ্যার ফল কখনও ভাল হয় না। এই ভদ্রলোকের কাছে সব কথা খুলে বলাই ভাল। মিঃ ড্রেবারকে আমরা আবার দেখেছিলাম।'

'ঈশ্বর তোকে ক্ষমা করুন!' দুই হাত শূন্যে তুলে চেয়ারে বসে পরে ম্যাডাম চার্পেন্টিয়ার বলে উঠলো, 'তোর ভাইকে তুই খুন করেছিস।'

মেয়েটি দৃঢ়স্বরে বলল, 'আর্থারও চাইত যে আমরা সত্য কথাই বলি।'

'আমি বললাম, 'সব কথাই আমাকে খুলে বল। অর্ধেক বলা না-বলার চাইতে খারাপ। তাছাড়া, এ ব্যাপারে আমরা কতটা জানি তাও তো তোমরা জান না।'

'মা কেঁদে বলল, 'এলিস, তোর মাথার দিব্যি, তাই হোক।' আমার দিকে ফিরে বলল, 'স্যার, আপনাকে আমি সব কথাই বলব। আমার ছেলে এই ভয়ংকর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বে এই আশংকাতেই আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছি তা মনে করবেন না। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমার শুধু ভয়, আপনার চোখে বা অন্যদের চোখে তাকে এব্যাপারে জড়িত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেটা একেবারেই অসম্ভব। তার উন্নত চরিত্র, তার জীবিকা, তার অতীত—সবই এধরনের কাজের পরিপন্থী।'

'আমি বললাম, 'আপনার সবচাইতে ভাল কাজ হ'ল সব কথা খুলে বলা। আপনি বিশ্বাস করুন, আপনার ছেলে যদি নির্দোষ হয়, তার কোন ক্ষতি হবে না।'

'সে বলল, 'এলিস, আমাদের একটু একা থাকতে দাও।' মেয়েটি চলে গেল। সে বলতে লাগল, 'দেখুন স্যার, সব কথা আপনাকে বলবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু মেয়েটা যখন সব ফাঁস করে দিয়েছে, তখন আর গত্যন্তর নেই। বলাই যখন স্থির করেছি, তখন কিছুই বাদ না দিয়ে সবই আপনাকে বলব।'

'আমি বলব, সেটাই বুদ্ধিমতীর কাজ।'

'মিঃ ড্রেবার প্রায় তিন সপ্তাহ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি আর তাঁর সচিব মিঃ স্ট্যাঙ্গারসন ইউরোপ পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকটি ট্রাংকের উপর 'কোপেনহেগেন' লেবেল আঁটা দেখেছি। তাতে মনে হয় তাঁরা সর্বশেষ সেখানেই ছিলেন। স্ট্যাঙ্গারসন শান্ত, চাপা প্রকৃতির লোক। কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই বলছি, তাঁর মালিক সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মানুষ। তাঁর স্বভাব অমার্জিত, চাল-চলন জানোয়ারের মত। যেদিন ওঁরা আসেন সেইদিন রাতেই তিনি মদে একেবারে চুর হয়ে পড়েন। পরদিন বেলা বারোটার আগে তাঁর আর হুঁস হয় না। পরিচারিকাদের সঙ্গে তাঁর চাল-চলনও দৃষ্টিকটু ও বে-আব্রু। সবচাইতে দুঃখের কথা, আমার মেয়ে এলিসকেও তিনি সেই চোখেই দেখতে শুরু করলেন এবং একাধিকবার তাঁকে এমন সব কথা বললেন, সৌভাগ্যবশতঃ যেগুলো বোঝবার মত বয়স তার এখনও হয় নি। একসময় তিনি হাত ধরে টেনে তাকে আলিঙ্গন পর্যন্ত করেন। তার নিজের সচিব এই অভদ্র আচরণের জন্য তাকে তিরস্কার করতে বাধ্য হন।'

'আমি প্রশ্ন করলাম, 'এসব আপনি সহ্য করলেন কেন? যখন খুশি বোর্ডারদের তো আপনি ছাড়িয়ে দিতে পারেন বলে আমি জানি।'

'আমার প্রশ্নে ম্যাডাম চার্পেন্টিয়ারের মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল, ঈশ্বরের কৃপায় তার আসার দিনই তাকে নোটিশ দিলেই ভাল করতাম। কিন্তু লোভ বড় দারুণ জিনিস। দিন প্রতি প্রত্যেকে তারা এক পাউণ্ড করে দিচ্ছিলেন—সপ্তাহে চৌদ্দ পাউণ্ড। তার উপর এখন খদ্দের-পত্তর কম। আমি বিধবা। ছেলেকে নৌ-বিভাগে পাঠাবার খরচও অনেক। তাই টাকাটা হাতছাড়া করতে মন চাইল না। সবই মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু শেষটায় অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হওয়ায় আমি তাকে বাড়ি ছাড়বার নোটিশ দিলাম। তাই তিনি চলে গেলেন।'

'তারপর?'

'তাকে চলে যেতে দেখে মনটা হাল্কা হল। ছেলে তখন ছুটিতে এসেছে। এসব কথা কিছুই তাকে জানালাম না। কারণ সে খুব বদরাগী, আর বোনকে খুব ভালবাসে। তারা চলে যেতে দরজা বন্ধ করে দিয়ে মনে হল মনের উপর থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। কিন্তু হায়! এক ঘণ্টার মধ্যেই দরজায় আবার বেল বেজে উঠল। শুনলাম, মিঃ ড্রেবার ফিরে এসেছেন। তিনি খুব উত্তেজিত। মদ খাওয়ার জন্য তাঁর অবস্থা আরও শোচনীয়। যে ঘরে আমি মেয়েকে নিয়ে বসেছিলাম তিনি জোর করে সেই ঘরে ঢুকে ট্রেন পান নি বলে কিছু অবান্তর কথা বললেন। তারপর এলিসের দিকে ফিরে আমার মুখের উপর তাকে বললেন তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে। বললেন, 'তোমার বয়স হয়েছে, কোন আইন তোমাকে আটকাতে পারে না, আমার অনেক বাড়তি টাকা আছে! ওই বুড়ি মেয়েটার কথা ভেব না। আমার সঙ্গে এখনই সোজা চলে এস। আমি তোমাকে রাণীর মত রাখব।' বেচারি এলিস আতংকে ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই তিনি তার হাত ধরে দরজার দিকে টানতে লাগলেন। আমি চীৎকার করে উঠলাম, আর সেই মুহূর্তে আমার ছেলে আর্থার ঘরে ঢুকল। তারপর কি ঘটল আমি জানি না। আমি নানারকম কটূক্তি ও ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ শুনেছিলাম। কিন্তু ভয়ে মুখ তুলতে পারি নি। যখন মুখ তুললাম তখন দেখি একটা লাঠি হাতে নিয়ে আর্থার দরজায় দাঁড়িয়ে হাসছে। আমাকে সে বলল, 'ভদ্রলোক আর কখনও আমাদের বিরক্ত করবে না। একবার গিয়ে দেখতে হবে তিনি কি করেন।' বলতে বলতে টুপিটা নিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। পরদিন মিঃ ড্রেবারের রহস্যজনক মৃত্যুর খবর শুনলাম।'

'অনেকবার ঢোঁক গিলে থেমে থেমে ম্যাডাম চার্পেন্টিয়ার যা বলেছিলেন এই হল সেই বিবরণ। সময় সময় সে এত নীচু স্বরে কথা বলছিল যে সব শোনাও যায় নি। আমি অবশ্য তার সব কথারই শর্ট-হ্যাণ্ড নোট নিয়েছি, যাতে কোনরকম ভুলের সম্ভাবনা না থাকে।'

শার্লক হোমস হাই তুলে বলল, 'খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। তারপর কি হল ?'

গোয়েন্দা বলতে লাগলেন, 'ম্যাডাম চার্পেন্টিয়ার থামল। আমি বুঝতে পারলাম সমস্ত ব্যাপারটা একটা পয়েন্টের উপর নির্ভর করছে। একদৃষ্টিতে স্ত্রীলোকটির চোখের দিকে তাকালাম। মেয়েদের ব্যাপারে এটা অনেক সময়ই খুব কার্যকরী হয়। জানতে চাইলাম, তার ছেলে কখন ফিরেছিল।'

'আমি জানি না,' সে জবাব দিল।

'জানেন না ?'

'না। তার কাছে একটা চাবি থাকে। সেটা দিয়ে দরজা খুলে সে নিজেই বাড়িতে ঢোকে।'

'আপনি শুতে যাবার পরে ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কখন শুতে গিয়েছিলেন ?'

'এগারোটায়।'

'অর্থাৎ আপনার ছেলে দুঘণ্টা বাইরে ছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'চার বা পাঁচ ঘণ্টাও হতে পারে ?'

'হ্যাঁ।'

'এত সময় সে কি করছিল ?'

'আমি জানি না।' সে জবাব দিল। তার ঠোঁট তখন সাদা হয়ে গেছে।

'অবশ্য এর পরে আর সেখানে কিছু করবার ছিল না। লেফটেন্যান্ট চার্পেন্টিয়ার কোথায় আছে খোঁজ করে দুজন অফিসার সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলাম এবং তাকে গ্রেপ্তার করলাম। তার কাঁধে হাত রেখে যখন তাকে নিঃশব্দে আমাদের সঙ্গে আসতে বললাম, সে উদ্ধত সাহসের সঙ্গে বলে উঠল, 'মনে হচ্ছে ঐ পাজী ড্রেবারের মৃত্যুর জন্য আমাকে গ্রেপ্তার করছেন।' তখনও আমরা তাকে কিছুই বলি নি। তাই তার পক্ষে ওকথা উল্লেখ করায় আমাদের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল।'

'খুবই স্বাভাবিক' হোমস বলল।

'সে যখন ড্রেবারের পিছু নেয় তখন তার হাতে যে ভারী লাঠিটা ছিল বলে তার মা উল্লেখ করেছে, সেটা তখনও তার হাতেই ছিল। ওক কাঠের একটা মুগুরবিশেষ।'

'তাহলে তোমার বক্তব্যটা কি ?'

'দেখুন, আমার বক্তব্য সে বিক্সটন রোড পর্যন্ত ড্রেবারকে অনুসরণ করে। সেখানে পৌছে দুজনের মধ্যে আবার ঝগড়া বাঁধে। সেইসময় ড্রেবারের

পেটে লাঠির আঘাত লাগে এবং সে মারা যায়, কিন্তু আঘাতের কোন চিহ্ন মৃতদেহে পড়ে না। বৃষ্টির রাত। কেউ কোথাও ছিল না। চার্পেন্টিয়ার মৃতদেহটাকে টানতে টানতে খালি বাড়িতে নিয়ে যায়। আর মোমবাতি, রক্ত, দেয়ালের লেখা, এবং আংটি—এসবই পুলিশকে ভুল পথে চালাবার ধোঁকা হতে পারে।'

উৎসাহ দেওয়ার ভঙ্গীতে হোমস বলল, 'চমৎকার! সত্যি গ্রেগসন, বেশ ভালই চালাচ্ছ। তোমাকে আরও বড় কিছু না বানিয়ে ছাড়ছি না।'

গোয়েন্দা গর্বভরে বলল, 'সমস্ত ব্যাপারটা বেশ ভালভাবে গুছিয়ে এনেছি বলে আমার খুব গর্ব হচ্ছে। যুবকটি স্বেচ্ছায় একটা বিবৃতি দিয়েছে। বলেছে, কিছুদূর পর্যন্ত ড্রেবারকে অনুসরণ করবার পর ড্রেবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য একটা গাড়িতে উঠে পড়ে। সেখান থেকে বাড়ি ফিরবার পথে একটা পুরনো জাহাজী বন্ধুর সঙ্গে তার দেখা হয় এবং তার সঙ্গে সে অনেকটা পথ হাঁটে। সেই পুরনো জাহাজী বন্ধু কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। আমার তো মনে হয় সব ব্যাপারটাই গাঁটে-গাঁটে মিলে যাচ্ছে। লেস্ট্রেড যে ভুল পথে ঘুরে মরছে সেটা ভেবেই আমার আরও বেশী মজা লাগছে। আমার ধারণা, সে বেশী দূর এগোতেও পারবে না। আরে! সে যে সশরীরে হাজির!'

সত্যি লেস্ট্রেড। আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে। এবার ঘরে ঢুকল। তার হাবভাব এবং পোশাকে সাধারণতঃ যে আড়ম্বর থাকে সেটার যেন অভাব দেখা গেল। তার মুখে বিরক্তি ও গোলযোগের আভাষ। তার পোশাক এলোমেলো ও ময়লা। স্পষ্টই বোঝা গেল, সে শার্লক হোমসের সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিল। সহকর্মীকে দেখেই কেমন যেন বিব্রত ও মুহ্যমান হয়ে পড়ল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি করবে বুঝতে না পেরে টুপিটা হাতাতে লাগল। অবশেষে বলল, 'একটা অসাধারণ কেস—একটা দুর্বোধ্য ব্যাপার!'

গ্রেগসন বিজয়গর্বে বলে উঠল, 'তোমার তাই মনে হচ্ছে বুঝি! আমি জানতাম তুমি ঐ সিদ্ধান্তেই পৌছবে। সচিব মিঃ জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের খোঁজ পেয়েছ কি?'

লেস্ট্রেড গম্ভীরভাবে বলল, 'আজ সকাল ছ'টা নাগাদ হ্যালিডেস প্রাইভেট হোটেলে মিঃ জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসন খুন হয়েছেন।'

৭ঃ আঁধারে আলো

যে সংবাদ লেস্ট্রেড জানাল সেটা এতই গুরুতর এবং অপ্রত্যাশিত যে আমরা তিনজনই প্রায় হতবাক হয়ে গেলাম। গ্রেগসন চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে অবশিষ্ট হুইস্কি ও জল ঢেলে ফেলল। আমি নিঃশব্দে শার্লক হোমসের দিকে তাকালাম। তার ঠোঁট ঠোঁটের উপর চেপে বসেছে। দুই ভুরু চোখের উপর নেমে এসেছে।

'স্ট্যাঙ্গারসনও!' সে অস্ফুটস্বরে বলল, 'ষড়যন্ত্র ঘণীভূত হচ্ছে।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে লেস্ট্রেড বলল, 'আগেই যথেষ্ট ঘণ ছিল। আমার তো মনে হচ্ছে কোন সমর-পরিষদে ঢুকে পড়েছি।'

গ্রেগসন তো-তো করে বলে উঠল, 'তুমি—তুমি নিশ্চিত জান খবরটা ঠিক?'

লেস্ট্রেড জবাব দিল, 'এইমাত্র তার ঘর থেকে আমি আসছি। ঘটনাটা আমিই প্রথম আবিষ্কার করি।'

হোমস বলল, 'এবিষয়ে গ্রেগসনের মত আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম। তুমি কি দেখেছ বা করেছ, সেটা আমাদের জানাতে কোন আপত্তি আছে কি?'

চেয়ারে বসে লেস্ট্রেড জবাব দিল, 'কোনই আপত্তি নেই। খোলাখুলিই স্বীকার করছি, আমি ভেবেছিলাম ড্রেবারের মৃত্যুর সঙ্গে স্ট্যাঙ্গারসন জড়িত। বর্তমান পরিণতি অবশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছে আমার সম্পূর্ণ ভুল হয়েছিল। ঐ ধারণা নিয়েই আমি সচিবের খোঁজে বেরিয়েছিলাম। ৩রা সন্ধ্যা সাড়ে আটটা নাগাদ তাদের দুজনকে ইউস্টন স্টেশনে দেখা গিয়েছিল। রাত দুটোয় ড্রেবারকে পাওয়া গেল ব্রিক্সটন রোডে। কাজেই আমার কাছে প্রশ্ন হল, ৮টা ৩০ মিঃ থেকে ঘটনার সময় পর্যন্ত স্ট্যাঙ্গারসন কি করছিল এবং তারপরেই বা সে কোথায় গেল—সেটা বের করা। লোকটির বিবরণ দিয়ে লিভারপুলে তার করে দিলাম। তাদের বলে দিলাম, মার্কিন নৌকোগুলোর উপর নজর রাখতে। তারপর ইউস্টনের কাছাকাছি সবগুলি হোটেল ও লজিংহাউসে খোঁজ করলাম। দেখুন, আমি চিন্তা করলাম যে ড্রেবার এবং তার সঙ্গী যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তার সঙ্গী কাছাকাছি কোথাও রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালে আবার স্টেশনে হাজির হবে—এটাই স্বাভাবিক।'

হোমস মন্তব্য করল, 'আগে থেকেই একটা কোন সাক্ষাতের জায়গা হয়তো তারা স্থির করেছিল।'

'তাই। গতকাল সারাটা সন্ধ্যা এই খোঁজেই কাটালাম। কিন্তু কোন ফল হল না। আজ খুব ভোরেই আবার আরম্ভ করলাম। আটটার সময় লিট্‌ল জর্জ স্ট্রীটের হ্যালিডেস প্রাইভেট হোটেলে পৌঁছলাম। মিঃ স্ট্যাঙ্গারসন

সেখানে আছেন কিনা জানতে চাইলে তারা সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতিসূচক জবাব দিল।

তারা আরও বলল, নিশ্চয় আপনারই আসবার কথা ছিল। দুদিন যাবং তিনি একজন ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষা করে আছেন।'

'তিনি কোথায় আছেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'তিনি উপরতলায় শুয়ে আছেন। ন'টায় ডেকে দিতে বলেছেন।'

'উপরে গিয়ে আমি এখনই তার সঙ্গে দেখা করব,' আমি বললাম।

'ভেবেছিলাম, আমি হঠাৎ উপস্থিত হলে তিনি ঘাবড়ে গিয়ে মুখ ফস্‌কে কিছু বলে ফেলতেও পারেন। ঘর দেখিয়ে দেবার জন্য পরিচারক আমার সঙ্গে গেল। ঘরটা তিনতলায়, একটা ছোট করিডর ধরে যেতে হয়। ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে পরিচারক নীচে নেমে যাচ্ছিল, ঠিক সেইসময় আমি এমন কিছু দেখতে পেলাম যাতে বিশ বছরের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমার কেমন মাথা ঘুরে গেল। দরজার নীচ দিয়ে রক্তের একটা ছোট লাল ফিতে এঁকে বেঁকে এসে প্যাসেজটা পার হয়ে অপরদিকের দেয়ালের নীচে বেশ খানিকটা জমে আছে। আমি চীৎকার করে উঠতেই পরিচারকটি ফিরে এল। সব দেখে তারও মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। কিন্তু আমরাও কাঁধ লাগিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম। ঘরের জানালা খোলা, আর তারই নীচে নৈশ-পোশাক পরা একটি লোকের দেহ দলা পাকিয়ে পড়ে আছে। লোকটি মৃত। বেশ কিছুক্ষণ হল মারা গেছে, কারণ হাত-পাগুলো শক্ত এবং ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তাকে উল্টে দিতেই পরিচারক চিনতে পারল, এই লোকটিই জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসন নামে ঘর ভাড়া নিয়েছেন। বাঁদিকে একটা গভীর ক্ষত হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ করে ফেলেছে। তার ফলেই লোকটির মৃত্যু ঘটেছে। তারপরই আসছে এব্যাপারের সবচেয়ে বিস্ময়কর অংশ। নিহত লোকটির উপর কি ছিল আন্দাজ করুন তো।'

শার্লক হোমস উত্তর দেবার আগে আসন্ন বিভীষিকার কল্পনায় আমার শরীর শির্‌শির্ করে উঠল।

সে বলল, 'রক্তের অক্ষরে লেখা 'RACHE (রাসে)' শব্দটি।'

আতংকগ্রস্ত গলায় লেস্ট্রেড বলল, 'ঠিক তাই।' কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করে রইলাম।

এই অজ্ঞাত আততায়ীর ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে এমন একটা শৃঙ্খলা অথচ দুর্বোধ্যতা আছে যার ফলে তার অপরাধ আরও ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। আমার যে স্নায়ু রণক্ষেত্রেও যথেষ্ট শক্ত ছিল, তাও যেন এই অপরাধের চিন্তায় শির্‌শির্ করতে লাগল।

লেস্ট্রেড বলতে লাগল 'লোকটি চোখেও পড়েছিল। হোটেলের পিছনের

আস্তাবল থেকে যে গলিটা চলে গেছে সেই পথ ধরে গোশালার দিকে যাচ্ছিল একটি গোয়ালা ছেলে। সে দেখতে পায়, ওখানে সাধারণত যে মইটা পড়ে থাকে সেটা তিনতলার একটা জানালার সঙ্গে লাগানো। জানালাটা খোলা। একটু এগিয়ে ফিরে তাকাতেই সে দেখতে পায় একটা লোক মই বেয়ে নামছে। সে এত শান্তভাবে ও প্রকাশ্যে নেমে এল যে ছেলেটি ভাবল, লোকটি হয় তো ছুতোর বা হোটেলের কোন যোগানদার। সে আরও ভাবল, লোকটা এত সকালে কাজে এসেছে কেন। এ ছাড়া তার সম্পর্কে আর কিছুই তার মনে আসে নি। তার মোটামুটি মনে আছে যে লোকটি লম্বা, তার মুখ লাল্‌চে, পরনে লম্বা বাদামী কোট। খুনের পরেও কিছুক্ষণ সে ওই ঘরে ছিল. কারণ বেসিনে রক্ত-মেশানো জলের দাগ আমরা দেখতে পেয়েছি, সেখানে সে নিশ্চয় হাত ধুয়েছে, আর চাদরে রয়েছে রক্তের দাগ, যাতে সে ইচ্ছা করে ছুরিটা মুচেছে।

খুনীর বিবরণ শুনে আমি আড়-চোখে হোমসের দিকে তাকালাম, কারণ তার নিজের বিবরণের সঙ্গে এটা হুবহু মিলে গেছে। তার মুখে কিন্তু উল্লাস বা সন্তুষ্টির চিহ্নমাত্র নেই।

সে প্রশ্ন করল 'খুনীকে ধরবার সূত্র পাওয়া যায় এরূপ কোন কিছুই কি ঘরের মধ্যে দেখনি ?'

'কিচ্ছু না। ড্রেবারের টাকার থলিটা স্ট্যাঙ্গারসনের পকেটে ছিল। এটা তো খুবই স্বাভাবিক। কারণ দেনা-পাওনা সব সেই করত। তার মধ্যে আশি পাউণ্ড ছিল, কিছুই খোয়া যায় নি। এইসব অসাধারণ অপরাধের উদ্দেশ্য আর যাই হোক ডাকাতি নয়। নিহত লোকটির পকেটে কোন কাগজ-পত্র বা স্মৃতি-লেখা ছিল না। শুধু ছিল একটা টেলিগ্রাম। ক্লিভল্যাণ্ডে এক মাস আগের তারিখ দেওয়া। তাতে লেখা, 'জে. এইচ, ইওরোপে আছে।' নীচে কোন নাম লেখা নেই।'

'আর কিছুই ছিল না ?' হোমস প্রশ্ন করল।

'গুরুত্বপূর্ণ কিছুই না। লোকটি যে উপন্যাসখানা পড়তে পড়তে ঘুমিয়েছিল সেখানা বিছানার উপর পড়েছিল। আর তার পাইপটা ছিল পাশেই চেয়ারের উপর। টেবিলের উপর এক গ্লাস জল ছিল, আর জানালার গোবরাটের উপর ছিল একটা টুকরো মলমের বাক্স, তাতে গোটা দুই বড়ি।'

আনন্দে চীৎকার করে শার্লক হোমস চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল।

'শেষ সূত্র', উল্লাসে চীৎকার করে সে বলল, 'এবার আমার কেস সম্পূর্ণ হল।'

দুই গোয়েন্দা সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

আমার সঙ্গী আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে লাগল, যেসব সূতো মিলে

এমন একটা জট পাকিয়েছিল, তার সবগুলোকে এখন হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি। যদিও কিছু কিছু টুকরো ঘটনা এখনও তার মধ্যে ঢোকাতে হবে, তথাপি স্টেশনে ড্রেবার এবং স্ট্যাঙ্গারসন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর থেকে স্ট্যাঙ্গারসনের মৃতদেহ আবিষ্কার পর্যন্ত সবগুলি প্রধান ঘটনা সম্পর্কে আমি এতই নিশ্চিত যেন সেগুলোকে আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমার জ্ঞানের একটা প্রমাণ তোমাকে দিচ্ছি। সেই বড়িগুলো তোমার কাছে আছে কি?'

একটা ছোট সাদা বাক্স বের করে লেস্ট্রেড বলল, 'থানায় গিয়ে একটা নিরাপদ জায়গায় রাখবার জন্য মলমের বাক্স, টাকার থলি আর টেলিগ্রামখানা আমি নিয়ে এসেছি। কিছু না ভেবেই বড়িগুলো আমি নিয়ে এসেছি, কারণ সত্যি বলছি ওগুলোর উপর কোন গুরুত্বই আমি আরোপ করছি না।'

হোমস বলল, 'ওগুলো আমাকে দাও দেখি।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা ডাক্তার, এগুলো কি সাধারণ বড়ি?'

সাধারণ মোটেই নয়। মুক্তোর মত রং, ছোট গোল, স্বচ্ছ। আমি বললাম, 'এগুলো এত হাল্কা এবং স্বচ্ছ যে জলে ফেললে গলে যাবে বলে মনে হয়।'

হোমস বলল, 'ঠিক তাই। দয়া করে নীচে গিয়ে টেরিয়ারটাকে নিয়ে আসবে কি? ওটা তো অনেকদিন থেকেই ভুগছে, আর গৃহকর্ত্রীও তোমাকে কালই বলেছে ওটাকে সব যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই দিতে।'

আমি নীচে গিয়ে কুকুরটাকে কোলে করে নিয়ে এলাম। তার শ্বাসকষ্ট আর ঝকঝকে চোখ দেখেই মনে হল, ওর শেষের দিন আর বেশী দেরী নেই। ওর বরফের মত সাদা নাকই ঘোষণা করছে যে ওর কুকুর-জীবনের আয়ুষ্কাল ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। কম্বলের উপর একটা কুশনে ওটাকে রাখলাম।

'এইবার একটা বড়িকে দুটুকরো করে কাটছি,' বলে হোমস একখানা কলম-কাটা ছুরি বের করে কথামত কাজ করল। 'ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য অর্ধেকটা বাক্সেই রেখে দিলাম। বাকি অর্ধেকটা এক চামচ জল-ভরা এই মদের গ্লাসে ফেললাম। দেখ, আমার ডাক্তার বন্ধুটি ঠিকই বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে বড়িটা গলে গেল।'

কাউকে উপহাস করলে সে যেরকম আহত হয় সেইরকম ক্ষুব্ধ গলায় লেস্ট্রেড বলল, 'ব্যাপারটা দেখতে ভালই, কিন্তু জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের মৃত্যুর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আমি তো বুঝতে পারছি না।'

'ধৈর্য, বন্ধু, ধৈর্য! যথাসময়েই দেখতে পাবে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। মিশ্রণটাকে স্বাদু করবার জন্য একটু দুধ মিশিয়ে কুকুরটার সামনে ধরলেই ও সবটা চেটে খেয়ে ফেলবে।'

বলতে বলতে সে মদের গ্লাসের মিশ্রণটা একটা পাত্রে ঢেলে টেরিয়ারটার

সামনে ধরতেই সে চটপট সেটাকে খেয়ে ফেলল। শার্লক হোমসের একাগ্রতা আমাদের উপর এতই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে আমরা নিঃশব্দে বসে জন্তুটাকে দেখছিলাম আর বিস্ময়কর কোন ফলের প্রত্যাশা করছিলাম। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না। কুকুরটা কুশনের উপর টান-টান হয়ে শ্বাস টানতে লাগল। কিন্তু ঐ পানীয় পান করার ফলে তার মধ্যে ভাল বা মন্দ কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

হোমস ঘড়ি বার করে দেখছে। মিনিটের পর মিনিট বিফলে কেটে যাচ্ছে। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ ও হতাশার ছায়া পড়েছে। সে ঠোঁট কামড়াচ্ছে, আঙুল দিয়ে টেবিলে টোকা দিচ্ছে, একে একে তীব্র অধৈর্যের সব লক্ষণই তার মধ্যে ফুটে উঠছে। সে এতই মুষড়ে পড়ছে যে তার জন্য সত্যাই আমার দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু সে যে শেষ পর্যন্ত একটা ধাক্কা খেয়েছে তাতে গোয়েন্দা-যুগল অখুশি তো নয়ই বরং মিটি-মিটি হাসছে।

অবশেষে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ঘরময় দ্রুতবেগে পায়চারি করতে করতে সে বলে উঠল, 'এটা আকস্মিক যোগাযোগ হতে পারে না। আকস্মিক যোগাযোগ হওয়া অসম্ভব। ড্রেবারের ক্ষেত্রে যে বড়ির সন্দেহ আমি করেছিলাম, স্ট্যাঙ্গারসনের মৃত্যুর পরে সেই একই বড়ি পাওয়া গেছে। অথচ ওগুলো তো জড় পদার্থ। এর কি অর্থ হতে পারে। আমার যুক্তি-শৃঙ্খলটা আগাগোড়াই ভ্রান্ত হতে পারে না। অসম্ভব! অথচ এই হতভাগ্য কুকুরটার কিছুই হল না। ও হো, পেয়েছি! পেয়েছি! আনন্দে চীৎকার করে উঠে সে বাক্সটার কাছে ছুটে গেল, অন্য একটি বড়ি কেটে জলে গুলে দুধে মেশাল। টেরিয়ারটার সামনে ধরতেই হতভাগ্য জন্তুটা সেই পানীয়ে ঠোঁট ভেজাতে না ভেজাতেই তার সারা দেহটা থর্ থর্ করে কেঁপে উঠেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত নির্জ্জীব হয়ে গেল।

শার্লক হোমস একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, নিজের উপরে আরও বিশ্বাস রাখা উচিত ছিল। একটা বিশেষ ঘটনা যদি একটা দীর্ঘ অনুমান-শৃংখলের বিরোধী হয়, তাহলে সে ঘটনাটির অন্য কোন ব্যাখ্যা যে অবশ্যই পাওয়া যাবে—এতদিনেও সেটা অন্তত আমার জানা উচিত। ঐ বাক্সের দুটো বড়ির একটা ছিল মারাত্মক বিষ, অন্যটা ছিল সম্পূর্ণ অক্ষতিকর। বাক্সটা দেখবার আগেই এটা আমার বোঝা উচিত ছিল।'

এই সর্বশেষ বক্তব্যটি এতই চাঞ্চল্যকর যে তার বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিক আছে কিনা সেবিষয়ে আমারই সন্দেহ হতে লাগল। অবশ্য মৃত কুকুরটা প্রমাণ করছে যে তার অনুমানই যথার্থ। আমার মনের কুয়াসাও যেন ক্রমেই কেটে যাচ্ছে। আমি যেন সত্যের একটা অস্পষ্ট অনুভূতি লাভ করছি।

হোমস বলতে লাগল, 'এসবই তোমাদের কাছে আশ্চর্য মনে হচ্ছে, কারণ তদন্তের একেবারে শুরুতেই যে একমাত্র প্রকৃত সূত্রটি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল তার গুরুত্ব তোমরা বুঝতে পারনি। সৌভাগ্যবশত সেটাকে আমি ধরতে পেরেছিলাম, এবং তারপর থেকে যা কিছু ঘটেছে সবই আমার মূল ধারণাকে সমর্থন সে করেছেই, বরং সে সবই তার স্থায়-সঙ্গত পরিণতি। কাজেই যেসব ব্যাপার তোমাদের বিচলিত করেছে এবং কেসটাকে আরও জটিল করে তুলেছে, সেগুলিই আমাকে দেখিয়েছে আলো, আমার সিদ্ধান্তকে করেছে দৃঢ়তর। বিস্ময়করতাকে রহস্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা একটা মস্ত বড় ভুল। সবচাইতে সাধারণ অপরাধই প্রায়শঃ সবচাইতে রহস্যময় হয়ে থাকে, কারণ তাতে এমন কোন নতুন বা বিশেষ লক্ষণ থাকে না যার থেকে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এক্ষেত্রেও মৃতের দেহটা যদি রাস্তায় পাওয়া যেত, যেসমস্ত ভয়ংকর ও উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা-সমাবেশ সমস্ত ব্যাপারটাকে উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে সেসব কিছুই যদি না থাকত, তাহলে এই খুনের রহস্যভেদ করা আরও অনেক বেশী কষ্টসাধ্য হত। এই সব বিস্ময়কর ঘটনার সমাবেশ কেসটাকে কষ্টসাধ্য করার বদলে বরং সহজসাধ্য করে তুলেছে।'

মিঃ গ্রেগসন যথেষ্ট ধৈর্যসহকারে এই ভাষণ শুনছিল। কিন্তু আর সে নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। বলে উঠল, 'দেখুন মিঃ শার্লক হোমস, আমরা সকলেই স্বীকার করছি যে আপনি খুব চতুর লোক, আপনার কাজের একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে। কিন্তু এখন আমরা শুধু থিওরি আর ভাষণের চাইতেও বেশী কিছু চাই। কথা হচ্ছে, আসল লোকটি কে। আমার কথা বলেছি। দেখছি, আমার ভুল হয়েছিল। যুবক চার্পেন্টিয়ার দ্বিতীয় ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে না। লেস্ট্রেড ছুটেছিল স্ট্যাঙ্গারসনের পিছনে। দেখা যাচ্ছে, তারও ভুল হয়েছিল। আপনি এখানে কিছু ইঙ্গিত করেছেন, ওখানে কিছু ইঙ্গিত করেছেন, মনে হচ্ছে, আমাদের চাইতে বেশীই আপনি জানেন। কিন্তু এখন আমরা সরাসরি জানতে চাই, এবিষয়ে আপনি কতটা জানেন। একাজ কে করেছে তার নাম কি আপনি বলতে পারেন?'

লেস্ট্রেড বলল, 'আমারও অভিমত যে গ্রেগসন ঠিকই বলেছে স্যার। আমরা দুজনই চেষ্টা করে বিফল হয়েছি। আমি ঘরে ঢুকবার পরে আপনি একাধিক-বার বলেছেন যে প্রয়োজনীয় সব প্রমাণই আপনার কাছে আছে। নিশ্চয়ই আপনি সেগুলি আর চেপে রাখবেন না।'

আমি বললাম, 'আততায়ীর গ্রেপ্তার বিলম্বিত হলে সে নতুন কোন দুষ্কর্মের সুযোগ পেতে পারে।'

এইভাবে সকলে চেপে ধরায় হোমস অস্থিরভাবে ঘরের এদিক-ওদিক হাঁটতে

লাগল। মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে, ভুরু দুটো নেমে এসেছে। গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেই তাঁর এরকম হয়।

হঠাৎ থেমে আমাদের সামনে এসে সে বলে উঠল, 'আর খুন হবে না। সে সম্ভাবনা একেবারেই বাতিল করে দিতে পার। তোমরা জানতে চেয়েছ, হত্যাকারীর নাম আমি জানি কি না। জানি। শুধু নাম জানাটা কিছু নয়, আসল কথা হচ্ছে তাকে পাকড়াও করা। আশা করছি অতি শীঘ্রই সেটা পারব। যথেষ্ট আশা আছে যে আমার নিজের ব্যবস্থাপনায়ই সেটা সম্পন্ন হবে। কিন্তু খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে, কারণ একটি খুব সুচতুর ও বেপরোয়া লোকের সঙ্গে আমাদের যুঝতে হবে, এবং আমি প্রমাণ পেয়েছি যে তার এমন একজন সঙ্গী আছে যে তার মতই চতুর। কেউ তার খোঁজ পেয়েছে এটা যতক্ষণ সে না জানতে পারবে ততক্ষণই তাকে পাকড়াও করবার কিছুটা সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তিলমাত্র সন্দেহ বোধ করলেই সে নাম পাল্টে এই মহানগরীর চল্লিশ লক্ষ লোকের মধ্যে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আপনাদের মনে কোনরকম আঘাত দেবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু একথা বলতে আমি বাধ্য যে এই দুটি লোকের মহড়া নেবার সামর্থ্য সরকারী পুলিশ বাহিনীর নেই, আর সেইজন্যই আপনাদের সহায়তা আমি চাই নি। আমি বিফলকাম হলে অবশ্য আপনাদের বাদ দেওয়ার দায়ভাগ আমাকে বহন করতে হবে। আর সেজন্য আমি প্রস্তুতও আছি। বর্তমানে আমি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমার ব্যবস্থাকে বিপন্ন না করে যখনই আপনাদের সব কথা জানান সম্ভব হবে সেই মুহূর্তেই তা জানিয়ে দেব।'

এই প্রতিশ্রুতিতে বা গোয়েন্দা পুলিশ সম্পর্কে নিন্দাসূচক উল্লেখে গ্রেগসন বা লেস্ট্রেড কাউকেই সন্তুষ্ট মনে হল না। গ্রেগসনের মুখ, তার হলদে চুলের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল, আর লেস্ট্রেডের ক্ষুদে চোখ দুটি কৌতূহলে ও ক্ষোভে চকচক করতে লাগল। কেউ কোন কথা বলবার আগেই দরজায় একটা টোকা পড়ল এবং বাউণ্ডুলে ছেলেদের দলপতি উইগিন্স ঘরে ঢুকল।

মাথার সামনেকার চুলে হাত রেখে সে বলল, 'স্যার, নীচে গাড়িখানা রেখেছি।'

হোমস বলল, 'লক্ষ্মী ছেলে।' টেবিলের টানা থেকে এক জোড়া স্টীলের হাত-কড়া বের করে সে আরও বলল, 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে এই ব্যবস্থাটা চালু কর না কেন? দেখ না, এর স্প্রিংটা কী সুন্দর কাজ করবে। মুহূর্তের মধ্যে আটকে ধরবে।'

লেস্ট্রেড মন্তব্য করল, 'হাত-কড়া' পরাবার লোকটিকে খুঁজে বের করতে

পারলে পুরনো ব্যবস্থাও মন্দ কাজ করবে না।"

হোমস হেসে বলল, 'খুব ভাল, খুব ভাল। গাড়োয়ান আমার বাক্সগুলো নামাতে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। উইগিন্স, তাকে উপরে আসতে বল।'

আমার সঙ্গী এমনভাবে কথা বলল যেন সে কোথাও ভ্রমণে বের হবে। এতে আমি বিস্মিত হলাম, কারণ এ সম্পর্কে সে তো আমাকে কিছুই বলে নি। ঘরের মধ্যে একটা ছোট পোর্টম্যান্টো ছিল। সেটাকে টেনে বের করে সে তাতে পটি আটকাতে লাগল। সেই সময় গাড়োয়ান ঘরে ঢুকল।

সে তখন হাঁটু ভেঙে বসে পটি আঁটছিল। মুখ না ঘুরিয়ে বলল, 'গাড়োয়ান, এই বকলসটা আঁটতে একটু সাহায্য কর তো।'

রুষ্ট, উদ্ধত ভঙ্গীতে এগিয়ে গিয়ে লোকটি কাজে হাত লাগাল। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্লিক করে একটা শব্দ হল, ধাতুর কর্কশ আওয়াজ শোনা গেল এবং শার্লক হোমস লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'ভদ্রমহোদয়গণ', ঝকঝকে চোখ মেলে সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'মিঃ জেফারসন হোপের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দি,—ইনিই এনক ড্রেবার এবং জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের হত্যাকারী।'

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল। এত দ্রুত ঘটল যে কোন কিছু বুঝবার সময়ই পেলাম না। সেই মুহূর্তের স্মৃতি এখনও আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে। হোমসের সগৌরব ঘোষণা, তার কণ্ঠস্বর, গাড়োয়ানের বিহ্বল বিকৃত মুখ, ইন্দ্রজালের মত তার কব্জিতে আটকে-থাকা চকচকে হাত-কড়ার প্রতি তার চোখের দৃষ্টি—সব। দু' এক সেকেণ্ডের মত আমরা সবাই যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছিলাম। তারপরই একটা ক্রুদ্ধ দুর্বোধ্য গর্জন করে বন্দী হোমসের মুঠো থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জানালার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার ধাক্কায় কাঠের ফ্রেম ও কাঁচ ভেঙে গেল। কিন্তু সে সম্পূর্ণ বেরিয়ে যাবার আগেই গ্রেগসন, লেস্ট্রেড এবং হোমস শিকারী কুকুরের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে টেনে আনা হল ঘরের মধ্যে। তারপর শুরু হল এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ। লোকটি এতই শক্তিশালী ও হিংস্র যে আমাদের চারজনকে সে বারবার ছিটকে ফেলে দিতে লাগল। মনে হচ্ছিল সে যেন মৃগীরোগাক্রান্ত রুগীর মত অমিত বলশালী। কাঁচের ভিতর দিয়ে বের হবার চেষ্টায় তার মুখ এবং হাত ভয়ংকরভাবে কেটে গেছে। কিন্তু সে রক্তক্ষয়ের ফলে তার প্রতিরোধশক্তি হ্রাস পায় নি। এক-সময়ে লেস্ট্রেড যখন তার গলা-বন্ধনীর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তার গলায় ফাঁস আটকাবার উদ্যোগ করে ফেলল, তখন সে বুঝতে পারল আর লড়াই করে কোন লাভ নেই। তৎসত্ত্বেও যতক্ষণ তার হাত আর পা কসে একসঙ্গে বাঁধা না হল ততক্ষণ আমরা নিরাপদ বোধ করছিলাম না। সেটা হয়ে গেলে আমরা হাঁপাতে

হাঁপাতে উঠে দাঁড়ালাম।

শার্লক হোমস বলল, 'ওর গাড়িটা আছে। তাতে চড়িয়েই ওকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া যাবে।' তারপর স্মিত হেসে সে বলল, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের এই ছোট্ট রহস্যের সমাপ্তি ঘটল। এইবার আপনাদের যদি কোন প্রশ্ন থাকে আমাকে জানান। এখন আর এমন কোন বিপদ নেই যার জন্য আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অস্বীকার করব।'

সন্তদের দেশ

অধ্যায় ২

৮ঃ বিশাল ক্ষারময় প্রান্তরে

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের মধ্যাঞ্চলে একটি শুষ্ক বিকর্ষক মরুভূমি আছে। দীর্ঘকাল ধরে সেই মরুভূমি সভ্যতার অগ্রগতির পথে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিয়েরা নেভেডা থেকে সেব্রাস্কা পর্যন্ত এবং উত্তরে ইয়োলো-স্টোন নদী থেকে দক্ষিণে কলোরাডো পর্যন্ত বিস্তৃত এক নির্জন নিস্তব্ধতার রাজত্ব। সেই ভয়াবহ অঞ্চলের সর্বত্র আবার প্রকৃতির একরকম চেহারা নয়। সেখানে তুষার-কিরীট উত্তুঙ্গ পর্বতমালা যেমন আছে, তেমনই আছে ছায়াচ্ছন্ন বিষণ্ণ উপত্যকা। উপলবন্ধুর গিরিনালার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত খরস্রোতা নদী। আর আছে বিশাল সব প্রান্তর,—শীতকালে সব বরফে সাদা হয়ে যায়, আবার গ্রীষ্মকালে লবণাক্ত ক্ষারময় ধূলোর আবরণে ধূসর হয়ে ওঠে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই একটি বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে—তা হল অনুর্বরতা, অনতিথেয়তা এবং দুঃখ-দীনতা।

এই নিরাশার দেশে কোন মানুষ বাস করে না। কালে-ভদ্রে কোন "পনি" বা "ব্ল্যাকফিট"-এর দল হয়তো অন্য কোন শিকার-অঞ্চলের সন্ধানে সেদেশে পদক্ষেপ করতে পারে; কিন্তু দুঃসাহসিকতম মানুষও ওই সব ভয়াবহ প্রান্তরের দৃষ্টিসীমার বাইরে গিয়ে আবার নিজেদের তৃণাচ্ছাদিত দেশে যেতে পারলে খুশিতে ভরে ওঠে। নেকড়ের দল ঝোপ-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকে। বাজপাখি মহাশূন্যে পাখা ঝাপটায়। আর কদাকার ধূসর ভল্লুক পাহাড়ের অন্ধকার খাদে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। সেই জনহীন প্রান্তরে এরাই হল একমাত্র বাসিন্দা। সিয়েরা ব্লাংকোর উত্তরের ঢালু অঞ্চলের চাইতে ভয়ংকর

দৃশ্য সারা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। যতদূর চোখ যায় ক্ষারের আবরণে ঢাকা এক বিশাল সমভূমি প্রসারিত: শুধু মাঝে মাঝে কিছু বেঁটে বেঁটে সবুজ ওকের ঝোপ। দিগন্তের দূরতম প্রান্তে দেখা যায় পর্বত-শৃঙ্গের এক দীর্ঘ সারি,—তাদের বন্ধুর শিখরগুলি বরফে আচ্ছাদিত। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জীবনের বা জীবনের অঙ্গীভূত কোন কিছুর চিহ্নমাত্র নেই,—নীল আকাশে কোন পাখি নেই, একঘেয়ে ধূসর মাটিতে কোন চলাচল নেই,—আছে শুধু নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা। যতই কান পেতে থাক, সেই বিশাল প্রান্তরে শব্দের ছায়ামাত্র নেই। শুধুই নিস্তব্ধতা—পরিপূর্ণ হৃদয়-বিদারক নিস্তব্ধতা।

বলা হল, সেই বিস্তীর্ণ সমভূমিতে জীবনের অঙ্গীভূত কোন কিছু নেই। কথাটা সত্য নয়। সিয়েরা ব্লাংকো থেকে নীচের দিকে তাকালে দেখা যাবে একটি পথ মরুভূমির বুক চিরে এঁকে বেঁকে সুদূরে হারিয়ে গেছে। বহু অভিযাত্রীর গাড়ির চাকা ও পায়ের দাগ আঁকা আছে সেই পথে। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে কিছু সাদা জিনিস, সূর্যের আলোয় চকচক করছে, জমে-থাকা ক্ষারের ধূসরতার মধ্যে স্পষ্ট চোখে পড়ছে। এগিয়ে যাও, আর সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখ! সবই হাড়—কতকগুলি বড় আর মোটা, অন্যগুলি ছোট ও চিকন। প্রথমগুলি ষাঁড়ের, অন্যগুলি মানুষের হাড় চলতে চলতে যারা পথের পাশেই মরে পড়ে আছে তাদের বিক্ষিপ্ত দেহাবশেষে ছাওয়া এই বীভৎস যাত্রাপথ চোখে পড়বে পনেরো শ' মাইল ধরে।

আঠারো শো সাতচল্লিশ সালের ৪ঠা মে তারিখে একটি নিঃসঙ্গ পথিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যই দেখছিল। ঐ রাজ্যের অধিষ্ঠাতা অপদেবতা বা দানবের মতই তার চেহারা। বয়স চল্লিশ কি ষাট বলা শক্ত। মুখ সরু ও বীভৎস, বেরিয়ে-আসা হাড়ের উপর বাদামী কাগজের মত চামড়া টেনে লাগানো; লম্বা বাদামী চুল ও দাড়িতে সাদা চুলের ডোরাকাটা; গর্তের মধ্যে বসে-যাওয়া চোখদুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জ্বলছে, মাংসহীন কংকালের মত হাতে একটা রাইফেল। অস্ত্রটার উপর ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। দীর্ঘ দেহ আর মোটা হাড়ের কাঠামোটা দেখলেই বোঝা যায় তার স্বাস্থ্য মজবুত ও কর্মঠ। তার শুকনো মুখ আর ততোধিক শুকনো হাত-পায়ের উপর থেকে ঝুলে-পড়া পোশাক দেখলেই বোঝা যায় যেন চেহারায় এই জরাজীর্ণ বার্ধক্যের লক্ষণ। লোকটি মৃতপ্রায়—ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় মৃতপ্রায়। দলের কোন চিহ্ন দেখবার ব্যর্থ আশায় সে অনেক কষ্টে পাহাড়ের খাঁড়ি বেয়ে এই উঁচু জায়গাটায় উঠেছে। এখনও তার চোখের সামনে প্রসারিত এক বিশাল লবণাক্ত প্রান্তর আর বন্ধুর পর্বতের শ্রেণী। দলের অস্তিত্ব জানাবার মত ছোট-বড় কোন গাছের চিহ্নমাত্রও নেই। সেই বিশাল ভূখণ্ডে আশার

চিহ্নমাত্র নেই। উত্তরে, পূবে, পশ্চিমে বিভ্রান্তি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল, এবার তার যাত্রার শেষ হবে—এই অনুর্বর পর্বতে তার মৃত্যু আসন্ন। একটা পাথরের উপর বসে পড়ে আপন মনেই সে বলে উঠল, 'আজ থেকে বিশ বছর পরে এইখানে পালকের শয্যার উপরেই বা নয় কেন ?'

ধূসর রঙের শালে বাঁধা যে বড় পোঁটলাটা সে ডান কাঁধে ঝুলিয়ে এনেছিল, বসবার আগে সেটাকে এবং অকেজো রাইফেলটাকে মাটিতে রেখে দিল। ভারী পোঁটলাটা বইতে তার কষ্ট হচ্ছিল। তাই সেটা নামাবার সময় ঝুপ করে সশব্দে মাটিতে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কান্নার শব্দ শোনা গেল। দেখা গেল একটি ভীত ত্রস্ত মুখ, উজ্জ্বল বাদামী চোখ, আর ফুটফুটে দাগওয়ালা দুখানি নিটোল হাত।

তিরস্কারের স্বরে একটি শিশুকণ্ঠ বলল, 'তুমি আমাকে মারলে !'

লোকটি অনুতাপের স্বরে বলল, তাই নাকি ! আমি ইচ্ছে করে করিনি। পোঁটলা খুলে তার ভেতর থেকে বের করল একটি বছর পাঁচেকের ছোট্ট মিষ্টি মেয়েকে। তার সুদৃশ্য জুতো, গোলাপী ফ্রক আর সুতির অ্যাপ্রণ, দেখলেই বোঝা যায় মায়ের যত্নে সে পালিত হয়েছে। মেয়েটির মুখ বিবর্ণ ও শুকনো, তবু তার গোলগাল হাত-পা দেখলেই বোঝা যায় সঙ্গীর মত এত দুঃখ সে পায় নি।

মেয়েটি তখনও মাথাভর্তি সোনালী চুলে হাত ঘসছে দেখে লোকটি উদ্বেগের সঙ্গে বলল, 'এখন কেমন আছ ?'

আহত জায়গাটা দেখিয়ে সে গম্ভীরভাবে বলল, 'এইখানটায় চুমু খেয়ে ভাল করে দাও। মা তো তাই করে। মা কোথায় ?'

'মা চলে গেছে। তবে শিগ্‌গিরই তার দেখা পাবে।'

ছোট মেয়েটি বলল, 'চলে গেছে ! মজার কথা, সে তো "গুডবাই" বলে গেল না। যখনই চা খেতে কাকির বাড়ি যায় তখনিই তো মা আমাকে "গুডবাই" বলে। অথচ তিন দিন তার দেখা নেই। দেখ না, এখানটা ভীষণ শুকনো, তাই না ? এখানে কি জল বা খাবার কিছু নেই ?'

'না মা কিছু নেই। আর একটু সয়ে থাক, তারপরই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কোলে মাথাটা রাখো, তাহলে ভাল লাগবে। ঠোঁট শুকিয়ে চামড়া হয়ে গেলে কি কথা বলতে ভাল লাগে ? আমি বরং তোমাকে এই তাসগুলো দেখাই। বল তো, এগুলো কি ?

দু'টুকরো চকচকে আভ্ হাতে পেয়ে মেয়েটি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী সুন্দর ! কী সুন্দর ! বাড়ি গিয়ে এগুলো ভাই ববকে দেব !'

লোকটি জোর গলায় বলল, 'শিগগিরই এর চাইতে আরও ভাল জিনিস তুমি দেখতে পাবে। একটু অপেক্ষা কর। সব বলব। তোমার মনে পড়ে

কতক্ষণ আগে আমরা নদীটা পেরিয়ে এসেছি ?'

'হ্যাঁ, পড়ে।'

'হিসেব মত শিগগিরই আর একটা নদী পার হবার কথা, বুঝলে ? কিন্তু কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে ! কম্পাস, মানচিত্র, বা আর কিছু। ফলে নদী আর পাচ্ছি না। জল ফুরিয়ে গেল। শুধু তোমার জন্য কয়েক ফোঁটা, আর—আর—'

তার অপরিচ্ছন্ন চেহারার দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে মেয়েটি বলল, 'তুমি তো মুখও ধুতে পার নি।'

'না। এককোঁটা খেতেও পারি নি। প্রথমে গেলেন মিঃ বেণ্ডার, তারপর নিগ্রো পেটে, তারপর মিসেস ম্যাকগ্রেগর, তারপর জনি হোমস, আর তারপর তোমার মা।'

বহির্বাসে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি বলে উঠল, 'মা ! মাও মরে গেছে !'

'হ্যাঁ। তুমি আর আমি ছাড়া সবাই গেছে। তখন ভাবলাম, এদিকে হয় তো জল পাওয়া যাবে। তাই তোমাকে কাঁধে নিয়ে ছুটলাম। কিন্তু ফল কিছুই হল না। আর কোন আশা নেই।'

কান্না থামিয়ে তার জলে-ভেজা মুখখানা তুলে মেয়েটি বলে উঠল, 'তুমি কি বলতে চাও, আমরাও মরে যাব ?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

মেয়েটি হঠাৎ আনন্দে হেসে উঠল। বলল, 'একথা আগে বলনি কেন ? তুমি আমাকে এমন ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে। মরে গেলে তো আবার মার কাছে যেতে পারব।'

'তা পারবে মা।'

'তুমিও পারবে। মাকে আমি বলব, তুমি খুব ভাল। আমি বাজী ধরছি, একটা বড় জলের কলসি আর গরম দু-পিঠ ভাজা অনেক রুটি নিয়ে স্বর্গের দরজায় মা নিশ্চয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি আর বব যে ঐরকম রুটি ভালবাসি। কখন মার সঙ্গে দেখা হবে ?'

'জানি না—বেশী দেরী হবে না।' উত্তর দিগন্তের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল লোকটি। আকাশের খিলান-পথে তিনটি ছোট্ট বিন্দু দেখা যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে সেগুলি বড় হচ্ছে। দ্রুত এগিয়ে আসছে। অচিরেই দেখা দিল তিনটে বাদামী পাখি। এই দুই পথিকের মাথার উপরে ঘুরতে ঘুরতে সামনের পাহাড়টার উপরে বসল। বাজপাখি—পশ্চিমের শকুন—মৃত্যুর অগ্রদূত।

হাততালি দিয়ে সেগুলিকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে ওদের বদখৎ

চেহারার দিকে আঙুল বাড়িয়ে মেয়েটি সানন্দে বলে উঠল, 'মোরগ আর মুরগী। আচ্ছা, এ দেশটা কি ঈশ্বর বানিয়েছে?'

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে চমকে উঠে লোকটি বলল, 'তা তো বটেই।'

মেয়েটি বলেই চলেছে, 'তিনি ইলিনয় বানিয়েছেন, মিসৌরি বানিয়েছেন। আমি মনে করেছিলাম এ দেশটা অন্য কেউ বানিয়েছেন। দেশটা ভাল হয় নি। জল আর গাছপালা বানাতেই ভুলে গেছে।'

লোকটি ভয়ে ভয়ে বলল, 'একটু প্রার্থনা করলে কেমন হয়?'

সে জবাব দিল, 'এখনও তো রাত হয় নি।'

'তাতে কি। ঠিক নিয়মমাফিক হয় তো হবে না। তা হোক, তিনি কিছু মনে করবেন না। আমরা যখন সমতল ভূমিতে ছিলাম তখন তুমি গাড়ির মধ্যে প্রতি রাত্রে যেসব বলতে তাই বল।'

বিস্মিত চোখ তুলে মেয়েটি বলল, 'তুমি নিজেও কিছু বল না কেন?'

'আমি সব ভুলে গেছি,' লোকটি জবাব দিল, 'আমার মাথা যখন ওই বন্দুকের অর্ধেকটা ছুঁয়েছে তখন থেকে আর প্রার্থনা করি নি। তবু সময় তো এখনও একেবারে শেষ হয় নি। তুমি প্রার্থনা কর, আমি পাশে দাঁড়িয়ে কোরাসের সময় গলা মেলাব।'

শালটা বিছিয়ে দিতে সে বলল, 'তোমাকে তাহলে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে। আমিও বসব। এইভাবে হাত দুটো তোল। এতে মন ভাল হয়।'

তিনটি বাজপাখি ছাড়া আর কেউ সেখানে থাকলে একটা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেত। সরু শালটার উপর পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে বসেছে দুই পথিক—একটি কলমুখর শিশু আর একটি বেপরোয়া কঠোর-হৃদয় অভিযাত্রী। একটি গোলাপী মুখ আর একটি ছন্নছাড়া চৌকো মুখ নির্মেঘ আকাশের দিকে তুলে ভয়ংকর মহাকালের কাছে অন্তরের আবেদন জানাচ্ছে; দুটি কণ্ঠস্বর—একটি পাতলা ও স্পষ্ট, অপরটি গভীর ও কর্কশ—একসঙ্গে মিলেছে করুণা ও ক্ষমার প্রত্যাশায়। প্রার্থনা শেষ হল। দুজনে পাহাড়ের ছায়ায় বসল। একসময়ে লোকটির চওড়া বুকের উপর শিশুটি ঘুমিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ সে ঘুমন্ত শিশুটিকে পাহারা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না। তিন দিন তিন রাত সে বিশ্রামের অবসর পায় নি। ধীরে ধীরে চোখের পাতা নেমে এল শ্রান্ত চোখ দুটিকে ঘিরে। মাথাটা ঝুঁকে পড়ল বুকের উপর। একসময়ে লোকটির পাঁশুটে দাড়ি মিশে গেল মেয়েটির সোনালী চুলের সঙ্গে; দুজন একই গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

আর আধঘণ্টা জেগে থাকলে পথিক একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেত।

ক্ষারময় প্রান্তরের দূরতম প্রান্তে একটা ধুলোর ফোয়ারা দেখা দিল। প্রথমে খুব ছোট, দূরবর্তী কুয়াসার মতই দেখতে। ক্রমে সেটা বড় হতে হতে বিস্তৃত হতে হতে একটা সুস্পষ্ট মেঘ হয়ে গড়ে উঠল। সে মেঘ ক্রমে এত বড় হল যে অগণিত চলমান প্রাণীর দ্বারাই সেটা হওয়া সম্ভব। অধিকতর উর্বর অঞ্চল হলে মনে হতে পারত যে তৃণাচ্ছাদিত অঞ্চলে যে দলবদ্ধ বন্যমহিষেরা চরে বেড়ায় তারাই এগিয়ে আসছে। কিন্তু এই শুকনো অঞ্চলে সেটা একেবারেই অসম্ভব। যে নির্জন খাড়া পাহাড়ের গায়ে দুটি পরিত্যক্ত মানুষ বিশ্রাম করছিল, ধূলোর কুণ্ডলি তার নিকটবর্তী হতে ক্যানভাসে ঢাকা গাড়ির মাথা আর সশস্ত্র অশ্বারোহীর দেহ অস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হল। সেই অস্পষ্ট প্রেত-শরীর পশ্চিম-অভিমুখী এক বিরাট যাত্রী-বহর রূপে প্রকাশিত হল। কিন্তু কি দীর্ঘ যাত্রী-বহর! তার মাথা যখন পাহাড়ের নীচে পৌছল, লেজটা তখন দূর দিগন্তে বিলীয়মান। বিশাল প্রান্তরের বুকে সার বেঁধে ছড়িয়ে আছে মাল-গাড়ি, যাত্রী-গাড়ি, অশ্বারোহী ও পদাতিক মানুষের দল। অসংখ্য নারী বোঝা নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে; বাচ্চার দল টলতে টলতে চলেছে মাল-গাড়ির পাশে পাশে; কেউ বা ঢাকনার নীচ থেকে উঁকি মারছে। সাধারণ দেশছাড়ার দল এরা নয়। নিশ্চয় কোন যাযাবর মানুষের দল যারা ঘটনার চাপে বাধ্য হয়ে নতুন দেশের সন্ধানে চলেছে। এই বিরাট মানব-যুগের ভিতর থেকে একটা অস্পষ্ট হৈ হট্টগোল উঠে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে,—শোনা যাচ্ছে, চাকার ঘরঘর শব্দ আর অশ্বের হ্রেষারব। সেই শব্দ যত জোরই হোক, দুটি পথ-যাত্রীর ঘুম তাতে ভাঙল না।

দলের সামনে আছে জনা বিশেক বা আরও বেশী অশ্বারোহী। গম্ভীর লৌহদৃঢ় মুখ, হাতে-বোনা পোশাক পরা, হাতে রাইফেল। পাহাড়ের নীচে পৌছে তারা থামল। একটা সংক্ষিপ্ত পরামর্শ-সভা বসল।

শক্ত ঠোঁট, দাড়ি-গোঁফ কামানো পাঁশুটে চুলওয়ালা লোকটি বলল, 'ভাইসব, আমাদের ডানদিকে আছে কুয়োগুলি।'

আর একজন বলল, 'সিয়েরা ব্লাংকোর দক্ষিণে গেলে তবেই পাব রিও গ্রাণ্ডে।'

তৃতীয় ব্যক্তি চীৎকার করে বলল, 'জলের জন্য ভয় করো না। পাহাড়ের বুকে যিনি জলের ধারা বইয়ে দিতে পারেন তিনি তাঁর আপনজনদের পরিত্যাগ করবেন না।'

সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, 'আমেন আমেন।'

সকলে যাত্রার উদ্যোগ করতেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি এক তরুণ চীৎকার করে উঠে মাথার উপরকার উঁচু-নীচু পাহাড়টাকে দেখিয়ে দিল। পাহাড়ের উপরে একটুকরো গোলাপী কাপড় উড়ছে,—পিছনের ধূসর পাহাড় শ্রেণীর বুকে

সেটাকে খুবই উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। তা দেখে সকলেই ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। পিছন থেকে আরও অশ্বারোহী এসে যোগ দিল। সকলের মুখেই একটি কথা—'লাল চামড়া'।

যে বয়স্ক লোকটিকে ওদের দলপতি বলে মনে হয় সে বলল, 'ইন্‌জুনরা অনেক সংখ্যায় এখানে থাকতে পারে না। পনীদের দেশ আমরা পার হয়ে এসেছি। এই বিরাট পর্বতমালা পার হবার আগে তো আর কোন জাতি থাকতে পারে না।'

দলের একজন বলল, 'ভাই স্ট্যাঙ্গারসন! আমি কি এগিয়ে দেখব?'

'আমিও—আমিও—' একডজন লোক চেঁচিয়ে উঠল।

'ঘোড়া এখানে রেখে যাও। আমরা এখানেই তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব', বয়স্ক লোকটি বলল, মুহূর্তমধ্যে তরুণ সঙ্গীরা ঘোড়া থেকে নেমে, সেগুলিকে বেঁধে রেখে খাড়া পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। নিঃশব্দে অতি দ্রুত তারা এগিয়ে চলল নিপুণ স্কাউটের দক্ষতায় ও দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে। নীচের সমতল ভূমি থেকে দেখা গেল, তারা পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে অবশেষে আকাশের গায়ে উঠে দাঁড়াল। যে তরুণটি প্রথম সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছিল সেই সকলের আগে। হঠাৎ তার সঙ্গীরা দেখল সে যেন সবিস্ময়ে দুই হাত শূন্যে মেলে ধরেছে। কাছে গিয়ে যে দৃশ্য তারা দেখতে পেল তাতে তারাও একইভাবে অভিভূত হয়ে পড়ল।

অনুর্বর পাহাড়গুলির মাথায় যে ছোট উপত্যকাটি তার বুকে দাঁড়িয়ে আছে একটিমাত্র বৃহদায়তন পাথর। সেই পাথরের উপর শুয়ে আছে একটি মানুষ। ঢ্যাঙা, মুখে লম্বা দাড়ি, শরীর শক্ত কিন্তু খুবই শীর্ণ। তার শান্ত মুখ আর নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস দেখেই বোঝা যায় সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। পাশে একটি শিশু শুয়ে আছে। গোল সাদা হাত দিয়ে লোকটির বাদামী পেশীবহুল গলাটা জড়িয়ে ধরেছে। সোনালী চুলে ঢাকা মাথাটা রয়েছে তার বুকের ভেলভেটের জামার উপর। তার গোলাপী ঠোঁটের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে বরফ-সাদা দাঁতের পাটি। সারা-মুখে শিশুসুলভ হাসির ছটা ছড়িয়ে আছে। তার গোলগাল ছোট দুখানি পায়ে সাদা মোজা আর চকচকে বগলস লাগানো পরিষ্কার জুতো সঙ্গীটির লম্বা শুকনো চেহারার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিচিত্র মানব-জুটির মাথার উপরে পাহাড়ের গায়ে বসে আছে তিনটি গম্ভীর বাজপাখি। আগন্তুকদের দেখেই তারা হতাশায় কর্কশ আর্তনাদ করে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে চলে গেল।

অলুক্ষণে পাখিদের চীৎকার দুই নিদ্রাতুরের ঘুম ভেঙে গেল। হতবুদ্ধি হয়ে তারা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। লোকটি টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে নীচের প্রান্তরে তাকাল। ঘুমের আগেও যে স্থানটি ছিল নির্জন এখন এখানে

সেখানে অনেক মানুষ ও জন্তুর ভীড়। সেদিকে তাকিয়ে তার চোখে ফুটে উঠল অবিশ্বাসের ভাব। হাড়-বের করা হাতখানা চোখের উপর তুলে আপন মনেই বলল, 'মনে হচ্ছে এরই নাম বিকার; মেয়েটি তার কোটের কোণাটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে কোন কথা নেই, শিশুসুলভ বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে সবকিছু দেখছে।

উদ্ধারকারী দল শীঘ্রই দুটি পরিত্যক্ত মানুষকে বোঝাতে পারল যে তাদের উপস্থিতিটা স্বপ্ন নয়। একজন মেয়েটিকে কাঁধে তুলে নিল, অপর দুজন তার ক্ষীণকায় সঙ্গীকে ধরে গাড়ির দিকে নিয়ে চলল।

পথিক বলল, 'আমার নাম জন ফেরিয়ার। একুশজন যাত্রীর মধ্যে ওই মেয়েটি আর আমিই বেঁচে আছি। বাকি আর সবাই দক্ষিণের পথে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মারা গেছে।'

একজন প্রশ্ন করল, 'এটি তোমার মেয়ে?'

লোকটি অবজ্ঞাভরে বলে উঠল, 'তাইতো মনে হচ্ছে। ও এখন আমার মেয়ে, কারণ আমি ওকে রক্ষা করেছি। কেউ ওকে আমার কাছ থেকে নিতে পারবে না। আজ থেকে ওর নাম লুসি ফেরিয়ার।' তারপর দীর্ঘকায় রোদে-পোড়া ওই সব উদ্ধারকারীদের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কিন্তু তোমরা কারা? দেখছি তোমরা দলে বেশ ভারী।'

একজন যুবক জবাব দিল, 'প্রায় দশ হাজার। আমরা ঈশ্বরের নির্যাতীত সন্তানের দল—দেবদূত মেরোনার আপন জন।'

পথিক বলল, 'তাঁর কথা আমি কখনও শুনি নি। দেখছি তিনি বেশ বড় একদল লোককে আপন করে নিয়েছেন।'

অপর ব্যক্তি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'যা পবিত্র তা নিয়ে ঠাট্টা করো না। পেটানো লোহার পাতে মিশরীয় হরফে লিখিত যে পবিত্র পুঁথি পালমিরাতে মহাত্মা জোসেফ স্মিথের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, আমরা সেই পুঁথির বাণীতে বিশ্বাস করি। ইলিনয় রাজ্যের নৌভু থেকে আমরা আসছি। সেখানে আমাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। এখন হিংস্র নাস্তিকদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এই মরুভূমির বুকে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে এসেছি।'

নৌভুর নাম শুনে জন ফেরিয়ারের মনের পটে অনেক কথা ভেসে উঠল সে বলল, 'বুঝতে পেরেছি। তোমরা মোর্মোন।'

সবাই একবাক্যে বলে উঠল, 'আমরা মোর্মোন।'

'কোথায় চলেছ তোমরা?'

'জানি না। আমাদের গুরুদেবের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের হাতই আমাদের পরিচালিত করছে। তাঁর সামনে তোমাকে যেতে হবে। তোমাকে নিয়ে কি করা হবে তিনিই বলে দেবেন।'

ততক্ষণে তারা পাহাড়ের নীচে নেমে এসেছে। বিষণ্ণ-মুখ নিরীহ স্ত্রীলোক, শক্ত, হাস্যময় শিশু আর উৎকণ্ঠিত একাগ্রদৃষ্টি পুরুষ—সব যাত্রী চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ধরল। আগন্তুকদ্বয়ের একজনের অল্প বয়স আর অপরজনের নিঃস্বতা দেখে সকলেই বিস্ময়ে ও সমবেদনায় নানা কথা বলতে লাগল। যে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিল, সে কিন্তু থামল না, এগিয়েই চলল। পিছনে দল বেঁধে চলল মোর্মোনরা। একখানা ঝকঝকে সুদৃশ্য বড় গাড়ির সামনে এসে সবাই পৌঁছল। এই গাড়িতে ছটা ঘোড়া রয়েছে, যদিও অন্য সব গাড়িতে রয়েছে দুটো, না হয় চারটে ঘোড়া। চালকের পাশে যিনি বসে আছেন তাঁর বয়স ত্রিশ বছরের বেশী হতে পারে না, কিন্তু তাঁর প্রকাণ্ড মাথা আর দৃঢ় মুখাবয়বই বলে দিচ্ছে যে তিনিই দলপতি। একখানি বাদামী মলাটের বই তিনি পড়ছিলেন। জনতা কাছে গেলে বইখানি একপাশে রেখে মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনলেন। তারপর পরিত্যক্ত দুজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীরস্বরে বললেন, 'আমাদের ধর্মমতে তোমরা বিশ্বাসী, একমাত্র এই শর্তেই তোমাদের দুজনকে আমাদের সঙ্গে নিতে পারি। আমাদের ঘরে কোন নেকড়ের স্থান হবে না। ছোট পোকা হয়ে ঢুকে সম্পূর্ণ ফলটাকেই কালক্রমে নষ্ট করে ফেলবে সেকথা প্রমাণিত হবার চাইতে বরং এই নির্জন প্রান্তরে তোমার হাড় শুকিয়ে গুঁড়ো হয়ে যাওয়াই ভাল। এই শর্তে আমাদের সঙ্গে আসতে চাও?'

'যে কোন শর্তেই আমি আপনাদের সঙ্গে যাব,' এমন জোর দিয়ে ফেরিয়ার কথাগুলো বলল যে গম্ভীর প্রবীণ লোকগুলোও হাসি সামলাতে পারল না। শুধু দলপতির মুখের কঠোর ভাবের কোন পরিবর্তন হল না।

তিনি বললেন, 'ভাই স্ট্যাঙ্গারসন, ওকে নিয়ে যাও। খাদ্য ও পানীয় দাও। শিশুটিকেও দাও। আমাদের পবিত্র ধর্ম ওকে শিক্ষা দেওয়াও তোমারই কাজ হোক। অনেক দেরী হয়ে গেছে। এগিয়ে চল। চল, জিওন চল!'

মোর্মোনের দল চীৎকার করে উঠল, 'চল, চল, জিওন চল।' শব্দগুলি দীর্ঘ যাত্রীদলের মুখে মুখে ঢেউয়ের মত ভাসতে ভাসতে অস্পষ্ট মর্মর ধ্বনির মত বহু দূরে মিলিয়ে গেল। চাবুকের শপাং শপাং আর চাকার ঘর্ঘর ধ্বনি তুলে বড় বড় গাড়িগুলি চলতে শুরু করল। যাত্রীবহর আবার এঁকে বেঁকে চলল। যে প্রধানের হাতে দুটি ভবঘুরেকে তুলে দেওয়া হয়েছিল সে ওদের নিয়ে নিজের গাড়িতে উঠল। তাদের জন্য খাদ্য তৈরিই ছিল।

সে বলল, 'তুমি এখানে থাকবে। কয়েকদিনের মধ্যেই তোমার শ্রান্তি কেটে যাবে। কিন্তু স্মরণ রেখ, আজ থেকে চিরদিনের মত তুমি আমাদের ধর্মের লোক। ব্রিগ্‌হাম ইয়ং এ ধর্মের প্রবক্তা। তিনি ধর্মের বাণী প্রচার

করেছেন জোসেফ স্মিথের কণ্ঠস্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে। আর তাঁর কণ্ঠস্বরই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর।'

৯ঃ উটাহ্-র ফুল

বিদেশযাত্রী মোর্মোনরা নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পৌছবার আগে যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছিল তার স্মৃতিচারণের স্থান এটা নয়। মিসিসিপির তীর হতে রকি-পর্বতমালার পশ্চিম সানুদেশে পৌছতে যে দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের সংগ্রাম করতে হয়েছিল ইতিহাসে তা প্রায় অতুলনীয়। বর্বর মানুষ, বর্বর জন্তু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, রোগ-শোক—প্রকৃতির পক্ষে যতরকম বাধা-বিঘ্ন যাত্রাপথে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব—সবকিছুকে তারা অ্যাংলো-স্যাক্সনসুলভ ধৈর্যের সঙ্গে অতিক্রম করেছে। তথাপি সেই দীর্ঘ যাত্রা আর তার সঞ্চিত বিভীষিকা অতিবড় দৃঢ়চেতা মানুষকেও সবলে নাড়া দিয়েছে। সূর্যালোকে উদ্ভাসিত উটাহ্-র বিস্তীর্ণ প্রান্তর যখন তাদের পায়ের নীচে ধরা দিল, দলপতির মুখ থেকে যখন তারা শুনল এই তাদের প্রতিশ্রুত দেশ, এবং এই অক্ষত ভূমিই হবে তাদের চিরদিনের বাসভূমি, তখনই আন্তরিক প্রার্থনায় সেখানে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে নি এমন মানুষ তাদের মধ্যে কেউ ছিল না।

ব্রিগহাম ইয়ং শীঘ্রই নিজেকে একজন দক্ষ প্রশাসক ও দৃঢ়চেতা প্রধানরূপে প্রমাণিত করলেন। মানচিত্র আঁকা হল, কর্ম-পঞ্জী তৈরি হল। তাতে ভবিষ্যৎ শহরের রূপরেখা ধরা পড়ল। প্রতিটি মানুষের ক্ষমতা অনুসারে জমি বিলি-বণ্টন করা হল। ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসায়ে লাগান হল, শিল্পীরা লাগল নিজ নিজ কাজে। যাদুর স্পর্শে যেন রাস্তাঘাট পার্ক-ময়দান গড়ে উঠল। সারা দেশে সেচের ব্যবস্থা হল, বেড়া দেওয়া হল, ফসল বোনা হল, পরিষ্কার করা হল। ফলে পরবর্তী গ্রীষ্মকালেই সারা দেশ গমের ফসলে সোনার বরণ হয়ে উঠল। নতুন উপনিবেশে সবকিছুরই শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। সবার উপরে শহরের কেন্দ্রস্থলে যে প্রকাণ্ড মন্দির তারা গড়ল সেটা দিনে দিনে আরও উঁচু, আরও বড় হতে লাগল। যিনি বহু বিপদের ভিতর দিয়ে অভিযাত্রীদলকে নিরাপদে পরিচালিত করে এনেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে যে স্মৃতিমন্দির নির্মিত হয়েছে, ঊষার প্রথম আলোকপাত হতে গোধূলির আঁধার নেমে আসা পর্যন্ত সেখানকার হাতুড়ির ঠং-ঠং আর করাতের ঘন-ঘন আওয়াজের বিরাম নেই।

দুটি পরিত্যক্ত মানুষ জন ফেরিয়ার ও ছোট্ট মেয়েটি মোর্মোনদের মহান তীর্থযাত্রার শেষ দিন পর্যন্ত তাদের সঙ্গেই রয়েছে। মেয়েটিকে সে পালিতা

কন্যা হিসাবে গ্রহণ করেছে ও তার সম্পত্তির অংশীদার করেছে। ছোট্ট লুসি ফেরিয়ার প্রধান স্ট্যাঙ্গারসনের গাড়িতে বেশ আরামেই এসেছে। সে গাড়িতে আর ছিল মোর্মোনের তিন স্ত্রী ও তার বদমেজাজী ও চটপটে বারো বছরের এক ছেলে। শিশু-মনের নমনীয়তার গুণে শীঘ্রই মায়ের মৃত্যুর আঘাতকে কাটিয়ে উঠে সে স্ত্রীলোক তিনটির আদরের ধন হয়ে উঠল। ক্যানভাস-ঢাকা চলমান গৃহের নতুন জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে তার বেশীদিন লাগল না। ইতিমধ্যে ফেরিয়ারও তার দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠে উপকারী চালক ও অক্লান্ত শিকারী হিসাবে স্বীকৃতি পেল। এত দ্রুত সে নতুন সঙ্গীদের শ্রদ্ধা অর্জন করে ফেলল যে, যাত্রার শেষে পৌঁছে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল—স্বয়ং ইয়ং এবং চার মুখ্য প্রধান স্ট্যাঙ্গারসন, কেম্বল, জনস্টন ও ড্রেবার ছাড়া অন্য যে কোন অধিবাসীর মত সমান বড় ও সমান উর্বর জমি তাকে দেওয়া হবে।

এইভাবে পাওয়া জমিতে ফেরিয়ার বেশ ভাল একটা কাঠের বাড়ি তুলল। ক্রমে সে বাড়ির এখানে-সেখানে নতুন অংশ জুড়তে কয়েক বছরের মধ্যেই সেটা বেশ বড় বাড়িতে পরিণত হল। সে লোকটি ছিল করিৎকর্মা, হাতের কাজে দক্ষ, ব্যবহারও ভাল। শক্ত মজবুত শরীর থাকায় জমি চাষ করতে বা তার উন্নতি বিধান করতে সে উদয়াস্ত পরিশ্রম করত। ফলে তার খামারবাড়ি এবং তৎসংলগ্ন সব কিছুরই দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে লাগল। তিন বছরেই তার অবস্থা অন্য প্রতিবেশীদের তুলনায় অনেক ভাল হয়ে উঠল, ছ' বছরে তার অবস্থাই ফিরে গেল, ন' বছরে সে ধনবান হল, আর বার বছরের মধ্যে সারা লবণহ্রদ শহরে তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন আধ ডজন লোকও খুঁজে পাওয়া ভার হল। ভিতর সমুদ্র থেকে শুরু করে সুদূর ওয়াসাচ পর্বতমালা পর্যন্ত জন ফেরিয়ার হল সবচাইতে পরিচিত নাম।

কেবল একটিমাত্র ব্যাপারে সে তার সহকর্মীদের মনে ব্যথা দিল। কোন যুক্তি বা অনুরোধেই সে অন্য সঙ্গীদের মত স্ত্রীলোক নিয়ে ঘর বাঁধতে রাজী হল না। কেন রাজী হচ্ছে না সেবিষয়ে কোন কারণ সে কখনও দেখাত না, কিন্তু সুদৃঢ় অনমনীয়তার সঙ্গে নিজের সংকল্পে অটল রইল। কেউ কেউ তার বিরুদ্ধে নব দীক্ষিত ধর্মের প্রতি আন্তরিকতার অভাবের অভিযোগ তুলল। কেউবা অর্থলোভ ও খরচে অনিচ্ছা বলেই এটাকে উড়িয়ে দিল। আবার কেউ বলল, নিশ্চয় প্রথম জীবনের কোন ভালবাসার ব্যাপার আছে—হয়তো আটলান্টিকের কূলে কোন স্বকুন্তলা মেয়ে বেদনায় শুকিয়ে যাচ্ছে। কারণ যাই হোক, ফেরিয়ার কিন্তু অকৃতদার রয়ে গেল। অন্য সব ব্যাপারেই সে ইয়ং-উপনিবেশের ধর্মকে মেনে চলত। একজন গোঁড়া ধার্মিক ও সরলপ্রাণ মানুষ হিসেবে তার সুনামও হল।

লুসি ফেরিয়ার সেই কাঠের বাড়িতে বড় হতে লাগল। সব কাজেই সে পালক পিতাকে সাহায্য করে। পাহাড়ের হাওয়া আর পাইন বনের স্নিগ্ধ গন্ধ মায়ের মত তাকে ঘিরে থাকত। বছরের পর বছর যায়, সেও ক্রমেই বড় হয়ে ওঠে, তার গাল আরও লাল হয়, তার পদক্ষেপ আরও স্বচ্ছন্দ হয়। ফেরিয়ারের থামার বাড়ির পাশ দিয়েই বড় রাস্তা চলে গেছে। লুসি যখন ক্ষিপ্রগতিতে গমের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ছুটে যায়, অথবা বাবার বুনো-ঘোড়ার পিঠে চড়ে পশ্চিম দেশের যেকোন মেয়ের মত সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে তাকে চালায়, তখন তাকে দেখলে যেকোন পথিকেরই বিস্মৃত অতীতের কথা মনে পড়ে যায়। এমনি করে কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটে উঠল। যে বছর তার বাবা সবচাইতে সম্পন্ন ও ধনী হয়ে উঠল সেই বছরই সেও হয়ে উঠল সারা প্রশান্ত সাগরীয় অঞ্চলের মার্কিন তরুণীর সৌন্দর্যের প্রতীক।

শিশু যে কখন নারীত্বে উপনীত হয়েছে বাবা সেটা প্রথমে বুঝতেই পারে নি। সাধারণতই পারে না। সেই রহস্যময় পরিবর্তন এতই সূক্ষ্ম এবং ক্রমিক যে তারিখ দিয়ে মাপা যায় না। এমন কি সেই মেয়ে নিজেও তা বোঝে না। সহসা একদিন কোন এক কণ্ঠের স্বর বা হাতের ছোঁয়া তার অন্তরলোকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সেইদিন সে গর্ব ও শংকার সঙ্গে বুঝতে পারে, তার মধ্যে একটি নবীন বৃহত্তর সত্তা জাগ্রত হয়েছে। যেদিনটি যে ছোট ঘটনাটি তার নবজীবনের ঊষার আবির্ভাবকে ঘোষণা করে তার স্মৃতি সকলেরই মনে আঁকা থাকে। তার ভাগ্যের উপরে এবং অন্য আরও অনেক কিছুর উপরে ভবিষ্যৎ প্রভাব ছাড়াও লুসি ফেরিয়ারের পক্ষে সেইদিনটি ছিল খুবই গুরুতর।

উষ্ণ জুন মাসের সকাল। সাধু-সন্তরা মৌমাছির মত কর্মব্যস্ত। মৌচাককেই যে তাঁরা তাঁদের প্রতীকরূপে বেছে নিয়েছেন। ক্ষেত-খামারে এবং পথে পথে কর্মব্যস্ত মানুষের কলগুঞ্জন। কালিফোর্ণিয়ায় তখন স্বর্ণ-তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠেছে। স্থলপথে সেখানে যাবার রাস্তা এই শহরেরই ভিতর দিয়ে। তাই ধূলিভরা রাস্তা ধরে পশ্চিম মুখে চলেছে মাল-বোঝাই খচ্চরের দীর্ঘ স্রোত। তাছাড়াও আশেপাশের চারণ-ভূমি থেকে আসছে ভেড়া আর বলদের দল। ক্লান্ত পদক্ষেপে চলেছে শেষহীন যাত্রার ক্লান্ত অভিবাসনার্থী মানুষ ও ঘোড়ার দল। এইসব নানা ধরনের যাত্রীর ভিতর দিয়ে পথ করে সুশিক্ষিত অশ্বারোহীর দক্ষতার সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে লুসি ফেরিয়ার। পরিশ্রমে তার সুন্দর মুখ লাল হয়ে উঠেছে, তার দীর্ঘ বাদামী চুল হাওয়ায় উড়ছে। বাবার একটা কাজ নিয়ে সে শহরে চলেছে। যৌবনের নির্ভীকতায় সে ছুটে চলেছে। এমন আরও কত দিন গেছে। এখন তার মনের মধ্যে কাজ করছে শুধু কাজ শেষ করবার তাড়া। পথশ্রান্ত অভিযাত্রীরা বিস্ময়ে

তার দিকে তাকাচ্ছে। এমন কি পশুচর্মবাহী কাঠখোট্টা নিগ্রো যাত্রীরা পর্যন্ত তাদের স্বাভাবিক কঠোরতাকে একটুখানি হাল্কা করে ম্লানমুখী তরুণীর সৌন্দর্যকে বিস্মিত দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে।

শহরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে লুসি দেখে, প্রান্তর হতে আগত জনা ছয়েক বুনোমতো দেখতে পশুচালক একপাল বলদ দিয়ে রাস্তা আটকে ফেলেছে। অধৈর্য হয়ে একটু ফাঁক পেয়ে সেখান দিয়েই সে ঘোড়া চালিয়ে দিল। একটু এগিয়ে যেতেই হিংস্রদৃষ্টি লম্বা শিংওয়ালা বলদের দল চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরল। এসব জন্তু-জানোয়ার চরাতে সে অভ্যস্ত, কাজেই সে অবস্থায় তার কোনরকম ভয় হল না। কোনরকমে সেই পশুর পালকে পার হয়ে যাবার জন্য সে সুযোগ মত একটু একটু করে এগোতে লাগল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আকস্মিকভাবেই হোক আর ইচ্ছা করেই হোক একটা জন্তুর শিং ঘোড়াটার পিছন দিকে সজোরে ধাক্কা দিল। ফলে সেটা একেবারে ক্ষেপে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে এমনভাবে লাফাতে লাগল যে খুব দক্ষ চালক ছাড়া যে কেউ আসন থেকে ছিটকে পড়ত। খুবই বিপজ্জনক অবস্থা। উত্তেজিত ঘোড়াটা একেকবার লাফ দেয়, শিংগুলো তার গায়ে বেঁধে। ফলে সে আরো ক্ষেপে যায়। মেয়েটি কোনরকমে জিনে বসে রইল। সেখান থেকে পড়ে যাওয়া মানেই অতগুলো ভীত উদ্‌ভ্রান্ত জন্তুর ক্ষুরের নীচে নৃশংস মৃত্যু। এরকম আকস্মিক দুর্ঘটনায় সে অভ্যস্ত নয়। তার মাথা ঘুরতে লাগল। হাতের রাশ শিথিল হয়ে পড়ল। ধুলোর মেঘে আর লড়াইয়ে জন্তুদের নিঃশ্বাসে দম বন্ধ হয়ে আসছে। এ অবস্থায় হতাশ হয়ে সে হয়তো সব চেষ্টাই ছেড়ে দিত, এমন সময় পাশ থেকে একটি দয়াল্ কণ্ঠস্বর তাকে সাহায্যের আশ্বাস দিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটি পেশীবহুল বাদামী হাত ভয়ার্ত ঘোড়াটার রাশ চেপে ধরে বলদের পালের ভিতর দিয়ে পথ করে তাকে বাইরে বের করে দিল।

উদ্ধারকর্তা সসম্মানে বলল, 'আশা করি আপনার আঘাত লাগে নি মিস।'

তার কালো হিংস্র মুখের দিকে তাকিয়ে লুসি উদ্ধতভাবে হেসে উঠল। বলল, 'ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি। কে জানত যে কতকগুলো গরুকে দেখে পোঞ্চো এভাবে ঘাবড়ে যাবে?'

অপর লোকটি ঐকান্তিকভাবেই বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনি জিনে ঠিকমত বসেছিলেন।' দীর্ঘ বর্বর-চেহারার একটি যুবক, একটা বলবান ঘোড়ায় আরোহী, গায়ে শিকারীর পোশাক। কাঁধে একটা রাইফেল ঝোলানো। সে আবার বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি জন ফেরিয়ারের মেয়ে। তার বাড়ি

থেকে আপনাকে ঘোড়ায় চড়ে বের হতে দেখেছি। তার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করবেন, সেণ্ট লুইসের জেফারসন হোপদের চেনেন কি না। তিনি যদি সেই ফেরিয়ার হন, তাহলে আমার বাবা আর তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

শান্ত গলায় মেয়েটি বলল, 'আপনি নিজে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে ভাল হত না?'

একথায় যুবকটি বেশ খুশি হয়ে উঠল। কালো চোখ দুটি খুশিতে জলজল করতে লাগল। বলল, 'তাই যাব। দু'মাস আমরা এই পাহাড়ে আছি। কাজেই কারও সঙ্গে দেখা করবার মত অবস্থা আমাদের নয়। তবু এই অবস্থায়ই তার সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

মেয়েটি বলল, 'আপনাকে তিনি অনেক ধন্যবাদ দেবেন। আমিও দিচ্ছি। তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন। গরুগুলো যদি আমাকে মাড়িয়ে দিত, তিনি সে কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না।'

সঙ্গী বলল, 'আমিও পারতাম না।'

'আপনি! আমি তো বুঝতে পারছি না তাতে আপনার কি এসে যেত। আপনি তো আমাদের বন্ধুও নন।'

এই কথায় তরুণ শিকারীর কালো মুখ এমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল যে লুসি ফেরিয়ার সজোরে হেসে উঠল।

বলল, 'দেখুন, ওটা আমার মনের কথা নয়। আপনি তো এখন আমাদের বন্ধুই। আপনি নিশ্চয়ই আসবেন, আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। এবার কিন্তু আমাকে যেতে হবে, নইলে বাবা আর কখনও কোন কাজ দিয়ে আমাকে বিশ্বাস করবে না। বিদায়।'

'বিদায়' মাথার চওড়া টুপিটা তুলে মেয়েটার হাতের উপর ঝুঁকে পড়ে যুবকটি বলল। মেয়েটি তখন বুনো ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে পিঠের উপর চাবুক কসে তীরের মত ছুটে চলে গেল। পিছনে একরাশ ধুলো উড়তে লাগল।

বিষণ্ণ হতবাক তরুণ জেফারসন হোপও সঙ্গীদের সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তারা এসেছে নেভাদা পার্বত্য অঞ্চলে রৌপ্যের সন্ধানে। সদ্য আবিষ্কৃত কয়েকটি ধাতু-স্তরে কাজ শুরু করবার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের আশায় লবণহ্রদ শহরে যাচ্ছিল। সঙ্গীদের মত সেও এতদিন কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু আজকের এই আকস্মিক ঘটনা তার সমস্ত চিন্তাকে অন্য খাতে বইয়ে দিল। সিয়েরা-র মধুর বাতাসের মত সহজ সরল এই সুন্দরী তরুণী তার আগ্নেয়গিরিসদৃশ অশান্ত হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। তরুণী দৃষ্টি-পথের অন্তরালে চলে যেতেই সে বুঝতে পারল তার

জীবনে এক নতুন সংকট দেখা দিয়েছে। রৌপ্য-সন্ধান বা অন্য কোন সমস্যাই আর তার কাছে এই নবতম সর্বগ্রাসী সমস্যার মত গুরুত্ব লাভ করবে না। যে ভালবাসা তার অন্তরে উদ্বেল হয়ে উঠেছে তা কোন বালকের আকস্মিক ও পরিবর্তনশীল কল্পনামাত্র নয়, তা হল একটি দৃঢ়-সংকল্প উদ্ধত মানুষের তীব্র বন্য আবেগ। সব কাজে সফল হতেই সে অভ্যস্ত। এখনও সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, মানুষের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের পক্ষে সম্ভব হলে এব্যাপারেও সে অসফল হবে না।

সেই রাতেই সে জন ফেরিয়ারের সঙ্গে দেখা করল। তারপরেও আরও অনেকবার দেখা করল। ক্রমে সেই খামার বাড়িতে সে সকলেরই পরিচিত হয়ে উঠল। গত বারো বছর ধরে জন নিজের কাজে এমনভাবেই ডুবে ছিল যে বাইরের জগতের কোন খবরই সে রাখত না। জেফারসন হোপ একে একে সব কথাই এমন সুন্দরভাবে তাকে জানাতে লাগল যে লুসি এবং তার বাবা দুজনেরই খুব ভাল লাগল। অভিযাত্রী হিসেবে সে কালিফোর্নিয়ায় গিয়েছিল। সেখানকার সেই উচ্ছৃংখল সুখ-সৌভাগ্যের দিনগুলিতে অনেক ভিখারীর রাজা হবার, আবার অনেক রাজার ভিখারী হবার অনেক কাহিনী সে বলত। সে কখনও ছিল স্কাউট, কখনও ফাঁদ পেতে বন্যজন্তু ধরেছে, কখনও রূপোর সন্ধানে বেরিয়েছে, আবার কখনও বা ছিল পশুপালক। যেখানে উত্তেজনা ও অভিযান, সেখানেই জেফারসন হোপ। শীঘ্রই সে বৃদ্ধের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। তার প্রশংসায় বৃদ্ধ পঞ্চমুখ। লুসি চুপ করে সব শুনত, কিন্তু তার গালের গোলাপী আভা আর চোখের উজ্জ্বল খুশি-ভরা চাউনিই বলে দিত যে তার তরুণী-হৃদয় আর তার নিজের নয়। ওসব লক্ষণ হয় তো তার সরল বাবার চোখে পড়ত না, কিন্তু যে মানুষটি তার হৃদয় জয় করেছে সে ঠিকই বুঝত।

একদিন গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যায় ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সে সদরে নামল। লুসি দরজায়ই দাঁড়িয়ে ছিল। এগিয়ে এসে তার সঙ্গে মিলিত হল।

লাগামটা বেড়ার উপর ছুঁড়ে দিল। লুসির হাত দু'খানি ধরে তার মুখের পানে তাকিয়ে বলল, 'লুসি, আমি চলে যাচ্ছি। এখন তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে বলব না, কিন্তু পরের বার যখন আসব তখন আমার সঙ্গে যাবে তো ?'

লজ্জায় লাল হয়ে সে হেসে বলল, 'কখন আবার আসবে ?'

'কয়েক মাস বাইরে থাকব। ফিরে এসে তোমাকে আমার চাই। আমাদের মাঝখানে অন্য কারও স্থান হবে না।'

মেয়েটি প্রশ্ন করল 'কিন্তু বাবা ?'

তিনি সম্মতি দিয়েছেন। অবশ্য খনিগুলোতে ঠিকমত কাজ হওয়া

চাই। আর সে-বিষয়ে আমার কোন শংকাই নেই।'

ছেলেটির বুকে মুখ রেখে মেয়েটি অস্ফুট স্বরে বলল, 'তাই বুঝি। তুমি আর বাবা যখন সব ঠিক করে ফেলেছ, তখন তো আর কিছুই বলার নেই।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' বলেই সে নীচু হয়ে তাকে চুম্বন করল। 'তাহলে কথা পাকা। যত দেরী করব, আমার পক্ষে এখান থেকে যাওয়া ততই শক্ত হবে: সবাই গিরিনালায় আমার জন্য অপেক্ষা করছে। বিদায় প্রিয়তমা, বিদায়: দু মাসের মধ্যে আমাকে দেখতে পাবে।'

কথা বলতে বলতে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে একলাফে সে ঘোড়ায় চেপে বসল। তারপর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলল। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। মনে ভয়, যাকে ছেড়ে যাচ্ছে তার প্রতি ক্ষণেক দৃষ্টিপাতও বুঝি তাকে সংকল্পচ্যুত করে ফেলবে। সদরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি একদৃষ্টিতে তার গমন-পথের দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটি ক্রমে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল। ধীরে ধীরে মেয়েটি বাড়ির ভিতরে চলে গেল। আজ সে উটাহ্‌-র সবচাইতে সুখী মেয়ে।

১০ : গুরুদেবের সঙ্গে জন ফেরিয়ারের কথা

তিন সপ্তাহ হল জেফারসন হোপ আর তার সঙ্গীরা লবণ হ্রদ শহর থেকে চলে গেছে। যুবকটি ফিরে আসবে আর পালিতা কন্যাটি তার সঙ্গে চলে যাবে—এই চিন্তায় জন ফেরিয়ারের হৃদয় ভারী হয়ে আছে। তথাপি কোন যুক্তি-তর্কে যা সম্ভব হত না, মেয়েটির উজ্জ্বল খুশিভরা মুখ তাই সম্ভব করেছে, সব ব্যবস্থাই সে মেনে নিয়েছে। অনেক দিন থেকেই সে মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করেছিল যে, কিছুতেই কোন মোর্মোনের সঙ্গে সে মেয়ের বিয়ে দেবে না। সে বিয়েকে সে বিয়ে বলেই মনে করে না, সে তো লজ্জা ও অপমান। মোর্মোন ধর্ম সম্পর্কে সে যাই ভাবুক না কেন, এক বিষয়ে সে অনমনীয়। অবশ্য এ ব্যাপারে মুখ খোলা চলবে না, কারণ সেকালে সন্তদের দেশে কোনরকম ধর্মবিরোধী কথা বলা ছিল খুবই বিপজ্জনক।

হ্যা, সত্যি বিপজ্জনক—এতই বিপজ্জনক যে কোন উঁচুদরের সাধু-সন্তকেও ধর্মবিষয়ে কথা বলতে হয় চুপি চুপি রুদ্ধশ্বাসে, কারণ কখন যে কোন্ কথার কি ভ্রান্ত ব্যাখ্যা হবে আর দ্রুত নেমে আসবে দণ্ডাদেশ তা কেউ বলতে পারে না। একদিন যারা এই ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিল, তারাই এখন স্বেচ্ছায় হয়েছে নির্যাতনকারী—নৃশংস নির্যাতনকারী। এ ব্যাপারে যে

দুর্ভেদ্য ব্যবস্থা উটাহ্ রাজ্যের উপর কালো মেঘের ছায়া ফেলেছে, সেভিলের রোমান ক্যাথলিক বিচারালয়, বা জার্মেনীর ভেমগেরিকট্‌, বা ইতালীর গুপ্ত সমিতিগুলিও তেমন ব্যবস্থা করতে পারে নি।

এই সংগঠন লোকচক্ষুর অন্তরালে রহস্যের আবরণে ঢাকা থাকে বলেই দ্বিগুণ নৃশংস। এ এক সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান সংস্থা, অথচ কেউ তাকে দেখতে পায় না বা তার কথা শুনতে পায় না। যেকেউ গীর্জার বিরুদ্ধাচরণ করলেই একেবারে উধাও হয়ে যায় ; কেউ জানতেও পারে না সে কোথায় গেল, বা তার কি হল। তার স্ত্রী-পুত্র বাড়িতে অপেক্ষা করে থাকে। কিন্তু গুপ্ত বিচারকের হাতে কি শাস্তি সে ভোগ করেছে সেকথা বলবার জন্য কোন পিতা কোনদিন ফিরে আসে না। একটা অসতর্ক কথা বা আকস্মিক কাজের ফল নিশ্চিত অবলুপ্তি, অথচ যে ভয়ংকর শক্তি সকলকে সর্বক্ষণ ঘিরে রয়েছে তার স্বরূপ কেউ জানে না। কাজেই মানুষ সব সময়েই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চলে। এমন কি মনের মধ্যে যত সন্দেহই জমে উঠুক জনহীন প্রান্তরেও সেকথা উচ্চারণ করতে কেউ সাহস করে না।

প্রথম দিকে এই অদৃশ্য নৃশংস শক্তিকে প্রয়োগ করা হত শুধুমাত্র সেই সব দলত্যাগীদের উপর যারা একবার মোর্মোন ধর্ম গ্রহণ করে তার থেকে সরে যেতে বা তাকে ত্যাগ করতে চাইল। কিন্তু পরে এর প্রয়োগ-ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হল। প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ক্রমেই কমে যেতে লাগল। এ অবস্থায় বহুবিবাহ-প্রথা অচল হয়ে উঠতে বাধ্য। নানারকম অদ্ভুত গুজব ছড়াতে লাগল। যেসমস্ত অঞ্চলে কোন নিগ্রোকে কখনও দেখা যায় নি সেখানে অভিবাসনার্থীদের খুন এবং সশস্ত্র শিবিরের গুজব শোনা যেতে লাগল। প্রধানদের অন্তঃপুরে নতুন নতুন মেয়েমানুষ দেখা যেতে লাগল—তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর কাঁদে, তাদের চোখে-মুখে অনির্বাণ বিভীষিকার ছাপ। একটু বেশী রাতে যারা পাহাড়ের পথে যাতায়াত করে তারা এমন সব সশস্ত্র মুখোসধারী দলের কথা বলে যারা চোরের মত নিঃশব্দে চলা-ফেরা করে, আর লোকজন দেখলেই অন্ধকারে গা-ঢাকা দেয়। এই সব গল্প-গুজব ক্রমে স্পষ্ট আকার ধারণ করতে থাকে, বার বার নতুন করে সমর্থিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট নামে পরিচিত হতে ওঠে। আজও পশ্চিমের বনাঞ্চলে 'ডেনাইট দল' বা 'প্রতিহিংসার দূত' নামগুলি অশুভ ও অমঙ্গলের প্রতীক বলে বিবেচিত হয়।

যে সংগঠন এই সব ভয়ংকর কাজকর্ম চালাত তার সম্পর্কে যতই বেশী জানা যেতে লাগল মানুষের মনে ততই বেশী ত্রাসের সঞ্চার হতে লাগল। এই নিষ্ঠুর সংগঠনের সঙ্গে কারা জড়িত সে কথা কেউ জানত না। ধর্মের নামে এই সব রক্তাক্ত হিংসাত্মক কাজ যারা করত তাদের নাম একান্তভাবে গোপন রাখা

হত। যে বন্ধুর কাছে তুমি গুরুদেব ও তার আদর্শ সম্পর্কে তোমার সন্দেহের কথা প্রকাশ করলে সেই হয়ত রাত্রিকালে আগুন ও তলোয়ার নিয়ে দলবলসহ এসে তোমার যোগ্য শাস্তি বিধান করবে। সুতরাং প্রত্যেকেই প্রতিবেশীকে পর্যন্ত ভয় করত, এবং মনের কথা কাউকে বলত না।

একদিন সকালে জন ফেরিয়ার গমের ক্ষেতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এমন সময় সদর দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল একজন দৃঢ়দেহ ধূসর-কেশ মধ্যবয়সী লোক এগিয়ে আসছে। তার বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে উঠল, কারণ আগন্তুক স্বয়ং ব্রিগহাম ইয়ং।

ফেরিয়ার জানত এ পদার্পণ শুভ লক্ষণ নয়। তাই মোর্মোন দলপতিকে স্বাগত জানাবার জন্য সে সত্রাশে ছুটে গেল। তিনি কিন্তু উদাসীনভাবে তার অভিবাদন গ্রহণ করে কঠিন মুখে তাকে অনুসরণ করে বসবার ঘরে ঢুকলেন।

আসনে বসে হাল্কা আঁখি-পল্লবের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'ভাই ফেরিয়ার, ভক্তরা সকলেই তোমার পরম বন্ধু। মরুভূমির মধ্যে যখন তুমি ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছিলে তখন আমাদের আহার্যের ভাগ তোমাকে দিয়েছি, ঈশ্বর-নির্বাচিত এই উপত্যকায় তোমাকে নিরাপদে নিয়ে এসেছি, ভাল জমি দিয়েছি, আমাদের আশ্রয়ে তুমি ফুলে-ফেঁপে বড় হয়েছ। কেমন কি না?'

'তা ঠিক' জন ফেরিয়ার জবাব দিল।

'এসব কিছুর বিনিময়ে আমরা শুধু একটি জিনিস চেয়েছিলাম। সেটা হল, তুমি সত্য ধর্ম বরণ করবে এবং সর্বতোভাবে তা পালন করবে। তা করবে বলে তুমি প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলে। কিন্তু অন্য সকলের কথা যদি সত্য হয়, সে প্রতিশ্রুতি তুমি লঙ্ঘন করেছ।'

প্রতিবাদে দুই হাত তুলে ফেরিয়ার বলল, 'কেমন করে আমি লঙ্ঘন করলাম? আমি কি সাধারণ তহবিলে অর্থদান করি নি? আমি কি মন্দিরে উপস্থিত থাকি নি? আমি কি—'

চারদিকে তাকিয়ে ইয়ং বললেন, 'তোমার স্ত্রীরা কোথায়? তাদের ডাক। তাদের আমি সম্ভাষণ জানাব।'

ফেরিয়ার জবাব দিল, 'আমি বিয়ে করি নি একথা ঠিক। কিন্তু স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল অল্প, আর আমার চাইতে ভাল দাবীদার ছিল অনেকে। আমি তো একেবারে একা ছিলাম না, আমাকে দেখাশুনা করবার জন্য মেয়ে ছিল।'

মোর্মোনদের দলপতি বললেন, 'ঐ কন্যা সম্পর্কেই আমি কিছু বলতে চাই। উটাহ্-র ফুল হয়ে সে ফুটেছে। এখানকার অনেক গণ্যমান্য লোকের নজরে সে পড়েছে।'

জন ফেরিয়ার ভিতরে ভিতরে আর্তনাদ করে উঠল।

'তার সম্পর্কে অনেক গল্প আছে যা আমি বিশ্বাস করতে চাই না। শুনেছি কোন জেন্টিলের কাছে সে বাগদত্তা। এটা নিশ্চয়ই অলস জিহ্বার বাজে গুজব।'

'সাধু জোসেফ স্মিথের নীতি-কথার ত্রয়োদশ নির্দেশে কি বলা হয়েছে? 'সৎ ধর্মের প্রত্যেক কুমারী তার স্বজাতীয় কাউকে বিবাহ করবে; কোন জেন্টিলকে বিবাহ করলে সে গুরুতর পাপ করবে।' তাই যদি হয়, তাহলে তুমি পবিত্র ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে তোমার কন্যাকে নিয়ম লঙ্ঘন করতে দেবে তা তো হতে পারে না।'

জন ফেরিয়ার কোন জবাব দিল না। শুধু অসহায়ভাবে হাতের চাবুকটা নাড়াচাড়া করতে লাগল।

'চারজনের পবিত্র পরিষদে স্থির হয়েছে— এই একটি বিষয় দিয়েই তোমার ধর্মবিশ্বাসের পরীক্ষা হবে। মেয়েটি তরুণী, আমরাও চাই না যে কোন পাকা-চুল বৃদ্ধের সঙ্গে তার বিবাহ হোক। এবিষয়ে নির্বাচনের সব অধিকার থেকেও তাকে আমরা বঞ্চিত করব না। আমাদের মত প্রধানদের অনেক গাই-বাছুর আছে, কিন্তু আমাদের ছেলেদের জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। স্ট্যাঙ্গারসনের একটি ছেলে আছে, ড্রেবারেরও একটি ছেলে আছে। তাদের যে কেউ তোমার কন্যাকে সানন্দে বরণ করে ঘরে তুলবে। তোমার কন্যা দুজনের একজনকে বেছে নিক। তারা যুবক, ধনী, সৎকর্মে বিশ্বাসী। তুমি কি বল?

দুই ভুরু এক করে ফেরিয়ার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আমাদের কিছুদিন সময় দিন। আমার মেয়ে খুবই ছোট—এখনও তার বিয়ের বয়সই হয় নি।'

আসন থেকে উঠে ইয়ং বললেন, 'একমাস সময় সে পাবে। ঐ সময় শেষ হলেই তাকে জবাব দিতে হবে।'

দরজা পার হয়ে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ লাল, চোখ জ্বলছে। বজ্রকঠিন গলায় বললেন, 'জন ফেরিয়ার, চার পবিত্র প্রধানের নির্দেশের বিরুদ্ধে তোমার ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে তুলে ধরার চাইতে সিয়েরা ব্লাংকোর প্রান্তরে তোমার আর তোমার মেয়ের শুষ্ক কংকাল ছড়িয়ে পড়ে থাকাই দেখছি ভাল ছিল।'

শাসনের ভঙ্গীতে হাত তুলে তিনি চলে গেলেন। ফেরিয়ার তাঁর ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেল।

হাঁটুর উপর কনুই রেখে সে বসেই ছিল, ভাবছিল। মেয়ের কাছে কথাটা তুলবে কেমন করে। একটি নরম হাত তার হাতের উপর রাখতেই সে মুখ তুলে দেখতে পেল, তার মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার বিবর্ণ ভীত মুখের দিকে একনজর তাকিয়েই সে বুঝতে পারল, মেয়েটি সব কথাই শুনেছে।

তার চোখের দৃষ্টির জবাবেই সে বলে উঠল, 'আমি সব শুনেছি। তাঁর কণ্ঠস্বর সারা বাড়িময় বেজেছে। বাবা, বাবা, এখন আমরা কি করব?'

মেয়েটিকে কাছে টেনে নিয়ে চওড়া কর্কশ হাত তার বাদামী চুলে বুলিয়ে দিতে দিতে সে বলল, 'ভয় পাস নি। যেমন করে হোক একটা উপায় করতেই হবে। ওর প্রতি তোর মনের টান নিশ্চয় কমে যায় নি, কি বলিস?'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সে তার হাত চেপে ধরল। কিছু বলতে পারল না।

'না, নিশ্চয় কমে নি। তোর মুখে অন্য জবাব শুনতে চাই না। সে বড় ভাল ছেলে, সে খৃস্টান; এরা যতই ভজন-পূজন করুক এদের চাইতে সে অনেক অনেক ভাল। কালই একদল লোক নেভাদা যাচ্ছে। যে বিপাকে আমরা পড়েছি সেটা জানিয়ে তাকে চিঠি পাঠাব। ছেলেটিকে যদি কিছুমাত্র চিনে থাকি, সব বিদ্যুৎ-টেলিগ্রাফকে হার মানিয়ে সে তৎক্ষণাৎ এখানে ফিরে আসবে।'

বাবার কথা শুনে চোখের জল ফেলতে ফেলতেও লুসি হেসে উঠল।

'সে ফিরে এসে যা ভাল বুঝবে তাই করবে। কিন্তু আমার ভয় যে তোমাকে নিয়ে বাবা। গুরুদেবের বিরোধিতা যারা করে, তাদের সম্পর্কে ভয়ংকর সব কাহিনী শোনা যায়: তাদের ভাগ্যে সর্বদা ভয়ংকর কিছুই ঘটে।'

ফেরিয়ার জবাব দিল, 'কিন্তু এখনও তো আমরা তাঁর বিরোধিতা করি নি। ঝড় যখন উঠবে তখন দেখা যাবে। পরিষ্কার এক মাস সময় আমাদের হাতে আছে। তারপর উটাহ্ থেকে আমরা চলে যাব।'

'উটাহ্ ছেড়ে!'

'তাই তো মনে হয়!'

'কিন্তু এই খামার?'

'যতটা পারি টাকা যোগাড় করব, বাকিটা যাবে। সত্য কথা বলতে কি লুসি, এই প্রথম আমি একথা ভাবছি না। এখানকার লোকেরা যেভাবে গুরুদেবের পায়ের তলায় পড়ে থাকে, আমি সেরকমভাবে কারও হাতের মুঠোর মধ্যে পড়ে থাকতে পারি না। আমি আমেরিকার স্বাধীন নাগরিক, এসব আমার কাছে নতুন। এ বয়সে আর নতুন কিছু শিখতে পারব না। এই খামারের ঘাস-পাতা খেতে যদি সে আসে, তাহলে উল্টো দিক থেকে একটা গুলি গিয়ে তার বুকে বিঁধতেও পারে।'

মেয়ে বাধা দিয়ে বলল, 'ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে না।'

---

১ হেবার্ সি. কেম্বল একটি বাণীতে এই প্রিয় শব্দ-যুগলের দ্বারা তার একশত পত্নীর কথা উল্লেখ করেছেন।

'জেফারসন' আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তারপর দেখা যাবে। ততদিন মুখ গোমড়া করে থাকিস্ নে মা। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলিস নে। ফিরে এসে তোকে এভাবে দেখলে সে যে আমাকেই ধরবে। ভয়ের কিছু নেই। বিপদও কোথাও নেই।'

জন ফেরিয়ার সান্ত্বনার কথাগুলি খুব জোর দিয়েই বলল। কিন্তু মেয়ের নজর এড়াল না যে সেদিন রাতেই সে অনেক বেশী সতর্কতার সঙ্গে দরজা বন্ধ করল এবং শোবার ঘরের দেয়ালে ঝোলানো মরচে-ধরা পুরনো বন্দুকটাকে সযত্নে পরিষ্কার করে গুলি ভরে রাখল।

১১ঃ পলায়ন

মোর্মোন গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পরদিন সকালে জন ফেরিয়ার লবণ-হ্রদ শহরে গেল এবং তার যে পরিচিত লোকের নেভাদা পর্বতে যাবার কথা ছিল তার সঙ্গে দেখা করে জেফারসন হোপের কাছে সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা করল। আসন্ন বিপদের কথা জানিয়ে তাকে সত্বর এখানে ফিরে আসার কথাও লিখল। সব কাজ সেরে হাল্কা মনে সে বাড়ি ফিরল।

খামারের কাছে পৌঁছেই সদর দরজার দুটি থামের সঙ্গে দুটি ঘোড়াকে বাঁধা দেখে সে বিস্মিত হল। বাড়িতে ঢুকে দুটি যুবককে বসবার ঘর অধিকার করে থাকতে দেখে তার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। একজনের মুখ লম্বা, ফ্যাকাসে। দোলনা-চেয়ারে বসে সে স্টোভের উপর পা তুলে দিয়েছে। অপর যুবক বৃষস্কন্ধ, চেহারা অমার্জিত। পকেটে হাত ঢুকিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে একটা জনপ্রিয় সুরে শিস দিচ্ছিল। ফেরিয়ার ঢুকতেই তারা মাথা নেড়ে নমস্কার জানাল। দোলনা-চেয়ারে বসা যুবকটিই প্রথমে কথা বলল।

'আপনি হয় তো আমাদের চেনেন না। এই হচ্ছে প্রধান ড্রেবারের ছেলে, আর আমি জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের ছেলে। প্রভু যখন হাত বাড়িয়ে আপনাকে সত্য ধর্মের মধ্যে নিয়েছিলেন সেই সময় মরুভূমির পথে আপনি আমার বাবার সঙ্গে এসেছিলেন।'

অপর যুবক আনুনাসিক গলায় বলল, 'যথাসময়ে প্রভু সর্ব জাতিকেই এক শুভ দিনে নিজের কাছে টেনে নেবেন। ধীরে ধীরে তিনি সবাইকেই শাণিত করে তুলবেন।'

জন ফেরিয়ার অপ্রসন্ন মুখে মাথা নোয়াল। আগন্তুকদের পরিচয় সে আগেই অনুমান করেছিল।

স্ট্যাঙ্গারসন আবার বলল, 'বাবাদের পরামর্শেই আমরা দুজন এসেছি

আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করতে। আমাদের দুজনের মধ্যে আপনার ও তার কাকে পছন্দ বলুন। আমার মাত্র চারটি স্ত্রী আছে, আর ভাই ড্রেবারের আছে সাতটি। কাজেই আমার দাবীই বেশী জোরালো।'

অপরজন চেঁচিয়ে উঠল, 'না, না ভাই স্ট্যাঙ্গারসন, কার ক'টা স্ত্রী আছে সেটা তো কথা নয়, আসল কথা হচ্ছে ক'জনকে রাখবার ক্ষমতা আমাদের আছে। বাবা তাঁর কারখানাগুলো আমার হাতে তুলে দিয়েছেন, কাজেই আমিই বেশী ধনী।'

অপরজন সগর্বে বলল, 'কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর। প্রভুর কৃপায় বাবা যখন সরে পড়বেন তখন তাঁর চামড়া ট্যান করার জমি আর চামড়ার কারখানার মালিক হব আমি। তাছাড়া, আমি বয়সে তোমার চাইতে বড়, গীর্জার পদাধিকারেও উচ্চতর আসনের অধিকারী।'

কাঁচের ভিতরে ছায়ার দিকে হেসে ড্রেবার বলে উঠল, 'সেটা কনেই স্থির করবে। তার সিদ্ধান্তের উপরেই আমরা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেব।'

দুজনের এইসব আলোচনার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে জন ফেরিয়ার রাগে জ্বলছিল। দুই আগন্তুকের পিঠে হাতের চাবুকটা মারবার ঝোঁক সে অনেক কষ্টে সামলে নিল।

অবশেষে তাদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে সে বলল, 'দেখ, আমার মেয়ে যখন ডেকে পাঠাবে তখন তোমরা এস। ততদিন আর তোমাদের মুখদর্শন করতে চাই না।'

দুই তরুণ মোর্মোন সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের বিচারে তো কনের পাণিপ্রার্থনা নিয়ে দুজনের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কনে ও তার পক্ষে সর্বোচ্চ সম্মানস্বরূপ।

ফেরিয়ার চেঁচিয়ে বলল, 'এ ঘর থেকে বের হবার দুটি পথ আছে—একটি এই দরজা, আর একটি ওই জানালা। কোন্ পথে যেতে চাও?'

তার বাদামী মুখ তখন দেখতে এমন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে এবং শুকনো হাত দুটো এমন শাসানির ভঙ্গীতে উদ্যত হয়েছে যে আগন্তুক দুজন লাফ দিয়ে উঠে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধ দরজা পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করে বিদ্রূপ করে বলল, 'এসব ব্যবস্থা তোমরা কখন করলে আমাকে বলে যাও।'

ক্রুদ্ধকণ্ঠে স্ট্যাগারসন বলল, 'এর জন্য তোমাকে কষ্ট পেতে হবে। প্রভু এবং চার প্রধান পরিষদকে তুমি অমান্য করেছ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এর জন্য তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।'

ড্রেবার চীৎকার করে বলল, 'ঈশ্বরের হাতে তোমার রেহাই নেই। তিনি আবির্ভূত হয়ে তোমাকে আঘাত করবেন।'

'তাহলে আঘাতটা আমিই শুরু করে দেই,' ফেরিয়ার উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে

উঠল। লুসি হাত চেপে ধরে বাধা না দিলে সে হয়তো বন্দুক আনতে দোতলায়ই ছুটে যেত। তার হাত ছাড়াবার আগেই ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ তাকে জানিয়ে দিল যে তারা দুজনেই তার নাগালের বাইরে চলে গেছে।

কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে সে বলল, 'ইতর শয়তান! দেখ্ মা, তোকে যদি কবরে শুইয়ে দিতে হয় সেও ভাল, তবু ওদের কারও স্ত্রী হতে দেব না।'

সাহসের সঙ্গে সে জবাব দিল, 'আমিও তাই চাই বাবা। তবে জেফারসন তো শিগগিরই এসে পড়বে।'

'হ্যাঁ। তার আসতে দেরী হবে না। যত শিগগির সে আসে ততই মঙ্গল। এরপর ওরা যে কোন্ পথ নেবে কে জানে।'

সত্যি, এ সময়ে এই একগুঁয়ে বৃদ্ধ আর তার পালিতা কন্যাকে উপদেশ দেবার ও সাহায্য করবার মত একজন লোকের বড়ই প্রয়োজন। উপনিবেশের সমগ্র ইতিহাসে প্রধানদের কর্তৃত্বকে সরাসরি অমান্য করবার ঘটনা আগে আর কখনও ঘটে নি। ছোটখাট দোষ-ত্রুটির জন্যই যখন কঠোর শাস্তি হয়েছে, তখন এই প্রকাশ্য বিদ্রোহীর কপালে কি আছে কে জানে। ফেরিয়ার জানে তার সম্পদ বা পদমর্যাদা কোন কাজেই আসবে না। তার- মত সুপরিচিত ও ধনী অনেকেই এর আগে হাওয়া হয়ে গেছে, আর তাদের সম্পত্তি গীর্জার অধীনে চলে গেছে। সে সাহসী, তবু আসন্ন বিপদের অস্পষ্ট ছায়া দেখে সেও কাঁপতে লাগল। বিপদ যদি জানা যেত দৃঢ়ভাবে সে তার মোকাবিলা করতে পারত, কিন্তু এই উৎকণ্ঠা তাকে বিচলিত করে তুলল। যদিও এই ভয়কে সে মেয়ের কাছ থেকে গোপন করেই রাখল, সমস্ত ব্যাপারটাকেই বেশ হাল্কা করে দেখাল, তবু ভালবাসার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মেয়ে ঠিকই দেখতে পেল তার বাবা কেমন অস্থির হয়ে পড়েছে।

সে আশা করেছিল, তার আচরণ সম্পর্কে ইয়ংয়ের কাছ থেকে কোন বাণী বা প্রতিবাদ আসবে। ভুল সে করে নি। কিন্তু সেটা এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পথ ধরে। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সে সবিস্ময়ে দেখতে পেল, তার বিছানা-ঢাকা চাদরে ঠিক তার বুকের উপর একটা ছোট চার-কোণা কাগজের টুকরো পিন দিয়ে আঁটা রয়েছে। বড় বড় ফাঁকা ফাঁকা অক্ষরে তাতে লেখা রয়েছে:

'সংশোধনের জন্য তোমাকে ঊনত্রিশ দিন সময় দেওয়া হল। তারপর—'

লেখার শেষের ঐ টানটি যেকোন ভয়ের চাইতে অধিক ভীতিপ্রদ। ফেরিয়ার কিছুতেই ভেবে পেল না, এই সতর্ক-বাণী তার ঘরে এল কেমন করে। চাকররা ঘুমোয় একটা বাইরের দিকের ঘরে। ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ ছিল। কাগজটাকে সে হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে রাখল। মেয়েকে কিছু

বলল না। কিন্তু ভয়ে তার বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। ইয়ং যে এক মাস সময় দিয়েছিলেন, উনত্রিশ দিন তারই অবশিষ্টাংশ। এমন একজন রহস্যময় শক্তির অধিকারী শত্রুর বিরুদ্ধে তার শক্তি বা সাহস কোন্ কাজে লাগবে? যে হাত ঐ পিনটা এঁটে দিয়ে গেছে, সে তার বুকে ছুরি বসিয়েও দিতে পারত, আর কে তাকে খুন করল তা সে কোনদিনই জানতে পারত না।

পরদিন সকালে সে আরও বিচলিত হয়ে পড়ল। তারা প্রাতরাশ খেতে বসেছে, এমন সময় লুসি বিস্ময়ে চীৎকার করে উপরের দিকে দেখাল। সিলিংএর ঠিক মাঝখানে পোড়া লাঠি দিয়ে লেখা রয়েছে একটি সংখ্যা—২৮। মেয়ের কাছে ব্যাপারটা দুর্বোধ্য। সেও কোনরকম আলোকপাত করল না। সেদিন সে সারারাত বন্দুক নিয়ে পাহারা দিল। কিছু দেখতেও পেল না, শুনতেও পেল না। কিন্তু সকালে দেখা গেল, দরজার বাইরে লেখা রয়েছে একটা মস্ত বড় ২৭।

এইভাবে দিনের পর দিন চলে যায়। প্রতিটি সকালেই দেখা যায় অদৃশ্য শত্রুরা তাদের হিসাবের খাতাটা ঠিকই রেখেছে,—বাড়ির যেকোন লোকের চোখে পড়বার মত জায়গায় লেখা আছে এক মাস সময় কালের আর ক'দিন বাকি। মারাত্মক সংখ্যাগুলো কখনও লেখা থাকে দেয়ালে, কখনও মেঝেতে, আবার কখনও বাগানের গেটে বা রেলিং-এ ঝোলানো প্ল্যাকার্ডের উপরে। অনেক সতর্ক দৃষ্টি রেখেও জন ফেরিয়ার বুঝতে পারে নি, এই প্রাত্যহিক সতর্কবাণী কোথা থেকে আসে। কুসংস্কার হলেও সংখ্যাগুলি দেখলেই সে শংকিত হয়ে পড়ে। ক্রমেই সে হতশ্রী ও অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। তার চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠল তাড়া-খাওয়া জন্তুর মত। তার জীবনে এখন একটি মাত্র আশা তরুণ শিকারীর নেভাদা থেকে প্রত্যাবর্তন।

কুড়ি গড়িয়ে পনেরো হল, পনেরো থেকে দশ, কিন্তু অনুপস্থিতের দেখা নেই। ক্রমেই সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল, তবু তার চিহ্নমাত্র নেই। যখনই কোন অশ্বারোহী সশব্দে রাস্তা দিয়ে যায়, বা কোন চালক সঙ্গীদের ডাকে, বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি গেটের কাছে ছুটে যায়, ভাবে এতদিনে বুঝি সাহায্য এল। অবশেষে যখন দেখল পাঁচ গিয়ে চার হল, চার থেকে তিন, তখন সে একেবারে ভেঙে পড়ল, পালাবার সব আশা ছেড়ে দিল। সে জানত, উপনিবেশের চতুঃপার্শ্বস্থ পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান নিয়ে একাকী সে একেবারেই অসহায়। প্রচলিত রাস্তাগুলি সুরক্ষিত। তার উপর রয়েছে কড়া নজর। পরিষদের অনুমতি ছাড়া যেসব পথে কেউ যেতে পারে না। যেদিক দিয়েই যাবে, মাথার উপরে উদ্যত আঘাত এড়াবার কোন উপায় নেই। তথাপি যে ব্যবস্থাকে সে মেয়ের পক্ষে অসম্মানকর বলে মনে করে তাতে সম্মতি দেবার

আগে সে স্বীয় জীবন বিসর্জন দেবে—এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত থেকে বৃদ্ধ এতটুকু নড়ল না।

একদিন রাতে একাকী বসে নিজের বিপদের কথাই সে গভীরভাবে ভাবছিল আর বৃথাই তার থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজছিল। সেদিন সকালে বাড়ির দেয়ালে লেখা হয়েছে ২। পরের দিনটিই শেষ দিন। তারপর কি হবে? নানা রকম অস্পষ্ট ভয়ংকর ছবি তার কল্পনায় ভেসে উঠছিল। আর তার মেয়ে? সে না থাকলে তার মেয়ের কি হবে? চারদিক থেকে যে অদৃশ্য বেড়াজাল গুটিয়ে আসছে তা থেকে পালাবার কি কোন পথ নেই? টেবিলের উপর মাথা রেখে নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ওটা কি? একটা মৃদু খস্‌খস্‌ আওয়াজ তার কানে এল। অনুচ্চ শব্দ, কিন্তু রাতের নিস্তব্ধতার জন্য বেশ স্পষ্ট। শব্দটা আসছে দরজার কাছ থেকে। ফেরিয়ার গুড়ি মেরে হলঘরে ঢুকে কান পেতে রইল। কয়েক মুহূর্ত সব চুপ। আবার সেই অনুচ্চ গোপন শব্দ। নিশ্চয় কেউ দরজার পাল্লায় মৃদু টোকা দিচ্ছে। গুপ্ত বিচারালয়ের খুনের আদেশ নিয়ে কি এসেছে কোন মধ্যরাত্রির ঘাতক? অথবা কেউ কি লিখে দিচ্ছে যে শেষ দিন সমাগত। জন ফেরিয়ারের মনে হল এই স্নায়ুবিধ্বংসী হৃদয় জল-করা উৎকণ্ঠার চাইতে সাক্ষাৎ মৃত্যু অনেক ভাল। একলাফে এগিয়ে সে হুড়কো তুলে দরজাটা খুলে ফেলল।

বাইরে সব শান্ত, স্তব্ধ। সুন্দর রাত, মাথার উপরে তারারা ঝিমমিক করছে। বেড়া এবং গেট দিয়ে ঘেরা ছোট বাগানটি স্পষ্ট চোখে পড়ছে। কিন্তু সেখানে বা রাস্তার উপরে মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ফেরিয়ার ডাইনে-বাঁয়ে তাকাল। তারপর হঠাৎ নিজের পায়ের কাছে চোখ পড়তেই সবিস্ময়ে দেখতে গেল একটি লোক হাত-পা ছড়িয়ে মেঝের উপর উপুর হয়ে পড়ে আছে।

সে দৃশ্য দেখে সে এতই বিচলিত হয়ে পড়ল যে হাঁক-ডাক করবার ইচ্ছাটাকে চাপা দেবার জন্য সে দেয়ালে হেলান দিয়ে হাত দিয়ে নিজের গলা চেপে ধরল। প্রথমে ভাবল, এই প্রসারিত দেহটা নিশ্চয় কোন আহত মরণোন্মুখ মানুষের। কিন্তু দেহটা যে সাপের মত নিঃশব্দ গতিতে এঁকে বেঁকে মেঝের উপর দিয়ে হল-ঘরে ঢুকে পড়ল! ভিতরে ঢুকেই লোকটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, দরজাটা বন্ধ করে দিল, আর বিস্মিত বৃদ্ধের চোখে প্রকাশিত হল জেফারসন হোপের ক্রুদ্ধ মুখের সুদৃঢ় ভঙ্গী।

জন ফেরিয়ার ঢোঁক গিলে বলল, 'ঈশ্বর করুণাময়!. উঃ, তুমি আমাকে যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। এভাবে ঘরে ঢোকার মানে কি?'

অপর ব্যক্তি বলল, 'আমাকে খেতে দিন। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি

খাদ্য পানীয় কিছুই গ্রহণ করি নি।' গৃহস্বামীর রাতের খাবারের অবশিষ্ট ঠাণ্ডা মাংস আর রুটি যা টেবিলের উপর তখনও পড়ে ছিল সে একলাফে টেবিলের কাছে গিয়ে সেগুলি গোগ্রাসে গিলতে লাগল। ক্ষুধা মিটাবার পর জিজ্ঞাসা করল, 'লুসি ভাল আছে তো?'

তার বাবা জবাব দিল, 'বিপদের কথা কিছুই সে জানে না।'

'খুব ভাল কথা। সবদিক থেকে এ বাড়ির উপর নজর রাখা হয়েছে? সেইজন্যই আমি এভাবে হামাগুড়ি দিয়ে এসেছি। তাদের চোখ যত সজাগই হোক, এই ওয়াও শিকারীকে ধররার মত তত সজাগ না।'

জন ফেরিয়ার যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠল। সে বুঝল, একজন অনুরক্ত সহকারী সে পেয়েছে। যুবকটির হাত ধরে সাদরে ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'তুমি আমাদের গর্বের বস্তু। আমাদের বিপদ, আমাদের দুঃখ-কষ্টের অংশ নেবার মত লোক তো বেশী নেই।'

তরুণ শিকারী বলল, 'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আপনাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু আপনি একা হলে এই ভীমরুলের চাকে মাথা দেবার আগে আমি দু'বার ভাবতাম। লুসিই আমাকে এখানে এনেছে। তার কোন ক্ষতি হবার আগে উটাহ্-র হোপ পরিবারের একজন লোক কমে যাবে।'

'আমরা কি করব?'

'আগামীকাল আপনার শেষ দিন। আজ রাতেই কিছু করতে না পারলে আপনি গেলেন। ঈগল গিরিপথে একটা খচ্চর এবং দুটো ঘোড়া আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার কাছে কত অর্থ আছে?'

'স্বর্ণ মুদ্রায় দু'হাজার ডলার আর নোটে পাঁচ হাজার।'

'ওতেই হবে। আমারও সমপরিমাণ অর্থ আছে। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে আমাদের কারসন শহরে যেতে হবে। লুসিকে ঘুম থেকে তুলুন। ভালই হয়েছে যে চাকরেরা এ বাড়িতে ঘুমোয় না।'

আসন্ন পথ-পরিক্রমার জন্য কন্যাকে প্রস্তুত করবার জন্য ফেরিয়ার ঘর থেকে চলে গেলে জেফারসন হোপ যেখানে যা কিছু খাদ্যবস্তু পেল সব একটা পুটুলিতে বেঁধে নিল। পাথরের পাত্রে জল ভরে নিল। সে জানে পার্বত্য কুয়োগুলি সংখ্যায় অল্প এবং অনেক দূরে দূরে অবস্থিত। তার কাজ শেষ হতে না হতেই যাত্রার উপযোগী সাজে সজ্জিতা মেয়েকে নিয়ে ফেরিয়ার হাজির হল। প্রেমিক-প্রেমিকার উষ্ণ মিলন হল খুবই সংক্ষিপ্ত। কারণ প্রতিটি মিনিট মূল্যবান, আর করণীয় কাজ রয়েছে অনেক।

এখনই আমাদের যাত্রা করতে হবে, অনুচ্চ দৃঢ় কণ্ঠে জেফারসন হোপ বলল। বিপদ কত ভয়ানক তা সে জানে, তথাপি নিজের অন্তরকে ইস্পাত-কঠিন করে তুলেছে বিপদের মোকাবিলা করবার জন্য। 'সামনের এবং পিছনের

প্রবেশ-পথের উপর নজর রাখা হয়েছে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমাদের যেতে হবে পাশের জানালা দিয়ে মাঠ পার হয়ে। একবার পথে পড়তে পারলে গিরিপথ আর মাত্র দু'মাইল। সেখানেই ঘোড়াগুলি রয়েছে। ভোর হবার আগেই পাহাড়ের ভিতর দিয়ে আমরা অর্ধেক পথ পার হয়ে যাব।'

'যদি কেউ বাধা দেয়?' ফেরিয়ার বলল।

জামার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা রিভলবারের কুঁদোটা চেপে ধরে হোপ বিকৃত হাসি হেসে বলল, 'সংখ্যায় তারা যদি অনেক বেশী হয়, দু' তিনজনকে আমাদের সঙ্গে নিয়েই যাব।'

ঘরের ভিতরে সব আলো নেভানো হয়েছে। অন্ধকার জানালা দিয়ে ফেরিয়ার ক্ষেতের দিকে তাকাল। এইসব ক্ষেত তারই ছিল, আজ চিরতরে সব ছেড়ে যাচ্ছে। এ ত্যাগ স্বীকারের জন্য সে অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল। বিধ্বস্ত সম্পদের জন্য দুঃখের চাইতে মেয়ের সম্মান ও সুখের চিন্তাই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। চারদিক সুখ-শান্তিতে ভরা। গাছের শোঁ-শোঁ শব্দ আর দূর-বিস্তার নিস্তব্ধ শস্যক্ষেত্র। ভাবতে কষ্ট হয় যে এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে মৃত্যু-প্রেত!

ফেরিয়ারের কাছে সোনা ও নোটের থলে। জেফারসন হোপের কাছে যৎসামান্য খাদ্য ও জল, আর লুসির কাছে একটা ছোট বাণ্ডিলে তার অল্প কিছু মূল্যবান জিনিস। অত্যন্ত সন্তর্পণে ও সতর্কতার সঙ্গে জানালাটা খুলে তারা একটু অপেক্ষা করল। একখণ্ড কালো মেঘ রাতটাকে আবছায়ায় ঢেকে ফেললে তারা একে একে বাগানে নামল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে হামাগুড়ি দিয়ে তারা বাগান পার হয়ে বেড়ার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিল। বেড়ার গা বেয়ে এগোতে এগোতে একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল। তারপর একটুখানি খোলা জায়গা পার হলেই শস্যক্ষেত্র। কিন্তু তার আগেই যুবকটি হঠাৎ দুজনকে দু'হাতে টেনে বেড়ার অন্ধকারে নিয়ে গেল। সেখানে তিনজনই নিঃশব্দে কাঁপতে লাগল।

খুব রক্ষে যে প্রান্তরের শিক্ষা জেফারসন হোপকে দিয়েছিল বনবেড়ালের কান। সে আর তার সঙ্গীদ্বয় আত্মগোপন করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কয়েক গজের মধ্যেই শোনা গেল পার্বত্য পেঁচার বিষণ্ণ ডাক। সঙ্গে সঙ্গে সামান্য দূর থেকে তার জবাবে শোনা গেল আর একটা পেঁচার ডাক। ঠিক সেই মুহূর্তে সামনের খোলা জায়গায় দেখা দিল এক ছায়ামূর্তি। তার মুখে ফুটে উঠল আবার সেই বিষণ্ণ সংকেত, আর তা শুনে অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দ্বিতীয় মূর্তি।

প্রথম মূর্তি মনে হল দুজনের মধ্যে সেই প্রধান—বলল, 'কাল মাঝ রাতে যখন তিনবার ডাক শোনা যাবে।'

অপরজন বলল, 'ঠিক আছে। ভাই ড্রেবারকে বলব কি ?'

'তাকে জানিয়ে দাও। তার থেকে অন্যকে। নয় থেকে সাত।'

'সাত থেকে পাঁচ!' অপরজন বলল। তারপরেই দু'জন দু'দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের শেষের কথাগুলি নিশ্চয় কোন সংকেত এবং প্রতি-সংকেত। তাদের পদশব্দ দূরে মিলিয়ে যাওয়া মাত্রই জেফারসন হোপ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং দুই সঙ্গীকে নিয়ে ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে রুদ্ধশ্বাসে ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগল। মেয়েটি যখনই চলতে পারছে না তখনই সে তাকে কখনও ধরে কখনও বা প্রায় তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল।

মাঝে মাঝে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে, 'জোরে! আরও জোরে! সতর্ক প্রহরীদের ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি। গতিই এখন একমাত্র ভরসা, জোরে!'

বড় রাস্তায় উঠবার পরে তাদের গতি আরও বেড়ে গেল। মাত্র একবার তারা একজনের সামনে পড়েছিল। একটা ক্ষেতের ভিতর লুকিয়ে পড়ায় সে তাদের চিনতে পারে নি। শহরে ঢুকবার আগে তারা পাহাড়ের দিকে যাবার একটা বন্ধুর সংকীর্ণ গলির ভিতর ঢুকে পড়ল। মাথার উপরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে দুটো কালো পর্বত-চূড়া। তার ভিতর দিয়ে চলে গেছে যে গিরি-সংকট সেটাই ঈগল গিরিপথ, আর সেখানেই বাঁধা আছে ঘোড়াগুলি। বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের ভিতর দিয়ে একটা শুকনো গিরি-খাদ ধরে জেফারসন হোপ নির্ভুল দৃষ্টিতে পথ দেখে চলতে চলতে পাহাড়-ঘেরা সেই নির্জন স্থানটিতে পৌছল যেখানে তিনটি পোষা জন্তুকে সে রেখে গিয়েছিল। মেয়েটিকে বসিয়ে দেওয়া হল খচ্চরের পিঠে, টাকার থলি নিয়ে বৃদ্ধ ফেরিয়ার উঠল একটা ঘোড়ায়, আর জেফারসন হোপ অপর ঘোড়ায় চেপে সেই খাড়া বিপদসংকুল পথ ধরে এগিয়ে চলল।

উদ্দাম বন্য প্রকৃতির মুখোমুখি চলতে যে অভ্যস্ত নয় তার পক্ষে এপথ হতবুদ্ধিকর। একদিকে বিরাট পাহাড় হাজার ফুট কি তারও বেশী খাড়া উঠে গেছে—কালো, রুক্ষ, ভীতিপ্রদ; তার বন্ধুর বুকের উপব দীর্ঘ কালো স্তম্ভগুলো দাঁড়িয়ে আছে মৃত দানবের পাঁজরের মত। অন্যদিকে ইতস্তত ছড়ানো পাথরের চাঁই আর ধ্বংসস্তূপের ভিতর দিয়ে পথ চলা অসম্ভব। তারই ভিতর দিয়েই চলে গেছে অসমতল পথ। এত সরু পথ যে পর পর লাইন বেঁধে তাদের চলতে হচ্ছে; আর এতই বন্ধুর যে দক্ষ অশ্বারোহী ছাড়া সেপথে আর কেউ চলতেই পারে না। তথাপি এত বিঘ্ন-বিপদের মধ্যেও পলায়নকারীদের অন্তর অনেকটা হাল্কা হয়ে এসেছে, কারণ প্রতি পদক্ষেপে তারা পিছনে ফেলে আসা নৃশংস স্বেচ্ছাচারিতা থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে।

শীঘ্রই কিন্তু তারা প্রমাণ পেল যে এখনও সন্তদের এলাকাতেই তারা রয়েছে। গিরি-সংকটের সবচেয়ে নির্জন অংশে পৌঁছে মেয়েটি হঠাৎ চীৎকার করে উপরের দিকে দেখাল। পথের উপরে যে পাহাড়টা ঝুঁকে আছে তার মাথায় আকাশের পটভূমিকায় স্পষ্ট দেখা গেল একটি সঙ্গীহীন শান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। তারা লক্ষ্য করবার সঙ্গে সঙ্গেই সেও তাদের দেখে ফেলল। সামরিক কায়দায় সে চীৎকার করে উঠল, 'হুকুমদার?' নিস্তব্ধ গিরিপথে সে স্বর বাতাসে কাঁপতে লাগল।

পাশে ঝুলিয়ে রাখা রাইফেলে হাত রেখে জেফারসন হোপ বলল, 'নেভাদার যাত্রী।'

তারা দেখতে পেল, যেন তাদের জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে সেই নিঃসঙ্গ শান্ত্রী তাদের দিকে তাক করে বন্দুকে আঙুল রাখল।

প্রশ্ন করল, 'কার অনুমতিতে?'

ফেরিয়ার উত্তর দিল, 'চার মহাত্মার।' মোর্মোন জীবনের অভিজ্ঞতায় সে জেনেছিল যে তারাই বলবার মত সবচেয়ে বড় শক্তি।

'নয় থেকে সাত,' শান্ত্রী চেঁচিয়ে বলল।

'সাত থেকে পাঁচ,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল জেফারসন হোপ। বাগানের মধ্যে শোনা প্রতি-সংকেতটি তার মনে পড়ে গেল।

উপর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'চলে যাও। প্রভু তোমাদের সহায় হোন।' তার ঘাঁটির পর থেকেই পথটা চওড়া হয়ে গেছে। কাজেই ঘোড়াগুলি জোর কদমে ছুটে চলল। পিছনে তাকিয়ে তারা দেখল, নিঃসঙ্গ শান্ত্রী বন্দুকে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারল, "প্রভুর প্রিয়জনদের" শেষ ঘাঁটি তারা পার হয়ে এসেছে—সম্মুখে মুক্তি।

১২ঃ প্রতিহিংসার দূত

সারারাত তারা পথ চলল জটিল গিরি-সংকটের পাথর ছড়ানো আঁকা-বাঁকা পথে। বারবার তারা পথ হারাল। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলটা হোপ ভাল করেই চেনে, তাই আবার তারা পথ খুঁজে পায়। সকাল হলে তাদের সামনে ফুটে উঠল এক বিস্ময়কর আদিম সৌন্দর্যের দৃশ্য। পরস্পরের কাঁধের উপর দিয়ে দূর দিগন্তের যেদিকে তাকায় সেদিকেই চোখে পড়ে তুষার-কিরীট উত্তুঙ্গ শিখরশ্রেণী। দু'পাশের পর্বত-প্রাচীর এতই খাড়া যে মনে হয় ঝাউ ও পাইন গাছগুলি যেন তাদের মাথার উপর ঝুলে আছে, একটা দমকা বাতাস হলেই হুড়মুড় করে মাথার উপর ভেঙে পড়বে। এ ভয় একেবারে অমূলকও নয়,

কারণ ঐভাবে ছিটকে-পড়া গাছ-পাথর অনুর্বর উপত্যকার সর্বত্র পুরু হয়ে ছড়িয়ে আছে। এমন কি তারা যেতে যেতেই দেখল, একটা প্রকাণ্ড পাথর সশব্দে নীচে গড়িয়ে পড়ল। নিস্তব্ধ গিরি-সংকটের পথে পথে উঠল তার প্রতিধ্বনি। তাদের পথশ্রান্ত ঘোড়াগুলি সচকিত হয়ে দুই পা তুলে দাঁড়াল।

পূর্ব দিগন্তে যখন ধীরে ধীরে সূর্য উঠল তখন শিখরের চূড়াগুলি উৎসবের আলোকমালার মত একের পর এক জ্বলে উঠতে লাগল। ক্রমে সে-গুলি রক্তবর্ণ হয়ে জ্বলতে লাগল। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে তিন পলাতকের মন আনন্দে ভরে উঠল। নতুন উৎসাহে তারা উদ্দীপিত হয়ে উঠল। গিরি-সংকট থেকে বেরিয়ে-আসা একটা পার্বত্য নদীর ধারে তারা থামল; ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াল; নিজেরাও দ্রুত হাতে প্রাতরাশ সেরে নিল। লুসি আর তার বাবা হয় তো আর একটু বিশ্রাম করত, কিন্তু জেফারসন হোপ অমোঘ। বলল, 'যেকোন সময় তারা এসে পড়তে পারে। আমাদের সব কিন্তু নির্ভর করছে গতির উপরে। একবার যদি নিরাপদে কারসন পৌঁছতে পারি, তখন সারা জীবন বিশ্রাম নিতে পারব।'

সারাদিন তারা গিরি-সংকট ধরে এগিয়ে চলল। সন্ধ্যায় হিসাব করে দেখল, শত্রুপক্ষের কাছ থেকে ত্রিশ মাইলের বেশী দূরে চলে এসেছে। রাত্রের জন্য তারা একটা ঝুঁকে-পড়া পাহাড়ের নীচটা বেছে নিল। চারদিকের পাহাড় ঠাণ্ডার হাত থেকে তাদের বাঁচাবে। সেখানে তিনজনে গুটিসুটি মেরে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিল। ভোর হবার আগেই জেগে উঠে আবার পথে নামল। কোন অনুসরণকারীর চিহ্ন এখনও পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। জেফারসনের মনে তাই আশা হল, যে নৃশংস সংগঠনের শত্রুতাব কবলে পড়েছিল, এতক্ষণে বোধ হয় তাব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তারা এসে গেছে। সে জানত না তাদের লোহার থাবা কতদূর পৌঁছতে পারে; জানত না সে থাবা কত দ্রুত তাদের ঘিরে ধরে চূর্ণ করে ফেলবে।

পলায়নের দ্বিতীয় দিন দুপুর থেকেই তাদের খাবারে টান পড়ল। অবশ্য শিকারীর মনে তাতে কোন দুশ্চিন্তা হল না, কারণ এই সব পার্বত্য অঞ্চলে শিকার পাওয়া যায়। এর আগে অনেক সময়ই জীবন ধারণের জন্য তাকে রাইফেলের উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে। এখন তারা সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছে। আর বাতাসেও তীব্র ঠাণ্ডা। কাজেই সঙ্গীদের গরম থাকবাব একটা ব্যবস্থা করা দরকার। তাই একটা পাথর-ঘেরা কোণ বেছে নিয়ে সে শুকনো ডালপালা জোগাড় করে আগুন জ্বালিয়ে দিল। তারপর ঘোড়াগুলিকে বেঁধে লুসিকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বন্দুকটাকে তার কাঁধে ঝুলিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল শিকারের সন্ধানে। পিছন ফিরে দেখল,

বৃদ্ধ ও তরুণী জ্বলন্ত আগুনের উপর ঝুঁকে বসে আছে, আর জন্তুগুলি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। পরক্ষণেই একটা পাহাড় মাঝখানে পড়ায় তার দৃষ্টি-পথের বাইরে চলে গেল।

এক গিরিপথ থেকে আরেক গিরিপথ ধরে মাইল দুই হেঁটেও সে কিছুই পেল না, যদিও গাছের বাকলে চিহ্ন দেখে বা অন্য নানাভাবে সে বুঝতে পারল যে এ অঞ্চলে অনেক ভালুক আছে। অবশেষে দু'তিন ঘণ্টার ব্যর্থ সন্ধানের পর নিরাশ হয়ে যখন সে ফিরে যাবার কথা ভাবছে, এমন সময় উপরের দিকে চোখ মেলে সে এমন একটা দৃশ্য দেখতে পেল যাতে তার হৃদয় আনন্দে নেচে উঠল। তিন চারশ' ফুট উপরে একটা মুখ বের-করা পাথরের উপর ঠিক ভেড়ার মত দেখতে একটা জন্তু দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার মাথায় দুটো বিরাট শিং। ওই বড়-শিংটা—ঐ নামেই ওগুলোকে ডাকা হয়—হয়তো অদৃশ্য একটা ভেড়ার পালের গোদা। সৌভাগ্যক্রমে জন্তুটা তার বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল বলে তাকে দেখতে পায় নি। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে একটা পাথরে রাইফেলটার ভর রেখে অনেক দূর থেকে অব্যর্থ নিশানায় সে ঘোড়া টিপল। জন্তুটা লাফ দিয়ে উঠে পাহাড়ের কিনারে কাঁপতে কাঁপতে দ্রুত বেগে নীচের উপত্যকায় ছিটকে পড়ল।

জন্তুটা খুব ভারী। বয়ে নেওয়া শক্ত। শিকারী তাই তার একটা উরু আর পাশের অংশ কেটে নিল। তারপর বিজয়-চিহ্নটি কাঁধে ফেলে দ্রুত ফিরে চলল, কারণ সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এল। ফিরবার উদ্যোগ করতেই সে বুঝতে পারল ব্যাপারটা সহজ নয়। শিকারের আগ্রহে পরিচিত পার্বত্য পথ ছেড়ে সে অনেক দূর চলে এসেছে। যেপথে এসেছে সেপথ খুঁজে বের করাও সহজ নয়। যে উপত্যকায় সে পৌঁচেছে সেটা বহু গিরিপথ দ্বারা বিভক্ত। সেই সব গিরিপথের সবগুলিই প্রায় একরকম দেখতে। ফলে একটা থেকে আরেকটাকে পৃথক করে চেনা একেবারেই অসম্ভব। একটা পথ ধরে মাইল খানেক যাবার পরে এমন একটা পার্বত্য নদীর কাছে পৌঁছল যেটা সে আগে কখনও দেখে নি। ভুল পথে এসেছে বুঝতে পেরে সে আর একটা পথ ধরল। কিন্তু ফল একই হল। রাত দ্রুত বাড়ছে। অন্ধকার নামছে। এমন সময় সে একটা পরিচিত গিরিপথে পৌঁছল বটে, কিন্তু ঠিক পথে চলা তখনও সহজ ব্যাপার নয়, কারণ তখনও চাঁদ ওঠে নি, ফলে দুদিকের সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী পথকে আরও অস্পষ্ট করে তুলেছে। একে কাঁধে বোঝা, তার উপর পথশ্রমের ক্লান্তি, সে অতি কষ্টে পা ফেলতে লাগল। মনে আশা, প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে লুসির নিকটবর্তী করছে এবং যে খাদ্য সে নিয়ে যাচ্ছে তা বাকি ভ্রমণ-কালের পক্ষে যথেষ্ট।

যে গিরিপথে সে ওদের রেখে গিয়েছিল একসময়ে সেই পথের মুখে সে

পৌঁছল। অন্ধকারেও চারিদিকের পাহাড়ের রেখা সে চিনতে পারল। সে চলে যাবার পর প্রায় পাঁচ ঘণ্টা কেটে গেছে। না জানি কত উৎকণ্ঠার সঙ্গে তারা তারজন্য অপেক্ষা করছে। মনের আনন্দে দুই হাত মুখের কাছে নিয়ে নিজের ফিরে আসবার সংকেত হিসাবে একটা অদ্ভুত শব্দ করল। সে শব্দ চারদিকে প্রতিধ্বনিত হল। চুপ করে সে উত্তরের জন্য কান পাতল। তার নিজের স্বর নিস্তব্ধ গিরিপথে ছড়িয়ে পড়ে অসংখ্য প্রতিধ্বনি হয়ে তারই কানে ফিরে এল। অন্য কোন শব্দ শোনা গেল না। আবার শব্দ করল, আরও জোরে, কিন্তু ফেলে-যাওয়া বন্ধুদের কাছ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দও ফিরে এল না। এতক্ষণে একটা আবছা নামহীন ভয় তাকে ঘিরে ধরল; পাগলের মত সে ছুটতে লাগল; উত্তেজনায় মূল্যবান খাদ্যবস্তুও কাঁধ থেকে ফেলে দিল।

মোড় ঘুরতেই যেখানে আগুন জেলেছিল সেই জায়গাটা স্পষ্ট দেখতে পেল। পোড়া কাঠের ছাই তখনও ধিকিধিকি জ্বলছে। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় সে চলে যাবার পরে আর নতুন করে কাঠ দেওয়া হয় নি। চারদিকে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। আশংকা এবার বাস্তব রূপ নিল। সে ছুটতে লাগল। আগুনের কাছে প্রাণীমাত্রও নেই। ঘোড়া, মানুষ, তরুণী—সব নিশ্চিহ্ন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তার অনুপস্থিতিতে ভয়ংকর একটা আকস্মিক বিপদ ঘটে গেছে —সে বিপদ সকলকে তার আলিঙ্গনে ঢেকে দিয়েছে, পিছনে চিহ্ন পর্যন্ত রাখে নি।

এই আঘাতে জেফারসন হোপ বিমূঢ় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। মাথাটা ঘুরে উঠল। পাছে মাটিতে পড়ে যায় এই ভয়ে সে রাইফেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। স্বভাবতই সে উদ্যমশীল মানুষ, তাই সাময়িক নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে উঠতে বেশী সময় লাগল না। অগ্নিকুণ্ডের ভিতর থেকে একটা অর্ধ-দগ্ধ কাঠ নিয়ে সেটাতে আগুন জ্বালাল, আর তারই আলোয় চারদিকটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। চতুর্দিকে ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ দেখেই বোঝা যায় একটা বড় অশ্বারোহী দল পলাতকদের আক্রমণ করেছিল এবং পথের নিশানা দেখেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে তারা লবণ হ্রদ শহরের দিকেই ফিরে গেছে। তারা কি দুজনকেই তুলে নিয়ে গেছে? জেফারসন হোপ সেইটেই ভেবে নিয়েছিল, এমন সময় একটা জিনিস তার চোখে পড়ল যাতে তার সারা শরীর শিউরে উঠল। একটু দূরে লাল মাটির একটা নীচু ঢিবি। আগে ওটা নিশ্চয়ই ওখানে ছিল না। একটা নতুন খোঁড়া কবর ছাড়া ওটাকে আর কিছু বলে ভুল করবার কোন কারণই নেই। আর একটু এগিয়ে তরুণ শিকারী দেখতে পেল, কবরের উপরে একটা লাঠি পোঁতা রয়েছে, আর সেই লাঠির চেরা ডগার মধ্যে আটকে রয়েছে একটুকরো কাগজ। কাগজের লেখাটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট:

জন ফেরিয়ার

লবণ হ্রদ শহরের প্রাক্তন অধিবাসী।
মৃত্যু ৪ঠা আগস্ট, ১৮৬০

মাত্র কিছুক্ষণ আগেও যে বৃদ্ধ লোকটিকে সে রেখে গিয়েছিল সে আর নেই। আর এই তার স্মৃতি-লেখ! জেফারসন হোপ হন্যে হয়ে দ্বিতীয় কবরের খোঁজ করল, কিন্তু তার কোন চিহ্নই দেখতে পেল না। লুসির নিয়তিকে পূর্ণ করবার জন্য অনুসরণকারীরা তাকে তুলে নিয়ে গেছে। কোন প্রধান-পুত্রের অন্তঃপুরে হবে তার স্থান। লুসির অনিবার্য নিয়তি আর তাকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতার কথা ভেবে যুবকটির ইচ্ছা হল—সেও বৃদ্ধের শেষ শান্ত বিশ্রামাগারেই শয্যা গ্রহণ করবে।

সঙ্গে সঙ্গে তার উদ্যমশীল মনোবল হতাশা প্রসূত এই কর্মহীনতাকে ঝেড়ে ফেলে দিল। যদি আর কিছুই করবার না থাকে, বেঁচে থেকে সে প্রতিহিংসা তো নিতে পারবে। দুর্জয় ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে জেফারসনের মনে ছিল দীর্ঘস্থায়ী জিঘাংসার এক অনন্য শক্তি। যে নিগ্রোদের সঙ্গে সে বাস করত হয়তো তাদের কাছ থেকেই এ শক্তি সে অর্জন করেছিল। নিঃসঙ্গ অগ্নিকুণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে সে মনে মনে বলল, নিজের হাতে শত্রুদের উপর পরিপূর্ণ প্রতিশোধ নিতে পারলে তবেই এ দুঃখের অবসান হতে পারে। তার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি আর শ্রান্তিহীন উদ্যমকে ঐ একটিমাত্র লক্ষ্যসাধনে নিয়োজিত করবার সংকল্প সে গ্রহণ করল। কঠোর ফ্যাকাসে মুখে সে সেইখানে ফিরে গেল যেখানে সে খাদ্যবস্তু ফেলে এসেছিল। আগুনটাকে ভাল করে জ্বেলে কয়েকদিন চলবার মত মাংস তাতে ঝলসে নিল। তারপর সেই মাংসকে পুটুলিতে বেঁধে শ্রান্ত পা ফেলে ফেলে পাহাড়ের উপর দিয়ে ফিরে চলল প্রতিহিংসার দূতদের পথ ধরে।

ঘোড়ায় চেপে যেপথ সে পার হয়ে এসেছিল, পাঁচ দিন ধরে পায়ে হেঁটে সেই গিরিপথ বেয়ে চলতে তার পা থেকে রক্ত ঝরল, শ্রান্তিতে দেহ ভেঙে পড়তে চাইল। রাত্রিতে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেয়, আবার ভোর হবার আগেই পথে নামে। ষষ্ঠ দিন সে ঈগল গিরিপথে পৌঁছল। সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল তাদের ভাগ্যহীন যাত্রা। সেখান থেকে সন্তদের বাড়ির উপর তার চোখ গেল। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ নিয়ে সে রাইফেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। নীচেকার স্তব্ধ প্রসারিত শহরকে লক্ষ্য করে সে তার ক্ষীণ হাতখানা হিংস্রভাবে নাড়তে লাগল। ভাল করে তাকিয়ে দেখতে পেল, কয়েকটি প্রধান প্রধান রাস্তায় পতাকা উড়ছে; উৎসবের অন্য চিহ্নও চোখে

পড়ল। সে ভাবতে লাগল, এসবের অর্থ কি। এমন সময় ঘোড়ার ক্ষুরের খটাখট্ শব্দ কানে আসতেই তাকিয়ে দেখল, একজন অশ্বারোহী তার দিকেই আসছে। কাছে এলে চিনতে পারল, সে একজন মোর্মোন, নাম কাউপার; অতীতে তার অনেক উপকার সে করেছে। লোকটি কাছে এলে লুসি ফেরিয়ারের ভবিতব্য জানবার জন্য সেই প্রথম কথা বলল।

'আমি জেফারসন হোপ. আশা করি আমার কথা তোমার মনে আছে।'

মোর্মোন সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল। সত্যি, এই বীভৎস ফ্যাকাসে মুখ আর হিংস্র উন্মত্ত চোখ, এই ছিন্নবাস অপরিচ্ছন্ন ভবঘুরেকে দেখে অতীতের ফিটফাট শিকারী তরুণ বলে চেনা শক্ত। শেষ পর্যন্ত তার পরিচয় সম্পর্কে নিঃসংশয় হতেই তার বিস্ময় আতংকে পরিণত হল।

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'তুমি কি পাগল যে এখানে এসেছ। তোমার সঙ্গে কথা বলছি বলে আমার জীবনও বিপন্ন হতে পারে। ফেরিয়ারদের পালাবার ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য চার মহাত্মার নামে তোমার বিরুদ্ধে যে পরোয়ানা বেরিয়েছে।'

হোপ বলল, 'তাদের আমি ভয় করি না, তাদের পরোয়ানাকেও নয়। কাউপার, এবিষয়ে কিছু খবর তুমি নিশ্চয় রাখ। তোমার প্রিয়জনের দিব্যি, আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দাও। আমরা অনেক দিনের বন্ধু। ঈশ্বরের দোহাই, আমার প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করো না।'

'কি প্রশ্ন?' মোর্মোন অস্বস্তির সঙ্গে প্রশ্ন করল, 'তাড়াতাড়ি কর। পর্বতেরও কান আছে, আর গাছেরও চোখ আছে।'

'লুসি ফেরিয়ারের কি হয়েছে?'

'গতকাল তরুণ ড্রেবারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। আরে! কি হল? দাঁড়াও, সোজা হয়ে দাঁড়াও। তুমি যে মরার মত হয়ে গেলে।'

'আমার কথা ছেড়ে দাও,' অস্ফুট স্বরে হোপ বলল। তার ঠোঁট অবধি সাদা হয়ে গেছে। যে পাথরটায় ঠেস দিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল, সেটার উপরেই ধপ করে বসে পড়ল। 'বিয়ে হয়ে গেছে, না?'

'গতকাল বিয়ে হয়েছে। বিয়েবাড়িতে সেইজন্যই তো অত পতাকা উড়ছে। কে তাকে পাবে এই নিয়ে তরুণ ড্রেবার আর তরুণ স্ট্যাঙ্গারসনের মধ্যে বচসা হয়। স্ট্যাঙ্গারসন গুলি করে লুসির বাবাকে মেরে ফেলে। ফলে তার দাবীই ভারী হয়ে ওঠে। কিন্তু এ নিয়ে পরিষদে যখন আলোচনা শুরু হয় তখন ড্রেবারই দলে ভারী হয় এবং গুরুদেব কনেকে তার হাতেই তুলে দেন। অবশ্য কেউই তাকে বেশী দিন রাখতে পারবে না। কালই তার মুখে আমি মৃত্যুর ছায়া দেখেছি। সে আর স্ত্রীলোক নেই, একটি প্রেতিনী। তুমি তাহলে ফাঁকিতেই পড়লে?'

'হ্যাঁ, আমি ফাঁকিতেই পড়লাম,' আসন থেকে উঠে জেফারসন হোপ বলল। তার মুখ যেন পাথর কুঁদে তৈরি, এমনি কঠিন আর স্পষ্ট তার মুখের ভাব। এক অশুভ আলোয় চোখ দুটি জ্বলছে।

'কোথায় চললে?'

'কিছু মনে করো না,' সে জবাব দিল। তারপর অস্ত্রটা কাঁধের উপর ঝুলিয়ে গিরিপথ ধরে চলে গেল বন্য পশুদের আবাসস্থল পর্বতের বুকে। সেখানে তার মত হিংস্র ও বিপজ্জনক আর কেউ ছিল না।

মোর্মোনের ভবিষ্যবাণী শীঘ্রই ফলে গেল। বাবার নৃশংস মৃত্যু, অথবা জোর করে অসম্মানজনক বিবাহের ফল, যে কারণেই হোক বেচারি লুসি তারপর আর কোনদিন মাথা তোলে নি, একমাসের মধ্যেই শুকিয়ে মরে গেল। তার মাতাল স্বামী জন ফেরিয়ারের সম্পত্তির লোভেই তাকে বিয়ে করেছিল। কাজেই লুসির মৃত্যুতে সেরকম কিছু দুঃখ তার হল না। কিন্তু তার অন্য স্ত্রীরা তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করল এবং মোর্মোন-রীতি অনুসারে অন্ত্যেষ্টির আগের রাতটা তার পাশেই বসে কাটাল। খুব সকালে তারা মৃতদেহের চারপাশে গোল হয়ে বসেছিল, এমন সময় অবর্ণনীয় ভয় ও বিস্ময়ের সঙ্গে তারা দেখল যে দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে গেল এবং একটি ভীষণ-দর্শন ঝঞ্ঝাহত জীর্ণবাস মানুষ ঘরের মধ্যে ঢুকল। ত্রস্ত নারীদের দিকে কোনরকম দৃষ্টিপাত না করে বা কোন কথা না বলে যে ফ্যাকাসে নীরব দেহে একদিন লুসি ফেরিয়ারের পবিত্র আত্মার বাস ছিল সেইদিকে এগিয়ে গেল। তার উপর ঝুঁকে পড়ে সসম্মানে তার শীতল ললাটে ঠোঁট দুটিকে চেপে ধরল। তারপর হাতখানা তুলে ধরে আঙুল থেকে বিয়ের আংটিটা খুলে নিল। হিংস্র কণ্ঠে গর্জে উঠল, 'এই আংটিসহ ওকে কবর দেওয়া চলবে না।' কেউ চীৎকার-চেঁচামিচি করবার আগেই সে লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল। ঘটনাটা এতই বিস্ময়কর ও সংক্ষিপ্ত যে যারা দেখেছিল তাদের পক্ষেও সেটা বিশ্বাস করা কঠিন, বা অন্যকে বিশ্বাস করানো আরও কঠিন। কিন্তু একথা তো অনস্বীকার্য যে তার বিয়ের কনে হবার একমাত্র চিহ্ন সোনার আংটিটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কয়েক মাস ধরে জেফারসন সেই পাহাড়ের মধ্যেই বন্য জীবন যাপন করতে লাগল। প্রতিহিংসার যে তীব্র বাসনা তাকে পেয়ে বসেছে তাকেই সে সযত্নে লালন করে চলেছে। শহরে নানা কাহিনী রটতে লাগল যে একটি কিম্ভুত মানুষকে কখনও শহরের উপকণ্ঠে, আবার কখনও নির্জন গিরিপথে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। একদিন একটা বুলেট স্ট্যাঙ্গারসনের জানালা দিয়ে ঢুকে তার এক ফুটের মধ্যে দেয়ালে বিঁধে যায়। আর একদিন, ড্রেবার যখন পাহাড়ের নীচে দিয়ে যাচ্ছিল তখন একটা মস্ত বড় পাথর তার উপর গড়িয়ে

পড়ে। তাড়াতাড়ি ছিটকে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে কোনক্রমে সে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। দুই তরুণ মোর্মোন শীঘ্রই বুঝতে পারল কেন তাদের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হচ্ছে। শত্রুকে ধরবার বা মেরে ফেলবার আশায় বার বার তারা পার্বত্য অঞ্চলে অভিযান চালালো। কিন্তু কোনবারই কোন ফল হল না। তখন তারা সতর্কতা অবলম্বন করল।

কখনও তারা একাকী বা রাত্রিবেলা বাইরে বের হত না। তাদের বাড়ির চতুর্দিকে কড়া পাহারারও ব্যবস্থা করল। কিছুদিন পরে অবশ্য এইসব ব্যবস্থা তারা শিথিল করে দিল, কারণ প্রতিপক্ষকে আর দেখাও যেত না, বা তার কথাও কিছু শোনা যেত না। ফলে তাদের আশা হল যে, কালক্রমে তার জিঘাংসাবৃত্তি হয়তো ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

কিন্তু মোটেই তা হয় নি। কালক্রমে জিঘাংসাবৃত্তি আরও প্রখর হয়েছে। শিকারীর মন ছিল কঠোর, অনমনীয়। প্রতিহিংসার বাসনা তার মনকে এমন-ভাবে সম্পূর্ণ গ্রাস করে বসেছিল যে আর কোন ভাবনা-চিন্তার স্থান সেখানে ছিল না। সে ছিল পুরোপুরি বাস্তবপন্থী। শীঘ্রই সে বুঝতে পারল, যে-ভাবে সে অবিশ্রাম পরিশ্রম করে চলেছে তার লৌহ-কঠিন দেহযন্ত্রও বেশীদিন তা সহ্য করতে পারবে না। এভাবে রোদে-বৃষ্টিতে থেকে থেকে আর ভাল খাদ্যের অভাবে তার শরীর ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। পাহাড়ের মধ্যে কুকুরের মত মরে গেলে তার প্রতিহিংসার কি হবে? অথচ এভাবে চললে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সে বুঝল যে তাহলে তো তার শত্রুর উদ্দেশ্যই সফল হবে। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে পুরনো নেভাদা খনিতে ফিরে গেল, সেখানে থেকে হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে বিনা কষ্টে অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারবে—এই আশায়।

তার ইচ্ছা ছিল বড় জোর এক বছর সেখানে কাটাবে। কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব ঘটনার চাপে তাকে প্রায় পাঁচ বছর খনিতে কাটাতে হল। অবশ্য এতদিন পরেও তার প্রতি অন্যায়ের স্মৃতি এবং তার প্রতিহিংসার স্পৃহা এতটুকু হ্রাস পায় নি। জন ফেরিয়ারের কবরের পাশে দাঁড়াবার সেই স্মরণীয় রাতে যেমন তীব্র ছিল আজও তাই আছে। একটা নকল নামের আড়ালে আত্মগোপন করে সে লবণ হ্রদ শহরে ফিরে গেল। যাকে সে ন্যায় বলে জেনেছে তাকে পাবার জন্য যদি তার জীবন যায় তো যাক। সেখানে অনেক দুঃসংবাদ তারজন্য অপেক্ষা করেছিল। কয়েক মাস আগে 'প্রিয় মানবদলে'র মধ্যে একটি দলাদলি হয়ে গেছে। গীর্জার কিছু তরুণ সদস্য প্রধানদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। ফলে বেশকিছু অসন্তুষ্ট সদস্য দলত্যাগ করে উটাহ্ ছেড়েছে এবং বাইরে গিয়ে 'জেন্টিল' হয়েছে। ড্রেবার এবং স্ট্যাঙ্গারসনও তাদের মধ্যে আছে। তারা কোথায় গেছে তা কেউ জানে না। গুজবে প্রকাশ, ড্রেবার তার

বেশীর ভাগ সম্পত্তি অর্থে রূপান্তরিত করে বেশ ধনী হয়ে চলে গেছে, আর তার সঙ্গী স্ট্যাঙ্গারসন গেছে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হয়ে। তাদের গতিবিধি সম্পর্কে কিছুই জানবার উপায় নেই।

এমন অসুবিধার সম্মুখীন হলে অনেক প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকই প্রতিশোধের বাসনা পরিত্যাগ করত। জেফারসন হোপ কিন্তু মুহূর্তের জন্যও দ্বিধাবোধ করল না। যে স্বল্প যোগ্যতা তার ছিল তারই সাহায্যে কাজকর্ম জোগাড় করে করে সে যুক্তরাষ্ট্রের শহর থেকে শহরে ঘুরতে লাগল শত্রুর সন্ধানে। বছরের পর বছর কেটে গেল, তার কালো চুল সাদা হয়ে গেল, তবু তার ঘোরার বিরাম নেই।

এক মানবরূপী শিকারী কুকুর যেন। যে লক্ষ্যে সে জীবন উৎসর্গ করেছে, সারা মন তারই উপর নিবদ্ধ। অবশেষে অধ্যবসায়ের পুরস্কার মিলল। একটি জানালাপথে একটি মুখের প্রতি একটিমাত্র দৃষ্টিপাত। কিন্তু সেই একটিমাত্র দৃষ্টিপাত তাকে বলে দিল, যাদের সন্ধানে সে ঘুরছে তারা আছে ওহিয়োর ক্লিভল্যাণ্ডে। প্রতিহিংসার সব পরিকল্পনা পাকা করে সে ফিরে গেল তার শোচনীয় বাসস্থানে। ওদিকে ড্রেবার কিন্তু জানালা দিয়ে তাকিয়েই পথের বাউণ্ডুলে লোকটাকে চিনতে পেরেছিল, তার দুই চোখে দেখেছিল খুন। স্ট্যাঙ্গারসন তখন তার ব্যক্তিগত সচিব। দুজনে মিলে তখনই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে জানাল, একজন পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষা ও ঘৃণার ফলে তাদের জীবন বিপন্ন হতে বসেছে। সেই সন্ধ্যায়ই জেফারসন হোপ হাজতে বন্দী হল এবং জামিন দিতে না পারায় কয়েক সপ্তাহের জন্য আটক হয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত যখন মুক্তি পেল তখন দেখল ড্রেবারের বাড়ি পরিত্যক্ত; সে এবং তার সচিব ইউরোপ যাত্রা করেছে।

প্রতিশোধের চেষ্টা আবার ব্যর্থ হল। আবার অন্তরের সংহত ঘৃণা তাকে অনুসন্ধানে প্ররোচিত করল। অর্থের অভাবের জন্য আবার সে কাজে ফিরে গেল। আসন্ন ভ্রমণের জন্য প্রতিটি ডলার সঞ্চয় করে অবশেষে বেঁচে থাকবার মত অর্থ সংগ্রহ হতেই ইউরোপ যাত্রা করল। সে কোন চাকরের কাজ করেও শহর থেকে শহরে শত্রুদের খুঁজতে লাগল। কিন্তু পলাতকদের দেখা নেই। সেন্ট পিটার্সবার্গে পৌঁছে দেখে তারা প্যারিস চলে গেছে। সেখানে গিয়ে জানল, এইমাত্র তারা কোপেনহেগেন যাত্রা করেছে। ডেনমার্কের রাজধানীতে পৌঁছতেও তার কয়েকদিন দেরী হয়ে গেল, ততদিনে তারা লণ্ডনে পৌঁচেছে। সাক্ষাৎ মিলল সেখানেই। সেখানে কি ঘটল বৃদ্ধ শিকারীর নিজের বিবরণী উল্লেখ করলেই সেটা ভাল জানা যাবে। আর সে বিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে ডঃ ওয়াটসনের জার্নালে। সে জার্নাল তো ইতিপূর্বেই আমাদের অনেক কথা জানিয়েছে।

১৩ ঃ জন ওয়াটসন এম. ডি-র স্মৃতি-চারণার অনুবৃত্তি

আমাদের বন্দীর তীব্র প্রতিরোধ কিন্তু আমাদের প্রতি তার হিংস্র মনোভাবের পরিচায়ক বলে মনে হল না, কারণ যখনই সে নিজেকে অসহায় বলে বুঝতে পারল অমনি সে সহজভাবে হেসে উঠল এবং ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় সে আমাদের কাউকে আঘাত করে নি বলে আশাও প্রকাশ করল। শার্লক হোমসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে আমাকে থানায় নিয়ে যাবেন। আমার গাড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের বাঁধন খুলে দিলে আমি হেঁটেই সেখানে যেতে পারতাম। আমি আর আগের মত ততটা হাল্কা নই যে আমাকে তুলে নিয়ে যাবেন।'

গ্রেগসন ও লেস্ট্রেড দৃষ্টি বিনিময় করল। তারা হয়তো এ প্রস্তাবকে স্পর্ধা বলে মনে করল। কিন্তু হোমস তৎক্ষণাৎ তার কথামত যে তোয়ালে দিয়ে তার গোড়ালি দুটো একসঙ্গে বেঁধেছিলাম সেটা খুলে দিল। সে উঠে পা ছড়াল, যেন নিশ্চিত হতে চাইল যে সত্যি তার পা দুটো খুলে দেওয়া হয়েছে। মনে পড়ল, তাকে প্রথম দেখেই মনে মনে ভেবেছিলাম, এমন শক্ত-সমর্থ চেহারার মানুষ আমি কদাচিৎ দেখেছি। তার কালো রোদে-পোড়া মুখে দৃঢ়সংকল্প ও শক্তির এমন একটা প্রকাশ আছে যা তার শারীরিক শক্তির মতই দুর্ভেদ্য।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার ঘর-সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'পুলিশ-প্রধানের পদ যদি কোথাও খালি থাকে, আপনি সে পদের যোগ্য ব্যক্তি। যে-ভাবে আপনি আমার পিছু নিয়েছিলেন সেটা যথেষ্ট সতর্কতার পরিচায়ক।'

হোমস গোয়েন্দাযুগলকে বলল, 'তোমরা বরং আমার সঙ্গে চল।'

'আমি গাড়িটা চালিয়ে নেব,' লেস্ট্রেড বলল।

'ভাল কথা। গ্রেগসন আমার সঙ্গে ভেতরে বসবে। ডাক্তার, তুমিও চল। এই কেসটায় তুমি যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছ। কাজেই আমাদের সঙ্গেই থাক।'

আমি সানন্দে সম্মত হলাম। তিনজন একসঙ্গেই নামলাম। বন্দী পালাবার কোন চেষ্টা করল না। ধীরে ধীরে তার নিজের গাড়িতে উঠল। আমরা তাকে অনুসরণ করলাম। লেস্ট্রেড কোচ-বক্সে উঠে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসাল এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিল। একটা ছোট ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে একজন পুলিশ-ইন্সপেক্টর বন্দীর নাম এবং যাদের খুনের দায়ে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাদের নাম লিখে নিলেন। অফিসারটির মুখ ফ্যাকাশে, ভাবলেশহীন। একঘেয়ে যান্ত্রিকভাবে তিনি কর্তব্য সম্পাদন করলেন। বললেন, সপ্তাহকালের মধ্যেই বন্দীকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করা হবে। মিঃ জেফারসন

হোপ, আপনি কোন বক্তব্য রাখতে চান কি? অবশ্য আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া দরকার যে আপনার সব কথা লিখে নেওয়া হবে এবং সেগুলি আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করাও হতে পারে।'

বন্দী ধীরে ধীরে বলল, 'অনেক কথা আমার বলবার আছে। ভদ্রমহোদয়-গণ, সব কথা আমি আপনাদের কাছে খুলে বলতে চাই।'

ইন্সপেক্টর বলে উঠলেন, 'বিচারের জন্য কথাগুলি তুলে রাখলে ভাল হত না?'

সে জবাব দিল, 'আমার বিচার হয়তো কোনদিনই হবে না। আপনারা চমকে উঠবেন না। আমি আত্মহত্যার কথা ভাবছি না। আপনি তো ডাক্তার?' শেষ প্রশ্নটা করবার সময় সে তার তীক্ষ্ণ কালো চোখ দুটি আমার উপর রাখল।

উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, আমি ডাক্তার।'

হাত-কড়া পরানো কব্জি দুটো বুকের দিকে ঘুরিয়ে সে হাসিমুখে বলল, 'তাহলে আপনার হাতটা এখানে রাখুন।'

তাই করলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম বুকের ভিতরে একটা অস্বাভাবিক দপদপানি ও গোলযোগ চলেছে ভিতরে। একটা শক্তিশালী ইঞ্জিন চললে পুরনো ঝরঝরে বাড়ি যেমন থরথর করে কাঁপে, তার বুকের পাঁজরও তেমনি-ভাবে কাঁপছে। ঘরের নীরবতার মধ্যে ঐ একই জায়গা থেকে আসা একটা একঘেয়ে গুনগুন শব্দও আমি শুনতে পেলাম।

চীৎকার করে বললাম, 'একি! আপনার যে হৃদপিণ্ডের রক্তবাহিকা ধমনীর স্ফীতিরোগ (aortic aneurisim) হয়েছে।'

সে শান্ত গলায় বলল, 'তারা ওই কথাই বলেছে। এজন্য গত সপ্তাহে একজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, কয়েকদিনের মধ্যে ওটা ফাটবেই। বছরের পর বছর ধরে রোগটা খারাপের দিকেই গেছে। লবণ হ্রদ পার্বত্য অঞ্চলে রোদে-জলে বাইরে কাটানো আর খাদ্যাভাবের ফলেই ওটা হয়েছে। এতদিনে আমার কাজ শেষ করেছি। কখন চলে যাব তা নিয়ে আর মাথাব্যথা নেই। কিন্তু যা করেছি তার বিবরণ রেখে যেতে চাই। লোকে আমাকে একটা সাধারণ খুনী বলে মনে রাখবে সেটা আমি চাই না।'

তাকে কাহিনীটি বলতে দেওয়া উচিত হবে কি না সেবিষয়ে ইন্সপেক্টর ও দুজন গোয়েন্দার মধ্যে একটা দ্রুত আলোচনা হল।

প্রথমোক্ত জন প্রশ্ন করলেন, 'ডাক্তার, আপনি কি মনে করেন এখনি কোন বিপদ ঘটতে পারে?'

'নিশ্চয় পারে,' আমি জবাব দিলাম।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'তাহলে তো ন্যায়-বিচারের স্বার্থে আমাদের কর্তব্য

একটা বিবৃতি নেওয়া। দেখুন, আপনি ইচ্ছা করলেই সব কথা বলতে পারেন। তবে আবার আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আপনার সব কথাই লেখা হয়ে যাবে।'

একটু আসনে বসতে বসতে বন্দী বলল, 'আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বসছি। এই ধমনীস্ফীতি আমাকে অল্পতেই পরিশ্রান্ত করে। আধঘণ্টা আগে যে ধস্তাধস্তি করেছি তাতে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়নি। কবরের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি, কাজেই আপনাদের কাছে মিথ্যা বলব না। আমার প্রতিটি শব্দ একান্তভাবে সত্য। আপনারা তাকে কিভাবে ব্যবহার করবেন তাতে আমার কিছু আসে যায় না।'

এই কথা বলে লেস্ট্রেডের চোখে চোখ রেখে হেলান দিয়ে নিম্নলিখিত বিস্ময়কর বিবৃতিটি শুরু করল। এমন শান্ত শৃঙ্খলভাবে সে কথা বলতে লাগল যেন ঘটনাগুলি খুবই সাধারণ। এতৎসঙ্গে যুক্ত বিবরণের যথার্থতার সব দায়িত্ব আমি নিচ্ছি, কারণ লেস্ট্রেডের নোটবুক আমি দেখেছি, আর সে নোটবুকে বন্দীর কথাগুলি অবিকল লেখা হয়েছিল।

সে বলতে লাগল, 'এই লোক দুটিকে আমি কেন ঘৃণা করতাম সেটা আপনাদের কাছে অবাস্তব। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে দুটি মানব সন্তানের—একটি পিতা, অপরটি কন্যা—হত্যার অপরাধে এরা অপরাধী, আর সেই কারণেই তাদের বেঁচে থাকবার কোন অধিকার ছিল না। তাদের অপরাধের পরে এত বেশী দিন পার হয়ে গেছে যে কোন আদালতে তাদের দণ্ডের ব্যবস্থা করা ছিল অসম্ভব। তাদের অপরাধ আমি জানতাম, তাই স্থির করলাম আমি হব একাধারে বিচারক, জুরী এবং জল্লাদ। আপনাদের মধ্যে যদি এতটুকু মনুষ্যত্ব থাকে, আপনারা যদি আমার অবস্থায় পড়েন, তাহলে আপনারাও ঐ কাজই করতেন।

'যে মেয়েটির কথা বললাম, কুড়ি বছর আগে আমাকেই তার বিয়ে করবার কথা ছিল। ঐ ড্রেবারকে বিয়ে করতে সে বাধ্য হয়েছিল। ফলে তার বুক ভেঙে গেল। তার মৃতদেহের আঙুল থেকে বিয়ের আংটিটা আমিই খুলে নিয়েছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মৃত্যুকালে ঐ ড্রেবারের চোখের দৃষ্টি থাকবে আংটিটার উপরে, আর যে অপরাধের জন্য তার শাস্তি হল তাই হবে তার শেষ চিন্তা। আংটিটা সঙ্গে নিয়ে তাকে এবং তার সহযোগীকে অনুসরণ করে আমি দুটো মহাদেশে ঘুরেছি, তবে তাদের ধরতে পেরেছি। তারা ভেবেছিল আমি শ্রান্ত হয়ে সরে যাব, কিন্তু তা যাই নি। কাল যদি আমি মরি,—সেটাই সম্ভব,—একথা জেনে মরব যে পৃথিবীতে আমার কাজ শেষ হয়েছে—ভাল ভাবেই শেষ হয়েছে। তারা ধ্বংস হয়েছে, এবং আমার হাতেই হয়েছে। আমার আশা করবার, কামনা করবার আর কিছুই নেই।

'তারা ছিল ধনী, আমি দরিদ্র, কাজেই তাদের অনুসরণ করা আমার পক্ষে খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। লণ্ডনে যখন এলাম আমার পকেট প্রায় ফাঁকা। বুঝলাম, বেঁচে থাকবার জন্য কিছু না কিছু করতেই হবে। গাড়ি চালানো আর ঘোড়া চালানো আমার কাছে পায়ে হাঁটার মতই স্বাভাবিক। তাই এক গাড়ির মালিকের কাছে দরখাস্ত করলাম, কাজও পেয়ে গেলাম। প্রতি সপ্তাহে মালিককে একটি নির্দিষ্ট অর্থ দিতে হবে, তার বেশী যা আয় হবে সেটা আমার। বেশী প্রায়ই কিছু থাকত না। তবু তাই দিয়েই কোনরকমে চালিয়ে নিতাম। পথ চেনাটাই হল সব থেকে শক্ত কাজ। আমার তো মনে হয় যত রকম গোলকধাঁধা আজ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে, এই শহর তার মধ্যে সবচাইতে গোলমেলে। একটা মানচিত্র সঙ্গে রাখতাম। তারপর একবার যখন বড় বড় হোটেল আর স্টেশনগুলো চিনে ফেললাম, তখন কাজ ভালই চলতে লাগল।

'আমার দুই ভদ্রমহোদয় কোথায় থাকেন সেটা বের করতেই বেশ কিছুদিন কেটে গেল। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম। নদীর ওপারে কাম্বারওয়েলের একটা বোর্ডিং-হাউসে তারা থাকে। একবার যখন সন্ধান পেয়েছি জানতাম তাদের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি। মুখে দাড়ি রেখেছি, কাজেই তাদের পক্ষে আমাকে চিনবার কোন সম্ভাবনাই নেই। সুযোগের অপেক্ষায় কুকুরের মত তাদের পিছনে লেগে রইলাম। স্থির করে ফেললাম, এবার আর পালাতে দেব না।

'তবু তারা কিন্তু পালাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। লণ্ডনে তারা যেখানেই যাক আমি তাদের পায়ে পায়েই ছিলাম। কখনও গাড়ি নিয়ে তাদের অনুসরণ করতাম, কখনও বা পায়ে হেঁটে। অবশ্য প্রথম ব্যবস্থাটাই ভাল, তারা তাতে চোখের বাইরে যেতে পারত না। খুব ভোরে অথবা অধিক রাতেই যাকিছু উপার্জন করতে পারতাম। ফলে মালিকের টাকা বাকি পড়তে লাগল। কিন্তু যাদের খুঁজছি তাদের যদি ধরতে পারি তা হলে আর কিছুরই পরোয়া করি না।

'তারা খুবই চতুর। তাদের যে অনুসরণ করা হতে পারে এটা তারা বুঝেছিল। তাই কখনও তারা কেউ একা বা রাতের বেলায় বের হত না। দুই সপ্তাহ ধরে প্রতিটি দিন তাদের পিছু পিছু গাড়ি চালালাম, কিন্তু বারেকের জন্যও তাদের একা পেলাম না। ড্রেবার অর্ধেক সময়ই মাতাল হয়ে থাকত, কিন্তু স্ট্যাঙ্গারসনকে বাগে পাওয়াই মুশকিল। সকাল-সন্ধ্যা তাদের উপর নজর রেখেছি, কিন্তু সুযোগের দেখা পাই না। তাই বলে আশা ছাড়লাম না। কে যেন আমাকে বলত, লগ্ন আগতপ্রায়। একমাত্র ভয় ছিল, বুকের এইটে আগেই ফেটে গিয়ে আমার কাজকে অসমাপ্ত রেখে না দেয়।

'অবশেষে একদিন রাতে তাদের আবাসস্থল টর্কোয়ে টেরেস ধরে গাড়িতে চলা-ফেরা করছি, এমন সময় একটা গাড়ি এসে তাদের দরজায় দাঁড়াল। কিছু মালপত্র আনা হল। একটু পরে ড্রেবার ও স্ট্যাঙ্গারসন বেরিয়ে আসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। আমিও চাবুক মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি। মনে অস্বস্তি, তারা হয় তো বাসস্থান পরিবর্তন করছে। ইউস্টন স্টেশনে তারা গাড়ি থেকে নামল। একটা ছোকরাকে ঘোড়াটাকে ধরতে বলে আমিও তাদের পিছু পিছু প্ল্যাটফর্মে গেলাম। শুনতে পেলাম তারা লিভারপুলের ট্রেনের খোঁজ করছে। গার্ড জানাল, একটা এই-মাত্র চলে গেল, আর একটা ছাড়তে কয়েক ঘণ্টা দেরী আছে। স্ট্যাঙ্গারসন যেন মুষড়ে পড়ল, কিন্তু ড্রেবার এতে খুশিই হল। ভীড়ের মধ্যে আমি তাদের এত কাছে চলে গেলাম যে দুজনের সব কথাই আমি শুনতে পেলাম। ড্রেবার বলল, তার নিজেৎ একটুখানি কাজ আছে, কাজেই স্ট্যাঙ্গারসন যদি খানিক অপেক্ষা করে তাহলে সে কাজটা সেরে আসতে পারে। সঙ্গী এতে ক্ষোভ প্রকাশ করে তাকে সরণ করিয়ে দিল যে সব সময় একত্র থাকতে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ। ড্রেবার জবাবে জানাল যে কাজটা গোপনীয়। কাজেই সে একাই যাবে। তাতে স্ট্যাঙ্গারসন কি বলল আমি শুনতে পেলাম না, কিন্তু অপরজন রাগে ফেটে পড়ে স্মরণ করিয়ে দিল যে সে তার মাইনে-করা চাকর ছাড়া কিছুই নয়, কাজেই কোনরকম হুকুম করা তাকে সাজে না। এ কথায় সচিব হাল ছেড়ে দিয়ে বলল যে, শেষ ট্রেন ধরতে না পারলে সে যেন 'হ্যালি ডে'স প্রাইভেট হোটেল'-এ তার সঙ্গে মিলিত হয়। ড্রেবার বলল, এগারটার আগেই সে প্ল্যাটফর্মে হাজির হবে। তারপরই সে স্টেশনের বাইরে চলে গেল।

'দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি এতদিনে ধরা দিল। শত্রুদের পেলাম হাতের মুঠোয়। একত্র থাকলে তারা পরস্পরকে রক্ষা করতে পারত, কিন্তু একা একা তারা অসহায়। অবশ্য তড়িঘড়ি কোন কাজ করলাম না। ছক তৈরি করাই ছিল। অপরাধী যদি প্রতিপক্ষকে চিনবার সময় না পায়, কেন প্রতিহিংসা তার মাথায় নেমে এসেছে তা বুঝতে না পারে, তা হলে আর প্রতিশোধের মজা রইল কি! আমি যে ছক তৈরি করেছি তাতে যে মানুষ আমার প্রতি অবিচার করেছে তাকে বুঝতে দেওয়া হবে যে তার অতীত পাপই তাকে ধরিয়ে দিয়েছে। ঘটনা-চক্রে কয়েক দিন আগে জনৈক ভদ্রলোক ব্রিক্সটন রোডের কয়েকটা বাড়ি দেখতে এসে একটা বাড়ির চাবি আমার গাড়িতে ফেলে যান। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা এসে তিনি সেটা নিয়ে যান। কিন্তু সেই ফাঁকে চাবিটার একটা ছাঁচ করে আমি একটা ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে নি। এইভাবে বিরাট মহানগরীর অন্তত একটা এমন স্থান আমার

দখলে এল যেখানে কেউ আমাকে বাধা দিতে আসবে না। ড্রেবারকে কি করে সে বাড়িতে নিয়ে যাব, সেই কঠিন সমস্যার সমাধান এবার চাই।

'সে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। একটা ছুটো মদের দোকানে ঢুকল। শেষেরটায় প্রায় আধঘণ্টা কাটাল। যখন বেরিয়ে এল তখন তার পা টলছে। বোঝা গেল একেবারে চুর হয়েছে। সামনেই একটা গাড়ি ছিল। তাতেই উঠে পড়ল। আমিও গাড়ি ছোটালাম পিছু পিছু, খুব কাছাকাছি। ওয়াটার্লু সেতু পার হয়ে মাইলের পর মাইল পার হয়ে অবশেষে সবিস্ময়ে দেখলাম যে রাস্তায় তারা আগে ছিল সেখানেই পৌঁছে গেছি। যাহোক, পিছু পিছু গিয়ে বাড়িটা থেকে একশ' গজ মত দূরে গাড়িটা রাখলাম। সে ভিতরে ঢুকল, তার গাড়িটাও চলে গেল। দয়া করে এক গ্লাস জল দিন। কথা বলতে বলতে গলা শুকিয়ে এসেছে।'

তার হাতে গ্লাসটা দিলাম। সে জল খেল।

আবার বলতে লাগল, 'সিকি ঘণ্টা বা কিছু বেশী সময় অপেক্ষা করে রইলাম। এমন সময় ঘরের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তির আওয়াজ শুনতে পেলাম। পরমুহূর্তে দরজাটা সজোরে খুলে গেল, আর দুজন লোক বেরিয়ে এল,—একজন ড্রেবার, অপর জন একটি তরুণ, তাকে আমি আগে কখনও দেখি নি। তরুণটি ড্রেবারের গলা চেপে ধরেছে। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে সে ড্রেবারকে এমন একটা লাথি মারল যে সে রাস্তায় ছিটকে পড়ল। হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে সে চীৎকার করে বলল, 'ব্যাটা কুকুর! মেয়েছেলেকে অসম্মান করবার উচিত শিক্ষা তোকে দিয়ে দেব।' তরুণটি রেগে একেবারে আগুন। মনে হল, সে ড্রেবারকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে একেবারে তুলোধোনা করে ফেলবে। কিন্তু অভদ্র লোকটা ততক্ষণে সেখান থেকে চম্পট দিয়েছে। মোড় পর্যন্ত ছুটে এসে আমার গাড়িটা দেখতে পেয়েই উঠে পড়ল। বলল, 'হ্যালিডে'স প্রাইভেট হোটেল-এ নিয়ে চল।'

'সে আমার গাড়ির মধ্যে উঠে বসতেই আনন্দে আমার বুক এমনভাবে লাফাতে লাগল যে ভাবলাম শেষ মুহূর্তে বুঝি বুকের রোগটা বেড়ে পড়বে। ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবলাম, কি করা উচিত। সোজা কোন গ্রামাঞ্চলে গিয়ে একটা নির্জন গলিতে তার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করতে পারি। সেইটেই প্রায় স্থির করে ফেলেছি, এমন সময় সমস্যার সমাধান সেই করে দিল। আবার তার মদের নেশা চাপল। আমাকে আদেশ করল, কোন মদের দোকানের সামনে গাড়ি থামাতে। আমি যেন অপেক্ষা করি—এই কথা বলে সে ভিতরে চলে গেল। দোকান বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সেখানেই কাটাল। যখন ফিরে এল তখন তার অবস্থা দেখেই বুঝলাম এবার কেল্লা ফতে।

'মনে করবেন না যে ঠাণ্ডা মাথায় তাকে খুন করতে চেয়েছিলাম। তা করলে সুকঠোর ন্যায়ের দণ্ডই হত। কিন্তু আমার মন তাতে সায় দিল না। অনেকদিন আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলাম, তাকে বাঁচাবার একটা বিকল্প সুযোগ আমি দেব, অবশ্য যদি সে সুযোগের সুবিধাটা নিতে পারে। আমার ভ্রাম্যমান জীবনে আমেরিকায় আমি নানা ধরনের চাকরি করেছি। একসময় ইয়র্ক কলেজের গবেষণাগারে দারোয়ান ও ঝাড়ুদারের কাজও করেছি। একদিন অধ্যাপকমশায় বিষ সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি ছাত্রদের একটা উপক্ষার জাতীয় জিনিস দেখালেন। দক্ষিণ আমেরিকায় তীরের ফলায় লাগাবার একরকম বিষ থেকে তিনি সেটা প্রস্তুত করেছেন। জিনিসটি এতই তীব্র যে এক গ্রেণ খেলেই মৃত্যু অনিবার্য। বোতলটা আমি ভাল করে দেখে রাখলাম। তারপর সকলে চলে গেলে খানিকটা নিয়ে নিলাম। ওষুধ তৈরির কাজটা আমি ভালই জানতাম। সেই উপক্ষার জাতীয় জিনিস দিয়ে ছোট ছোট দ্রবনীয় বড়ি বানিয়ে প্রত্যেকটি বড়িকে ঠিক ওই রকম দেখতে আর একটি সাধারণ বড়ির সঙ্গে এক একটা বাক্সে ভরে রাখলাম। সেই সময়েই মনে মনে স্থির করেছিলাম, শুভক্ষণ যখন আসবে তখন ভদ্রলোকরা প্রত্যেকে একটা বাক্স থেকে একটা বড়ি তুলে নেবে, আর যেটা পড়ে থাকবে সেটা আমি খাব। সে ব্যবস্থা হবে হাতের কাছ থেকে গুলি করার মতই মারাত্মক অথচ নিঝ ঞ্ঝাট। সেদিন থেকে বড়ির বাক্সগুলি আমি সব সময় সঙ্গে নিয়ে ফিরতাম। এতদিনে সেগুলি ব্যবহার করবার সময় এল।

'বারোটা বেজে তখন একটার কাছাকাছি। উদ্দাম শীতার্ত রাত। জোরে বাতাস বইছে। প্রবল ধারায় বৃষ্টি নেমেছে। বাইরে বিষণ্ণ প্রকৃতি, কিন্তু আমার অন্তর খুশিতে ভরা। এত খুশি যে আমি হয় তো উচ্ছ্বাসে চীৎকার করে উঠতাম। আপনাদের কেউ যদি কোন জিনিস একান্তভাবে চেয়ে থাকেন, দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন, এবং তারপর হঠাৎ একদিন সেটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে থাকেন, তাহলেই আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারবেন। একটা সিগার ধরালাম। স্নায়ুকে শক্ত রাখবার জন্য জোরে জোরে টানতে লাগলাম। আমার হাত কাঁপছে। সারা দেহ উত্তেজনায় থরথর করছে। গাড়ি চালাতে চালাতে আমি যেন দেখতে পেলাম, ঠিক যেমন এই ঘরে আপনাদের সকলকে দেখছি, বৃদ্ধা ফেরিয়ার ও মিষ্টি লুসি অন্ধকারের ভিতর থেকে আমার দিকে চেয়ে হাসছে। সারা পথ তারা ঘোড়ার দুই দিকে থেকে আমার আগে আগে চলল। ব্রিক্সটন রোডের বাড়িটার সামনে পৌঁছে গাড়ি থামাল।

'কেউ কোথাও নেই। বৃষ্টির ঝুপ-ঝুপ ছাড়া কোন শব্দও কানে আসে না। ভিতরে তাকিয়ে দেখি, ড্রেবার মদে চুর হয়ে হাত পা গুটিয়ে অঘোরে

ঘুমুচ্ছে। তার হাত ধরে নাড়া দিলাম। বললাম, 'নামবার সময় হয়েছে।'

'ঠিক আছে কোচম্যান,' সে বলল।

'মনে হল সে ভেবেছে আমরা তার কথামত হোটেলে পৌঁছে গেছি। কথাটি না বলে নেমে এল। আমার পিছু পিছু বাগানের পথে পা দিল। তখনও তার শরীর টলছে, তাই তাকে খাড়া রাখতে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। দরজা খুলে তাকে নিয়ে সামনের ঘরে ঢুকলাম। সত্যি বলছি সারা পথ বাবা আর মেয়ে আমাদের আগে আগেই হেঁটে এসেছে।

'পা ঠুকতে ঠুকতে সে বলে উঠল, 'এ যে নরকের অন্ধকার।'

'এক্ষুণি আলো জ্বালছি।' বলে দেশলাই ঠুকে সঙ্গে আনা মোমবাতিটা জ্বালালাম। 'তারপর এনক ড্রেবার,' তার দিকে ঘুরে বাতিটা আমার মুখের উপর ধরে বললাম, 'দেখ তো আমি কে।'

'মদের নেশায় ক্ষীণদৃষ্টি চোখ মেলে মুহূর্তের জন্য সে আমার দিকে তাকাল। তারপর তার চোখে দেখলাম বিভীষিকার ছায়া। তার সারা দেহ কাঁপতে লাগল। বুঝলাম সে আমাকে চিনেছে। বিবর্ণ মুখে সে পিছিয়ে গেল। ভুরুর উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ হতে লাগল। সে দৃশ্য দেখে দেয়ালে হেলান দিয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে সশব্দে হাসতে লাগলাম। আমি জানতাম, প্রতিশোধ মধুর, কিন্তু মনের যে পরম সন্তোষ সেই মুহূর্তে লাভ করলাম কোনদিন তা আশা করি নি।

'কুকুর কোথাকার।' আমি বললাম, 'লবণ হ্রদ শহর থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ পর্যন্ত তোকে খুঁজে বেড়িয়েছি। আর আগাগোড়া তুই আমাকে ফাঁকি দিয়েছিস। এইবার তোর সব ঘোরাঘুরির শেষ হবে, কারণ হয় তুই না হয় আমি আর আগামী কালের সূর্যোদয় দেখতে পাব না।' সে ভয়ে কুঁকড়ে আরও পিছনে সরে গেল। তার মুখ দেখে মনে হল সে আমাকে পাগল মনে করছে। সত্যি সেইমুহূর্তে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমার দেহের নাড়ীগুলো হাতুড়ির আঘাতের মত দপ্ দপ্ করছে। সেই সময় আমার নাক দিয়ে সবেগে ঝরঝর করে অনেকটা রক্ত বেরিয়ে না গেলে আমি হয়তো মূর্চ্ছিত হয়েই পড়তাম।

'দরজা বন্ধ করে দিয়ে চাবিটা তার মুখের সামনে নাচাতে নাচাতে বললাম, 'লুসি ফেরিয়ারকে এখন কেমন মনে হচ্ছে? শাস্তি বড়ই বিলম্বিত হয়েছে, কিন্তু অবশেষে সে এসেছে।' আমার কথা শুনে তার ভীরু ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। হয় তো সে প্রাণভিক্ষা চাইত, কিন্তু সে ভাল করেই জানত তাতে কোন লাভ হবে না।

'তুমি কি আমাকে খুন করবে?' কোনরকমে সে কথাগুলি বলল।

'খুন কোথায়?' আমি জবাব দিলাম। 'পাগলা কুকুরকে খুন করার

কথা কি কেউ বলে? আমার প্রিয়তমাকে যখন তার নিহত বাবার কাছ থেকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিলি, নিয়ে তুলেছিলি তোর অভিশপ্ত নির্লজ্জ অন্তঃপুরে, তখন কি তাকে দয়া করেছিলি?'

'আমি তার বাবাকে মারি নি', সে চেঁচিয়ে বলল।

বাক্সটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে আমি আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে বললাম, 'কিন্তু তার নিষ্পাপ হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিস তুই। উপর থেকে ঈশ্বর আমাদের বিচার করুন। যেকোন একটা বেছে নিয়ে খেয়ে ফেল্। এর একটায় আছে মৃত্যু, অপরটায় জীবন। যেটা তুই রেখে দিবি সেটা আমি খাব। দেখা যাক, পৃথিবীতে ন্যায়-ধর্ম আছে, না কি আকস্মিকতাই আমাদের শাসন করে।'

সে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। আমি ছুরি বের করে তার গলায় চেপে ধরলাম। তখন সে আমার আদেশ পালন করল। অবশিষ্ট বড়িটা আমি খেলাম। তারপর মিনিট খানেকের জন্য দুজন নীরবে মুখোমুখি দাঁড়ালাম,—দেখা যাক কে বাঁচে আর কে মরে। যন্ত্রণার প্রথম সতর্ক-বাণী যখন বলে দিল যে বিষ প্রবেশ করেছে তার দেহে তখন তার মুখের সেই দৃশ্য কি আমি কোনদিন ভুলতে পারব? তাকে দেখে আমি হেসে উঠলাম, লুসির বিয়ের আংটিটা তার চোখের সামনে তুলে ধরলাম। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। উপক্ষারের ক্রিয়া বড়ই দ্রুত। যন্ত্রণায় তার সমস্ত শরীর বিকৃত হয়ে উঠল, দুই হাত সামনে ছুঁড়ে দিয়ে সে টলতে লাগল, তারপর বিকৃত চীৎকার করে সশব্দে মেঝের উপর পড়ে গেল। পা দিয়ে তাকে উল্টে দিয়ে তার হৃদপিণ্ডের উপর হাতটা রাখলাম। কোন গতি নেই। সে মারা গেছে।

'আমার নাক দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে, কিন্তু আমার সেদিকে খেয়াল নেই। সেই রক্ত দিয়ে দেয়ালে কিছু লিখবার ধারণা আমার মাথায় কেমন করে এল আমি জানি না। হয়তো পুলিশকে ভুলপথে চালাবার দুষ্ট বুদ্ধি থেকেই সেটা হয়েছিল। আমার মন তখন হাল্কা ও খুশিতে ভরা। আমার মনে পড়ল, নিউ ইয়র্কে একজন জার্মানের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল যার উপর RACHE (রাসে) শব্দটা লেখা ছিল, আর তখন সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হয়েছিল যে ওটা গুপ্ত সমিতির কাজ। মনে হল, যা নিয়ে নিউ ইয়র্কের মানুষরা ধাঁধায় পড়েছিল, তাতে লণ্ডনের মানুষদেরও নিশ্চয় ধাঁধা লাগবে। তাই নিজের রক্তেই আঙুল ডুবিয়ে দেয়ালের গায়ে কথাটা লিখে দিলাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির কাছে ফিরে গেলাম। কেউ কোথাও নেই। রাত তখনও উদ্দাম। গাড়ি চালিয়ে কিছুদূর গিয়ে যে পকেটে লুসির আংটিটা রাখতাম সেই পকেটে হাত দিয়ে দেখি, আংটিটা নেই। মাথায় যেন বজ্রাঘাত

হল। কারণ আমার কাছে ঐটিই তার একমাত্র স্মৃতি-চিহ্ন। ড্রেবারের মৃতদেহের উপর যখন ঝুঁকেছিলাম তখনই হয়তো সেটা পড়ে গেছে, এই কথা ভেবে আবার ফিরে গেলাম। পাশের একটা রাস্তায় গাড়ি রেখে সাহসের সঙ্গে সেই বাড়িতে গেলাম,—কারণ আংটিটা ফিরে পাবার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। কিন্তু সেখানে পৌঁছামাত্রই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা একজন পুলিশ অফিসারের একেবারে হাতের মধ্যে পড়ে গেলাম। কোন-রকমে পাঁড় মাতালের ভান করে তার সন্দেহের হাত থেকে রেহাই পেলাম।

'এইভাবে এনক ড্রেবার শেষ হল। স্ট্যাঙ্গারসনের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করে জন ফেরিয়ারের ঋণ শোধ করাই তখন আমার একমাত্র কাজ। জানতাম, সে হ্যালিডে'স প্রাইভেট হোটেলে আছে। সারাদিন তক্কে তক্কে থাকলাম। কিন্তু সে একবারও বাইরে বেরল না। মনে হয়, ড্রেবার ফিরে না আসায় সে একটা কিছু সন্দেহ করেছিল। সে খুব ধূর্ত, সব সময়ই নিজেকে বাঁচিয়ে চলত। কিন্তু ঘরের ভিতরে থাকলেই সে আমার হাত থেকে রেহাই পাবে একথা ভেবে থাকলে সে ভুল করেছিল। তার শোবার ঘরের জানালা কোন্‌টা জেনে নিলাম। পরদিন শেষ রাতে হোটেলের পিছনের গলিতে রাখা একটা মইয়ের সাহায্যে উষার আবছা অন্ধকারে তার ঘরে ঢুকলাম। তাকে ঘুম থেকে তুলে বললাম, লগ্ন সমাগত, অনেকদিন আগে যে জীবন তুমি নিয়েছিলে আজ তার বদলা দিতে হবে। ড্রেবারের মৃত্যুর বিবরণ দিয়ে তাকেও বিষাক্ত বড়ির সেই একই সুযোগ দিলাম। বাঁচবার সে সুযোগ না নিয়ে সে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে এসে আমার গলা টিপে ধরল। আত্মরক্ষার জন্য আমি তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিলাম। যে পথেই যাক, ঐ একই পরিণতি হত, কারণ স্বয়ং ঈশ্বরও তার অপরাধীর হাতে ওই বিষ ছাড়া আর কিছুই তুলে দিতে পারতেন না।

'আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। আমারও সময় ঘনিয়ে এসেছে। যাহোক, তার পরেও পথে পথে গাড়ি চালাতে লাগলাম। উদ্দেশ্য ছিল, এই-ভাবে কিছু টাকা জমলেই আমেরিকা ফিরে যাব। আস্তাবলেই দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় একটা হতচ্ছাড়া ছেলে আমাকে বলল যে, ২২১ বি, বেকার স্ট্রীটের এক ভদ্রলোক জেফারসন হোপের গাড়িটা ডেকেছেন। কোনরকম সন্দেহ না করেই সেখানে গেলাম। তারপর—এই যুবকটি আমার হাতে চুড়ি পরিয়ে দিলেন, আর এত সুন্দরভাবে কাজটি করলেন যে আমি জীবনে তেমনটি দেখি নি। ভদ্রমহোদয়েরা, আমার কাহিনী এখানেই শেষ। আপনারা আমাকে খুনী মনে করতে পারেন; কিন্তু আমি মনে করি, আমিও আপনাদেরই মত একজন ন্যায়ের রক্ষক।'

লোকটির বিবৃতি এতই উত্তেজনাপূর্ণ এবং তার বলার ভঙ্গীটি এতই হৃদয়গ্রাহী যে আমরা অভিভূত হয়ে চুপ করে বসে রইলাম। এমন কি যে সরকারী গোয়েন্দারা অপরাধের সব ব্যাপারেই নিস্পৃহ থাকে, তারাও এই লোকটির কাহিনী গভীর মনোযোগসহকারে শুনল। তার বলা শেষ হলে কয়েক মিনিট আমরা স্তব্ধ হয়ে ছিলাম। লেস্ট্রেড তার শর্ট-হ্যাণ্ড বিবরণীতে শেষ কথাগুলি যোগ করবার সময় পেন্সিলের যে খস-খস আওয়াজ হল তাতেই সে স্তব্ধতা ভাঙল।

শার্লক হোমস বলল, 'একটা বিষয়ে আমি আরও কিছু জানতে চাই। আমি যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, তার ফলে আংটিটা নিতে আপনার কোন সঙ্গী এসেছিল?'

বন্দী আমার বন্ধুর দিকে চোখ টিপে ঠাট্টার স্বরে বলল, 'আমার গোপন কথা আপনাদের বলতে পারি, তাই বলে অন্যকে তো বিপদে ফেলতে পারি না। বিজ্ঞাপনটা আমিই দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, এটা একটা চালও হতে পারে। আবার আমার প্রত্যাশিত আংটিটাও হতে পারে। আমার বন্ধু স্বেচ্ছায়ই গিয়েছিল। সে যে বেশ নিপুণতার সঙ্গেই তার কাজ করেছে সেটা নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করবেন।'

হোমস সানন্দে বলল, 'সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

ইন্সপেক্টর গম্ভীর গলায় বললেন; 'ভদ্রমহোদয়গণ, আইনের বিধান আমাদের মানতেই হবে। বৃহস্পতিবার বন্দীকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করা হবে। আপনাদের সকলেরই সেখানে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। তার আগে পর্যন্ত বন্দীর সব দায়িত্ব আমার।' তিনি ঘণ্টা বাজাতেই দু'জন রক্ষী এসে জেফারসন হোপকে নিয়ে গেল। বন্ধু আর আমিও থানা থেকে বেরিয়ে একটা গাড়ি নিয়ে বেকার স্ট্রীটে ফিরে গেলাম।

১৪ ঃ উপসংহার

আমাদের সকলকেই বলে দেওয়া হয়েছিল বৃহস্পতিবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির থাকতে। কিন্তু বৃহস্পতিবার যখন এল তখন আর আমাদের সাক্ষ্যদানের কোন প্রয়োজন রইল না। একজন মহত্তর বিচারক তখন কেসটা হাতে নিয়েছেন; জেফারসন হোপকে এমন একটা বিচারালয়ের সামনে ডাকা হয়েছে যেখানে সে ন্যায় বিচারই পাবে। গ্রেপ্তার হবার দিন রাতেই তার স্ফীত ধমনীটা ফেটে যায়। সকালে দেখা যায় সে কারাকক্ষের মেঝেয় সটান শুয়ে আছে। স্মিত হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত; যেন মৃত্যুকালে সে একটি সার্থক জীবন ও সুসম্পন্ন কর্মের দিকে তাকাতে পেরেছিল

পরদিন সন্ধ্যায় আমরা যখন এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তখন হোমস বলল, 'তার মৃত্যুতে গ্রেগসন আর লেস্ট্রেড ক্ষেপে যাবে। এরপরে তাদের বড় বড় বাগাড়ম্বরের কি হবে?'

আমি বললাম, 'তার গ্রেপ্তারের ব্যাপারে তারা কিছু করতে পারত বলে তো আমার মনে হয় না।'

সঙ্গী তিক্তকণ্ঠে বলল, 'তোমার কি মনে হয় না হয় তাতে কার কি যায় আসে। আসল কথা হচ্ছে, তোমার কাজের বহর মানুষকে বোঝাতে তুমি কতটা কি কবতে পার।' একটু থেমে অনেকটা সহজভাবে আবার বলল, 'যাই বল, আমি কিন্তু কোন কিছুর জন্যই এ তদন্তটা হাতছাড়া করতাম না। আমার যতদূর মনে পড়ে এর চাইতে ভাল কেস আমি আর পাই নি। ব্যাপারটা সরল, কিন্তু বেশকিছু শেখবার বিষয় এতে ছিল।'

'সরল!' আমি সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে বললাম।

আমাকে বিস্মিত হতে দেখে শার্লক হোমস হাসতে হাসতে বলল, "নিশ্চয়। একে তো অন্য কিছু বলা যায় না। ব্যাপারটা যে মূলত সরল তার প্রমাণ হল, অন্য কোনরকম সাহায্য ছাড়া কেবলমাত্র কয়েকটি সাধারণ অনুমানের ভিত্তিতেই মাত্র তিনদিনেব মধ্যে আমি অপরাধীকে ধরতে পেরে-ছিলাম!'

'সেটা ঠিক', আমি বললাম।

'আগেই তোমাকে বলেছি, যেটা অসাধারণ সেটা সাধারণত অনুসন্ধানের বিঘ্ন না হয়ে সহায়কই হয়ে থাকে। এবকম একটা সমস্যাব সমাধান কবতে হলে সবচাইতে ভাল পথ হল যুক্তির সূত্র ধরে পিছিয়ে যাওয়া। এটা খুব উপকারী পদ্ধতি, এবং বেশ সোজাও, কিন্তু মানুষ এটাকে খুব বেশী ব্যবহার করে না। দৈনন্দিন জীবনে যুক্তিটাকে সামনের দিকে টানাই অধিকতর কার্যকরী হয়ে থাকে, তাই মানুষ অন্য পদ্ধতিটাকে অবহেলা করে থাকে। পঞ্চাশজন যদি সংশ্লেষণাত্মক যুক্তির আশ্রয় নেয়, তাহলে মাত্র একজন নেয় বিশ্লেষণাত্মক যুক্তির পথ।'

আমি বললাম, 'সত্যি বলছি, তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমি সেটা আশাও করি নি। চেষ্টা করে দেখি, আরও স্পষ্ট করে বলতে পারি কিনা। একটি ঘটনা-শৃংখলের বিবরণ শোনালে অধিকাংশ মানুষই তারপর কি হবে সেটা বলবে।' ঘটনাগুলিকে নিজেদের মনে মনে যোগ করে তারা যুক্তির সাহায্যে তার পরের ঘটনার কথা বলতে পারবে। কিন্তু যদি তুমি ঘটনার পরিণতি বা ফলটা শুধু বল, তাহলে খুব অল্প লোকই আছে যারা তার থেকে চিন্তার সাহায্যে সেই সব অতীত ধাপগুলি বের করতে পারবে

যাদের পরিণতিতে ওই ফলটি ঘটেছে। আমি যখন পিছনের দিকে যুক্তি বা বিশ্লেষণাত্মক যুক্তির কথা বলি তখন এই শক্তিকেই বোঝাতে চাই।'

আমি বললাম, 'বুঝতে পেরেছি।'

'এক্ষেত্রেও শুধু ফলটাই তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। বাকি সবটাই তোমাকে খুঁজে বের করতে হয়েছে। এইবার আমার যুক্তির ধারার বিভিন্ন ধাপ তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করব। একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করি। তুমি জান, আমি পায়ে হেঁটেই ঐ বাড়িতে গিয়েছিলাম। মনের মধ্যে কোন পূর্ব-গৃহীত ধারণা নিয়েও আমি যাই নি। স্বাভাবিকভাবেই রাস্তাটাকে নিয়েই কাজ শুরু করলাম। আগেই তোমাকে বলেছি, রাস্তায় গাড়ির চাকার স্পষ্ট দাগ দেখতে পেলাম এবং অনুসন্ধান করে জানলাম যে রাতে একটি গাড়ি নিশ্চয় সেখানে এসেছিল। চাকাগুলির সংকীর্ণ ব্যবধান দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, ওটা ছ্যাকড়া গাড়ি, কোন বড়লোকের বড় গাড়ি নয়। ভদ্রজনের ব্রুহাম গাড়ির তুলনায় লণ্ডনের সাধারণ ভাড়াটে গাড়ির পরিসর অনেক ছোট।

'একটা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম। তারপর বাগানের পথ ধরে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। মাটির পথ। সহজেই যেকোন জিনিসের দাগ পড়ে। তোমাদের চোখে সে পথ হয়তো কর্দমাক্ত পদাবলী ছাড়া আর কিছুই নয় কিন্তু আমার অভিজ্ঞ চোখে প্রতিটি পায়ের চিহ্নই অর্থপূর্ণ। পদচিহ্নের অর্থবোধের আর্টই গোয়েন্দা-বিজ্ঞানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অথচ অবহেলিত শাখা। সুখের বিষয়, আমি সব সময়ই তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছি এবং নিয়ত অনুশীলনের ফলে সেটা আমার কাছে দ্বিতীয় প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে। কনেস্টবলদের ভারী পায়ের চিহ্ন আমি দেখতে পেলাম। প্রথমে যে দুজন বাগানের পথ দিয়ে গিয়েছিল তাদের পদচিহ্নও দেখলাম। খুব সহজেই বলা যায় যে, তারাই অন্য সকলের আগে এসেছিল, কারণ অনেক জায়গাতেই অন্য পদচিহ্নের নীচে চাপা পড়ে তাদের পায়ের দাগগুলি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এইভাবে আমার দ্বিতীয় সূত্রটি পেয়ে গেলাম; বুঝতে পারলাম রাতের অতিথি এসেছিল দুজন,—একজন বেশ উঁচু লম্বা (তার পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য থেকেই সেটা বোঝা যায়) অপরজন যে সৌখিন সাজে সুসজ্জিত সেটা বোঝা যায় তার জুতোর ছোট ও সুন্দর ছাপ থেকে।

'ঘরে ঢুকে দ্বিতীয়োক্ত অনুমানটির সমর্থন পাওয়া গেল। সৌখিন জুতো-পরা লোকটি আমার সামনেই পড়েছিল। তাহলে লম্বা লোকটিই খুন করেছে, অবশ্য খুন যদি সত্যই হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তির দেহে আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না, কিন্তু তার মুখে যে উত্তেজনার প্রকাশ ছিল তাতেই আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলাম যে মৃত্যুর আগেই সে তার নিয়তিকে দেখতে পেয়েছিল। যেসব লোক হৃদযন্ত্রের ব্যাধিতে বা অন্য কোন আকস্মিক কারণে

মারা যায় তাদের মুখে কখনও উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যায় না। মৃত ব্যক্তির ঠোঁট শুঁকে আমি একটা টক টক গন্ধ পেলাম আর তার থেকেই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে তাকে জোর করে বিষ খাওয়ানো হয়েছে। এবারও তার মুখে ঘৃণা ও ভয়ের প্রকাশ দেখেই আমি অনুমান করলাম যে বিষটা জোর করে খাওয়ান হয়েছে। বর্জন-পদ্ধতির সাহায্যেই এই সিদ্ধান্তে আমি এসেছিলাম, কারণ আর কোন কল্পনার দ্বারা সব ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় না। মনে করো না যে এটা কোনরকম অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার। অপরাধের ইতিহাসে জোর-পূর্বক বিষপ্রয়োগ কোন নতুন কথা নয়। ওডেসার ডল্স্কির ঘটনা এবং মঁৎ-পেলিয়েরের লেতুরিয়েরের ঘটনা যেকোন বিষ-বিজ্ঞানীরই অবশ্য মনে পড়বে।

'এইবার বড় প্রশ্নটি দেখা দিল, খুনের উদ্দেশ্য কি। ডাকাতি নয়, কারণ কিছুই খোয়া যায় নি। তবে কি রাজনীতি, নাকি, কোন স্ত্রীলোক? এই প্রশ্নই আমার সামনে দেখা দিল। প্রথম থেকেই দ্বিতীয় সম্ভাবনার দিকেই আমার মন ঝুঁকেছিল। রাজনৈতিক হত্যাকারীরা কাজ শেষ করেই পালিয়ে যায়। এক্ষেত্রে কিন্তু খুব সুপরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে এবং খুনী সারা ঘরময় তার পায়ের চিহ্ন রেখে গেছে। তাতেই বোঝা যায় যে সর্বক্ষণই সে ঘরের মধ্যে ছিল। এরকম সুশৃংখল প্রতিশোধ একমাত্র ব্যক্তিগত অন্যায়ের জন্যই ঘটতে পারে, রাজনৈতিক কারণে নয়। দেয়ালের লেখাটা আবিষ্কৃত হবার পর আমার অভিমত দৃঢ়তর হল। ওটা নিশ্চয়ই কোন ফাঁকি। আংটিটা পাবার পরে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। খুনী নিশ্চয়ই নিহত ব্যক্তিকে কোন মৃত বা অনুপস্থিত স্ত্রীলোকের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই ওটা ব্যবহার করেছিল। ঐ সময়ই আমি গ্রেগসনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ক্লিভল্যাণ্ডে প্রেরিত টেলিগ্রামে সে মিঃ ড্রেবারের অতীত জীবন সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়েছে কিনা। তোমার নিশ্চয় মনে পড়ে যে সে নেতিবাচক জবাব দিয়েছিল।

'তখন আমি ঘরটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করলাম। তা থেকেই খুনীর উচ্চতা সম্পর্কে আমার ধারণার সমর্থন পেলাম। ত্রিচিনোপলি সিগার এবং বড় বড় নখের তথ্যও তা থেকেই পেলাম। যেহেতু সংঘর্ষের কোন চিহ্নই ঘরের মধ্যে ছিল না, আমি সিদ্ধান্ত করলাম যে মেঝেতে যে রক্ত রয়েছে সেটা প্রবল উত্তেজনার ফলে খুনীর নাক থেকে ঝরে পড়েছে। দেখতে পেলাম রক্তের পথ আর তার পায়ের পথ একসঙ্গে মিশে গেছে। অতিরিক্ত রক্তের চাপ না থাকলে শুধু উত্তেজনার ফলে কোন মানুষের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটতে পারে না। তাই আমি ঝুঁকি নিয়েও সিদ্ধান্ত করে বসলাম যে খুনীর চেহারা হৃষ্টপুষ্ট এবং তার মুখ লাল। পরবর্তী ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে যে আমার বিচার নির্ভুলই হয়েছিল।

'সে বাড়ি থেকে এসে আমি সেই কাজটি করলাম গ্রেগসন যেটা অবহেলা

করেছে। ক্লিভল্যাণ্ডের পুলিশের বড়কর্তার কাছে টেলিগ্রাম করে শুধুমাত্র জানতে চাইলাম, এনক ড্রেবারের বিবাহ সংক্রান্ত ঘটনাবলী। চূড়ান্ত জবাব পেলাম। তাতে জানলাম, প্রেমের ব্যাপারে জেফারসন হোপ নামক এক পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় প্রার্থনা করে সে ইতিমধ্যেই দরখাস্ত করেছে, আর সেই হোপ এখন ইওরোপেই আছে। ' এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, এ রহস্যের সব সূত্রই আমার হাতে এসে গেছে, এখন শুধু খুনীকে খুঁজে পাওয়া বাকি।

'আমি ইতিমধ্যেই মনে স্থির জেনেছি যে, গাড়ি চালিয়ে যে এসেছিল সেই একই লোক ড্রেবারের সঙ্গে ঘরে ঢুকেছিল। রাস্তায় ঘোড়ার পায়ের দাগ দেখেই আমি বুঝেছিলাম যে, গাড়ির চালক কাছে থাকলে ঘোড়াটা ওভাবে যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াতে পারত না। তাহলে গাড়োয়ান বাড়ির ভিতরে ছাড়া আর কোথায় থাকতে পারে? তাছাড়া, একথা মনে করা একেবারেই অবাস্তব যে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক তৃতীয় ব্যক্তির চোখের সামনেই ঠাণ্ডা মাথায় একটা খুন করে বসবে। সে লোক তো যেকোন সময়ে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারে। সর্বোপরি লণ্ডন শহরে যদি কোন লোক অপর কারও পিছু নিতে চায় তাহলে গাড়োয়ান সাজার চাইতে ভাল পথ আর কি হতে পারে? এই সব বিবেচনা করে আমি অনিবার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে জেফারসন হোপকে এই মহানগরীর সহিসদের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

'একবার যদি সে গাড়োয়ান সেজে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সে ছেড়ে দেয় নি। আরও ভাববার কথা, হঠাৎ ছেড়ে দিলে তার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে। কাজেই অন্তত আরও কিছুদিন ঐ কাজই করতে থাকবে। তার পক্ষে একটা নতুন নামে পরিচয় দেবারও কারণ নেই। যে দেশে কেউ তার আসল নাম জানে না সেখানে নাম ভাঁড়াবার দরকার কিসের? কাজেই একটা বাউণ্ডুলে গোয়েন্দা বাহিনী গঠন করে লণ্ডনের সব গাড়ির মালিকের কাছে নিয়মিত পাঠাতে লাগলাম এবং অবশেষে প্রার্থিত মানুষটিকে তারা ঠিক খুঁজে বের করল। কেমন সুন্দরভাবে তারা কাজ হাসিল করল এবং কত দ্রুত আমি সেটাকে কাজে লাগালাম সেসব কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। স্ট্যাঙ্গারসনের মৃত্যুটা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তবু কোন মতেই সেটাকে ঠেকানো যেত না। তুমি তো জান, সেখান থেকেই আমি বাড়ির সন্ধান পাই যদিও ব্যাপারটা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। বুঝতেই পারছ, এর সবটাই একটা যুক্তির শৃঙ্খলে বাঁধা; কোন জায়গায় এতটুকু ফাঁক বা ফাঁকি নেই।

আমি জোর গলায় বলে উঠলাম, 'চমৎকার। তোমার এই গুণপনা প্রকাশ্যে স্বীকৃত হওয়া উচিত। এর একটা বিবরণ তোমার প্রকাশ করা উচিত। তুমি

যদি না কর তাহলে তোমার হয়ে আমিই করব।'

'তোমার যা ইচ্ছা করতে পার ডাক্তার। এদিকে দেখ!' বলেই একটা কাগজ আমার হাতে দিয়ে সে বলল, 'এটা পড়ে দেখ।'

সেদিনের 'ইকো' পত্রিকার একটা সংখ্যা। তার যে প্যারাগ্রাফটার দিকে সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল তাতে এই কেসটার কথাই লেখা হয়েছে।

তাতে লেখা আছে, 'মিঃ এনক ড্রেবার ও মিঃ জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের খুনের অভিযোগে ধৃত হোপের আকস্মিক মৃত্যুতে জনসাধারণ একটি উত্তেজনাপূর্ণ খবর থেকে বঞ্চিত হলেন। এই কেসের বিস্তারিত বিবরণ হয়তো কোন দিনই জানা যাবে না। অবশ্য বিশ্বস্তসূত্রে আমরা অবগত হয়েছি যে এটা দীর্ঘ দিনের একটা নারীঘটিত বিবাদের ফল, এবং প্রেম ও মোর্মোন-ধর্মও এর সঙ্গে জড়িত। মনে হচ্ছে উভয় মৃত ব্যক্তিই যৌবনে সন্তদের দেশের অধিবাসী ছিলেন, আর মৃত বন্দী হোপও এসেছিল লবণ হ্রদ শহর থেকে। এই কেসের আর কোন ফলাফল থাক বা না থাক, আমাদের গোয়েন্দা পুলিশ দপ্তরের কর্মদক্ষতার সুস্পষ্ট নিদর্শন এ থেকে পাওয়া গেল এবং সব বিদেশীদের পক্ষেও একটা শিক্ষা হয়ে গেল যে, তাদের ঝগড়া-বিবাদকে ইংলণ্ডের মাটিতে টেনে না এনে নিজেদের দেশে মিটিয়ে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। এ গোপন কথা এখন সকলেরই জানা যে খুনীকে এমন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে গ্রেপ্তারের গৌরব সম্পূর্ণভাবেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাযুগল মিঃ লেস্ট্রেড ও গ্রেগসনের প্রাপ্য। জানা গেছে, জনৈক মিঃ শার্লক হোমসের বাড়িতে লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মিঃ হোমস একজন সৌখিন গোয়েন্দা। এই লাইনে কিছু কিছু বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ও নাকি দিয়েছেন। আশা করা যায় এই সব পরামর্শদাতার সাহায্য পেলে কালক্রমে তাদের কৌশলের কিছুটা আয়ত্ত করতেও পারবেন। আমরা আশা করি, তাদের কার্যের উপযুক্ত স্বীকৃতি হিসাবে এই দুই সরকারী কর্মচারীকে যথাযথ প্রশংসার নিদর্শন প্রদান করা হবে।'

'কাজের গোড়াতেই তোমাকে আমি বলি নি?' সহাস্যে শার্লক হোমস বলে উঠল, 'আমাদের রক্ত-সমীক্ষার এই হল নীট ফল: তাদের একটা প্রশংসাপত্র পাইয়ে দেওয়া!'

আমি বললাম, 'কিছু ভেব না। সব ঘটনা আমার জার্ণালে লিখে রেখেছি। জনসাধারণ ঠিকই জানতে পারবে। ততদিন দেশের কৃপণ লোকটির মত এই ভেবে সাফল্য সম্পর্কে সন্তুষ্ট থাক যে—

'Populus me sibilat, at mihi plaudo
Ipse domni simul nummos contemplar in arca'

চিহ্ন চতুষ্টয়

১ঃ অনুমান-বিজ্ঞান

শার্লক হোমস ম্যান্টেলপিসের কোণা থেকে বোতলটা নিল, আর সুন্দর মরক্কো-চামড়ার কেস থেকে নিল তার হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ। লম্বা, সাদা, কাঁপা আঙুলে সূঁচটা ঠিকমত লাগিয়ে বাঁ হাতের শার্টের কফটা গুটিয়ে নিল। অসংখ্য সূচ ফোটানো চিহ্ন-কণ্টকিত হাত আর কব্জির দিকে কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে তাকিয়ে রইল। তারপর সূঁচের ধারালো মুখটা ফুটিয়ে দিয়ে ছোট পিস্টনটায় চাপ দিল। বাস্। খুশির একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভেলভেট সজ্জিত আরাম-কেদারায় শুয়ে পড়ল।

অনেকদিন ধরেই দেখছি প্রতিদিন তিনবার করে এই কাজ সে করে, তবু এটাকে আমি মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারি না। বরং যত দিন যাচ্ছে ততই এ দৃশ্য দেখে আমি বিরক্তি বোধ করছি এবং এর প্রতিবাদ করবার সাহস আমার নেই এ-কথা ভেবে প্রতি রাত্রে বিবেকের দংশন অনুভব করছি। বার বার প্রতিজ্ঞা করেছি এব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলব, কিন্তু আমার সঙ্গীর মধ্যে এমন একটা ঠাণ্ডা বেপরোয়া ভাব আছে যাতে কোন ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা প্রায় অসম্ভব। তার অমিত শক্তি, প্রভুত্বব্যঞ্জক আচরণ ও অন্য যেসব অসাধারণ গুণাবলীর পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে এসব বিষয়ে প্রশ্ন করবার সাহসই আমার হয়নি।

তথাপি সেদিন বিকালে মধ্যাহ্ন ভোজনের সঙ্গে 'বিউনে' মদ. খাবার ফলেই হোক অথবা তার ধীরস্থির আচরণের দরুন আমার অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনার জন্যই হোক, হঠাৎ আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না।

প্রশ্ন করলাম, 'আজ কি মরফিন, না কোকেন?'

পুরনো কালো হরফের বইটাকে বন্ধ করে অলস চোখ দুটি তুলে সে বলল, 'কোকেন' শতকরা সাতভাগ দ্রবণ। একবার চেষ্টা করে দেখব নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, 'মোটেই না। আফগান যুদ্ধের ধকলই এখনও কাটিয়ে উঠতে পারি নি; তার উপর নতুন কোন চাপ সহ্য হবে না।'

সে হেসে বলল, 'হয় তো তুমি ঠিক কথাই বলেছ ওয়াটসন, শরীরের উপর এর প্রতিক্রিয়া হয়তো খারাপ। কিন্তু এর প্রভাব এমন এক দেহাতীত উত্তেজনায়

পূর্ণ এবং মনকে এমন স্বচ্ছ করে তোলে যে এর পরোক্ষ প্রভাবের ব্যাপারটা আমার কাছে কিছুই নয়।'

আমি সাগ্রহে বললাম, 'কিন্তু ভেবে দেখ। খরচের দিকটা ভেবে দেখ! তুমি বলছ, এতে তোমার মস্তিষ্ক খোলে, উদ্দীপ্ত হয়, কিন্তু এটা তো একটা রোগসৃষ্টিকারী পদ্ধতি, এর ফলে ক্রমাগত শিরা-উপশিরার পরিবর্তন ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত একটা স্থায়ী দুর্বলতায় রূপান্তরিত হতে পারে। তুমি নিজেও এর অশুভ প্রতিক্রিয়ার কথা জান। নিশ্চয় বোঝ, এতে লাভের চাইতে লোকসান বেশী। যে বিরাট শক্তির তুমি অধিকারী, একটা সাময়িক সুখের জন্য তাকে তুমি বিপন্ন করছ কেন? মনে রেখো, এটা শুধু বন্ধুর প্রতি বন্ধুর উপদেশ নয়, এটা এমন একজনের প্রতি এর জন চিকিৎসকের উপদেশ যার শরীরটাকে সুস্থ রাখার কিছুটা দায়িত্ব সেই চিকিৎসকেরও বটে।'

সে অসন্তুষ্ট হল না। বরং আঙুলের ডগাগুলি একত্র করে চেয়ারের হাতলে দুটো কনুই এমনভাবে রাখল যেন কথাগুলো সে উপভোগ করছে।

সে বলল, 'আমার মন জড়তা সহ্য করতে পারে না। আমাকে সমস্যা দাও, কাজ দাও, অত্যন্ত দুর্বোধ্য সাংকেতিক লিপি দাও, বা অত্যন্ত জটিল কোন বিশ্লেষণের কাজ দাও, তাহলে আমি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারি। তখন এইসব কৃত্রিম উত্তেজকের কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একঘেয়ে-ভাবে বেঁচে থাকাকে আমি ঘৃণা করি। আমি চাই আমার মন উদ্দীপিত হয়ে উঠুক। তাইতো আমি এই বিশেষ বৃত্তিকাকে বেছে নিয়েছি, বরং বলা চলে সৃষ্টি করেছি, কারণ এ জীবিকায় পৃথিবীতে আমি একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

দুই ভুরু তুলে আমি প্রশ্ন করলাম, 'অদ্বিতীয় বেসরকারী গোয়েন্দা?'

সে জবাব দিল, 'একমাত্র বেসরকারী পরামর্শদাতা গোয়েন্দা। অপরাধ আবিষ্কারের পক্ষে আমিই শেষ এবং সর্বোচ্চ আদালত। গ্রেগসন, লেস্ট্রেড বা এথেলনি জোন্সরা যখন হালে পানি পায় না—আর সেটাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক—,তখন ব্যাপারটা আমার কাছে আসে। বিশেষজ্ঞের মত আমি ঘটনাগুলি পরীক্ষা করি এবং বিশেষজ্ঞের মতামতই ঘোষণা করি। এসব ব্যাপারে কোন কৃতিত্ব আমি দাবী করি না। কোন সংবাদপত্রে আমার নাম ছাপা হয় না। ঐ কাজ এবং আমার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের উপযুক্ত সুযোগ লাভের আনন্দই আমার সর্বোচ্চ পুরস্কার। জেফারসন হোপের কেসে আমার কর্ম-পদ্ধতির কিছু কিছু নমুনা তো তুমি পেয়েছ।'

সাদরে বলে উঠলাম, 'তা ঠিক। জীবনে আর কিছুতেই আমার অমন তাক লাগে নি। এমন কি সে কাহিনী নিয়ে আমি একটা ছোট বইও লিখে ফেলেছি, তার একটা অদ্ভুত নাম দিয়েছি: 'রক্ত-সমীক্ষা।'

সে নিরাশভাবে ঘাড় নাড়ল।

বলল, 'আমি চোখ বুলিয়ে দেখেছি। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে অভিনন্দন জানাতে পারছি না। অপরাধ-আবিষ্কার একটা সঠিক বিজ্ঞান, অন্ততঃ তাই হওয়া উচিত। কাজেই ঠাণ্ডা, আবেগহীন দৃষ্টিতে তাকে দেখা দরকার। তুমি কিন্তু ঘটনার সঙ্গে রোমান্সের রঙ মিশিয়েছ, ফলে ইউক্লিডের পঞ্চম প্রতিপাদ্যের মধ্যে একটি প্রেমের বা নারী হরণের গল্প ঢুকিয়ে দিলে যা হয় এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।'

আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'রোমান্স তো ঘটনার মধ্যেই ছিল। ঘটনাকে আমি বিকৃত করতে পারি না।'

'কিছু ঘটনাকে চাপা দেওয়ার দরকার। অন্তত সেগুলিকে লিখবার সময় মাত্রাজ্ঞান থাকা দরকার। কার্য থেকে কারণে যাবার যে বিচিত্র বিশ্লেষণী যুক্তির সাহায্যে আমি রহস্যের উন্মোচনে সফল হয়েছিলাম, সেইটেই ছিল একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয়।'

তাঁকে খুশি করবার জন্য যে কাজের পরিকল্পনা করেছিলাম তার এই বিরূপ সমালোচনায় আমি বিব্রত বোধ করলাম। আরও স্বীকার করছি, আমার পুস্তিকার প্রতিটি লাইনই তার বিশেষ ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে নিবদ্ধ থাকবে, এই দাবীর আত্মম্ভরিতা আমাকে বিরক্তও করেছিল। বেকার স্ট্রীটে তাঁর সঙ্গে যে বৎসরগুলি কাটিয়েছি তখন অনেক সময়ই লক্ষ্য করেছি, আমার বন্ধুর শান্ত নিশিক্ষীয় আচরণের অন্তরালে একটা অহমিকা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। যাহোক, কোন কথা না বলে আমি আমার আহত পায়ের সেবা করতে লাগলাম। কিছুদিন আগে একটা 'যেজাইল' বুলেট এই পায়ে বিঁধেছিল। এখন যদিও আমি হাঁটা-চলা করতে পারি, তবু প্রতিটি ঋতু-পরিবর্তনের সময়ই এতে ব্যথা হয়।

কিছুক্ষণ পরে বুনো গোলাপের শেকড়ের পুরনো পাইপটা ধরিয়ে হোমস বলল, 'সম্প্রতি আমার ব্যবসায়ক্ষেত্র ইউরোপে প্রসার লাভ করেছে। গত সপ্তাহে ফ্রাঁসোয়া লে ভিলার্ড আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তুমি হয়তো জান, তিনি এখন ফরাসী গোয়েন্দা সার্ভিসের প্রথম সারির লোক। সেল্টীয়-দ্রুতবোধের সব ক্ষমতাই তাঁর আছে। কিন্তু তাঁর শিল্প-কৌশলের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে যে সঠিক জ্ঞান অনিবার্য তাঁর ব্যাপকতা তাঁর নেই। একটা উইল নিয়ে গোলমাল। তবে ব্যাপারটা বেশ আকর্ষণীয়। আমি তাঁকে দুটি অনুরূপ কেসের কথা বলে দিয়েছিলাম,—একটি রিগাতে ১৮৫৭ সালে, আর একটি সেণ্ট লুইসে ১৮৭১ সালে। তার থেকেই তিনি প্রকৃত সমাধানটি পেয়ে গেছেন। আজ সকালেই তাঁর কাছ থেকে এই চিঠিখানা পেয়েছি। এতে তিনি আমার সাহায্যের কথা স্বীকার করেছেন।'

বলতে বলতে একখানা দুমড়ানো বিদেশী চিঠির কাগজ সে আমার দিকে

ছুঁড়ে দিল। চোখ বুলিয়ে দেখি, প্রশংসার খই ফুটছে। মাঝে মাঝেই **'magnifiques,' 'coup-de-maitres,' 'tours-de-force'** প্রভৃতি শব্দ ফরাসী ভদ্রলোকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সাক্ষ্য বহন করছে।

আমি বললাম, 'ছাত্র যেন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলছে।'

শার্লক হোমস হাল্কা সুরে বলল, 'আমার সহায়তাকে তিনি বড় বেশী করে দেখেছেন। তিনি নিজেও যথেষ্ট গুণীলোক। একজন আদর্শ গোয়েন্দার পক্ষে যে তিনটি গুণ প্রয়োজন তার দুটিই তাঁর আছে। পর্যবেক্ষণ এবং অনুমানের ক্ষমতা তাঁর আছে। অভাব শুধু জ্ঞানের, সেটাও কালক্রমে এসে যাবে। তিনি এখন আমার ছোট বইগুলি ফরাসীতে তর্জমা করছেন।'

'তোমার বই?'

সে হেসে বলল, 'ও হো, তুমি জানতে না বুঝি? হ্যাঁ, কয়েকখানি পুস্তিকা লেখার অপরাধ আমি করে ফেলেছি। সবই বিভিন্ন বিজ্ঞানবিষয়ক। ধর, যেমন এই একখানা: "বিভিন্ন রকমের তামাকের ছাইয়ের পার্থক্য-বিষয়ক।" এ পুস্তিকায় আমি একশ' চল্লিশ রকমের সিগার, সিগারেট ও পাইপের তামাকের ছাইয়ের পার্থক্য দেখাতে চেষ্টা করেছি রঙিন ছবির সাহায্যে। অপরাধীর বিচারে এ প্রশ্নটি প্রায়ই দেখা দিচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই খুব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসাবে কাজও করছে। ধরো, যদি তুমি নিশ্চিত করে বলতে পার যে খুনী কোন ভারতীয় চুরুটে ধূমপান করছিল, তাহলে তোমার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অনেকটাই সীমিত হয়ে গেল। কোন অভিজ্ঞ দৃষ্টির কাছে বাঁধাকপি এবং আলুর মধ্যে যে তফাৎ, ত্রিচিনোপলি তামাকের কালো ছাই আর 'বার্ডস্‌আই'-এর সাদা ছাইয়ের মধ্যে ঠিক ততখানি তফাৎ।'

আমি বললাম, 'ছোট-খাট বিষয়ে তোমার দৃষ্টি অসাধারণ।'

'কারণ তাদের গুরুত্বটা আমি বুঝি। এই দেখ আমার পদচিহ্ন বিষয়ক 'পুস্তিকা।' এতে পদচিহ্ন রক্ষণের ব্যাপারে প্লাস্টার অব প্যারিসের ব্যবহার সম্পর্কেও কিছু মন্তব্য আছে। এই দেখ আর একটা চমৎকার ছোট বই। মানুষের জীবিকা তাদের হাতের গঠনের উপর কিভাবে কাজ করে সেইটে এতে দেখানো হয়েছে। এই বইতে পাথর কাটা, নাবিক, কর্ক-কাটা, মুদ্রক, তাঁতী ও হীরেপালিশদের হাতের লিথোটাইপ ছবি দেওয়া আছে। বিজ্ঞানী গোয়েন্দার কাছে এ জিনিসের বাস্তব মূল্য অনেক,—বিশেষ করে বেওয়ারিশ মৃতদেহ বা অপরাধীর অতীত ইতিহাস আবিষ্কারের ক্ষেত্রে। কিন্তু আমার সখের বিবরণ শুনতে শুনতে তুমি হয়তো পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ।'

আমি সাগ্রহে বললাম, 'মোটেই না। আমার খুব ভাল লাগছে, বিশেষ করে তোমার দ্বারা এসবের বাস্তব প্রয়োগ দেখবার সুযোগের পরে তো বটেই।

কিন্তু এইমাত্র তুমি পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের কথা বলেছ। এর একটা তো অন্যটা ছাড়া হয় না।'

আরাম-কেদারায় বেশ আরাম করে হেলান দিয়ে পাইপের মুখে নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে সে বলে উঠল, 'কেন হবে না? একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝতে পারছি আজ সকালে তুমি উইগমোর স্ট্রীট ডাকঘরে গিয়েছিলে, আর অনুমানের সাহায্যে জানতে পেরেছি যে সেখানে গিয়ে একটা টেলিগ্রাম করেছ।'

আমি বললাম, 'ঠিক। দুটোই ঠিক! কিন্তু তুমি সেকথা জানলে কেমন করে আমি বুঝতে পারছি না। হঠাৎই—কথাটা মনে এসেছিল কিন্তু আর কাউকে তো সেকথা আমি বলিও নি।'

আমার বিস্ময় দেখে মুখ টিপে হাসতে হাসতে সে বলল, 'এতো জলের মত সোজা,—এতই অসম্ভব রকমের সোজা যে কোনরকম ব্যাখ্যাই অপ্রয়োজন। অথচ এর দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের মধ্যেকার সীমারেখাকে নির্দেশ করা হয়তো সম্ভব। পর্যবেক্ষণ আমাকে বলেছে যে তোমার পায়ের পাতার উপর খানিকটা লাল মাটি লেগে রয়েছে। উইগমোর স্ট্রীট ডাকঘরের উল্টো দিকের পথের পাথরগুলোকে সরিয়ে দিয়ে এমনভাবে খানিকটা মাটি বের করে ফেলেছে যে সেখানে ঢুকতে গেলে ওই মাটি না মাড়িয়ে উপায় নেই। আমি যতদূর জানি, ঐরকম বিশেষ ধরনের লাল মাটি এতদঞ্চলের আর কোথাও চোখে পড়ে না। এ পর্যন্তই পর্যবেক্ষণ। বাকিটা অনুমান!'

'টেলিগ্রামটা অনুমান করলে কি করে?'

'কেন? সারাটা সকাল আমি তোমার মুখোমুখি বসেছিলাম। কাজেই আমি জানি যে তুমি কোন চিঠি লেখ নি। তাছাড়া, তোমার খোলা ডেস্কের ভিতের এক পাতা ডাকটিকিট এবং এক বাণ্ডিল পোস্টকার্ডও দেখতে পাচ্ছি। তাহলে একটা তার করা ছাড়া আর কি কাজে তুমি ডাকঘরে গিয়েছিলে? অন্য বিষয়গুলিকে ছেটে দাও, তাহলে যা থাকবে সেইটেই সত্য।'

একটু ভেবে আমি উত্তর দিলাম, 'এক্ষেত্রে নিশ্চয় তাই। তুমি অবশ্য বলছ ব্যাপারটা সহজতম। তোমার এইসব অভিমতকে যদি কঠিনতর কোন পরীক্ষার সামনে দাঁড় করাই তাহলে কি তুমি আমাকে বেয়াদপ মনে করবে?'

'মোটেই না', সে জবাব দিল; 'বরং তাহলে আমাকে আর দ্বিতীয়বার কোকেন নিতে হবে না। তুমি যেকোন সমস্যা আমার কাছে তুলে ধরো না কেন তাতে আমি খুশিই হব।'

'তোমাকে বলতে শুনেছি যেকোন মানুষ যে জিনিস প্রত্যহ ব্যবহার করে তার উপরে তার ব্যক্তিত্বের একটা ছাপ না পড়েই পারে না, এবং সে ছাপ

কোন অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিও এড়াতে পারে না। দেখ, এই ঘড়িটা সম্প্রতি আমার হাতে এসেছে। এই ঘড়ির প্রাক্তন মালিকের চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে তোমার অভিমত দয়া করে জানাবে কি ?'

ঘড়িটা তার হাতে দিলাম। পরীক্ষাটা প্রায় অসম্ভব মনে করেই মনে মনে একটু আমোদ অনুভব করছিলাম। ভেবেছিলাম, মাঝেমাঝেই যেরকম আত্মম্ভরিতার সঙ্গে সে কথা বলে তাতে এবার তার বেশ শিক্ষা হয়ে যাবে। ঘড়িটাকে হাতের উপর রেখে প্রথমে সে ডায়ালটাকে ভাল করে দেখল তারপর পিছনের ডালাটা খুলে প্রথমে খালি চোখে ও তারপরে একটা কনভেক্স লেন্সের সাহায্যে যন্ত্রপাতিগুলো দেখল। অবশেষে সে যখন ডালাটা বন্ধ করে ঘড়িটা ফিরিয়ে দিল তখন তার মুখের হতাশভাব দেখে আমার পক্ষে হাসি চেপে রাখাই শক্ত হয়ে উঠল।

সে বলল, 'কোন কিছুই নেই। ঘড়িটা সম্প্রতি পরিষ্কার করা হয়েছে তাই দাগ-টাগ সব মুছে গেছে।'

আমি বললাম, 'ঠিক বলেছ, আমার কাছে পাঠাবার আগেই ঘড়িটা পরিষ্কার করা হয়েছিল।'

মনে মনে ভাবলাম, নিজের ব্যর্থতাকে ঢাকবার জন্য বন্ধুবর একটা বাজে অর্থহীন ওজুহাত দেখিয়েছে। ঘড়িটা পরিষ্কার না করা থাকলেই বা কি এমন সে বুঝতে পারত ?

জ্যোতিহীন দুটি স্বপ্নালু চোখে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'সন্তোষজনক না হলেও আমার অনুসন্ধান একেবারেই ব্যর্থ হয় নি। ভুল হলে তুমি শুধরে দিও। আমার বিবেচনায় ঘড়িটা তোমার দাদার, আর তিনি পেয়েছেন তোমার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে।'

'ঘড়ির পিছন দিকে এইচ. ডব্লু. লেখা দেখেই নিশ্চয় এটা জেনেছ ?'

'ঠিক তাই। ডব্লু. দেখে তোমার নামই মনে পড়ে। ঘড়িটার তারিখ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার এবং অক্ষর দুটিও ঐ একই সময়ে লেখা। কাজেই ঘড়িটা নিশ্চয়ই বিগত পুরুষের। অলংকারপত্র সাধারণত জ্যেষ্ঠপুত্রের উপরই বর্তায়, আর তার নামও বাবার নামের অনুরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। যতদূর মনে পড়ে, তোমার বাবার অনেক আগে মৃত্যু হয়েছে। কাজেই তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছেই ঘড়িটা ছিল।'

বললাম, 'এ পর্যন্ত ঠিক আছে। আর কিছু ?'

'তিনি খুব অপরিচ্ছন্ন স্বভাবের লোক ছিলেন, খুবই অপরিচ্ছন্ন ও অসতর্ক। ভাল বিষয়-সম্পত্তিই তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু সব সুযোগ নষ্ট করে কিছুদিন খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েছিলেন। মাঝে কিছুদিনের জন্য অবস্থা ফিরলেও শেষটায় সুরাসক্ত হয়ে মারা যান। এই পর্যন্তই জানতে

পেরেছি।'

চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে আমি তিক্ত অন্তরে অসহিষ্ণুভাবে ঘরময় ঘোরাতে লাগলাম।

বললাম, 'হোমস, এটা তোমার উপযুক্ত কাজ হয় নি। তুমি যে এতদূর নামতে পার তা আমি ভাবি নি। আমার দুর্ভাগা দাদার অতীত সম্পর্কে সব খোঁজ-খবর নিয়ে এখন তুমি ভান করছ যে কোন কাল্পনিক উপায়ে এসব তথ্য তুমি অনুমান করেছ। তার পুরনো ঘড়িটা থেকেই তুমি এসব কথা জেনেছ—একথা আমি বিশ্বাস করব এতটা তুমি আশা করতে পার না। তোমার এ আচরণ নিষ্ঠুর। আমি খোলাখুলিই বলতে চাই যে এটা একটা ভণ্ডামি।'

সে সদয়ভাবে বলল, 'ভাই ডাক্তার, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। একটা নৈর্বক্তিক সমস্যা হিসাবে ব্যাপারটাকে দেখতে গিয়ে আমি ভুলে গিয়েছিলাম এটা তোমার কাছে কতদূর ব্যক্তিগত ও বেদনাদায়ক হতে পারে। অবশ্য আমি নিশ্চয় করে বলছি, এই ঘড়িটা হাতে নেবার আগে আমি জানতামও না যে তোমার কোন দাদা আছে।'

'কিন্তু এ কি অবাক ব্যাপার! এসব কথা তুমি জানলে কেমন করে? প্রত্যেক বিষয়ে তোমার কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য।'

'সেটা কপালের গুণ। আমি শুধু সম্ভাবনার কথাই বলতে পারি। কথাগুলি সম্পূর্ণ সঠিক হবে এটা আমিও আশা করি নি।'

'এটা কি তাহলে নেহাতই আন্দাজ মাত্র?'

'না, না, আন্দাজ আমি কখনও করি না। ওটা খুব বাজে স্বভাব— যুক্তির ক্ষমতা ওতে নষ্ট হয়। তোমাদের কাছে এসব বিস্ময়কর মনে হয় কারণ তোমরা আমার চিন্তাধারাকে অনুসরণ কর না, বা যেসব তুচ্ছ ঘটনা থেকে বড় বড় অনুমান করা যায় সেগুলি তোমরা পর্যবেক্ষণ কর না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমি প্রথমেই বলেছি যে তোমার দাদা অগোছালো স্বভাবের লোক। ঘড়ির কেসের নীচু দিকটা ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবে, সেখানে দুটো আঘাতের চিহ্ন তো আছেই, তাছাড়া একই পকেটে টাকা-পয়সা বা চাবির মত শক্ত জিনিস রাখার অভ্যাসের জন্য ওটার গায়ে নানারকম দাগ ও চিহ্ন পড়েছে। এর থেকে এটা অনুমান করা খুব একটা বাহাদুরির ব্যাপার নয় যে যদি কোন লোক পঞ্চাশ গিনি মূল্যের ঘড়িকে ওরকম হেলাফেলা করে ব্যবহার করে তাহলে সে নিশ্চয়ই অসতর্ক এবং আগোছালো স্বভাবের মানুষ। আর এটাও অবাস্তর অনুমান নয় যে, এমন মূল্যবান জিনিস যে উত্তরাধিকারসূত্রে পায় তার অন্যবিধ সুব্যবস্থাও নিশ্চয় করা হয়েছিল।'

তার কথা আমি বুঝতে পারছি সেটা জানাবার জন্য মাথা নাড়লাম।

ইংলণ্ডের বন্ধকী-কারবারীদের এটা প্রচলিত প্রথা যে কোন ঘড়ি নেবার সময় টিকিটের নম্বরটা ঘড়ির কেসের ভিতর দিকে সরু পিন দিয়ে লিখে রাখা হয়। এটা লেবেল লাগানোর চাইতে সুবিধাজনক, কারণ নম্বরটা হারিয়ে যাবার বা বদল হবার কোন ঝুঁকি এতে নেই। এই কেসের ভিতর দিকে কমসে-কম চারটে ঐ রকম নম্বর আমার লেন্সে ধরা পড়েছে। অনুমান—তোমার দাদা মাঝে মাঝেই গাড্ডায় পড়েছেন। পরোক্ষ অনুমান—মাঝে মাঝে তাঁর হাল ফিরেছে, নতুবা তিনি বন্ধক খালাস করতে পারতেন না। সব শেষে, যে ভিতরের প্লেটে চাবির গর্তটা রয়েছে সেটা দেখ। দেখতে পাবে—গর্তটার চারপাশে হাজারটা আঁচড়ের দাগ, চাবিটা ঠিক জায়গায় না লাগাবার দরুন দাগ। কোন সুস্থ মস্তিষ্ক লোকের চাবিতে কখনও ঘড়িতে এরকম আঁচড় কাটে কি? কিন্তু কোন মাতালের ঘড়ি কখনও এরকম দাগ ছাড়া পাবে না। সে ঘড়িতে চাবি দেয় রাত্রিবেলা, আর বেহুঁশ হাতে এই সব আঁচড় পড়ে। এসবের মধ্যে রহস্যের কি আছে বল তো?'

আমি বললাম, 'সবই দিনের আলোর মত পরিষ্কার। তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছি সেজন্য আমি দুঃখিত। তোমার আশ্চর্য ক্ষমতার উপর আমার আরও বিশ্বাস থাকা উচিত ছিল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? তোমার হাতে কি এখন কোন তদন্তের কাজ আছে?'

'কিছুই নেই। তাইতো কোকেন। মাথার কাজ ছাড়া আমি থাকতে পারি না। বেঁচে থাকবার আর কি উদ্দেশ্যই বা থাকতে পারে। জানালায় এসে দাঁড়াও। এরকম ভয়াল, ভীষণ, অকেজো দিন কখনও দেখেছ? হলদে কুয়াসাগুলো কুণ্ডলি পাকাতে পাকাতে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে বাদামী রঙের বাড়িগুলোর উপর আছড়ে পড়তে। এর চাইতে অধিক গদ্যময় ও জড় আর কি হতে পারে? ডাক্তার, কাজে লাগাবার ক্ষেত্র যদি না থাকে তাহলে শক্তি থেকে লাভ কি? অপরাধ সাধারণ, জীবন সাধারণ, আর সাধারণ গুণাবলী ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুরই কোন কাজ নেই।'

উত্তরে আমি মুখ খুলতে যাচ্ছি, এমন সময় আস্তে দরজায় টোকা দিয়ে গৃহকর্ত্রী ঢুকল। তার হাতের পিতলের ট্রে-তে একখানি কার্ড।

আমার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'স্যার, একটি তরুণী আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

'মিস মেরি মরস্টান,' সে পড়ল। 'হুঁ! নামটা তো মনে পড়ছে না। মিসেস হাডসন, তাকে ভিতরে আসতে বলুন। তুমি যেয়ো না ডাক্তার। আমি চাই তুমি থাকো।'

২ ঃ ঘটনার বিবরণ

মিস মরস্টান দৃঢ় পদক্ষেপে সংযতভাবে ঘরে ঢুকল। সুন্দরী তরুণী, হাতে সুদৃশ্য দস্তানা, পোশাকে সুরুচির পরিচয়। অবশ্য পরিচ্ছদের সাদা-মাঠা চেহারা দেখে মনে হয়, তার আর্থিক অবস্থা খুব ভাল নয়। খুব সুন্দরী তাকে বলা চলে না, কিন্তু মুখের ভাবটুকু ভারি মিষ্টি ও কমনীয়, টানা টানা দুটি নীল চোখ মনকে টানে। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশের নানা জাতির অনেক স্ত্রীলোক আমি দেখেছি, কিন্তু অন্য কোন মুখে এমন মার্জিত ও সংবেদনশীল প্রকাশ আমি দেখি নি। শার্লক হোমসের দেওয়া আসনে সে বসল। তখনও তার ঠোঁট কাঁপছে, হাত কাঁপছে; একটা তীব্র উত্তেজনার প্রকাশ যে তার সারা দেহে সেটা আমার দৃষ্টি এড়াল না।

সে বলল, 'মিঃ হোমস, আমি আপনার কাছে এসেছি, কারণ একসময় আমার নিয়োগকর্ত্রী মিসেস সেসিল ফরেস্টারকে একটি পরিবারিক জটিলতা দূর করার ব্যাপারে আপনি সাহায্য করেছিলেন। আপনার দয়ালু স্বভাব ও কর্মদক্ষতার প্রশংসা তিনি করেন।'

চিন্তিতভাবে সে বলল, 'মিসেস সেসিল ফরেস্টার। মনে হচ্ছে তার যৎসামান্য উপকার আমি করেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, কেসটা খুবই সরল ছিল।'

'তিনি কিন্তু তা মনে করেন না। অন্তত আমার কেস সম্পর্কে আপনি সেকথা বলতে পারবেন না। যে অবস্থায় আমি পড়েছি তার চাইতে বিস্ময়কর ও দুর্বোধ্য কোন কিছু আমি ভাবতেও পারি না।'

হোমস দুখানি হাত ঘসতে লাগল। তার দুই চোখ জলজল করছে। সে চেয়ারে ঝুঁকে বসল। তার সুস্পষ্ট বাজপাখির মত মুখের উপর অসাধারণ মনোযোগের আভাষ ফুটে উঠল।

সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়িক ভঙ্গীতে সে বলল, 'আপনার কেসটি বলুন।'

বুঝতে পারলাম, আমার খুবই বিব্রত অবস্থা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে আমি বললাম, 'আমাকে ক্ষমা করবেন।'

আমাকে বিস্মিত করে তরুণী দস্তানা-পরা হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিল।

বলল, 'আপনার বন্ধু যদি এখানে থাকেন, তাহলে আমার অশেষ উপকার হতে পারে।'

আমি আবার চেয়ারে বসে পড়লাম।

সে বলতে লাগল, 'সংক্ষেপে ঘটনাগুলি এই। আমার বাবা ছিলেন ভারতীয় বাহিনীর একজন অফিসার। শিশুকালেই তিনি আমাকে দেশে

পাঠিয়ে দেন। আমার মা আগেই মারা গেছেন, ইংলণ্ডে আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজনও ছিল না। এডিনবার্গের একটা বোর্ডিং-এ সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত বেশ আরামেই ছিলাম। ১৮৭৮ সালে, বাবা তখন তাঁর রেজিমেন্টের একজন সিনিয়র ক্যাপ্টেন, বারো মাসের ছুটি নিয়ে তিনি বাড়ি এলেন। লণ্ডন থেকে টেলিগ্রাম করে তাঁর নিরাপদে পৌঁছবার খবর জানিয়ে তিনি আমাকে অবিলম্বে ল্যাংহাম হোটেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার নির্দেশ দিলেন। বেশ মনে পড়ে, তাঁর সে নির্দেশ ছিল স্নেহ ও ভালবাসায় ভরা। লণ্ডনে পৌঁছে ল্যাংহামে গিয়ে জানলাম, ক্যাপ্টেন মরস্টান সেখানে থাকেন ঠিকই, কিন্তু আগের দিন রাতে তিনি কোথাও বেরিয়ে গেছেন, আর ফেরেন নি। সারা-দিন সেখানে অপেক্ষা করেও তাঁর কোন খবর পেলাম না। হোটেলের ম্যানেজারের পরামর্শ মত রাত্রেই পুলিশকে সব জানালাম এবং পরদিন সকালে সব খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার হতভাগ্য বাবার কোন খবরই পাই নি। অনেক আশা নিয়ে দেশে এসেছিলেন, ভেবেছিলেন শান্তি পাবেন, আরাম পাবেন, কিন্তু পরিবর্তে—'

সে গলা চেপে ধরল। কথাটা শেষ না করেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

নোট-বই খুলে হোমস প্রশ্ন করল, 'তারিখ ?'

'১৮৭৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর তিনি নিরুদ্দেশ হন, প্রায় দশ বছর আগে।'

'তাঁর মালপত্র ?'

'হোটেলেই ছিল। মালপত্রের মধ্যে কিছু জামা কাপড়, কতকগুলি বই, আর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অনেকগুলি পুরাতাত্ত্বিক দ্রব্য,—আর এমন কিছু ছিল না যাতে কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে। আন্দামানে তিনি কয়েদি-মেটদের ভারপ্রাপ্ত অন্যতম অফিসার ছিলেন।'

'শহরে তাঁর কোন বন্ধু ছিল ?'

'আমরা একজনের কথা জানি—তাঁর নিজের রেজিমেণ্ট ৩৪ বোম্বাই পদাতিক বাহিনীর মেজর শোল্‌টো। মেজর কিছুদিন আগেই অবসর নিয়ে আপার নরউডে বাস করছিলেন, তাঁর সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ করেছিলাম, কিন্তু তাঁর সহকর্মী যে ইংলণ্ডে এসেছে তাও তিনি জানতেন না।'

'একটি অসাধারণ ব্যাপার', হোমস মন্তব্য করল।

'অসাধারণ অংশটাই এখনও বলা হয় নি। প্রায় ছ' বছর আগে—সঠিক বলতে গেলে ১৮৮২ সালের ৪ঠা মে—'দি টাইমস' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপনে মিস মেরি মরস্টানের ঠিকানা জানতে চেয়ে বলা হয় যে, নিজের স্বার্থেই তার এখন এগিয়ে যাওয়া দরকার। বিজ্ঞাপনে কোন নাম বা ঠিকানা দেওয়া ছিল

না। সেই সময়ে আমি সবেমাত্র গভর্ণেসরূপে মিসেস সেসিল ফরেস্টারের পরিবারে ঢুকেছি: তার পরামর্শেই বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে আমার ঠিকানা প্রকাশ করলাম। সেইদিনই ডাকযোগে আমার নামে একটা ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্স এল। তার মধ্যে একটা বড় উজ্জ্বল মুক্তো পেলাম। তার সঙ্গে কিছুই লেখা ছিল না। সেই থেকে প্রতি বছর ঐ একই তারিখে একটি অনুরূপ মুক্তোসমেত একটি অনুরূপ বাক্স আসে, কিন্তু প্রেরকের কোন সন্ধান মেলে না। একজন বিশেষজ্ঞ বলেছে, মুক্তোগুলো দুষ্প্রাপ্য এবং বহুমূল্যবান। আপনারাও দেখতে পাবেন যে সেগুলো সত্যি সুন্দর।'

কথা বলতে বলতে একটি বাক্স খুলে সে এমন ছ'টি উৎকৃষ্ট মুক্তো দেখাল যেমনটি আমি আর কখনও দেখি নি।

শার্লক হোমস বলল, 'আপনার বিবরণ খুবই ইণ্টারেষ্টিং। আপনার আর কিছু ঘটেছে?'

'হ্যাঁ, আজই ঘটেছে। সেইজন্যই আপনার কাছে এসেছি। আজ সকালে এই চিঠিখানা পেয়েছি। আপনি স্বয়ং চিঠিখানা পড়ুন।'

'ধন্যবাদ,' হোমস বলল। 'দয়া করে খামটাও দিন। ডাকঘরের ছাপ—লণ্ডন, এস. ডব্লু. তারিখ জুলাই ৭। হুম! কোণায় বুড়ো আঙুলের ছাপ—সম্ভবত পিওনের। বেশ ভাল কাগজ। খাম এক প্যাকেটের দাম ছয় পেনি। জিনিসপত্রে লোকটির বৈশিষ্ট্য আছে। কোন ঠিকানা নেই। 'আজ রাত সাতটায় লাইসিয়াম থিয়েটারের বাইরে তৃতীয় থামের কাছে এসো। যদি বিশ্বাস না হয়, দুজন বন্ধুকে এনো। তোমার প্রতি অনেক অন্যায় করা হয়েছে, তার প্রতিকার হবে। পুলিশ এনো না। যদি আনো, সব ব্যর্থ হবে। তোমার অজানা বন্ধু।' সত্যি, বেশ ছোটখাট একটা রহস্য। মিস মরস্টান, আপনি কি করতে চান?'

'ঠিক সেই কথাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।'

'তাহলে আমরা নিশ্চয় যাব—আপনি, আমি এবং হ্যাঁ, ঠিক, ডাঃ ওয়াটসনই ঠিক লোক। পত্রলেখক বলেছে দুজন বন্ধু। আমরা দুজন এর আগেও একসঙ্গে কাজ করেছি।'

'কিন্তু উনি কি আসবেন?' সে প্রশ্ন করল। তার কণ্ঠস্বরে এবং প্রকাশ-ভঙ্গীতে একটা আবেদনের সুর।

আমি সাগ্রহে বললাম, 'আপনার কোন কাজে লাগলে গর্ব ও আনন্দ বোধ করব।'

সে বলল, 'আপনারা দুজনেই খুব ভাল। আমি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করি। দুঃখ জানাবার মত কোন বন্ধু আমার নেই। আমি যদি ছ'টায় এখানে আসি, তাহলেই বোধ হয় চলবে?'

হোমস বলল, 'তার বেশী দেরী করবেন না। আর একটা কথা। আচ্ছা, মুক্তোর বাক্সের ঠিকানায় যে যে হাতের লেখা সেটা কি এই একই হাতের লেখা?'

আধ ডজন কাগজ বের করে সে বলল, 'সেগুলি আমি নিয়েই এসেছি।'

'আপনি দেখছি আদর্শ মক্কেল। আপনি ঠিক জিনিসটি বুঝতে পারেন। দেখি।' কাগজগুলি টেবিলের উপর মেলে ধরে সে সবগুলির উপরই দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর বলল, 'চিঠিটা ছাড়া আর সবই বকলমে লেখা। কিন্তু লেখক সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। দেখুন গ্রীক e অক্ষরটা কেমন ভেঙে যাচ্ছে; আর দেখুন শেষের s অক্ষরটা কেমন মোচড় খাচ্ছে। নিঃসন্দেহে সবগুলি একজনেরই লেখা। মিস মরস্টান, মিথ্যা আশা দিতে আমি চাই না, তবু এই হাতের লেখা আর আপনার বাবার হাতের লেখার মধ্যে কি কোন মিল আছে?'

'এর চাইতে আলাদা আর কিছু হতে পারে না।'

'আমি আশা করেছিলাম আপনি এই কথাই বলবেন। তাহলে ছ'টার সময় আপনার দেখা পাচ্ছি। দয়া করে কাগজগুলি আমার কাছে রেখে যান। ততক্ষণ একটু দেখে নেব। এখন মোটে সাড়ে তিনটে। **Au revoir.**'

আমাদের অতিথিও বলল, '**Au revoir.**' আমাদের দুজনের দিকেই উজ্জ্বল সদয় দৃষ্টি মেলে সে মুক্তোর বাক্সটা বুকের মধ্যে নিয়ে দ্রুত চলে গেল।

জানালায় দাঁড়িয়ে আমি তাকে রাস্তা দিয়ে দ্রুতপায়ে হেঁটে যেতে দেখলাম। ক্রমে তার ধূসর টুপি আর সাদা পালক সেই জনারণ্যে একটি বিন্দু হয়ে মিশে গেল।

সঙ্গীর দিকে ফিরে বলে উঠলাম, 'কী রমণীয় রমণী!'

সে আবার পাইপ ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়েছে। দুই চোখের পাতা নেমে এসেছে। অলস কণ্ঠে বলল, 'তাই নাকি? আমি লক্ষ্য করি নি।'

আমি জোর গলায় বললাম, 'তুমি একটা যন্ত্রবিশেষ—হিসাব-নির্ধারক যন্ত্র। সময় সময় তোমার মধ্যে একটা অমানবিকতা দেখা দেয়।'

সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

বলল, 'সর্ব প্রথমেই দেখতে হবে তোমার বিচার-বুদ্ধি যেন কারও ব্যক্তিগত সদ্‌গুণ দ্বারা প্রভাবিত না হয়। একজন মক্কেল আমার কাছে একটি একক-মাত্র সমস্যার একটি অংশবিশেষ। আবেগঘটিত গুণাবলী স্থির যুক্তির বিরোধী। আমি তোমাকে যথার্থ বলছি যে, আমার পরিচিত সবচাইতে

মনোহারিণী এক নারী জীবন-বীমার টাকার লোভে তিনটি শিশুকে বিষপ্রয়োগে হত্যার অপরাধে ফাঁসিতে ঝুলেছে, আর আমার পরিচিত সবচাইতে কদাকার মানুষ এমন একজন মানবপ্রেমিক যিনি লণ্ডনের গরীব মানুষদের জন্য এ পর্যন্ত প্রায় আড়াই লক্ষ ব্যয় করেছেন।'

'এক্ষেত্রে কিন্তু—'

'আমার কথার কোন কিন্তু নেই। একটিমাত্র ব্যতিক্রমই একটি নিয়মকে অপ্রমাণ করে। কখনও কি হাতের লেখা দেখে কারও চরিত্র বুঝবার চেষ্টা করেছ? এই হাতের লেখা দেখে কি বুঝতে পারছ?'

আমি জবাব দিলাম, 'এটা বেশ স্পষ্ট এবং স্বাভাবিক। বৈষয়িক লোক এবং দৃঢ় চরিত্র।'

হোমস মাথা নাড়াল।

বলল, 'তার লম্বা অক্ষরগুলো দেখ। সেগুলো কদাচিৎ অন্য অক্ষর থেকে উপরের দিকে উঠেছে। ঐ d অনায়াসেই একটি a এবং l একটি e মনে হতে পারে। দৃঢ় চরিত্রের লোক যত দুষ্পাঠ্যই লিখুক লম্বা অক্ষরগুলোকে লোকে সবসময়ই আলাদা করে লেখে। তার k অক্ষরের মধ্যে একটা অস্থিরচিত্ততা এবং বড় হাতের অক্ষরগুলোতে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পাচ্ছে। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি—কিন্তু বইপত্র ঘাঁটতে হবে। এই বইটা তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি—এরকম উল্লেখযোগ্য বই বেশী লেখা হয় নি। উইনউড রীড-এর 'মার্টারডম অব্ ম্যান।' আমি একঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।'

বইখানা হাতে নিয়ে জানালায় বসে রইলাম। কিন্তু আমার চিন্তা পড়ে রইল লেখকের দুর্দ্ধর্ষ কল্পনা থেকে অনেক দূরে। আমার মন ছুটে গেল আমাদের সাম্প্রতিক অতিথির দিকে—তার হাসি, তার গভীর মধুর কণ্ঠস্বর, তার জীবনের বিস্ময়কর রহস্যের দিকে। তার বাবার নিখোঁজ হবার সময় যদি তাঁর বয়স সতেরো বছর হয় তাহলে এখন বয়স সাতাশ—এমন একটি মিষ্টি বয়স যখন যৌবনের উন্মাদনার অবসানে এসেছে অভিজ্ঞতা-স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য। বসে বসে ভাবছি। ভাবতে ভাবতে এমন সব ভয়ংকর চিন্তা মাথায় ঢুকল যে ছুটে গিয়ে টেবিলে বসে নিদানতত্ত্বের সর্বশেষ গ্রন্থে ভয়ংকরভাবে ডুবে গেলাম। আমি কি? সেনাবিভাগের একজন সার্জন, একটা রুগ্ন পা আর রুগ্নতর ব্যাংক-হিসাবের মালিক, এসব চিন্তা করছি কোন্ সাহসে? সে তো একটি একক সমস্যার অংশবিশেষ—তার বেশী কিছু নয়। আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। মানুষের মত তার মোকাবিলা করাই ভাল। কল্পনার আলেয়ার আলোয় তাকে উজ্জ্বল করে তোলার চেষ্টা বৃথা।

৩ ঃ সমাধানের সন্ধানে

সাড়ে পাঁচটা বাজবার আগেই হোমস ফিরে এল। তার মেজাজ তখন বেশ ভাল, ঝকঝকে, উৎসাহী। তার বেলায় অবশ্য এরকম মেজাজের পরেই আসে ভয়াবহ বিষণ্ণতা।

. এক কাপ চা ঢেলে দিলাম। সেটা খেতে খেতে সে বলল, 'এ ব্যাপারে কোন বড় কিছু নেই। ঘটনাগুলির একটিমাত্র ব্যাখ্যাই সম্ভব।'

'বল কি! এরই মধ্যে সমাধান করে ফেলেছ?'

'দেখ, সেটা খুব বেশী বলা হয়ে যাবে। এই পর্যন্ত বলতে পারি যে আমি একটা সূত্র আবিষ্কার করেছি। খুবই ইঙ্গিতগর্ভ। অবশ্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলি যোগ করতে বাকি আছে। 'দি টাইমস' পত্রিকার পুরনো ফাইল ঘেঁটে জানতে পেরেছি যে ৩১তম বোম্বাই পদাতিক বাহিনীর প্রাক্তন অফিসার আপার নরউড নিবাসী মেজর শোল্টো ১৮৮২ সালের ২৮শে এপ্রিল মারা গেছেন।'

'হোমস, আমি খুব মোটা বুদ্ধির লোক হতে পারি, কিন্তু এর থেকে কি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে আমি তো বুঝতে পারছি না।'

'পারছ না? তুমি আমাকে অবাক করলে। তাহলে ব্যাপারটাকে এই ভাবে দেখ। ক্যাপ্টেন মরস্টান নিরুদ্দেশ হলেন। লণ্ডনে তিনি যার কাছে যেতে পারেন সেরকম একমাত্র লোক মেজর শোল্টো। মেজর শোল্টো বলেছেন তিনি তাঁর লণ্ডনে আসার কথা শোনেন নি। চার বছর পরে শোল্টোর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে ক্যাপ্টেন মরস্টানের মেয়ে একটি মূল্যবান উপহার পায়, আর সেই উপহার পাওয়া বছরের পর বছর চলবার পরে এখন একখানা চিঠিতে বলা হয়েছে তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। বাবাকে হারানো ছাড়া আর কি অবিচার হতে পারে? শোল্টোর মৃত্যুর পর থেকেই বা উপহার শুরু হবে কেন? নিশ্চয় শোল্টোর উত্তরাধিকারী রহস্যের কিছু খবর রাখে এবং কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতে চায়। ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করা যায় এরকম কোন বিকল্প অভিমত তোমার আছে কি?'

'কিন্তু এ আশ্চর্য ক্ষতিপূরণ। আর কিরকম অদ্ভুত উপায়ে। তাছাড়া, ছ'বছর আগে না লিখে আজই বা সে চিঠি লিখেছে কেন? আবার চিঠিতে ন্যায় বিচারের কথা বলা হয়েছে। কি ন্যায় বিচার সে পেতে পারে? তার বাবা এখনও বেঁচে আছেন—ওটা ধরে নেওয়া খুবই শক্ত। তার প্রতি আর কোন অবিচার করা হয়েছে বলে তুমিও জান না।'

শার্লক হোমস চিন্তিতভাবে বলল, 'অসুবিধা আছে, নিশ্চয় অসুবিধা

আছে। তবে আজকের নৈশ অভিযানই সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। আরে, ঐ তো একটা চার-ঘোড়ার গাড়ি এল, তার মধ্যে আছেন মিস মরস্টান, তুমি প্রস্তুত। তাহলে আমরা নীচেই যাই, কারণ সময় পার হয়ে গেছে।'

আমি টুপি আর সবচাইতে ভারী লাঠিটা হাতে নিলাম। কিন্তু দেখলাম শার্লক হোমস টানা থেকে রিভলবারটা বের করে পকেটে রাখল। স্পষ্ট বুঝলাম, আমাদের রাতের কাজটা গুরুতর কিছু হবে বলেই সে মনে করছে।

একটা কালো ক্লোকে মিস মরস্টানের সারা দেহ ঢাকা। তার মুখমণ্ডল সংযত, কিন্তু বিবর্ণ। যে বিস্ময়কর অভিযানে আমরা নামতে যাচ্ছি তাতে কোনরকম অস্বস্তি বোধ না করলে বুঝতে হবে সে স্ত্রীলোকের চাইতে বড়। তথাপি তার আত্ম-সংযম অক্ষুণ্ণই রয়েছে এবং শার্লক হোমস যে কয়েকটি প্রশ্ন করল সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবও দিল।

বলল, 'মেজর শোল্টো বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁর চিঠিতে মেজরের অনেক কথার উল্লেখ থাকত। তিনি এবং বাবা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সেনাবাহিনীর অধিকর্তা ছিলেন। কাজেই অনেকসময় তাঁদের একত্রে থাকতে হত। ভাল কথা, বাবার ডেস্কে একখানা অদ্ভুত কাগজ পাওয়া গিয়েছিল, সেটা যে কি তা কেউ বুঝতে পারে নি। আমিও মনে করি না যে তার কোন-রকম গুরুত্ব আছে। কিন্তু আমার মনে হল আপনি হয়তো ওটা দেখতে চাইবেন, তাই আমি সঙ্গে করে এনেছি। এই নিন।'

হোমস সযত্নে ভাঁজ খুলে কাগজখানা হাঁটুর উপর মেলে ধরল। তারপর ডবল লেন্স দিয়ে সেটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

বলল, 'ভারতে তৈরি দেশী কাগজ। একসময় পিন দিয়ে বোর্ডে আটকানো ছিল। এর উপর আঁকা ছবিটা মনে হচ্ছে অসংখ্য হল, করিডর ও অলিন্দ সমন্বিত একটা বড় বাড়ির একটা অংশের নক্সা। একজায়গায় লাল কালিতে একটা ছোট ক্রুশ চিহ্ন আঁকা আছে। তার ঠিক উপরেই পেন্সিলে অস্পষ্ট লেখা আছে 'বাঁদিক থেকে ৩'৩৭।' বাঁদিকের কোণায় আছে একটা অদ্ভুত সাংকেতিক চিহ্ন: একসারিতে চারটি ক্রশ-চিহ্ন এমনভাবে আঁকা যাতে একটার হাত পরেরটার হাতকে স্পর্শ করে। তার পাশেই মোটা মোটা অক্ষরে লেখা: 'চারজনের চিহ্ন—যোনাথান স্মল, মহামেৎ সিং, আবদুল্লা খান, দোস্ত আকবর। না, স্বীকার করছি আসল সমস্যার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আমি বুঝতে পারছি না। তথাপি স্পষ্টতই এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সযত্নে একটা পকেট-বুকের মধ্যে রাখা ছিল, কারণ এর দুটো দিকই সমান পরিচ্ছন্ন রয়েছে।'

'তার পকেট-বুকের মধ্যেই এখানা পেয়েছিলাম।'

'মিস মরস্টান, এটাকে যত্ন করে রেখে দিন। আমাদের কাজে লাগতে পারে। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, গোড়ায় ব্যাপারটাকে আমি যেরকম ভেবে-ছিলাম এখন দেখছি তার চাইতে গভীরতর এবং সূক্ষ্মতর কিছু হয়ে উঠতে পারে। আমার ধারণাগুলোকে পুনরায় ভেবে দেখতে হবে।'

সে হেলান দিয়ে বসল। তার নেমে আসা ভুরু আর অর্থহীন দৃষ্টি দেখেই বুঝলাম, সে গভীর চিন্তায় মগ্ন। মিস মরস্টান ও আমি আমাদের অভিযানের সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে নিম্নস্বরে আলোচনা করতে লাগলাম। কিন্তু আমাদের বন্ধু যাত্রার শেষ পর্যন্ত দুর্ভেদ্য নীরবতা অবলম্বন করেই রইল।

সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যা। তখন সাতটাও বাজে নি। কিন্তু কেমন একটা বিষণ্ণ আবহাওয়া। একটা ঘন কুয়াশা শহরের উপর নীচু হয়ে নেমে এসেছে। মাটি-রং মেঘগুলোও ঝুলে রয়েছে কর্দমাক্ত পথের উপর। স্ট্রাণ্ড রোডের কুয়াসা-ঢাকা বাতিগুলো মিটমিট করে কর্দমাক্ত পথের উপর একটা অস্পষ্ট আলোর বৃত্ত মাত্র ফেলতে পারছে। দোকানের জানালা দিয়ে বেড়িয়ে আসা হলদে আলোগুলি বাষ্পাচ্ছন্ন বাতাসের উপর পড়ে জনবহুল রাজপথে কাঁপা কাঁপা উজ্জ্বলতা রিছিয়ে দিচ্ছে। বিষণ্ণ ও আনন্দিত, বিধ্বস্ত ও উল্লসিত— নানা ধরনের মুখের একটা শেষহীন শোভাযাত্রা যেন চলেছে সেই আলো-আঁধারির পথে। আমার মনে হতে লাগল, সবটাই কেমন যেন ছমছমে ভৌতিক ব্যাপার। সব মানুষের মতই তারা একবার অন্ধকার থেকে আলোয় আবার আলো থেকে অন্ধকারে ছুটে চলেছে। সাধারণত আমি কোনকিছুতেই অভিভূত হই না, কিন্তু একঘেয়ে ভাবী সন্ধ্যা আর আমাদের আসন্ন আশ্চর্য ক্রিয়া-কাণ্ড এই দুইয়ে মিলে আমাকে যেন অস্থির ও বিষণ্ণ করে তুলল। মিস মরস্টানের হাবভাবেও বুঝতে পারছিলাম, তারও ঐ একই দশা। একমাত্র হোমসই পারে সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে উঠতে। হাঁটুর উপর নোট-বইটা খুলে পকেট-লণ্ঠনের আলোয় মাঝে মাঝে কি সব সংখ্যা আর কথা লিখে চলেছে।

লাইসিয়াম থিয়েটারে পাশের প্রবেশ-পথগুলিতে এরই মধ্যে বেশ ভীড় জমেছে। সম্মুখে ছ্যাকরা গাড়ি আর চার-চাকার গাড়ির অবিশ্রাম স্রোতে সশব্দে আসা-যাওয়া করছে এবং শার্টধারী নর আর শাল পরা হীরকখচিত নারী যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থল তৃতীয় থামের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই গাড়োয়ানের পোশাক পরা একটি বেঁটে কালো লোক এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলল।

'মিস মরস্টানের সঙ্গে আপনারা এসেছেন?'

তরুণী জবাব দিল, 'আমিই মিস মরস্টান, আর এই দুই ভদ্রলোক আমার বন্ধু।'

একজোড়া আশ্চর্যজনক অন্তর্ভেদী ও জিজ্ঞাসু চোখ তুলে সে আমাদের দিকে তাকাল।

একটা বিশেষ ধরনের গোঁ ধরে সে বলল, ক্ষমা করবেন মিস, নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে আপনার কথা দিতে হবে যে আপনার সঙ্গীদের কেউই পুলিশ-অফিসার নন।'

সে জবাব দিল, 'আমি কথা দিচ্ছি।'

সে একটা তীক্ষ্ণ শিস দিতেই একটা রাস্তার ছেলে একখানি চার-চাকার গাড়ি এনে দরজা খুলে দিল। যে লোকটি আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল সে কোচ-বক্সে উঠে বসল। আমরা গাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। ভাল করে বসবার আগেই গাড়োয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কশাল। কুয়াসা-ঢাকা রাজপথ ধরে আমরা তীব্র গতিতে ছুটে চললাম।

একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি। অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে একটা অজ্ঞাত স্থানে আমরা চলেছি। অথচ আমাদের আমন্ত্রণ হয় একটা মস্ত বড় ফাঁকি—যদিও সেটা অভাবনীয়—অথবা আমাদের এই অভিযানের উপর অনেক গুরুতর বিষয় নির্ভর করছে একথা ভাববার যথেষ্ট কারণ আছে। মিস মরস্টানের আচরণ আগের মতই স্থির ও সংযত। আমার আফগানিস্থান অভিযানের স্মৃতি-কথা শুনিয়ে আমি তাকে আমোদে রাখবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এ অবস্থায় আমি নিজেই এতখানি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমাদের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে এতই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম যে আমার গল্পগুলি মাঝে মাঝে গুলিয়ে যাচ্ছিল। আজও সে সগর্বে ঘোষণা করে যে, একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম—গভীর রাতে একটা বন্দুক আমার তাঁবুতে ঢুকতেই আমি সেটাকে তাক করে একটা দো-নলা বাঘের বাচ্চা ছুঁড়েছিলাম। কোন্ দিকে আমরা যাচ্ছি, প্রথম দিকে কিছুটা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই দ্রুত গতি, কুয়াসা আর লণ্ডন সম্পর্কে আমার সীমিত জ্ঞানের জন্য খেই হারিয়ে ফেললাম, এবং আমরা যে দীর্ঘ পথ পার হয়ে চলেছি তা ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। শার্লক হোমসের কখনও এ ভুল হয় না। গাড়িটা যখন সশব্দে নানা স্কোয়ার ও গলি-পথ দিয়ে ছুটছে তখন সে সবকিছুর নাম বলে দিতে লাগল।

'রোচেস্টার রো', সে বলতে লাগল, 'এবার ভিনসেণ্ট' স্কোয়ার; এই পড়লাম ভকসল ব্রিজ রোডে। মনে হচ্ছে, সারে-র দিকে চলেছি। হ্যাঁ, ঠিক ভেবেছিলাম। এবার ব্রিজে উঠলাম। নদীটা দেখা যাচ্ছে।

চকিতে একবার টেমসের জলাধারার দেখা পেলাম। প্রসারিত নিঃশব্দ জলের উপর আলো পড়ে ঝিল্‌মিল্ করছে। আমাদের গাড়ি অপর পারের রাস্তার গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগল।

সঙ্গী বলে উঠল, 'ওয়াণ্ডওয়ার্থ রোড। প্রায়রি রোড। লার্কহল লেন। স্টকওয়েল প্লেস। রবার্ট স্ট্রীট। কোল্ডহারবার লেন। এ অভিযান আমাদের কোন বিলাসবহুল অঞ্চলে নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় না।'

আসলে একটা সন্দেহজনক নিষিদ্ধ পল্লীতেই আমরা হাজির হলাম। একঘেয়ে ইঁটের বাড়ির দীর্ঘ সারি। শুধু মোড়ের মুখে কিছু কিছু ঝকঝকে সরকারী বাড়ির আলোকছটা। তারপর সারি সারি দোতলা বাড়ি, সামনে একটা করে ছোট বাগান। তারপর আবার নতুন দাঁত-বেরকরা ইঁটের বাড়ির শেষহীন দীর্ঘ সারি—বিরাটকায় শহর যেন তার দানবীয় দাঁড়াগুলোকে গ্রামের বুকে ছড়িয়ে দিয়েছে। অবশেষে গাড়ি থামল একটা নতুন পথের তৃতীয় বাড়িটাতে। অন্য কোন বাড়িতেই লোকজন নেই, শুধু যে অন্ধকার বাড়িটার সামনে আমরা নামলাম তার রান্না-ঘরের জানালায় একটিমাত্র আলোর রেখা চোখে পড়ছে। দরজায় ধাক্কা দিতেই একটি হিন্দু ভৃত্য সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিল। তার মাথায় হলদে পাগড়ি, সাদা ঢিলে পোশাক আর হলদে চাদর। শহরতলীর একটি তৃতীয় শ্রেণীর বাড়ির অতি সাধারণ দ্বারপথে এই প্রাচ্য মনুষ্যমূর্তিকে বড়ই বেমানান লাগছিল।

সে বলল, 'সাহেব আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।' তার কথার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরকার কোন ঘর থেকে একটা উঁচু তীব্র কণ্ঠস্বর ভেসে এল। শোনা গেল, 'ওদের আমার কাছে নিয়ে আয়।'

৪ : টাক-মাথার কথা

একটা অতি সাধারণ বাজে প্যাসেজ ধরে আমরা সেই ভারতীয়টির পিছনে পিছনে এগিয়ে চললাম। প্যাসেজে আলো খুব অল্প, আসবাবপত্রও সামান্য। শেষটায় ডানদিকের একটা দরজার কাছে পৌঁছে সেটাকে সে খুলে দিল। একটা হলুদ আলোর ঝলকানি আমাদের উপর ঠিকরে পড়ল। সেই আলোর মাঝখানে একটি ছোটখাট লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথাটা উঁচু, তার নীচের দিকে চারদিক ঘুরিয়ে খাড়া খাড়া লাল চুল, মাঝখানে একটা চকচকে টাক। দেখে মনে হয়, ফার-অরণ্যের মাথা ফুঁড়ে পাহাড়ের চূড়া উঁকি দিচ্ছে যেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে নিজের দুই হাত মোচড়াচ্ছে। সর্বক্ষণই সে কাঁপছে—কখনও হাসছে, কখনও চেঁচাচ্ছে, অনবরত এটা-ওটা করছে, মুহূর্তের জন্যও চুপচাপ থাকছে না। তার ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, ফলে একপাটি উঁচুনীচু হলদে দাঁত প্রকট হয়ে উঠেছে, আর মুখের উপর হাত তুলে অনবরত সেই দন্তপাতি ঢাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। মস্তবড় টাক সত্ত্বেও তাকে যুবক বলেই মনে হয়। বস্তুত, সবে সে ত্রিশ বছরে পা দিয়েছে।

সে অনবরত চেঁচাচ্ছে, 'আমি আপনার চাকর, মিস মরস্টান, আমি আপনাদেরও চাকর, মহাশয়গণ। দয়া করে আমার এই দীন কুটিরে পদার্পণ করুন। জায়গাটা ছোট, কিন্তু মিস, নিজের মনের মত করে আমি একে সাজিয়েছি। দক্ষিণ লণ্ডনের ভয়ংকর মরুভূমির মধ্যে এটি একটি শিল্প-কলার মরুদ্যান।'

যে ঘরে আমাদের আহ্বান করছিল তার চেহারা দেখে আমরা সকলেই বিস্মিত হলাম। পিতলের উপর একখানা বহুমূল্য হীরে বসালে যেমন বেমানান লাগে, এই বিষণ্ণ বাড়িতে এ ঘরখানাও তেমনি। উজ্জ্বল দামী পরদা ও দেয়াল-ঢাকনা, তার ফাঁকে ফাঁকে দামী ফ্রেমে-বাঁধা ছবি বা প্রাচ্য-দেশীয় পুষ্পপাত্র। লাল-কালোয় মেশানো কার্পেট এত নরম আর পুরু যে পা ফেললেই আস্তে ডুবে যায়, যেন ঘন শেওলার উপর পা পড়েছে। দুটো বড় বাঘের চামড়া আড়াআড়িভাবে রাখায় প্রাচ্য জাঁকজমকের আভাষ ফুটে উঠেছে। এককোণে মাদুরের উপর রাখা একটা বড় হুকোও ঐ একই ইঙ্গিত বহন করছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে প্রায়-অদৃশ্য একটা সোনার তারের সঙ্গে ঝুলছে রূপোর পারাবতাকৃতি একটি বাতি। বাতিটা জ্বলছে, আর বাতাসে একটি সূক্ষ্ম সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে।

কাঁপতে কাঁপতে আর হাসতে হাসতে ছোট লোকটি বলল, 'মিঃ থ্যাড্‌ডিয়ুস শোলটো আমার নাম। আপনি নিশ্চয়ই মিস মরস্টান। আর এই দুই ভদ্রলোক—'

'ইনি মিঃ শার্লক হোমস, আর ইনি ডাঃ ওয়াটসন।'

'ডাক্তার বটে?' সে উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠল, স্টেথোস্কোপ সঙ্গে আছে? একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—দয়া করবেন কি? আমার হৃদপিণ্ডের একটা ভাল্‌ব্‌ সম্পর্কে আমার গুরুতর সন্দেহ আছে, যদি আপনি দয়া করে দেখেন। হৃদপিণ্ডের বাঁ দিককার রক্তবাহী শিরা ভালই আছে, কিন্তু ঐ ভাল্‌ব্‌টা সম্পর্কে আপনার মতামত আমার বড় দরকার।'

তার অনুরোধে বুকটা পরীক্ষা করলাম, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু পেলাম না। শুধু বুঝলাম, একটা তীব্র ভয় তাকে পেয়ে বসেছে, কারণ তার আপাদ-মস্তক অনবরত কাঁপছে।

বললাম, 'সবই ঠিক আছে। আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।'

সে হাল্কাভাবে বলল, 'মিস মরস্টান, আমার উৎকণ্ঠাকে ক্ষমা করবেন। অনেক কষ্ট আমি পেয়েছি, ওই ভাল্‌ব্‌ সম্পর্কে আমার দুর্ভাবনা অনেক দিনের, সে দুর্ভাবনা ভিত্তিহীন জেনে খুবই ভাল লাগছে। মিস মরস্টান, আপনার বাবা যদি মনের উপর এতটা চাপ সৃষ্টি না করতেন, তাহলে হয়

তো তিনি আজও বেঁচে থাকতে পারতেন।'

এরকম একটা গুরুতর বিষয়কে সে এমন উদাসীনভাবে আল-টপকা বলে ফেলল যে আমার ভীষণ রাগ হল। হয় তো তাকে এক ঘা মেরেই বসতাম। মিস মরস্টান বসে পড়ল। তার সারা মুখ সাদা হয়ে গেছে।

সে বলল, 'মনে মনে আমি জানতাম তিনি মারা গেছেন।'

সে বলল, 'সব খবর আমি আপনাকে দিতে পারি। শুধু তাই নয়, আপনার প্রতি ন্যায়-বিচার করতেও আমি পারি। এবং ভাই বার্থোলোমিউ যাই বলুক, তাই আমি করব। শুধু আপনার সঙ্গী হিসাবে নয়, আমি এখন যা করব বা বলব তার সাক্ষী হিসাবেও আপনার দুই বন্ধুকে এখানে পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমরা তিনজন মিলে ভাই বার্থোলোমিউর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারব। কিন্তু বাইরের কেউ যেন এর মধ্যে না আসে —কোন পুলিশও নয়, কোন সরকারী লোকও নয়। বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই আমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে পারি। বাইরে জানাজানি হওয়াটা ভাই বার্থোলোমিউ অপছন্দ করে।'

একটু নীচু সেটির উপর বসে দুর্বল জল-ভরা নীল চোখ দুটি তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে আমার দিকে পিট পিট করে তাকাতে লাগল।

হোমস বলল, 'আমার কথা বলতে পারি, আপনি যা কিছু বলবেন তা আর কেউ জানবে না।'

আমিও ঘাড় নেড়ে সেই কথাতেই সায় দিলাম।

সে বলল, 'খুব ভাল। খুব ভাল। মিস মরস্টান, আপনাকে এক গ্লাস 'চিয়ান্টি' দেব কি? বা 'টোকে'? আর কোনরকম মদ তো আমার কাছে নেই। একটা বোতল খুলব কি? না? বেশ। আশাকরি তামাক খাওয়াতে—বিশেষ করে প্রাচ্যদেশীয় তামাকের মৃদু সৌরভে আপনাদের কোন আপত্তি হবে না। আমার স্নায়ু কিছুটা দুর্বল, এই হুকো আমার পক্ষে এক মূল্যবান শ্রান্তিহারক।'

মস্তবড় একটা পাত্রে সে আগুন ধরাল, আর গোলাপ জলের ভিতর দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে লাগল। আমরা তিনজন অর্ধবৃত্তাকারে বসলাম। আমাদের মাথা ঝুঁকে পড়েছে। থুতনি হাতের উপরে রাখা। আর সেই ছোট্ট কম্পিত দেহ চকচকে উঁচু মাথা-ওয়ালা বিস্ময়কর লোকটি মাঝখানে বসে অস্বস্তির সঙ্গে তামাক খেতে লাগল।

সে বলতে লাগল, 'প্রথম যখন তোমাকে এই চিঠি লিখব স্থির করলাম, তখনই তোমাকে আমার ঠিকানা জানিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আমার ভয় ছিল, তুমি আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করে অবাঞ্ছিত লোক সঙ্গে নিয়ে আসতে পার। তাই আমি এমন একটা ব্যবস্থা করলাম যাতে আমার লোক

উইলিয়ামস তোমাকে আগে দেখতে পায়। তার বিচার-বুদ্ধির উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। তাই তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তার মনোমত নাহলে সে যেন এ ব্যাপারে আর অগ্রসর না হয়। এইসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমার মত একজন রুচিবান লোকের কাছে পুলিশের চাইতে অশোভন আর কিছু হতে পারে না। ঘোর বস্তুবাদের প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে। মূঢ় জনতার সঙ্গে কোন যোগাযোগ আমি রাখি না। দেখতেই পাচ্ছেন, একটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে আমি বাস করি। নিজেকে আমি শিল্প-কলার একজন পরিপোষক বলতে পারি। ঐটেই আমার দুর্বলতা। এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিখানি খাঁটি 'কোরোট'; যদিও 'সালভাটর রোজা' সম্পর্কে রসিকজনের মনে সন্দেহ থাকতে পারে, 'বুগেরো' সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আধুনিক ফরাসী শিল্পরীতিরই আমি পক্ষপাতী।'

মিস মরস্টান বলল, 'ক্ষমা করবেন মিঃ শোলটো, আপনি আমাকে বলতে চান এমন কোন খবর জানবার জন্যই আপনার অনুরোধে আমি এখানে এসেছি। কিন্তু বড়ই দেরী হয়ে গেছে। কাজেই আমাদের সাক্ষাৎকার যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হোক তাই আমি চাই।'

সে জবাব দিল, 'যতই তাড়াতাড়ি করি, কিছু সময় লাগবেই, কারণ ভাই বার্থোলোমিউর সঙ্গে দেখা করতে আমাদের নরউড যেতেই হবে। আমরা সেখানে যাব এবং ভাই বার্থোলোমিউকে সব কথা বুঝাতে চেষ্টা করব। যে পথ আমি ঠিক মনে করে বেছে নিয়েছি সেজন্য সে আমার উপর খুব রাগ করেছে। কাল রাতেও তার সঙ্গে অনেক বচসা হয়েছে। রাগলে সে যে কত ভয়ংকর হয়ে ওঠে তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না।'

আমি সাহস করে বলে উঠলাম, 'নরউড যদি যেতেই হয়, তাহলে আমাদের এখনই রওনা হওয়া উচিত।'

সে হেসে উঠল। হাসির দমকে তার কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'তা তো হবে না। হঠাৎ আপনাদের সেখানে নিয়ে গেলে সে কি বলবে আমি জানি না। না, আমাদের পরস্পরের সম্পর্কটা কি সেটা বুঝিয়ে দিয়ে আপনাদেরও কিছু প্রস্তুত করে নেওয়া দরকার। আমি বলছি, এ কাহিনীতে এমন কিছু বিষয় আছে যা আমি নিজেও জানি না। আমি যতদূর জানি ততদূরই ঘটনাগুলি আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে পারি মাত্র।'

'আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, আমার বাবা মেজর জন শোলটো ছিলেন ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন অফিসার। প্রায় এগারো বছর আগে অবসর নিয়ে তিনি আপার নরউডের 'পণ্ডিচেরি লজে' বাস করতে

আসেন। ভারতবর্ষে থাকতে তিনি সমৃদ্ধিশালী হয়েছিলেন এবং প্রচুর অর্থ, বহু মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যের সংগ্রহ এবং একদল ভারতীয় চাকর সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। একটা বাড়ি কিনে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। আমার যমজ ভাই বার্থোলোমিউ আর আমিই তার একমাত্র সন্তান।

'আমার বেশ মনে পড়ে ক্যাপ্টেন মরস্টান অদৃশ্য হওয়ায় প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা খবরের কাগজে বিস্তারিত বিবরণ পড়তাম। যখন জানলাম তিনি আমাদের বাবার বন্ধু ছিলেন তখন থেকে তার সামনেই এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতাম। আসলে কি ঘটে থাকতে পারে সে বিষয়ে আমাদের আলোচনায় তিনিও অংশ গ্রহণ করতেন। তারই বুকের মধ্যে যেসব গোপন খবর তিনি লুকিয়ে রেখেছেন এবং আর্থার মরস্টানের ভাগ্যের কথা যে একমাত্র তিনিই জানতেন, তা আমরা মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করতে পারি নি।

'অবশ্য আমরা এটা জানতাম যে একটা রহস্য, একটা সমূহ বিপদ বাবাকে ঘিরে ধরেছে। তিনি একা বাইরে যেতে ভয় পেতেন, এবং দুজন পুরস্কার-বিজয়ী যোদ্ধাকে পণ্ডিচেরি লজের দরোয়ানের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। যে উইলিয়ামস আজ আপনাদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এল সেও তাদেরই একজন। এককালে সে ইংলণ্ডের বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা ছিল। কিসে যে বাবার ভয় তা তিনি কখনও আমাদের বলতেন না। কিন্তু কাঠের পা-ওয়ালা লোকের প্রতি তার একটা স্পষ্ট বিতৃষ্ণা ছিল। একদিন তিনি সত্যি সত্যি একটি কাঠের পা-ওয়ালা লোককে রিভলবার দিয়ে গুলি করেছিলেন, অথচ লোকটি ছিল একজন নিরীহ ব্যবসায়ী। ব্যাপারটা চাপা দিতে আমাদের অনেক টাকা খেসারত দিতে হয়েছিল। আমি আর আমার ভাই এটাকে বাবার একটা খেয়াল বলেই মনে করতাম। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী দেখে আমাদের মত পরিবর্তন করতে হয়েছে।

'১৮৮২ সালের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষ থেকে একটা চিঠি পেয়ে বাবা মর্মাহত হলেন। প্রাতরাশের টেবিলে চিঠিটা খুলেই তিনি প্রায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন এবং সেইদিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অসুস্থ ছিলেন। চিঠিতে কি ছিল আমরা কখনও জানতে পারি নি, কিন্তু তার হাত থেকে দেখেছিলাম যে চিঠিটা সংক্ষিপ্ত এবং হিজিবিজি করে লেখা। অনেক বছর ধরেই তিনি পিলের রোগে ভুগছিলেন। এরপর থেকে অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যেতে লাগল, এবং এপ্রিলের শেষ নাগাদ আমাদের জানানো হল যে তার জীবনের আর কোন আশা নেই এবং তিনি আমাদের কাছে তার শেষ কথা বলে যেতে চান।

'আমরা যখন ঘরে ঢুকলাম, তিনি অনেকগুলি বালিশে ঠেসান দিয়ে জোরে

জোরে নিঃশ্বাস টানছিলেন। তিনি আমাদের দরজায় তালা লাগিয়ে বিছানায় তাঁর দু'পাশে বসতে বললেন। তারপর আমাদের হাত জড়িয়ে ধরে তিনি একটা আশ্চর্য জবানবন্দী দিলেন। তার কণ্ঠস্বর তখন আবেগ ও বেদনায় ভগ্নপ্রায়। তার নিজের কথায়ই সে জবানবন্দী আপনাদের শোনাতে আমি চেষ্টা করব।

'তিনি বললেন, 'এই পরম মুহূর্তে একটি বিষয়ই আমার মনের উপর চেপে বসে আছে। বেচারি মরস্টানের অনাথা মেয়ের প্রতি আমার ব্যবহার। যে রত্ন-ভাণ্ডারের অন্তত অর্ধেক তার প্রাপ্য ছিল, সারা জীবন এক অভিশপ্ত অর্থলোভের বশে আমি তাকে তা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছি। অথচ লোভ এমনি অন্ধ আর নির্বোধ যে আমি নিজেও তা ভোগ করি নি। আমি সম্পত্তির অধিকারী এই অনুভূতি আমার কাছে এতদূর প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে সেটা ভোগ করবার চিন্তাও আমার কাছে ছিল অসহ্য। কুইনিনের বোতলের পাশে ওই মুক্তোর মালাটা দেখতে পাচ্ছ? তাকে পাঠাব মনে করেই ওটা তৈরি করিয়েছিলাম, অথচ পাঠাতে পারি নি। বৎসগণ, আগ্রার রত্ন-ভাণ্ডারের একটা ভাল অংশ তাকে দিও। কিন্তু আমার মৃত্যুর আগে তাকে কিছুই পাঠিও না—এমন কি ওই মালাটাও নয়। বলা তো যায় না, আমার মত খারাপ অবস্থায় এসেও অনেকে ভাল হয়ে গেছে।

'সে বলতে লাগল, 'এবার বলি মরস্টানের কিভাবে মৃত্যু হল। অনেক বছর ধরেই সে হৃদপিণ্ডের দুর্বলতায় ভুগছিল। কিন্তু সেকথা কাউকে জানায় নি। একমাত্র আমি জানতাম। ভারতবর্ষে থাকতে সে আর আমি ঘটনাক্রমে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হই। সব সম্পত্তি আমি ইংলণ্ডে নিয়ে আসি। মরস্টান দেশে পৌঁছে সেই রাতেই তার অংশ দাবী করতে এখানে চলে আসে। স্টেশন থেকে হেঁটে এখানে এলে আমার পুরনো চাকর লাল চৌদার দরজা খুলে দেয়। চৌদার আজ আর বেঁচে নেই। যাহোক, সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় এবং বচসা হয়। ভয়ানক রেগে গিয়ে মরস্টান চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠেই হঠাৎ হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরে, তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, চিৎ হয়ে পড়ে গিয়ে সিন্ধুকের কোণায় লেগে মাথা কেটে যায়। আমি তার উপর ঝুঁকে পড়ে দেখলাম, সে মারা গেছে।

'অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিমূঢ়ের মত বসে রইলাম। কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রথমেই মনে হল কাউকে ডাকি। সঙ্গে সঙ্গে ভাবলাম, এ অবস্থায় তো যেকেউ আমাকে তার হত্যাকারী ভাবতে পারে। ঝগড়ার মুহূর্তে তার মৃত্যু, মাথায় আঘাতের চিহ্ন,—সবই তো আমার বিরুদ্ধে যাবে। আবার, কোনরকম সরকারী তদন্ত করানোও সম্ভব নয় কারণ তাহলে ঐ

সম্পত্তি সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য প্রকাশ পাবে যা আমি গোপন রাখতে বাধ্য। সেই আমাকে বলেছিল যে তার গতিবিধি পৃথিবীর কেউ জানে না। তাই যদি হয়, তাহলে কারও জানবার দরকারই বা কি।

'বসে বসে ভাবছি, এমন সময় মুখ তুলে দেখি আমার চাকর লাল চৌদার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে সে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। বলল, 'সাহেব, ভয় পাবেন না। আপনি যে ওনাকে মেরেছেন তা কেউ জানতে পারবে না। আসুন, দেহটা লুকিয়ে ফেলি। তখন আর আপনাকে কে ধরে?' আমি বললাম, 'আমি ওকে মারি নি।' লাল চৌদার মাথা নেড়ে হাসতে লাগল। বলল, 'আমি সব শুনেছি সাহেব। আপনাদের ঝগড়া, তারপর আঘাতের শব্দ—সব শুনেছি। কিন্তু আমার ঠোঁট একেবারে সেলাই করা। বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে আছে। আসুন, দুজনে ওকে সরিয়ে ফেলি।' কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। নিজের চাকরই যদি আমার নির্দোষিতা বিশ্বাস না করে, তাহলে জুরীদের বারো জন বোকা ব্যবসায়ীকে আমি সে কথা বিশ্বাস করাব কেমন করে? সেই রাতেই লাল চৌদার আর আমি মৃতদেহের গতি করে ফেললাম। কয়েকদিন পরেই লণ্ডনের সংবাদপত্রে ক্যাপ্টেন মরস্টানের রহস্যময় নিরুদ্দেশের খবর বের হল। আমার কথা শুনে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এব্যাপারে আমার কোন দোষই ছিল না। আমার অপরাধ, আমরা শুধু মৃতদেহটাই লুকিয়ে ফেলি নি, লুকিয়ে রেখেছি সেই সম্পত্তিও, এবং আজও পর্যন্ত মরস্টানের অংশটাও ভোগ করছি। তাই আমি চাই তোমরা এর প্রতিবিধান কর। আমার মুখের আরও কাছে তোমাদের মাথা নামিয়ে আনো। সম্পত্তি লুকানো রয়েছে—'

'মুহূর্তের মধ্যে তার মুখের ভয়ংকর পরিবর্তন ঘটে গেল। দুই চোখ ভাঁটার মতো ঘুরতে লাগল, ঠোঁট ঝুলে পড়ল, আর এমনভাবে তিনি চীৎকার করে উঠলেন যে সে স্বর আমি কোন দিন ভুলব না; 'ওকে তাড়িয়ে দাও। যীশুর দোহাই, ওকে তাড়িয়ে দাও।' যেদিকে তিনি তাকিয়েছিলেন আমাদের পিছনদিককার সেই জানালার দিকে আমরাও ঘুরে তাকালাম। অন্ধকারে কে যেন আমাদের দিকে চেয়ে আছে। কাঁচের উপরে নাকটা যেখানে চেপে আছে তাও আমরা দেখতে পেলাম। মুখময় দাড়ি-গোঁফ, দুই চোখে নিষ্ঠুর বন্য দৃষ্টি, সারা মুখে তীব্র হিংসার জ্বলন্ত প্রকাশ। আমার ভাই আর আমি জানালার দিকে ছুটে গেলাম, কিন্তু ততক্ষণে লোকটি চলে গেছে। যখন বাবার কাছে ফিরে গেলাম, তখন তার মাথাটা ঢলে পড়েছে, নাড়ি বন্ধ।

সেরাত্রে সারা বাগান তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু আগন্তুকের চিহ্নও দেখতে পেলাম না। শুধু দেখলাম, জানালার নীচে ফুলের বাগানে একটি মাত্র পায়ের চিহ্ন। সেই চিহ্নটি না থাকলে আমরাই হয় তো ভাবতাম যে সেই

নিষ্ঠুর মুখ আমাদের কল্পনার সৃষ্টি। কিন্তু আমাদের ঘিরে যে একটা গোপন চক্র কাজ করছে শীঘ্রই তার আরও স্পষ্ট প্রমাণ পেলাম। সকালে দেখি বাবার ঘরের জানালাটা খোলা, তার ক্যাবার্ড ও বাক্স-পেঁটরা সব তছ-নছ হয়ে আছে, আর তার সিন্দুকের উপর একটুকরো কাগজ সাটা রয়েছে, তাতে লেখা 'চিহ্ন-চতুষ্টয়।' কথাটার অর্থ কি বা এই গুপ্ত আগন্তুকই বা কে—তা কোনদিন জানতে পারি নি। যতদূর বুঝতে পারলাম, বাবার কোন জিনিসই চুরি হয় নি, যদিও সবকিছুই হাতড়ানো হয়েছে। জীবিতকালে যে ভয় বাবাকে তাড়া করে ফিরত, স্বভাবতই আমার ভাই আর আমি এই অদ্ভুত ঘটনাকে তার সঙ্গেই জড়িত বলে মনে করলাম। কিন্তু সব ব্যাপারটা আজও আমাদের কাছে রহস্যময় হয়েই আছে।

ছোট মানুষটি থামল। হুকোটা ধরিয়ে চিন্তিতভাবে কয়েক মুহূর্ত টানল। তার অসাধারণ কাহিনী শুনে আমরা সকলেই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। বাবার মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে মিস মরস্টানের মুখ মৃতের মত সাদা হয়ে গেল। আমার ভয় হল, সে হয় তো মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে। পাশের টেবিলে রাখা ভেনিসিয় কাঁচের পাত্র থেকে একগ্লাস জল ঢেলে তাকে দিলাম। জল খেয়ে সে একটু সুস্থ বোধ করল। শার্লক হোমস ভাবলেশহীন মুখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইল। তার চোখের পাতা দুটি উজ্জ্বল ঝকঝকে চোখের উপর নেমে এসেছে। তার দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ে গেল, আজই সে জীবনের একঘেয়েমী সম্পর্কে তিক্ত অভিযোগ করছিল। অবশেষে এই তো একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে যার সমাধান করতে তাকেও সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। তার গল্পের সুফল লক্ষ্য করে মিঃ থ্যাডডিউস শোলটো গর্বভরে আমাদের দিকে চেয়ে তামাক টানার ফাঁকে ফাঁকে পুনরায় কথা বলতে শুরু করল।

'বুঝতেই পারছেন, বাবা যে গুপ্তধনের কথা বলেছিলেন তার জন্য আমার ভাই আর আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস বাগানের সর্বত্র খুঁড়ে-খুঁড়েও তার কোন হদিস করতে পারলাম না। মৃত্যুর মুহূর্তপূর্বে সেই গুপ্তস্থানটাই তার মুখে এসেছিল। একথা ভেবে আমরা যেন পাগল হয়ে উঠলাম। গুপ্তধন যে কতখানি মূল্যবান তা সেখান থেকে বের-করে আনা মুক্তোর মালাটা দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। মালাটা নিয়ে ভাই বার্থোলোমিউ ও আমি কিছু আলোচনাও করলাম। মুক্তোগুলো নিঃসন্দেহে খুব দামী। সেগুলি হাতছাড়া করা তারও ইচ্ছা ছিল না। কারণ—বন্ধু ভেবেই আপনাদের বলছি—আমার ভাইটিও বাবার এই দোষ কিছুটা পেয়েছে। সে বলল, আমরা মালাটা হাতছাড়া করলে এই নিয়ে নানারকম কথা উঠে শেষ পর্যন্ত আমাদের বিপদ

ঘটাতে পারে। অনেক কষ্টে তাকে এই ব্যবস্থায় রাজী করালাম যে, আমরা মিস মরস্টানের ঠিকানা খুঁজে বের করে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তাকে একটা করে মুক্তো পাঠাব যাতে সে নিজেকে অন্তত সর্বহারা না ভাবতে পারে।

আমার সঙ্গী আন্তরিকভাবেই বলল, 'খুব ভাল, এটা আপনি খুব ভাল কাজ করেছেন।'

ছোট মানুষটি প্রতিবাদের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বলল, 'আমরা সম্পত্তির অছি মাত্র। এই দৃষ্টিতেই ব্যাপারটাকে আমি দেখেছিলাম, যদিও ভাই বার্থোলোমিউ ঠিক সেভাবে দেখতে চায় নি। আমাদের ধন-সম্পদ প্রচুর ছিল। আরও বেশী আমি চাই নি। তাছাড়া, একজন তরুণীর প্রতি এরকম হীন আচরণ বদরুচিরই পরিচায়ক হত। **'Le mauvais gout mene an crime.'** এসব কথা ফরাসীরা ভারি সুন্দরভাবে বলতে পারে। এ-বিষয়ে আমাদের মতবিরোধ এতদূব গড়াল যে আমি নতুন বাসা ঠিক করে পুরনো খিৎমৎগার ও উইলিয়ামসকে নিয়ে পণ্ডিচেরি লজ ছেড়ে চলে এলাম। অবশ্য গতকালই শুনতে পেয়েছি যে একটি অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। গুপ্তধন আবিষ্কৃত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি মিস মরস্টানকে চিঠি লিখলাম। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে নরউডে গিয়ে আমাদেব অংশ দাবী করা। গত রাতেই ভাই বার্থোলোমিউকে আমার মনোভাব জানিয়ে দিয়েছি, কাজেই সেখানে আমরা স্বাগত না হলেও প্রত্যাশিত অতিথি।'

মিঃ থ্যাডডিউস শোলটো থামল। মূল্যবান সেটিতে বসে শরীরটাকে অনবরত কাঁপাতে লাগল। আমরা চুপ করে এই নতুন পরিস্থিতিব কথাই ভাবছিলাম। এমন সময় হোমস সহসা উঠে দাঁড়াল।

বলল, 'স্যার, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি ঠিকই করেছেন। তবে বিনিময়ে আমরা হয়তো আপনার অজানা কোন কোন বিষয়ের উপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারি। কিন্তু, মিস মরস্টানও এইমাত্র বলেছেন, অনেক দেরী হয়ে গেছে, কাজেই অবিলম্বেই সব কিছু করা দরকার।'

নবপরিচিত ভদ্রলোকটি বেশ স্বচ্ছন্দে ধীরে ধীরে হুকোর নলটি গুটিয়ে পর্দার আড়াল থেকে একটা খুব লম্বা টপ-কোট বের করল। তাতে অস্ত্রাখান কলার ও কফ লাগানো। রাতটা খুব গুমোট হওয়া সত্ত্বেও সে কোটটার গলা পর্যন্ত সবগুলো বোতাম এঁটে দিল এবং দুপাশে কান ঝোলা একটি খরগোসের চামড়ার টুপি পরে কান দুটিকে এমনভাবে ঢেকে দিল যে মুখটুকু ছাড়া তার আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

পথ দেখিয়ে অগ্রসর হতে হতে সে বলল, 'আমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ। আমি একটা জরাজীর্ণ মানুষ।'

গাড়ি বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। বেশ বোঝা যায় আমাদের কর্ম-সূচী ঠিক করাই ছিল, কারণ গাড়োয়ান সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। থ্যাডভিউস শোলটো অবিশ্রাম বকবক করতে লাগল। গাড়ির চাকার ঘর্ঘর শব্দকে ছাপিয়ে তার স্বর শোনা যেতে লাগল।

'বার্থোলোমিউ খুব চালাক লোক। সে কেমন করে গুপ্তধনের সন্ধান পেল বলুন তো? শেষ পর্যন্ত সে এই ধারণাই করল যে সেটা ঘরের ভিতরেই কোথাও আছে। তখন সে পুরো বাড়িটার বর্গফুট কসে ফেলল এবং সব জায়গায় এমনভাবে মাপ-জোপ করল যাতে এক ইঞ্চি জায়গাও বাদ না পড়ে। সে দেখল, বাড়িটার উচ্চতা চুয়াত্তর ফুট, কিন্তু সবগুলো ঘরের উচ্চতা আলাদা করে যোগ করে এবং গর্ত খুঁড়ে মধ্যবর্তী অংশের উচ্চতা নির্ধারণ করেও মোট উচ্চতা সত্তর ফুটের বেশী কিছুতেই হয় না। তাহলে চার ফুটের কোন হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না। সেটা তাহলে নিশ্চয় বাড়ির একেবারে ছাদে থাকবে। সুতরাং সে বাড়ির সবচাইতে উঁচু ঘরটার কড়ি এবং সিলিং-এর প্ল্যাস্টারে গর্ত করল! ফলে যা ভেবেছিল ঠিক তাই, সেখানে রয়েছে একটা চিলে-কোঠা—চারদিক আটকানো এবং সকলের অজানা। কোঠার ঠিক মাঝখানে দুটো বরগার উপরে বসানো রয়েছে রত্ন-সিন্দুক। গর্তের ভিতর দিয়ে সেটাকে সে নামিয়ে এনেছে। এখনও সেখানেই আছে। তার হিসেব মত সে রত্ন-রাজীর মূল্য পাঁচ লক্ষ স্টার্লিং-এর কম নয়।'

ঐ বিরাট অংশটি শুনে আমরা সবাই হাঁ করে পরস্পরের দিকে তাকা-লাম। মিস মরস্টানের প্রাপ্য যদি আমরা আদায় করতে পারি তাহলে একটি দুঃস্থ গভর্ণেস থেকে সে হয়ে উঠবে ইংলণ্ডের সর্বাপেক্ষা ধনবতী উত্তরাধি-কারিণী। এ সংবাদে বন্ধুমাত্রেরই খুশি হবার কথা, কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি—স্বার্থপরতা আমাকে চেপে ধরল এবং আমার অন্তর শীসের মত ভারী বোধ হতে লাগল। কোনরকমে কিছু অভিনন্দনের কথা বলে আমি মাথা নীচু করে বিষণ্ণ মনে বসে রইলাম। নবপরিচিতের বকবকানির একটি শব্দও আর আমার কানে ঢুকল না। সে একটা পুরো বিকারগ্রস্ত লোক। আমি যেন স্বপ্নের ঘোরে শুনতে লাগলাম সে তার রোগের অন্তহীন লক্ষণ আর অসংখ্য টোটকা ওষুধের প্রস্তুত প্রণালী ও তাদের 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া' সংক্রান্ত খবর অনবরত উদ্গীরণ করে চলেছে। পকেটের চামড়ার থলেতে কিছু টোটকা ওষুধ সে সঙ্গেও নিয়ে চলেছে। সেরাতে তার প্রশ্নের যেসব জবাব আমি দিয়েছিলাম, আমার বিশ্বাস সেগুলি সে মনে করে রাখে নি। হোমস বলে, দু ফোঁটার বেশী ক্যাস্টর-অয়েল খাবার বিপদ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দিয়ে আমি নাকি ঘুমের ওষুধ হিসেবে বেশ বড় ডোজে স্ট্রিকনিন খাবার পরামর্শ তাকে দিয়েছিলাম। যাহোক, এইসময় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমাদের

গাড়ি থেমে গেল আর কোচম্যান লাফ দিয়ে নেমে দরজা খুলে দিল। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

মিঃ থ্যাডডিউস তাকে হাত ধরে নামতে সাহায্য করে বলল, 'মিস মরস্টান, এইটেই পণ্ডিচেরি লজ।'

৫ঃ পণ্ডিচেরি লজে দুর্ঘটনা

নৈশ অভিযানের এই শেষ পর্যায়ে যখন আমরা পৌঁছলাম, রাত তখন প্রায় এগারোটা। মহানগরীর স্যাঁতসেঁতে কুয়াসাকে আমরা পিছনে ফেলে এসেছি। এখানে পরিষ্কার রাত। পশ্চিম দিক থেকে একটা উষ্ণ বাতাস বইছে। আকাশে ভেসে চলেছে ভারী মেঘের দল। তার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে আধখানা চাঁদ। চারদিক যতটা পরিষ্কার তাতে কিছুদূর পর্যন্ত বেশ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের পথটা আরও আলোকিত করবার জন্য থ্যাডডিউস শোলটো গাড়ির একটা বাতি নামিয়ে নিল।

পণ্ডিচেরি লজ নিজস্ব জমির উপর অবস্থিত। চারদিকে উঁচু পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের উপরে ভাঙা কাঁচের টুকরো বসান। স্বল্প-পরিসর লোহার দরজাই একমাত্র প্রবেশ-পথ। সেই দরজায়ই আমাদের পথ প্রদর্শক ডাক-হরকরার মত ঠুক-ঠুক শব্দ করল।

'কে ?' ভিতর থেকে একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আমি হে ম্যাকমুর্ডো। এতদিনে আমার টোকা তুমি নিশ্চয় চিনে ফেলেছ।'

একটা ক্ষুব্ধ আওয়াজ এবং চাবির ঝনঝনানি শোনা গেল। দরজাটা ভিতর দিকে খুলে গেল। দ্বারপথে একটি বেঁটে দৃঢ়বক্ষ মানুষ দাঁড়িয়ে। তার ঝুঁকে-পড়া মুখ আর মিটমিটে অবিশ্বাসী চোখের উপর লণ্ঠনের হলুদ আলো পড়ে চিকচিক করছে।

'আপনিই তো মিঃ থ্যাডডিউস। কিন্তু বাকিরা কারা ? মালিক তো এদের সম্পর্কে কোন হুকুম দেন নি।'

'দেয় নি ম্যাকমুর্ডো ? তুমি তো আমাকে অবাক করলে। কাল রাতেই তো ভাইকে বলে গিয়েছি আমার সঙ্গে ক'জন বন্ধু আসবেন।'

'মিঃ থ্যাডডিউস, আজ তিনি ঘর থেকেই বের হন নি। আর আমিও কোন হুকুম পাই নি। আপনি তো ভাল করেই জানেন, নিয়ম-কানুন আমাকে মানতেই হবে। আপনাকে ঢুকতে দেব, কিন্তু আপনার বন্ধুরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই থাকবেন।'

অপ্রত্যাশিত বাধা। থ্যাডডিউস শোলটো বিব্রত অসহায়ভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল। তারপর বলল, 'তুমিই ঠিক বলেছ। কিন্তু এরা আমার বন্ধু, তাছাড়া এই মহিলা তো এত রাতে সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না।'

দরোয়ান অবিচলিতভাবেই বলল, 'খুবই দুঃখিত মিঃ থ্যাডডিউস। এরা আপনার বন্ধু হতে পারেন, কিন্তু মালিকের বন্ধু তো নন। তিনি আমাকে মাইনে দেন কাজ করতে, আমার কাজ আমি করব। আপনার বন্ধু-টন্ধু আমি জানি না।'

আন্তরিকতার সুরে শার্লক হোমস বলে উঠল, 'জান, তুমি ঠিক জান ম্যাকমুর্ডো। এরই মধ্যে আমাকে ভুলে যাবে বলে তো মনে হয় না। চার বছর আগে তোমার সাহায্য-রজনীতে এলিসনের বাড়িতে যে সৌখিন মুষ্টিযোদ্ধা তোমার সঙ্গে তিন রাউণ্ড লড়েছিল তাকেও কি চিনতে পারছ না?'

পুরস্কার-বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা চীৎকার করে বলে উঠল, 'আরে! মিঃ শার্লক হোমস! ঈশ্বরের দোহাই! আপনাকে কি ভুলতে পারি? তবে ওখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে আপনি যদি এগিয়ে এসে চোয়ালের উপর আপনার 'ক্রস-হিট' চালাতেন, তাহলে বিনা প্রশ্নেই আপনাকে চিনে ফেলতাম। আঃ, এমন ক্ষমতা আপনি নষ্ট করেছেন। হ্যাঁ, নষ্টই করেছেন। এপথে এলে আপনি অনেক দূর উঠতে পারতেন।'

হোমস হাসতে হাসতে বলল, 'দেখছ ওয়াটসন, যদি আর সব কাজে বিফল হই, তাহলেও একটা বিজ্ঞানসম্মত জীবিকা এখনও আমার সামনে খোলা আছে। বন্ধু নিশ্চয়ই আর আমাদের ঠাণ্ডায় দাঁড় করিয়ে রাখবে না।'

সে বলল, 'আসুন স্যার, ভিতরে আসুন—বন্ধুদের নিয়েই আসুন। খুব দুঃখিত মিঃ থ্যাডডিউস, কিন্তু হুকুম বড় কড়া। আপনার বন্ধুদের সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তো ছাড়তে পারি না।'

ভিতরে একটা কাঁকর বিছানো পথ নির্জন মাঠের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে একটা মস্তবড় বাড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাড়িটা চৌ-কোণা এবং বৈশিষ্ট্যবর্জিত: সারা বাড়িটা অন্ধকার, শুধু এককোণে একটা ছোট ঘরের জানালায় চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করছে। বাড়িটার বিশালতা, তার বিষণ্ণতা আর মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতা—সব মিলিয়ে বুকের ভিতরটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসে। এমন কি থ্যাডডিউস শোলটোও যেন অস্বস্তি বোধ করছে। তার হাতের লণ্ঠনটা ঠুক-ঠুক করে কাঁপছে।

সে বলল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। নিশ্চয় কোন ভুল হয়েছে। আমি পরিষ্কার করে বার্থোলোমিউকে বলেছি যে আমরা আসব, অথচ

জানালায় কোন আলো নেই। এর কি মানে তাতো বুঝতে পারছি না।

হোমস প্রশ্ন করল, 'তিনি কি সব সময়ই বাড়িটাকে এইভাবে পাহারা দিয়ে রাখেন?'

'হ্যাঁ, বাবার ব্যবস্থাটাই সে অনুসরণ করে চলেছে। জানেন, সে ছিল বাবার আদরের ছেলে। কখনও কখনও আমার মনে হয় বাবা হয় তো তাকে এমন কিছু বলে গেছেন যা আমাকে কোদিন বলেন নি। ওই যেখানে চাঁদের আলো পড়েছে ওইটেই বার্থোলোমিউর জানালা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে ভিতরে কোন আলো নেই।'

'না নেই,' হোমস বলল। 'কিন্তু দরজার পাশের ঐ ছোট জানালাটায় আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি।'

'আঃ, ওটা তো পরিচারিকার ঘর। মিসেস বার্ণস্টোন বুড়ি ওখানে বসে। সেই সব কথা বলতে পারবে। কিন্তু কিছু মনে করবেন না, আপনারা দু-এক মিনিট এখানে অপেক্ষা করুন। সকলে যদি একসঙ্গে ঘরে ঢুকি আর সে যদি আমাদের আসার খবর না জানে তাহলে ভয় পেতে পারে। চুপ! চুপ! ওটা কি?'

সে লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরল। তার হাত কাঁপছে। ক্রমে আমাদের চারদিকে আলোর বৃত্তগুলি কাঁপতে কাঁপতে ঘুরতে লাগল। মিস মরস্টান আমার কব্জিটা চেপে ধরল। কম্পিত বুকে কান খাড়া করে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। বিশাল কালো বাড়িটা থেকে একটা বিষণ্ণ আর্তনাদ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে ভেসে এল—একটি ভীত স্ত্রীলোকের কর্কশ ভগ্ন কণ্ঠের আর্তনাদ।

শোলটো বলল, 'মিসেস বার্ণস্টোন। এ বাড়িতে সেই একমাত্র স্ত্রীলোক। এখানে অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আসছি।'

দ্রুত দরজার কাছে গিয়ে সে তার বিশেষ ভঙ্গিতে দরজায় টোকা দিল। আমরা দেখতে পেলাম, একটি লম্বা বৃদ্ধ স্ত্রীলোক দরজা খুলে দিয়ে তাকে দেখেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

'ওঃ, মিঃ থ্যাডিউস, স্যার, আপনি এসেছেন, বড়ই ভাল হয়েছে। আমি ভারি খুশি হয়েছি যে আপনি এসেছেন মিঃ থ্যাডিউস, স্যার।'

তার উচ্ছ্বসিত উল্লাস-ধ্বনি আমরা শুনতে পেলাম। তারপর দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল এবং তার কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

আমাদের পথ-প্রদর্শক লণ্ঠনটা রেখে গিয়েছিল। হোমস সেটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়িটাকে এবং ইতস্তত ছড়ানো বড় বড় জঞ্জাল-স্তূপগুলোকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। মিস মরস্টান আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। তার হাতখানি আমার হাতে। প্রেম বড়ই বিস্ময়কর সূক্ষ্ম জিনিস। এই

তো আমরা দুজন, এর আগে কেউ কাউকে কোনদিন দেখি নি, কোন কথা হয় নি, এমন কি দৃষ্টি-বিনিময় পর্যন্ত নয়, অথচ বিপদের মুহূর্তে আমাদের দুখানি হাত আপনা থেকেই পরস্পরকে কাছে টানল। এতে পরে আমি অবাক হয়েছি, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মনে হল যে তার কাছে ওভাবে এগিয়ে যাওয়াই আমার পক্ষে স্বাভাবিক, আর সেও আমাকে অনেকবার বলেছে যে, তারও মন তখন আমার কাছেই চেয়েছিল সান্ত্বনা ও আশ্রয়। হাতে হাত ধরে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম, যেন দুটি শিশু; চারদিকের সেই ভয়ংকর পরিবেশের মধ্যেও আমাদের মন শান্তিতে পরিপূর্ণ। চারদিকে তাকিয়ে সে বলল, 'কেমন আশ্চর্য জায়গা!'

'মনে হচ্ছে ইংলণ্ডের সব ইঁদুরকে এখানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্বর্ণ-শিকারীরা যেখানে কাজ করছিল সেই বাল্লাকটের নিকটবর্তী একটা পাহাড়ের পাশে এরকমটা আমি দেখেছি।'

হোমস বলল, 'কারণটা একই। গুপ্তধন-শিকারীদের চিহ্ন এগুলো। মনে রাখতে হবে যে দীর্ঘ ছয় বছর ধরে তারা এর সন্ধান করেছে। ফলে জমিটা যে পাহাড়ের খাদের মত দেখবে সে আর বিচিত্র কি।'

সেই মুহূর্তে বাড়ির দরজাটা সপাটে খুলে গেল এবং থ্যাডডিউস শোলটো সবেগে বেরিয়ে এল। তার দুই হাত সম্মুখে প্রসারিত, দুই চোখে আতংকের ছায়া।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'বার্থোলোমিউর নিশ্চয় কিছু হয়েছে। আমি ভীষণ ভয় পেয়েছি। আমি সহ্য করতে পারছি না।'

প্রকৃতই ভয়ে সে তখন কাঁপছে। অস্ত্রাখান-কলারের ফাঁক দিয়ে তার যে কম্পিত দুর্বল মুখটা উঁকি দিচ্ছিল তাতে একটা আতংকগ্রস্ত অসহায় শিশুর মুখের ছবি যেন ফুটে উঠেছে।

খড়খড়ে দৃঢ় কণ্ঠে হোমস বলল, 'বাড়ির ভিতরে চলুন।'

থ্যাডডিউস শোলটো অনুনয়ের সুরে বলল, 'তাই চলুন। নির্দেশ দেবার ক্ষমতা আর আমার নেই।'

তার পিছনে পিছনে প্যাসেজের বাঁ-হাতি পরিচারিকার ঘরে ঢুকলাম। বৃদ্ধা ঘরময় পায়চারি করছে। তার মুখে ভয়ের চিহ্ন। আঙুলগুলি অস্থির-ভাবে নাড়াচাড়া করছে। মিস মরস্টানকে দেখে কিছুটা সান্ত্বনা পেল যেন।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সে বলল, 'ঈশ্বর তোমার মিষ্টি মধুর মুখের মঙ্গল করুন। তোমাকে দেখে বড়ই ভাল লাগছে। সারাটা দিন আমার বড় কষ্টে কেটেছে।'

আমাদের সঙ্গী বৃদ্ধার ক্ষীণ হাতটা চাপড়ে দিয়ে সদয় কণ্ঠে কয়েকটি

মেয়েলি সান্ত্বনার বাণী শোনাল। তার রক্তশূন্য গাল দুটিতে তাতেই যেন রং ফিরল।

সে বলতে লাগল, 'মালিক ঘর বন্ধ করে রয়েছেন। কোন কথার জবাব দিচ্ছেন না। সারাদিন তার ডাকের অপেক্ষায় রয়েছি, কারণ মাঝে মাঝেই তিনি একা থাকতে ভালবাসেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক আগে আমার ভয় হল যে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে, তার উপরের ঘরে গিয়ে চাবির গর্তের ভিতর দিয়ে উঁকি দিলাম। মিঃ থ্যাডডিউস, আপনি উপরে যান, আপনাকে যেতেই হবে, নিজের চোখে দেখতে হবে। সুখে-দুঃখে গত দশ বছর ধরে মিঃ বার্থোলোমিউ শোলটোকে আমি দেখেছি, কিন্তু আজকের মত তার এমন মুখ আমি কোনদিন দেখি নি।'

শার্লক হোমস বাতিটা হাতে নিয়ে পথ দেখিয়ে চলতে লাগল, কারণ থ্যাডডিউস শোলটোর তখন দাঁত-কপাটির মত অবস্থা। সে এমনভাবে কাঁপছে যেন হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে। আমি তাই দোতলায় উঠবার সময় তার বগলের নীচটা ধরে রইলাম। উঠতে উঠতে হোমস দু' দু'বার পকেট থেকে লেন্সটা বের করে কতকগুলি চিহ্ন পরীক্ষা করে দেখল। আমার কাছে কিন্তু সে চিহ্নগুলিকে সিঁড়ির কার্পেট হিসেবে ব্যবহার করা নারকেল-পাতার মাদুরের উপরকার ধুলোতে কতকগুলি এলোমেলো দাগ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় নি। সে খুব ধীরে ধীরে একটার পর একটা সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বাতিটা নীচু করে ধরে বাঁয়ে-ডাইনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব দেখতে লাগল। মিস মরস্টান রয়েছে সকলের শেষে ভীত পরিচারিকার সঙ্গে।

তিন ধাপ সিঁড়ির শেষে একটা সোজা লম্বা প্যাসেজ। তার ডান দিকে ভারতীয় পর্দার উপরে একটা বড় ছবি, আর বাঁদিকে তিনটে দরজা। সেই একই ধীর স্থিরভাবে হোমস এগিয়ে চলল। আমরাও তার পিছনে পিছনে চলেছি। আমাদের দীর্ঘ কালো ছায়াগুলি পিছনের কড়িডরে ছড়িয়ে পড়েছে। তৃতীয় দরজাটাই আমরা খুঁজছিলাম। হোমস দরজায় টোকা দিল। কোন সাড়া পেল না। হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলতে চেষ্টা করল। ভিতর থেকে চাবি-বন্ধ। চাবি ঘুরানোর ফলে ছিদ্রটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নি। শার্লক হোমস সেখানটায় নীচু হল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা দম নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'ওয়াটসন, এর মধ্যে একটা শয়তানি ব্যাপার কিছু আছে।' এমন অভিভূতের মত সে কথা বলল যে তাকে আমি এর আগে কখনও সেরকম দেখি নি। 'দেখ তো কিছু বুঝতে পার কি না?'

ছিদ্রটার কাছে নীচু হয়েই আমি ভয়ে আঁতকে উঠলাম। ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো পড়েছে। সবকিছুই দেখা যাচ্ছে। একখানা মুখ সোজা আমার দিকে তাকিয়ে যেন ঝুলছে। ঘরের নীচু দিকটায় ছায়া পড়ায় মনে

হচ্ছে মুখটা যেন শূন্যে ঝুলে আছে। অবিকল আমাদের সঙ্গী থ্যাডডিউসের মুখ। সেই উঁচু চকচকে মাথা, সেই লাল চুলের গোলাকার গুচ্ছ, সেই রক্তশূন্য মুখ। সমস্ত মুখে একটা ভয়ংকর হাসি ছড়িয়ে আছে,—একটা স্থির অস্বাভাবিক দাঁত-বেরকরা হাসি। স্তব্ধ চন্দ্রালোকিত ঘরে সে হাসি যেকোন ভ্রূকুটি বা মুখ-বিকৃতির চাইতেও ভয়ংকর। মুখখানা আমাদের ছোট বন্ধুটির এতই অনুরূপ যে সে সত্যি আমাদেব সঙ্গে আছে কিনা দেখবার জন্য আমি ঘুরে তার দিকে তাকালাম। তখনই মনে পড়ল, সে তো আমাদের আগেই বলেছে যে তার ভাই আব সে যমজ।

'এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার।' আমি হোমসকে বললাম। 'এখন কি করা?'

সে জবাব দিল, 'দবজা ভাঙতে হবে।' দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে সমস্ত শরীর দিয়ে তালাটাব উপর চাপ দিল।

কড়-কড় করে একটা আর্তনাদ উঠল, কিন্তু দরজা খুলল না। সকলে মিলে আবাব চাপ দিতেই হঠাৎ দবজা খুলে গেল। আমরা হুড়মুড় করে বার্থলোমিউ শোলটোর ঘরে ঢুকে পড়লাম।

দেখে মনে হয় যেন একটা বাসায়নিক গবেষণাগার। দরজার উল্টো দিকের দেয়ালে দু'সারি কাঁচের ছিপিওয়ালা বোতল সাজানো। টেবিলের উপর বুনসেন-বার্ণার, টেস্ট-টিউব ও বক-যন্ত্রের স্তূপ। ঘরের কোণে কোণে বেতের ঝুড়িতে এসিডেব বড় বড় কাঁচের পাত্র। তার একটা হয় তো ভেঙে গেছে, বা কোন ছিদ্র হয়েছে, ফলে কালো বঙের একটা তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়েছে। একটা বিশ্রী আলকাতরার মত গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। ঘরের এক পাশে ববগা ও প্ল্যাস্টারের স্তূপের মধ্যে একটা মই দাঁড় করান রয়েছে, আর তার ঠিক উপরেই সিলিং-এ একটা লোক ঢুকবার মত জায়গা ফাঁকা করা হয়েছে। মইয়ের নীচে একটা লম্বা দড়ির কুণ্ডলি অবহেলায় পড়ে আছে।

টেবিলের পাশে একটা কাঠের হাতল-ওয়ালা চেয়ারে বাড়ির মালিক বসে আছে। তার মাথাটা বাঁ কাঁধের উপর ঝুলে পড়েছে। মুখে একটা বীভৎস রহস্যময় হাসি। তার শরীর শক্ত ও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। স্পষ্টই বোঝা যায় বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই সে মারা গেছে। আমার মনে হল, তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অদ্ভুতভাবে দুমড়ে-মুচড়ে দেওয়া হয়েছে। টেবিলের উপরে তার হাতের পাশে একটা বিশেষ ধরনের অস্ত্র পড়ে আছে—একটা বাদামী রঙের ঘন-গাঁটওয়ালা লাঠি, হাতুড়ির মত পাথরের মাথা লাগানো, আর মোটা দড়ি দিয়ে কসে জড়ানো। পাশেই একটুকরো ছেঁড়া নোট-পেপার, তাতে কি যেন লেখা। হোমস সেটার উপর চোখ বুলিয়ে আমার হাতে দিল।

অর্থপূর্ণভাবে ভুরু দুটো তুলে সে বলল, 'দেখ।'

লণ্ঠনের আলোয় সেটা পড়ে ভয়ে আমি শিউরে উঠলাম। লেখা আছে, 'চিহ্ন-চতুষ্টয়।'

প্রশ্ন করলাম, 'ঈশ্বরের দোহাই, এর মানে কি?'

মৃতদেহের উপর ঝুঁকে পড়ে সে বলল, 'মানে হত্যা। আঃ। এইটেই আশা করেছিলাম। চেয়ে দেখ।'

কানের ঠিক উপরে চামড়ায় বেঁধানো একটা লম্বা কালো কাঁটার মত জিনিস সে আঙুল দিয়ে দেখাল।

'এ তো একটা কাঁটার মত দেখতে', আমি বললাম।

'একটা কাঁটাই। তুমি ওটা তুলে আনতে পার। কিন্তু সাবধান, ওটা কিন্তু বিষাক্ত।'

তর্জনী এবং বৃদ্ধার মাঝখানে ধরে সেটাকে তুলে নিলাম। এত অনায়াসে সেটা চামড়া থেকে খুলে এল যে কোন দাগই রইল না। যেখানে কাঁটাটা ফোটানো হয়েছিল সেখানে একটা ছোট্ট রক্ত-বিন্দু মাত্র দেখা গেল।

আমি বললাম, 'আমার কাছে এ যে এক সমাধানের অতীত রহস্য। স্পষ্টতর না হয়ে এ যে ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে।'

সে বলে উঠল, 'ঠিক উল্টো। প্রতি মুহূর্তেই ব্যাপারটা স্পষ্টতর হচ্ছে। একটি সুসংবদ্ধ ঘটনা পেতে হলে আমাদের কয়েকটি হারানো গিঁট আর প্রয়োজন।'

ঘরে ঢুকবার পরে আমাদের সঙ্গীর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। সে তখনও দরজায়ই দাঁড়িয়ে আছে। যেন আতংকের প্রতিমূর্তি। হাত মোচড়াতে মোচড়াতে সে বিলাপ করছে। সহসা সে তীক্ষ্ণ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল।

সে বলল, 'গুপ্তধন নেই। গুপ্তধন চুরি হয়ে গেছে। ওই গর্তের ভিতর দিয়েই আমরা সেটা নামিয়েছিলাম। সেকাজে আমিই তাকে সাহায্য করেছিলাম। আমিই তাকে সর্বশেষ দেখেছি। কাল রাতে এখানেই তাকে রেখে গিয়েছি। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দরজা বন্ধ করার শব্দও আমি শুনেছি।'

'সেটা কখন?'

'তখন দশটা। এখন সে মৃত। পুলিশ আসবে। আর এ ব্যাপারে আমার হাত আছে বলে সন্দেহ করা হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি তাই হবে। কিন্তু আপনারা নিশ্চয় তা মনে করেন না। নিশ্চয়ই আপনারা মনে করেন না যে আমি একাজ করেছি। তাহলে কি আমি আপনাদের এখানে ডেকে আনতাম? ভাই। আমার ভাই। আমি জানি, আমি পাগল হয়ে যাব।'

সে পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়তে লাগল।

তার কাঁধে হাত রেখে হোমস বলল, 'মিঃ শোলটো, আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। আমার পরামর্শ শুনুন, গাড়ি নিয়ে থানায় গিয়ে ব্যাপারটা পুলিশ-রিপোর্ট করে আসুন। তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিন। আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা এখানে অপেক্ষা করব।'

ছোট মানুষটি বিমূঢ়ভাবে তাব কথামত কাজ করল। অন্ধকারে তার সি ড়ি দিয়ে নামবার শব্দ আমরা শুনতে পেলাম।

৬ঃ শার্লক হোমসের কেরামতি

হাত ঘসতে ঘসতে হোমস বলল, 'দেখ ওয়াটসন, আমাদের হাতে আধ ঘণ্টা সময় আছে। সময়টা ভালভাবে কাজে লাগাতে হবে। ওই কোণে বসো। তোমাব পায়ের ছাপ যেন গোলমাল না বাঁধায়। এবার কাজ শুরু। প্রথম কথা, ওরা কেমন করে এল, আর কেমন করে গেল? কাল রাত থেকে দরজাটা খোলা হয় নি। জানালা দিয়ে কি?' আলোটা সেখানে নিয়ে দ্রষ্টব্য জিনিসগুলির কথা জোর করে ঘোষণা করলেও কথাগুলি সে যেন আমার পরিবর্তে নিজেকেই বলতে লাগল। 'জানালাটা ভিতর থেকে বন্ধ। ফ্রেমটা মজবুত। পাশে কোন কব্জা নেই। জানালাটা খোলা যাক। কাছে কোন জলের পাইপ নেই। ছাদ নাগালেব বাইরে। তথাপি একটা লোক জানালা বেয়েই উঠেছে। গত রাত্রে কিছুটা বৃষ্টি হয়েছে। গোবরাটের উপবে একটা ছাঁচে তোলা পায়ের ছাপ রয়েছে। এখানে একটা গোলাকার কাদাব দাগ, এখানে মেঝেতেও সেই দাগ, আবার টেবিলের পাশেও। দেখ, দেখ ওয়াটসন। এটা সত্যি একটা ভাল প্রমাণ।'

গোলাকার স্পষ্ট কাদার চাকতিগুলোর দিকে তাকালাম।

বললাম, 'এ তো পায়ের ছাপ নয়।'

'এটা আমাদের কাছে আরও বেশী মূল্যবান। এটা একটা কাঠের পায়ের দাগ। গোবরাটের উপর দেখতে পাচ্ছ একটা জুতোব ছাপ, চওড়া ধাতুর গোড়ালি লাগানো ভারী জুতো, আর তার পাশেই একটা কাঠের পায়ের ছাপ।'

'লোকটির কাঠের পা?'

'ঠিক তাই। কিন্তু আরও একজন আছে—খুব সক্ষম কর্মঠ সহযোগী। ডাক্তার, ঐ দেয়ালটা তুমি টপকাতে পার?'

খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বাড়ির ওই কোণটা তখনও চাঁদের আলোয় উজ্জল। আমরা জমি থেকে প্রায় ষাট ফুট উঁচুতে আছি।

কিন্তু যেদিকে তাকাই না কেন, ইটের দেয়ালে কোথাও পা রাখবার জায়গা বা কোন ফাটল চোখে পড়ল না।

বললাম, 'এ দেয়াল টপকানো সম্পূর্ণ অসম্ভব।'

'কোন সাহায্য ছাড়া নিশ্চয় তাই। কিন্তু ধঁবো যদি এখান থেকে তোমার কোন বন্ধু ওই কোণের শক্ত দড়িটা তোমাব কাছে ফেলে দিয়ে দড়ির অপর দিকটা দেয়ালের ওই বড় হুকটার সঙ্গে বেঁধে দেয় তাহলে তো মনে হয় তুমি সক্ষম মানুষ হলে কাঠের পা ইত্যাদি সমেত এখানে উঠে আসতে পার। অবশ্য ঐ একই পথে তুমি নেমেও যেতে পারবে। আর তোমার সহযোগী দড়িটা গুটিয়ে হুক থেকে খুলবে, জানালাটা টেনে দিয়ে ভিতর থেকে বন্ধ করবে, এবং যেপথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে যাবে।' দড়িটার উপর হাত রেখে সে বলতে লাগল, 'একটা ছোট কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের কাঠের পা-ওয়ালা বন্ধুটি ভাল আরোহী বটে, কিন্তু অভিজ্ঞ নাবিক নয়। তার হাতে কড়া পড়ে নি। আমার লেন্সে একাধিক রক্তের দাগ ধরা পড়েছে, বিশেষ করে দড়িটার শেষের দিকে। তার থেকেই বুঝতে পারছি যে এত জোবের সঙ্গে তার হাত পিছলে গিয়েছিল যাতে হাতের চামড়া কেটে গেছে।'

আমি বললাম, 'খুব ভাল কথা। কিন্তু ব্যাপাবটা তো আগের থেকে আরও দুর্বোধ্যই হয়ে উঠল। কে এই রহস্যময় সহযোগী? আর ঘরের মধ্যে সে এলই বা কেমন করে?'

হোমস চিন্তিতভাবে বলল, 'হ্যাঁ, সহযোগী। তাকে নিয়ে ভাববার কথা আছে। সেই কেসটাকে সাধারণ ঘটনার ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। আমি মনে করি, এই সহযোগী এদেশের অপরাধের ইতিহাসে নতুন পথের সৃষ্টি-কর্তা—অবশ্য ভারতবর্ষে এবং—আমার যতদূর মনে পড়ে—সেনেগাম্বিয়াতে অনুরূপ কেসের নজীর আছে।'

আমার কথার জের টেনেই বললাম, 'সে এল কেমন করে? দরজা চাবি-বন্ধ। জানালা নাগালের বাইরে। তবে কি চিমনি দিয়ে এসেছিল?'

সে জবার দিল, 'ঝাঁঝরিটা এত ছোট যে তার ভিতর দিয়ে মানুষ গলতে পারে না। ও সম্ভাবনার কথা আমি আগেই ভেবে দেখেছি।'

আমি তবু বললাম, 'তাহলে?'

মাথা নেড়ে সে বলল, 'আমার উপদেশ তো তুমি মানবে না। কতবার তোমাকে বলেছি যে অসম্ভবকে বাদ দেবার ফলে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে,—সেটা যতই সম্ভাবনামূলক হোক—, সেটাকেই সত্য বলে মেনে নিতে হবে। আমরা জানি, সে দরজা, জানালা বা চিমনির পথে আসে নি। আমরা আরও জানি, ঘরের ভিতরে তার লুকিয়ে থাকাও সম্ভব নয়, কারণ লুকোবার কোন

জায়গাই নেই। তাহলে সে এল কোত্থেকে?'

'ছাদের গর্তের ভেতর দিয়ে,' আমি চেঁচিয়ে বললাম।

'ঠিক। তাই সে করেছে। তা করতে সে বাধ্য। তুমি যদি দয়া করে বাতিটা উঁচু করে তোল তাহলে উপরের যে গুপ্ত ঘরে গুপ্তধন ছিল সেটা ভাল করে পরীক্ষা করতে পারি।'

সে মই বেয়ে উঠে দুই হাতে দুটো বরগা ধরে এক ঝাঁকিতে চিলে-কোঠায় উঠে গেল। তারপর উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে বাতিটা নিয়ে সেটা ধরে রাখল। আমিও তার মত করেই সেখানে উঠে গেলাম।

যে ঘরে আমরা ঢুকলাম সেটা একদিকে দশ ফুট, অন্যদিকে ছ'ফুট। মেঝেটা দুটো বরগার উপর ভর করে আছে। মাঝখানের ফাঁকটা সরু কড়ি ও প্ল্যাস্টার দিয়ে ভরাট করা। কাজেই তার উপর দিয়ে কাউকে হাঁটতে হলে বরগা থেকে বরগার উপর পা ফেলতে হবে। ছাদটা খানিকদূর পর্যন্ত উঠে গেছে। আসলে সেটা বাড়ির মূল ছাদের নীচেকার একটা খোলস মাত্র। সেখানে কোনরকম আসবাব নেই। মেঝেতে অনেক বছরের সঞ্চিত ধুলো পুরু হয়ে পড়ে আছে।

একটা বাঁকা দেয়ালে হাত রেখে শার্লক হোমস বলল, 'এইখানটা দেখ। এটাই হচ্ছে গুপ্ত দ্বার যেটা দিয়ে ছাদে যাওয়া যায়। এটাকে পিছনে ঠেলে দিলেই দেখা যাবে আসল ছাদটা একটু ঢালু হয়ে গেছে। তাহলে এটাই হল সেই পথ যেপথে এক নম্বর ঢুকেছিল। দেখা যাক ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের আর কোন হদিস করা যায় কি না।'

বাতিটাকে সে মেঝেতে নামিয়ে রাখল, আর সেরাত্রে এই দ্বিতীয়বার তার মুখের উপর একটা চকিত বিস্মিত দৃষ্টির ছায়া নেমে আসতে দেখলাম। তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে আমি যা দেখলাম, তাতে পোশাকের নীচেও আমার চামড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সারা মেঝেতে পায়ের অনেক ছাপ,—স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও গভীর, কিন্তু মাপে সেগুলি একজন সাধারণ মানুষের পায়ের অর্ধেকও হবে না।

ফিস ফিস করে বললাম, 'হোমস, এই ভীষণ কাজটি করেছে একটি শিশু।'

মুহূর্তে তার আত্মমগ্ন ভাবটা কেটে গেল।

বলল, 'মুহূর্তের জন্য আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। আমার স্মৃতিশক্তি কমে গেছে, অন্যথায় এটা আমার আগেই বলা উচিৎ ছিল। এখানে আর কিছু জানবার নেই। চল, নীচে যাই।'

পুনরায় নীচের ঘরে পৌঁছে আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম, 'পায়ের ছাপগুলির ব্যাপারে তোমার অভিমতটা কি?'

একটু অধৈর্যভাবে সে বলে উঠল, 'ভাই ওয়াটসন, নিজেও একটু-আধটু

বিশ্লেষণ করতে শেখ। আমার পদ্ধতি তো তুমি জানই। সেটা প্রয়োগ কর। তাহলে দুজনের ফলাফল মিলিয়ে দেখলে অনেক কিছু শেখা যাবে।'

আমি বললাম, 'ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা হতে পারে এমন কিছু আমি ধারণা করতে পারছি না।'

সে কিছু না ভেবেই বলল, 'শীঘ্রই সবকিছু পরিষ্কার বুঝতে পারবে। মনে হচ্ছে এখানে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই। কিন্তু একটা জিনিস দেখতে হবে।'

হুট করে তার লেন্সটা আর একটা মাপবার ফিতে বের করল। হাঁটু ভেঙে বসে লম্বা সরু নাকটা মেঝের তক্তার একেবারে কাছাকাছি নিয়ে সে ঘরময় মেপে বেড়াতে লাগল। তার গোল গোল চোখ দুটো তখন পাখির চোখের মত জ্বলজ্বল্ করছে। গন্ধ-সন্ধানী শিকারী কুকুরের মত তার গতি এমন দ্রুত, নিঃশব্দ এবং প্রচ্ছন্ন যে আমার মনে হতে লাগল, সে যদি তার শক্তি ও বিচক্ষণতাকে আইন প্রতিষ্ঠার সপক্ষে প্রয়োগ না করে তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করত তাহলে না জানি কত ভয়ংকর অপরাধী হয়ে উঠত। পরীক্ষা চালাতে চালাতে সে আপন মনে কি যেন বলতে লাগল এবং একসময়ে আনন্দের আতিশয্যে হেসে উঠল।

বলল, 'আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন। আর কোন গোলমাল থাকবার কথা নয়। দুর্ভাগ্যবশত এক নম্বর ক্রিয়োজোট মাড়িয়ে দিয়েছে। ঐ বদ-গন্ধ মালের পাশে তার ছোট পায়ের ছাপ তুমিও দেখতে পাচ্ছ। কাঁচের পাত্রটা ফেটে গিয়ে বস্তুটা বাইরে গড়িয়ে পড়েছে।'

'তাতে কি হল?' আমি প্রশ্ন করলাম।

সে বলল, 'কেন তাকে পেয়ে গেলাম, ব্যাস। এমন কুকুর আমার জানা আছে যে এই গন্ধ শুঁকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারে। একদল কুকুর যদি এক ঝাঁক হেরিং-এর পিছনে সারা দেশময় ছুটতে পারে, তাহলে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত একটা কুকুর এরকম তীব্র গন্ধকে কতদূর পর্যন্ত অনুসরণ করতে পারে? এটা হয়তো ঐকিক নিয়মের অংকের মত শোনাচ্ছে। কিন্তু এর জবাব থেকেই আমরা জানতে পারব—কিন্তু, আরে! আইনের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরাই যে এসে পড়েছেন।'

নীচে ভারী পদশব্দ এবং উচ্চকণ্ঠের গোলযোগ শোনা গেল। হলের দরজাও সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

হোমস বলল, 'ওরা আসবার আগে তোমার হাতটা বেচারির হাতের এইখানে এবং পায়ের এইখানে রাখ। কি বুঝছ?'

'মাংসপেশীগুলি কাঠের মত শক্ত', আমি বললাম।

'ঠিক তাই। মাংসপেশীগুলিতে স্বাভাবিক 'রিগর মর্টিস' থেকে অনেক

বেশী টান ধরেছে। তার সঙ্গে যদি যোগ কর মুখের এই বিকৃতি, এই মরা মানুষের মত হাসি যাকে পুরনো লেখকরা বলতেন 'রাইসাস সার্ডোনিকাস,' তাহলে কোন্ সিদ্ধান্তে তুমি উপনীত হবে?'

আমি বললাম, 'কোন তীব্র উদ্ভিজ্জ উপক্ষার জনিত মৃত্যু,—এমন কোন স্ট্রিকনন জাতীয় দ্রব্য যার থেকে ধনুষ্টঙ্কার হতে পারে।'

'মুখের মাংসপেশীর টান দেখামাত্রই ঐ ধারণাটি আমার মনে এসেছিল। ঘরে ঢুকেই আমি খুঁজতে লাগলাম, কিভাবে বিষটা দেহের মধ্যে ঢুকেছে। তুমি তো দেখেছ, একটা কাঁটা আমি দেখতে পেলাম যেটাকে অনায়াসে খুলির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। চেয়ে দেখ, লোকটি চেয়ারে দাঁড়ালে যে-দিকটা সিলিং এর গর্তের দিকে থাকত সেই জায়গাটিতেই কাঁটাটা ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার কাঁটাটা পরীক্ষা করে দেখ।'

উত্তেজিতভাবে সেটা নিয়ে লণ্ঠনের আলোর সামনে ধরলাম। কাঁটাটা লম্বা, তীক্ষ্ণ ও কালো, মুখের কাছটা চকচকে, যেন কোন আঠার মত জিনিস সেখানে শুকিয়ে আছে। ভোঁতা দিকটা ছুরি দিয়ে কেটে গোল করা হয়েছে।

'এটা কি ইংলণ্ডের কোন কাঁটা?' সে প্রশ্ন করল।

'না, নিশ্চয়ই না।'

'এই সব তথ্য থেকে তুমি নিশ্চয়ই একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পার। কিন্তু আসল সৈনিকেরা এসে পড়েছে। কাজেই সহায়ক বাহিনী এবার পশ্চাদপসরণ করুক।'

তার কথার সঙ্গে সঙ্গেই যে পদধ্বনি ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছিল সেটা এবার সশব্দে প্যাসেজটা পার হল এবং ধূসর স্যুট-পরা একটি শক্ত-সমর্থ মোটা সোটা লোক সশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকল। লোকটি লাল-মুখো ও স্থূলকায়। দেখে মনে হয় রক্তের চাপ বেশী। ফোলা-ফোলা চোখের পাতার নীচে দুটি ছোট কুৎকুতে চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তার পিছনেই ইউনিফর্ম-ধারী একজন ইন্সপেক্টর ও থ্যাডডিউস শোলটো। সে বেচারি তখনও হাঁপাচ্ছে।

প্রথম লোকটি ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল, 'এটা কাজের জায়গা। জবর কাজের জায়গা। কিন্তু এরা কারা? বাড়িটাকে তো মনে হচ্ছে খরগোসের খোঁয়ারের মত ভর্তি।'

হোমস মৃদুস্বরে বলল, 'মিঃ এথেলনি জোন্স, আমাকে নিশ্চয় চিনতে পারছেন?'

সে ফ্যাসফেঁসে গলায় বলে উঠল, 'নিশ্চয়—নিশ্চয় পারছি। আপনিই তো চিন্তাবীর মিঃ শার্লক হোমস। আপনাকে চিনতে পারব না? বিশপ-

গেট অলংকার-চুরির কেসে কার্য-কারণ-অনুমান-সিদ্ধান্ত বিষয়ে আপনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা কোনদিন ভুলব না। একথা ঠিক যে আপনি আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তো আপনি স্বীকার করবেন যে সঠিক পরিচালনার বদলে কপালগুণেই সেটা হয়েছিল।'

'আসলে সেটা খুবই সহজ যুক্তির ব্যাপার ছিল।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। সত্য কথা স্বীকার করতে লজ্জার কি আছে। কিন্তু এসব কি হচ্ছে? ভারি খারাপ। ভারি খারাপ। এখানে তো সবই কঠোর বাস্তব—মতবাদের কোন স্থানই এতে নেই। কি ভাগ্য যে ঘটনাচক্রে অন্য একটি কেসের ব্যাপারে আমি নরউডে এসেছিলাম। সংবাদ যখন পৌঁছল তখন আমি থানায়ই ছিলাম। লোকটির কিসে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করেন?'

হোমস রুক্ষস্বরে বলল, 'ও, এটা তো আমার মতামত প্রকাশের ব্যাপারই নয়।'

'তা নয়, তা নয়। তবু, একথা তো অস্বীকার করতে পারি না যে কখনও কখনও আপনি একেবারে মোক্ষম জায়গাতেই হাত দিতে পারেন। ঠিক আছে বাবা! শুনেছি, দরজা বন্ধ ছিল, অথবা পাঁচ লাখ মূল্যের রত্নাদি চুরি গেছে। জানালাটা কি অবস্থায় ছিল?'

'বন্ধ, তবে গোবরাটের উপর পায়ের ছাপ আছে।'

'আরে বাবা, জানালাটা যখন বন্ধই ছিল তখন আর পায়ের ছাপ দিয়ে কি হবে? এ তো সাধারণ বুদ্ধির কথা। লোকটির মৃত্যু কোন আকস্মিক কারণে হতে পারে; কিন্তু রত্নালংকার যে চুরি গেছে। হ্যাঁ, আমার একটা মতবাদ আছে। কখনও কখনও বিদ্যুৎচমকের মত সেটা আমার মনে আসে। সার্জেন্ট, তুমি বাইরে যাও। মিঃ শোলটো, আপনিও। আমার বন্ধু থাকতে পারেন। হোমস, এবিষয়ে আপনার কি মনে হয়? শোলটোর নিজের কথামতই কাল রাতে সে তার ভাইয়ের সঙ্গে ছিল। ভাই হঠাৎ মারা যেতেই সে রত্ন-ভাণ্ডার নিয়ে সরে পড়েছে। এটা কি রকম মনে হয়?'

'তারপরে মৃত লোকটি বুদ্ধি করে দাঁড়িয়ে উঠল এবং ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।'

'হুম্। ঐ একটা গলতি আছে বটে। তাহলে সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগ করা যাক। এই থ্যাডিউস শোলটো ভাইয়ের সঙ্গে ছিল, তাদের মধ্যে ঝগড়াও হয়েছিল, এ পর্যন্ত আমরা জানি। ভাই মারা গেছে। ধনরত্নাদি চুরি গেছে। তাও আমরা জানি। থ্যাডডিউস চলে যাবার পরে অন্য কেউ ভাইকে দেখে নি। তার বিছানায় কেউ শোয় নি। থ্যাডডিউসের মানসিক অবস্থা ভাল নয় সে তো দেখাই যাচ্ছে। আর চেহারাও—মানে, আকর্ষণীয় নয় বুঝতেই

পারছেন। থ্যাডডিউসকে ঘিরেই আমি জাল বুনতে শুরু করেছি। জালটা তাকেই ঘিরে ধরছে।'

হোমস বলল, 'সব ঘটনা আপনি এখনও জানতে পারেন নি। এই কাঠের টুকরোটা ছিল লোকটির মাথার খুলিতে। দেখুন, সেখানটায় এখনও দাগ রয়েছে। আমার বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে টুকরোটা বিষাক্ত। লেখা-সমেত এই কার্ডটা টেবিলের উপর ছিল আর তার পাশেই ছিল পাথুরে-মাথাওয়ালা এই অদ্ভুত যন্ত্রটি। আপনার কথার সঙ্গে এগুলিকে মেলাবেন কেমন করে?'

মোটা গোয়েন্দা গম্ভীরভাবে বলল, 'সবকিছুই আমার বক্তব্যকে সমর্থন করছে। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যে বাড়িটা বোঝাই। থ্যাডডিউস এটা এনেছিল এবং এই টুকরোটা যদি বিষাক্তই হয়ে থাকে, অন্য যেকোন লোকের মতই থ্যাডডিউসও খুনের জন্য ওটাকে ব্যবহার করে থাকতে পারে। আর কার্ডটা একটা ভেল্কি মাত্র। একমাত্র প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, সে গেল কেমন করে? আরে, এই তো ছাদেই একটা গর্ত রয়েছে।'

ওই বিশাল বপু নিয়ে বেশ কষ্ট করেই সে মই বেয়ে চিলে-কোঠায় উঠে গেল। পরমুহূর্তেই তার উল্লসিত গলা শোনা গেল। সে বলছে যে গুপ্ত দরজাও খুঁজে পেয়েছে।

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে হোমস বলল, 'ইনিও তাহলে দেখতে জানেন। যুক্তির আলো কখনও-সখনও তার মনের উপরেও পড়ে। **Il n'y a pas des sots is incommodes que ceux qui out de l'espirit!**'

মই বেয়ে নীচে নেমে এথেলনি জোন্স আবার বলল, 'দেখলেন তো! মতবাদ অপেক্ষা ঘটনাই বড়। আমার বক্তব্যই প্রমাণিত হল। ছাদে যাবার একটা গুপ্ত দরজা আছে, আর সেটা আংশিক খোলা।'

'আমিই ওটা খুলেছি।'

'ওঃ তাই নাকি! আপনিও তাহলে ওটা দেখেছেন?' একথা জেনে সে বড়ই মুসড়ে পড়ল। 'যাই হোক, যেই দেখে থাকুন, ভদ্রলোক কিভাবে চলে গেলেন সেটা তো বোঝা গেল। ইন্সপেক্টর।'

'যাই স্যার', প্যাসেজ থেকে উত্তর এল।

'মিঃ শোলটোকে উঠে আসতে বল।—মিঃ শোলটো, কর্তব্যের খাতিরেই আপনাকে জানাচ্ছি, আপনি যা কিছু বলবেন সবই আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। আপনার ভাইয়ের হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মহামান্যা রাণীর নামে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।'

দুই হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমাদের সকলের প্রতি একের পর এক তাকিয়ে ছোট মানুষটি বলে উঠল, 'দেখুন দেখুন! আমি আপনাদের আগেই

বলি নি?'

হোমস বলল, 'এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না মিঃ শোলটো, আমার বিশ্বাস এ অভিযোগ থেকে আমি আপনাকে মুক্ত করতে পারব।'

গোয়েন্দাপ্রবর প্রায় ধমকের সুরে বলল, 'চিন্তাবীরমশাই, লম্বা লম্বা প্রতিশ্রুতি দেবেন না। আপনি যা ভাবছেন ব্যাপারটা তার চাইতে ঘোরালো।'

মিঃ জোন্স, শুধু ওকেই অভিযোগ-মুক্ত করব না, বিনা খরচে আপনাকে সেই দুজনের একজনের নাম ও বিবরণ উপহার দেব যারা গত রাতে এই ঘরে হাজির ছিল। তার নাম—যথেষ্ট প্রমাণসহকারেই বলছি—যোনাথান স্মল। লোকটি লেখাপড়া বিশেষ জানে না, বেঁটে-খাটো, কর্মঠ, ডান পাটা নেই, তার বদলে একটি কাঠের পা ব্যবহার করে, আর সেটাও ভিতর দিকে অনেকটা ক্ষয়ে গেছে। তার বাঁ পায়ের জুতোর তলাটা চৌকোণা ডগাওয়ালা, আর গোড়ালিতে একটা লোহার নাল লাগানো। লোকটি মাঝ-বয়েসী, রোদে-পোড়া এবং প্রাক্তন কয়েদি। এই সব লক্ষণ আপনার কিছুটা কাজে লাগতে পারে। তার সঙ্গে আরও যোগ করুন—তার ডান হাতের তালুর অনেকখানি চামড়া উঠে গেছে। অপর লোকটি—'

হোমসের বিবরণ এতই সূক্ষ্ম এবং সঠিক যে মিঃ এথেলনি জোন্স তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারল না। তবু তাচ্ছিল্যের সুরে বলে উঠল, 'অ্যাঁ। অপর লোকটি?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে শার্লক হোমস বলল, 'একটি অদ্ভুত মানুষ। শীঘ্রই দুজনকেই আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারব বলে মনে হয়। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে ওয়াটসন।'

সে আমাকে নিয়ে সিঁড়ির মুখে হাজির হল।

বলল, 'এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমাদের এখানে আসার মূল উদ্দেশ্যটাই আমরা ভুলে গেছি।'

আমি বললাম, 'আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। মিস মরস্টানের এই শোকার্ত বাড়িতে থাকা ঠিক নয়।'

'না। তুমি তাকে বাড়ি পৌঁছে দাও। লোয়ার কাম্বারওয়েলে মিসেস সেসিল ফরেস্টারের সঙ্গে তিনি থাকেন। জায়গাটা বেশী দূরে নয়। তুমি যদি আবার এখানে ফিরে আসতে চাও, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারি। না কি তুমি খুব শ্রান্ত?'

'মোটেই না। এই অদ্ভুত ব্যাপারের আরও খবর না জানা পর্যন্ত আমি বিশ্রাম করতেই পারব না। জীবনের কর্কশ দিক আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু আজ রাতের এই উপর্যুপরি বিস্ময়কর চমক আমার মনকে ভীষণভাবে নাড়া

দিয়েছে। এতদূর যখন এসেছি, তোমার সঙ্গেই এর শেষ পর্যন্ত আমি দেখতে চাই।'

সে বলল, 'তোমার উপস্থিতি আমার অনেক কাজে লাগবে। আমরা স্বাধীনভাবে কেসটা নিয়ে কাজ করব। এই জোন্স মশায় যে অশ্বডিম্ব প্রসব করতে পারেন করুন। মিস মরস্টানকে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবার পরে তুমি যদি ল্যামবেথের নদীর ধারে ৩ নম্বর পিন্‌চিন্‌ লেনে যাও তো বড় ভাল হয়। সেখান থেকে ডান দিকের তৃতীয় বাড়িতে থাকে শেরমান। তার কাজই হল মৃত পাখির পেটের মধ্যে খড়কুটো ভরে খেলনা-পাখি তৈরি করা। তার জানালায় দেখবে, একটা ভোঁদড় একটা খরগোসকে ধরে আছে। বুড়ো শেরমানকে ডেকে আমার নাম করে বলবে, টবিকে আমার এখনই চাই। তোমার গাড়িতেই টবিকে নিয়ে আসবে।'

'একটা কুকুর বোধ হয়?'

'হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত দো-আঁসলা কুকুর। তার ঘ্রাণের শক্তি বিস্ময়কর। লণ্ডনের গোটা গোয়েন্দা-বাহিনী অপেক্ষা টবির সাহায্য আমার বেশী দরকার।'

বললাম, 'তাকে অবশ্য নিয়ে আসব। এখন একটা বাজে। একটা নতুন ঘোড়া যদি পাই তাহলে তিনটে নাগাদ ফিরতে পারা উচিত।'

হোমস বলল, 'আমিও দেখি, মিসেস বার্ণস্টোন আর ভারতীয় চাকরটির কাছ থেকে কতদূর কি জানা যায়। মিঃ থ্যাডভিউস তো বলেছে চাকরটি পাশের চিলে-কোঠায়ই ঘুমোয়। তারপর আমি মহাত্মা জোন্সের কর্ম পদ্ধতির পাঠ নেব আর তার স্থূল ঠাট্টার কথাগুলি শুনব। **Wir sind gewohnt dass die Menchen verhohnin was sie nicht verstehen.** গেটে সব সময়ই মারাত্মক।'

৭ঃ পিপে-কাহিনী

পুলিশ একখানা গাড়ি সঙ্গে করে এনেছিল। সেই গাড়িতে করে মিস মরস্টানকে বাড়িতে পৌঁছে দিলাম। যতক্ষণ তার পাশে আর একটি দুর্বল স্ত্রীলোক ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত নারীজাতির স্বাভাবিক শক্তিতে সব দুঃখ-দুর্ভোগকে সে শান্ত মুখে সহ্য করেছে; ত্রস্তা পরিচারিকার পাশে তাকে এতক্ষণ দেখেছি উজ্জ্বল আর সৌম্য। কিন্তু গাড়িতে উঠেই সে প্রথমেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল; তারপরই হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। রাত্রির অভিযান তাকে একেবারেই কাহিল করে ফেলেছে। পরবর্তীকালে সে আমাকে বলেছে,

সেদিন রাতে গাড়িতে যাবার সময় আমাকে তার মনে হয়েছিল নিস্পৃহ ও সুদূর। কিন্তু আমার মনের মধ্যে তখন যে সংগ্রাম চলছিল, অথবা আত্ম-সংযমের চেষ্টাই যে আমাকে আটকে রেখেছিল, সেকথা সে জানবে কেমন করে! বাগানে আমার হাত যেমন করে তার হাতখানি ধরেছিল, আমার সহানুভূতি, আমার ভালবাসা ঠিক তেমনি করেই তার দিকে ছুটে যেতে চেয়েছিল। আমি মর্মে মর্মে অনুভব করছিলাম, বছরের পর বছর ধরে জীবনের বাঁধাপথে চলেও তার মধুর বীরত্বপূর্ণ চরিত্রের যে পরিচয় আমি জানতে পারতাম না, সেই একটি দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাই আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল। তথাপি দুটি চিন্তা আমার মুখের সব ভালবাসার কথাকে সেদিন আটকে দিয়েছিল। সে তখন দেহ ও মনে দুর্বল ও অসহায়। সেই অবস্থায় তার উপরে ভালবাসাকে চাপিয়ে দিলে তাতে হয় তো অপ্রস্তুতই করা হত। তার চেয়েও বড় কথা, সে ধনবতী। হোমসের প্রচেষ্টা যদি সফল হয়, সে প্রচুর সম্পদের উত্তরাধিকারিণী হবে। ঘটনা-চক্রে অন্তরঙ্গতার সম্ভাবনা ঘটেছে বলেই তার সুযোগ নেওয়া কি একজন আধা-বেতনের সার্জেনের পক্ষে উচিত হত, না সম্মানজনক হত? সে কি আমাকে একজন অতি সাধারণ সৌভাগ্য-শিকারী বলে ভাবত না? যার ফলে এ চিন্তা তার মনেও উদয় হতে পারে এমন কাজের ঝুঁকি আমি নিতে পারি না। এই আগ্রার রত্ন-ভাণ্ডারই আমাদের মধ্যে এক দুরতিক্রমনীয় বাধা হয়ে দাঁড়াল।

প্রায় দুটোর সময় আমরা মিসেস সেসিল ফরেস্টারের বাড়ি পৌঁছলাম। চাকর-বাকররা অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মিস মরস্টানের অদ্ভুত চিঠিটা মিসেস ফরেস্টারের মনে এতই রেখাপাত করেছিল যে তিনি মিস মরস্টানের প্রত্যাবর্তনের আশায় তখনও জেগে ছিলেন। নিজেই দরজা খুলে দিলেন। মাঝবয়সী সুদর্শনা মহিলা। এমনভাবে আদর করে তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং এমন মায়ের মত স্বরে তিনি তাকে ডাকলেন যে আমার বড় ভাল লাগল। স্পষ্টই বোঝা গেল, সে একজন সাধারণ পোষ্যমাত্র নয়, একজন সম্মানিত বন্ধু। আমার পরিচয় দেওয়ায় মিসেস ফরেস্টার আমাকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করলেন, ভিতরে গিয়ে সব কথা তাকে খুলে বলতে। যে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে আমি এসেছি সেটা তাকে বুঝিয়ে বললাম। কথা দিলাম, এ ব্যাপারে আমরা কতদূর অগ্রসর হতে পারি সেটা তাকে পরে নিশ্চয় জানিয়ে যাব। গাড়িতে ফিরে আসতে আসতে একবার ফিরে তাকালাম। আমি যেন আজও দেখতে পাই—সিঁড়ির উপর দাঁড়ান পরস্পরের দেহলগ্না দুটি সুদর্শনা নারীমূর্তি, অর্দ্ধোন্মুক্ত দরজা, ঘসা কাঁচের ভিতর দিয়ে আসা হলের উজ্জ্বল আলো, বায়ুমানযন্ত্র, আর সিঁড়ির ঝকঝকে রেলিং। একটা বেপরোয়া ভয়ংকর কাজে যখন আমরা ডুবে ছিলাম, সেই সময়ে একটি

শান্ত ইংরেজ পরিবারের অপসৃয়মান ছবি আমার মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল।

ঘটনাগুলির কথা যত ভাবতে লাগলাম, ততই সেগুলি অধিকতর বেপরোয়া ও ভয়ংকর হয়ে উঠতে লাগল। নিস্তব্ধ গ্যাস-আলোকিত রাজপথ ধরে ঘর্ঘর শব্দে যেতে যেতে এই অসাধারণ ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করতে লাগলাম। মূল সমস্যাটি তো আছেই। অবশ্য সেটা এখন অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে এসেছে। ক্যাপ্টেন মরস্টানের মৃত্যু, মুক্তোগুলো পাঠানো, বিজ্ঞাপন, চিঠি —এসবের উপরেই আলোকপাত হয়েছে। তার ফলে আমরা আর একটা গভীরতর এবং অধিকতর দুঃখজনক রহস্যে উপনীত হয়েছি। ভারতীয় রত্ন-ভাণ্ডার, মরস্টানের মালপত্রের মধ্যে পাওয়া আশ্চর্য নক্সাটা, মেজর শোলটোর মৃত্যুকালীন বিস্ময়কর দৃশ্য, রত্ন-ভাণ্ডার পুনরাবিষ্কার ও তারপরেই আবিষ্কর্তার খুন হওয়া, অপরাধের সঙ্গে যুক্ত উল্লেখযোগ্য চিহ্নগুলি—পায়ের ছাপ, আশ্চর্য অস্ত্র, কার্ডের উপর লেখা ক্যাপ্টেন মরস্টানের নক্সার অনুরূপ একই শব্দ—সবকিছু মিলিয়ে এমন একটা গোলকধাঁধা যে একমাত্র আমার গৃহসঙ্গীর মত বিশেষ শক্তিসম্পন্ন লোক ছাড়া আর যেকোন লোকই কোন সূত্র খুঁজে পাবার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হতে বাধ্য।

পিন্‌চিন্ লেন একসারি নোংরা দোতলা ইঁটের বাড়ি,—ল্যামবেথের নীচু অঞ্চলে অবস্থিত। তিন নম্বর বাড়িতে অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়লাম। শেষটায় জানালার ফাঁক দিয়ে মোমবাতির আলো দেখা গেল। উপরের জানালায় দেখা দিল একখানা মুখ।

মুখটি বলল, 'ব্যাটা ভবঘুরে মাতাল, পালা এখান থেকে। আবার গোলমাল করলে কুকুরের ঘর খুলে তেতাল্লিশটা কুকুর লেলিয়ে দেব।'

আমি বললাম, 'একটা ছেড়ে দিলেই চলবে। আমি সেইজন্যেই এসেছি।'

সে হাউ হাউ করে বলল, 'পালা! ঠিক আছে। আমার ব্যাগে একটা ডাণ্ডা আছে। সেটাকে দেব তোর মাথায় ফেলে।'

আমি চীৎকার করে বললাম, 'আমি একটা কুকুর চাই।'

মিঃ শেরমান চেঁচিয়ে বলল, 'কি বাজে বকছিস। দেখ, সোজা কথা বলছি। আমি 'তিন' গুণলেই ডাণ্ডাটা নীচে পড়বে।'

'মিঃ শার্লক হোমস—' আমি সবে বলতে শুরু করেছি, তার আগেই কথাগুলি যাদুমন্ত্রের মত কাজ করল। জানালাটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল, আর এক মিনিটের মধ্যে হুড়কো নামিয়ে দরজাটা খোলা হল। মিঃ শেরমান একটি ঢ্যাঙা, শুকনো বৃদ্ধ লোক; ঘাড় ঝুঁকে পড়েছে, পাকানো দড়ির মত গলা, নীল কাঁচের চশমা।

সে বলল, 'মিঃ শার্লকের বন্ধু সব সময়ই স্বাগত। ভিতরে আসুন।

স্যার। বেঁজিটা থেকে সাবধান, কারণ ওটা কামড়ায়। এই দুষ্টু দুষ্টু! ভদ্রলোককে কামড়ে দিবি নাকি?' খাঁচার শিকের ভিতর দিয়ে মুখ আর লাল চোখ বের করা একটা বেঁজিকে দেখিয়ে সে কথাগুলি বলল। 'ওটাকে নিয়ে ভাববেন না স্যার; ওটা একটা ঢোঁড়া সাপ। ওর এখনও দাঁত ওঠে নি, তাই বাইরে ছেড়ে রেখেছি, গুবরে পোকাগুলোকে খেয়ে ফেলে। প্রথমে আপনার সঙ্গে একটু খারাপ ব্যবহার করেছি বলে কিছু মনে করবেন না; কি জানেন, ছেলেগুলো বড় জ্বালাতন করে, যখন-তখন গলিতে ঢুকে দরজা ধাক্কায়। মিঃ শার্লক হোমসের কি চাই স্যার?'

'তোমার একটা কুকুর তার চাই।'

'বটে! তাহলে নিশ্চয়ই টবি।'

'হ্যা, নাম বলেছিল টবি।'

'বাঁ দিকে ৭ নম্বরে টবি থাকে।'

একটা মোমবাতি নিয়ে সে তার সংগৃহীত বিচিত্র পশু-পরিবারের ভিতর দিয়ে এগোতে লাগল। অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে আমি দেখতে পেলাম, সব সবদিক থেকে মিটমিটে চোখগুলো আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এমন কি চালের রুয়োর উপরে পর্যন্ত মুরগীগুলো গম্ভীর হয়ে সার বেঁধে বসে আছে। আমাদের কথাবার্তায় তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় তারা শরীরের ভারটা এক পা থেকে আরেক পায়ে চালান করে দিল।

টবি একটি কুৎসিত, লোমস, কান-ঝোলা কুকুর, আধা স্প্যানিয়েল আধা লাচার বাদামী আর সাদায় মেশানো, দুলতে দুলতে চলে। বুড়ো আমার হাতে একদলা মিশ্রি দিল। সেটা বাড়িয়ে ধরতে প্রথমে একটু ইতস্তত করে তারপর টবি সেটাকে নিল। এইভাবে তার সঙ্গে একটা আঁতাত হওয়ায় সে আমার সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত গেল এবং আমার সঙ্গে আসতে কোনরকম গোলমাল করল না। 'প্যালেস ক্লক'এ যখন তিনটে বাজল তখন আমি পণ্ডিচেরি লজে ফিরে গেলাম। দেখলাম, সহযোগী হিসাবে প্রাক্তন মুষ্টি-যোদ্ধা ম্যাকমুর্ডোকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাকে আর মিঃ শোলটোকে থানায় চালান করে দেওয়া হয়েছে। দুটি কনেস্টবল ছোট গেটটা পাহারা দিচ্ছিল। গোয়েন্দা প্রবরের নাম বলায় তারা আমাকে কুকুর নিয়ে ঢুকতে দিল।

হোমস দরজায় দাঁড়িয়ে পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে পাইপ টানছিল।

'বাঃ ওটাকে পেয়েছ দেখছি!' সে বলল। 'খুব ভাল কুকুর। এথেলনি জোন্স চলে গেছে। তুমি যাবার পরে অনেক রকম কসরত দেখালাম। শুধু বন্ধু থ্যাডিউস নয়, দরোয়ান, পরিচারিকা এবং ভারতীয় চাকরটি—সব্বাইকে সে গ্রেপ্তার করেছে। উপরে একজন সার্জেন্ট ছাড়া এখন শুধু আমরাই

আছি। কুকুরটাকে এখানে রেখে উপরে চল।'

হল-টেবিলের সঙ্গে টবিকে বেঁধে রেখে আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। আমরা যেরকম অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম ঘরটা সেইরকমই আছে; শুধু মৃতদেহের উপর একটা চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন পরিশ্রান্ত পুলিশ-সার্জেন্ট এককোণে বসে আছে।

আমার সঙ্গী বলল, 'সার্জেন্ট, তোমার 'ষাঁড়ের-চোখ' আলোটা আমাকে ধরে দাও। এবার এই দড়িটা এমনভাবে আমার গলায় বেঁধে দাও যাতে আলোটা সামনের দিকে ঝুলে থাকে। ধন্যবাদ। এখন আমার জুতো-মোজা খুলে ফেলেছি। ওগুলোকে তুমি নীচে নিয়ে যাও ওয়াটসন। আমি একটু-খানি বেয়ে উঠব। আর আমার রুমালটা ক্রিয়োজোটে চুবিয়ে দাও। ঠিক আছে। এইবার কিছুক্ষণের জন্য আমার সঙ্গে চিলে-কোঠায় উঠে এস।'

গর্তটার ভিতর দিয়ে আমরা উপরে উঠে গেলাম। হোমস পুনরায় ধূলোর ভিতরকার পায়ের ছাপগুলোর উপর আলোটা ফেলল।

বলল, 'আমি চাই, তুমি বিশেষ করে ওই পায়ের ছাপগুলোর দিকে নজর দাও। উল্লেখযোগ্য কিছু দেখতে পাচ্ছ কি?'

আমি বললাম, 'ওগুলো হয় কোন শিশুর, আর না হয় ছোট স্ত্রীলোকের।'

'আকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'অন্য পায়ের ছাপের মতই তো দেখতে।'

'মোটেই না। দেখ! ধূলোর মধ্যে এই একটা ডান পায়ের ছাপ। এবার ওর পাশেই আমার খালি পায়ের একটা ছাপ রাখছি। দুটোর মধ্যে আসল তফাৎ কি?'

'তোমার আঙুলের ডগাগুলো একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু অপর ছাপে সবগুলি আঙুল আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে।'

'ঠিক তাই। আর এইটেই আসল কথা। মনে রেখো। এবার উপরের জানালার কাছে উঠে যাও এবং কাঠের ফ্রেমটা শুঁকে দেখ। আমি এখানেই থাকছি। কারণ এই রুমালটা আমার হাতে আছে।'

তাঁর কথামত কাজ করতেই একটা আলকাতরার গন্ধ নাকে এল।

'ওইখানে পা রেখেই সে বেরিয়ে গেছে। তুমিই যদি তার পাত্তা করতে পার তাহলে টবির কোন অসুবিধাই হবে না। এবার দৌড়ে নীচে যাও, টবিকে খুলে দাও আর ব্লন্ডিনের খোঁজ কর।'

আমি যখন নীচের মাঠে নেমে এলাম ততক্ষণে হোমস ছাদের উপর উঠে গেছে। তাকে দেখে মনে হল, একটা প্রকাণ্ড জোনাকি যেন ছাদের ধার ঘেঁষে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে। কতকগুলি চিমনির আড়ালে অদৃশ্য হয়েই আবার

সে দেখা দিল এবং তারপরই বিপরীত দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেদিকে ঘুরে গিয়ে দেখি ছাদের কোণায় সে বসে আছে।

সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'আরে, ওয়াটসন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক এই জায়গা। নীচে কালো মত ওটা কি?'

'একটা জলের পিপে।'

'উল্টো করে বসানো?'

'হ্যাঁ।'

'কোন মই দেখতে পাচ্ছ?'

'না।'

'লোকটাকে বোকা বানিয়ে দেওয়া যাক। ঘাড় ভাঙবার মতই ব্যবস্থা। তবে সে যদি উঠে আসতে পেরে থাকে, তাহলে আমারও নামতে পারা উচিত। জলের পাইপটা তো বেশ শক্তই হত। যাহোক নেমে তো পড়ি।'

পায়ের খস্‌খস্‌ শব্দ শোনা গেল। লণ্ঠনটা দেয়াল বেয়ে নেমে আসতে লাগল। তারপর একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে পিপের উপর পড়ে সেখান থেকে মাটিতে নামল।

জুতো-মোজা পরতে পরতে বলল, 'বেশ সহজেই তাকে অনুসরণ করা গেল। সারাটা পথ টালিগুলো নড়ে গেছে, আর তাড়াতাড়িতে এইটে সে ফেলে গেছে। তোমাদের ডাক্তারী ভাষায় বলতে গেলে, এইটেতেই আমার 'ডায়েগনোসিস' সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে।'

সস্তা পুঁতি বসানো রঙিন কাঁচের একটা ছোট থলে বা পকেট সে আমাকে দেখাল। দেখতে অনেকটা সিগারেট-কেসের মত। তার মধ্যে ছিল আধ ডজন কালো কাঠের কাঁটা, একদিক তীক্ষ্ণ আর অন্যদিকটা গোল, ঠিক যেমনটি বার্থোলোমিউ শোলটোর মাথার খুলিতে পাওয়া গিয়েছিল।

সে বলল, 'এগুলি সব নারকীয় জিনিস। দেখো, যেন নিজের শরীরে ফুটিয়ে ফেল না। এগুলি হাতে পেয়ে আমি খুব খুশি, কারণ যতদূর মনে হয় এ জিনিস আর তার কাছে নেই। তাই হয় তো অনতিবিলম্বে তোমার বা আমার চামড়ায় এর একটা ঢুকবার ভয় অনেকটা কমে গেছে। আমাকে হয় তো শীঘ্রই একটা মার্টিনি-বুলেটের মুখোমুখি হতে হবে। ওয়াটসন, ছ' মাইল পথ হাঁটতে পারবে?'

জবাব দিলাম, 'নিশ্চয়।'

'তোমার পায়ে কুলোবে?'

'তা কুলোবে।'

'এই যে কুকুরমশায়! লক্ষ্মী টবি। এটা শোঁকো। টবি, এটা শোঁকো।

ক্রিয়োজোট-মাখানো রুমালটা সে কুকুরটার নাকের কাছে ধরল। কুকুরটাও তার লোমশ পা ফাঁক করে এমনভাবে দাঁড়াল যেন কোন মদ্য-বিশেষজ্ঞ একটি খ্যাতনামা ব্র্যাণ্ডের মদের বোতল শুঁকছে। তখন হোমস রুমালটা দূরে ছুঁড়ে দিল, কুকুরটার গলায় বাঁধল একটা শক্ত দড়ি, তারপর সেটাকে নিয়ে গেল জলের পিপের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে জন্তুটা বারকয়েক উচ্চৈঃস্বরে ঘেউ-ঘেউ করেই নাকটাকে মাটিতে ঠেকিয়ে আর লেজটাকে আকাশে তুলে এত দ্রুত রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল যে দড়িতে টান পড়ায় আমাদেরও প্রাণপণে ছুটতে হল।

পূবের আকাশ একটু একটু করে সাদা হয়ে আসছে। ঠাণ্ডা, ধূসর আলোয় কিছুটা দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। চৌকোণা মস্ত বড় বাড়িটা তার কালো ফাঁকা জানালা আর উঁচু উঁচু দেয়াল নিয়ে আমাদের পিছনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, —বিষণ্ণ ও পরিত্যক্ত। সোজাসুজি মাঠের ভিতর দিয়ে খানাখন্দ পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ময়লার স্তূপ আর বেঁটে বেঁটে ঝোপ-ঝাড়ে সমস্ত স্থানটাকে অশুভ ধ্বংস-স্তূপের মত দেখাচ্ছে,—যেন এ বাড়ির শোচনীয় দুর্ঘটনার সঙ্গে তার একটা মিল রয়েছে।

সীমানা-প্রাচীরের কাছে পৌঁছে টবি সতর্কভাবে শুঁকতে শুঁকতে দেয়ালের ছায়ায় ছায়ায় ছুটতে লাগল এবং শেষটায় ছোট বীচ-গাছে ঢাকা একটা কোণে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুটো দেয়াল যেখানে মিশেছে সেখানকার কয়েকটা ইঁট খুলে নেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে যে গর্তগুলো হয়েছে সেগুলো বেশ পুরনো হয়ে মসৃণ হয়ে গেছে। দেখলেই মনে হয়, সেগুলিকে প্রায়ই মইয়ের মত ব্যবহার করা হয়। হোমস লাফিয়ে উপরে উঠে আমার কাছ থেকে কুকুরটাকে নিয়ে সেটাকে দেয়ালের ও-পাশে নামিয়ে দিল।

আমি দেয়ালের উপর উঠতেই সে বলল, 'এই তো কাষ্ঠ-পদের হাতের ছাপ রয়েছে। সাদা প্লাস্টারের উপর রক্তের দাগ রয়েছে দেখ। ভাগ্য ভাল যে কাল থেকে বড় রকমের বৃষ্টি হয় নি। তারা আটাশ ঘণ্টা আগে গিয়ে থাকলেও রাস্তায় গন্ধটা থাকবেই।'

ইতিমধ্যে লণ্ডনের রাস্তায় যে পরিমাণ গাড়ি ঘোড়া চলেছে সেকথা ভেবে আমার মনে যে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল তা স্বীকার করছি। কিন্তু আমার সে আশংকা শীঘ্রই দূরীভূত হল। টবি এতটুকু ইতস্তত করল না বা ডান-বাঁ করল না, সোজা এগিয়ে চলল তার নিজস্ব ভঙ্গীতে। স্পষ্টই বুঝলাম, ক্রিয়োজোটের ঝাঁঝালো গন্ধ আর সব গন্ধকে ছাপিয়ে উঠেছে।

হোমস বলল, 'তাদের মধ্যে একজন হঠাৎই একটা তরল পদার্থে পা দিয়ে ফেলেছে—এই ঘটনার উপরেই আমি সাফল্যের জন্য নির্ভর করেছি তা কিন্তু ভেব না। যতদূর জানতে পেরেছি তাতে এখন নানা দিক থেকেই তাদের

খোঁজ পাব। এটা অবশ্য একেবারে হাতের কাছে মিলে গেছে, এবং যেহেতু ভাগ্যই এটাকে হাতে তুলে দিয়েছে, একে অবহেলা করলে অমার্জনীয় অপরাধ হবে। অবশ্য এর ফলে একসময়ে যেমনটি মনে হয়েছিল এখন আর সমস্যাটিকে সেরকম বুদ্ধিদীপ্ত বলে মনে হচ্ছে না। এই অভ্যস্ত স্পষ্ট সূত্রটা না পাওয়া গেলে হয়তো এ সমস্যার সমাধান করে কিছুটা কৃতিত্ব দাবী করা যেত।'

'তথাপি কৃতিত্ব আছে, এবং বেশ বেশীই আছে', আমি বললাম। 'আমি তোমাকে নিশ্চিত করেই বলছি হোমস, এক্ষেত্রে যেভাবে তুমি কাজ করেছ তা দেখে জেফারসন হোপের খুনের ব্যাপার অপেক্ষাও আমি বেশী বিস্মিত হয়েছি। এ ব্যাপারটা আরও গভীর এবং আরও দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে। যেমন ধরো, এতটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাষ্ঠ-পদ লোকটির বিবরণ তুমি কেমন করে দিলে?'

'আহা বৎস! এ তো জলবৎ তরলম্। আমি নাটকীয় হতে চাই না। এ তো অত্যন্ত সাধারণ ও সন্দেহাতীত ব্যাপার। জনৈক কয়েদি-মেটের দুজন উপরওয়ালা অফিসার গুপ্তধন-সংক্রান্ত একটি গোপন খবর জানতে পারে। যোনাথান স্মল নামক একজন ইংরেজ তাদের জন্য একখানি মানচিত্র এঁকে দেয়। তোমার মনে আছে, মিঃ মরস্টানের কাছে যে নক্সাটা ছিল তাতে ঐ নামটা আমরা দেখেছি। তার নিজের পক্ষে এবং তার সহযোগীদের পক্ষে সে তাতে স্বাক্ষর করে। এটাকেই সে নাটকীয়ভাবে চারজনের স্বাক্ষর বলে উল্লেখ করেছে। সেই নক্সার সাহায্যে অফিসারদ্বয়—কিংবা তাদের একজন—রত্ন-ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে ইংলণ্ডে নিয়ে আসে। অনুমান করা যেতে পারে, যে শর্তে ঐ রত্ন-ভাণ্ডার সে হস্তগত করে তা সে পূর্ণ করে নি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, যোনাথান স্মল স্বয়ং রত্ন-ভাণ্ডারটি পেল না কেন? জবাব খুব স্পষ্ট। নক্সাতে যে তারিখ রয়েছে সেই সময় মরস্টান কয়েদিদের খুব কাছাকাছি ছিল। যোনাথান স্মল রত্ন-ভাণ্ডার পায় নি, কারণ সে এবং তার সহযোগীরা নিজেরাই ছিল কয়েদি এবং তাদের পক্ষে খালাস পাওয়া সম্ভব হয় নি।'

আমি বললাম, 'কিন্তু এ তো কল্পনা মাত্র।'

'তার চাইতে বেশী। এই একমাত্র প্রকল্প যার দ্বারা সব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায়। এবার দেখা যাক, পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে এটা কতটা খাপ খায়। রত্ন-ভাণ্ডার পেয়ে মেজর শোলটো কয়েক বছর বেশ শান্তিতেই কাটায়। তারপর ভারতবর্ষ থেকে একটা চিঠি পেয়ে সে ভয়ংকরভাবে ভীত হয়ে পড়ে। সেটা কি চিঠি?'

'সে চিঠিতে জানানো হয় যে যাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে তারা খালাস

পেয়েছে।'

'অথবা পালিয়েছে। সেই সম্ভাবনাই বেশী, কারণ তাদের কয়েদ-কাল কতদিনের সেটা তার জানবার কথা। তখন সে কি করে? একজন কাষ্ঠ পদ লোকের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে—খেয়াল রাখবে যে সে একজন শ্বেতকায় লোক, কারণ একজন শ্বেতকায় ব্যবসায়ীকে সে ঐ লোক বলে ভুল করে এবং তাকে লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলি পর্যন্ত করে। এখন দেখ, নক্সায় মাত্র একজন শ্বেতকায় লোকের নাম আছে। বাকিরা হয় হিন্দু, না হয় মুসলমান। আর কোন শ্বেতকায় লোক নেই। কাজেই আমরা দৃঢ়প্রত্যয়ে বলতে পারি যে কাষ্ঠ-পদ লোকই যোনাথান স্মল। যুক্তিটা কি খুব ভ্রান্ত বলে তোমার মনে হয়?'

'নাঃ, বেশ পরিষ্কার আর সংক্ষিপ্ত।'

'আচ্ছা এবার তাহলে নিজেদের যোনাথান স্মলের জায়গায় বসানো যাক। তার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটাকে দেখা যাক। সে ইংলণ্ডে এল দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে—এক, তার ন্যায্য পাওনা আদায় করা, আর দুই, যে মানুষ তার প্রতি অবিচার করেছে তার উপর প্রতিশোধ নেওয়া। শোলটোর আস্তানা সে খুঁজে বের করল এবং খুব সম্ভবত বাড়ির ভিতরকার কারও সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। সে হচ্ছে খানসামা লাল রাও। তাকে আমরা দেখি নি। মিসেস বার্নস্টোন তাকে খুব ভাল লোক বলে নি। স্মল কিন্তু রত্ন ভাণ্ডার কোথায় লুকনো আছে সেটা কিছুতেই জানতে পারল না, কারণ একমাত্র মেজর আর একটি মৃত চাকর ছাড়া আর কেউ সে খবর জানত না। হঠাৎ স্মল খবর পেল, মেজর মৃত্যু-শয্যায়। পাছে তার মৃত্যুর সঙ্গেই রত্ন-ভাণ্ডারের গুপ্ত-কথাও হারিয়ে যায় সেই দুশ্চিন্তায় সে পাগলের মত রক্ষীদের বাধা অগ্রাহ্য করে আসন্ন মৃত্যু লোকটির জানালার কাছে হাজির হয়, কিন্তু দুই ছেলের উপস্থিতির জন্য ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। মৃত ব্যক্তির প্রতি ঘৃণায় উন্মাদ হয়ে সেই রাত্রেই সে ঐ ঘরে ঢুকে রত্ন-ভাণ্ডার সংক্রান্ত কাগজ-পত্র পাবার আশায় তার সবকিছু তন্ন তন্ন করে খোঁজে, এবং শেষ পর্যন্ত ঐ সংক্ষিপ্ত কথাগুলো লেখা একখানা কার্ড তার উপস্থিতির স্মারক হিসাবে রেখে যায়। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সে গোড়া থেকেই ভেবে রেখেছিল যে মেজরকে খুন করতে পারলে তার দেহের উপর এমন একটা চিহ্ন রেখে যাবে যাতে সকলে বুঝতে পারে যে এটা গতানুগতিক খুন নয়, চার সহযোগীর দিক থেকে ন্যায় প্রতিষ্ঠার একটা প্রচেষ্টা। অপরাধের ইতিহাসে এরূপ অদ্ভুত খেয়ালী ধারণার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায় এবং সেগুলি অপরাধীর প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক মূল্যবান ইঙ্গিতও বহন করে। কথাগুলি ঠিক বুঝতে পারছ?'

'খুব স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারছি।'

'এ অবস্থায় যোনাথান স্মল কি করতে পারে? তার একমাত্র কাজ হতে পারে, রত্ন-ভাণ্ডার আবিষ্কারের কোনরকম চেষ্টার উপর গোপনে নজর রাখা। সম্ভবত সে ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যায় এবং মাঝে মাঝে আসে। তারপরই চিলে-কোঠা আবিষ্কৃত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সে খবর তার কাছে পৌঁছে যায়। আবার আমরা বাড়ির ভিতরেই একজন সহযোগীর উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। কাঠের পা নিয়ে যোনাথানের পক্ষে বার্থোলোমিউ শোলটোর অতটা উঁচু ঘরে পৌঁছনো একেবারেই অসম্ভব। অবশ্য সে একজন অদ্ভুত সহযোগীকে সঙ্গে নেয় এবং সব বাধা অতিক্রম করে। কিন্তু হায়! তার খালি পা ক্রিয়োজোটের উপর পড়ে যায়, আর তারই ফলে আসে টবি এবং গোড়ালি-ভাঙা এক আধা-বেতনের অফিসারকে ছ' মাইল খুঁড়িয়ে চলতে হয়।'

'কিন্তু তাহলে তো সহযোগীই খুনটা করে, যোনাথান নয়।'

'ঠিক তাই। বরং ঘরে ঢুকে যেভাবে ছুটাছুটি করেছে তাতে তো মনে হয় এতে সে বিরক্তই হয়েছিল। বার্থোলোমিউ শোলটোর প্রতি তার কোন রাগ ছিল না; তাকে ধরে ফেলে তার মুখ বন্ধ করাটাই বেশী পছন্দ করত। ফাঁসির দড়িতে মাথা গলাবার ইচ্ছা তার নিশ্চয়ই ছিল না। কিন্তু কোন উপায় ছিল না; তার সঙ্গীর বন্য প্রবৃত্তি জেগে উঠল, বিষও যথারীতি তার কাজ করল; সুতরাং যোনাথান স্মল তার উপস্থিতির চিহ্ন রেখে রত্ন-ভাণ্ডারকে নীচে নামিয়ে দিল; আর নিজেও নেমে গেল। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি এই হচ্ছে ঘটনা-শৃঙ্খল। তার ব্যক্তিগত চেহারা সম্পর্কে এইটুকু বলতে পারি যে, সে মাঝ-বয়সী এবং আন্দামানের মত গরম জায়গায় চাকরি করার দরুন নিশ্চয়ই রোদে পোড়া। পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য থেকেই তার উচ্চতা পরিমাপ করা যায়; আর জানা যায় যে তার দাড়ি-গোঁফ ছিল। সেইজন্যই জানালায় তাকে দেখে থ্যাডিউস শোলটো চমকে উঠেছিল। আর কিছু আছে বলে আমার জানা নেই।'

'তার সহযোগী?'

'সেব্যাপারে বিশেষ রহস্য কিছু নেই। তবে শীঘ্রই সেবিষয়েও সবকিছু জানতে পারবে। সকালের বাতাস কি মধুর! চেয়ে দেখ, ঐ মেঘখণ্ডটি ভেসে যাচ্ছে যেন কোন বিরাট চক্রবাক পাখির একটি গোলাপি পালক। সূর্যের লাল রশ্মি, লণ্ডনের মেঘরাশির উপর ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকের উপরেই সে কিরণ বর্ষিত হচ্ছে; কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি তোমার-আমার চাইতেও বিচিত্র উদ্দেশ্যে যারা চলেছে তাদের উপর এ কিরণ বর্ষিত হচ্ছে না। প্রকৃতির বিরাট আদিম শক্তিসমূহের সম্মুখে আমাদের ছোট ছোট আশা-আকাংখা, উত্তম-প্রচেষ্টা নিয়ে আমরা কত তুচ্ছ, কত ক্ষুদ্র! জাঁ পল

পড়েছ ?'

'মোটামুটি, কার্লাইলের মারফৎ তাঁকে জেনেছি।'

'ওটা অনেকটা নদীকে ধরে তার উৎস হ্রদে যাওয়ার মত। তিনি একটা খুব বিচিত্র অর্থপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। সেটা হল, নিজের ক্ষুদ্রতার অনুভূতিই হল মানুষের প্রকৃত মহত্বের প্রধান প্রমাণ। তোমার সঙ্গে তো পিস্তল নেই, না কি আছে ?'

'আমার লাঠিটা আছে।'

'ওদের খপ্পরে পড়লে ওরকম একটা কিছুর প্রয়োজন হবার সম্ভাবনা আছে। যোনাথানকে তোমার হাতে ছেড়ে দেব, কিন্তু অপরটি গোলমাল বাধালে গুলি করে মারব।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে রিভলবার বের করল এবং দুটি চেম্বারে গুলি ভরে সেটাকে ডান-হাতি পকেটে রেখে দিল।

এই সময়ে টবিকে অনুসরণ করে যে আধা-গ্রাম্য পথ ধরে আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম তার দুই দিকে সারি সারি বাড়ি। রাস্তাটা চলে গেছে মহানগরীর দিকে। ক্রমে আমরা বড় রাস্তায় পড়লাম। শ্রমিক এবং বন্দরকর্মীরা পথ চলতে শুরু করেছে। বাড়ির চাকরানিরা পর্দা নামিয়ে সিঁড়ি ঝাড়-পোছ আরম্ভ করে দিয়েছে। পার্কের কোণায় বড় বড় বাড়িতে কাজ-কর্ম শুরু হয়েছে। রুক্ষ চেহারার মানুষগুলি হাত-মুখ ধুয়ে দাড়িতে জামার আস্তিন ঘসতে ঘসতে বেরিয়ে আসছে। নানা ধরনের কুকুর চলা-ফেরা করছে আর আমাদের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কিন্তু আমাদের অনন্য টবি ডাইনে-বাঁয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে মাটিতে নাক গুঁজে সোজা এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘেউ-ঘেউ করে উঠছে, হয় তো তখন কোন তীব্র গন্ধ তার নাকে ঢুকছে।

স্ট্রেথাম, ব্রিক্সটন, কাম্বারওয়েল পেরিয়ে ওভালের পূর্বদিকের ছোট রাস্তা-গুলির ভিতর দিয়ে কেনিংটন লেনে পৌছলাম। যে লোকগুলিকে আমরা অনুসরণ করছিলাম তারা সম্ভবত আমাদের দৃষ্টি এড়াবার জন্যই একটা অদ্ভুত আঁকা-বাঁকা পথ ধরেছে। ছোট রাস্তা পেলেই তারা বড় রাস্তা থেকে সরে যাচ্ছে। কেনিংটন লেনে পৌছে তারা বণ্ড স্ট্রীট ও মাইল্‌স্ স্ট্রীট ধরে বাঁ দিকে বাঁক নিল। শেষের রাস্তাটা যেখানে নাইটস্ প্লেসের দিকে মোড় নিচ্ছে সেখানে পৌছে টবি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর কি করবে বুঝতে না পারলে কুকুররা সাধারণত যা করে থাকে টবিও সেইভাবে এক কান খাড়া করে আর এক কান নামিয়ে দিয়ে এগোতে আর পিছোতে লাগল। তারপর এক জায়গাতেই ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝে সহানুভূতি প্রার্থনা করছে।

হোমস গর্জন করে উঠল, 'কুকুরটা এ রকম করছে কেন? তারা নিশ্চয়ই গাড়িতেও চাপে নি বা বেলুনেও উড়ে যায় নি।'

আমি বললাম, 'তারা হয় তো কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়েছিল।'

'ওঃ! তাই হবে। ঐ তো আবার চলতে শুরু করেছে,' স্বস্তির স্বরে আমার সঙ্গী বলল।

সত্যি সে আবার চলতে শুরু করল। আর একবার চারদিকটা শুঁকেই সে যেন হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল এবং পুনরায় এমনভাবে ছুটতে আরম্ভ করল যেমনটি আগে করে নি। গন্ধটা বোধ হয় আগের থেকে তীব্রতর হয়েছে, কারণ এখন আর মাটিতে নাক না লাগিয়ে, দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। হোমসের চোখের ঝিলিক দেখেই বুঝতে পারলাম, আমাদের যাত্রা যে সমাপ্তির মুখে এটা সে বুঝতে পেরেছে।

'নাইন এমস্' ধরে ছুটতে ছুটতে 'হোয়াইট ঈগল' পান্থনিবাসের পাশ দিয়ে 'ব্রডেরিক অ্যাণ্ড নেলসন'-এর প্রকাণ্ড কাঠের গোলাটার কাছে পৌঁছে গেলাম। এইখানে এসে কুকুরটা অধীর উত্তেজনায় পাশের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। সেখানে তখন করাতীরা কাজ শুরু করে দিয়েছে। কুকুরটা ছুটতে লাগল, করাতের গুঁড়ো আর কাঠের টুকরোর ভিতর দিয়ে, একটা গলি ধরে, একটা পথ ঘুরে, দুটো কাঠের স্তূপের ভিতর দিয়ে। শেষে একটা জয়সূচক চীৎকার করে একলাফে হাত-ট্রলির উপর বসানো একটা মস্ত পিপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জিব বের করে চোখ মিটমিট করে টবি পিপেটার উপর বসে যেন প্রশংসা পাবার আশায় আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। পিপের গায়ে লাগান লোহার পাতে এবং ট্রলির চাকায় একটা কালো তরল পদার্থ মাখানো; চারদিকের বাতাস ক্রিয়োজোটের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে।

শার্লক হোমস ও আমি ফাঁকা দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকালাম। আর তারপরেই দুজন একসঙ্গে হো-হো শব্দে অট্টহাসি হেসে উঠলাম।

৮ঃ বেকার স্ট্রীটের বাউণ্ডুলে বাহিনী

'এখন কি করবে?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'টবি যে অভ্রান্ত নয় তা তো বোঝা গেল।'

টবিকে পিপের উপর থেকে নামিয়ে দিয়ে কাঠের গোলার বাইরে আনতে. আনতে হোমস বলল, 'ওর বুদ্ধিমত ও কাজ করেছে। একটা দিনে লণ্ডন শহরে কত ক্রিয়োজোট গাড়িতে বোঝাই করা হয়, সেটা ভাবলে কিন্তু আমাদের

আসল পথ কোথাও অন্য পথের সঙ্গে গুলিয়ে গিয়ে থাকলে তাতে বিস্ময়ের কি আছে। ক্রিয়োজোট আজকাল খুব বেশী ব্যবহার হয়, বিশেষ করে কাঠকে 'সিজন' করতে। বেচারি টবির কোন দোষ নেই।'

'আবার তাহলে মূল গন্ধ ধরে এগোতে হবে।'

'হ্যাঁ। তবে সৌভাগ্যক্রমে বেশী দূর যেতে হবে না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, নাইটস্ প্লেসের মোড়ে কুকুরটা যে গোলমালে পড়েছিল তার মানেই ওখান থেকে দুটো পথ দুদিকে চলে গেছে। আমরা ভুল পথ ধরেছিলাম। এবার অন্যটা ধরতে হবে।'

তাতে বিশেষ অসুবিধা হল না। যেখান থেকে তার ভুল শুরু হয়েছিল সেখানে নিয়ে যেতেই টবি একটা পাক ঘুরে নতুন দিক ধরে ছুটল।

আমি বললাম, 'ক্রিয়োজোটের পিপে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে নিয়ে হাজির না করে।'

'সেকথাও ভেবেছিলাম। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখ, ও ফুটপাত ধরে যাচ্ছে, অথচ পিপে নিশ্চয় এসেছিল রাস্তা ধরে। না, এবার আমরা সঠিক গন্ধ ধরেই চলেছি।'

বেলমন্ট প্লেস এবং প্রিন্সেস স্ট্রীট ধরে সে নদীতীরের দিকে যেতে লাগল এবং ব্রড স্ট্রীটের শেষ প্রান্তে একেবারে জলের ধারে একটা কাঠের জাহাজঘাটায় গিয়ে পৌঁছল। তার একেবারে কিনারায় আমাদের নিয়ে গিয়ে সামনের কালো জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

হোমস বলল, 'আমাদের কপাল খারাপ। এখানে এসে তারা একটা নৌকো নিয়েছে।'

নদীতে এবং জাহাজ-ঘাটার কিনারে কয়েকটা ছোট ছোট নৌকো ছিল। আমরা টবিকে নিয়ে একে একে তার প্রত্যেকটাতে চড়লাম, কিন্তু বেশ মন দিয়ে শুঁকলেও কোথাওই সে কোনরকম ইঙ্গিত করল না।

ঘাটের কাছে একটা ছোট ইঁটের বাড়ি ছিল। তার দ্বিতীয় জানালা দিয়ে একটা কাঠের প্ল্যাকার্ড বের করা রয়েছে। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'মরডেকাই স্মিথ,' আর তার নিচে লেখা, 'দিনে বা রাতে নৌকো ভাড়া দেওয়া হয়।' দরজার উপরে আর একটা লেখা থেকে জানা গেল যে একটা স্টীম-লঞ্চও আছে। জেটির উপরে কয়লার স্তূপ দেখেই তার সত্যতার প্রমাণ মিলল। শার্লক হোমস আস্তে আস্তে চারদিক দেখতে লাগল। তার মুখে একটা বিপদের ছায়া পড়ল।

বলল, 'অবস্থা সুবিধার নয়। যা ভেবেছিলাম ব্যাটারা তার চাইতে ধূর্ত। মনে হচ্ছে তারা সব চিহ্ন ঢেকে দিয়ে গেছে। আমার আশংকা হচ্ছে, আগে থেকেই এখানে সব ব্যবস্থা করা ছিল।'

বাড়িটার দরজার দিকে সে এগোচ্ছিল, এমন সময় দরজাটা খুলে গেল। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল একটা বছর ছয়েকের ছেলে দৌড়ে বেরিয়ে এল, আর তার পিছন পিছন এল একটি শক্ত-সমর্থ লাল-মুখ স্ত্রীলোক। হাতে মস্ত একখানা স্পঞ্জ।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'জ্যাক, চলে আয়, এসে স্নান করে নে। চলে আয় বলছি ক্ষুদে শয়তান। তোর বাবা এসে যদি এ অবস্থায় দেখে তাহলে আমাকে দশকথা শুনিয়ে দেবে।'

হোমস বেশ কায়দা করে ডাকল, 'কি সুন্দর লক্ষ্মী ছেলে। টুকটুকে গোলাপি গাল! আরে জ্যাক, কি চাই তোমার?'

ছেলেটি একমুহূর্ত কি যেন ভাবল।

তারপব বলল, 'একটা শিলিং চাই।'

'তার বেশী কিছু চাও না?'

একটু ভেবে সে সপ্রজান্তার মত জবাব দিল 'তাহলে দুই শিলিং চাই।'

'তাহলে এই নাও। ধরো!—খুব ভাল ছেলে, মিসেস স্মিথ!'

'যীশু আপনার মঙ্গল করুন স্যার। সত্যি ভাল ছেলে। তবে ভাবি দুরন্ত। আমি সামলাতে পারি না, বিশেষ করে আমার মরদটা যখন একটানা দিনকয়েকের জন্য বাইরে চলে যায়।'

নিরাশ কণ্ঠে হোমস বলল, 'সে বাড়ি নেই? বড়ই দুঃখের কথা। আমি যে মিঃ স্মিথের সঙ্গে কথা বলতেই এসেছিলাম।'

'স্যার, গতকাল সকাল থেকে সে বাইরে আছে। সত্যি কথা বলতে কি, তার জন্য আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি। তবে স্যার, যদি আপনার নৌকোর দরকার হয়, সে ব্যবস্থা আমিই করে দিতে পারব।'

'আমি তার স্টীম-লঞ্চটা ভাড়া করতে চেয়েছিলাম।'

'কি বিপদ দেখুন তো স্যার, ঐ স্টীম-লঞ্চেই তো সে গেছে। তাইতো চিন্তায় পড়েছি, কারণ তাতে যে কয়লা আছে তাতে বড়জোর উলউইচ গিয়ে ফিরে আসা যায়। সে যদি বড় নৌকোটা নিয়ে যেত তাহলে তো চিন্তার কিছু ছিল না। কতবার তো কাজকর্মে সে গ্রেভসেণ্ড পর্যন্ত চলে গেছে, বেশী কাজ পড়লে সেখানে থেকেও গেছে। কিন্তু স্টীম-লঞ্চে যদি কয়লা না থাকে তাহলে সেটা কোন্ কাজে লাগবে?'

'নদীর ভাটিতে কোন জাহাজ-ঘাটা থেকে হয় তো সে কয়লা নিয়েছে।'

'স্যার, নিতে হয়তো পারে, কিন্তু তার রকম-সকম তো জানি। শুনেছি, অল্প কয়েক ব্যাগ কয়লার জন্য তারা যা দাম হাঁকে তাতে অনেক সময়ই সে পিছিয়ে যায়। তাছাড়া, ওই কাঠের পাওয়ালা লোকটাকে আমি দেখতে পারি না। যেমন কদাকার মুখ, তেমনি বড় বড় বাত। কেন যে সে সব সময়

এখানে আসে ?'

'কাষ্ঠপদ লোক ?' হোমস সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ স্যার। একটা বাঁদর-মুখো লোক প্রায়ই আমার বুড়োর কাছে আসে। গত রাতে সেই তো এসে ওকে ডেকে তুলল। তাছাড়া, আমার মরদটাও জানত যে সে আসবে, কারণ সে ইতিমধ্যেই লঞ্চে কয়লা দিয়ে সব ঠিক করে রেখেছিল। আপনাকে সোজাসুজিই বলছি স্যার, এসব আমার কেমন ভাল ঠেকছে না।'

কাঁধ ঝাকুনি দিয়ে হোমস বলল, 'দেখ মিসেস স্মিথ, শুধু শুধুই তুমি ভয় পাচ্ছ। তুমি কি করে বললে যে কাষ্ঠপদ লোকটাই রাতের বেলায় এসেছিল ? আমি তো বুঝতে পারছি না তুমি এত নিশ্চিত হলে কেমন করে ?'

'তার গলা স্যার। তার গলা আমি চিনি,—ভারী আর অস্পষ্ট। সে এসে জানালায় টোকা দিল—তা রাত তখন প্রায় তিনটে হবে। বুড়ো আমার বড় ছেলে জিমকে ডেকে তুলে কিছু না বলেই চলে গেল। পাথরের উপর কাঠের পায়ের ঠকঠক শব্দও আমি শুনতে পেলাম।'

'কাষ্ঠপদ লোকটা কি একা ছিল ?'

'তা ঠিক বলতে পারব না স্যার। আর কাউকে আমি দেখি নি।'

'খুবই দুঃখিত মিসেস স্মিথ, একটা স্টীম লঞ্চেরই আমার দরকার ছিল। কিন্তু তুমি যা বললে সেই—ভাল কথা, সেটার নাম যেন কি ?'

'অরোরা স্যার।'

'ওঃ! পুরনো সবুজ লঞ্চটা—একটা হলুদ টান, পিছনের দিকটা খুব চওড়া ?'

'না তো! এ নদীতে ওরকম ছিমছাম ছোট লঞ্চ আর দ্বিতীয়টি নেই। নতুন রং করা হয়েছে—কালোর উপরে দুটো লাল টান।'

'ধন্যবাদ। আশা করি শীঘ্রই মিঃ স্মিথের খবর পাবে। আমি নদীর ভাটিতেই যাচ্ছি। যদি 'অরোরা'-র দেখা পাই, তোমার দুশ্চিন্তার কথা তাকে বলব। তুমি তো বললে কালো চোঙ ?'

'না স্যার, কালো চোঙে সাদা পটি।'

'ঠিক আছে। দুই পাশ কালো। নমস্কার মিসেস স্মিথ। ওয়াটসন, ঐ একজন মাঝি আর তার ডিঙি রয়েছে। ঐটে নিয়ে আমরা নদী পার হব।'

ডিঙিতে বসে হোমস বলল, 'এ ধরনের লোককে কখনও বুঝতে দিতে নেই যে তাদের দেওয়া খবর আমাদের কোন কাজে লাগতে পারে। যদি একবার সেটা বুঝতে পারে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে শামুকের মত মুখ লুকিয়ে ফেলবে।

তুমি যদি না শোনার ভান করো তবেই আসল কথাটি পাবে।

আমি বললাম, 'আমাদের পথ তো এখন খুব পরিষ্কার।'

'তুমি কি করতে চাও?'

'একটা লঞ্চ ভাড়া করে 'অরোরা'-র খোঁজে ভাটির দিকে যাব।'

'দেখ বন্ধু, সে তো বড কঠিন কাজ। এখান থেকে গ্রীণউইচ পর্যন্ত নদীর দুই তীরের যেকোন জাহাজ-ঘাটায় সে থামতে পারে। সেতুর নীচে মাইলের পর মাইল অসংখ্য ঘাটের এক গোলক ধাঁধা। তুমি নিজে চেষ্টা করলে সব ঘাটে খোঁজ করতে যে দিনের পর দিন কেটে যাবে।'

'তাহলে পুলিশ লাগাও।'

'না। শেষ মুহূর্তে হয় তো এথেলনি জোন্সকে ডাকতে হবে। লোকটি মন্দ নয়, আর এমন কিছুই আমি করতে চাই না যাতে তার চাকরির কোন ক্ষতি হতে পারে। তবে আমার ইচ্ছা, এতদূর যখন এগিয়েছি এ সমস্যার সমাধান আমি নিজেই করব।'

'তবে কি জাহাজঘাটার লোকদের কাছে খবর চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে?'

'খারাপ! তাতে খুব খারাপ হবে। লোকগুলো বুঝতে পারবে যে আমরা পিছু নিয়েছি। সঙ্গে-সঙ্গে তারা দেশ ছেড়ে পালাবে। দেশ ছেড়ে তারা হয় তো যাবেই, কিন্তু যতদিন বুঝবে তারা নিরাপদ ততদিন তাডাহুড়ো করবে না। জোন্সের উৎসাহই আমাদেব কাজে লাগবে। কারণ এ কেস সম্পর্কে তার যা ধারণা সেটা খবরের কাগজে প্রকাশিত হবে। ফলে পলাতকরা মনে করবে যে সকলেই ভুল পথে চলেছে।'

মিলব্যাংক সংশোধনাগারের কাছে ডিঙি থেকে নেমে আমি প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে এখন আমরা কি করব?'

'আপাতত এই গাডিটা ভাড়া করব, বাডি ফিরব, প্রাতরাশ খাব এবং এক ঘণ্টা ঘুমোব। এটা প্রায় ঠিক যে আজ রাতেই আবার পা বাড়াতে হবে। গাড়োয়ান, টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে একটু থামাও। টবিকে সঙ্গে রাখতে হবে, কারণ এখনও তাকে দিয়ে আমাদের কাজ আছে।'

গ্রেট পিটার স্ট্রীট ডাকঘরে গাড়ি থামিয়ে হোমস একটা তার পাঠাল। আবার চলতে শুরু করে সে বলল, 'কাকে তার করলাম বল তো?'

'আমি কিছু জানি না।'

'জেফারসন হোপ কেসে গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনীর যে বেকার স্ট্রীট ডিভিশনকে কাজে লাগিয়েছিলাম তাদের কথা তোমার মনে আছে?'

'আছে!' আমি হাসতে হাসতে বললাম।

'এ কেসেও তারা অমূল্য কাজ করবে। যদি তারা না পারে, তখন অন্য

ব্যবস্থা করব, কিন্তু প্রথমে তাদেরই কাজে লাগাব। তারটা করলাম আমার সেই নোংরা ক্ষুদে লেফ্‌টেন্যান্ট উইগিন্সকে। আশা করি, আমাদের প্রাতরাশ শেষ হবার আগেই তারা সদলবলে হাজির হবে।'

এখন সময় আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। সারা রাতের উপর্যুপরি উত্তেজনার প্রবল প্রতিক্রিয়া অনুভব করছিলাম। আমার মন কুয়াসাচ্ছন্ন, দেহ পরিশ্রান্ত। হাঁটছি শ্রান্তভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। যে জীবিকাগত উৎসাহ আমার সঙ্গীকে ঠেলে নিয়ে চলেছে, সেটা তো আমার নেই। সমস্ত ব্যাপারটাকে নিস্পৃহভাবে বুদ্ধিগত সমস্যা হিসাবে দেখতেও আমি পারি না। বার্থোলোমিউ শোলটোর মৃত্যুর ব্যাপারেও যেহেতু তার সম্পর্কে ভাল কিছুই শুনি নি, সেজন্য তার হত্যাকারীদের প্রতি কোন তীব্র ঘৃণাও অনুভব করছি না। অবশ্য রত্ন-ভাণ্ডারের কথা আলাদা। সেটা বা তার একটা অংশ ন্যায়ত মিস মরস্টানের প্রাপ্য। সেটা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ প্রাণপণে কাজ করতে আমি প্রস্তুত। এ কথা ঠিক, রত্ন-ভাণ্ডার যদি পাই তাহলে সে হয়তো চিরতরে আমার নাগালের বাইরে চলে যাবে। তথাপি যে ভালবাসা ঐ রকম চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত সে তো ক্ষুদ্র স্বার্থপর ভালবাসা। হোমস যদি অপরাধীদের খুঁজতে পরিশ্রম করতে পারে, তাহলে রত্ন-ভাণ্ডারের সন্ধানে উৎসাহিত হবার পক্ষে আমার তো দশগুণ বেশী শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে।

বেকার স্ট্রীটে পৌঁছে স্নানাদি করে বেশ তাজা হয়ে উঠলাম। ঘরে ঢুকে দেখি প্রাতরাশ সাজানো রয়েছে, আর হোমস কফি ঢালছে।

একখানা খোলা সংবাদপত্র দেখিয়ে হাসতে হাসতে সে বলল, 'এই দেখ। উৎসাহী জোন্স আর সর্বত্রগামী রিপোর্টার সবটাই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। কিন্তু ওসব তো অনেক হয়েছে। আপাতত আগে মাংস আর ডিম খেয়ে নাও।'

তার কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাচারটি পড়লাম। তাতে 'হেডিং' দেওয়া হয়েছে 'আপার নরউডের রহস্যময় ব্যাপার।'

গতকাল রাত প্রায় বারোটার সময় ['স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার মতে] আপার নরউডের পণ্ডিচেরি লজের মিঃ বার্থলোমিউ শোলটোকে এমন অবস্থায় তার ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে যাহাতে মনে হয় ইহার পশ্চাতে কোন ষড়যন্ত্র আছে। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, মিঃ শোলটোর দেহে কোন-প্রকার আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় নাই, কিন্তু মৃত ভদ্রমহোদয় তাহার পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে ভারতীয় মণি-মুক্তার যে মূল্যবান সংগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন সে সমস্তই অপহৃত হইয়াছে। মৃতের ভাই মিঃ থ্যাডিয়ুস শোলটোর সঙ্গে সেই বাড়িতে উপস্থিত হইয়া মিঃ শার্লক হোমস এবং ডাঃ ওয়াটসনই প্রথম

ব্যাপারটা আবিষ্কার করেন। সৌভাগ্যবশত গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনীর সুপরিচিত সদস্য মিঃ এথেলনি জোন্স ঐ সময় নরউড থানায় ছিলেন এবং প্রথম সংবাদ পাইবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই অকুস্থলে উপনীত হন। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সুনিয়ন্ত্রিত ও অভিজ্ঞ শক্তিকে অপরাধী আবিষ্কারে নিয়োজিত করা হয় এবং তাহার ফলে পরিচারিকা মিসেস বার্ণস্টোন, লাল রাও নামক ভারতীয় খানসামা এবং ম্যাকমুর্ডো নামক দরোয়ানসহ মৃতের ভ্রাতা থ্যাডিউস শোলটোকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। একথা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে চোর বা চোরেরা ঐ বাড়ির সঙ্গে খুব ভালভাবেই পরিচিত, কারণ মিঃ জোন্স তাহার বিশেষ জ্ঞান ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে দুষ্কৃতকারীরা দরজা বা জানালাপথে ঘরে ঢুকিতে পারে নাই, ঢুকিয়াছে বাড়ির ছাদের পথে একটি ঘরের গুপ্ত দরজার ভিতর দিয়া, কারণ যে ঘরে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে তাহার সঙ্গে ঐ ঘরের যোগ রহিয়াছে। সুস্পষ্টভাবে আবিষ্কৃত এই ঘটনা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে, ইহা কোন মামুলি চুরি নয়। এই সব ক্ষেত্রে একটিমাত্র উদ্যমশীল শক্তিমান মনের উপস্থিতির যে কত সুবিধা তাহা আইনের রক্ষক এই অফিসারদের তৎপর ও উৎসাহী কর্মধারা হইতেই বোঝা যায়। একথা না ভাবিয়া আমরা পারি না যে, যাহারা আমাদের গোয়েন্দাদের বিকেন্দ্রীকরণ চাহেন এবং যে সকল অপরাধের তদন্ত করাই তাহাদের কর্তব্য গোয়েন্দারা যাহাতে তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর ও অধিকতর কার্যকরী সংস্পর্শে আসিতে পারেন এরূপ ব্যবস্থাও চাহেন, এই ঘটনা তাহাদের স্বপক্ষে একটি যুক্তিস্বরূপ।

কফির পেয়ালা হাতে হাসতে হাসতে হোমস বলল, 'বেড়ে লিখেছে, কি বল? তোমার কি মনে হয়?'

'আমার তো মনে হয় যে অল্পের জন্য আমরা গ্রেপ্তারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি।'

'আমিও তাই মনে করি। পুনরায় যদি তিনি তার উৎসাহের আঘাত হানেন, তাহলে আর আমাদের রক্ষা নেই।'

ঠিক সেই সময় ঘণ্টাটা জোরে বেজে উঠল। শুনতে পেলাম, আমাদের গৃহকর্ত্রী মিসেস হাডসন প্রবল আপত্তি ও হতাশার সঙ্গে আর্তনাদ করছে।

উঠতে উঠতে আমি বললাম, 'ব্যাপার কি হোমস? মনে হচ্ছে ওরা আমাদের ধাওয়া করতেই আসছে।'

'না, না, অতটা নয়। ওটা হচ্ছে বেসরকারী বাহিনী—বেকার স্ট্রীটের বাউণ্ডুলে দল।'

কথার সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়িতে অনেকগুলি খালি পায়ের দ্রুত শব্দ ও উঁচু-গলার কচকচি শোনা গেল এবং ডজনখানেক নোংরা, কুৎসিত ছোট ছোট

রাস্তার মস্তান সবেগে ঘরে ঢুকল। সরব প্রবেশ সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলাবোধ দেখা গেল, কারণ ঢুকেই তারা সার বেঁধে কিসের যেন প্রত্যাশায় আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে যে ছেলেটা একটু বেশী লম্বা ও বয়সে বড় সে বেশ ভারিক্কি চালে সামনে এসে দাঁড়াল। সেই কুখ্যাত ক্ষুদে কাকতাড়ুয়াকে দেখে আমার কেমন হাসি পেয়ে গেল।

সে বলল, 'স্যার, আপনার তার পেয়েই ঝটপট ওদের নিয়ে এসেছি।'

কিছু রৌপ্যমুদ্রা বের করে হোমস বলল, 'ঠিক আছে। দেখ উইগিন্স, ভবিষ্যতে যে কোন খবর ওরা তোমাকে জানাবে আর তুমি জানাবে আমাকে। এইভাবে তোমরা সব্বাই বাড়িতে চড়াও হলে তো চলবে না। যাহোক, আমার নির্দেশগুলি তোমাদের সকলেরই শোনা ভাল। 'অরোরা' নামের একটা। স্টীম-লঞ্চের গতিবিধি আমি জানতে চাই। মালিক মরডেকাই স্মিথ, কালোর উপরে দুটো লাল টান, আর চোঙটাতে কালোর উপর সাদা পট্টি; নদীর ভাটিতে কোন জায়গায় সেটা আছে। তোমাদের একজন থাকবে মিলব্যাংকের বিপরীত দিকে মরডেকাই স্মিথের ঘাটে। তার কাজ হবে লঞ্চটা ফিরে এলেই খবর দেওয়া। নদীর দুই তীর বরাবর বাকি সব্বাই ছড়িয়ে থাকবে। খোঁজ পাওয়া মাত্রই আমাকে জানাবে। বুঝেছ?'

উইগিন্স বলল, 'হ্যাঁ গভর্নর।'

'পুরনো হারেই মজুরি পাবে। যে ছেলে লঞ্চের খোঁজ পাবে তার এক গিনি। এই নাও একদিনের মজুরি আগাম। এবার কেটে পড়।'

সে প্রত্যেককে এক শিলিং করে দিল। পরক্ষণেই তারা হৈ-চৈ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। একমুহূর্ত পরেই দেখলাম, তারা রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে।

টেবিল থেকে উঠে হোমস পাইপটা ধরাল। তারপর বলল, 'লঞ্চটা যদি জলের উপরে থাকে, ওরা নিশ্চয় খোঁজ পাবে। ওরা সব জায়গায় যেতে পারে, সবকিছু দেখতে পারে, সকলের কথা শুনতে পারে। আশা করছি সন্ধ্যার আগেই শুনব ওরা লঞ্চের খবর পেয়েছে। ততক্ষণ অপেক্ষা করে বসে থাকা ছাড়া আমাদের আর কোন কাজ নেই। যে পথের রেখা কেটে গেছে, 'অরোরা' বা মিঃ মরডেকাই স্মিথকে না পাওয়া পর্যন্ত তার খোঁজ মিলবে না।'

'তুমি কি শুতে যাচ্ছ হোমস?'

'না; আমি ক্লান্ত নই। আমার দেহ-যন্ত্রটা একটু অদ্ভুত রকমের। কাজ করে কখনও ক্লান্তি অনুভব করেছি বলে আমার মনে পড়ে না, যদিও আলস্য আমাকে পুরোপুরি কাহিল করে ফেলে। আমি এখন ধূমপান করব আর সুন্দরী মক্কেল যে বিচিত্র কাজের ভার আমাদের দিয়েছে সেটা নিয়ে ভাবব।

মানুষ যদি কখনও কোন কাজ করে থাকে তবে সেটা আ... দর এই কাজ। কাষ্ঠপদ মানুষ হামেশা দেখা যায় না, কিন্তু অপর লোকটি তো মনে হয় খুবই অসাধারণ।'

'আবার সেই অপর লোকটি!'

'তাকে নিয়ে তোমার কাছে কোন রহস্য সৃষ্টি করতে চাই না। কিন্তু তুমিও নিশ্চয় একটা ধারণা করেছ। এবার তথ্যগুলি বিবেচনা করে দেখ। ক্ষুদে পায়ের ছাপ, জুতোর জন্য আঙুলগুলো জুড়ে যায় নি, খালি পা পাথর-লাগানো কাঠের দণ্ড, অসীম কর্মক্ষমতা, ছোট ছোট বিষাক্ত তীর। এসব থেকে তোমার কি মনে হয়?'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'কোন অসভ্য মানুষ! হয় তো যোনাথান স্মলের ভারতীয় সহযোগীদের একজন।'

'মোটেই না,' সে বলল। 'বিচিত্র সব অস্ত্রশস্ত্র দেখে প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলাম; কিন্তু পায়ের ছাপের অদ্ভুত আকার দেখে আমি মত পরিবর্তন করি। ভারতীয় উপদ্বীপের কিছু অধিবাসী ক্ষুদ্রকায় বটে, কিন্তু কারও পায়ের চিহ্নই ওরকম হতে পারে না। হিন্দুদের পা লম্বা এবং পাতলা। স্যাণ্ডেলের চামড়াটা বুড়ো আঙুল ও অন্য আঙুলের মাঝখানে থাকে বলে স্যাণ্ডেল-পরা মুসলমানের পায়ের বুড়ো আঙুল অন্য আঙুল থেকে আলাদা থাকে। এই ছোট তীরগুলিও মাত্র একভাবেই ছোঁড়া যায় বক্র নালের সাহায্যে। এর মধ্যে অসভ্য মানুষ আসে কোত্থেকে।'

'দক্ষিণ আমেরিকার লোক', আমি আন্দাজে বলে উঠলাম।

সে হাত বাড়িয়ে তাক থেকে একটা মোটা বই নামাল।

'বর্তমানে প্রকাশমান গেজেটিয়ারের এখানি প্রথম খণ্ড। এবিষয়ে এটি সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এখানে কি লেখা আছে? 'আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রার ৩৪০ মাইল উত্তরে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত।' হুম! হুম। আর কি আছে? আর্দ্র আবহাওয়া, প্রবালের পাহাড়, হাঙর, পোর্টব্লেয়ার, কয়েদি-ব্যারাক, রাটল্যাণ্ড দ্বীপ, তুলোর গাছ—আঃ! এই তো পেয়েছি। 'কিছু নরবিজ্ঞানী' আফ্রিকার 'বুশম্যান' আমেরিকার 'দিগার ইণ্ডিয়ান' এবং 'টেরা ডেল ফুজিয়ান'-দের দাবীকেই বড় বলিয়া মনে করিলেও সম্ভবত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীরাই পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম জাতির গৌরব দাবী করিতে পারে। তাহাদের গড় উচ্চতা চার ফুটের নিচে, যদিও এমন অনেক প্রাপ্ত-বয়স্ক লোক আছে যাহারা আরও অনেক ক্ষুদ্রকায়। তাহারা হিংস্র, বিষণ্ণ, অবাধ্য, যদিও একবার তাহাদের বিশ্বাস অর্জন করিতে পারিলে তাহারা অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়া উঠে।' এ কথাগুলি লক্ষ্য কর ওয়াটসন। আচ্ছা, এবার শোন। 'তাহারা দেখিতে বীভৎস,—প্রকাণ্ড মাথা, ক্ষুদে হিংস্র

চোখ, বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাহাদের পা এবং হাত অত্যন্ত ছোট। তাহারা এতদূর অবাধ্য আর হিংস্র যে তাহাদিগকে সামান্য মাত্র দলে আনিবার যত চেষ্টা বৃটিশ কর্তৃপক্ষ করিয়াছেন সবই ব্যথ হইয়াছে। জলমগ্ন জাহাজের যাত্রীদের কাছে তাহারা জীবন্ত বিভীষিকা। প্রস্তর-শীর্ষ দণ্ড দিয়া তাহারা যাত্রীদের মস্তক বিদীর্ণ করে, বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করিয়া বিদ্ধ করে। নরমাংস ভোজনের অনুষ্ঠানেই এইসব হত্যাকাণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটে।' ওয়াটসন! কী সুন্দর অমায়িক ভদ্রলোকরা। এই লোকটি যদি তার নিজের ইচ্ছামত পথে চলত তাহলে এ ব্যাপারের পরিণতি আরও অনেক বেশী বীভৎস হতে পারত। আমার তো মনে হয় পারতপক্ষে যোনাথান স্মল এরূপ একটি লোককে নিয়োগ করত না।'

'কিন্তু এরকম একটি অসাধারণ সঙ্গী সে পেল কোথায়?'

'সেকথা আমি বলতে পারব না। তবে যেহেতু আমরা মেনে নিয়েছি যে স্মল আন্দামান থেকেই এসেছে, তখন এই দ্বীপবাসী যে তার সঙ্গেই থাকবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে। যথাসময়ে সবই আমরা জানতে পারব। দেখ ওয়াটসন, দেখে মনে হচ্ছে তুমি আর পারছ না। ওই সোফাটায় শুয়ে পড। দেখি তোমাকে ঘুম পাড়াতে পারি কি না।'

সে কোণ থেকে বেহালাটা হাতে নিল। আমি সটান শুয়ে পড়তেই সে একটি মৃদু স্বপ্নময় সুরেলা গৎ বাজাতে লাগল। সে গৎ যে তার নিজের সৃষ্টি সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ নতুন নতুন গৎ সৃষ্টির অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী সে। তাঁর ক্ষীণ বাহু, একাগ্র মুখ আর ছড়ের ওঠা-নামার ছবি এখনও অস্পষ্টভাবে আমার মনে পড়ে। তারপর আমি যেন শান্ত স্বপ্ন—সমুদ্রের বুকে পরম শান্তিতে ভাসতে ভাসতে এক স্বপ্নের রাজ্যে উপনীত হলাম। দেখলাম, মিস মরস্টানের মধুর মুখখানি আমার মুখপানে চেয়ে আছে।

৯ঃ ঘটনার মোড় ঘুরল

যখন ঘুম ভাঙল তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে। শরীরে বল ফিরে এসেছে। বেশ ঝরঝরে লাগছে। শার্লক হোমস সেই একইভাবে বসে আছে, শুধু বেহালা রেখে দিয়ে গভীর মনোযোগসহকারে একখানা বই পড়ছে। আমি উঠতেই সে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। তার মুখ যে তখন কালো এবং গম্ভীর সেটা আমার দৃষ্টি এড়াল না।

সে বলল, 'তুমি বেশ ভালই ঘুমিয়েছ। ভয় হয়েছিল আমাদের কথাবার্তায় তুমি না জেগে ওঠ।'

বললাম, 'কিছুই আমার কানে যায় নি। তাহলে কি নতুন খবর কিছু পেয়েছ?'

'দুঃখের সঙ্গে বলছি, না। স্বীকার করছি, আমি খুব বিস্মিত ও হতাশ হয়েছি। এতক্ষণে কিছু সঠিক খবর আমি আশা করেছিলাম। এইমাত্র উইগিন্স খবর দিয়ে গেল। লঞ্চের কোন চিহ্নই নেই। কাজেই বড় বাধা পড়েছে। এখন যে প্রতিটি ঘণ্টাই মূল্যবান।'

'আমি কিছু করতে পারি কি? আমি এখন বেশ তাজা হয়ে উঠেছি। আরেকটা নৈশ অভিযানের জন্য আমি তৈরি।'

'না; আমাদের কিছুই করবার নেই। অপেক্ষাই করতে হবে। আমরা চলে গেলে সেই ফাঁকে কোন খবর যদি আসে, অকারণে দেরী হবে। তোমার যা ইচ্ছে করতে পার, আমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

'আমি তাহলে কাম্বারওয়েলে গিয়ে মিসেস সেসিল ফরেস্টারের সঙ্গে দেখা করে আসি। গতকালই তিনি আমাকে যেতে বলেছিলেন।'

দুই চোখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে হোমস বলল, 'মিসেস সেসিল ফরেস্টারের সঙ্গে বুঝি?'

'তা—মানে—মিস মরস্টানের সঙ্গেও। ঘটনার বিবরণ জানতে তারাও উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।'

হোমস বলল, 'আমি কিন্তু তাদের কাছে সব কথা বলতাম না। স্ত্রীলোকদের কখনও পুরো বিশ্বাস করতে নেই—সেরা স্ত্রীলোককেও না।'

তার এই মারাত্মক মনোভাবের প্রতিবাদ আমি করলাম না।

বললাম, 'দু' এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি ফিরে আসব।'

'ভাল কথা! তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হোক! কিন্তু আমি বলি কি তুমি যখন নদী পার হবেই তখন টবিকেও ফিরিয়ে দিয়ে এস, কারণ ওটা এখন আর আমাদের কোন কাজে লাগবে বলে তো মনে হয় না।'

কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে পিনচিনের বুড়োর কাছে তাকে ফিরিয়ে দিলাম। সঙ্গে একটা আধ-গিনিও দিলাম। কাম্বারওয়েলে মিস মরস্টানের সঙ্গে দেখা হল। নৈশ অভিযানের ফলে তাকে একটু শ্রান্ত দেখাচ্ছে। কিন্তু খবর জানতে সে খুবই আগ্রহী। মিসেস ফরেস্টারেরও খুবই কৌতূহল। দুঃখজনক ঘটনার ভয়ংকর অংশগুলি বাদ দিয়ে সবই তাদের বললাম। যেমন, মিঃ শোলটোর মৃত্যুর কথা বললাম, কিন্তু তার সঠিক বিবরণ আর পদ্ধতির উল্লেখমাত্র করলাম না। সব বাদ দিয়েও যা বললাম তাদের চকিত ও বিস্মিত করার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

মিসেস ফরেস্টার বলে উঠল 'এ যে এক রূপকথা! একটি বঞ্চিত মহিলা, পাঁচ লক্ষের রত্ন-ভাণ্ডার, একটি কৃষ্ণকায় নরমাংসাশী, আর এক কাষ্ঠপদ দুর্বৃত্ত। শুধু রূপকথার ড্রাগন বা দুষ্ট রাজার বদলে এসেছে এরা।'

আমার দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিস মরস্টান বলল, 'আর তাকে উদ্ধার করতে এসেছে দুই রাজপুত্র।'

'সত্যি মেরি, এই অনুসন্ধানের উপরেই তোমার সৌভাগ্য নির্ভর করছে। তোমাকে দেখে তো খুব বিচলিত মনে হচ্ছে না। ভাব তো, ধনবতী হওয়ার মানে কি, পৃথিবীটাকে তোমার পায়ের তলায় পাওয়ার মানে কি।'

এত বড় সম্ভাবনার কথা শুনেও তার চোখে-মুখে কোন উল্লাসের চিহ্ন ফুটে উঠল না দেখে আমার বুকের মধ্যে আনন্দের একটা শিহরণ খেলে গেল। বরঞ্চ তার উন্নত মাথাটাকে সে এমনভাবে নাড়ল যাতে মনে হয় যে এসবে তার বিশেষ কিছু যায় আসে না।

সে বলল, 'মিঃ থ্যাডিউস শোলটোর জন্যই আমি উদ্বেগ বোধ করছি। আর সবই তুচ্ছ ব্যাপার। আমি তো মনে করি, তিনি আগাগোড়াই খুব সদয় ও সম্মানজনক আচরণ করেছেন। এই ভয়ংকর ভিত্তিহীন অভিযোগ হতে তাকে মুক্ত করাই আমাদের কর্তব্য।'

সন্ধ্যার সময় কাম্বারওয়েল থেকে রওনা হয়ে যখন বাসায় পৌঁছলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। আমার সঙ্গীর বই ও পাইপটা চেয়ারের পাশে পড়ে আছে, কিন্তু সে নেই। একটা চিঠির আশায় এদিক-ওদিক খুঁজলাম। তাও নেই।

মিসেস হাডসন ঘরের পর্দা নামিয়ে দিতে ঘরে ঢুকলে তাকে বললাম, 'মিঃ শার্লক হোমস কি বাইরে গেছে?'

'না স্যার। তিনি তার ঘরে গেছেন স্যার,' গলার স্বর নামিয়ে ফিস ফিস করে সে বলল। 'আপনি কি জানেন স্যার, তার শরীরের জন্য আমার ভয় হচ্ছে?'

'কেন?'

'দেখুন, তিনি যেন কেমন অদ্ভুত হয়ে উঠেছেন। আপনি চলে যাবার পর তিনি হাঁটছেন তো হাঁটছেনই, ঘরের এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক। তার পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে আমি বিরক্ত হয়ে উঠলাম। তারপর শুনতে পেলাম, তিনি আপন মনে বিড়বিড় করে কি যেন বলছেন, আর যত-বার বেল বাজছে সিঁড়ির মুখে গিয়ে বলছেন, 'দেখুন তো কে এল, মিসেস হাডসন?' তারপর সোজা চলে গেলেন নিজের ঘরে। কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি সেইভাবেই একটানা হেঁটে চলেছেন। আশা করি তার শরীর খারাপ

হয় নি। মাথা ঠাণ্ডা করবার ওষুধের কথা বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু স্যার, তিনি এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যে সে আর কি বলব। তখনই ঘর ছেড়ে চলে এলাম।'

আমি বললাম, 'মিসেস হাডসন, আমার তো মনে হয় না আপনার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ আছে। এর আগেও তাকে এরকম অবস্থায় আমি দেখেছি। তার মনের মধ্যে এমন একটা কিছু ঢুকেছে যার ফলে সে এমন উতলা হয়ে পড়েছে।'

আমাদের গৃহকর্ত্রীকে হাল্কাভাবে কথাগুলি বললাম, কিন্তু সারা রাত যখন মাঝে মাঝেই তার একঘেয়ে পায়ের শব্দ কানে এল এবং বুঝতে পারলাম তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এই অনিচ্ছাকৃত অকর্মন্যতায় কতখানি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, তখন আমি নিজেও খুব অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলাম।

প্রাতরাশের সময় তাকে খুব ক্লান্ত ও হতশ্রী দেখাচ্ছিল। তার দুই গালে কেমন একটা জ্বর-জ্বর ভাব ফুটে উঠেছে।

বললাম, 'বুড়োর মত সারা রাত জেগে ছিলে মনে হচ্ছে। রাতভোর তোমার পদশব্দ শুনেছি।'

সে বলল, 'কিছুতেই ঘুমোতে পারছিলাম না। এই নারকীয় সমস্যা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সব বাধা পার হয়ে একটা ছোট বাধায় আটকে যাওয়া কিছুতেই সহ্য হয় না। মানুষগুলো, লঞ্চ, সব কিছু জানি, অথচ কোনও খবর পাচ্ছি না। অন্য কর্মীদেরও কাজে নামিয়েছি। আমার সাধ্যমত সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। নদীর দুই তীর আগাগোড়া সন্ধান করা হয়েছে, কিন্তু কোন খবর নেই। মিসেস স্মিথও স্বামীর খবর পায় নি। অনুমান করতে হবে যে, লঞ্চটাকে তারা ডুবিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেপথেও তো বাধা আছে।'

'অথবা মিসেস স্মিথ আমাদের ভুল পথে পাঠিয়েছে।'

'না। সে সম্ভাবনা বাতিল করা যেতে পারে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি ওই-রকম একটা লঞ্চ সত্যি আছে।'

'সেটা নদীর উজানে যায় নি তো?'

'সে সম্ভাবনার কথাও ভেবেছি। একদল উজানের দিকে রিচমণ্ড পর্যন্ত খোঁজ করবে। আজ যদি কোন খবর না আসে, কাল আমি নিজে যাব। লঞ্চের খোঁজে না হোক, লোকগুলোর খোঁজে। কিন্তু নিশ্চয়, নিশ্চয় কোন খবর পাব।'

কিন্তু পেলাম না। উইগিন্সের কাছ থেকে বা অন্য কোন সূত্র থেকে একটা কথাও এল না। নরউড দুর্ঘটনা সম্পর্কে খবরের কাগজে অনেক প্রবন্ধ বের হল। সেগুলি সবই হতভাগ্য থ্যাডিউস শোলটোর প্রতি বিরূপ মন্তব্য।

পরদিন এবিষয়ে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে, একথা ছাড়া আর কোন নতুন তথ্য সেসব প্রবন্ধে পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার সময় হাঁটতে হাঁটতে কম্বারওয়েল গিয়ে তুই মহিলাকে আমাদের বিফলতার বিবরণ দিলাম। ফিরে এসে দেখলাম, হোমস খুবই নিরুৎসাহ ও বিষণ্ণ। আমার প্রশ্নের কোন জবাবই দিল না। সারা সন্ধ্যা বকযন্ত্র গরম করে আর বাষ্পের ক্ষরণ করে এমন একটা জটিল রাসায়নিক বিশ্লেষণে মেতে রইল এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত এমন একটা গন্ধ বের হতে লাগল যে আমি ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। শেষ রাতের দিকেও টেস্ট-টিউবের টুং-টাং শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম যে তার তুর্গন্ধময় পরীক্ষার কাজ তখনও চলেছে।

খুব ভোরে চমকে জেগে উঠে সবিস্ময়ে দেখলাম, সে আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে একটা সাধারণ নাবিকের পোশাক, গলায় একখানা লাল স্কার্ফ জড়ানো।

সে বলল, 'ওয়াটসন, আমি নদীর ভাঁটিতে চললাম। মনে মনে অনেক ভেবে-চিন্তে একটিমাত্র পথই দেখতে পেয়েছি। সেটাকে পরীক্ষা করে দেখতেই হবে।'

'তাহলে আমিও নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাব,' আমি বললাম।

'না; তুমি আমার প্রতিনিধি হয়ে এখানে থাকলেই আমার বেশী উপকার হবে। আমার যাবার ইচ্ছা ছিল না, কারণ কাল রাতে উইগিন্স নিরাশ করলেও আজ সারা দিনের মধ্যে কোন খবর অবশ্য আসবে। সব চিঠি আর টেলিগ্রাম তুমি খুলে পড়বে এবং কোন খবর এলে তোমার বিবেচনা মত কাজ করবে। তোমার উপর নির্ভর করতে পারি কি?'

'নিশ্চয়।'

'আমি যে কখন কোথায় থাকব তা তোমাকে বলতে পারছি না। কাজেই তুমি আমাকে তার করতে পারবে না। কপাল ভাল হলে হয় তো অধিক দূর যেতে হবে না। ফিরবার আগে কোন খবর পাবই।'

প্রাতরাশের সময় তার কাছ থেকে আর কোন খবর পেলাম না। 'স্ট্যাণ্ডার্ড' খানা খুলে এ ব্যাপারে একটা নতুন ইঙ্গিত পেলাম।

'আপার নরউড তুর্ঘটনা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস করিবার কারণ ঘটিয়াছে যে গোড়ায় যেরকম ভাবা হইয়াছিল ব্যাপারটা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জটিল এবং রহস্যপূর্ণ। নতুন সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে বোঝা যাইতেছে যে মিঃ থ্যাডডিউস শোলটোর পক্ষে কোনভাবেই এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত থাকা অসম্ভব। তাহাকে এবং পরিচারিকা মিসেস বার্ণস্টোনকে গতকাল রাতেই মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। মনে হইতেছে যে প্রকৃত অপরাধীদের সম্পর্কে পুলিশ একটা নতুন সূত্র পাইয়াছে এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ এথেলনি জোন্স

তাহার কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ঐ সূত্র অনুসরণ করিতেছেন। যেকোন মুহূর্তে নূতন কেহ গ্রেপ্তার হইতে পারে।'

আমি ভাবলাম, এ পর্যন্ত তো খবর ভালই। বন্ধু শোলটো অন্তত নিরাপদ। নতুন সূত্র কি হতে পারে বুঝতে পারছি না। অবশ্য পুলিশ যখনই ভুল করে তখনই এইরকম একটা কিছু করে।

কাগজখানা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিলাম। সেইমুহূর্তে একটা বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়ল। সেটা এইরকম:

'হারানো—যেহেতু মাঝি মরডেকাই স্মিথ এবং তাহার ছেলে জিম গত মঙ্গলবার সকাল তিনটে নাগাদ 'অরোরা' স্টীম-লঞ্চে স্মিথের জাহাজ-ঘাটা হইতে যাত্রা কবিয়াছে, যেকেহ উক্ত মরডেকাই স্মিথ এবং লঞ্চ 'অরোরা'-র খবর স্মিথের জাহাজ-ঘাটায় অথবা ২২১ বি, বেকার স্ট্রীটে দিতে পারিবে তাহাকে পাঁচশত পাউণ্ড দেওয়া হইবে।'

স্পষ্টই এটা হোমসের কাজ। বেকার স্ট্রীটের ঠিকানাই তার প্রমাণ। আমার কাছে লেখাটা খুবই সাদাসিদে মনে হল। পলাতকরা যখন এটা পড়বে তখন তারা এর মধ্যে নিখোঁজ স্বামীর জন্য স্ত্রীর স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না।

দিন আর কাটতে চায় না। যখনই দরজায় টোকা পড়ে বা রাজপথে পায়ের শব্দ হয় তখনই ভাবি, হয় হোমস ফিরল, আর না হয় তার বিজ্ঞাপনের কোন জবাব এল। বই পড়তে চেষ্টা করলাম, কিন্তু যে শয়তানকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি তাদের কথা আর আমাদের বিচিত্র অভিযানের কথাই বার বার মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল। একবার ভাবলাম, আমার সঙ্গীর যুক্তিতে কোন বড় রকমেব ত্রুটি নেই তো? কোন বড় রকমের আত্ম-প্রতারণায় সে ভুগছে না তো? এটা কি সম্ভব নয় যে, কতকগুলি ভ্রান্ত তথ্যেব উপর ভিত্তি কবে তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন একটা উদ্ভট অনুমান খাড়া করেছে? কখনও তাঁকে আমি ভুল করতে দেখি নি, কিন্তু তীক্ষ্ণতম বুদ্ধির অধিকারী মানুষও তো কখনও কখনও ভুল করতে পারে। আবাব এও ভাবলাম, তার যুক্তির অতিসূক্ষ্মতা —একটা সাদাসিদে সাধারণ ব্যাখ্যা হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও সূক্ষ্ম ও অদ্ভুত ব্যাখ্যার প্রতি ঝোঁকই হয় তো তাঁকে ভুলের পথে টেনে নিয়ে গেছে। অপর-পক্ষে, আমি তো নিজের চোখেই ঘটনাগুলি দেখেছি এবং তার অনুমানের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি শুনেছি। যখন দেখি যে কিছু আপাত তুচ্ছ ঘটনাসহ একটা দীর্ঘ ঘটনা-শৃংখল একই লক্ষ্যে প্রসারিত, তখন একথা তো না ভেবে পারি না যে শার্লক হোমসের ব্যাখ্যা যদি ভ্রান্ত হতে পারে তাহলে প্রকৃত ব্যাখ্যাটাও সমান আকস্মিক ও বিস্ময়কর হতে বাধ্য।

বিকেল তিনটের সময় ঘণ্টাটা সজোরে বেজে উঠল, হল ঘরে একটা কর্তৃত্ব-

স্থূলভ গলা শোনা গেল, এবং আমার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে হাজির হলেন মিঃ এথেলনি জোন্সের মত মহাশয় ব্যক্তি। যে কর্কশ প্রভুত্বপরায়ণ সাধারণ জ্ঞানের তবিলদার আপার নরউড কেসটাকে প্রভূত আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে হাতে নিয়েছিলেন, এখন তার অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ল। চোখে-মুখে নৈরাশ্য, চাল-চলনে ভীরু ও ক্ষমাপ্রার্থী।

বললেন, 'শুভদিন স্যার, শুভদিন। মনে হচ্ছে মিঃ শার্লক হোমস বেরিয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ। কখন ফিরবে তাও জানি না। তবে আপনি নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবেন। চেয়ারে বসে একটা চুরুট ধরান।'

'ধন্যবাদ। কোন আপত্তি নেই,' লাল রঙের রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে তিনি বললেন।

'হুইস্কি আর সোডা?'

'বেশ, আধ গ্লাস। অসময়ে বড়ই গরম পড়েছে। আর আমার উপর দিয়ে ধকলও যাচ্ছে খুব। নরউড কেস সম্পর্কে আমার অভিমত তো আপনি জানেন?'

'আপনি বলেছিলেন মনে পড়ে।'

'দেখুন আমি সেটা বদলাতে বাধ্য হয়েছি। মিঃ শোলটোকে ঘিরে জালটাকে বেশ কসে টেনে এনেছিলাম, এমন সময় ঠিক মধ্যিখানের একটা বড় ছিদ্রের ভিতর দিয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন। এমন একটা 'অ্যালিবি' তিনি প্রমাণ করলেন যেটাকে খণ্ডন করা গেল না। তার ভাইয়ের ঘর থেকে বের হবার পর থেকে সে সব সময়ই কারও না কারও দৃষ্টিপথের মধ্যেই ছিল। কাজেই তার পক্ষে ছাদের উপরে ওঠা বা গুপ্ত দরজার ভিতরে ঢোকা সম্ভবই নয়। কেসটা বড়ই খারাপ। আমার পেশাগত কৃতিত্ব বিপন্ন হতে বসেছে। একটু সাহায্য পেলে বড় ভাল হত।'

আমি বললাম, 'কখনও না কখনও সকলেরই সাহায্যের দরকার হয়।'

ফ্যাসফেঁসে গলায় ফিস ফিস করে তিনি বললেন, 'আপনার বন্ধু মিঃ শার্লক হোমস একটি আশ্চর্য মানুষ স্যার। তিনি অপরাজেয়। এই যুবকটিকে আমি অনেকগুলো কেসে দেখেছি, কিন্তু এমন একটা কেসেও দেখি নি যার উপর তিনি আলোকপাত করতে পারেন নি। তার পদ্ধতিগুলি একটু খামখেয়ালি, আর বড় দ্রুত তিনি একটা সিদ্ধান্তে ঝাঁপ দেন বটে, কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে আমি মনে করি যে তিনি একজন খুব সফল অফিসার হতে পারতেন। আরে না, একথা কে শুনল আমি তা গ্রাহ্য করি না। আজ সকালেই তার একটা তার পেয়েছি, তার থেকেই মনে হচ্ছে এই শোলটোর ব্যাপারে তিনি একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। এই সেই তার।'

পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বের করে আমাকে দিলেন। বারোটার সময় পপলার থেকে পাঠান হয়েছে। তাতে লেখাঃ 'এখনই বেকার স্ট্রীটে চলে যান। আমি যদি তখনও না ফিরি, অপেক্ষা করবেন। শোলটোর আততায়ী দলের সন্ধান পেয়েছি। শেষ পর্যায়ে যদি এর মধ্যে ঢুকতে চান আজ রাতে আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন।'

আমি বললাম, 'ভালই তো মনে হচ্ছে। নিশ্চয় সে আবার হদিশ পেয়েছে।'

জোন্স যেন বেশ খুশি হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওঃ, তাহলে ভুল করে-ছিলেন! আরে, মুনিজনেরও ভুল হয়ে থাকে। অবশ্য এসবই শেষ পর্যন্ত বাজে হতে পারে। কিন্তু আইনের অধিকর্তা হিসাবে আমার কর্তব্য কোন সুযোগকেই ফস্কে যেতে না দেওয়া। কিন্তু—কে যেন এসেছে। সম্ভবত তিনি।'

ভারী পা ফেলে কে যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। নিঃশ্বাস টানতে কষ্ট হলে যেমন হয় সেইরকম একটা ঘড়-ঘড় সাঁই-সাঁই আওয়াজ কানে এল। দু' একবার সে থামল, যেন উঠতে কষ্ট হচ্ছে। অবশেষে দরজায় পৌঁছে ঘরে ঢুকল। যে শব্দ শুনেছিলাম ঠিক তার অনুরূপ চেহারা। একটি বৃদ্ধ লোক, নাবিকের পোশাক পরা, পুরনো পশমী জ্যাকেটটার গলা পর্যন্ত বোতাম-আঁটা। পিঠ নুয়ে পড়েছে, হাঁটু দুটো কাঁপছে, নিঃশ্বাসে বেদনাদায়ক হাঁপানির লক্ষণ। ওক কাঠের একটা মোটা লাঠির উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। ফুসফুসে হাওয়া টানবার চেষ্টার ফলে কাঁধ দুটো ওঠা-নামা করছে। থুতনির চারধারে একটা রঙিন স্কার্ফ জড়ানো, ফলে মোটা সাদা ভুরু আর লম্বা ধূসর জুলফিতে ঢাকা একজোড়া তীক্ষ্ণ কালো চোখ ছাড়া তার মুখের আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। মোট কথা, আমার মনে হল, সে একজন সম্মানিত দক্ষ নাবিক, এখন বার্ধক্য ও দারিদ্র্যগ্রস্ত।

প্রশ্ন করলাম, 'কি চাই বাবা?'

বড় মানুষের মত সে ধীরে ধীরে চারদিকে তাকাল।

তারপর বলল, 'মিঃ শার্লক হোমস আছেন?'

'না; কিন্তু আমি তার হয়ে কাজ করছি। তার কাছে যদি কিছু বলবার থাকে, আমাকে বলতে পারেন।'

'আমি তার কাছেই বলতে চাই,' সে বলল।

'কিন্তু আমি তো বলেছি, তার হয়েই আমি কাজ করছি। মরডেকাই স্মিথের লঞ্চের ব্যাপার কি?'

'হ্যাঁ। সেটা কোথায় আছে আমি ভাল করেই জানি। যেসব লোককে তিনি খুঁজছেন তারা কোথায় আছে তাও জানি। রত্ন-ভাণ্ডার কোথায় আছে

তাও জানি। এ ব্যাপারে আমি সব জানি।'

'তাহলে আমাকে বলুন। আমি তাকে জানিয়ে দেব।'

বুড়ো মানুষরা যেরকম একগুঁয়ে হয় সেইরকম ভাবেই সে আবার বলল, 'আমি তাকেই বলতে চাই।'

'বেশ, তাহলে তার জন্য অপেক্ষা করুন।'

'না, না; কাউকে খুশি করবার জন্য আমি একটা দিনও নষ্ট করতে পারি না। মিঃ হোমস যখন এখানে নেই; তখন হোমস নিজেই সব খুঁজে বের করুন। আপনাদের দুজনের কারুর চোখ রাঙানিকেই আমি ভয় করি না। একটা কথাও আমি বলব না।'

সে দরজার দিকে পা বাড়াতেই এথেলনি জোন্স তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বললেন, 'একটু দাঁড়াও বন্ধু। খুব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তুমি রাখ, তোমাকে তো যেতে দেব না। তুমি চাও বা না চাও, আমাদের বন্ধুবর ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমাকে আটকে রাখব।'

বুড়ো লোকটি ছুটে দরজার কাছে গেল, কিন্তু এথেলনি জোন্সকে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝতে পারল, চেষ্টা করা বৃথা।

লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি দেখা করতে এসেছিলাম, আর আপনারা—যাদের আমি জীবনে দেখি নি—আমাকে ধরে এইরকম ব্যবহার করছেন!'

আমি বললাম, 'আপনার খারাপ কিছু হবে না। যে সময় আপনার নষ্ট হবে সেটা আমরা পুষিয়ে দেব। সোফার উপরে বসুন। আপনাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।'

বিষণ্ণ মুখে ফিরে এসে দুই হাতের উপর মুখ রেখে সে বসে পড়ল। জোন্স আর আমি পুনরায় চুরুট এবং গল্প শুরু করলাম। হঠাৎ হোমসের গলা কানে ঢুকল।

'আমাকেও একটা চুরুট দিতে পারেন', সে বলল।

দুজনেই চমকে উঠলাম। হোমস বসে মুচকি মুচকি হাসছে।

'হোমস!' আমি চেঁচিয়ে বললাম। 'তুমি এখানে! বুড়ো লোকটি কোথায়?'

'এই তো বুড়ো লোকটি,' একগাদা সাদা চুল সামনে ধরে সে বলল। 'এই তো—পরচুল, জুলফি, ভুরু সব কিছু। ছদ্মবেশটা বেশ ভালই হয়েছিল জানতাম, কিন্তু তোমাদেরও ঠকাতে পারব এতটা আশা করি নি!'

খুব খুশি হয়ে জোন্স চেঁচিয়ে বলল, 'কী দুষ্টু আপনি! আপনি তো একজন দুর্লভ অভিনেতা হতে পারতেন। কাসিটা তো একেবারে কারখানার

শ্রমিকদের মত। আর ঐ দুর্বল পা দুখানির দাম তো সপ্তাহে দশ পাউণ্ড করে। অবশ্য একবার মনে হয়েছিল যে, চোখের ঐ চাউনিটা যেন চিনি। আমাদের একেবারে ফাঁকি দিতে পারেন নি কিন্তু।'

চুরুট ধরিয়ে সে বলল, 'সারাটা দিন এই ছদ্মবেশে কাজ করছি। দেখ, অপরাধীদের অনেকেই আমাকে চিনতে শুরু করেছে—বিশেষ করে আমার এই বন্ধু যখন তাদের কাউকে কাউকে শাস্তি দিতে আরম্ভ করেছেন। কাজেই এই রকম কোন না কোন ছদ্মবেশ ধারণ করেই আমাকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়। আমার তার পেয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ। তার পেয়েই এখানে এসেছি।'

'আপনার কেস কতদূর এগোল ?'

'কিছুই এগোয় নি। দুজন কয়েদিকে ইতিমধ্যেই ছেড়ে দিতে হয়েছে। বাকি দুজনের বিরুদ্ধেও কোন প্রমাণ নেই।'

'কোন ভাবনা নেই। তাদের জায়গায় অন্য দুজনকে দেব। কিন্তু আমার কথামত আপনাকে চলতে হবে। সরকারী প্রশংসা আপনি সবটাই নিতে পারবেন, কিন্তু আমার কথা মত আপনাকে কাজ করতে হবে। রাজী ?'

'নিশ্চয়, শুধু যদি ব্যাটাদের হাতে পাই।'

'বেশ। তাহলে প্রথমেই আমি চাই একখানা দ্রুতগতি পুলিশের নৌকো—একটা ষ্টিম-লঞ্চ—সাতটার সময় ওয়েস্টমিনিস্টার স্টেয়ার্সে উপস্থিত থাকবে।'

'সে ব্যবস্থা সহজেই হয়ে যাবে। একটা তো ও অঞ্চলে সব সময়ই থাকে। তবু রাস্তা পেরিয়ে একটা টেলিফোন করে সব ব্যবস্থা পাকা করে দেব।'

'আর চাই দুটো শক্ত-সমর্থ লোক ; বলা যায় না যদি তারা বাধা দেয়।'

'লঞ্চেই দু'তিন জন থাকবে। আর কি চাই ?'

'লোকগুলোকে ধরতে পারলেই রত্ন-ভাণ্ডারও পাওয়া যাবে। আমার তো মনে হয়, এই রত্ন-ভাণ্ডারের অর্ধাংশের যিনি ন্যায়সঙ্গত মালিক সেই তরুণীর কাছে এটিকে স্বয়ং নিয়ে যেতে আমার এই বন্ধুটি পরম আনন্দ লাভ করবেন। তিনিই এটাকে প্রথম খুলবেন। কি বল ওয়াটসন ?'

'আমার পক্ষে সেটা খুবই আনন্দের কথা।'

মাথা নেড়ে জোন্স বলল, 'কাজটা খুবই নিয়মবিরুদ্ধ। অবশ্য সব ব্যাপারটাই তো নিয়মবিরুদ্ধ। তাই ওটুকুও না হয় মেনে নেওয়া যাবে। অবশ্য তারপরে সরকারী তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত রত্ন-ভাণ্ডারটিকে উপযুক্ত হেপাজতে পাঠিয়ে দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। সে ব্যবস্থা সহজেই করা যাবে। আর একটি কথা। আমার খুব ইচ্ছা স্বয়ং যোনাথান স্মলের মুখ থেকে কিছু বিস্তারিত বিবরণ আমি

শুনব : আপনি তো জানেন, আমার কেসের খুঁটিনাটি জানা আমার স্বভাব। এখানে আমার ঘরে বা অন্য কোথাও যথোপযুক্ত পাহাবার ব্যবস্থা করে আমি যদি তার সঙ্গে একটি বেসরকারী সাক্ষাৎকারের আয়োজন করি, তাতে কোনও আপত্তি হবে না তো ?'

'দেখুন, সব ব্যাপারটাই এখন আপনার হাতে। এই যোনাথান স্মলেব অস্তিত্বেব কোন প্রমাণও আমাব কাছে নেই। যাহোক, তাকে যদি ধরতে পারেন, তাহলে তাব সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎকারে আমি কেমন করে আপত্তি করব তা তো বুঝতে পাবছি না।'

'তাহলে এই কথা বইল ?'

'নিশ্চয়। আব কিছু আছে ?'

'আছে। আপনাকে আমাদেব সঙ্গে যেতে হবে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব তৈবি হয়ে যাবে। ঝিনুক আছে, বনমোবগের কষা মাংস আছে, আর কয়েক-প্রস্থ সাদা মদ আছে। ওয়াটসন, আজ পর্যন্তও তুমি আমার রাঁধুনিগিবিব প্রশংসা কর নি।'

১০ : আন্দামানবাসীর জীবনান্ত

খুব আনন্দ কবে খাওয়া হল। ইচ্ছা হলে হোমস খুব ভাল কথা বলতে পাবে, আব সেবাতে তার ইচ্ছাও হয়েছিল। তার কেমন যেন দিল খুলে গিযেছিল। এত খোস মেজাজে তাকে আর কখনও দেখি নি। নানা বিষয়ে সে অবিরাম কথা বলতে লাগল,—দৈবঘটনাসম্বলিত নাটক, মধ্যযুগীয় মৃৎ-শিল্প, স্টডিভেরিয়াস বেহালা, সিংহলের বৌদ্ধধর্ম এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধজাহাজ —প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে এমনভাবে বলল যাতে মনে হবে সে সব বিষয়ে রীতিমত পড়াশুনা করেছে। আগের কয়েকদিন সে যেরকম মনমরা হয়ে ছিল, সে-রাতের খোস মেজাজ যেন তারই প্রতিক্রিয়া। দেখা গেল এথেলনি জোন্সও কাজের বাইরে বেশ সদালাপী। খেতে বসেও বেশ গোগ্রাসে গিললেন। আমাদের কাজ শেষ হবার মুখে,—এই চিন্তার ফলে আমিও বেশ খুশি ছিলাম। হোমসের খুশির ভাব যেন আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। যেকাজ উপলক্ষে আমরা সকলে একত্র হয়েছি, খাবার সময় কেউ সেকথা উল্লেখ পর্যন্ত করল না।

টেবিল পরিষ্কাব হয়ে গেলে হোমস ঘড়ি দেখল। তারপর তিনটে গ্লাসে পোর্ট ঢালল।

বলল, 'আমাদের ছোট্ট অভিযানের সাফল্যে এই পূর্ণ গ্রাস। কিন্তু এবার আমাদের যেতে হবে। ওয়াটসন, তোমার সঙ্গে পিস্তল আছে?'

'পুরনো সামরিক রিভলবারটা ডেস্কে আছে।'

'তাহলে সেটাই সঙ্গে নাও। তৈরি হয়ে যাওয়াই ভাল। ঐ তো গাড়িটা দরজায় পৌঁছে গেছে। সাড়ে ছ'টায় ওটাকে আসতে বলেছিলাম।'

সাতটার একটু পরেই আমরা ওয়েস্টমিনস্টার জাহাজঘাটায় পৌঁছলাম। দেখলাম, লঞ্চটা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। হোমস বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেটাকে দেখতে লাগল।

'এটাকে পুলিশের বোট বলে চিনতে পারার মত কিছু আছে কি?'

'হ্যাঁ; পাশের ঐ সবুজ বাতিটা।'

'তাহলে ওটাকে খুলে ফেল।',

তাই করা হল। আমরা উঠে পড়লাম। নোঙরও তোলা হল। জোন্স, হোমস ও আমি বসলাম পিছনের গলুইতে। হালের পাশে একজন বসল, একজন রইল ইঞ্জিন দেখাশুনা করতে, আর দুজন শক্ত-সমর্থ পুলিশ-ইন্সপেক্টর রইল সামনে।

'কোন্ দিকে যাব?' জোন্স প্রশ্ন করল।

'টাওয়ারের দিকে। জ্যাকবসন্স ইয়ার্ডের উল্টো দিকে থামতে বলুন।'

লঞ্চটা খুবই দ্রুতগামী ছিল। মাল-বোঝাই করার দীর্ঘ সারির পাশ দিয়ে এমন তীরের মত আমরা ছুটে চললাম যে মনে হল সেগুলি বুঝি স্থির হয়ে আছে। একটা স্টীমারকে মেরে যখন আমরা বেরিয়ে গেলাম হোমস তখন খুশিতে হাসতে লাগল।

বলল, 'নদীতে যা কিছু আছে সব আমরা ধরতে পারব?'

'তা হয় তো পারব না। তবে আমাদের হারিয়ে দেবার মত লঞ্চ বেশী নেই।'

'অরোরাকে ধরতেই হবে। দ্রুতগামী লঞ্চ হিসাবে সেটারও নামডাক আছে। দেখ ওয়াটসন, লোকে কি রকম মিথ্যা কথা বলে আমি তোমাকে বলব। তোমার নিশ্চয় মনে আছে একটা ছোট বাধার জন্য আমি কিরূপ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম?'

'হ্যাঁ।'

'তাইতো একটা রাসায়নিক বিশ্লেষণে ডুবে গিয়ে মনকে পুরো বিশ্রাম দিয়েছিলাম। আমাদের একজন মস্তবড় কূটনীতিবিশারদ বলেছেন, কাজের পরিবর্তনই সবচেয়ে বড় বিশ্রাম। ঠিক তাই। জলীয় অঙ্গারকে যখন দ্রব করতে সক্ষম হলাম তখনই শোলটোর সমস্যাটা আবার আমার মাথায় এল এবং সব ব্যাপারটাকেই নতুন করে ভাবতে লাগলাম। আমার ছেলেগুলো নদীর

উজান-ভাটি করেও কোন ফল পায় নি। লঞ্চটা কোন ঘাটে লাগে নি বা ফিরেও যায় নি। তাদের সব চিহ্ন মুছে ফেলবার জন্য লঞ্চটাকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে সে সম্ভাবনা খুবই কম, যদিও অন্য সব চেষ্টা বিফল হলে সেটাও একটা ব্যাখ্যা হতে পারে। আমি জানতাম যে স্মল লোকটা মোটামুটি ধূর্ত, কিন্তু সে যে এরকম সূক্ষ্ম চাল দিতে পারে সেটা আমি ভাবি নি। ও ক্ষমতাটা সাধারণত উচ্চ শিক্ষার ফলেই জন্মে। তখন ভাবলাম, যেহেতু সে কিছুদিন যাবৎ লণ্ডনে আছে—পণ্ডিচেরি লজের উপর সে যে অনেকদিন থেকেই নজর রেখেছে সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি—তখন মুহূর্তের মধ্যেই সে লণ্ডন ছেড়ে যেতে পারে না, সবকিছু বিলি-বন্দোবস্ত করতে কিছুটা সময়, অন্তত একটা দিনও তার লাগবেই। সম্ভাবনার কাঁটাটা সেইদিকে ঘোরাই স্বাভাবিক।'

আমি বললাম, 'আমার কাছে কিন্তু যুক্তিটা দুর্বল বলে মনে হচ্ছে। অভিযান শুরু করবার আগেই সব বন্দোবস্ত সে করে রেখেছিল—সেটাই বেশী সম্ভব।'

'না, আমি তা মনে করি না। প্রয়োজনের সময় আশ্রয় নেবার পক্ষে এই ঘাঁটিটা এতই উপযুক্ত যে সেটার প্রয়োজন মিটে না যাওয়া পর্যন্ত সে কোন-মতেই ওটা ছাড়তে পারে না। কিন্তু আর একটা কথাও আমার মনে হল। যোনাথান স্মল নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল যে সে যতই ঢেকে-ঢুকে রাখুক না কেন তার সঙ্গীর অদ্ভুত চেহারা নিয়ে নানা রকম গাল-গল্প প্রচারিত হবেই এবং সম্ভবত নরউড ঘটনার সঙ্গেও জড়িত হয়ে পড়বে। এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি তার আছে। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়েই তারা তাদের প্রধান ঘাঁটি থেকে রওনা দিয়েছে, আর দিনের আলো ফুটবার আগেই সে ফিরে আসতে চাইবে। মিসেস স্মিথের কথা অনুসারে তারা তিনটের পরে লঞ্চে চেপেছে। তখন আলো ফুটতে শুরু করেছে এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লোক-চলাচল শুরু হয়ে যাবে। কাজেই আমি ভাবলাম যে তারা বেশী দূর যায় নি। স্মিথের মুখ বন্ধ করবার জন্য তারা তাকে ভাল অর্থ দেয়, পালাবার জন্য তারা লঞ্চটাকে ভাড়া করে এবং রত্ন-ভাণ্ডারের বাক্সসহ তাদের আস্তানায় চলে যায়। কাগজে এবিষয়ে কি খবর বের হয়, এবং তাদের কোনরকম সন্দেহ করা হয় কিনা এই সব জানবার মত যথেষ্ট সময় পাবার জন্য দুটো রাত কোন-মতে কাটিয়ে রাতের অন্ধকারে তারা গ্রেভস-এণ্ডে বা আরও ভাঁটিতে কোন জাহাজ ধরবে। সেখান থেকে আমেরিকায় বা কোন উপনিবেশে যাবার ব্যবস্থা যে তারা আগে থেকেই করে রেখেছে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু লঞ্চটা? সেটাকে তো তাদের নিয়ে যেতে পারে না।'

'ঠিক তাই। আমার মনে হল, যতই অদৃশ্য হয়ে থাকুক, লঞ্চটা খুব বেশী

দূর যায় নি। আমি তখন নিজেকে স্মলের জায়গায় বসালাম এবং তার মত একজন লোকের মত করে ব্যাপারটাকে দেখতে চেষ্টা করলাম। সে হয়তো ভেবেছে যে পুলিশ যদি তার খোঁজ করে তাহলে লঞ্চটাকে ফেরৎ পাঠালে বা কোন ঘাটে রাখলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশী। তাহলে কেমন করে সে লঞ্চটাকে লুকিয়ে রেখেও দরকারের সময় হাতের কাছে পেতে পারে? তার মত অবস্থায় পড়লে আমি কি করতাম সেটাই ভাবতে লাগলাম। একটা পথই আমার মনে এল। লঞ্চটাকে কোন কারিগর বা মেরামতকারীর হাতে দিয়ে সামান্য কিছু বদলে দিতে বলতাম। সে তখন তার কারখানায় লঞ্চটাকে নিয়ে যাবে এবং কার্যত সেটাকে লুকিয়ে ফেলাই হবে, আবার কয়েক ঘণ্টার নোটিশেই সেটাকে পেতেও পারব।'

'এটা যে বড়ই সরল ব্যাখ্যা হয়ে গেল।'

'এই সরল কথাগুলোকেই তো সব চাইতে বেশী উপেক্ষা করা হয়। যা হোক, স্থির করলাম এই ধারণা অনুযায়ীই কাজ করব। সঙ্গে সঙ্গে এই নাবিকের পোশাক পরে কাজ শুরু করে দিলাম। নদীর ভাটিতে যত মেরামতি কারখানা আছে সবগুলোতে খোঁজ করলাম। পনেরোটাতে কোন হদিস মিলল না, কিন্তু ষোল নম্বরে—অর্থাৎ জ্যাকবসন্সে—জানতে পারলাম যে দুদিন আগে একজন কাষ্ঠপদ লোক হালের ব্যাপারে সামান্য কিছু মেরামতের নির্দেশ দিয়ে 'অরোরা' স্টীম-লঞ্চকে তাদের কাছে রেখে গেছে। কারখানার ফোরম্যান বলল, 'হালের কিছুই হয় নি। ওই যে দেখুন, লাল টানওয়ালা, ওইখানে রয়েছে।' ঠিক সেইমুহূর্তে সেখানে হাজির হল—হারানো মালিক মরডেকাই স্মিথ ছাড়া আর কে! মদে একেবারে চুর হয়ে আছে। আমি তো তাকে চিনতেই পারতাম না, কিন্তু সেই তার নিজের নাম আর লঞ্চের নাম চেঁচিয়ে বলে উঠল। বলল, 'আজ রাত আটটায় ওটা চাই। মনে থাকে যেন, ঠিক আটটা, কারণ দুজন ভদ্রলোক যাত্রী আছেন, তাদের বসিয়ে রাখা চলবে না।' তারা লোকটিকে বেশ মোটা রকমই দিয়েছে, কারণ টাকার গরম দেখিয়ে সে মজুরদের শিলিংগুলো বাজিয়ে দেখাচ্ছিল। কিছুদূর পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করলাম।. তারপরই সে একটা মদের দোকানে ঢুকে গেল। কাজেই আবার কারখানার দিকেই ফিরে গেলাম। পথে আমার দলের একটা ছেলেকে পেয়ে তাকে লঞ্চের পাহারায় রেখে এসেছি। সে জলের ধারে অপেক্ষা করবে এবং ওরা রওনা হলেই রুমাল উড়িয়ে সংকেত করবে। আমরা মাঝ নদীতেই থাকব। এর পরেও যদি লোক, রত্ন-ভাণ্ডার সবকিছু পাকড়াও করতে না পারি তো সে এক তাজ্জব ব্যাপার।'

জোন্স বলল, 'তারা ঠিক লোক কি না জানি না, তবে পরিকল্পনাটা নিখুঁত-ভাবেই করেছেন। কিন্তু আমার হাতে যদি ব্যাপারটা থাকত আমি একদল

পুলিশ নিয়ে জ্যাকবসন্স ইয়ার্ডে যেতাম এবং আসামাত্রই তাদেব গ্রেপ্তার করতাম।'

'সেটা কোনকালেও ঘটত না। এই স্মল লোকটি খুব ধূর্ত। সে নিশ্চয় একজন খোঁজারুকে আগে পাঠাত এবং সন্দেহেব আঁচ পেলেই আবার এক সপ্তাহের মত গা-ঢাকা দিত।'

আমি বললাম, 'কিন্তু মরডেকাই স্মিথের পিছনে লেগে থেকেও তো তুমি তাদের আস্তানার খোঁজ পেতে পারতে।'

'তাতে একটা দিন নষ্ট হত। আমার তো মনে হয় স্মিথেব পক্ষে তাদের আস্তানা জানাব সম্ভাবনা শতকবা একভাগ মাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত সে মদ আব টাকা পাচ্ছে, ততক্ষণ ঠিকানায় তার প্রয়োজনটা কিসের? তারাই তাকে জানিয়ে দেয় কখন কি কবতে হবে। না, সব পথেব কথা আমি ভেবে দেখেছি, এটাই শ্রেষ্ঠ পথ।'

কথা বলতে বলতে আমরা টেমস নদীর উপরকার সেতুগুলো একের পব এক পার হয়ে যাচ্ছিলাম। মহানগরী পার হবার সময় সূর্যের শেষ রশ্মিরেখায় সেণ্ট পলস গীর্জার চূড়ায় ক্রশ-চিহ্নটা রক্তিমাভা ধারণ করেছে। সন্ধ্যার আগেই আমরা টাওয়ারে পৌছে গেলাম।

সাবে অঞ্চলের অনেক মাস্তুল আর দড়ি-দড়া দেখিয়ে হোমস বলল, 'ওইটেই জ্যাকবসন্স ইয়ার্ড। এই আলোকমালার নীচে খুব আস্তে লঞ্চটা ভেড়াও।' পকেট থেকে একজোড়া রাতেব চশমা বেব কবে সে অনেকক্ষণ তীরের দিকে তাকিয়ে রইল। শেষে বলল, 'আমার শান্ত্রী ঠিক খাড়া আছে, কিন্তু রুমালের চিহ্নও নেই।'

জোন্স সাগ্রহে বলে উঠল, 'আমবা যদি আর একটু ভাটিতে গিয়ে তাদেব জন্য অপেক্ষা করি তো কেমন হয়?'

ততক্ষণে আমরা সবাই অধীর হয়ে উঠেছি। পুলিশ এবং লঞ্চের লোকেরাও। আসন্ন ঘটনা সম্পর্কে তাদের মনেও একটা আবছা ধারণা ছিল।

হোমস বলল, 'কি যে ঘটবে আমবা জানি না। তাদের পক্ষে ভাটির দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই ষোল আনা। কিন্তু সঠিক কবে কিছুই বলা যায় না। এখান থেকে আমরা কারখানায় ঢোকার পথটা দেখতে পাব, কিন্তু তারা আমাদের দেখতে পাবে না। আমরা যেখানে আছি সেখানেই থাকব। দেখ, গ্যাসের আলোর নীচ দিয়ে লোকগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে।'

'কারখানার কাজ সেবে তারা আসছে।'

'যতসব নোংরা চেহারার হতভাগা। কিন্তু ওদের প্রত্যেকের মধ্যে লুকিয়ে আছে মৃত্যুহীন অগ্নি-কণা। ওদের দেখে সেটা বোঝা যায় না।

এ ব্যাপারে কোন পূর্বতঃ-সিদ্ধ সম্ভাবনাও নেই। মানুষ এক বিচিত্র গোলকধাঁধা।

'অনেকে তাকে বলে পশুর ভিতরে লুকনো এক আত্মা।' আমি যোগ করলাম।

হোমস বলল, 'এবিষয়ে উইনউড রীড্ খুব ভাল কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, ব্যক্তিগতভাবে একজন মানুষ এক অপার রহস্য হলেও সমষ্টিগতভাবে সে এক গাণিতিক নিশ্চয়তা। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন একজন মানুষের কর্মধারা সম্পর্কে তুমি কোনরকম ভবিষ্যদ্বাণী করতে পার না, দলবদ্ধভাবে তাদের কাজের কথা তুমি সঠিকভাবেই বলে দিতে পার। সংখ্যা তাত্ত্বিকরা তাই বলে থাকে। কিন্তু একখানি রুমাল দেখতে পাচ্ছি না কি? ঐ তো দূরে একটা সাদা মত কি যেন নড়ছে।

আমি বলে উঠলাম, 'হ্যা, তোমার ছেলেটা। আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

হোমস চেঁচিয়ে উঠল, 'আর ঐ তো 'অরোরা', চলেছে যেন শয়তানের মত। ইঞ্জিনচালক, পুরো দমে চালাও। হলুদ বাতিওয়ালা লঞ্চটাকে তাড়া কর। ঈশ্বরের দোহাই, ওটা যদি আমাদের আগে চলে যায় তাহলে আমি কোন দিন আমাকে ক্ষমা করতে পারব না।'

লঞ্চটা আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়েই কারখানার প্রবেশ পথটা পার হয়ে গেছে। তারপর আমাদের নজরে পড়বার আগেই দু-তিনটে নৌকো পার হয়ে বেশকিছুটা গতি সংগ্রহ করে ফেলেছে। এখন সেটা নদীর তীর ঘেঁসে তীব্র বেগে ভাটির দিকে ছুটে চলেছে। জোন্স গম্ভীরভাবে সেদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

বলল, 'খুব জোরে ছুটছে। আমি ওকে ধরতে পারব কি না সন্দেহ হচ্ছে।'

'ধরতে হবেই!' দাঁতে দাঁত চেপে হোমস চেঁচিয়ে উঠল। 'বেশী করে কয়লা দাও। যথাসাধ্য জোরে চালাও। লঞ্চ যদি পুড়ে যায় যাক, তবু ওদের পাকড়াও করতেই হবে।'

এবার আমরাও বেশ ছুটে চলেছি। চুল্লিটা গন্-গন্ করছে। শক্তিশালী ইঞ্জিনটা বিরাট একটা ধাতব হৃদপিণ্ডের মত ধক্-ধক্ ঝম্-ঝম্ শব্দ করছে। লঞ্চের সরু আগাটা নদীর শান্ত জল কেটে এগিয়ে চলেছে। ডাইনে বাঁয়ে ছুটছে উত্তাল ঢেউ। ইঞ্জিনের ধক্-ধক্ আওয়াজের তালে তালে আমাদেরও বুক কাঁপছে। আমাদের লঞ্চের সামনের মস্ত বড় হলুদ লণ্ঠন থেকে একটা দীর্ঘ আলোর রেখা প্রসারিত। ঠিক সামনে জলের উপর একটা কালো ছায়া দেখে বোঝা যাচ্ছে 'অরোরা' কোথায় আছে, আর তার পিছন দিকে উৎসারিত

সাদা ফেনার রাশি দেখে বোঝা যাচ্ছে কত জোরে সে ছুটছে। কত বজরা, স্টীমার, মাল-বোঝাই নৌকো যাচ্ছে আর আসছে। তারই ভিতর দিয়ে একটার পিছনে, অন্যটার পাশ কাটিয়ে আমরা ছুটে চলেছি। অন্ধকারে নানা রকম শব্দ কানে আসছে। 'অরোরা' সশব্দে ছুটছে। আমরাও ছুটছি পিছনে পিছনে।

'কয়লা দাও বাবারা, আরও কয়লা দাও!' ইঞ্জিন-ঘরের দিকে তাকিয়ে হোমস চীৎকার করছে। নীচ থেকে তীব্র আলোকছটা তার উদ্বিগ্ন শ্যেন-পক্ষীর মত মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। 'যতটা পার বাষ্প সংগ্রহ কর।'

'অরোরা'-র উপর চোখ রেখে জোন্স বলল, 'মনে হচ্ছে আমরা কিছুটা মেরে এনেছি।'

দুর্ভাগ্যবশত ঠিক সেইমুহূর্তে তিনটি বজরাসহ একটা গাধা-বোট আমাদের মাঝখানে এসে জমে গেল। হালটাকে খুব নীচু করে কোনরকমে সংঘর্ষটা বাঁচান গেল, কিন্তু সেটাকে পাশ কাটিয়ে পুনরায় ঠিক পথ ধরতে ধরতে 'অরোরা' প্রায় দুশো গজ এগিয়ে গেছে। কিন্তু তখনও সেটা দৃষ্টি-পথের বাইরে যেতে পারে নি। সন্ধ্যার অস্পষ্ট ফিকে আলো ততক্ষণে তারার আলোয় উজ্জ্বল রাত্রিতে পরিণত হয়েছে। বয়লারগুলোর উপর অসম্ভব চাপ পড়েছে। যে প্রচণ্ড শক্তি আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার ধাক্কায় লঞ্চের খোলটা থর্ থর্ করে কাঁপছে। পুলের ভিতর দিয়ে, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া ডক পেরিয়ে, দীর্ঘ ডেপ্টফোর্ড বীচের ভাটি ধরে, আইল্‌স্ ডগস্‌কে পরিক্রমা করে আবার উজানের দিকে চলেছি। সম্মুখের কালো ছায়াটা এবার প্রায় পরিষ্কার সুন্দরী 'অরোরা'-র রূপ গ্রহণ করেছে। জোন্স সার্চলাইটটা তার উপর ফেলতেই ডেকের উপরকার লোকগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম। একটা লোক গলুইতে বসে দুই হাটুর মধ্যেকার একটা কালো জিনিসের উপর ঝুঁকে আছে। তার পাশে শুয়ে আছে একটা কালো বস্তু, মনে হচ্ছে একটা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর। হালের হাতলটা ধরে আছে ছেলেটা আর চুল্লির রাঙা আলোয় দেখতে পাচ্ছি বুড়ো স্মিথকে। কোমর পর্যন্ত খালি গা, প্রাণপণে কয়লা ঠেলছে। আমরা তাদের অনুসরণ করছি কি না সেবিষয়ে প্রথম দিকে হয় তো তাদের সন্দেহ ছিল, কিন্তু এর পরে যখন তাদের প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি ঘুরে যাওয়াকেই আমরা অনুসরণ করছি, তখন আর সন্দেহের কোন কথাই নেই। গ্রীনউইচে আমরা তাদের থেকে তিনশ পা পিছিয়ে ছিলাম। ব্ল্যাকওয়ালে গিয়ে সেটা দাঁড়াল বড জোর দু'শ পঞ্চাশ। আমার বিঘ্নসংকুল জীবনে বহু দেশে বহু জন্তুকে আমি তাড়া করেছি, কিন্তু টেমস নদীর এই ভাটিতে এই উন্মাদ দুরন্তগতি মানুষ-শিকারের মত বন্য উন্মাদনা কোনদিন বোধ করি নি। ধীরে ধীরে এক গজ এক গজ করে তাদের

কাছে এগোতে লাগলাম। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে তাদের যন্ত্রের ফোঁস ফোঁস ঝম ঝম শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি। গলুইর লোকটা তখনও হামাগুড়ি দিয়ে আছে। তার হাত দুটো কিন্তু কর্মব্যস্ত। মাঝে মাঝেই সে পিছন ফিরে দেখছে আর আমাদের মাঝখানে কতটা দূরত্ব আছে বোঝবার চেষ্টা করছে। আরও কাছে—আরও। জোন্স চীৎকার করে তাদের থামতে বলল। দুটো লঞ্চই তীব্র বেগে ছুটছে। আমরা তাদের চাইতে খুব বেশী হলে চার নৌকো পিছনে। আমাদেব ডাকে গলুইর লোকটা ডেক থেকে লাফিয়ে উঠল। দুটো মুষ্টিবদ্ধ হাত আমাদের দিকে উঁচিয়ে তীক্ষ্ণ চেরা গলায় শাপ-শাপান্ত করতে লাগল। সে বেশ বড়সর শক্তিশালী লোক। দুই পা ছড়িয়ে দাঁড়াতেই আমি দেখতে পেলাম, তার ডান দিকে উরু থেকে নীচু পর্যন্ত একটা কাঠের পা। তার ক্রুদ্ধ গালি-গালাজের শব্দে ডেকের উপরে একটা বড়সর পুটুলি যেন নড়ে উঠল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সেটা হয়ে উঠল একটা ক্ষুদে কৃষ্ণকায় মানুষ—আমার দেখা ক্ষুদ্রতম মানুষ। মস্ত বড় একটা বেঢপ মাথা আর একগাদা জটপাকানো এলোমেলো চুল। ঐ অসভ্য বিকৃতদেহ প্রাণীটিকে দেখেই শা করে আমার রিভলবারটা বের করলাম। হোমস তার 'রিভলবার আগেই বের করেছে। তার সারা শরীর একটা কালো অলস্টার বা কম্বলে এমনভাবে ঢাকা যে শুধু তার মুখটাই দেখা যায়। কিন্তু সেই মুখটাই মানুষের রাত্রির নিদ্রা হরণ করবার পক্ষে যথেষ্ট। সব রকমের পাশবিকতা ও নিষ্ঠুরতায় চিহ্নিত এমন অদ্ভুত চেহারা আমি কখনও দেখি নি। দুটো কুৎকুতে চোখ বিষণ্ণ আলোয় জ্বলছে। পুরু ঠোঁট দুটো দাঁতের পাটি পর্যন্ত ওল্টানো। সেই দু' পাটি দাঁত খিঁচিয়ে জান্তব রোষে সে আমাদের বিরুদ্ধে কটুক্তি কবতে লাগল।

হোমস শান্তভাবে বলল, 'হাত তুললেই গুলি করবে।'

ততক্ষণে আমরা এক-নৌকোর ফাবাকে পৌঁছে গেছি। দুই দণ্ডায়মান মূর্তিকেই দেখতে পাচ্ছি: শ্বেতকায় লোকটি দুই পা ফাঁক করে আর্তকণ্ঠে গালাগালি করে চলেছে; আর শয়তান বেঁটেটার বীভৎস মুখ আর বড় বড় হলদে দাঁতগুলো লণ্ঠনের আলোয় জ্বল্‌জ্বল্ কবছে।

তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম তাই বক্ষা। আমাদের চোখের সামনেই সে তার ঢাকনার নীচে থেকে ছোট গোলাকার একখণ্ড কাঠ বের করল। খণ্ডটা অনেকটা রুল করবার কাঠের মত। সেটাকে সশব্দে ঠোঁটে ঠেকাতেই আমাদের হাতের দুটো রিভলবার একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। সে পাক খেয়ে ঘুরে গিয়ে দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে একটা ঢোঁক গিলেই কাৎ হয়ে নদীতে পড়ে গেল। জলের সাদা ফেনার মধ্যে আমি মুহূর্তের জন্য তার বিষাক্ত ক্রুদ্ধ চোখ দুটো দেখতে পেলাম। ঠিক সেইসময়ই কাষ্ঠপদ লোকটি ঝাঁপিয়ে হালের উপর

পড়ে সেটাকে চেপে নীচে নামিয়ে দিতেই লঞ্চটা সোজা দক্ষিণ তীরের দিকে ছুটে চলল। আমরাও তার গলুইয়ের পাশ কাটিয়ে এগোতে লাগলাম। মুহূর্তমধ্যে আমরা সেটাকে ধরে ফেললাম। ততক্ষণে লঞ্চটা প্রায় তীরের কাছে পৌঁছে গেছে। একটা পরিত্যক্ত নির্জন স্থান, দূরবিস্তার জলাভূমির উপর চাঁদের আলো ঝিকমিক করছে, মাঝে মাঝে বদ্ধ জলের ডোবা আর পচা ঝোপ জঙ্গল। ঝক ঝক শব্দ করতে করতে লঞ্চটা কর্দমাক্ত তীরে আটকে গেল। তার সামনের দিকটা আকাশের দিকে উঠে গেছে, আর গলুইটা রয়েছে জলের মধ্যে। পলাতক লোকটি লঞ্চ থেকে লাফ দিতেই তার কাঠের ঠুঁটো পা সঙ্গে সঙ্গে কাদার মধ্যে সবটা ডুবে গেল। বৃথাই সে এঁকেবেঁকে পা-টা তুলতে চেষ্টা করতে লাগল। সামনে বা পিছনে এক পাও যাবার সাধ্য তার নেই। অসহায় ক্রোধে চীৎকার করতে করতে সে আরেকটা পা দিয়ে কাদাব উপব লাথি মারতে লাগল। ফলে তার কাঠের পাটাই ক্রমাগত আরও কাদার ভিতরে ঢুকে যেতে লাগল। আমাদের লঞ্চটাকে যখন পাশে নিয়ে ভিড়িয়ে দেওয়া হল ততক্ষণে সে কাদার মধ্যে এমনভাবে আটকে গেছে যে একগাছা দড়ির প্রান্ত ছুঁড়ে দিয়ে তার কাঁধের চারপাশে জড়িযে তবে তাকে বদমাইস মাছের মত আমাদের দিকে টেনে আনতে হল। বাপ-ব্যাটা দুই স্মিথ চুপচাপ লঞ্চে বসেছিল। আমরা ডাকতেই শান্তভাবে আমাদের লঞ্চে উঠে এল। 'অবোরা'-কে টেনে তুলে আমাদের গলুইব সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দেওযা হল। ডেকের উপবে ভাবতীয কারুকার্যখচিত একটা লোহার সিন্দুক পাওযা গেল। এর মধ্যেই যে শোলটোর অভিশপ্ত রত্ন-ভাণ্ডাব রযেছে সেবিষযে কোন সন্দেহ নেই। সিন্দুকের কোন চাবি ছিল না, সেটা বেশ ভারীও। সযত্নে সেটাকে আমাদের কেবিনে স্থানান্তরিত করা হল। পুনরায় ধীরে ধীরে উজানপথে চলতে চলতে সার্চ লাইটটাকে চতুর্দিকেই ফেলা হল, কিন্তু আন্দামান দ্বীপবাসীর চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। আমাদের দেশের এই বিচিত্র অতিথির হাড়গুলি তখন টেমস নদীর তলদেশে কালো কাদার মধ্যে শুযে আছে।

'এখানে দেখ', কাঠের দরজাটা দেখিয়ে হোমস বলল, 'বড় ঠিক সময়ে পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়েছিলাম। যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, ঠিক তার পিছনে আমাদের অতি পরিচিত একটা মৃত্যু-তীর বিদ্ধ হযে আছে। গুলি ছুঁড়বার মুহূর্তেই সেটা আমাদের দুজনের মাঝখান দিযে চলে গেছে। হোমস তার সহজ ভঙ্গীতে হেসে কাঁধটা একটু ঝাঁকুনি দিল, কিন্তু সে রাতে ভয়ংকর মৃত্যু আমাদের কত কাছে এসেছিল সেকথা ভাবতেও আমি যে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম তা অকপটেই স্বীকার করছি।

১১ঃ আগ্রার রত্ন-ভাণ্ডার

যে লোহার বাক্সটার জন্য সে এত কাণ্ড করল, এতদিন ধরে অপেক্ষা করে রইল, আমাদের বন্দী কেবিনের মধ্যে তার ঠিক বিপরীত দিকেই বসে ছিল। একটি রোদে-পোড়া বেপরোয়া চোখ মানুষ, মেহগনি-মুখের অসংখ্য বলি-রেখায় কঠোর মুক্ত জীবনের কাহিনী লেখা। তার সুদৃঢ় শশ্রুসমন্বিত থুঁতনি দেখেই বোঝা যায় যে, তাকে সহজে সংকল্প থেকে টলানো যায় না। বয়স পঞ্চাশ বা তার কাছাকাছি, কারণ তার কালো কোঁকড়া চুলে বেশ সাদার ছোপ ধরেছে। শান্ত অবস্থায় তার মুখটা দেখতে খারাপ নয়, কিন্তু একটু আগেই দেখেছি, রাগলে ভারী ভুরু আর উদ্ধত থুঁতনি তার মুখকে ভয়ংকর করে তোলে। এখন সে হাত-কড়া-পরা হাত দুটো কোলের উপর রেখে বসে আছে। মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে। যে বাক্সটা তার যত কিছু দুষ্কর্মের কারণ সেটার দিকে তীক্ষ্ণ মিটিমিটি দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আমার মনে হল, তার কঠিন মুখে রাগ অপেক্ষা দুঃখই ফুটে উঠেছে বেশী। একবার সে আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। তার চোখে যেন বিদ্রূপের ঝলকানি।

একটা চুরুট ধরিয়ে হোমস বলল, 'দেখ যোনাথান স্মল, এই পরিণতির জন্য সত্যি আমি দুঃখিত।'

সেও অসংকোচে বলল, 'আমিও স্যার। যা ঘটেছে তাকে আর ফেরানো যাবে না। কিন্তু পবিত্র পুঁথির নামে বলছি, মিঃ শোলটোর গায়ে আমি হাত তুলি নি। নরকের কুত্তা ওই বেঁটে টোঙ্গাই তার অভিশপ্ত তীর ছুঁড়ে তাকে মেরেছে। এতে আমার কোন হাত ছিল না স্যার। আত্মীয়ের মৃত্যুর মতই এতে আমি কষ্ট পেয়েছি। বেঁটে শয়তানটাকে এর জন্য দড়িটা দিয়ে মেরেছি। কিন্তু যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তাকে তো আর আমি ফেরাতে পারব না।'

হোমস বলল, 'একটা চুরুট নাও। তুমি খুব ভিজে গেছ। আমার ফ্লাস্ক থেকে গরম চা নাও। আচ্ছা, তুমি যখন দড়ি বেয়ে উপরে উঠছিলে, তখন ওই বেঁটে দুর্বল কৃষ্ণকায় লোকটা মিঃ শোলটোকে কাবু করে ধরে রাখতে পারবে এটা তুমি আশা করলে কেমন করে?'

'স্যার, সব ব্যাপারটা আপনি এত জানেন যে মনে হয় আপনি বুঝি সেখানে ছিলেন। প্রকৃত কথা হল, আমি আশা করেছিলাম ঘরটা ফাঁকা পাব। ও বাড়ির সকলের চাল-চলন আমার ভালই জানা ছিল। ঐ সময় মিঃ শোলটো সাধারণত রাতের খাবার খেতে নীচে যান। কোন কথাই আপনার কাছে গোপন করব না। সহজ সত্যই এখন আমার একমাত্র রক্ষা-কবচ। বুড়ো মেজর খুন হলে আমি হাল্কা মনেই ফাঁসিতে ঝুলতে পারতাম। তার মৃত্যু নিয়ে এই চুরুট খাওয়ার চাইতে বেশী কিছু ভাবতাম না। কিন্তু এটা বড়ই দুঃখের

কথা যে তরুণ শোলটোর জন্যই আমি বন্দী হলাম। তার সঙ্গে তো আমার কোন বিবাদ ছিল না।'

'তুমি এখন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ এথেলনি জোন্সের হেপাজতে। তিনি তোমাকে আমার ঘরে হাজির করবেন। সেখানে আমি তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটার একটা প্রকৃত বিবরণ চাইব। তুমি যদি আশা কর যে আমি তোমার কোন কাজে লাগব, তাহলে সব কথা অকপটে খুলে বললে আমার বিশ্বাস আমি প্রমাণ করতে পারব যে ঐ বিষ এত দ্রুত কাজ করে যে তুমি ঘরে ঢুকবার অনেক আগেই লোকটির মৃত্যু হয়েছে।'

'তাই হয়েছিল স্যার। জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে যখন দেখলাম তার মাথাটা ঘাড়ের উপর ঝুলে পড়েছে আর সে আমার দিকে দাঁত বের করে চেয়ে আছে, তখন আমার মনের যে অবস্থা হয়েছিল তেমন আর কোন দিন হয় নি। আমি কাঁপতে লাগলাম। তাড়াতাড়ি পালিয়ে না গেলে টোঙ্গাকে সেদিন আমি মেরেই ফেলতাম। ঐ তাড়াতাড়ির ফলেই তার মুগুর আর কতকগুলি তীর সে ফেলে গিয়েছিল। আর সেগুলি দেখেই যে আপনি আমাদের খোঁজ পান তা আমি হলপ করে বলতে পারি, অবশ্য সে খোঁজ আপনি চালিয়ে গেলেন কেমন করে আমি বলতে পারি না। সেজন্য আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশও নেই।' একটা তিক্ত হাসি হেসে সে আবার বলতে লাগল, 'কিন্তু এটা খুবই অদ্ভুত যে পাঁচ লক্ষ টাকার ন্যায্য মালিক হয়েও আমার জীবনের প্রথম অর্ধেকটা কেটেছে আন্দামানে পোতাশ্রয় নির্মাণের কাজে, আর বাকি অর্ধেকটা হয় তো কাটবে ডার্টমুরে নর্দমা কেটে। ব্যবসায়ী আসমতের সঙ্গে যেদিন প্রথম আমার দেখা হয় এবং তার ফলে আগ্রার রত্ন ভাণ্ডারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি, সেটা আমার পক্ষে খুবই অশুভ দিন। ঐ রত্ন ভাণ্ডার আজ যার হাতে গেছে তার কপালে অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই জোটে নি। তার ভাগ্যে জুটেছিল খুন, মেজর শোলটোর ভাগ্যে আতংক ও অপরাধ, আর আমার ভাগ্যে যাবজ্জীবন দাসত্ব।'

এই সময় এথেলনি জোন্সের মুখ ও গর্দান ছোট কেবিনটায় প্রবেশ করল।

সে বলে উঠল, 'বেশ ঘরোয়া আসর মনে হচ্ছে। হোমস, আপনার ফ্লাস্ক থেকে এক চুমুক আমিও নিশ্চয় পেতে পারি। আরে, আমার তো মনে হচ্ছে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাতে পারি। বড়ই দুঃখের বিষয় যে ওটাকেও জ্যান্ত পাওয়া গেল না। কিন্তু এছাড়া কোন উপায় ছিল না। আমি বলছি হোমস, এক হাত দেখিয়েছেন বটে। ওকে পর্যুদস্ত করবার আর কোন পথ ছিল না।'

হোমস বলল, 'সব ভাল যার শেষ ভাল। তবে 'অরোরা' যে এমন দ্রুতগামী

লঞ্চ সেটা সত্যি আমার জানা ছিল না।'

'স্মিথ বলেছে, ওটা এই নদীর সব চাইতে দ্রুতগামী লঞ্চ ; ইঞ্জিনের কাজে তাকে সাহায্য করবার মত আর একটা লোক থাকলে আমরা কিছুতেই তাকে ধরতে পারতাম না। সে তো শপথ করে বলছে, নরউড ব্যাপারের সে কিছুই জানে না।'

বন্দী চেঁচিয়ে বলল, 'সত্যি জানে না—একটা কথাও না। তার লঞ্চটা নিয়েছিলাম, কারণ আমি শুনেছিলাম যে ওটা যেন উড়ে চলে। তাকে আমরা কিছুই বলি নি। আমরা তাকে মোটা টাকা দিয়েছিলাম। কথা ছিল, গ্রেভস এণ্ড থেকে ব্রাজিলগামী জাহাজ 'এসমেরাল্ডা' ধরিয়ে দিতে পারলে আরও মোটা বকশিস পাবে।'

'দেখ, সে যদি অপরাধ না করে থাকে, তাহলে আমরাও দেখব যাতে তার প্রতি কোন অবিচার না হয়। আমরা অপরাধীদের ধরতে যতটা ব্যস্ত, তাদের শাস্তির ব্যাপারে ততটা ব্যস্ত নই।' অপরাধীরা ধরা পড়ায় আত্মম্ভরী জোন্স এর মধ্যেই যেরকম চালে কথা বলতে শুরু করেছে তা শুনে আমার হাসি পেল। শার্লক হোমসের মুখে যে ক্ষীণ হাসিটা খেলে গেল তা থেকে বুঝলাম বক্তৃতাটা তারও কানে গেছে।

জোন্স বলতে লাগল, 'ডাঃ ওয়াটসন, শীঘ্রই আমরা ভকসল ব্রীজে পৌঁছে যাব, আর সেখানেই আপনাকে রত্ন-ভাণ্ডার সমেত নামিয়ে দেব। একাজ করতে আমি যে মস্ত বড একটা দায়িত্ব ঘাডে নিচ্ছি সেকথা আপনাকে বলাই বাহুল্য। কাজটা খুবই বে-আইনী, তবে চুক্তি চুক্তিই। আমি অবশ্য কর্তব্যের খাতিরে একজন ইন্সপেক্টরকে আপনার সঙ্গে দেব, কারণ একটা বহু মূল্যবান বস্তু আপনার সঙ্গে যাচ্ছে। আপনিই তো গাডিটা চালাবেন ?'

'হ্যাঁ, আমিই চালাব।'

'দুঃখের বিষয় যে চাবিটা নেই। তাই প্রাথমিক পরীক্ষাটাও করা সম্ভব হল না। ওহে, চাবিটা কোথায় ?'

স্মল সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'জলের নীচে।'

'হুম! দয়া করে এটুকু না বললেও পারতে। অনেক ধকল তো এর মধ্যেই সইয়েছ। যা হোক, ডাক্তার, আপনাকে নিশ্চয়ই সতর্ক করে দিতে হবে না। সিন্দুকটাকে সঙ্গে করে বেকার স্ট্রীটের বাসায় নিয়ে আসবেন। থানার পথে আমরা সেখানেই যাব।'

তারা আমাকে ভকসলে নামিয়ে দিল। সঙ্গে ভারী লোহার বাক্স আর একজন সরল অমায়িক ইন্সপেক্টর। পনের মিনিটের মধ্যেই আমরা মিসেস সেসিল ফরেস্টারের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। এত রাতে আমাদের দেখে পরিচারিকাটি বিস্মিত হয়ে গেল। বলল, তিনি বেরিয়েছেন, ফিরতে রাত

হবে। মিস মরস্টান অবশ্য বসবার ঘরেই ছিল। কাজেই বাক্সটা নিয়ে আমি সেখানেই গেলাম। ইন্সপেক্টরটি গাড়িতেই বসে রইল।

জানালার ধারে সে বসে ছিল। পরিধানে সাদা পাতলা জামা, গলায় ও কোমরে লালের ছোপ। সে চেয়ারে হেলান দিয়ে আছে। মিষ্টি ও গম্ভীর মুখের উপর ঘেরা-টোপ দেওয়া মৃদু আলো পড়েছে; একরাশ চুলের উপরও আলো পড়ে চকচক করছে। একখানি হাত চেয়ারের পাশে ঝুলে পড়েছে; সারা দেহে ছড়িয়ে আছে একটা গম্ভীর বিষণ্ণতা। আমার পায়ের শব্দে সে উঠে দাঁড়াল। বিস্ময়ে ও আনন্দে ম্লান গাল দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সে বলল, 'একটা গাড়ি আসার শব্দ শুনে ভেবেছিলাম, মিসেস ফরেস্টার সকাল সকাল ফিরলেন, কিন্তু আপনি আসবেন এতো আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। কি সংবাদ এনেছেন?'

বুকের ভিতরটা যতই ভারি হোক, বাক্সটা টেবিলের উপর রেখে উচ্ছ্বসিত আনন্দের স্বরে বললাম, 'সংবাদ অপেক্ষাও বড় কিছু এনেছি। এমন কিছু এনেছি পৃথিবীর সব সংবাদের চাইতেও যা মূল্যবান। আপনার জন্য এনেছি প্রচুর সম্পত্তি।'

সে লোহার বাক্সটার দিকে তাকাল।

শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, 'তাহলে এটাই রত্ন ভাণ্ডার?'

'হ্যাঁ, এই হল আগ্রার বিরাট রত্ন-ভাণ্ডার। এর অর্ধেক আপনার, আর বাকি অর্ধেক থ্যাডডিউস শোলটোর। প্রত্যেকেই কয়েক হাজার করে পাবেন। ভেবে দেখুন। বার্ষিক দশ হাজার পাউণ্ড। সারা ইংলণ্ডে আপনার চাইতে ধনবতী মহিলা অল্পই থাকবে। খুব গৌরবের কথা নয় কি?'

আমার আনন্দের উচ্ছ্বাসটা একটু বেশী হয়ে গেছে বলে মনে হল আর আমার কণ্ঠস্বরের শূন্যতাটাও সে ঠিকই ধরতে পেরেছিল, কারণ ভুরু দুটো একটু তুলে সে সকৌতুকে আমার দিকে তাকাল।

বলল, 'যদি পেয়েও থাকি সেজন্য আপনার কাছে আমি ঋণী।'

'না, না,' আমি বাধা দিলাম, 'আমার কাছে নয়, বরং আমার বন্ধু শার্লক হোমসের কাছে। যতই চেষ্টা করি না কেন, যে সূত্র তার বিশ্লেষণী প্রতিভার উপরেও চেপে বসেছিল তাকে অনুসরণ করা আমার কর্ম নয়। যা অবস্থা, শেষ মুহূর্তে সব তো হাতছাড়া হতে বসেছিল।'

সে বলল, 'ডাঃ ওয়াটসন, দয়া করে বসুন, আমাকে সব কথা বলুন।'

তার সঙ্গে শেষ দেখার পর থেকে যা যা ঘটেছে সবই সংক্ষেপে বললাম। হোমসের তদন্তের নতুন পদ্ধতি, 'অরোরা'-র আবিষ্কার, এথেলনি জোন্সের আগমন, আমাদের সান্ধ্য অভিযান, আর টেমস নদীতে রুদ্ধশ্বাস অনুসরণ। আমাদের অভিযানের পুনরাবৃত্তি সে দুই উজ্জ্বল চোখ মেলে হা করে

শুনতে লাগল। যখন বললাম তীরটি কেমন অল্পের জন্য আমাদের রেহাই দিল তখন সে একেবারে সাদা হয়ে গেল; আমার তো ভয় হল মূর্চ্ছা না যায়।

তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল ঢেলে তাকে দিতেই সে বলে উঠল, 'ও কিছু নয়। আমি এখন ঠিক আছি। আমার বন্ধুদের এমন ভয়ংকর বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলাম শুনে খুবই আঘাত পেয়েছিলাম।'

আমি বললাম 'বিপদ তো কেটে গেছে। সে কিছু নয়। দুঃখের খবর আর বলব না। এবার সুখের কথায় আসা যাক। এই তো রত্ন-ভাণ্ডার। এর চাইতে সুখের আর কি হতে পারে? এটা সঙ্গে করে এনেছি এই ভেবে যে, এটাকে সকলের আগে দেখতে আপনি নিশ্চয় আগ্রহী।'

সে বলল, 'তা তো বটেই। খুবই আগ্রহী।' তা। কণ্ঠস্বরে কিন্তু কোন ব্যগ্রতা নেই। নিশ্চয়ই তার মনে হয়েছে, যে পুরস্কার লাভের জন্য আমাদের এত মূল্য দিতে হয়েছে তার প্রতি উদাসীনতা দেখলে সেটা তার পক্ষে অভদ্রতা বলে বিবেচিত হতে পারে।

ঝুঁকে পড়ে সে বলল, 'কি, সুন্দর বাক্সটা! এটা ভারতীয় কারুকার্য, তাই না?'

'হ্যাঁ; এটা বেনারসের পিতলের কাজ।'

বাক্সটা তুলবার চেষ্টা করে সে বলে উঠল, 'কী ভারী! বাক্সটারও নিশ্চয় অনেক দাম। চাবিটা কোথায়?'

'স্মল সেটাকে টেমসের জলে ফেলে দিয়েছে।' আমি জবাব দিলাম। 'মিসেস ফরেস্টারের কয়লা ঠেলার লোহাটা আমার চাই।'

বাক্সটার সামনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তির আকারে গড়া একটা ভারী আঁকড়া ছিল। তার নীচে লোহাটা ঢুকিয়ে দিয়ে চাড় দিতেই আঁকড়াটা সশব্দে ছিটকে পড়ল। কম্পিত হাতে ডালাটা খুলে ফেললাম। দুজনেই সবিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। বাক্সটা খালি!

বাক্সটা ভারী তো হবেই। লোহার পাতটা সব দিকেই তিনের-দুই ইঞ্চি পুরু। বহুমূল্যবান বস্তু বয়ে নেবার উপযোগী সিন্দুকের মতই শক্ত ও নীরেট ভাবে তৈরি। কিন্তু ভিতরে সোনা-দানা বা হীরে-মুক্তোর চিহ্নমাত্র নেই। বাক্সটা একেবারে খালি।

মিস মরস্টান শান্ত গলায় বলল, 'রত্ন-ভাণ্ডার চুরি হয়েছে।'

তার কথা ক'টি শুনলাম। অর্থও বুঝলাম। আমার মনের উপর থেকে একটা প্রকাণ্ড ছায়া যেন সরে গেল। বোঝাটা চূড়ান্তভাবে সরে যাবার আগে আমি জানতাম না, এই আগ্রার রত্ন-ভাণ্ডার আমার উপর কী রকম বোঝা হয়ে চেপে ছিল। এ মনোভাব স্বার্থপর, আনুগত্যহীন, অন্যায়, তাতে কোন

সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার কেবলই মনে হতে লাগল যে, আমাদের দুজনের মাঝখান থেকে সোনার প্রাচীরটা সরে গেল।

অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি বলে উঠলাম, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!'

সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে সে আমার দিকে তাকাল।

জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ও কথা বললেন কেন?'

তার হাতখানি ধরে বললাম, 'কারণ, আবার তুমি আমার হাতের কাছে এলে।' সে হাতটা সরিয়ে নিল না। 'কারণ, আমি তোমাকে ভালবাসি মেরি, একজন পুরুষ একটি স্ত্রীলোককে যতখানি ভালবাসতে পারে। কারণ, এই রত্ন-ভাণ্ডার, এই ঐশ্বর্য এতদিন আমার মুখকে আটকে রেখেছিল। সেসব আজ দূর হয়েছে, তাই তো তোমাকে বলতে পারছি, তোমাকে আমি কত ভালবাসি। তাই তো বললাম, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!'

'তাহলে আমিও বলি, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ'! সে অস্ফুট কণ্ঠে বলল। আমি তাকে কাছে টেনে নিলাম।

রত্ন-ভাণ্ডার যেই হারাক, সে রাতে আমি একটি রত্ন-ভাণ্ডার পেলাম।

১২ঃ যোনাথান স্মলের বিচিত্র কাহিনী

অনেকক্ষণ সেখানে কাটিয়ে বাইরে এলাম। ধৈর্যের প্রতিমূর্তির মত ইন্সপেক্টরটি তখনও গাড়িতে বসে আছে। খালি বাক্সটা দেখাতেই তার মুখ কালো হয়ে গেল।

বিষণ্ণ স্বরে সে বলে উঠল, 'হয়ে গেল পুরস্কার! টাকাই যেখানে নেই, সেখানে পাওনাও নেই। সোনাদানাটা থাকলে আজকের রাতের দরুণ স্যাম, ব্রাউন আর আমি অন্তত দশ করে পেতাম।'

আমি বললাম, 'মিঃ থ্যাডিউস শোলটো ধনী লোক, সোনাদানা মিলুক আর না মিলুক, তিনি তোমাদের পাওনাটা দেবেন।'

ইন্সপেক্টর হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, 'খুব বাজে কাজ হল। মিঃ এথেলনি জোন্সও তাই মনে করবেন।'

তার ভবিষ্যদ্বাণীই ঠিক হল। বেকার স্ট্রীটে পৌঁছে তাকে যখন খালি বাক্সটা দেখালাম, গোয়েন্দাপ্রবর তখন হাঁ করে তাকিয়ে রইল। হোমস, বন্দী আর সে সবেমাত্র পৌঁচেছে। মনে হল, পথে থানায় যাওয়ার ব্যবস্থাটা বোধ হয় পাল্টানো হয়েছে। আমার সঙ্গী আরাম-কেদারায় শুয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ উদার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, আর স্মল তার বিপরীত দিকে ভাল পায়ের

উপর কাঠের পাটা তুলে দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। খালি বাক্সটা দেখাতে সে চেয়ারে চিৎ হয়ে পড়ে সশব্দে হেসে উঠল।

এথেলনি জোন্স সক্রোধে বলল, 'এসবই তোমার কাজ স্মল।'

সে সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল, 'হ্যাঁ, সবকিছু এমন জায়গায় রেখেছি যেখানে আপনারা কোন দিন হাত দিতে পারবেন না। ওটা আমার সম্পত্তি, আমি যদি না পাই, তাহলে এমন ব্যবস্থাই করব যাতে কেউ না পায়। আমি বলছি, আন্দামানের কয়েদি-ব্যারাকের তিনজন আর আমি ছাড়া আর কোন জীবিত মানুষের ওতে কোন অধিকার নেই। আমি জানি, ওটা আমার ব্যবহারে লাগবে না, ওদেরও না। আগাগোড়া যতটা আমার জন্য ঠিক ততটাই তাদের জন্যও আমি কাজ করেছি। সব সময়ই ওটা যেন আমাদের চারজনের স্বাক্ষর বহন করেছে। আমি জানি, আমি যা করেছি ওরাও চাইত যে আমি তাই করি,—শোলটো বা মরস্টানের আত্মীয়-স্বজনের হাতে পড়ার চাইতে ওটাকে টেমসের জলেই ডুবিয়ে দিত। তাদের ধনী বানাবার জন্য তো আমি আসমৎকে মারি নি। চাবিটা যেখানে আছে, বেঁটে টোঙ্গা যেখানে আছে, রত্ন-ভাণ্ডারকেও সেখানেই পাবেন। যখন দেখলাম, আপনাদের লঞ্চ আমাদের ধরে ফেলবেই তখন লুটের মাল নিরাপদ জায়গায় রেখে দিলাম। এ অভিযানের দরুন আপনারা একটা টাকাও পাবেন না।'

এথেলনি জোন্স কড়া গলায় বলল, 'তুমি আমাদের ঠকাবার চেষ্টা করছ স্মল। রত্ন-ভাণ্ডারকে টেমসের জলে ফেলে দিতেই যদি তুমি চাইতে তাহলে তো বাক্সশুদ্ধ ফেলে দেওয়াই তোমার পক্ষে সোজা ছিল।'

বাঁকা-চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে জবাব দিল, 'আমার পক্ষে ফেলে দেওয়া সোজা, আর আপনাদের পক্ষে উদ্ধার করাও সোজা। যে লোকটি আমাকে তাড়া করে ধরবার মত বুদ্ধি রাখে, নদীর তলা থেকে একটা লোহার বাক্স তুলে আনার মত বুদ্ধি তার নিশ্চয়ই আছে। সেগুলিকে পাঁচ মাইল জুড়ে ছড়িয়ে ফেলেছি, কাজেই এখন তাকে উদ্ধার করা বেশ কঠিন কাজই হবে। একাজ করতে আমার বুক ভেঙে গেছে। আপনারা যখন এসে পড়লেন তখন আমি আধ-পাগলা হয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য সেজন্য দুঃখ করে কোন লাভ নেই। জীবনে কখনও উঠেছি, কখনও নেমেছি, কিন্তু এটা শিখেছি যে যা গেছে তার জন্য কাঁদতে নেই।'

গোয়েন্দা বলল, 'স্মল, এটা খুব গুরুতর ব্যাপার। ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে বানচাল করার পরিবর্তে তুমি যদি তাকে সাহায্য করতে, তাহলে বিচারের সময় হয় তো তোমার কিছুটা সুবিধা হত।'

প্রাক্তন কয়েদিটি খেঁকিয়ে উঠল, 'বিচার! কিসের বিচার! এ লুটের মাল যদি আমাদের না হয় তো কার? যারা কোন দিন এটার জন্য এতটুকু কষ্ট

করে নি তাদেরই হাতে তুলে দেওয়া কি ন্যায-বিচার ? শুনুন তাহলে কেমন করে এটা আমি অর্জন করেছিলাম। দীর্ঘ কুড়ি বছর ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত জলাভূমিতে কাটিয়েছি, সারাদিন কাজ করেছি গরান-গাছের জঙ্গলে, সারা রাত শেকল-বাঁধা অবস্থায় কাটিযেছি নোংরা কযেদি-বস্তিতে; মশায় কামড়েছে, যন্ত্রণায ছটফট করেছি, প্রতিটি কৃষ্ণকায পুলিশ খবরদারি করেছে। এইভাবে অর্জন করেছি আগ্রার রত্ন-ভাণ্ডার। আর আজ আমার এত কষ্টের ধন অন্য লোকে ভোগ করবে এটা সহ্য করতে পারি নি বলে আপনারা আমাকে বিচারের কথা শোনাচ্ছেন। আমি বরং বিশবার ফাঁসিতে ঝুলব, অথবা টোঙ্গার তীরগুলো আমার চামড়ায় ঢুকবে, তবু কয়েদির সেলে বসে একথা ভাবতে পারব না যে যে-অর্থ আমারই হওয়া উচিত ছিল আর একটা লোক প্রাসাদে বসে অনায়াসে সেটা ভোগ করছে।'

স্মলের উদাসীনতার মুখোশ খুলে গেছে। সে অনর্গল বকতে লাগল। চোখ দুটো জ্বলছে। অধীরভাবে হাত-পা নাড়ার ফলে হাত-কড়া দুটো ঠন্-ঠন্ করে বাজছে। লোকটির ক্রোধ এবং উচ্ছ্বাস দেখে আমি বুঝতে পারলাম, এই বঞ্চিত কযেদি তার খোঁজ পেয়েছে একথা মেজর শোলটো যেদিন প্রথম জানতে পারলেন সেদিন যে তিনি ত্রাসগ্রস্ত হয়েছিলেন সেটা অকারণও নয়, অস্বাভাবিকও নয়।

হোমস শান্তভাবে বলল, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমরা এসব কিছুই জানি না। তোমার কাহিনী আমরা শুনি নি, কাজেই গোড়ায় ন্যায-বিচার কতখানি তোমার পক্ষে ছিল সেটা বলতেও পারি না।'

'দেখুন স্যার, যদিও আমার হাতে যে এই চুড়ি পড়েছি সেজন্য আপনাকেই ধন্যবাদ দেওয়া দরকার, তবু আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। তথাপি, এজন্য আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। যা হয়েছে ঠিকই হয়েছে। আমার কাহিনী যদি শুনতে চান, কিছুই লুকোব না। যা বলছি, পুরোপুরি সত্যই বলছি। এর প্রতিটি কথাই সত্য। ধন্যবাদ, গ্লাসটা আমার পাশে রাখুন। গলা শুকিয়ে এলে এক চুমুক করে খাব।'

'আমি নিজে ওরচেস্টার সায়ারের মানুষ। জন্ম পারশোরের কাছে। আমি জোর করে বলতে পারি, এখনও খোঁজ করলে দেখবেন, সেখানে গাদা গাদা স্মলরা বাস করে। অনেক সময় ভেবেছি একবার জায়গাটা ঘুরে আসব, কিন্তু আসল কথা কি জানেন, কোনকালেই খুব ভাল ছেলে তো ছিলাম না, তাই আমাকে দেখে তারা খুশি হবে কি না সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তারা সকলেই ধীর-স্থির, গীর্জা-যাওয়া মানুষ, ছোটখাট ক্ষেত-খমার আছে, গ্রামাঞ্চলে সকলেই চেনে মানে, আর আমি ছিলাম একটু বাউণ্ডুলে ধরনের। শেষটায় আমার বয়স যখন প্রায় আঠারো, তখন থেকে তাদের আর জ্বালাই নি।

একটি মেয়েঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে উপায়ান্তর না দেখে মহামান্য রাণীরা তৃতীয় বাহিনীতে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষে যাত্রা করলাম।

'সেনাবিভাগে বেশী দিন থাকা আমার কপালে ছিল না। সবে সামরিক কায়দায় পা ফেলতে শিখেছি, শিখেছি গাদা বন্দুক চালাতে, এমন সময় একদিন বোকামি করে গেলাম গঙ্গায় সাঁতার কাটতে। ভাগ্য ভাল, আমার কোম্পানির সার্জেণ্ট জন হোল্ডার সেসময় জলে ছিলেন, আর তিনি খুব ভাল সাঁতার জানতেন। অর্ধেক নদীতে যেতে না যেতেই আমাকে কুমীরে ধরল এবং দক্ষ সার্জেনের মত আমার ডান পাটা হাঁটুর নিচ থেকে কেটে নিল। ভয়ে এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে আমি মূর্চ্ছা গেলাম। হোল্ডার আমাকে ধরে ফেলে টানতে টানতে তীরে না নিয়ে গেলে ডুবেই মরতাম। পাঁচ মাস হাসপাতালে কাটাবার পর যখন কাটা হাঁটুর সঙ্গে বাঁধা কাঠের পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এলাম, তখন আমাকে অক্ষম বলে সেনাবিভাগ থেকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। অন্য কোন কাজকর্মের পক্ষেও তখন আমি অযোগ্য।

'বুঝতেই পারছেন, সে সময়টাই বড়ই দুর্দিন গেছে। তখনও কুড়ি বছর বয়স হয় নি, অথচ আমি হয়ে পড়েছি একটা অকর্মন্য খোঁড়া লোক। যা হোক, শীঘ্রই আমার এই দুর্ভাগ্যই আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল। আবেল হোয়াইট নামক একটি লোক নীলের চাষ করতে সেখানে এসেছিল। তার কুলিদের তত্ত্বাবধান ও কাজের দেখাশুনা করবার জন্য সে একজন ওভারসিয়র খুঁজছিল। দুর্ঘটনার পর থেকেই আমাদের কর্ণেল আমার উপর সদয় ছিলেন। ঐ লোকটি ছিল তার বন্ধু। অল্প কথায় বলতে গেলে, কর্ণেল ঐ কাজের জন্য আমার হয়ে উমেদারি করলেন। কাজটাও বেশীর ভাগ ঘোড়ায় চড়েই করতে হয়, কাজেই আমার কাটা পা কোন অসুবিধার কারণ হবে না। যতটা হাঁটু আমার ছিল জিনে বসবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। আমার কাজ ছিল চাষের জমিতে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ান, মজুরদের কাজের উপর নজর রাখা, আর যারা কাজে ফাঁকি দেয় তাদের নামে রিপোর্ট করা। মাইনেও মোটামুটি ভালই, বাসস্থানও আরামদায়ক, মোটের উপর বাকি জীবনটা নীলের চাষে কাটিয়ে দেব মনে করেই সন্তুষ্ট ছিলাম। মিঃ আবেল হোয়াইটও লোক ভাল, মাঝে মাঝে আমার ছোট বাসায় এসে আমার সঙ্গে বসে তামাক খেত। সেখানকার সাদা মানুষরা পরস্পরকে কাছে পেলে খুশি হয়, যেমনটা এখানে কখনও হয় না।

'কিন্তু সে সুখ বেশী দিন ভাগ্যে সইল না। হঠাৎ কোন কিছু না বলে মহা বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। একমাস ভারতবর্ষ এখানকার সারে বা কেণ্টের মতই শান্ত ও শান্তিপূর্ণ ছিল, পরের মাসে দু লক্ষ কালো শয়তান ঝাঁপিয়ে

পড়ে সারা দেশটাকে নরক বানিয়ে ফেলল। অবশ্য এসব কথা তো আপনারা ভদ্রমশাইরা আমার চাইতে অনেক বেশী জানেন, জানাই স্বাভাবিক, কারণ পড়াশুনা তো আমার লাইন নয়। আমি যা নিজের চোখে দেখেছি তাই শুধু জানি। আমাদেব আবাদটা ছিল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সীমান্তবর্তী মুত্রা (মথুরা) নামক স্থানে। রাতের পর রাত জলন্ত বাংলোর আলোয় সারা আকাশ লাল হয়ে যেত। দিনের পর দিন দেখতাম, ইওরোপীয়দের ছোট ছোট দল স্ত্রী পুত্র নিয়ে আমাদের জমির উপব দিয়ে আগ্রার দিকে যাচ্ছে, কারণ সেটাই নিকটবর্তী সেনা-ব্যারাক। মিঃ আবেল হোয়াইট একগুঁয়ে লোক। তার মাথায় ঢুকেছিল যে সমস্ত ব্যাপারটাকে ফেনিয়ে তোলা হয়েছে ; যেমন তাড়াতাড়ি উঠেছে তেমনি তাড়াতাড়ি নেমে যাবে। সারা দেশে চতুর্দিকে যখন আগুন জলছে, সে তখন বারান্দায় বসে পেগের পর পেগ হুইস্কি খাচ্ছে আর চুরুট টানছে। অবশ্য আমবা তার সঙ্গেই ছিলাম—আমি আর ডসন। লেখাপড়ার কাজ আব বিলি ব্যবস্থা ডসন আর তার স্ত্রীই করত। তারপর একদিন আঘাত এল। আমি গিয়েছিলাম অনেক দূরের চাষ দেখতে। সন্ধ্যায় ঘোড়ায় চড়ে ধীরে ধীরে ফিরছি, একটা খাড়া নালার নীচে কি যেন পড়ে থাকতে দেখলাম। ঘোড়া ছুটিয়ে নীচে নামলাম ব্যাপারটা দেখতে। যা দেখলাম তাতে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। পড়ে আছে ডসনের স্ত্রীর দেহ, কুচি-কুচি করে কাটা, শেয়াল-কুকুরে অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে। রাস্তা ধরে আর একটু উঠতেই দেখি ডসন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার হাতে একটা গুলিহীন রিভলবার। তার সামনেই চারটে সিপাই পড়ে আছে। ঘোড়ার রাস টানলাম। কোনদিকে যাব বুঝতে পারছি না। এমন সময় দেখলাম, আবেল হোয়াইটের বাংলো থেকে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে, ছাদের ভিতর দিয়ে আগুনের শিখা লক লক্ করছে। বেশ বুঝলাম, আমি হস্তক্ষেপ করলেও মালিকের উপকাব কিছু করতে পারব না, মাঝখান থেকে নিজের প্রাণটাই খোয়াব। সেখান থেকেই দেখতে পেলাম লাল কুর্তাপরা শত শত পিশাচ জলন্ত বাড়িটাকে ঘিরে নাচছে আর হল্লা করছে। তাদেব কেউ কেউ আমাকে দেখিয়ে দিতেই দুটো গুলি হুস করে আমাব মাথার পাশ দিয়ে ছুটে গেল। তৎক্ষণাৎ ধান-ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ছুটলাম। অনেক রাতে আগ্রার প্রাচীরের ভিতরে পৌঁছে তবে নিরাপদ হলাম।

'পরে অবশ্য বুঝলাম সে জায়গাও খুব নিরাপদ নয়। সারা দেশ এক ঝাঁক মৌমাছির মত মেতে উঠেছে। যেখানে ইংরেজরা ছোট ছোট দলে একত্র হতে পারছে সেখানে কেবলমাত্র বন্দুকের সীমানাটুকু পর্যন্ত তাদের দখলে থাকছে। আর সর্বত্র তারা অসহায় পলাতক। সে একশতের বিরুদ্ধে লক্ষের সংগ্রম। এ সংগ্রামের নিষ্ঠুরতম দিক হল, পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ

—যাদের সঙ্গে আমরা লড়াই করছি তারা সকলেই আমাদের বাছাই সৈন্য ; তাদের আমরা সব কিছু শিখিয়েছি, আমাদেরই অস্ত্র তাদের হাতে, আমাদেরই বিউগ্‌ল বাজছে তাদের মুখে। আগ্রায় ছিল থার্ড বেঙ্গল ফুসিলিয়ার্স, কিছু শিখ, দুটো অশ্বারোহী বাহিনী আর কিছু গোলন্দাজ সৈন্য। কেরাণী ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। কাঠের পা নিয়ে আমি তাতেই যোগ দিলাম। জুলাইয়ের প্রথম দিকে শাহ্‌গঞ্জের কাছে আমরা বিদ্রোহীদের বাধা দিলাম। কিছুক্ষণ তাদের হটিয়ে দিতে পারলেও শীঘ্রই আমাদের বারুদ ফুরিয়ে গেল। ফলে আমরাও শহরে ফিরে গেলাম।

'চারদিক থেকে কেবলই খারাপের পর খারাপ সংবাদ আসতে লাগল। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ মানচিত্র দেখলেই বুঝতে পারবেন, আমরা ছিলাম গোলযোগের একেবারে মাঝখানে। পূর্বদিকে শ' খানেক মাইল দূরে লক্ষ্ণৌ, দক্ষিণে প্রায় সমান দূরেই কানপুর। চারদিকে নির্যাতন, হত্যা আর ধর্ষণ ছাড়া কিছু নেই।

আগ্রা শহর একটা বড় জায়গা—ধর্মান্ধ লোক আর হিংস্র শয়তান-পূজকে ঠাসা। আমাদের মুষ্টিমেয় লোক সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা গলির মধ্যে হারিয়ে গেল। কাজেই আমাদের নেতা নদীর দিকে অগ্রসর হয়ে আগ্রার পুরনো কিল্লায় সৈন্য সমাবেশ করল। আমি জানি না আপনারা কেউ ঐ পুরনো কিল্লার কথা পড়েছেন কি না। এটা একটা অদ্ভুত জায়গা—আমি যত জায়গায় গিয়েছি তার মধ্যে সব চাইতে অদ্ভুত। প্রথমত, এটা আকৃতিতে বিশাল, ঘেরা জায়গাটা একরের পর একর বিস্তৃত। কিল্লার যেটা নতুন অংশ তাতে দের সেনাদল, স্ত্রীলোক, শিশু, জিনিসপত্র সব ধরেও অনেকগুলি ঘর বাকি রইল। কিন্তু পুরনো অংশের তুলনায় নতুন অংশটা কিছুই নয়। সেখানে কোন মানুষ যায় না, সবটাই বিছে আর যত রকম কীটের আবাসস্থল। বড় বড় পরিত্যক্ত হল, ঘোরানো পথ, এদিক ওদিক বাঁকানো দীর্ঘ করিডরের সারি। যে-কোন লোক সহজেই তার মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে। সেইজন্যই ওদিকটায় কেউ যায় না, যদিও কখনও সখনও কোনও দল টর্চ নিয়ে আবিষ্কারের নেশায় মেতে ওঠে।

'পুরনো কিল্লার সামনে দিয়ে নদীটা বয়ে চলেছে বলে সেদিকটা সুরক্ষিত ; কিন্তু দু' দিকে ও পিছনে অনেকগুলি দরজা থাকায় পুরনো অংশে এবং যে অংশে আমাদের সৈন্যসামন্ত ছিল সব জায়গাতেই সৈন্য মোতায়েন করা দরকার। অথচ আমাদের লোকসংখ্যা খুবই কম ; কিল্লার কোণগুলিতে পাহারা দেবার এবং কামানগুলি দাগবার মত লোকও ছিল না। কাজেই কিল্লার অসংখ্য গেটের প্রত্যেকটিতে শক্ত পাহারা বসানো ছিল আমাদের পক্ষে

অসম্ভব। কিল্লার ঠিক মাঝখানে আমরা একটা কেন্দ্রীয় পাহারাশিবির বসালাম, আর প্রত্যেকটি গেটের ভার দেওয়া হল একজন শ্বেতকায় ও দু'তিন-জন দেশী লোকের উপর। রাত্রির কয়েকটি নির্দিষ্ট ঘণ্টার জন্য কিল্লার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের একটা ছোট বিচ্ছিন্ন দরজা পাহারা দেবার ভার পড়ল আমার উপর। দুজন শিখ সৈন্যকে রাখা হল আমার অধীনে। আমার উপর নির্দেশ হল, কোনরকম বিপদ বুঝলেই আমার বন্দুকটা ছুঁড়বো যাতে সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় শিবির থেকে সাহায্য আসতে পারে। কেন্দ্রীয় রক্ষী-শিবিরটা ছিল অন্তত দু'শ পা দূরে, আর আমাদের মাঝখানে ছিল অসংখ্য পথ ও করিডরের গোলকধাঁধা। কাজেই সত্য সত্যই কোন আক্রমণ হলে সময় মত সাহায্য পাওয়া যাবে কি না সেবিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

'আমি নতুন দলে ঢুকেছি, তার উপর আমার খোঁড়া পা, কাজেই এই ছোটখাটো নেতৃত্ব পেয়ে আমি বেশ গর্ববোধ করেছিলাম। পাঞ্জাবীদের সঙ্গে আমি দুটো রাত্রি পাহরা দিলাম। দুজনই দীর্ঘকায় হিংস্রদর্শন। নাম মহামেৎ সিং ও আব্দুল্লা খান। দুজনই পুরনো সৈনিক। চিলিয়ানওয়ালায় আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে। তারা ভালই ইংরেজী বলতে পারত, কিন্তু আমার সঙ্গে বড় একটা কথা বলত না। দুজনে একত্র হয়ে সারা রাত অদ্ভুত শিখ ভাষায় বকবক করতেই তারা ভালবাসত। আমি সাধারণত ফটকের বাইরে গিয়ে প্রশস্ত আঁকাবাঁকা নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতাম, অথবা বিরাট শহরের আলোকমালা দেখতাম। ঢাকের বাদ্য, টমটমের ধর্ঘর শব্দ, আফিম ও ভাঙ খেয়ে মাতাল-হওয়া বিদ্রোহীদের হৈ-হল্লা—সব কিছুই সারা রাত আমাদের মনে করিয়ে দিত নদীর ওপারের বিপন্ন প্রতিবেশীদের কথা। প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর রাত্রির ভারপ্রাপ্ত অফিসার সবগুলো ঘাঁটি ঘুরে দেখতেন সব কিছু ঠিক ঠিক চলছে কিনা।

'আমার পাহারার তৃতীয় রাতটা ছিল অন্ধকার আর জঘন্য। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। এর মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফটকে দাঁড়িয়ে থাকা বড়ই কঠিন কাজ। শিখ দুজনকে কথা বলাতে বার বার চেষ্টা করেও বিফল হলাম। দুটোর সময় রোঁদের পালা শেষ হল। মুহূর্তের জন্য রাত্রির শ্রান্তিতে ছেদ পড়ল। যখন দেখলাম যে সঙ্গীরা কিছুতেই কথা বলবে না, আমি পাইপটা বের করে দেশলাই জ্বালার জন্য বন্দুকটা নামিয়ে রাখলাম। মুহূর্তের মধ্যে শিখ দুজন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজন বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে আমার মাথা লক্ষ্য করে তুলল, অপরজন একখানা লম্বা ছুরি আমার গলায় ছুঁইয়ে দাঁত চেপে বলল, এক পা নড়লেই ছুরিটা বসিয়ে দেবে।

'প্রথমেই আমার মনে হল যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে এদের যোগ-সাজস আছে এবং এই হল আর একটা আক্রমণের সূচনা। আমাদের ফটকটা যদি সিপাইদের

হাতে চলে যায়, তাহলে কিল্লার পতন ঘটবে এবং স্ত্রী ও শিশুদের অবস্থা হবে কানপুরের মতই। মশাইরা হয়তো ভাবছেন যে আমি নিজের পক্ষে একটা কেস খাড়া করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ঐ কথা ভাবতে ভাবতে গলায় ছুরির ডগাটা লেগে থাকা সত্ত্বেও চীৎকার করবার জন্য আমি মুখ খুলেছিলাম। জানতাম, সেটাই হয়তো শেষ চীৎকার, তবু কেন্দ্রীয় রক্ষীরা তো সতর্ক হতে পারবে। যে লোকটা আমাকে ধরে ছিল সে বোধ হয় আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছিল, কারণ আমি হাঁ করা মাত্রই সে ফিস ফিস করে বলল, 'শব্দ করো না। কিল্লা নিরাপদই আছে। নদীর এ পারে কোন বিদ্রোহী কুত্তা নেই।' লোকটার কথাগুলি সত্য বলেই মনে হল। তাছাড়া আমি তো বুঝতে পারছিলাম, কথা বললেই মৃত্যু। লোকটার বাদামী চোখেই সেটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কাজেই আমি চুপ করে রইলাম। দেখাই যাক, আমার কাছে ওরা কি চায়।

'দুজনের মধ্যে যে লোকটা বেশী লম্বা ও হিংস্র তার নাম আব্দুল্লা খান। সে বলল, 'শোন সাহেব, হয় আমাদের দলে এস, অন্যথায় তোমার ভবলীলা এখনই সাঙ্গ হবে। এত বড় ব্যাপার নিয়ে আমরা এদিক-ওদিক করতে পারব না। হয় তুমি খৃস্টানদের ক্রুশ চিহ্নের নামে শপথ করে মনে প্রাণে আমাদের দলে ভিড়বে, আর না হয় আজ রাতেই তোমার দেহটা নালায় ফেলে দিয়ে আমরা বিদ্রোহী ভাইদের সঙ্গে যোগ দেব। মাঝামাঝি কোন পথ নেই। কি চাও—মৃত্যু না জীবন? মনস্থির করতে তোমাকে তিন মিনিট সময় দিচ্ছি, কারণ তার বেশী সময় হাতে নেই, যা কিছু করবার আর একটা রোঁদ আসবার আগেই করতে হবে।'

'আমি বললাম, 'মনস্থির করব কেমন করে? তোমরা আমার কাছে কি চাও তাই তো বল নি। কিন্তু একটা কথা, এই কিল্লার নিরাপত্তার বিরুদ্ধে যদি কিছু বল, আমি তোমাদের দলে নেই। ছুরি চালাতে পার। আমি প্রস্তুত।

'সে বলল, 'কিল্লার বিরুদ্ধে কোন কথাই নয়। তোমার দেশের মানুষ যে জন্যে এদেশে আসে আমরা তোমাকে তাই করতে বলছি। আমরা তোমাকে ধনী হতে বলছি। আজ রাতে তুমি যদি আমাদের একজন হও, তাহলে এই নাঙ্গা ছুরির নামে শপথ করছি, যে তিন শপথ কোন শিখ কোন দিন লংঘন করে না তার নামে বলছি, লুটের মালের ন্যায্য অংশ তুমি পাবে। রত্ন-ভাণ্ডারের চার ভাগের এক ভাগ তোমার। এর চাইতে ন্যায্য ভাগ আর কিছু হতে পারে না।

'আমি প্রশ্ন করলাম, কিন্তু 'রত্ন-ভাণ্ডার'টি কি বস্তু? তোমাদের মতই আমিও ধনী হতে চাই, কিন্তু কেমন করে হব সেটা বলে দাও।'

'সে বলল, 'তাহলে তোমাকে শপথ করতে হবে,—তোমার বাবার অস্থির নামে, তোমার মায়ের সতীত্বের নামে, তোমার ধর্মের ক্রুশের নামে শপথ করতে হবে যে, এখন বা ভবিষ্যৎকালে আমাদের বিরুদ্ধে হাত তুলবে না বা কথা বলবে না।'

'সে বলল, 'শপথ করছি, অবশ্য তাতে যদি কিল্লার কোন বিপদ না ঘটে।'

'তাহলে আমার বন্ধু ও আমি শপথ করে বলছি, রত্ন-ভাণ্ডার আমাদের চারজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা হবে, আর তুমি পাবে সিকি অংশ।'

'আমরা তো তিনজন,' আমি বললাম।'

'না, দোস্ত আকবরকেও তার অংশ দিতে হবে। তাদের জন্য যতক্ষণ অপেক্ষা করব ততক্ষণে তোমাকে কাহিনীটা বলতে পারি। মহম্মৎ সিং, তুমি ফটকে থাক, ওরা এলেই খবর দিও। শোন সাহেব, ব্যাপারটা এই রকম। তোমাকে সব কথা বলছি কারণ আমি জানি যে, ফিরিঙ্গীরা তাদের শপথ মেনে চলে এবং আমরা তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি। তুমি যদি একজন মিথ্যেবাদী হিন্দু হতে তাহলে সকল মন্দিরের সকল দেবতার নামে শপথ করলেও এই ছুরি তোমার রক্তে স্নান করত আর তোমার দেহটা ডুবে যেত নদীর জলে। কিন্তু শিখ ইংরেজকে জানে, ইংরেজও শিখকে জানে। অতএব কান পেতে শোন আমার কি বলার আছে।

'উত্তর প্রদেশে একজন রাজা আছে যার জমি সামান্য হলেও ধন-সম্পত্তি প্রচুর। বাবার কাছ থেকে সে অনেক পেয়েছে, তার উপর নিজেও অনেক জমিয়েছে, কারণ সে অতি নীচ—সোনা খরচ করার চাইতে সঞ্চয় করতেই সে ভালবাসে। যখন গোলমাল বেঁধে উঠল, তখন সে সিংহ আর বাঘ—সিপাই আর কোম্পানি-রাজ দুইয়ের সঙ্গেই হাত মেলাল। কিন্তু অচিরেই সে বুঝতে পারল, সাদাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে; কারণ সারা দেশ জুড়ে কেবলই শোনা যেতে লাগল তাদের মৃত্যু আর পরাজয়ের কথা। সে খুব হিসেবী লোক। তাই এমন একটা অবস্থা করল যাতে যাই ঘটুক না কেন, অর্ধেক সম্পত্তি তার হাতে থেকেই যাবে। সোনা রূপা যা কিছু ছিল সব সে প্রাসাদের গুপ্ত-কক্ষে নিজের কাছে রেখে দিল। আর খুব দামীদামী হীরে-মণি-মুক্তো একটা লোহার বাক্সে ভরে একজন বিশ্বাসী চাকরকে বণিকের ছদ্মবেশ পরিয়ে তার সঙ্গে আগ্রায় পাঠিয়ে দিল। যতদিন না দেশে শান্তি ফিরে আসে ততদিন বাক্সটা সেখানেই থাকবে। এই ব্যবস্থায় যদি বিদ্রোহীরা জয়ী হয় তার টাকা-পয়সাগুলো রক্ষা পাবে, আবার যদি কোম্পানি জয়লাভ করে, তার মণি-মুক্তাগুলো বাঁচবে। এইভাবে সঞ্চিত ধন-রত্নের বাঁটোয়ারা করে সে সিপাইদের সঙ্গে যোগ দিল, কারণ তার রাজ্য-সীমান্তে সিপাইরাই ছিল

শক্তিশালী পক্ষ। বিবেচনা কর সাহেব, এর ফলে তার সম্পত্তি দেশের মানুষের উপরেই বর্তালো।

'আসমত নামে পরিচিত এই ছদ্মবেশী বণিক এখন আগ্রা শহরেই আছে। সে কিল্লার ভিতরে ঢুকতে চাইছে। তার সহযাত্রী হয়ে এসেছে আমার সৎ-ভাই দোস্ত আকবর। সব গোপন কথা সে জানে। দোস্ত আকবর তাকে কথা দিয়েছে আজ রাতে এই ফটক দিয়ে তাকে কিল্লায় ঢুকিয়ে দেবে। একটু পরেই সে এখানে আসবে এবং মেহমত সিং ও আমার সঙ্গে তার দেখা হবে। জায়গাটা নির্জন। তার এখানে আসার কথাও কেউ জানে না। একদিন পৃথিবী সেই বণিক আসমতকে ভুলে যাবে, আর রাজার বিপুল রত্ন-ভাণ্ডার আমাদের চারজনের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। তুমি কি বল সাহেব?'

'ওরচেস্টারশায়ারে মানুষের জীবন মূল্যবান ও পবিত্র। কিন্তু চারদিকে যেখানে শুধু আগুন আর রক্ত, মুখ ফেরাতেই যেখানে সাক্ষাৎ হয় মৃত্যুর সঙ্গে, সেখানকার কথা আলাদা। বণিক আসমত বাঁচল কি মরল আমার কাছে সেটা বাতাসের মতই তুচ্ছ। রত্ন-ভাণ্ডারের কথায় আমার মনও নেচে উঠল। ভাবলাম, দেশে ফিরে ও দিয়ে আমি কি না করতে পারি। যখন আমার আত্মীয় স্বজনরা দেখবে যে তাদের বখে যাওয়া ছেলেটা পকেট-ভর্তি মোহর নিয়ে ফিরে এসেছে, তখনকার দৃশ্যও আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কাজেই আমি মনস্থির করেই ফেলেছিলাম। আবদুল্লা খান মনে করল আমি ইতস্তত করছি। তাই সে আরও জোর দিয়ে আমাকে চেপে ধরল।

'বলতে লাগল, 'ভেবে দেখ সাহেব, এই লোকটা যদি সৈনিকদের হাতে ধরা পড়ে, সে হয় ফাঁসিতে না হয় গুলিতে মরবে, আর গভর্ণমেণ্ট সব মণি-মুক্তো নিয়ে নেবে। তাতে তো কারও কোন লাভ হবে না। আমরা যদি তাকেই মেরে ফেললাম, তাহলে বাকিটাই বা করব না কেন? মণি-মুক্তোগুলো কোম্পানির কোষাগারে থাকাও যা আমাদের কাছে থাকাও তাই। যা পাওয়া যাবে তাতে আমরা প্রত্যেকেই বেশ ধনী আর আমীর-ওমরাহ্ হতে পারব। এ কথা কেউ জানতে পারবে না, কারণ এখানে আমরা অন্য সকলের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর চাইতে ভাল সুযোগ আর কোথায় পাওয়া যাবে? এইবার বল সাহেব, তুমি আমাদের দলে থাকবে, না কি তোমাকে আমরা শত্রু মনে করব।'

'আমি মনে-প্রাণে তোমাদের দলে', আমি বললাম।

'আমার আগ্নেয়াস্ত্রটা ফিরিয়ে দিয়ে সে বলল, 'খুব ভাল। আমরা তোমাকে বিশ্বাস করলাম, কারণ আমাদের মতই তুমিও কখনও কথার খেলাপ করবে না। এখন শুধু আমার ভাই আর বণিকের জন্য অপেক্ষা করা।'

'আমি প্রশ্ন করলাম, 'তোমরা যা করতে চাও তা কি তোমার ভাই জানে?'

'মতলবটা তারই। সে এটা ছকেছে। ফটকে গিয়ে মেহমত সিংয়ের সঙ্গে আমাদেরও চারদিকে নজর রাখতে হবে।'

'তখনও সমানে বৃষ্টি হচ্ছিল। সবে বর্ষা শুরু হয়েছে। কালো কালো মেঘ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। বেশীদূর দৃষ্টি চলে না। আমাদের ফটকের সামনে একটা গভীর খাদ। অনেক জায়গায়ই জল অতি সামান্য, সহজেই পার হওয়া যায়। যে মানুষ পরোয়ানা নিয়ে আসছে তারই প্রতীক্ষায় দুই বেপরোয়া পাঞ্জাবীর সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল।

'সহসা খাদের ওপারে একটা ঢাকা-দেওয়া লণ্ঠনের আলো চোখে পড়ল। একটা ঢিপির আড়ালে অদৃশ্য হযে পুনরায় আলোটা আমাদের দিকেই ধীরে ধীরে আসতে লাগল।

আমি বলে উঠলাম, 'ঐ তারা আসছে।'

'আবদুল্লা চুপি চুপি বলল, 'তুমি সাহেব যথারীতি বাধা দেবে। কোন মতেই তাকে ভয় পেতে দিও না। আমাদের ওর সঙ্গে ভিতরে যেতে দিও। তুমি এখানেই পাহারায় থেকো। তারপর যা করবার আমরাই করব। লণ্ঠনটা হাতের কাছেই রেখ, যাতে ঢাকনা তুললেই লোকটাকে দেখতে পাই।'

'আলোটা কাঁপতে কাঁপতে এগোচ্ছে। কখনও থামছে, আবার চলছে। শেষ পর্যন্ত খাদের অপর পারে দুটো কালো মূর্তি দেখা গেল। তারা ঢালু পার বেয়ে নীচে নামল, জল পার হল, তারপর ফটকের দিকে অর্ধেক পথ উঠতেই আমি বাধা দিলাম।

'কে যায়?' আমি অনুচ্চস্বরে বললাম।

'বন্ধু,' জবাব এল। লণ্ঠনের ঢাকনা সরাতেই এক-ঝলক আলো তাদের উপর পড়ল। প্রথমজন এক লম্বা চওড়া শিখ, তার কালো দাড়ি কোমরবন্ধ পর্যন্ত লম্বা। কোন প্রদর্শনী ছাড়া এত লম্বা লোক আমি আর কখনও দেখি নি। অপরজন ছোটখাটো, মোটা, গোলগাল মানুষ, মাথায় মস্ত বড় হলুদ পাগড়ি, হাতে শালে জড়ানো একটা বাণ্ডিল। সে ভয়ে কাঁপছে, হাত দুটো খিঁচুচ্ছে যেন কম্পজ্বর হয়েছে, মাথাটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে দুলছে। আর ইঁদুর গর্ত থেকে বেরুলে যেমন হয় তেমনি তার উজ্জ্বল কুৎকুতে চোখ দুটো চিক্ চিক্ করছে। একে মারবার কথা ভাবতেই আমার বুকটা কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে রত্ন-ভাণ্ডারের কথা মনে পড়তেই মনটা পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল। আমার সাদা মুখ দেখেই সে আনন্দে অস্ফুট শব্দ করে আমার দিকে দৌড়ে এল।

'হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আশ্রয় দাও সাহেব, অভাগা বণিক আসমতকে আশ্রয় দাও। আগ্রার কিল্লায় আশ্রয় পাবার আশায় আমি রাজপুতানা পাড়ি

দিয়ে এসেছি। কোম্পানির বন্ধু বলে আমাব সব লুট করেছে, আমাকে মেরেছে, গালাগালি কবেছে। আজকের রাতটা বড শুভ, তাই আমি আব আমার এই সামান্য সম্পত্তি নিরাপদ হল।'

'তোমাব বাণ্ডিলে কি আছে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'সে জবাব দিল, 'একটা লোহাব বাক্স, তাতে গেবস্থালিব দু' একটা ছোট-খাট জিনিস আছে যা অন্যের কোন কাজে লাগবে না, কিন্তু হাবালে আমাব ক্ষতি হবে। তবে আমি একেবাবে ভিখারী নই সাহেব। আমাকে আশ্রয় দিলে আমি তোমাকে আব তোমার গভর্নরকে পুবস্কার দেব।'

'লোকটার সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলতে আমার সাহস হল না। তার ফোলা-ফোলা ভয়ার্ত মুখখানা যত দেখছি ততই তাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবার কথা ভাবাও আমাব পক্ষে শক্ত হয়ে উঠছে। তাড়াতাড়ি শেষ কবাই ভাল।

'বললাম, 'একে মূল বন্দী-শিবিবে নিয়ে যাও। দুজন শিখ দু'পাশে থেকে তার কাছে এগিয়ে গেল, দৈত্যটা হাঁটতে লাগল পিছনে, তাবা চারজন অন্ধকার ফটকটা পাব হয়ে গেল। মৃত্যু বুঝি কখনও মানুষকে এমন করে ঘিবে ধরে নি। আমি লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ফটকে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'আমি শুনতে পেলাম, নির্জন করিডর দিয়ে তারা মাপা পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ পায়েব শব্দ থেমে গেল। অনেক গলার স্বব, ধ্বস্তাধ্বস্তি ও আঘাতের শব্দ কানে এল। মুহূর্তমাত্র পরে একটা দ্রুত পায়েব শব্দ আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে একটা লোক দৌড়ে আসছে। আমি ভয় পেলাম। দীর্ঘ সোজা পথটার দিকে লণ্ঠনটা ঘোরাতেই দেখি, সেই মোটা লোকটা বাতাসেব বেগে ছুটে আসছে। সারা মুখ রক্তে মাখা। তার ঠিক পিছনেই বাঘেব মত ছুটে আসছে কালো দাড়িওয়ালা বিশাল শিখটা। তার হাতে একখানা খোলা ছুরি। আমি কখনও কোন মানুষকে ওই ক্ষুদে বণিকটিব মত দ্রুত ছুটতে দেখি নি। সে ক্রমাগতই শিখটাকে পিছনে ফেলে ছুটছে। আমি বুঝতে পারলাম, একবাব যদি আমাকে পার হয়ে খোলা মাঠে পড়তে পাবে, তাহলেই সে বেঁচে যাবে। আমার মনটা নরম হল। কিন্তু আবার সেই রত্ন-ভাণ্ডাবের চিন্তা আমাকে কঠিন, কঠোর করে তুলল। যেমনি সে আমার পাশ দিয়ে ছুটে গেল অমনি আমার বন্দুকটা তার দুই পায়ের ফাঁকে ছুঁড়ে দিলাম। গুলি-খাওয়া খবগোসের মত সে দুটো পাক খেয়ে পড়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে পুনরায় উঠে দাঁড়াবার আগেই শিখটা ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতের ছুরিটা দু'বার তার বুকে বসিয়ে দিল। লোকটা চীৎকার করল না, হাত-পা ছুঁড়ল না, যেখানে পড়েছিল সেখানেই পড়ে রইল। আমার মনে হল, পড়ে গিয়েই তার ঘাড়টা ভেঙে গিয়েছিল। দেখুন ভদ্রজনরা, আমার

কথা আমি রেখেছি। আমার স্বপক্ষে যাক আর নাই যাক, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল অক্ষরে অক্ষরে ঠিক তাই বলছি।'

সে থামল। হোমসের তৈরি হুইস্কি-জলের জন্য হাত-কড়া পরা হাত বাড়াল। আমি কিন্তু স্বীকার করছি, ঠাণ্ডা-মাথার খুনের সঙ্গে সে জড়িত ছিল বলেই নয়, যেরকম নিস্পৃহ প্রগল্‌ভতাব সঙ্গে সে সব ব্যাপারটা বলে গেল তাতে লোকটাকে দেখে সত্যি আমার ভয় হল। তাব কপালে যে শাস্তিই জুটুক, আমার কাছ থেকে কোন সহানুভূতি সে পাবে না। শার্লক হোমস আর জোন্স দুই হাত হাঁটুব উপব রেখে গভীর আগ্রহেব সঙ্গে গল্পটা শুনছে। কিন্তু তাদেব চোখে-মুখেও সেই একই বিরক্তি ফুটে উঠেছে। সেও হয় তো এটা লক্ষ্য কবেছিল। তাই যেভাবে সে পুনরায় বলতে শুরু করল তাতে একটা উপেক্ষার ভাব প্রকাশ পেল।

সে বলতে লাগল, 'কাজটা খুবই খারাপ সন্দেহ নেই। আমি শুধু জানতে চাই, আমাব অবস্থায় পড়লে নিজেব গলাটা কাটা যাবে জেনেও লুটের অংশ নিতে অস্বীকাব কববে এমন মানুষ ক'জন আছে। তাছাড়া, একবাব যখন সে কিল্লায় ঢুকেছিল, তখন হয় আমাব জীবন আর না হয় তাব জীবন যেতই। সে যদি পালিয়ে যেত, ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে পড়ত এবং সামরিক বিচাবে আমাকেই গুলি করা হত, কাবণ সেসময় মানুষের মধ্যে উদারতা বলে কিছু ছিল না।'

হোমস বলল, 'তোমার গল্পটা বলে যাও।'

'তারপর আব্দুল্লা, আকবর ও আমি তাকে ভিতরে নিয়ে গেলাম। বেঁটে-খাট হলেও লোকটা বেশ ভারী ছিল। মেহমত সিং ফটকে পাহারায় রইল। যে স্থানটা শিখরা আগেই ঠিক কবে রেখেছিল সেখানে তাকে নিয়ে গেলাম। কিছুটা দূরে আকাবাঁকা পথটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা বড় ফাঁকা হল ছিল। ইটের দেয়ালগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে। মাটির মেঝেটা এক-জায়গায় বসে গিয়ে একটা কবরের মত হয়েই ছিল। ভাঙা ইট দিয়ে চাপা দিয়ে আসমতকে সেখানেই রেখে এলাম। কাজ শেষ কবে সকলে মিলে গেলাম রত্ন-ভাণ্ডারের কাছে।

'প্রথম আঘাতের পর যেখানে ফেলেছিল রত্ন-ভাণ্ডার সেখানেই পড়ে আছে। আপনার টেবিলের উপব যেটা খোলা পড়ে আছে ওই বাক্সটাই। উপরে যে কাজ-করা হাতলটা রয়েছে তার সঙ্গে সিল্কের দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা চাবি ঝুলছিল। বাক্সটা খোলা হলে লণ্ঠনের আলোয় যেসব মণি-মুক্তো ঝলমল করে উঠল তার কথা ছোটবেলায় পারশোরে থাকতে বইতে পড়েছি আর ভেবেছি। সেগুলির দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়। চোখে দেখার সাধ মিটে গেলে সব কিছু বের করে একটা তালিকা তৈরি করে ফেললাম। প্রথম

শ্রেণীর হীরে ছিল একশ তেতাল্লিশটা, তার মধ্যে—যতদূর মনে পড়ে—একটার নাম ছিল 'শ্রেষ্ঠ মোগল', পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম হীরে সেটা। আর ছিল সাতানব্বইটা খুব ভাল মরকত মণি এবং ছোট-বড় মিলিয়ে একশ সত্তরটা চুণি। তাছাড়া চল্লিশটা পদ্মরাগ, দু'শ দশটা নীলকান্ত মণি, একষট্টিটা সোলেমানি পাথর এবং অনেকগুলি করে স্ফটিক, বৈদূর্যমণি, পীরোজা ও আরও নানা রকমের পাথর যার নাম তখন আমি জানতাম না, যদিও তারপরে অনেক কিছুই জেনেছি। আরও ছিল, প্রায় তিনশ খুব ভালো মুক্তো, তার মধ্যে বারোটা বসানো ছিল একটা স্বর্ণ-মুকুটে। ভাল কথা, এই শেষেরগুলি বাক্স থেকে বের করে নেওয়া হয়েছিল, আমি যখন বাক্সটা পাই তখন তাতে ছিল না।

'সব ধন-রত্ন গোণা-গাথা হয়ে গেলে সেগুলোকে সিন্দুকে ভরে ফটকের কাছে নিয়ে গেলাম মেহমত সিংকে দেখাতে। তখন আমরা পুনরায় গম্ভীর-ভাবে শপথ নিলাম, পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করব এবং সব কথা গোপন রাখব। আরও স্থির করলাম, যতদিন দেশে শান্তি ফিরে না আসে ততদিন লুটের মাল কোন নিরাপদ স্থানে রেখে দেওয়া হবে এবং পরে নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া হবে। তখনি ভাগাভাগি করে কোন লাভ হবে না, কারণ ঐ সব মূল্যবান মণি-মুক্তো আমাদের কাছে দেখলে লোকের সন্দেহ হবে, আর কিল্লার মধ্যে গোপনীয়তা বলে কিছু নেই বা সেগুলো রাখবার মত কোন জায়গাও নেই। সুতরাং বাক্সটাকে সেই হল-ঘরেই নিয়ে গেলাম যেখানে মৃতদেহটা চাপা দেওয়া হয়েছিল। সেখানে সব-চাইতে ভাল দেয়ালে একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে রত্ন-ভাণ্ডারটা রেখে দিলাম। আর বেশ ভাল করে তার হদিসটা টুকে রাখলাম। পরদিন আমি চারটে নক্সা তৈরি করলাম, প্রত্যেকের জন্য একটা করে, এবং তার তলায় চারজনের নাম স্বাক্ষর করলাম, কারণ আমরা শপথ নিয়েছিলাম যে প্রত্যেকেই চারজনের হয়ে কাজ করব, কখনও একাকি কোন সুবিধা নেব না। বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, সে শপথ আমি কখনও ভঙ্গ করি নি।

'ভারতীয় বিদ্রোহের কি হল সেকথা আপনাদের বলার কোন প্রয়োজন নেই। উইলসন দিল্লী দখল করলেন, আর স্যার কলিন লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করলেন। তারপরেই বিদ্রোহের শিরদাঁড়া ভেঙে গেল। নতুনকরে সৈন্য আসতে লাগল। নানাসাহেব সীমান্ত পেরিয়ে পালিয়ে গেল। কর্ণেল গ্রেটহেডের নেতৃত্বে একদল সৈন্য আগ্রায় এসে পাণ্ডিদের হটিয়ে দিল। ধীরে ধীরে দেশে শান্তি ফিরে আসতে লাগল। আমাদের চারজনেরও আশা হল, লুটের অংশ নিয়ে নিরাপদে দূরে চলে যাবার সময় এসেছে। কিন্তু হায়! মুহূর্তের মধ্যে আমাদের সব আশা চূর্ণ হয়ে গেল। আসমতের হত্যাকারী সন্দেহে আমাদের গ্রেপ্তার করা হল।

'ব্যাপারটা এইভাবে ঘটেছিল। রাজা যখন মণি-মুক্তো সব আসমতের হাতে তুলে দেয় তাকে বিশ্বাসী মনে করেই দিয়েছিল। কিন্তু প্রাচ্যের লোকগুলো সন্দেহপ্রবণ; তাই রাজা অপর একজন অধিকতর বিশ্বাসী চাকরকে তার উপর নজর রাখতে পাঠাল। দ্বিতীয় চাকরের উপর নির্দেশ ছিল, আসমতকে যেন দৃষ্টির বাইরে না যেতে দেয়; সেও তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করতে লাগল। সেই রাতেও সে তার পিছু নিয়েছিল এবং ফটক পার হতে দেখেছিল। অবশ্য সে ভেবেছিল, আসমত কিল্লার ভেতরে আশ্রয় পেয়েছে। পরদিন সেও কিল্লায় ঢুকবার অনুমতি পেল, কিন্তু আসমতের সন্ধান পেল না। ব্যাপারটা তার কাছে এতই বিস্ময়কর মনে হল যে সে একজন সার্জেন্টকে কথাটা বলল। সার্জেন্ট আবার কথাটা দলপতির কানে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক তদন্ত চালিয়ে মৃতদেহটা আবিষ্কার করা হল। এইভাবে যে সময়ে আমরা নিজেদের সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবছিলাম ঠিক সেইমুহূর্তে আমরা চারজনই গ্রেপ্তার হয়ে হত্যার অভিযোগে বিচারের জন্য আনীত হলাম—তিনজন ছিলাম সেরাতে ফটকের পাহারায় আর চতুর্থজন ছিল নিহত ব্যক্তির সঙ্গে। বিচারে মণি-মুক্তো সম্পর্কে একটা কথাও উঠল না, কারণ সেই রাজা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল; কাজেই সে ব্যাপারে কারও কোনরূপ আগ্রহ ছিল না। খুন প্রমাণিত হল এবং আমরা যে তাতে জড়িত ছিলাম তাও নিশ্চিত। তিনজন শিখের যাবজ্জীবন দণ্ড আর আমার হল মৃত্যুদণ্ড। অবশ্য পরে আমার দণ্ডাদেশ হ্রাস করে অন্যদের মতই করা হয়েছিল।

'কী অদ্ভুত অবস্থায়ই না আমরা পড়লাম। চারজনকে পা বেঁধে রাখা হল। বাইরে বের হবার ক্ষীণমাত্র আশাও নেই। অথবা আমরা প্রত্যেকেই এমন একটা গোপন খবর জানি যার সদ্ব্যবহার করতে পারলে আমরা রাজপ্রাসাদে থাকতে পারি। প্রতিটি ক্ষুদে অফিসারের লাথি-ঝাঁটা সহ্য করতে হবে, খেতে হবে ভাত আর জল; অথচ বাইরে রয়েছে প্রচুর সম্পদ, শুধু কুড়িয়ে নিলেই হল। আমাদের তো বুক ফেটে যাবার উপক্রম। হয় তো পাগলই হয়ে যেতাম। কিন্তু আমি চিরদিনই একরোখা; তাই সব কিছু সয়েও দিন গুণতে লাগলাম।

'অবশেষে সেদিন বুঝি এল। আগ্রা থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছিল মাদ্রাজে, এবং সেখান থেকে আন্দামানের ব্লেয়ার দ্বীপে। সেই উপনিবেশে শ্বেতকায় কয়েদীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। যেহেতু প্রথম থেকেই আমার আচরণ ছিল ভাল, তাই শীঘ্রই বেশকিছুটা সুযোগ-সুবিধা পেলাম। মাউন্ট হ্যারিয়েটের সানুদেশে হোপ টাউনে আমাকে একটা কুঁড়ে-ঘর দেওয়া হল; আর সেখানে আমাকে নিজের নিজের মত থাকতে দেওয়া হল। জায়গাটা ভয়ংকর, ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত। যেটুকু জায়গা আমরা পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম তার

বাইরে সবটাই নরখাদক অসভ্য স্থানীয় লোকদের আস্তানা। যেকোন সুযোগেই আমাদের লক্ষ্য করে বিষাক্ত তীর ছুঁড়তে তারা সর্বদাই প্রস্তুত। মাটি কোপানো, খাল কাটা, ওলের চাষ, আরও হরেক রকমের কাজ করতে হত। কাজেই সারাদিন খুবই ব্যস্ত থাকতাম। কেবল সন্ধ্যাবেলায়ই যা একটু সময় পেতাম। অন্য অনেক জিনিসের সঙ্গে আমি সার্জেনের জন্য ওষুধ তৈরি করতে শিখেছিলাম এবং ডাক্তারি বিদ্যাও একটু-আধটু আয়ত্ত করেছিলাম। সব সময়ই পালাবার ধান্দায় থাকি। কিন্তু অন্য যেকোন দেশ থেকে শত শত মাইল দূরে সে দেশ। সেখানকার সমুদ্রে বাতাস নেই বললেই হয়। কাজেই পলায়ন দুঃসাধ্য।

'সার্জন ডাঃ সোমার্টন বেশ চালাক-চতুর যুবক। অন্যান্য যুবক অফিসাররা তার ঘরে জমায়েৎ হয়ে তাস খেলত। আমার ওষুধ তৈরির ঘরটা ছিল তার বসবার ঘরের পাশেই। দুই ঘরের মধ্যে একটা ছোট জানালা ছিল। অনেক সময় যখন খুব নির্জন লাগত, ঘরের বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতাম, খেলা দেখতাম। নিজে তাস খেলা ভালবাসি, আর খেলার মতই খেলা দেখতেও সুখ। সেখানে খেলতে আসত মেজর শোলটো, ক্যাপ্টেন মরস্টান, স্থানীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট ব্রোমলি ব্রাউন। তাছাড়া সার্জন নিজে এবং দু' তিনজন জেল-অফিসার। সকলেরই খেলার হাত বেশ পাকা। ছোট আড্ডাটা বেশ ভালই জমত।

'শীঘ্রই একটা জিনিস আমার নজরে পড়ল। খেলায় সৈনিকরা হারত আর অসামরিক লোকরা জিতত: মনে রাখবেন, আমি বলছি না যে কোনরকম জোচ্চুরি হত, তবে ঐ রকমটাই ঘটত। কারা-বিভাগের লোকগুলো আন্দামানে আসার পর থেকে তাসখেলা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করে নি; পরস্পরের খেলা তারা ঠিক ঠিক বুঝত। কিন্তু অন্যরা খেলত শুধু সময় কাটাবার জন্য, কোনরকমে তাস খেলাই যেন তাদের কাজ। ফলে রাতের পর রাত সৈনিকরা দরিদ্রতর হতে লাগল। তারা যত হারে ততই বেশী করে খেলার দিকে ঝোঁকে। মেজর শোলটোর অবস্থা হল সবচাইতে শোচনীয়। প্রথম প্রথম সে খেলত নোটে আর স্বর্ণমুদ্রায়। ক্রমে সেটা এসে দাঁড়াল মোটা টাকার হাণ্ডনোটে। কখনও হয় তো কয়েক দান জিতত। হয়তো তার উৎসাহ বাড়াবার জন্যই এরকম করা হত। তারপরই ভাগ্য তার প্রতি আগের চাইতেও বিরূপ হত। সারাদিন ঝড়ো মেঘের মত থমথমে মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়াত। ক্রমে সে প্রচুর মদ খেতে শুরু করল।

'একদিন রাতে সে অন্য সব রাতের চাইতেও অনেক বেশী হারল। আমার কুড়ে-ঘরে বসেছিলাম। এমন সময় সে এবং ক্যাপ্টেন মরস্টান টলতে টলতে

সেই পথ দিয়ে কোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছিল। তারা দুজন ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কখনও আলাদা থাকত না। মেজর তার লোকসানের কথা বকবক্ করে বলছিল।

আমার কুড়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে বলল, 'আমি শেষ হয়ে গেছি মরস্টান। আমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। আমার সব গেছে।'

'তার কাঁধটা চাপড়ে দিয়ে অপরজন বলল, 'কি বাজে বকছ। আমার অবস্থাও তো কাহিল, কিন্তু—।' ঐটুকুই শুনতে পেলাম। কিন্তু তাতেই আমার মনে একটা ভাবনা ঢুকে গেল।

'দিন দুই পরে মেজর শোলটো সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছিল। সেই সুযোগে তার সঙ্গে কথা বললাম।

'মেজর, আমি আপনার পরামর্শ চাই', আমি বললাম।

'ঠোঁট থেকে চুরুটটা নামিয়ে সে বলল, 'আরে স্মল, ব্যাপার কি?'

'আমি বললাম, 'স্যার, আমি জানতে চাইছি, গুপ্তধন কার হাতে তুলে দেওয়া উচিত। পাঁচ লক্ষ মূল্যের সম্পদ কোথায় আছে আমি জানি, কিন্তু নিজে সেটা ভোগ করতে পারছি না। তাই ভাবছি, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে সেটা তুলে দেওয়াই বোধ হয় ভাল, তাহলে হয় তো তারা আমার দণ্ডকাল কমিয়ে দেবে।'

'আমি বাজে কথা বলছি কিনা বুঝবার জন্য চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'কি বললে স্মল, পাঁচ লক্ষ?'

'ঠিক তাই স্যার—হীরে জহরৎ আর মণি মুক্তোয়। যেকেউ সেটা পেতে পারে। মজা কি জানেন, প্রকৃত মালিক দেশ থেকে বিতাড়িত, কাজেই সে সম্পত্তি পেতেই পারে না। ফলে যে প্রথম পাবে সম্পত্তি তারই হবে।'

'আমতা আমতা করে সে বলে উঠল, 'সরকার পাবে স্মল, সরকার পাবে।' কথাগুলি সে থেমে থেমে বলল। তাতেই বুঝলাম, তাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি।

'আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'তাহলে স্যার, আপনি বলছেন বড়লাটকে খবর দিতে?'

'দেখ—দেখ, তড়িঘড়ি কিছু করো না, তাতে পরে পস্তাতে হতে পারে। সব কথা আমি শুনতে চাই স্মল। ঘটনাটা বল।'

'সামান্য অদল-বদল করে সব কথা তাকে বললাম, যাতে জায়গাটা সে চিনতে না পারে। কথা শেষ হলে সে বিস্মিত মুখে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। তার কুঞ্চিত ঠোঁট দেখেই বুঝলাম, তার মনে ঝড় উঠেছে।

'অবশেষে সে বলল, 'খুবই গুরুতর ব্যাপার স্মল। এবিষয়ে কাউকে একটা কথাও বলো না। তোমার সঙ্গে আমি পরে দেখা করব।'

'দুই রাত্রি পরে সে আর তার বন্ধু ক্যাপ্টেন মরস্টান গভীর রাতে একটা লণ্ঠন হাতে আমার কুড়েঘরে এল।

'আমি চাই, ক্যাপ্টেন মরস্টান তোমার মুখ থেকেই সব কথা শুনুক', সে বলল।

'পুনরায় আগের কথাগুলিই বললাম।

'সত্য বলেই মনে হচ্ছে না কি?' সে বলল। 'এর উপর নির্ভর করেই কাজ করা চলে তো?'

'ক্যাপ্টেন মরস্টান ঘাড় নাড়ল।

'মেজর বলল, 'দেখ স্মল, আমার এই বন্ধু আর আমি এবিষয়ে কথা বলেছি। আমরা মনে করি, তোমার এই গোপন ব্যাপারের সঙ্গে সরকারের কোন সম্পর্ক নেই, এটা সম্পূর্ণভাবে তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কাজেই তুমি যেমন ভাল বুঝবে সেইরকম ব্যবস্থাই করতে পার। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এরজন্য তুমি কত দাম চাও? দর-দামে বনলে আমরা এটা নিতে পারি, অন্ততঃ সেকথা ভেবে দেখতে পারি।' নিস্পৃহ ঠাণ্ডাভাবেই সে কথাগুলো বলতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু তার দুই চোখ উত্তেজনায় ও লোভে চকচক করছিল।

'তার মতই উত্তেজনা সত্ত্বেও ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলাম, 'দর-দামের কথা যদি বলেন, তাহলে তো আমার মত পরিস্থিতিতে একটি মাত্র কথাই হতে পারে। আমি চাই, আমাকে এবং আমার তিন সঙ্গীকে আপনারা খালাস পেতে সাহায্য করুন। তখন আপনাদেরও আমরা অংশীদার করে নেব এবং আপনাদের দুজনের মধ্যে ভাগ করে নেবার জন্য সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ দিয়ে দেব।'

'হুম!' সে বলল। 'পঞ্চম অংশ! খুব লোভনীয় নয়।'

'প্রত্যেকের ভাগে পঞ্চাশ হাজার করে পড়বে,' আমি বললাম।

'কিন্তু আমরা তোমাদের খালাস করে দেব কেমন করে? তুমি তো ভাল করেই জান, তুমি একটা অসম্ভব কিছু চাইছ।'

'আমি জবাব দিলাম, 'মোটেই না। খুব বিস্তারিতভাবেই আমি সব কিছু ভেবে দেখেছি। আমাদের পালাবার পথে একমাত্র বাধা, সমুদ্রযাত্রার উপযোগী যান পাচ্ছি না, বা দীর্ঘদিন চলার মত রসদও যোগাড় করতে পারছি না। কলকাতায় বা মাদ্রাজে প্রচুর ছোট ছোট পাল-তোলা নৌকো এবং ডিঙ্গি পাওয়া যায়। তাতেই আমাদের কাজ চলে যাবে। তারই একটা আপনারা আনিয়ে দিন। রাতের বেলায় আমরা নৌকোয় চাপব। তারপর আপনারা যদি ভারতীয় উপকূলের যেকোন স্থানে আমাদের নামিয়ে দেন তাহলেই আমাদের কাজ শেষ।'

'একজন হলে না হয় হতে পারত', সে বলল।

'আমি বললাম, 'হয় সকলে, নতুবা কেউ নয়। আমরা শপথ করেছি। চারজন সব সময় একসঙ্গে কাজ করব।'

সে বলল, 'দেখ মরস্টান, স্মল এককথার মানুষ। বন্ধুদের কাছ থেকে সে সরে যাবে না। আমার মনে হয় আমরা তাকে বিশ্বাস করতে পারি।'

'অপরজন বলল, 'একটা নোংরা কাজ। তবে, তোমার কথা অনুসারে, যা পাওয়া যাবে তাতে খরচ পুষিয়ে যাবে।'

'মেজর বলল, 'দেখ স্মল, এবিষয়ে চেষ্টা চরিত্র করে তোমার সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু সকলের আগে তোমার কথা সত্য কিনা যাচাই করে দেখতে হবে। আমাকে বল বাক্সটা কোথায় লুকনো আছে। আমি ছুটি নিয়ে মাসান্তিক রসদ-সরবরাহকারী জাহাজে করে ভারতবর্ষে গিয়ে সবকিছু দেখে আসব।'

'সে যতখানি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে আমি ঠিক ততখানি ঠাণ্ডা হয়ে বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি তো হবে না। আমার তিন বন্ধুর সম্মতি নিতে হবে। আবার বলছি, হয় আমরা চারজনই আছি, নইলে কেউ নেই।'

'বাজে কথা!' সে চটে উঠল। 'আমাদের কথার মধ্যে তিন কালা আদমি কি করবে?'

'আমি বললাম, 'কালাই হোক আর নীলই হোক, তারা আমার সঙ্গী, আমরা একসঙ্গেই চলি।'

'যাহোক, দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারেই সবকিছু নিষ্পত্তি হয়ে গেল। সেখানে মেহমত সিং, আব্দুল্লা খান ও দোস্ত আকবর সকলেই উপস্থিত ছিল। সব ব্যাপারটা পুনরায় আলোচনা করে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হল। আমরা আগ্রা কিল্লার একাংশের নক্সা তৈরি করে তাতে লুকানো রত্ন-ভাণ্ডারের স্থানটা চিহ্নিত করে দুজন অফিসারকেই দিয়ে দেব। মেজর শোলটো আমাদের কাহিনী যাচাই করতে ভারতবর্ষে যাবে। বাক্সটা পেলে সেটাকে সেখানেই রেখে দিয়ে সমুদ্র-যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় রসদসহ একটা ছোট পালতোলা নৌকো পাঠিয়ে দেবে। নৌকোটা রাটল্যাণ্ড দ্বীপে নোঙর করবে আর সেখান থেকেই আমরা যাত্রা করব। ইতিমধ্যে মেজর শোলটো ফিরে এসে কাজে যোগদান করবে। ক্যাপ্টেন মরস্টান তখন ছুটির জন্য দরখাস্ত করবে ও আগ্রায় আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। তখন সেখানেই রত্ন-ভাণ্ডারের ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে এবং ক্যাপ্টেনই তার নিজের ও মেজরের অংশটা নেবে। কায়-মন-বাক্যে আমরা শপথ করে এই ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিলাম। সারারাত কাগজ-কলম নিয়ে বসে কাটালাম। সকালে দুখানা নক্সাই তৈরি হয়ে গেল। চারজনের—অর্থাৎ আব্দুল্লা, আকবর, মেহমত ও আমার—চিহ্ন দিয়ে তাতে স্বাক্ষর করা হল।

'দেখুন ভদ্রমশায়রা, আমার দীর্ঘ কাহিনী শুনে আপনারা নিশ্চয় ক্লান্তি বোধ করছেন। আমার বন্ধু মিঃ জোন্স তো আমাকে নিরাপদে চৌকিতে ঠেলে দেবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন। যতটা পারি সংক্ষেপে বলছি। শয়তান শোলটো ভারতবর্ষে গেল, কিন্তু আর ফিরে এলো না। তার কিছুদিন পরেই একটা ডাক-জাহাজের যাত্রীদের তালিকায় তার নাম ক্যাপ্টেন মরস্টান আমাকে দেখাল। বিরাট সম্পত্তি রেখে তার কাকা মারা গেছে, তাই সে সামরিক বিভাগের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। অথচ আমাদের পাঁচজনের সঙ্গে এমন নীচ ব্যবহার সে করল! কিছুদিন পরে মরস্টান আগ্রা গেল এবং যা ভাবা গিয়েছিল ঠিক তাই,—রত্ন-ভাণ্ডার উধাও। বদমাশটা সব চুরি করেছে, যে শর্তে গোপন কথা তাকে জানিয়েছিলাম তার একটিও সে পালন করে নি। সেইদিন থেকে প্রতিশোধ নেবার জন্যই বেঁচে রইলাম। দিনে ঐ চিন্তা। রাতেও ঐ চিন্তা। ঐ এক চিন্তা আমাকে পেয়ে বসল। আইনের ধার ধারি না—ফাঁসির ভয় করি না। কেমন করে পালাব, শোলটোর সন্ধান পাব, তার গলা টিপে ধরব—সেই আমার একমাত্র চিন্তা। আমার কাছে আগ্রার রত্ন-ভাণ্ডারও শোলটোর হত্যার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল।

'জীবনে অনেক কিছুই ধরেছি, আর যা ধরেছি তাই করেছি। কিন্তু অনেক ক্লান্ত বছর পার করে তবে এবার সুযোগ এল। আপনাদের বলেছি, ওষুধ-পত্রের ব্যাপার কিছুটা শিখে ফেলেছিলাম। একদিন একদল কয়েদি জঙ্গলের মধ্যে একটা ক্ষুদে আন্দামানীকে দেখতে পেয়ে নিয়ে এল। অসুখে মৃতপ্রায়; মরবার জন্যই নির্জন জঙ্গলে গিয়েছিল। ডাঃ সমার্টন তখন জ্বরে শয্যাশায়ী। বাচ্চা সাপের মত বিষাক্ত হলেও তাকে আমি হাতে তুলে নিলাম। দু'মাস চিকিৎসায় তাকে ভাল করে তুললাম। হাটতে-চলতে সক্ষম হল। আমার প্রতি তার একটা টান দেখা (...। সে আর জঙ্গলে ফিরে গেল না। আমার কুড়ের চারধারেই ঘুর ঘুর করতে লাগল। তার কাছ থেকে তার ভাষাও একটু-আধটু শিখে নিলাম। ফলে আমার প্রতি তার টান আরও বেড়ে গেল।

'টোঙ্গা—ওইটেই তার নাম—খুব ভাল মাঝি। তার একটা বড় ডোঙা ছিল। যখন দেখলাম সে আমার প্রতি বিশ্বস্ত, আমার সেবা করতে যেকোন কাজ করতে প্রস্তুত, তখনই খুঁজে পেলাম আমার পলায়নের পথ। তার সঙ্গে আলোচনাও করলাম। একটা নির্দিষ্ট রাতে কোন অরক্ষিত পুরনো জাহাজঘাটায় সে তার ডোঙা ভেড়াবে। তাকে বলে দিলাম, কয়েকটা লাউয়ের খোলভর্তি জল আর বেশ কিছু ওল, নারকেল ও মিষ্টি আলু সঙ্গে নিতে।

'বেঁটে টোঙ্গা সত্যি বিশ্বস্ত। ওরকম বিশ্বস্ত সঙ্গী কারও জোটে না। নির্দিষ্ট রাতে ডোঙা নিয়ে সে জাহাজঘাটায় এল। ঘটনাক্রমে একটা কয়েদি,

বক্ষী সেখানে উপস্থিত ছিল—সে শয়তান পাঠানটা আমাকে অপমান ও নির্যাতন করবার কোন সুযোগই ছেড়ে দিত না। প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা আগেই করেছিলাম, এবার সুযোগ পেলাম। মনে হল, দ্বীপ ছেড়ে যাবার আগে ঋণ শোধ করবার জন্যই নিয়তি তাকে আমার সামনে এনে হাজির করল। আমার দিকে পিছন দিয়ে সে সাগর-তীরে দাঁড়িয়েছিল। একটা হাল্কা বন্দুক ছিল তার কাঁধে। এক আঘাতে তার মাথার খিলু বের করে দেবার মত একটা পথ খুঁজলাম, পেলাম না।

'তখন একটা অদ্ভুত চিন্তা আমার মাথায় ঢুকল। বুঝতে পারলাম, কোথায় আছে অস্ত্র। অন্ধকারে বসে পড়ে আমার কাঠের পা'টা খুলে ফেললাম। তিন লাফে তার কাছে হাজির হলাম। বন্দুকটাকে সে কাঁধের উপর তুলল। কিন্তু তার আগেই আমি সজোরে আঘাত করলাম। খুলির সামনের দিকটা সম্পূর্ণ ফেটে গেল। কাঠের পায়ের যে জায়গাটা দিয়ে আঘাত করেছিলাম সেখানে একটা চটা দাগ এখনও দেখতে পাবেন। টাল সামলাতে না পেরে দুজনেই পড়ে গেলাম। যখন উঠে দাঁড়ালাম, দেখলাম, সে ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি ডোঙায় চড়লাম এবং ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বাণ-দরিয়ায় পড়লাম। টোঙ্গা তার অস্ত্রশস্ত্র, দেবদেবী, যাবতীয় জিনিসপত্রই সঙ্গে এনেছিল। অন্য জিনিসের সঙ্গে একটা লম্বা বাঁশের বর্শা আর কয়েকটা আন্দামানী নারকেলপাতার মাদুরও ছিল। তা দিয়ে আমি একটা পালের মত তৈরি করলাম। দশদিন আমরা পথ-হারার মত ঘুরলাম। এগারো দিনের দিন একদল মালয়-তীর্থযাত্রী নিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে জেড্ডা যাবার পথে এক ব্যবসায়ী আমাদের তুলে নিল। তারা সব সেকেলে মানুষ। শীঘ্রই তাদের সঙ্গে ভাব করে ফেললাম। তাদের একটা খুব ভাল গুণ ছিল; কোন কিছুই জিজ্ঞাসা করত না; আমাদের একা থাকতে দিত।

'দেখুন, আমার বেঁটে সঙ্গী আর আমি যত রকম বিপদ-আপদের ভিতর দিয়ে গিয়েছিলাম সেসব বলতে গেলে আপনারা নিশ্চয় আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না, কারণ তাহলে সূর্য ওঠা পর্যন্ত আপনাদের এখানে থাকতে হবে। পৃথিবীর এখানে সেখানে ভেসে বেড়াতে লাগলাম। সবসময়ই একটা না একটা বাধা এসে লণ্ডনে যাওয়ার পথে বিঘ্ন ঘটাতে লাগল। তবু আমার লক্ষ্য থেকে আমি কখনও বিচ্যুত হই নি। রাতে শোলটোকেই স্বপ্ন দেখতাম। একশবার আমি ঘুমের মধ্যে তাকে খুন করেছি। অবশেষে তিন চার বছর আগে ইংলণ্ডে পৌছলাম। শোলটো কোথায় থাকে সেটা বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। তখন খোঁজ করতে লাগলাম, সে রত্ন-ভাণ্ডার পেয়েছিল কি না, বা তখনও সেটা তার কাছে আছে কি না। আমাকে সাহায্য করতে পারে এরকম একজনের সঙ্গে ভাব করলাম—কারও নাম করব না, কারণ আর কাউকে আমি

গর্তে ফেলতে চাই না—এবং শীঘ্রই জানতে পারলাম যে মণি-মুক্তোগুলো তখনও তার কাছেই আছে। তখন নানাভাবে তার কাছে যাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু সেও খুব ধূর্ত; তার ছেলেরা এবং খিৎমৎগার ছাড়াও দুজন বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা সবসময় তাকে পাহারা দিত।

'একদিন অবশ্য খবর পেলাম সে মৃত্যুমুখে। এইভাবে আমার হাত থেকে সে পালিয়ে যাবে এই চিন্তায় পাগল হয়ে তৎক্ষণাৎ বাগানে ছুটে গেলাম এবং জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম সে বিছানায় শুয়ে আছে, আর তার দুই ছেলে দুই পাশে বসে আছে। আমি হয় তো জানালা দিয়ে ঢুকে তিনজনেব সঙ্গেই মুলাকাত করতাম, কিন্তু আমি তার দিকে চাওয়া মাত্রই তার ঠোঁট ঝুলে পড়ল, বুঝলাম সে মারা গেছে। অবশ্যি সেই রাতেই আমি তার ঘরে ঢুকে কাগজ-পত্র খুঁজে আনতে চেষ্টা করলাম, মণি-মুক্তোগুলো যেখানে লুকিয়ে রেখেছে তার কোন হদিস পাওয়া যায় কি না। কিন্তু একটা লাইনও কোথাও লেখা নেই। কাজেই বিরক্ত ও বিষণ্ণ মনে ফিরে গেলাম। যাবার আগে মনে হল যদি কখনও আমার শিখ বন্ধুদের সঙ্গে আবাব দেখা হয়, তাহলে আমাদের তীব্র ঘৃণাব কোন চিহ্ন আমি সেখানে রেখে এসেছি এটা জানলেও তারা খুশি হবে। তাই আমাদেব চারজনের চিহ্নটা—ঠিক যেমনটি নক্সার উপবে ছিল—একটা কাগজে এঁটে সেটাকে তাব বুকের সঙ্গে পিন দিয়ে এঁটে দিলাম। যে মানুষদের সর্বস্ব সে লুঠ করেছে, তাদের ফাঁকি দিয়েছে, তাদের কোন চিহ্ন না নিয়েই সে কবরে চলে যাবে তা তো হতে পারে না।

'ঐ সময় নানা মেলায় এবং অন্যত্র টোঙ্গাকে কৃষ্ণকায় নরখাদকরূপে দেখিয়ে আমরা জীবিকা অর্জন করতাম। সে কাঁচা মাংস খেত আর রণ-নৃত্য দেখাত, কাজেই প্রতিদিনই আমাদের টুপি পেনিতে ভরে যেত। পণ্ডিচেরি লজেব সব খবরই আমি রাখতাম। কিন্তু কয়েক বছর ধরে শুধু একটা খবরই পেতাম —তারা তখনও রত্ন-ভাণ্ডারের খোঁজ করেই চলেছে। অবশেষে দীর্ঘ-প্রত্যাশিত খবরটা এল। রত্ন-ভাণ্ডার পাওয়া গেছে। বাড়ির একেবারে মাথায়, মিঃ বার্থোলোমিউ শোলটোর রাসায়নিক গবেষণাগারে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে জায়গাটা দেখলাম। কিন্তু আমার কাঠের পা নিয়ে অতদূর উঠব কেমন কবে বুঝতে পারলাম না। ইতিমধ্যে ছাদের গুপ্ত-দরজার খবর এবং মিঃ শোলটোর রাতের খাবারের সময়টাও আমি জেনে নিয়েছি। আমার মনে হল, টোঙ্গার সাহায্যে অনায়াসেই সব ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। তার কোমরের সঙ্গে একটা লম্বা দড়ি বেঁধে তাকে সেখানে নিয়ে গেলাম। সে বেড়ালের মত সব কিছু বেয়ে উঠতে পারে। দেখতে দেখতে সে ছাদের পথ ধরে চলে গেল। দুর্ভাগ্য-বশত বার্থোলোমিউ শোলটো তখনও ঘরেই ছিল। আর তাই তার প্রাণটা গেল। টোঙ্গা ভেবেছিল তাকে খুন করে সে জব্বর কাজ করেছে, কারণ আমি

দড়ি বেয়ে সেখানে পৌঁছে দেখি সে গর্বভরে ময়ূরের মত হেঁটে বেড়াচ্ছে। যখন আমি দড়িটা দিয়েই তাকে মারতে শুরু করলাম, আর বেঁটে রক্তচোষা শয়তান বলে গালাগাল করলাম, তখন সে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল। রত্ন-ভাণ্ডারের বাক্সটা নিয়ে সেটাকে নামিয়ে দিয়ে নিজেও নেমে গেলাম। মণি-মুক্তোগুলো যে অবশেষে ন্যায্য মালিকদের কাছেই ফিরে এসেছে সেটা জানাবার জন্য নেমে যাবার আগে চারজনের চিহ্নটা টেবিলের উপর রেখে গেলাম। তখন টোঙ্গা দড়িটা টেনে নিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে যেপথ দিয়ে উঠেছিল সেই পথেই নেমে গেল।

'আর কিছু বলবার মত আছে বলে আমি জানি না। একজন নাবিকের মুখে স্মিথের লঞ্চ 'অরোরা'-র দ্রুতগতির কথা শুনে ভাবলাম, আমাদের পলায়নের পক্ষে এইটেই উপযুক্ত যান। বুড়ো স্মিথের সঙ্গে কথা বললাম। ঠিক হল, নিরাপদে জাহাজে পৌঁছে দিতে পারলে তাকে মোটা টাকা দেব। কোথাও কোন গোলমাল আছে এটা সে বুঝেছিল, কিন্তু আমাদের গোপন কথা সে কিছুই জানত না। এই হচ্ছে প্রকৃত সত্য। ভদ্রমশায়গণ, আপনাদের আনন্দ দেবার জন্য এ কাহিনী আপনাদের বলছি তা মনে করবেন না, আমার কোন উপকারই আপনারা করেন নি। এ কাহিনী বললাম কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, কোন কিছু লুকিয়ে না রাখাই আমার পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের শ্রেষ্ঠ পথ। পৃথিবী জানুক, মেজর শোলটো আমার প্রতি কি নিদারুণ দুর্ব্যবহার করেছে, আর তার পুত্রের মৃত্যুর ব্যাপারে আমি কত নির্দোষ।'

শার্লক হোমস বলল, 'খুবই আশ্চর্য কাহিনী। একটি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার উপযুক্ত বিবরণ। তোমার বিবরণের শেষের দিকটায় আমার কাছে নতুন কিছু নেই, শুধু যে দড়িটা দিয়ে তুমি নেমে এসেছিলে সেটুকু ছাড়া। ওটা আমি জানতাম না। ভাল কথা, আমরা আশা করেছিলাম টোঙ্গার সবগুলি তীরই হারিয়ে গিয়েছিল; অথচ সে লঞ্চ থেকে আমাদের লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়েছিল।'

'সেই সময়ে তার বাঁকানলে যেটা ছিল তাছাড়া আর সবগুলিই হারিয়ে গিয়েছিল।'

হোমস বলল, 'ঠিক, ঠিক, সেটা ভেবে দেখি নি।'

কয়েদি ভদ্রভাবে প্রশ্ন করল, 'আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি?'

এথেলনি জোন্স বলল, 'দেখুন হোমস, আপনি সম্মানিত ব্যক্তি। আমরা জানি, অপরাধ-তত্ত্বে আপনি পারঙ্গম। কিন্তু কর্তব্য কর্তব্যই; আপনার ও আপনার বন্ধুর ইচ্ছানুসারে তা থেকে আমি অনেক দূরে সরে এসেছি। এখন আমাদের এই কথাকারকে তালা-চাবির নিরাপদ আশ্রয়ে রাখতে পারলে তবেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। গাড়ি নীচেই অপেক্ষা করছে; দু'জন ইন্সপেক্টরও

নীচে আছে। আপনাদের সাহায্যের জন্য দুজনের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। অবশ্য বিচারের সময় আপনাদের প্রয়োজন হবে। এখন বিদায়।'

যোনাথান স্মল বলল, 'উভয় ভদ্রমহোদয়গণ, বিদায়।'

বেরিয়ে যেতে যেতে অতি-সতর্ক জোন্স বলল, 'তুমি আগে যাও স্মল। আন্দামান দ্বীপে যাই করে থাক, তোমার ওই কাঠের পা দিয়ে আমার মাথায় যাতে আঘাত করতে না পার সেবিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।'

কিছুক্ষণ নীরবে বসে ধূমপান করতে করতে আমি বললাম, 'তাহলে আমাদের এই ছোট নাটকের এখানেই যবনিকা পতন। আমার মনে হচ্ছে এই বোধহয় শেষ তদন্ত যাতে তোমার কর্ম-পদ্ধতি লক্ষ্য করবার সুযোগ আমি পেলাম। মিস মরস্টান তার ভাবী স্বামীরূপে গ্রহণ করে আমাকে সম্মানিত করেছে।'

সে দারুণভাবে আর্তনাদ করে উঠল।

বলল, 'এই আশংকা আমিও করেছিলাম। সত্যি আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাতে পারছি না।'

আমি একটু আহত হলাম।

প্রশ্ন করলাম, 'আমার পছন্দের ব্যাপারে তোমার অসন্তুষ্ট হবার কোন কারণ আছে কি?'

'মোটেই না। আমি তো মনে করি, আজ পর্যন্ত যত তরুণীকে আমি দেখেছি সে তাদের মধ্যে সব চাইতে মনোরমা; আর আমরা যে ধরনের কাজ করি তার পক্ষেও সে খুবই উপযোগী হতে পারত। সে ব্যাপারে তার প্রতিভা সন্দেহাতীত; মনে করে দেখ, তার বাবার অন্য সব কাগজপত্রের ভিতর থেকে সে আগ্রার নক্সাটা কেমন সযত্নে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু ভালবাসা আবেগের ব্যাপার, আর যা কিছু আবেগ-সম্পর্কিত তাই প্রকৃত নিস্পৃহ যুক্তির বিরোধী। সেই যুক্তিকেই আমি সব কিছুর উপরে স্থান দেই। তাই পাছে আমার বিচার-শক্তি প্রভাবিত হয়, আমি কোনদিনই বিয়ে করব না।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম. 'আমি বিশ্বাস করি, আমার বিচার-শক্তি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু তোমাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এখন আমি সপ্তাহখানেকের জন্য একেবারে খোঁড়া হয়ে যাব।'

আমি বললাম, 'আশ্চর্য! অপূর্ব শক্তিমত্তা ও কর্মোৎসাহের পরেই তোমার মধ্যে নেমে আসে এমন এক মানসিকতা যাকে অন্য লোকের বেলায় আমি আলস্য বলেই উল্লেখ করে থাকি।'

সে বলল, 'ঠিক। আমার মধ্যে একটি আলস্যপরায়ণ এবং একটি কর্মচঞ্চল মানুষের সংমিশ্রণ ঘটেছে। বৃদ্ধ গ্যেটের সেই লাইনগুলি আমার প্রায়ই

মনে পড়ে :

Schade dass die Natur nur einen Mench ans dir schuf.

Denn zum wurdigen Mann war und zum Schelmen der Stoff.

ভালকথা, এই নরউড-প্রসঙ্গেই বলছি, আমাব মনে হয়েছিল ঐ বাড়িব ভিতবেও একজন সহযোগী ছিল, সে খানসামা লাল বাও ছাড়া আব কেউ হতে পাবে না, কাজেই এত বড় কবে জাল ফেলে জোন্স অন্তত একটা মাছকে ধববার একক সম্মানেব অধিকাবী হযেছে।'

আমি বললাম, 'সম্মানেব ভাগটা কিন্তু ন্যায্য হল না। এ ব্যাপারে সব কিছুই কবেছ তুমি। অথচ এব ফলে আমি পেলাম স্ত্রী, জোন্স পেল কৃতিত্ব, কিন্তু তোমাব জন্য বইল কি?'

শার্লক হোমস বলল, 'আমাব জন্য তো এখনও আছে এই কোকেনেব শিশি।' বলেই সে শিশিটাব দিকে তা'ব দীর্ঘ সাদা হাতটা বাড়াল।

শার্লক হোমসের অভিযান

বোহেমিয়ার কেলেংকারি

A Scandal in Bohemia

শার্লক হোমসের কাছে সে শুধুই একটি নারী। অন্য কোন নামে তার উল্লেখ করতে হোমসকে আমি কদাচিৎ শুনেছি। ওর চোখে নারীত্ব ছাড়া তার যেন আর কোন অস্তিত্বই নেই। অবশ্য আইরিন অ্যাডলারের প্রতি ওর ভালবাসা বা ওই রকম কোন প্রাণের টান আছে তা কিন্তু নয়। ওর ধীর স্থির মাপা-ওজনের মনের কাছে যেকোনরকম ভাবালুতাই ঘৃণার বস্তু। আমি স্বীকার করি, নির্ভুল বিচার এবং পর্যবেক্ষণের মন্ত্র হিসাবে এই পৃথিবীতে সে অদ্বিতীয়; কিন্তু প্রেমিক হিসাবে ওর অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে পড়ত। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছাড়া এই সব জলো আবেগের কথা সে উল্লেখ করত না। একজন পর্যবেক্ষকের কাছে বা মানুষের মনের গোপন কথার আবরণ উন্মোচন করার ব্যাপারে এই সব আবেগেব জুড়ি নেই। কিন্তু একজন দক্ষ রহস্যসন্ধানী যদি তার নিজের সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনার মধ্যে এই সব আবেগকে স্থান দেয়, তাহলেই সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাবার আশংকা দেখা দেয়। কোন সূক্ষ্ম যন্ত্রের মধ্যে একটি কাঁকর পড়লে বা চশমার পুরু কাঁচে চিড় দেখা দিলে যতটা অসুবিধা হয় তার চাইতে অনেক বেশী অসুবিধা দেখা দেয় যদি ওর মত মানুষের মনে কোন জোরালো আবেগ বাসা বাঁধে. তথাপি একটি নারী ওর মনে বাসা বেঁধেছিল, আর সে নারী হল আইরিন অ্যাডলার।

সম্প্রতি কিছুদিন হোমসেব সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ নেই। আমার বিয়ে আমাদের দুজনকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। নিজের সুখে আমি ডুবে আছি। জীবনে প্রথম নিজেব ঘর-গৃহস্থালি পাওয়া মানুষকে ঘিরে যে ঘর-কুণো স্বভাব গড়ে ওঠে তাতেই আমি মসগুল। আর হোমস তো ওর বেপরোয়া স্বভাবের জন্য এমনিতেই লোকজনের সঙ্গে মিশতে চায় না। সেও তাই আমাদের বেকার স্ট্রীটের বাসায় পুরনো বইয়ের স্তূপের মধ্যে ডুবে আছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটাচ্ছে কখনও কোকেন, কখনও বা উচ্চাকাংখা নিয়ে,—কখনও কোকেনের নিদ্রালুতা, আবার কখনও বা তার তীক্ষ্ণ প্রকৃতির তীব্র আবেগ নিয়ে। আগেকার মতই অপরাধ-তত্ত্বের আলোচনা এখনও ওর মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে,—দুঃসাধ্য ভেবে সরকারী পুলিশ যেসব

ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছে সেইসব সূত্রকে অনুসরণ করতে, সেইসব রহস্যের সমাধান করতেই সে তাঁর প্রচণ্ড শক্তি আর অনন্যসাধারণ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা নিয়ে মেতে আছে। মাঝে মধ্যে ওর কার্য-কলাপের কিছু কিছু বিবরণ আমার কানে এসেছে: যেমন—ট্রেপফ্ হত্যার ব্যাপারে অডেসা থেকে তাঁর ডাক আসা, ট্রিংকোমালিতে অ্যাটকিন্‌সন্ ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যু রহস্যের সমাধান, এবং সর্বশেষ হল্যাণ্ডের রাজ পরিবারের ব্যাপারে তাঁর সার্থক ও সফল অভিযান। অবশ্য দৈনিক সংবাদপত্রের অন্য সব পাঠকদের সঙ্গে ওর এই সব ক্রিয়া-কলাপের অংশীদার হওয়া ছাড়া আমার একদা বন্ধু ও সঙ্গীর আর কোন খবরই আমি রাখি না।

একদিন রাত্রে—সেদিন ছিল ১৮৮৮ সালের ২০শে মার্চ—একটি রোগী দেখে ফিরছিলাম (তখন আমি আবার ডাক্তারি শুরু করেছি) পথে পড়ল বেকার স্ট্রীট। সেই অতি-পরিচিত দরজা। আমার পূর্বরাগের দিনগুলি আর 'রক্ত-সমীক্ষা'-র (স্টাডি ইন স্কারলেট) বর্ণিত কালো ঘটনাবলীর সঙ্গে এই দরজা আমার মনে একসূত্রে গাঁথা। তাই বড় ইচ্ছা হল, হোমসকে একবার দেখে আসি, ওর অসাধারণ শক্তিকে সে এখন কি কাজে লাগাচ্ছে একটু জেনে আসি। ঘরগুলি আলোয় উদ্ভাসিত। মুখ তুলে তাকালাম। পর্দার ওপাশে ওর দীর্ঘ দেহের ছায়া দু'বার সরে গেল। দ্রুত পদক্ষেপে সে পায়চারি করছে,—মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে, পিছনে দু'খানি হাত মুষ্টিবদ্ধ। ওর প্রতিটি চাল চলন আমার জানা। তাই বুঝতে পারলাম, আবার সে কাজে নেমেছে, কোকেনের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে নতুন কোন সমস্যার গন্ধে মেতে উঠেছে। ঘণ্টা বাজালাম। তারপর সেই ঘরে ঢুকলাম যে ঘরের একটি অংশ একদিন আমারই ছিল।

ওর আচরণে কোন উচ্ছ্বাস দেখা দিল না। কখনও দিতও না। তবু আমার মনে হল, আমাকে দেখে সে খুশি হয়েছে। মুখে একটি কথাও বলল না, কিন্তু সদয় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে একটি আরাম-কেদারা দেখিয়ে দিল, সিগার-কেসটা ছুঁড়ে দিল, এবং কোণে রাখা স্পিরিট-কেস ও গ্যাসো-জিনটা দেখিয়ে দিল। তারপর অগ্নি কুণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে স্বভাবসিদ্ধ সন্ধানী দৃষ্টি মেলে আমাকে দেখতে লাগল।

বলল, 'উদ্বাহ বন্ধনে তুমি ভালই আছ। দেখ ওয়াটসন, আমার মনে হয় আমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পরে ইতিমধ্যে তোমার শরীরে সাড়ে সাত পাউণ্ড মাংস লেগেছে।'

আমি জবাব দিলাম, 'সাত পাউণ্ড।'

'তাই বুঝি। আমার আর একটু তলিয়ে দেখা উচিত ছিল। তুমি দেখছি আবার প্র্যাকটিস শুরু করেছ। তোমার এ মনোবাসনার কথা তো আগে

আমাকে বল নি।'

'তাহলে তুমি জানলে কেমন করে?'

'দেখতে পেলাম। অনুমান করলাম। তুমি যে এর মধ্যে খুব ভিজেছ তাই বা জানলাম কেমন করে? তোমার যে একটি বেঢপ বে-খেয়ালী পরিচারিকা আছে তাই বা আমি জানলাম কেমন করে?'

আমি বলে উঠলাম, 'এটা কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি হচ্ছে হোমস। কয়েক শতাব্দী আগে জন্মালে তোমাকে নিশ্চয় পুড়িয়ে মারা হত। একথা ঠিক যে বৃহস্পতিবারে আমি পদব্রজে একটি গ্রামে গিয়ে ফিরতে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি তো সে পোশাক বদলে এসেছি। তাহলে তুমি ব্যাপারটা আন্দাজ করলে কি করে? আর মেরি জেনের কথা যদি বল, সত্যি সে সংশোধনের বাইরে। আমার স্ত্রী তাকে নোটিশ দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তুমি সেকথা জানলে কি করে আমি তো বুঝতে পারছি না।'

সে মুচকি হেসে দু'খানি লম্বা হাত ঘসতে লাগল।

'ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সহজ,' সরল', সে বলতে লাগল, 'তোমার বাঁ পায়ের জুতোর মাথায় যেখানে অগ্নি-কুণ্ডের আলো পড়েছে সেখানকার চামড়ায় ছ'টা প্রায় সমান্তরাল দাগ দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় কেউ অত্যন্ত অসাবধানে জুতোর ফাঁক থেকে শুকনো কাদা ঘসে তুলে ফেলতে গিয়ে এই কাণ্ডটি করেছে। আর তার থেকেই আমার দুটি অনুমান—তুমি দুর্যোগের মধ্যে বাইরে গিয়েছিলে, আর তোমার জুতো-পরিষ্কারকারিণী অতীব অসাবধানী। আর তোমার প্র্যাকটিস্? কোন ভদ্রলোক আমার ঘরে ঢুকলেই যদি আইডোফর্মের গন্ধ পাওয়া যায়, তার দক্ষিণ তর্জনীতে যদি থাকে সিলভার-নাইট্রেটের কালো দাগ, আর তার টপ্‌হ্যাটের পাশটা যদি ফুলে-ফেঁপে দেখিয়ে দেয় কোথায় সে লুকিয়ে রেখেছে তার স্টেথোস্কোপ, তারপরেও যদি তাকে আমি চিকিৎসা-ব্যবসায়ের একজন সক্রিয় সদস্য বলে ঘোষণা না করি, তাহলে তো আমাকে একেবারেই গবেট বলতে হয়।'

এমন অকাতরে সে তার অনুমান-পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিল যে আমি না হেসে পারলাম না। বললাম, 'তোমার যুক্তিগুলো যখনই শুনি মনে হয় এতো একেবারে জলের মত সোজা, এতো আমিও অনায়াসেই পারতাম। অথচ যতক্ষণ তুমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে না দাও ততক্ষণ সর্বক্ষেত্রেই আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে যাই। তা সত্ত্বেও আমি কিন্তু বিশ্বাস করি, আমার চোখ দুটো তোমার চোখের মতই ভাল।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে দেহটাকে আরাম-কেদারায় এলিয়ে দিয়ে সে বলতে লাগল, 'ঠিক তাই। তবে কি জান, তুমি দেখ, কিন্তু পর্যবেক্ষণ করো না। তফাৎটা কিন্তু খুব স্পষ্ট। ধরো, নীচের হল থেকে এই ঘরে

আসবার সিঁড়িগুলো তুমি অনেকবার দেখেছ।'

'প্রায়ই।'

'কত বার?'

'তা, কয়েক শো বার।'

'বল তো, কতগুলো সিঁড়ি?'

'কতগুলো? জানি না।'

'ঠিক তাই। তুমি পর্যবেক্ষণ করো নি, অথচ দেখেছ। ঠিক এই কথাই আমি বলতে চাই। আমি কিন্তু জানি সতেবোটা সিঁড়ি আছে, কারণ আমি দেখেছি এবং পর্যবেক্ষণ করেছি। ভাল কথা, এইসব ছোট-খাটো সমস্যা যখন তোমার ভাল লাগে, এবং আমার দু'একটা আজে-বাজে অভিজ্ঞতার বিবরণও যখন তুমি দয়া করে লিপিবদ্ধ করেছ, তখন এটাও তোমার ভাল লাগতে পারে।' টেবিলের উপরে একসিট মোটা গোলাপী চিঠির কাগজ খোলা পড়ে ছিল। সেটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল সে। 'এই ডাকে এটা এসেছে। জোর গলায় পড়।'

চিঠিতে কোন তারিখ নেই, স্বাক্ষর নেই, বা ঠিকানা নেই।

লেখা আছে: 'একটি গুরুতর বিষয়ে আলোচনার জন্য ভদ্রলোক আজ রাত পৌনে আটটার সময় আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। ইওরোপের একটি রাজ-পরিবারের যে উপকার আপনি সম্প্রতি করেছেন তাতেই বুঝেছি যে, যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আপনাকে নির্ভয়ে বিশ্বাস করা চলে। আপনার এই বিবরণ নানা সূত্র থেকে আমরা পেয়েছি। কাজেই ঐ সময়ে আপনার চেম্বারে থাকবেন, এবং আপনার দর্শনার্থী যদি মুখোস পরে থাকেন তাহলে তাকে যেন ভুল বুঝবেন না।'

বললাম, 'বেশ রহস্যজনক ব্যাপার। তোমার কি মনে হয়?'

'কোন তথ্যই এখনও পাই নি। কোন তথ্য ছাড়াই একটা মত খাড়া করা দারুণ ভুলের ব্যাপার। তাতে হয় কি, থিয়োরিকে ঘটনার সঙ্গে খাপ না খাইয়ে, থিয়োরির সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য ঘটনাকেই বিকৃত করা হয়। সে-কথা থাক। এখন বলো দেখি, এই চিঠি থেকে তুমি কি অনুমান করতে পার?'

হাতের লেখা এবং যে কাগজে লেখা হয়েছে দুটোকেই ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগলাম। তারপর বন্ধুবরের পদ্ধতিকে অনুকরণের চেষ্টা করে মন্তব্য করলাম, 'এই চিঠির লেখক বিত্তবান। প্রতি প্যাকেট আধ ক্রাউনের কমে এই কাগজ পাওয়া যায় না। কাগজটা 'বিশেষ রকম মজবুত এবং শক্ত।'

হোমস বলে উঠল, 'বিশেষ রকম—ঠিক কথাটি বলেছ। এটা বিলিতি কাগজই নয়। আলোর সামনে ধরো কাগজখানা।'

ধরে দেখতে পেলাম, কাগজের মধ্যে বড় অক্ষরে E-র সঙ্গে ছোট অক্ষরের g, একটি P, এবং বড় অক্ষরের G-র সঙ্গে ছোট অক্ষরের t জল-ছাপ আঁকা আছে।

'কি বুঝলে?' হোমস জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই কাগজ প্রস্তুতকারীর নাম, অথবা তার মনোগ্রাম।'

'হলো না। 'Gt' হলো 'Gesellschaft'; এই জার্মান শব্দটির অর্থ হলো 'কোম্পানি'। আমরা যেমন company-কে সংক্ষেপে লিখি 'Co', তেমনি জার্মান ভাষায় 'Gt'. P বলতে নিশ্চয়ই 'Papier বোঝায়। এইবার Eg. 'কন্টিনেন্টাল গেজেটিয়ার'-এ একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।'

তাকের উপর থেকে একটা ভারী বাদামী রঙের বই নামিয়ে হোমস পাতা ওল্টাতে লাগল। 'Eglow, Eglonitz—এই পেয়েছি Egria. বোহেমিয়ার একটি জার্মান-ভাষী অঞ্চল, কার্লস্‌বাড থেকে বেশী দূরে নয়। লেখা আছে, 'ওয়ালেনষ্টিনের মৃত্যু-স্থান হিসাবে বিখ্যাত। অসংখ্য কাঁচের কারখানা ও কাগজের কল আছে।' হা-হা-হা, বৎস, এবার কি বুঝলে?'

ওই চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করতে লাগল। বিজয়-গর্বে তার সিগারেট থেকে একটা নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে লাগল।

আমি বললাম, 'কাগজখানি বোহেমিয়ায় প্রস্তুত।'

'ঠিক তাই। যে মানুষটি এই চিঠি লিখেছে সে একজন জার্মান। এই পংক্তিটার অদ্ভুত গঠন-শৈলী লক্ষ্য করো—"আপনার এই বিবরণ নানা সূত্র থেকে আমরা পেয়েছি।" কোন ফরাসী বা রুশ কখনও এভাবে ঘুরিয়ে লিখত না। এরকম ভাষা-শৈলী জার্মানদের। এইবার বের করতে হবে, যে জার্মান লোকটি বোহেমিয়ার কাগজে চিঠি লেখেন এবং স্বীয় মুখ না দেখিয়ে মুখোস পরতে ভালবাসেন, তিনি কি চান। আরে!—যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে—ঐ তো তিনি আসছেন আমাদের সব সন্দেহ নিরসন করতে।'

কথার সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল ঘোড়ার-ক্ষুরের আর গাড়ির চাকার কর্কশ শব্দ। তারপরই বেজে উঠল ঘণ্টা। হোমস শিস্ দিয়ে উঠল। বলল, 'শব্দ শুনে মনে হচ্ছে ঘোড়া আছে দুটো।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক তাই। ছোট সুন্দর ব্রুহাম গাড়ি আর দুটি ঘোড়া। প্রত্যেকটির দাম দেড়শ গিনি। দেখ ওয়াটসন, এ কেসে আর কিছু না থাক, টাকা আছে।'

'হোমস, আমি তাহলে উঠি।'

'মোটেই না ডাক্তার। যেমন আছ তেমনি থাক। আমার 'বসওয়েল

ছাড়া যে আমিই আপনহারা। কেসটা বেশ ইণ্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। তোমাকে ছাড়া যাবে না।'

'কিন্তু তোমার মক্কেল—'

'তাঁর কথা ছেড়ে দাও। আমি তোমার সাহায্য চাই, তিনিও চাইতে পারেন। ঐ যে তিনি আসছেন। ঐ আরাম-কেদারাটায় বসে আমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোন।'

সিঁড়িতে এবং প্যাসেজে একটা ধীর ভারী পদক্ষেপ শোনা যাচ্ছিল। দরজার ঠিক ওপাশে এসে সেটা থেমে গেল। একটা জোরালো ভারী টোকা পড়ল দরজায়।

হোমস বলল, 'ভিতরে আসুন।'

যিনি ঢুকলেন তাঁর উচ্চতা ছ' ফুট ছ' ইঞ্চি থেকে কম নয়। বুকের ছাতি এবং হাত পা হারকিউলিসের মত। পরনেও দামী পোশাক,—এত দামী যে ইংলণ্ডে সেটা কুরুচির পরিচায়ক। হাতের মহুরীতে এবং ডবল-ব্রেস্ট কোটের সামনে অস্ত্রাখানের ভারি পট্টি লাগানো; পরনের গাঢ় নীল ক্লোকে আগুন-রং সিল্কের লাইনিং দেওয়া; একটা উজ্জ্বল মরকত মণির ব্রোচ্ দিয়ে সেটা গলার সঙ্গে আটকানো। জুতো জোড়া পায়ের গুলি পর্যন্ত তোলা; তাতেও বাদামী রঙের দামী ফারের পট্টি লোকটির সারা দেহ জুড়েই বর্বর প্রাচুর্যের প্রকাশ। হাতে একটা বড় টুপি। মুখের উপবিভাগ একটা কালো মুখোসে ঢাকা। নীচের অংশটা দেখে মনে হয় তিনি দৃঢ়চরিত্রের মানুষ,—পুরু ঝোলানো ঠোঁট ও খাড়া থুতনিতে একগুয়েমির স্পষ্ট প্রকাশ।

'আমার চিঠি পেয়েছেন?' ভারী কর্কশ গলায় তিনি বললেন। কথায় স্পষ্ট জার্মান টান। 'আমার আসবার কথা আমি লিখেছিলাম।' কার সঙ্গে কথা বলবেন ঠিক বুঝতে না পেরে তিনি আমাদের দুজনের দিকেই তাকাতে লাগলেন।

হোমস বলল, 'দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। ইনি ডাক্তার ওয়াটসন, আমার বন্ধু এবং সহকর্মী, প্রায়ই আমার কাজে সহায়তা করে থাকেন। আমি কার সঙ্গে কথা বলার সম্মান লাভ করেছি বলুন তো?'

'আমাকে আপনি বোহেমিয়ার একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক কাউণ্ট-ভন-ক্রাম বলেই জানবেন। মনে হচ্ছে আপনার বন্ধু এই ভদ্রলোক সম্মানভাজন এবং সুবিবেচক। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে তাঁকে আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করতে পারি। অন্যথায় আমি কিন্তু কেবলমাত্র আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চাই।'

আমি উঠে দাঁড়াতেই হোমস হাত ধরে আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল। বলল, 'আপনার বক্তব্যের দুটোই সত্যি, অথবা কোনটাই নয়। আমাকে যা

কিছু বলতে চান সবই এই ভদ্রলোকের সামনে বলতে পারেন।'

চওড়া কাঁধটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে কাউন্ট বললেন, 'তাহলে শুরু করছি। দু' বছরের জন্য আপনারা এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। তারপর অবশ্য এর আর কোন গুরুত্ব থাকবে না। আপাতত এটুকু বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে ইওরোপের ইতিহাসের উপরেও এর প্রভাব পড়তে পারে।'

'আমিও কথা দিলাম', বলল হোমস।

'আমিও।'

আগন্তুক বলতে লাগলেন, 'এই মুখোস পড়েছি বলে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। যে মাননীয় মহাশয় আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা আপনাদের কাছে আমার পরিচয় যেন গোপন থাকে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করছি, যে পরিচয় এইমাত্র আপনাদের কাছে ঘোষণা করেছি সেটা ঠিক আমার পরিচয় নয়।'

'সেটা আমি বুঝতে পেরেছি', নিরস গলায় হোমস বলল।

'ব্যাপারটা খুব গোপনীয়। ইওরোপের একটি রাজ-পরিবার যাতে শেষ পর্যন্ত একটা বড় রকমের কেলেংকারিতে জড়িয়ে না পড়ে সেই জন্যই সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তাহলে খুলেই বলি, বোহেমিয়ার রাজ-পরিবার মহান 'ওর্মস্ট্রিন বংশ' এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত।'

আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে দুই চোখ বুঁজে হোমস নীচু গলায় বলল, 'সেটাও আমি বুঝতে পেরেছিলাম।'

আমাদের আগন্তুক নিশ্চয় জেনে এসেছিলেন, হোমস সারা ইওরোপের সবচেয়ে ক্ষুরধার বুদ্ধিমান ও উদ্যমশীল লোক। তাই তাঁর এই ঢিলেঢালা এলানো মূর্তি দেখে তিনি একান্ত বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে চোখ মেলল হোমস। অস্থিরভাবে তাঁর মক্কেলের বিপুল দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করল।

বলল, 'ইওর ম্যাজেস্টি যদি অনুগ্রহপূর্বক কেসটি খুলে বলেন, তাহলে আপনাকে যথাযথ উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে সহজতর হবে।'

চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে লোকটি তীব্র আবেগে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর বেপরোয়া ভঙ্গীতে মুখ থেকে মুখোসটা খুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। চীৎকার করে বললেন, 'আপনি ঠিক ধরেছেন, আমিই রাজা। সেকথা আর লুকিয়ে রাখবই বা কেন?'

অস্ফুট স্বরে হোমস বলল, 'ঠিকই তো। কেন লুকোবেন? ইওর ম্যাজেস্টি কথা বলবার আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, বোহেমিয়া-রাজ ক্যাসেল—ফলস্টিনের গ্র্যাণ্ড ডিউক উইল্‌হেল্‌ম্‌ গট্‌স্‌রিথ, সিগিসমন্ড ভন্‌

ওর্মস্টীনের সঙ্গেই আমি কথা বলছি।'

পুনরায় চেয়ারে বসে ধবধবে সাদা উঁচু কপালে হাত বুলোতে বুলোতে আগন্তুক বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এসব কাজ স্বয়ং করতে আমি অভ্যস্ত নই। অথচ ব্যাপারটা এতই গোপনীয় যে বিশ্বাস করে অন্য কাউকে একথা বলতেও পারি না, পাছে তার খপ্পরে পড়ে যাই। তাই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে প্রাগ থেকে আমি ছদ্মবেশে এখানে এসেছি।'

পুনরায় দুই চোখ বুজে হোমস বলল, 'তাহলে দয়া করে পরামর্শ করুন।'

'সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই ; প্রায় পাঁচ বছর আগে ওয়ারস-তে প্রবাস-যাপনের কালে খ্যাতনাম্নী দুঃসাহসিনী অ ইরিন অ্যাডলারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। নামটা নিশ্চয়ই আপনার পরিচিত।'

চোখ না খুলেই হোমস অস্ফুট গলায় বলল, 'ডাক্তার, আমার সূচীনিবন্ধটা খুলে দেখ তো।'

বহু বৎসর যাবৎ যখনই কোন মানুষ বা ঘটনা সম্পর্কে কোন কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তখনই হোমস তাকে এই সূচী-নিবন্ধে তালিকাভুক্ত করে রাখে। ফলে কোন বিষয় বা ব্যক্তির উল্লেখমাত্রই সে তার সম্পর্কে মোটামুটি খবরাখবর বলে দিতে পারে। এক্ষেত্রে এই নারীর জীবন-কথা দেখলাম, লেখা রয়েছে জনৈক হিব্রু রব্বির জীবনী এবং গভীর সমুদ্রের মৎস সম্পর্কিত রচনাকার জনৈক স্টাফ-কমাণ্ডারের জীবনীব ঠিক মাঝখানে।

হোমস বলল, 'দাও তো, আমি নিজেই দেখছি। হুম! ১৮৫৮সালে নিউ জার্সিতে জন্ম। কন্ট্রাল্টো—হুম। লা স্কালা, হুম। ওয়ারস-র 'ইম্পিরিয়াল অপেরা'-র প্রধানা অভিনেত্রী—ঠিক। অপেরা-মঞ্চ থেকে বিদায়—হ্যাঁ। লণ্ডনে বসবাস—ঠিক আছে। মনে হচ্ছে, ইওর ম্যাজেস্টি এই নারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাকে কতকগুলি অবিবেচনাপ্রসূত চিঠিপত্র লিখেছিলেন, এবং এখন সেই চিঠিগুলি ফেরত চান।'

'ঠিক তাই। কিন্তু কেমন করে—'

'গোপনে কোন বিবাহ হয়েছিল কি ?'

'না।'

'কোন আইনগত দলিল বা সার্টিফিকেট ?'

'না।'

'তাহলে তো আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। এই তরুণী যদি ব্লাকমেল করতে বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তার চিঠিগুলি উপস্থিত করে তাহলেও সেগুলির সত্যতা সে প্রমাণ করবে কেমন করে ?'

'হাতের লেখা তো রয়েছে।'

'ফুঃ! ফুঃ। জাল।'

'আমার ব্যক্তিগত চিঠির কাগজ।'

'চুরি গেছে।'

'আমার নিজস্ব সিল-মোহর।'

'নকল করা হয়েছে।'

'আমার ফটোগ্রাফ।'

'কেনা হয়েছে।'

'ফটোগ্রাফে যে আমরা দু'জনই রয়েছি।'

'ওঃ, এটা খুব খারাপ হয়েছে। ইওর ম্যাজেষ্টি বড়ই অবিবেচনার কাজ করেছেন।'

'আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম—উন্মাদ!'

'নিজেকে গুরুতরভাবে সন্দেহভাজন করে বসেছেন।'

'আমি তখন ছিলাম যুবরাজ। তরুণ। এখন আমার বয়স মাত্র ত্রিশ।'

'চিঠিগুলি উদ্ধার কবতে হবে।'

'আমরা চেষ্টা করেছি, বিফল হয়েছি।'

'আপনাকে অর্থব্যয় করতে হবে। সেগুলো কিনতে হবে।'

'সে বেচবে না।'

'তাহলে চুরি করতে হবে।'

'পাঁচবাব চেষ্টা করা হয়েছে। আমার টাকা খেয়ে দু'বার চোরেরা সে বাড়ি তচ্‌নচ্‌ করেছে। একবাব তার ভ্রমণের সময় মালপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। দু'বার পথেব মাঝখানে অতর্কিতে তাকে আক্রমণও করা হয়েছিল। কিন্তু কোন ফল হয় নি।'

'কোন হদিস পাওয়া যায় নি?'

'একেবারেই না।'

হোমস হেসে উঠল। বলল, 'বেশ মজার ব্যাপার দেখছি।'

তিরস্কারের সুরে রাজা বললেন, 'কিন্তু আমার পক্ষে খুবই গুরুতর।'

'তা ঠিক। আচ্ছা, ফটোগ্রাফটি দিয়ে সে কি করতে চায়?'

'আমাকে শেষ করে ফেলতে চায়।'

'কেমন করে?'

'শীঘ্রই আমার বিয়ে হবে।'

'আমিও তাই শুনেছি।'

'স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া-রাজের দ্বিতীয় কন্যা ক্লোটিল্ডা লোটম্যান ভন সাক্সে-মেনিঞ্জেনের সঙ্গে। তার পরিবারের গোড়ামির কথা আপনি জানেন। সে নিজেও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। আমার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহের ছায়ামাত্র সব

কিছু ভেঙে দেবে।'

'আর আইরিন অ্যাডলার ?'

'ফটোগ্রাফটি তাঁদের পাঠিয়ে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছে। আর তাই সে করবে। আমি জানি, তাই সে করবে। আপনি তাকে জানেন না। তার হৃদয় ইস্পাত-কঠিন।'

'আপনি ঠিক জানেন, ফটো সে এখনও পাঠায় নি ?'

'ঠিক জানি।'

'কিন্তু কেন ?'

'কারণ সে বলেছে এই বিয়ের কথা যেদিন প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে সেই-দিন সে ওটা পাঠাবে। আগামী সোমবার হচ্ছে সেই দিন।'

একটা হাত তুলেই হোমস বলল, 'ওঃ, তাহলে আমাদের হাতে এখনও তিনটে দিন আছে। ভালই হয়েছে কারণ বর্তমানে আমার হাতেও দু' একটা জরুরি কাজ আছে। ইওর ম্যাজেস্টি আপাতত লণ্ডনেই আছেন তো ?'

'নিশ্চয়। আমাকে কাউণ্ট ভন ক্র্যাম ল্যাংহামে পাবেন।'

'আমাদের কাজ কতদূর এগোয় আপনাকে একছত্র লিখে জানিয়ে দেব।'

'দয়া করে তাই দেবেন। খুব উৎকণ্ঠায় থাকব।'

'আচ্ছা, টাকার ব্যাপারটা ?'

'আপনি যা চাইবেন ?'

'নিঃসর্ত ?'

'আপনাকে বলছি, ওই ফটোগ্রাফের জন্য আমার রাজ্যের একটা অংশও আপনাকে দিতে আমি প্রস্তুত।'

'আর - আপাততঃ খরচ-খরচার জন্য ?'

ক্লোকের নীচ থেকে শ্যাময়-চর্মের একটা ভারি থলে বের করে তিনি টেবিলের উপর রাখলেন। বললেন, 'এতে তিনশ' পাউণ্ডের স্বর্ণমুদ্রা এবং সাতশ' পাউণ্ডের নোট আছে।'

হোমস নোট-বুকের পাতায় লিখে একটা রসিদ তাঁর হাতে দিল। প্রশ্ন করল, 'মাদময়জেলের ঠিকানাটা ?'

'ব্রায়োনি লজ, সার্পেণ্টাইন অ্যাভেনিউ, সেণ্ট জন্স উড।'

সেটা টুকে নিয়ে হোমস বলল, 'আর একটি প্রশ্ন। ফটোগ্রাফটা কি কেবিনেট সাইজের ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ইওর ম্যাজেস্টি, শুভরাত্রি। আশাকরি শীঘ্রই আপনাকে কিছু শুভ সংবাদ জানাতে পারব।'

রাস্তায় রাজকীয় ব্রুহাম গাড়ির চাকার শব্দ মিলিয়ে গেলে আবার বলল,

'শুভরাত্রি ওয়াটসন। আগামীকাল বিকেল তিনটের সময় যদি একবার আস, এবিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে পারি।'

২

ঠিক তিনটেয় আমি বেকার স্ট্রীটে হাজির হলাম। কিন্তু হোমস তখনও ফেরে নি। গৃহকর্ত্রী জানালেন, সকাল আটটার একটু পরেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ওর ফিরতে যতই দেরী হোক শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েই আমি আগুনের পাশে গিয়ে বসলাম। ব্যাপারটার প্রতি ইতি-মধ্যেই আমার বেশ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। যদিও যে দুটি অপরাধের বিষয় আমি অন্যত্র লিপিবদ্ধ করেছি তার ভয়াবহতা ও বিস্ময়ের কোনটাই এক্ষেত্রে নেই, তথাপি এই কেসের প্রকৃতি এবং ওর মক্কেলের উচ্চ পদমর্যাদা একে একটা বিশেষ চরিত্র দান করেছে। আসলে যে অনুসন্ধানকার্য সে সম্প্রতি হাতে নিয়েছে তার কথা ছেড়ে দিলেও, যেকোন পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনবার এমন একটা দক্ষতা ও তীক্ষ্ণ সন্ধানী বিচার-শক্তি ওর আছে যার ফলে ওর কর্মপদ্ধতির আলোচনা করতে এবং যেসব দ্রুত সূক্ষ্ম পথে সে অত্যন্ত জটিল রহস্যেরও গ্রন্থি মোচন করে থাকে তাকে অনুসরণ করতে আমি খুবই আনন্দ পেয়ে থাকি। ফলে ওর অনিবার্য সাফল্য সম্পর্কে আমি এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে পরাজয়ের সম্ভাবনা পর্যন্ত আমার মাথায় ঢুকবার পথ পায় না।

চারটের কাছাকাছি সময়ে দরজাটা খুলল। একটা মাতাল-মত ঘোড়ার সহিস ঘরে ঢুকল। মোটা গোঁফ, লালচে মুখ আর ময়লা বিবর্ণ পোশাক। বন্ধু-বরের নানারকম বিস্ময়কর ছদ্মবেশ ধারণের কথা জানা থাকলেও বার বার তিনবার ভাল করে নিরীক্ষণ করে তবে আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে এ-লোক সেই বটে। একবার মাথা নেড়েই সে শোবার ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে বেরিয়ে এল টুইড-স্যুট শোভিত সম্ভ্রান্ত চেহারা নিয়ে। পকেটের মধ্যে দুই হাত পুরে আগুনের সামনে দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে কয়েক মিনিট ধরে সে মনের সুখে হাসতে লাগল।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, সত্যি!' বলেই চুপ করল। আবার হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে অসহায়ভাবে চেয়ারে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

'ব্যাপার কি?'

'ভারী মজার ব্যাপার। সারা সকাল কোথায় ছিলাম, কি করলাম তুমি ভাবতেই পারবে না।'

'কল্পনাও করতে পারছি না। মনে হয়, তুমি মিস আইরিন অ্যাডলারের গতিবিধির উপর, এবং হয় তো তার বাড়ির উপরেও নজর রেখেছিলে।'

'ঠিক তাই ; কিন্তু পরিণতি হয়েছে কিছুটা অপ্রত্যাশিত। সবই বলছি। একটা বেকার সহিস সেজে সকাল আটটার একটু পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। আস্তাবলের মানুষদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব থাকে। তাদের একজন হয়ে যাও, অমনি যা কিছু জানবার আছে সব জানতে পারবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই 'ব্রায়নি লজ' খুঁজে পেলাম। ছোট দোতলা বাড়ি ; একেবারে রাস্তা থেকে উঠেছে। পিছনে বাগান। দরজায় মোটা তালা। ডান দিকে সুসজ্জিত বড় বসবার ঘর, প্রায় মেঝে পর্যন্ত লম্বা জানালা। তাতে এমন সিটকিনি যা একটা ছোট ছেলেও খুলতে পারে। পিছন দিকে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। তবে গাড়ি-ঘরের ছাদ থেকে প্যাসেজের জানালায় পৌঁছনো যায়। ঘুরে ঘুরে সবদিক থেকে বাড়িটাকে দেখলাম, কিন্তু উল্লেখযোগ্য আর কিছুই পেলাম না।

'রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম এবং যেমনটি আশা করেছিলাম বাগানের পিছনের গলিতে একটা আস্তাবল পেয়ে গেলাম। সহিসদের সঙ্গে মিশে তাদের ঘোড়ার গা ডলাই-মলাই করে দিলাম, বিনিময়ে পেলাম দুটো পেনি, এক গ্লাস কড়া চা, দুই চুরুট তামাক এবং মিস অ্যাডলার সম্পর্কে যত চাই তত খবর। এছাড়া আশেপাশের আরও আধ ডজন মানুষের জীবনীও আমাকে বাধ্য হয়ে শুনতে হয়েছিল।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'আইরিন অ্যাডলারের কথা কি জেনেছ?'

আরে, সে তো ও অঞ্চলের সব পুরুষের মুণ্ড ঘুরিয়ে দিয়েছে। সার্পেন্টাইন আস্তাবলের প্রতিটি মানুষের মুখে একই কথা—এ গৃহের সে সবচেয়ে মিষ্টি মেয়ে। চুপচাপ থাকে, কনসার্টে গান গায়, প্রতিদিন পাঁচটায় গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়, ঠিক সাতটায় ফেরে: গানের দরকার ছাড়া অন্য কোন সময় কদাচিৎ বাইরে যায়। একটিমাত্র পুরুষ তার কাছে আসে। লোকটি সুপুরুষ এবং উদ্যোগী। দিনে একবার আসবেই, কখনও দু'বারও আসে। তার নাম মিঃ গডফ্রে নর্টন, 'ইনার টেম্পল'-এর লোক। কোচম্যানদের বিশ্বাসভাজন হতে পারার কত সুবিধা দেখ। সার্পেন্টাইন আস্তাবল থেকে তারা তাকে অনেকবার গাড়িতে করে নিয়ে গেছে। সুতরাং তার সম্পর্কে সব কিছুই জানে। তাদের সব কথা শোনবার পর আমি আবার ব্রায়নি লজ-এর সামনে বেড়াতে বেড়াতে ভাবতে লাগলাম, কেমন করে অভিযান শুরু করা যায়।

'এই গডফ্রে নর্টন একজন গণ্যমান্য লোক। আইনব্যবসায়ী। সেখানেই তো বিপদ। তাদের মধ্যে কি সম্পর্ক? এত ঘন ঘন সে আসেই বা কেন? এই নারী কি তার মক্কেল, না বান্ধবী, না, ঘরণী? মক্কেল হলে নিশ্চয় ফটো-

গ্রাফখানা তার কাছেই পাচার করে দিয়েছে। বান্ধবী হলে সে সম্ভাবনা কম। এই প্রশ্নের উপরেই নির্ভর করছে—আমি ব্রায়নি লজ-এই কাজ চালিয়ে যাব, না 'টেম্পল'-এ ভদ্রলোকের চেম্বারের প্রতি নজর দেব। আমার আশংকা হচ্ছে এই সব বিস্তারিত বিবরণ তোমার কাছে একঘেয়ে লাগছে, কিন্তু আসল পরিস্থিতিটা বুঝতে হলে আমার এই সব ছোটখাট অসুবিধার কথা তোমাকে তো জানতেই হবে।'

জবাব দিলাম, 'আমি মন দিয়েই তোমার কথা শুনছি।'

'মনে মনে এই নিয়ে টানা-পোড়েন করছি এমন সময় একখানা ছ্যাকড়া গাড়ি এসে 'ব্রায়নি লজ'-এর সামনে দাঁড়াল। এক ভদ্রলোক লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল। লোকটি খুবই সুপুরুষ, উন্নতনাসা, মুখে গোঁফ। সম্ভবত এর কথাই আমি শুনেছিলাম। তার খুবই তাড়া ছিল। চীৎকার করে কোচম্যানকে অপেক্ষা করতে বলে খোলা দরজা দিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে গেল। মনে হল, এ বাড়িতে সবই তার চেনা।

'প্রায় আধ ঘণ্টা সময় সে বাড়ির ভিতরে ছিল। বসবার ঘরের জানালা দিয়ে আমি মাঝে মাঝে তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম—ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে, উত্তেজিতভাবে কথা বলছে, হাত নাড়ছে। অবশ্য আইরিনকে একবারও দেখতে পেলাম না। লোকটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তখন আরও উত্তেজিত। গাড়িতে উঠে পকেট থেকে একটা সোনার ঘড়ি বের করে ভাল করে দেখল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, "ভূতের মত চালাও। প্রথমে যাবে রিজেন্ট স্ট্রীটে 'গ্রস এ্যাণ্ড হ্যাংকি'-র দোকানে, তারপর এজোয়ার রোডে সেণ্ট মোনিকো গীর্জায়। যদি বিশ মিনিটে পৌছে দিতে পার তবে আরও আধগিনি পাবে।"

'ওরা চলে গেল। আমি ভাবছি, পিছু নেব কি না, এমন সময় গলি থেকে বেরিয়ে এল একখানি সুন্দর ছোট ল্যাণ্ডো। কোচম্যানের কোটের অর্ধেক বোতাম তখনও লাগানো হয় নি, টাই বাঁধা হয় নি, ঘোড়ার জিন কসা হয় নি। ল্যাণ্ডো এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই দরজা খুলে শা করে ছুটে এসে সে গাড়িতে চাপল। মুহূর্তের জন্য তাকে দেখলাম। সত্যি সে সুন্দরী—এমন মুখের জন্য যেকোন পুরুষ মরতে পারে।

'সে চীৎকার করে বলল, "জন, সেণ্ট মোনিকো গীর্জা। বিশ মিনিটে যদি পৌছতে পার আধ 'সভারিন' পাবে।"

'বুঝতেই পারছ ওয়াটসন, এ সুযোগ ছাড়া যায় না। শুধু ভাবছি ওর পিছন পিছন দৌড় লাগাব, না ঐ ল্যাণ্ডোর পিছনে চেপে বসব, এমন সময় রাস্তা ধরে একখানা ভাড়াটে গাড়ি এল। আমার নোংরা চেহারা দেখে গাড়োয়ান বার দুই আমার দিকে তাকাল। কিন্তু সে কোনরকম আপত্তি জানাবার আগেই আমি একলাফে গাড়িতে চড়ে বসলাম। বললাম, "সেণ্ট মোনিকো গীর্জা।

বিশ মিনিটে পৌঁছতে পারলে আধ 'সভারিন' পাবে।" তখন বারোটা বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকি। হাওয়া যে কোন্ দিকে বইছে ততক্ষণে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'আমার গাড়ি জোর ছুটল। এর চাইতে দ্রুততর গতিতে আর কখনও গাড়ি চালিয়েছি বলে মনে করি না। কিন্তু অন্যরা আমার আগেই পৌঁছে গেছে। আমি পৌঁছে দেখি, ছ্যাকরা গাড়ি আর ল্যাণ্ডো দুই-ই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ঘোড়াগুলো হাঁপাচ্ছে। ভাড়া মিটিয়ে গীর্জায় ঢুকে পড়লাম। যে দুজনের পিছু নিয়ে আমি এসেছি তারা ছাড়া আর জন-প্রাণী সেখানে নেই। শুধু সাদা জোব্বা পরা একজন ধর্মযাজক তাদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করছেন। তারা তিনজন সার বেঁধে বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি একপাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ তিনজনই আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল এবং গডফ্রে নর্টন তীরবেগে আমার কাছে ছুটে এল।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!" সে চীৎকার করে উঠল, "তোমাকে দিয়েই কাজ চলবে। চলে এস। চলে এস।"

"ব্যাপার কি?" আমি শুধালাম।

"এস বাবা, এস। মাত্র তিন মিনিট। নইলে আইনতঃ সিদ্ধ হবে না।"

'আমাকে প্রায় টানতে টানতে বেদীর কাছে নিয়ে গেল, এবং আমি কোথায় এসেছি জানবার আগেই বুঝতে পারলাম, আমার কানে কানে যে কথাগুলি বলা হচ্ছে সেইগুলিই আমি উচ্চারণ করে যাচ্ছি এবং যে বিষয়ে কিছুই জানি না তারই সাক্ষ্য দিচ্ছি। মোট কথা, কনে আইরিন অ্যাডলার এবং বর গডফ্রে নর্টনের বিবাহবন্ধনকে দৃঢ় করবার কাজে সাধ্যমত সহায়তা করছি। দেখতে দেখতে সবকিছু হয়ে গেল। একপাশে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে, অন্য দিকে দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলা, আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে ধর্মযাজক। এমন একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমি জীবনে আর কখনও পড়িনি, আর সেই কথা ভেবেই আমি এতক্ষণ হাসছিলাম। মনে হয়, ওদের বিয়ের লাইসেন্সের ব্যাপারে কোনরকম লৌকিকতার অভাব ছিল; তাই একজন সাক্ষী ছাড়া ধর্মযাজক ওদের বিয়ে দিতে রাজী হচ্ছিলেন না। সেই সময়ে আমার আবির্ভাবের ফলে বরকে আর সাক্ষী জোগাড় করতে রাস্তায় ছুটতে হল না। কনে আমাকে একটা 'সভারিন' উপহার দিয়েছে। ভাবছি, এই ঘটনাকে স্মৃতি হিসাবে এটিকে আমার ঘড়ির চেনের সঙ্গে পরব।'

আমি বললাম, 'ঘটনা-স্রোত খুবই অপ্রত্যাশিত মোড় নিয়েছে দেখছি। কিন্তু তারপর কি?'

'তারপর আর কি? আমার প্ল্যানটাই ভীষণভাবে ধাক্কা খেল। ভেবেছিলাম নবদম্পতি অবিলম্বেই কোথাও চলে যাবে, আর তাই আমাকেও এখনই

যা হোক একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু গীর্জার দরজা থেকেই তারা আলাদা হয়ে গেল, বর গেল 'টেম্পল'-এ আর কনে তার নিজের বাড়ি। যাবার সময় বলল, "যথারীতি পাঁচটার সময় পার্কে হাজির হবে।" আর কিছু শুনতে পেলাম না। ছ'জন ছ'দিকে চলে গেল, আমি চলে এলাম আমার ব্যবস্থা করতে।'

'কি ব্যবস্থা?'

ঘণ্টাটা বাজিয়ে সে জবাব দিল, 'কিছু ঠাণ্ডা গো-মাংস আর এক গ্লাস বীয়ার। এত ব্যস্ত ছিলাম যে খাবার কথা ভাবতেই পারি নি। আজ সন্ধ্যার পরে হয় তো আরও ব্যস্ত থাকব। ভাল কথা ডাক্তার, তোমার সহযোগিতা কিন্তু আমার চাই।'

'আমি খুবই আনন্দিত হব।'

'আইন অমান্য করতে আপত্তি নেই তো?'

'মোটেই না।'

'গ্রেপ্তার হতেও না?'

'ভাল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হলে নিশ্চয় না।'

'ওঃ, উদ্দেশ্য মহৎ।'

'তাহলে আমি আছি তোমাদের দলে।'

'আমি নিশ্চিত জানতাম তোমার উপর নির্ভর করা চলে।'

'কিন্তু তোমার ইচ্ছাটা কি?'

'মিসেস টার্নার যখন খাবার ট্রে নিয়ে এসেছে, তখন সব কিছুই খুলে বলব। গৃহকর্ত্রী যে সাধারণ খাবার দিয়ে গেল সেদিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলতে লাগল, 'হাতে বেশী সময় নেই, তাই খেতে খেতেই বলছি। এখন প্রায় পাঁচটা বাজে। আর ছ'ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের কর্মস্থলে হাজির হতে হবে। মিস আইরিন, মানে ম্যাডাম বেড়িয়ে ফিরবে সাতটায়। তার সঙ্গে 'ব্রায়নি লজ'-এ আমাদের দেখা করতে হবে।'

'তারপর?'

'সেটা আমার উপরেই ছেড়ে দাও। সব ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি। শুধু একটা বিষয়ের উপর আমি জোর দিতে চাই। যাই ঘটুক না কেন, তুমি বাধা দেবে না। বুঝেছ?'

'আমি কি নিরপেক্ষ থাকব?'

'কিছুই করবে না। কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে। তাতে যোগ দিও না। ফলে আমাকে ঘরের ভিতরে চালান দেওয়া হবে। চার-পাঁচ মিনিট পরে বসবার ঘরের জানালাটা খুলে যাবে। তুমি সেই খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়াবে।'

'ঠিক আছে।'

'আমার দিকে চোখ রাখবে, কারণ আমাকে তুমি ঠিক দেখতে পাবে।'

'ঠিক আছে।'

'তারপর যখন আমি হাত তুলব—বুঝলে—তখন আমি তোমাকে যে জিনিসটা ছুঁড়তে দেব সেইটে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আগুন আগুন বলে চেঁচিয়ে উঠবে। বুঝতে পারছ?'

'খুব।'

পকেট থেকে লম্বা সিগারের মত দেখতে একটা গোলাকার বস্তু বের করে সে বলল, 'এ জিনিসটা ভয়ংকর কিছু নয়। এটা একটা সাধারণ স্মোক-রকেট, দু' দিকেই একটা করে ক্যাপ লাগানো যাতে নিজে থেকেই জ্বলে উঠতে পারে। তোমার কাজ ঐ পর্যন্ত। তুমি যখন আগুন--আগুন বলে চীৎকার করবে তখন আরও অনেকে তাতে যোগ দেবে। তুমি তখন রাস্তাটার শেষ প্রান্তে চলে যাবে, আর দশ মিনিটের মধ্যে আমি তোমার সঙ্গে যোগ দেব। আশা করি আমার কথাগুলো তুমি বুঝেছ?'

'আমি নিরপেক্ষ থাকব, জানালার কাছে যাব, তোমার দিকে নজর রাখব এবং সংকেত পেলেই এটা ছুঁড়ে দেব। তারপর আগুন আগুন—বলে চেঁচিয়ে উঠে রাস্তার কোণে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

'ঠিক বলেছ।'

'তাহলে তুমি আমার উপর পুরোপুরিই নির্ভর করতে পার।'

'চমৎকার। এবার নতুন যে ভূমিকায় আমাকে অভিনয় করতে হবে তার জন্য তৈরি হবার সময় হয়ে গেছে। আমি আসছি।'

সে শোবার ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এল একজন ভদ্র সরল-প্রাণ ধর্মযাজকের বেশে। তার কালো হ্যাট, ঢোলা ট্রাউজার, সাদা টাই, সহানুভূতি-ভরা হাসি, চোখের দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ উদার কৌতূহল—সব মিলিয়ে এমন মেক-আপ একমাত্র মিঃ জন হেয়ার ছাড়া আর কেউ নিতে পারে না। হোমস যে শুধু তার পোশাক-পরিচ্ছদ পাল্টায় তাই নয়, প্রতিটি নতুন ভূমিকার জন্য সে আচার আচরণ, এমন কি তার আত্মাকে পর্যন্ত পালটে ফেলে। সে যখন অপরাধ-বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠল তখন বিজ্ঞান যেমন হারাল একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান লোককে, তেমনি রঙ্গমঞ্চ হারালো একজন সফল অভিনেতাকে।

সোয়া ছ'টায় আমরা বেকার স্ট্রীট থেকে বেরোলাম এবং আরও পঞ্চাশ মিনিট পরে হাজির হলাম সার্পেন্টাইন অ্যাভেনিউতে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পথের আলোগুলি একে একে জ্বলে উঠছে। গৃহকর্ত্রীর আগমনের প্রতীক্ষায় আমরা 'ব্রায়নি লজ'এর সামনের পথে পায়চারি করে চলেছি। শার্লক

হোমসের নিখুঁত বর্ণনা থেকে যেরকম ধারণা করেছিলাম বাড়িটা ঠিক সেই রকম। তবে ঐ অঞ্চলটাকে আমি যতটা নির্জন হবে বলে মনে করেছিলাম ঠিক তা নয়। বরং একটা শান্ত পরিবেশের ছোট রাস্তা হিসাবে একটু বেশী প্রাণ-চঞ্চল। এক কোণে একদল নোংরা পোশাক-পরা লোক ধূমপান আর হাসাহাসি করছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে চাকা-কাঁধে একটা ছুরি-কাঁচি-শানদার। একটি নার্স-গার্লের সঙ্গে চলাচলি করছে দু'জন পাহারাওলা। কয়েকটি সুবেশ যুবক মুখে সিগার ঝুলিয়ে ঘোরাঘুরি করছে।

হাঁটতে হাঁটতেই হোমস মন্তব্য করল, 'দেখ, এই বিয়ে ব্যাপারটাকে বেশ খানিকটা সহজ করে দিয়েছে। ফটোগ্রাফখানা এখন দু-মুখো ছুরির কাজ করবে। আমাদের মক্কেল যেমন চান না যে ওখানা তাঁর রাজকুমারীর চোখে পড়ুক, তেমনি ঐ নারীও চাইবে না যে মিঃ গডফ্রে নর্টন ওখানা দেখুক। এখন প্রশ্ন হল — ফেটোগ্রাফখানা আছে কোথায় ?'

'কোথায় থাকতে পারে ?'

'ফটোখানা সঙ্গে নিয়ে সে ঘুরে বেড়াবে সে সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ ওটা কেবিনেট সাইজের এবং একটি স্ত্রীলোকের পোশাকের মধ্যে সহজে লুকিয়ে রাখবার পক্ষে বেশ বড। সে জানে, রাজামশাই পথের মাঝখানে তাকে আটক করে খোঁজাখুঁজি করতে পারেন। সেরকম দুটো চেষ্টা ইতি-মধ্যেই হয়ে গেছে। কাজেই ধরে নেওয়া যায়, সে ফটোখানা সঙ্গে নিয়ে ঘোরে না।'

'তাহলে কোথায় রেখেছে ?'

'তার ব্যাংকার বা উকিলের কাছে। দুটোই সম্ভব। কিন্তু আমি মনে করি, এর কোনটাই ঠিক নয়। মেয়েরা স্বভাবতই ঢাকাঢাকি ভালবাসে এবং সেকাজটা নিজেরাই করতে চায়। অন্য কারও হাতে ওখানা তুলে দেবে কেন ? তাছাড়া, মনে রাখতে হবে যে দু'চারদিনের মধ্যে ফটোখানাকে কাজে লাগাবার ইচ্ছা তার মনে রয়েছে। কাজেই ওখানাকে সে নিশ্চয়ই হাতের কাছেই রেখেছে। ওটা তার নিজের ঘরেই থাকতে বাধ্য।'

'কিন্তু বাড়িতে দু'বার চোর ঢুকেছে।'

'শ্-শ্। খুঁজতেই শেখে নি।'

'তুমি কেমন করে খুঁজবে ?'

'আমি খুঁজবই না।'

'তাহলে ?'

'সেই আমাকে দেখিয়ে দেবে।'

'সে কিছুতেই রাজি হবে না।'

'তাকে রাজী হতেই হবে। কিন্তু—চাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এটা

তারই গাড়ি। আমার নির্দেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করো।'

বলতে বলতেই রাস্তার মোড় ঘুরে একটা গাড়ির সাইডলাইটের আলো ছড়িয়ে পড়ল। ছোট সুন্দর ল্যাণ্ডোখানি 'ব্রায়নি লজ'-এর সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার কোণ থেকে একটা লোক বকশিসের লোভে ছুটে এল গাড়ির দরজা খুলে দিতে। পরমুহূর্তে ঐ একই আশায় আর একটি লোক ছুটে এসে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। দুজনের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। তাতে যোগ দিল দু'জন পাহারাওলা আর ছুরি কাঁচি-শানদার লোকটাও। শুরু হয়ে গেল ঘুষোঘুষি। মুহূর্তের মধ্যে গাড়ি থেকে নামবার মুখে আরোহিণী পড়ে গেল সেই জটলার মধ্যে। চারদিকের-কিল-চড়-ঘুষির মধ্যে সে দিশেহারা। হোমস ছুটে গেল সেই জটলার মধ্যে মহিলাকে উদ্ধার করতে। কিন্তু সেখানে পৌঁছামাত্রই সে চীৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। তার সারা মুখ তখন রক্তে মাখামাখি। তাই না দেখে পাহারাওলারা দিল একদিকে ছুট, বাকিরা দিল আর একদিকে ছুট। যে ক'জন ভদ্রবেশী যুবক এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল এবার তারা এগিয়ে গেল মহিলাকে সাহায্য করতে আর আহত লোকটির সেবা করতে। ততক্ষণে আইরিন অ্যাডলার—ঐ নামেই আমি তাকে ডাকব—দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে। একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। হলের উজ্জ্বল আলোর পশ্চাৎ-পটে তাকে তখন চমৎকার দেখাচ্ছে।

'বেচারি ভদ্রলোক কি বেশী আঘাত পেয়েছেন ?' সে প্রশ্ন করল।

'ও মরে গেছে,' কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল।

'না, না, এখনও বেঁচে আছে,' আর একজন চীৎকার করে বলল। 'কিন্তু হাসপাতালে নেবার আগেই ও মরে যাবে।'

একজন স্ত্রীলোক বলল, 'মানুষটার খুব সাহস। উনি না থাকলে ওরা ভদ্রমহিলার টাকার থলি আর ঘড়িটা ঠিক হাতিয়ে নিত। দল বেঁধে ওরা এসেছিল। ওরা গুণ্ডা। আঃ! এই তো নিঃশ্বাস পড়ছে।'

'লোকটা তো রাস্তায় পড়ে থাকতে পারে না। ওকে কি ভিতরে নিয়ে যাব ম্যা'ম ?'

'নিশ্চয়। ওকে বসবার ঘরে নিয়ে আসুন। সেখানে একটা আরামদায়ক সোফা আছে। এইদিক দিয়ে আসুন।'

জানালার নীচে দাঁড়িয়ে আমি সবই দেখতে লাগলাম। ধরাধরি করে তাকে 'ব্রায়নি লজ'-এর বড় ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। ঘরে আলো জ্বলছে। জানালার পর্দাও সরানো। কাজেই কোচের উপর শায়িত হোমসকে আমি বেশ ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছিলাম। সেই মুহূর্তে নিজের অভিনয়ের

জন্য তার মনে কোনরকম অনুশোচনা জেগেছিল কি না আমি জানি না, কিন্তু যখন দেখলাম কী মাধুর্য ও করুণার সঙ্গে সেই সুন্দরী আহতের সেবা করছে আর আমরা করছি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, তখন যে গভীর লজ্জা আমি অনুভব করেছিলাম তেমনটি জীবনে আর কখনও করি নি। অথচ যে ভূমিকায় অভিনয়ের ভার হোমস আমাকে দিয়েছে তার থেকে এখন সরে দাঁড়ানোও যে তার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। অতএব মনকে শক্ত করে আলস্টারের নীচ থেকে 'স্মোক-রকেট'টা বের করলাম। ভাবলাম, আর যাই করি আমরা তার তো কোন ক্ষতি করছি না। শুধু অপরের ক্ষতি করা থেকে তাকে নিবৃত্ত করছি।

হোমস তখন কোচের উপর উঠে বসেছে। আমি দেখলাম, সে এমন ইঙ্গিত করছে যেন তার আরও বাতাস চাই। একটি পরিচারিকা ছুটে এসে জানালাটা খুলে দিল। আরও দেখলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে সে হাত তুলল। ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র আমি হাতের রকেটটা ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েই চীৎকার করে উঠলাম—'আগুন।' আমার মুখ থেকে শব্দটা খসতে না খসতেই সমবেত সর্বজন—ভদ্র, অভদ্র, সহিস, পরিচারিকা—সকলেই একযোগে চেঁচাতে শুরু করল—আগুন! আগুন! পুঞ্জ পুঞ্জ কালো ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকছে, আর খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। দেখলাম, ভিতরে সকলেই ছোটাছুটি করছে। মুহূর্ত পরে হোমসের কণ্ঠস্বর কানে এল। সে বলছে, এটা কিছু নয়, একটা ভুয়া বিপদ সংকেত মাত্র। জটলার ভিতর দিয়ে গলে আমি রাস্তার কোণে গিয়ে হাজির হলাম এবং দশ মিনিটের মধ্যেই বন্ধুবর এসে আমার হাত চেপে ধরল। কয়েক মিনিট নীরবে দ্রুত পায়ে হেঁটে আমরা হৈ-হট্টগোল থেকে দূরে একটা নির্জন রাস্তায় এসে পড়লাম। রাস্তাটা গেছে এজোয়ার রোডের দিকে।

'ডাক্তার, তুমি একেবারে কামাল করে দিয়েছ', সে মন্তব্য করল। 'এর চেয়ে ভাল আর কিছু করা যেত না। সব কাজ ঠিক ঠিক মতই হয়েছে।'

'ফটোগ্রাফ পেয়েছ?'

'কোথায় আছে সেটা জানতে পেরেছি।'

'কেমন করে খোঁজ পেলে?'

'সেই দেখিয়ে দিয়েছে। তোমাকে তো বলেইছিলাম, সেই দেখিয়ে দেবে।'

'আমি কিন্তু যে আঁধারে সেই আঁধারেই রয়ে গেলাম।'

সে হেসে বলল, 'রহস্য সৃষ্টি করতে আমি চাই না। ব্যাপারটা খুবই সরল। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ রাস্তায় যারা যারা ছিল সকলেই আমাদের লোক। এই সন্ধ্যার জন্যই তাদের কাজে লাগানো হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, তা আমারও মনে হয়েছিল।'

'তারপর যখন গোলমাল পাকিয়ে উঠল, কিছুটা গোলানো লাল রং হাতের মুঠোয় নিয়ে আমি ছুটে গিয়ে তার মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, মাটিতে পড়ে গেলাম, হাতটা মুখে ঘসে দিলাম এবং নিজেকে একটি করুণার পাত্রে পরিণত করে তুললাম। এটা খুবই পুরনো চাল।'

'সেটাও অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম।'

'সবাই আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। আমাকে ভিতরে নিতে সে বাধ্য। তাছাড়া উপায় কি? নিয়ে গেল বসবার ঘরে। আগাগোড়াই ঐ ঘরটার উপরে আমার সন্দেহ ছিল। ঐ ঘর অথবা শোবার ঘর—এই দুটোর যেকোন একটা ঘরে নিশ্চয় বস্তুটি আছে। কিন্তু কোন্ ঘরে? যাহোক, ওরা আমাকে কোচে শুইয়ে দিল, আমি আরও বাতাস চাইলাম, ওরা জানালা খুলতে বাধ্য হল, আর তুমিও মওকা পেয়ে গেলে।'

'তাতে তোমার কি সুবিধা হল?'

'আরে, সেইটেই তো আসল কথা। কোন স্ত্রীলোক যখন বোঝে যে তার ঘরে আগুন লেগেছে, তখন স্বভাবতই তার কাছে সবচাইতে মূল্যবান বস্তুটির কাছেই সে সর্বাগ্রে ছুটে যাবে। এটা তার প্রবৃত্তিগত ব্যাপার এবং একাধিক ক্ষেত্রে আমি এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছি। 'ডালিংটন সাবস্টিটিউশন স্ক্যাণ্ডাল'-কেসে এটা আমার কাজে লেগেছিল। 'আর্নসওয়র্থ ক্যাসল্‌-এর বেলাতেও তাই। বিবাহিতা স্ত্রীলোক-মাত্রই সর্বাগ্রে বুকে জড়িয়ে ধরে তার বাচ্চাকে—আর অবিবাহিতা হলে ছোট গয়নার বাক্সের খোঁজে। আমি স্পষ্ট ধরে নিয়েছিলাম, এক্ষেত্রে যে বস্তুটি আমরা খুঁজছি আপাততঃ এ বাড়িতে তার চাইতে মূল্যবান জিনিস ঐ নারীর কাছে আর কিছুই নেই। সে নিশ্চয়ই ওটাকে হস্তগত করতেই ছুটে যাবে। আগুনের বিপদ-সংকেতটা সুন্দরভাবে দেওয়া হয়েছিল। যা ধোঁয়া বেরুচ্ছিল আর যে পরিমাণ হৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে গেলো, তাতে যেকোন ইস্পাতকঠিন স্নায়ুও নড়বড়ে হতে বাধ্য। হলোও তাই। সে ঠিক ঠিক সাড়া দিল। ফটোগ্রাফখানা রাখা ছিল কলিং বেলের ঠিক উপরে একটা ঠেলা-ঢাকনির পিছনের খোপের মধ্যে। মুহূর্তের মধ্যে সে হাজির হল সেখানে। টেনে অর্ধেকটা বের করতেই ফটোটা আমার চোখে পড়ল। যখন আমি চেঁচিয়ে বললাম যে এটা ভুয়া বিপদ-সংকেত, তখনই সে ফটোখানা যথাস্থানে রেখে দিয়ে রকেটটার দিকে একবার তাকিয়েই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর আর তাকে দেখি নি। আমি উঠে দাঁড়ালাম, এবং একটা ছুতো করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। একবার ইতস্তত করলাম, ফটোগ্রাফটা তখনি নেবার চেষ্টা করব কি না। কিন্তু তখনি ঘরে ঢুকল কোচম্যানটা। সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল

যে আমি আরও অপেক্ষা করাই নিরাপদ মনে করলাম। বেশী তাড়াহুড়ো করলে সবটাই ভেস্তে যেতে পারে।'

'এখন কি করবে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'আমাদের অনুসন্ধান কার্যত শেষ। কাল রাজামশায়কে সঙ্গে করে ওখানে যাব। ইচ্ছা করলে তুমিও আমাদের সঙ্গী হতে পার। আমাদের নিশ্চয়ই বসবার ঘরে নিয়ে বসানো হবে এবং মহিলার আগমনের প্রতীক্ষায় কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। তারপর সম্ভবত সে যখন ঘরে ঢুকবে তখন আমাদেরও সেখানে পাবে না এবং ফটোগ্রাফখানাও নয়। হিজ ম্যাজেষ্টি নিজের হাতে ফটোখানা উদ্ধার করতে পেরে নিশ্চয়ই খুশি হবেন।'

'তোমরা কখন যাবে?'

'সকাল আটটায়। তখনও সে ঘুম থেকে উঠবে না। কাজেই আমরা অনেকটা সময় পাব। তাছাড়া তাড়াতাড়িই আমাদের কাজটা সেরে ফেলতে হবে। বলা যায় না, বিয়ের পরে তার জীবন-যাত্রার ধারা সম্পূর্ণ পাল্টে যেতে পারে। এখনই রাজামশায়কে একটা তার করে দিতে হবে।'

বেকার স্ট্রীটে পৌঁছে আমরা দরজার সামনে দাঁড়ালাম। হোমস চাবির জন্য পকেটে হাত দিল। এমন সময় পথ দিয়ে যেতে যেতে কে যেন বলে উঠল:

'শুভ রাত্রি, মিস্টার শার্লক হোমস।'

পথে তখন বেশ কয়েকজন লোক ছিল। কিন্তু মনে হল আলস্টার-পরা একটি একহারা যুবকই যেন শুভরাত্রি কামনা করে অতি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্বল্পালোকিত রাজপথের দিকে ভাল করে তাকিয়ে হোমস বলল, 'গলার স্বরটা যেন আগেও শুনেছি। কিন্তু লোকটা কে বুঝতে পারলাম না।'

সে রাতটা বেকার স্ট্রীটেই কাটালাম। সকালে দুজনে কফি আর টোস্টে মনোনিবেশ করেছি এমন সময় বোহেমিয়া-রাজ দ্রুতবেগে ঘরে ঢুকলেন।

শার্লক হোমসের দুই কাঁধ চেপে ধরে উৎসুকভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি চীৎকার করে বললেন, 'আপনি সেটা পেয়ে গেছেন?'

'এখনও পাই নি।'

'পাবার আশা তো আছে?'

'আশা তো করছি।'

'তাহলে চলুন, আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছি না।'

'একটা গাড়ি নিতে হবে।'

কোন দরকার নেই। আমার ক্রহাম দাঁড়িয়ে আছে।'

'তাহলে তো সুবিধাই হল।'

আমরা নীচে পুনরায় 'ব্রায়নি লজ'-এর দিকে যাত্রা করলাম।

হোমস বলল, 'আইরিন অ্যাডলারের বিয়ে হয়ে গেছে।'

'বিয়ে! কবে?'

'গতকাল।'

'কার সঙ্গে?'

'একজন ইংরেজ উকিল, নাম নর্টন।'

'কিন্তু তাকে তো সে ভালবাসে না।'

'ভাল বাসুক, সেই আশাই আমি করি।'

'কেন? সে আশা কর কেন?'

'কারণ তাহলে ইওর ম্যাজেস্টি ভবিষ্যতে সব গোলযোগ থেকে অব্যাহতি পাবেন। মহিলা যদি স্বামীকে ভালবাসে তাহলে আর ইওর ম্যাজেস্টিকে ভালবাসবে না। আর যদি ইওর ম্যাজেস্টিকে ভাল না বাসে তাহলে ইওর ম্যাজেস্টির ব্যাপারে তার নাক গলাতে আসার কোন কারণই থাকবে না।'

'ঠিক কথা। তবু—! আঃ! ও যদি আমার সমান স্তরের মানুষ হত! কী আশ্চর্য রাণীই না সে হতে পারত।' আবেগে তিনি চুপ করলেন। সার্পেণ্টাইন অ্যাভিনিউ পৌঁছবার আগে আর মুখ খুললেন না।

'ব্রায়নি লজ'-এর দরজা খোলাই ছিল। একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক সিঁড়ির উপরে বসে ছিল। আমরা ক্রহাম থেকে নামলাম। স্ত্রীলোকটি বিদ্রূপের দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে লাগল।

'মিঃ শার্লক হোমস কি?' সে প্রশ্ন করল।

জিজ্ঞাসু অথচ সচকিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গী জবাব দিল, 'আমি মিঃ হোমস।'

'ঠিক। আমার কর্ত্রী বললেন আপনি আসতে পারেন। আজ সকাল ৫·১৫-র ট্রেনে তিনি তাঁর স্বামীকে নিয়ে চেয়ারিং ক্রশ থেকে কন্টিনেণ্টের পথে যাত্রা করেছেন।'

'কী!' উদ্বেগে ও বিস্ময়ে দু' পা পিছিয়ে শার্লক হোমস বলে উঠল, 'তুমি বলতে চাও সে ইংলণ্ড থেকে চলে গেছে?'

'আর কোনদিন ফিরবেন না।'

রাজামশায় কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'আর কাগজপত্র? সব গেল?'

'দেখতে হচ্ছে।' ভৃত্যকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে সে দ্রুত ড্রয়িং-রুমে

ঢুকে গেল। পিছন পিছন আমরাও ঢুকলাম। সব আসবাবপত্র ইতস্তত ছড়ানো, তাকগুলো খালি, ড্রয়ার সব খোলা। মনে হয়, যাবার আগে মহিলা সবকিছু তচনচ করে খুঁজেছে। হোমস কলিং বেলের কাছে ছুটে গেল, ঠেলা ঢাকনিটাকে একটানে ভেঙ্গে ফেলল। তারপর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করল একখানা ফটোগ্রাফ আর একখানা চিঠি। ফটোখানা সান্ধ্য পোশাকে সজ্জিতা আইরিন অ্যাডলারের, আর চিঠিখানার উপরে 'শার্লক হোমস এস্কোয়ার। না চাওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবে।' বন্ধুবর খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা খুলল। আমরা তিনজনেই একসঙ্গে পড়তে লাগলাম। চিঠিতে সময় দেওয়া গতরাত্রি, আর তাতে লেখা :

আমার প্রিয় মিঃ শার্লক হোমস,

আপনার অভিনয় খুব ভাল হয়েছিল। আমাকে সম্পূর্ণ বোকা বানিয়ে ছিলেন। আগুনের বিপদ-সংকেতের আগে পর্যন্ত আমার কোন সন্দেহই হয়নি। তারপর যখন বুঝতে পারলাম নিজের কতখানি ক্ষতি করে ফেলেছি, তখন ভাবতে বসলাম। মাস কয়েক আগেই আপনার সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, রাজা যদি কোন এজেন্টকে একাজে লাগান তবে সে লোক নিশ্চয় আপনিই হবেন। আপনার ঠিকানাও আমি পেয়েছিলাম। তথাপি এর পরেও আপনি যা জানতে চেয়েছিলেন আমাকে দিয়ে তাই প্রকাশ করিয়েছিলেন। এমন কি সন্দেহ হবার পরেও এরকম একজন দয়ালু প্রবীণ ধর্মযাজক সম্পর্কে কোন খারাপ কিছু ভাবা আমার পক্ষে কষ্টকর ছিল। কিন্তু, আপনি জানেন, একজন অভিনেত্রীর প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষা আমারও আছে। পুরুষের সাজ আমার কাছে নতুন কিছু নয়।' পুরুষের সাজ নিলে যে সুবিধা পাওয়া যায় তার সুযোগ আমি অনেক সময়ই নিয়ে থাকি। কোচম্যান জনকে আপনার উপর নজর রাখতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে উপরে উঠে গেলাম। আমার বেড়ানোর পোশাকটা পরে নীচে নেমে দেখি আপনি চলে গেছেন।

হ্যাঁ, আপনার দরজা পর্যন্ত আপনাকে অনুসরণ করে নিশ্চিত হলাম যে বিখ্যাত মিঃ শার্লক হোমসের নজর সত্যি আমার উপর পড়েছে। তারপর—কিছুটা হঠকারিতাই বলতে পারেন—আপনাকে শুভ রাত্রি জানিয়ে আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে 'টেম্পল' অভিমুখে যাত্রা করলাম।

আমরা দুজনেই ভেবে দেখলাম, এরূপ একজন দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষ যখন পিছু নিয়েছে তখন পালিয়ে যাওয়াই সঠিক পথ। কাজেই কাল সকালে যখন হাজির হবেন দেখবেন বাসা শূন্য। ফটোগ্রাফের ব্যাপারে আপনার মক্কেলকে নিশ্চিত থাকতে বলবেন। তার চাইতে ভাল একজন লোককেই আমি ভালবাসি, তিনিও আমাকে ভালবাসেন। রাজা তার ইচ্ছামত কাজ করতে

পারেন। যার প্রতি তিনি নিষ্ঠুরভাবে অন্যায় করেছেন তার দিক থেকে কোন বাধাই আসবে না। ওখানা নিজের কাছে রেখেছিলাম শুধু নিজেকে রক্ষা করবার জন্য। ভবিষ্যতে যদি তিনি কিছু করতে চান তার হাত থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখবার অস্ত্র ওটা। একখানা ফটোগ্রাফ রেখে গেলাম, হয়তো তিনি কাছে রাখতে চাইবেন। প্রিয় মিঃ শার্লক হোমস, একান্তভাবে আপনার।

আইরিন নর্টন, ওরফে অ্যাডলার

আমরা তিনজন চিঠি পড়া শেষ করতেই বোহেমিয়া-রাজ চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'কী স্ত্রীলোক—ওঃ, কী স্ত্রীলোক।' আপনাকে বলি নি, কী দ্রুতবুদ্ধি আর স্থিরসংকল্প তার? কত বড় গুণবতী রাণী সে হতে পারত! এটা কি দুঃখের বিষয় নয় যে সে আমার সমমর্যাদাসম্পন্ন নয়?'

হোমস ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, 'আমি মহিলাকে যতটা দেখেছি তাতে তো তাকে ইওর ম্যাজেস্টি থেকে ভিন্ন স্তরের বলেই মনে হয়। আমি দুঃখিত যে ইওর ম্যাজেস্টির কাজটাকে আরও সফল পরিণতিতে নিয়ে যেতে পারলাম না।'

রাজা বললেন, 'আরে মশায়, ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো। এর চাইতে সফল পরিণতি আর কিছু হতে পারে না। আমি জানি তার কথা কখনও মিথ্যা হবে না। ফটোগ্রাফখানা এখন খুবই নিরাপদে রইল। আগুনে পুড়িয়ে ফেললেও এরচাইতে বেশী নিরাপদ হত না।'

'ইওর ম্যাজেস্টির কথা শুনে খুশি হলাম।'

'আপনার কাছে আমি প্রচণ্ডভাবে ঋণী। দয়া করে বলুন, কি করে আপনাকে পুরস্কৃত করতে পারি! এই আংটিটা—আঙুল থেকে মরকত মণির সাপ বসানো আংটিটা খুলে হাতের পাতায় তুলে ধরলেন।

হোমস বলল, 'ইওর ম্যাজেস্টির কাছে এমন কিছু আছে আমার কাছে যার মূল্য এরচাইতেও বেশী।'

'শুধু তার নামটা বলুন।'

এই ফটোগ্রাফ!'

রাজামশায় সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকালেন। চীৎকার করে বললেন, 'আইরিনের ফটোগ্রাফ! আপনি চাইলেই পাবেন।'

'ইওর ম্যাজেস্টিকে ধন্যবাদ। এব্যাপারে তাহলে আর কিছু করণীয় নেই। সসম্মানে আপনাকে জানাই শুভ প্রাতঃকাল।' নীচু হয়ে সে অভিবাদন জানাল। তারপর রাজার প্রসারিত হাতের দিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত না করে আমাকে নিয়ে তার চেম্বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

এইভাবে বোহেমিয়া-রাজ একটা বড় রকমের কেলেংকারি থেকে অব্যাহতি পেল এবং একটি নারীর বুদ্ধির কাছে মিঃ শার্লক হোমসের পরিকল্পনাও পরাজয়

স্বীকার করল। আগে নারীর বুদ্ধিমত্তা নিয়ে সে হাসি-তামাশা করত। কিন্তু ইদানীং আর সেরকম করতে শুনি নি। এবং যখনই সে আইরিন অ্যাডলারের কথা বলে, অথবা তার ফটোগ্রাফের উল্লেখ করে, সব সময়েই সসম্মানে বলে—সেই নারী।
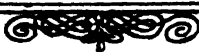
পরিচয়-রহস্য

A Case of Identify

শার্লক হোমসের বেকার স্ট্রীটের বাসায় আমরা দুজন অগ্নিকুণ্ডের দুই পাশে বসেছিলাম। সে বলে উঠল, 'দেখ ভাই, মানুষের মনের কল্পনা যত দূরেই থাক না কেন জীবন তার চাইতে অনন্তগুণ বিস্ময়কর। জীবনের অতি সাধারণ ঘটনাও অনেক সময় কল্পনাকে হার মানায়। হাত ধরাধরি করে জানালা দিয়ে উড়ে গিয়ে এই বিরাট মহানগরীর উপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির ছাদগুলোকে আস্তে সরিয়ে ফেলে যদি তার ভিতরকার অদ্ভুত ঘটনাগুলোর উপর দৃষ্টি ফেলতে পারি, তাহলে যেসব আশ্চর্য ঘটনার মিল, পরিকল্পনা, ঘাত-প্রতিঘাত ও বিস্ময়কর ঘটনা-শৃংখলকে যুগ যুগ ধরে কাজ করে যেরকম সব অপ্রত্যাশিত পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে দেখব, তার কাছে ফরমূলা-বাঁধা চিরাচরিত ধারার উপন্যাসগুলিও একান্তই জলো ও একঘেয়ে লাগতে বাধ্য।'

আমি বললাম, 'আমি কিন্তু তোমার কথা মানতে পারছি না। খবরের কাগজের মারফত যেসব ঘটনা আত্মপ্রকাশ করে সেগুলি যথারীতি খুবই সাধারণ স্তরের এবং বোকা-বোকা। পুলিশ রিপোর্টগুলোতে তো বাস্তবতার লেশমাত্র থাকে না। তথাপি স্বীকার করতেই হবে যে সেগুলো আকর্ষণীয়ও নয়, শিল্পসম্মতও নয়।'

হোমস মন্তব্য করল, 'বাস্তবতার আমেজ আনতে হলে কিছুটা নির্বাচন এবং বিবেচনাকে কাজে লাগাতেই হবে। পুলিশ-রিপোর্টে ওইটেরই অভাব থাকে। ওগুলোতে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের চাইতে ম্যাজিস্ট্রেটের নীরস মন্তব্যের উপরেই জোর দেওয়া হয় বেশী। অথচ একজন রহস্য-সন্ধানীর কাছে সেইটেই আসল বস্তু। সেটার উপর যদি নির্ভর কর তাহলে দেখবে যে সাধারণ ঘটনার চাইতে অস্বাভাবিক আর কিছু নেই।'

আমি সহাস্যে মাথা নাড়লাম। বললাম, 'তোমার এরূপ ভাবন'র কারণ আমি বুঝতে পারি। তিন মহাদেশের সর্বত্র যখনই কেউ একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে তখন তো তুমিই তাদের বেসরকারী পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী। কাজে কাজেই যা কিছু বিস্ময়কর এবং অসাধারণ তার সঙ্গেই তোমার যোগা-যোগ ঘটে। এই যে এখানে'—মেঝে থেকে প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রখানা আমি হাতে তুলে নিলাম—'বেশ তো, একটা পরীক্ষাই হয়ে যাক। প্রথম হেডিংটা শোন। 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নিষ্ঠুরতা।' তার নীচে আধ কলম ছাপা খবর। কিন্তু ওটা না পড়েই বলতে পারি যে সব ব্যাপারটাই আমার জানা। সেই--অন্য একটি স্ত্রীলোক, মদ্যপান, ধাক্কা, আঘাত, ছড়ে যাওয়া, কোন সহৃদয় বোন বা গৃহকর্ত্রী। অত্যন্ত বাজে সাহিত্যিকও এর চাইতে বাজে কিছু লিখতে পারেন না।'

কাগজখানা নিয়ে তার উপর চোখ বুলোতে বুলোতে হোমস বলল, তোমার যুক্তির স্বপক্ষে দৃষ্টান্তটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক সন্দেহ নেই। এটা হচ্ছে ডান্‌ডাস বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা। ঘটনাক্রমে এই ব্যাপারে কিছু কিছু রহস্য উদ্ঘাটনের কাজে আমাকে লাগানো হয়েছিল। স্বামীটি মোটেই নেশা করে না, অন্য কোন স্ত্রীলোকের ব্যাপারও নেই। অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রতিবার খাবার সময়েই স্বামীটি তার নকল দাঁতগুলি খুলে স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দেয়। তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, একজন সাধারণ স্তরের গল্প-লেখকের কল্পনাতেও এরূপ একটি ঘটনার কথা ধরা দেবে না। ডাক্তার, একটিপ নস্যি নাও, আর স্বীকার করো যে তোমার দৃষ্টান্ত দিয়েই আমি তোমার উপর একহাত নিয়েছি।

সোনার নস্য-দানটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। তার ঢাকনার মাঝখানে একটা বড় পদ্মরাগমণি বসানো। ওর সাদাসিদে সরল জীবনযাত্রার সঙ্গে মণিটির উজ্জ্বলতা এতই বেমানান যে আমি সেবিষয়ে মন্তব্য না করে পারলাম না।

সে বলে উঠল, 'ওহো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে গত কয়েক সপ্তাহ তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়.নি। আইরিন অ্যাডলারের দলিলপত্রের ব্যাপারে আমার সহায়তার জন্য বোহেমিয়া-রাজ এটা আমাকে উপহার দেন।'

'আর আংটিটা?' তার আঙুল থেকে যে উজ্জ্বল আলো ঠিকরে বেরুচ্ছিল সেদিকে তাকিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

'এটি হল্যাণ্ডের রাজ-পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া। যদিও আমার দুই একটি ছোট রহস্যের বিবরণ তুমি দয়া করে লিপিবদ্ধ করেছ, তথাপি ব্যাপারটা এতই গোপনীয় যে তোমাকেও সেকথা বলা যাবে না।'

'আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন তোমার হাতে কি কোন কাজ আছে ?'

'দশ বারোটা, তবে তার কোনটাই মনকে টানে না। সেগুলো সবই গুরুতর ব্যাপার, কিন্তু মনে আগ্রহ জাগায় না। আসলে আমি প্রায়শই দেখেছি যে সাধারণ ঘটনার মধ্যেই সেই পর্যবেক্ষণ এবং কার্য-কারণের দ্রুত বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে যা অনুসন্ধানকে আকর্ষণীয় করে তোলে। অপরাধ যত বড় মাপের হয় সেটা ততই সরল হয়, কারণ তার উদ্দেশ্য মানে মোটিভটা ততই স্পষ্টতর হয়। মার্সেলেস থেকে যে জটিল কেসটা আমার হাতে এসেছে একমাত্র সেটা ছাড়া বড় অপরাধের ঘটনায় এমন কিছু থাকে না যা আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য এটাও সম্ভব হতে পারে যে আর কয়েক মিনিট কাটতে না কাটতেই একটা ভাল কেস হাতে এসে যাবে, কারণ ঐ আমার জনৈক মক্কেল আসছেন।'

চেয়ার থেকে উঠে দুদিকে সরানো পর্দার ফাঁকে দাঁড়িয়ে সে নীচে লণ্ডনের বৈচিত্র্যহীন রাজপথের দিকে তাকিয়েছিল। তার ঘাড়ের উপর দিয়ে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলাম, উল্টোদিকের ফুটপাতে একটি মোটাসোটা স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে। একটা ভারী ফারের গলাবন্ধ তার গলায় জড়ানো, মাথায় একটা লাল-পালক লাগানো চওড়া টুপি ডাচেস্-অফ্-ডেভনশায়ারী স্টাইলে কান পর্যন্ত ঢেকে বাঁকা করে বসানো। সেই সাজ-সজ্জার বর্ম ভেদ করে সে আমাদের জানালার দিকে তাকাল। কেমন যেন ইতস্তত ভাব। শরীরটা বার-কয়েক সামনে-পিছনে দুলল। হাতের দস্তানার বোতামগুলো নাড়াচাড়া করল। তারপর হঠাৎ সাঁতারু যেভাবে তীর থেকে ঝাঁপ দেয় ঠিক সেই ভঙ্গীতে সে দ্রুতবেগে রাস্তাটা পার হল, আর আমরা শুনতে পেলাম, কলিং বেলের জোরালো শব্দ।

সিগারেটটা আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে হোমস বলল, 'এসব লক্ষণ আমি আগেও দেখেছি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এগোনো-পেছনো মানেই ভাল-বাসাবাসির ব্যাপার। পরামর্শ চাই, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা অন্যকে জানানো ঠিক কি না। অবশ্য তার মধ্যেও রকম-ফের আছে। যখন কোন স্ত্রীলোক কোন পুরুষের দ্বারা গুরুতরভাবে নির্যাতিত হয় তখন সে কোন রকম দ্বিধা করে না। সেক্ষেত্রে সাধারণ লক্ষণই হল কর্কশ ঘণ্টাধ্বনি। এ-ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে একটা প্রেমের ব্যাপার, মেয়েটা যতটা বিচলিত বা ক্ষুব্ধ, ততটা ক্রুদ্ধ নয়। কিন্তু সে তো নিজেই হাজির হয়েছে আমাদের সন্দেহ নিরসন করতে।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় একটা টোকা পড়ল এবং বালক-ভৃত্যটি ঘোষণা করল—'মিস্ মেরি সাদারল্যাণ্ড।' তৎক্ষণাৎ মহিলাটি স্বয়ং তার ছোট কালো

দেহের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে—ছোট পাইলট-বোটের পালতোলা বাণিজ্য জাহাজের মত। শার্লক হোমস তার স্বভাবসিদ্ধ সহজ সৌজন্যের সঙ্গে তাকে স্বাগত জানাল। দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর অভিবাদন জানিয়ে তাকে একটি আরাম কেদারায় বসিয়ে দিয়ে ওর নিজস্ব রীতিতে উদাসীন অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল।

বলল, 'আপনি কি বুঝতে পারছেন না, চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে এত বেশী টাইপ করা আপনার পক্ষে উচিত নয়?'

সে জবাব দিল, 'প্রথমে অসুবিধা হত, কিন্তু এখন আমি না তাকিয়েই বুঝতে পারি কোন্ অক্ষরটা কোথায় আছে।' তারপরই হঠাৎ নিজের কথাগুলোর পুরো অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে সে খুব চমকে উঠল। তার চওড়া মুখের উপর ভয় ও বিস্ময়ের ছায়া পড়ল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'মিঃ হোমস, আপনি আমার কথা শুনেছেন, নইলে এসব জানলেন কেমন করে?'

হোমস হেসে বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না। সবকিছু জানাই তো আমার কাজ। অন্যরা যেটা দেখে না, আমি সেটা দেখি। তা না হলে আপনি পরামর্শের জন্য আমার কাছে আসবেন কেন?'

'দেখুন, মিসেস ইথারেজের কাছে আপনার কথা শুনেই আমি এসেছি। আপনার মনে নেই, যখন পুলিশ এবং অন্য সকলেই ধরে নিয়েছিল মিসেস ইথারেজের স্বামী মারাই গেছেন তখন আপনি কত সহজে তাঁকে খুঁজে বের করেছিলেন। ওঃ, মিঃ হোমস, আমার বড় আশা আপনি আমার জন্যেও তাই করবেন। আমি ধনী নই, কিন্তু বছরে একশ' পাউণ্ড আমার বাঁধা বরাদ্দ, তাছাড়া মেসিনটা চালিয়ে যা পাই তা তো আছেই। মিঃ হোসমার এঞ্জেলের কি হয়েছে জানবার জন্য দরকার হলে আমি সব কিছু দিতে রাজী।'

শার্লক হোমসের দুটো আঙুলের টিপ তেমনি ধরা আছে। ঘরের সিলিং-এর দিকে চোখ রেখে সে প্রশ্ন করল, 'আমার কাছে আসতে আপনি এতটা তাড়াহুড়ো করেছিলেন কেন?'

মিস্ মেরী সাদারল্যাণ্ডের বোকা বোকা মুখখানিতে আবার একটা চমক খেলে গেল। 'ঠিক বলেছেন, বাড়ি থেকে আমি ছুটে বেরিয়ে এসেছি। মিঃ উইণ্ডিব্যাংক—মানে আমার বাবা—ব্যাপারটাকে এমন হাল্কাভাবে নিলেন যে আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল। তিনি পুলিশের কাছে গেলেন না, আপনার কাছেও এলেন না। তারপর যখন বুঝলাম তিনি কিছুই করবেন না, খালি মুখে বলছেন কিছু হয় নি, তখন আমি বুঝি পাগল হয়ে গেলাম; আমার জিনিসপত্র নিয়ে সোজা চলে এলাম আপনার কাছে।'

'আপনার বাবা?' হোমস বলল, 'নিশ্চয় সৎ বাবা, পদবী যখন আলাদা?'

'ঠিক তাই, আমার সৎ বাবা। আমি তাকে বাবাই বলি, যদিও শুনলে হাসি পায়, কারণ তিনি আমার চাইতে মাত্র পাঁচ বছর ছ' মাসের বড়।'

'আপনার মা বেঁচে আছেন ?'

'হ্যাঁ, বেঁচে আছেন এবং বহাল তবিয়তে আছেন। মিঃ হোমস, বাবার মৃত্যুর পরেই এত তাড়াতাড়ি মা যখন আবার বিয়ে করল, তাও এমন একজনকে যে তার থেকে প্রায় পনেরো বছরের ছোট, তখন আমার মোটেই ভাল লাগে নি। আমার বাবা ছিলেন টোটেনহাম কোর্ট রোডের একজন প্লাম্বার। তিনি যে ব্যবসা রেখে গিয়েছিলেন মা সেটাকে চালাতেন আমাদের ফোরম্যান মিঃ হার্ডির সাহায্যে। কিন্তু মিঃ উইণ্ডিব্যাংক এসে মাকে দিয়ে সে ব্যবসা বিক্রি করিয়ে দিলেন, কারণ তিনি ছিলেন বড়লোক, মদের ব্যবসায়ী। 'গুডউইল' আর সুদ বাবদ চার হাজার সাত শ' পেলেন। বাবা বেঁচে থাকতে এত টাকার কথা ভাবতেও পারেন নি।'

এই সব আবোল-তাবোল অর্থহীন বিবরণ শুনে শার্লক হোমস অধৈর্য হয়ে উঠবে এইরকমই আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখলাম, গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে সব কথা শুনছে।

সে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আপনার নিজের আয়ের কথা যা বলছিলেন সেটা কি এই ব্যবসা থেকে আসে ?'

'না, না, স্যার, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা। ওটা আমাকে দিয়ে গেছেন অকল্যাণ্ডের কাকা নেড। টাকাটা লগ্নী করা আছে 'নিউজিল্যাণ্ড স্টক'-এ সাড়ে চার পার্সেণ্ট সুদে। মোট পরিমাণ ছ' হাজার পাঁচশ' পাউণ্ড। কিন্তু আমার প্রাপ্য শুধু সুদটা।'

হোমস বলল, 'খুব ইণ্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। বছরে একশ'র মত একটা মোটা টাকা আপনি পান, তাছাড়া আপনার নিজের উপার্জন আছে, তাহলে তো আপনি নিশ্চয় এখানে-ওখানে বেড়াতে যান, আমোদ-ফূর্তি করেন। আমার তো বিশ্বাস, ষাট পাউণ্ডের মত আয় হলেই একটি মহিলার বেশ ভালভাবে চলে যায়।'

'ওর চাইতে আরও অল্পেও আমি চালিয়ে নিতে পারতাম মিঃ হোমস, কিন্তু আপনি তো বোঝেন যতদিন আমি বাড়িতে থাকব ততদিন কারও বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। কাজেই যতদিন তাদের সঙ্গে আছি ততদিন তারাই টাকাটা খরচ করেন। অবশ্য এ ব্যবস্থাটা এখনকার মত। মিঃ উইণ্ডিব্যাংক প্রতি তিনমাস অন্তর আমার সুদটা তুলে এনে মার হাতে দেন। টাইপ-রাইটিং-এ আমার যা উপার্জন হয় তাতেই আমার ভালভাবে চলে যায়। সীট প্রতি ছ' পেনি আমি নিই, আর দিনে আমি পনেরো থেকে বিশ সীট টাইপ করতে পারি।'

হোমস বলল, 'আপনার বক্তব্য বেশ পরিষ্কার করেই বলেছেন। ইনি আমার বন্ধু ডক্টর ওয়াটসন। আমার মতই এর সামনেও সব কথা খোলাখুলি বলতে পারেন। এবার বলুন, মিঃ হোসমার এঞ্জেলের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?'

মিস সাদারল্যাণ্ডের মুখে একটা লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ল। জ্যাকেটের কোণা ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'গ্যাস-ফিটারদের বল নাচে তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। বাবা বেঁচে থাকতেই তারা টিকিট পাঠাত। পরেও তারা আমাদের কথা ভুলে যায় নি। মাকে টিকিট পাঠাত। কিন্তু আমরা সেখানে যাই এটা মিঃ উইণ্ডিব্যাংক চাইতেন না। আমাদের কোনখানে যাওয়াই তিনি পছন্দ করতেন না। কিন্তু একবার আমি স্থির করলাম যাবই। তিনি বাধা দেবার কে? তিনি বললেন, ওরা আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করবার উপযুক্ত নয়। অথচ আমার বাবার বন্ধুরা সবাই সেখানে যেতেন। তখন তিনি বললেন, আমার ভাল পোশাক নেই। অথচ আমার নতুন লাল মখমলের জামাটা আমি কোনদিন ড্রয়ার থেকেই বের করি নি। শেষটায় যখন কিছুতেই আমাকে ঠেকানো গেল না তখন তিনি ব্যবসার কাজে ফ্রান্সে চলে গেলেন। কিন্তু মা আর আমি আমাদের ফোরম্যান মিঃ হার্ডির সঙ্গে গেলাম, আর সেখানেই মিঃ হোসমার এঞ্জেলের সঙ্গে আমার দেখা হল।'

হোমস বলল, 'ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে মিঃ উইণ্ডিব্যাংক আপনাদের 'বল'-এ যাওয়ার জন্য নিশ্চয় খুব বিরক্তি প্রকাশ করলো?'

'মোটেই না। তিনি বরং সেটাকে ভালভাবেই নিলেন। সব শুনে তিনি হেসে উঠলেন, ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'মেয়েদের কোন কাজে বাধা দিয়ে লাভ নেই, কারণ তারা যা চাইবে তা করবেই।'

'তাই বুঝি? তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল, 'গ্যাসফিটার্স বল'-এ মিঃ হোসমার এঞ্জেল নামক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার দেখা হল।'

'হ্যাঁ স্যার। সেই রাতেই তার সঙ্গে আমার দেখা। পরদিন তিনি স্বয়ং খোঁজ নিয়ে গেলেন আমরা নিরাপদে বাড়িতে ফিরেছি কি না। তারপরেও আমাদের দেখা হয়েছে—মানে মিঃ হোমস, দুবার আমরা একসঙ্গে বেড়াতে গেছি। কিন্তু তারপরই বাবা বাড়ি ফিরে এলেন, আর মিঃ হোসমার এঞ্জেলও আর আমাদের বাড়ি আসতে পারে নি।'

'আসে নি?'

'দেখুন, আপনি তো বোঝেন, বাবা যে ওসব একেবারেই পছন্দ করেন না। পারলে তিনি অপর কাউকেই বাড়িতে আসতে দিতেন না। তিনি বলেন, মেয়েদের নিজের পারিবারিক পরিবেশ নিয়েই সুখী থাকা উচিত। কিন্তু আমি মাকে বলতাম, মেয়েরা তো নিজেদের পরিবেশও গড়ে তুলতে চায়, অথচ এখনও

আমার নিজের কোন পরিবেশই গড়া হল না।'

'কিন্তু মিঃ হোসমার এঞ্জেলের খবর কি? তিনি কি আপনার সঙ্গে দেখা করবার আর কোন চেষ্টাই করেন নি?'

'মানে, এক সপ্তাহের মধ্যেই বাবার পুনরায় ফ্রান্সে যাবার কথা ছিল তো, তাই হোসমার চিঠি লিখে জানিয়েছিল তিনি চলে যাবার আগে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল। ইতিমধ্যে আমরা চিঠি লিখতাম। সে তো প্রত্যেক দিন লিখত। সকালেই আমি চিঠিগুলি নিয়ে নিতাম, কাজেই বাবা কিছু জানতেই পারতেন না।'

'ঐ সময় কি আপনাদের বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। প্রথম বেড়াতে বেরিয়েই সেকথা হয়েছিল। হোসমার—মিঃ এঞ্জেল—লেডেনহল স্ট্রীটের একটা অফিসের ক্যাসিয়ার ছিল—আর—'

'কোন্ অফিস?'

'বড়ই দুঃখের কথা মিঃ হোমস, সেটা আমি জানি না।'

'তিনি তখন কোথায় থাকতেন?'

'ওই বাড়িতেই সে ঘুমোত।'

'তার ঠিকানাও আপনি জানেন না?'

'না। শুধু জানি লেডেনহল স্ট্রীট।'

'তাহলে কোন ঠিকানায় চিঠি লিখতেন?'

'লেডেনহল স্ট্রীট ডাকঘরে। সেখান থেকেই সে চিঠি নিয়ে যেত। সে বলত, অফিসের ঠিকানায় চিঠি দিলে সেখানকার অন্য কর্মীরা তাকে ক্ষেপাবে। তাই সে যেমন আমাকে টাইপ করে চিঠি লিখত, আমিও সেইরকম টাইপ করে চিঠি পাঠাতে চাইলাম। কিন্তু সে আপত্তি করত, বলত—আমি নিজ হাতে চিঠিটা লিখলে সেটা হবে আমারই চিঠি, আর টাইপ করলে মনে হবে ঐ যন্ত্রটা দুজনের মাঝখানে আড়াল সৃষ্টি করছে। এ থেকেই বুঝতে পারবেন মিঃ হোমস, সে আমাকে কত ভালবাসত, আমার বিষয়ে কত খুঁটিনাটি কথা ভাবে।'

হোমস বলল, 'এটা খুবই অর্থপূর্ণ। অনেক দিন ধরেই এটাকে আমি ধ্রুব সত্য বলে মানি যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলিই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। মিঃ হোসমার এঞ্জেল সম্পর্কে এই ধরনের আর কোন ছোটখাট কথা আপনি স্মরণ করতে পারেন কি?'

'সে খুব লাজুক মানুষ মিঃ হোমস। দিনের আলো অপেক্ষা সন্ধ্যার পরেই সে আমার সঙ্গে বেড়াতে ভালবাসত। সে বলত, সকলের চোখে পড়তে সে চায় না। সে খুবই ভদ্র। তার কণ্ঠস্বরও খুব শান্ত। সে বলেছে, ছোটবেলায় তার কণ্ঠপ্রদাহ ও গ্রন্থিস্ফীতি রোগ হয়েছিল। ফলে তার কণ্ঠস্বর

দুর্বল হয়ে গেছে, আর সে কথাও বলে ফিস্‌ফিস্ করে। সব সময় সে সেজে গুজে থাকত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত। কিন্তু আমার মতই তারও চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, তাই সে রঙিন চশমা ব্যবহার করে।'

'বেশ কথা। কিন্তু আপনার সৎ পিতা মিঃ উইণ্ডিব্যাংক ফ্রান্সে ফিরে গেলে কি হল?'

'মিঃ হোসমার এঞ্জেল আবার আমাদের বাড়িতে এল এবং প্রস্তাব করল যে বাবা ফিরে আসবার আগেই আমরা বিয়ে করব। সে তখন ভীষণ ব্যগ্র হয়ে উঠল। টেস্টামেন্টে হাত রেখে আমাকে প্রতিজ্ঞা করালো যে যা কিছু ঘটুক আমি সব সময়েই তার অনুগত থাকব। প্রথম থেকেই মা তার পক্ষেই ছিল এবং আমার চাইতেও তাকে বেশী আদর করত। তারপর, যখন তারা এক সপ্তাহের মধ্যেই বিয়ের কথা বলল তখন আমি বাবার কথা তুললাম। কিন্তু তারা দুজনই বলল, বাবার কথা ভাবতে হবে না—তাকে পরে বললেই হবে-- মাই তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে সব ঠিক করে দেবে। ব্যবস্থাটা কিন্তু আমার খুব পছন্দ হল না মিঃ হোমস। যদিও এব্যাপারে তার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তিনি আমার থেকে মাত্র কয়েক বছরের বড়। তবু এভাবে লুকিয়ে কাজটা করতে আমি চাই নি। তাই কোম্পানীর ফরাসী অফিস বর্দু-তে বাবাকে চিঠি লিখলাম। কিন্তু সে চিঠি আমার কাছে ফেরৎ এল বিয়ের দিন সকালে।'

'চিঠিটা তিনি 'মিস' করলেন?'

'হ্যাঁ স্যার। চিঠি পৌছবার আগেই তিনি ইংলণ্ড রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।'

'আহা! বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা। আপনাদের বিয়ের দিন ধার্য হয়েছিল শুক্রবার। কোন গীর্জায় কি?'

'হ্যাঁ। তবে খুব অনাড়ম্বরভাবে। কথা ছিল 'কিংস ক্রশ'-এর নিকটবর্তী 'সেণ্ট সেভিয়ার'-এ বিয়েটা হবে এবং তারপরই সেণ্ট প্যাংক্রাস হোটেলে আমরা প্রাতরাশ খাব। যথাসময়ে হোসমার একটা গাড়ি নিয়ে এল। আমাদের দু'জনকে সেই গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে সে নিজে আর একটা গাড়ি নিল। গীর্জায় আমরাই আগে পৌছলাম। পরে এল অপর গাড়িটা। তার গাড়ি থেকে নামবার অপেক্ষায় আমরা বসে আছি। কিন্তু সে আর নামে না। কোচম্যান নেমে এসে দেখে, গাড়িতে কেউ নেই! লোকটা বলল সে কিছুই বুঝতে পারছে না, কারণ সে নিজের চোখে তাকে গাড়িতে উঠতে দেখেছে। এটা গত শুক্রবারের কথা, সেই থেকে তাকে আমি দেখি নি, বা এমন কিছু শুনিও নি যাতে তার গতিবিধি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত হয়।'

হোমস বলল, 'আপনার প্রতি খুবই অসম্মানজনক ব্যবহার করা হয়েছে।'

'না, না স্যার! এমনভাবে সে আমাকে ছেড়ে যেতে পারে না। তেমন মানুষই সে নয়। সারাটা সকাল সে আমাকে বলেছে, যা কিছু ঘটুক না কেন আমি যেন তার প্রতি অনুরক্ত থাকি। এমন কি যদি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তথাপি যেন স্মরণ রাখি যে আমি তাকে কথা দিয়েছি, আর আজ হোক কাল হোক সে প্রতিশ্রুতি দাবী করতে সে আসবেই। বিয়ের দিন সকালে এ ধরনের কথাবার্তা তখন খুবই বিস্ময়কর মনে হয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে যা ঘটেছে তাতে তো সে সবই অর্থপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।"

'নিশ্চয় মনে হয়। তাহলে আপনার অভিমত হচ্ছে, একটা কোন অপ্রত্যাশিত বিপদ তার ঘটেছে?'

'হ্যাঁ স্যার, আমার বিশ্বাস সে কোন বিপদের আভাষ পেয়েছিল, নাহলে ওরকম কথা বলত না। আর শেষ পর্যন্ত তাই ঘটেছিল।'

'সেটা কি ধরনের বিপদ সেবিষয়ে আপনার কোন ধারণা আছে?'

'না।'

'আর একটি প্রশ্ন। আপনার মা ব্যাপারটা কিভাবে নিলেন?'

'মা খুব রেগে গেল। বলল, আমি যেন আর কখনও এবিষয়ে কোন কথা না বলি।'

'আর আপনার বাবা? তাকে বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ। আমার মত তিনিও ভাবলেন একটা কিছু ঘটেছে, তবে শীঘ্রই আমি হোসমাবের খবর পাব। তিনি বললেন, গীর্জার দরজা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তারপর আমাকে ছেড়ে যাওয়ার কার কি স্বার্থ থাকতে পারে? যদি সে আমার কাছ থেকে টাকা ধার করত, অথবা যদি আমাকে বিয়ে করবার পর আমার টাকাটা হাতিয়ে নিতে পারত, তাহলে না হয় কিছু যুক্তি পাওয়া যেত। কিন্তু টাকার ব্যাপারে হোসমার খুবই স্বাধীনচেতা, আমার একটা শিলিং-এর উপরও সে কখনও নজর দিত না। তাহলে তার কি হল? সে একখানা চিঠিও লিখতে পারছে না কেন? উঃ, ভাবতেও আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি! রাত্রে আমি একটুও ঘুমুতে পারি না।' দস্তানার ভিতর থেকে একটা ছোট রুমাল বের করে সেটা মুখে চেপে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

উঠে দাঁড়িয়ে হোমস বলল, 'কেসটা আমি দেখব এবং একটা ফয়সালাও যে করতে পারব সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখন থেকে ব্যাপারটা আমার উপরেই ছেড়ে দিন। আপনি আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। সবচেয়ে বড় কথা, মিঃ হোসমার এঞ্জেল যেমন আপনার জীবন থেকে সরে গেছে, তেমনি আপনার স্মৃতি থেকেও তাকে মুছে ফেলুন।'

'আর কি তাকে দেখতে পাব না?'

'আমার তো মনে হয় না।'

'তাহলে তার কি হয়েছে?'

'সেটা আমাকেই ভাবতে দিন। আমি শুধু চাই তার চেহারার একটা নিখুঁত বর্ণনা, আর তার এমন কোন বাড়তি চিঠিপত্র যা আপনার কাজে লাগবে না।'

'গত শনিবারের 'ক্রনিক্‌ল্‌'-এ তার জন্ত বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। এই তার কাটিং। আর এই নিন তার চারখানা চিঠি।'

'ধন্তবাদ। আপনার ঠিকানা?'

'৩১ লায়ন প্লেস, কাম্বারওয়েল।'

'মিঃ এঞ্জেলের ঠিকানা তো আপনি কখনও পান নি। আচ্ছা, আপনার বাবার ব্যবসাটা কোথায়?'

'ফেন্‌চার্চ স্ট্রীটের মস্ত বড় মদ আমদানীকারক ওয়েস্ট হাউস এণ্ড মারব্যাংক-এর হয়ে তিনি কাজ করেন।'

'ধন্তবাদ। আপনার বক্তব্য আপনি বেশ গুছিয়েই বলেছেন। কাগজপত্র-গুলো রেখে যান। আর আমি যে উপদেশ দিলাম সেটা মনে রাখবেন। ঘটনাটা আগাগোড়াই চাপা পড়ে থাক। আপনার জীবনের উপর তার কোন প্রভাব পড়তে দেবেন না।'

'মিঃ হোমস, আপনি খুব ভাল। কিন্তু আমি তো আপনার কথামত কাজ করতে পারব না। আমি চিরদিন হোসমারেরই থাকব। সে ফিরে এলেই আমাকে পাবে।'

একটা ঢাউস টুপি আর বোকা-বোকা মুখ সত্ত্বেও মেয়েটির সরল বিশ্বাসের মধ্যে এমন একটা মহত্ত্ব ছিল যা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। টেবিলের উপর একবাণ্ডিল কাগজ রেখে সে চলে গেল। বলে গেল, ডাকলেই সে আবার আসবে।

শার্লক হোমস কয়েক মিনিট চুপ করে বসে রইল। দুটো আঙুলের টিপ তেমনি ধরা আছে। পা দুটো সামনের দিকে ছড়ানো। দৃষ্টি নিবদ্ধ উপরের সিলিং-এ। তারপর তাকের উপর থেকে পুরনো তেলতেলে মাটির পাইপটা নামাল। ওটা তার পরামর্শদাতা। পাইপ ধরিয়ে আবার চেয়ারে হেলান দিল। গাঢ় নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উপরে উঠতে লাগল। তার সারা মুখে অসীম অবসন্নতার ছায়া।

সে বলতে লাগল, 'মেয়েটির চরিত্র খুবই ইন্টারেস্টিং। তার সমস্তাটা অবশ্ত তুচ্ছ। আমার সূচীনিবন্ধের পাতা ওল্টালে এরকম আরও কেস তুমি পাবে। যেমন, '৭৭-এ অ্যাণ্ডোভার-এ, বা গত বছর হেগ-এ। চালটা

খুবই পুরনো, তবে দু'একটা নতুন কথাও আছে। কিন্তু অনেক কিছু শেখার আছে ঐ মেয়েটির কাছ থেকে।'

আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে তুমি মেয়েটির মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেয়েছ যা আমার কাছে অদৃশ্য।'

'অদৃশ্য নয় ওয়াটসন, অলক্ষিত। কোথায় চোখ ফেলতে হবে তুমি জান না, তাই সব গুরুতর জিনিসই অদেখা থেকে যায়। আমি তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না যে জামার আস্তিন, আঙুলের নখ বা একটা জুতোর ফিতের গুরুত্ব কতখানি। আচ্ছা বল তো, মেয়েটির আকৃতি থেকে তুমি কি বুঝতে পেরেছ? একটা বর্ণনা দাও তো।'

'ঠিক আছে। স্লেট-রং চওড়া একটা খড়ের টুপি, তাতে ইট-রঙের পালক লাগানো। কালো গুটি-বসানো কালো জ্যাকেট, তার পাড়গুলোতেও কালো দানার কাজ-করা। পোশাকটা বাদামী, বরং বলা যায় কফি-রঙের চাইতেও গাঢ়, ঘাড়ে ও হাতায় লাল মখমলের পাড় বসানো। দস্তানাজোড়া ধূসর রঙের। ডান হাতের তর্জনীটা দস্তানার ফুটো দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। আর জুতোজোড়া আমি লক্ষ্য করে দেখি নি। কানে ছিল ছোট গোল ঝোলানো সোনার কান-পাশা। দেখে মনে হয় অবস্থা বেশ ভাল, বিলাসবহুল ও স্বচ্ছল।'

আস্তে আস্তে হাততালি দিয়ে শার্লক হোমস বলল, 'সত্যি বলছি ওয়াটসন, দিন দিন তোমার খুব উন্নতি হচ্ছে। যদিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সবই বাদ দিয়েছ, তথাপি তোমার পদ্ধতিটা ঠিক হয়েছে, আর রং দেখবার চোখও হয়েছে। কখনও কোন কিছু মোটামুটিভাবে দেখবে না, সবসময় খুঁটি-নাটির প্রতি দৃষ্টি রাখবে। আমার প্রথম দৃষ্টি সব সময়ই পড়ে মেয়েদের জামার আস্তিনের উপর। পুরুষদের বেলায় অবশ্য ট্রাউজারের হাঁটুটাই প্রথম দেখা উচিত। তুমি নিজেও দেখেছ, এই মেয়েটির আস্তিনে পাড় বসানো ছিল, তাতেই দাগটাগগুলো ধরা পড়েছে। কব্জির একটু উপরে—টাইপরাইটারে বসে কাজ করলে যে জায়গাটা টেবিলের সঙ্গে লাগে—একটা ডবল লাইন বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। হাতে-চালানো সেলাই-কলেও ঐরকম দাগ পড়ে, তবে সেটা বাঁ হাতে, আর তাও বুড়ো আঙুল থেকে অনেকটা দূরে, —এর মত সবচাইতে চওড়া জায়গাটায় নয়। তারপর ওর মুখের দিকে তাকালাম। নাকের দু'ধারেই পিঁসনে-র দাগ দেখে সাহস করে বলে ফেললাম দৃষ্টিক্ষীণতা আর টাইপরাইটিং-এর কথা। বাস, ও একেবারে চমকে উঠল।'

'আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম।'

'কিন্তু ব্যাপারটা খুবই সোজা। যাহোক, এবার আমার বিস্মিত হবার

পালা। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, যে জুতো সে পরে এসেছে তার দু'পাটি আলাদা না হলেও কিছুটা যেন অন্য ধরনের—এক পাটি জুতোর ডগায় কিছুটা কারুকার্য করা, অপরটি সাদাসিদে। এক পাটির পাঁচটা বোতাম-ঘরের শুধু নীচের দুটো বোতাম লাগানো, অন্য পাটির প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চমটা লাগানো। কাজেই তুমি যদি দেখ যে একটি সুসজ্জিতা তরুণী বাড়ি থেকে বেরিয়েছে আলাদা ধরনের দু'পাটি জুতো পরে, তাও অর্ধেক বোতাম লাগানো, তাহলে এটা অনুমান করা শক্ত নয় যে সে খুব তাড়াহুড়ো করে এসেছে।'

আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম, 'আর কিছু?'

'বুঝতে পারলাম, বাড়ি থেকে বের হবার আগে সে একটা চিঠি লিখেছিল। তুমি লক্ষ্য করেছ, তার দস্তানার ডান হাতের তর্জনীর মাথাটা ছেঁড়া। কিন্তু এটা হয়তো দেখ নি যে তার দস্তানা এবং আঙুল দুটোতেই বেগুনি রং লেগে ছিল। খুব তাড়াতাড়িতে লিখেছে বলে কলমটা দোয়াতের মধ্যে অনেকটা বেশী ডুবিয়েছে। সেটা নিশ্চয় সকালের ঘটনা, না হলে আঙুলের দাগ অতটা স্পষ্ট থাকত না। এসবই খুব মজার, যদিও একেবারেই প্রাথমিক স্তর। কিন্তু এবার কাজের কথায় আসা যাক। ওয়াটসন, বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত মিঃ হোসমার এঞ্জেলের বিবরণটা আমাকে পড়ে শোনাবে কি?'

ছাপানো কাগজের টুকরোটা আলোর সামনে ধরলাম। তাতে লেখা: '১৪ই সকালে হোসমার এঞ্জেল নামক এক ভদ্রলোক নিখোঁজ হয়েছেন। উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, মজবুত গড়ন, পীত বর্ণ, কালো চুল, মাঝখানে ছোট টাক, মোট। কালো জুলফি ও গোঁফ, রঙিন চশমা, ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলে। সর্বশেষ যখন দেখা গেছে তখন পরনে ছিল সিল্কের পটি লাগানো কালো ফ্রক-কোট, কালো ওয়েস্ট-কোট, সোনার অ্যালবার্ট চেন, ধূসর হ্যারিস-টুইডের ট্রাউজার, ইলাস্টিক-বসানো জুতো। যতদূর জানা যায় লেডেনহল স্ট্রীটের কোন অফিসে কাজ করতেন। যদি কেউ সংবাদ দিতে পারেন' ইত্যাদি ইত্যাদি।

হোমস বলল, 'ওতেই হবে।' চিঠিগুলো একবার দেখে নিয়ে আবার বলল, 'এগুলি অতি সাধারণ। মিঃ এঞ্জেলের কোন সূত্রই এতে নেই, শুধু একবার তিনি বলজাক থেকে উধৃতি দিয়েছেন। তবে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে যেটা তোমার নজরেও নিশ্চয় পড়েছে।

আমি বললাম, 'চিঠিগুলি টাইপ করা।'

'শুধু তাই নয়, স্বাক্ষরটাও টাইপ-করা। নীচের দিকে দেখ সুন্দর করে টাইপ-করা 'হোসমার এঞ্জেল।' একটা তারিখ আছে, কিন্তু লেডেনহল স্ট্রীট ছাড়া আর কিছু লেখা নেই। এই স্বাক্ষরের ব্যাপারটাই খুব ইঙ্গিতপূর্ণ—

এমন কি এটাকে আমরা চূড়ান্তও বলতে পারি।'

'কিসের চূড়ান্ত?'

'আরে ভাই, পুরো ব্যাপারটার উপর এর প্রভাব যে কতখানি তা কি তুমি বুঝতে পারছ না?'

'বুঝতে পারছি এ কথা বলতে পারি না। তবে হতে পারে যে, চুক্তিভঙ্গের কোন মামলা হলে যাতে স্বাক্ষরটা করা যায় এটা তিনি চেয়েছিলেন।'

'না, ঠিক তা নয়। যা হোক, আমি দুটো চিঠি লিখব, আর তাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়া উচিত। একটা লণ্ডন শহরের কোন ফার্মকে, আরেকটা মেয়েটির সৎ বাবা মিঃ উইণ্ডিব্যাংককে। তাকে লিখব, আগামী-কাল সন্ধ্যা ছ'টায় তিনি এখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন কি না। মেয়েটির পুরুষ আত্মীয়দের সঙ্গেই আমরা মোকাবিলা করতে চাই। যতক্ষণ চিঠি দুটোর জবাব না আসছে ততক্ষণ আর আমাদের কিছু করণীয় নেই। অতএব ততক্ষণ আমাদের এই ছোট সমস্যাটা তোলাই থাক।'

বন্ধুবরের সূক্ষ্ম বিচার-শক্তি এবং অসাধারণ কর্মদক্ষতায় বিশ্বাস করবার মত এত কারণ আমার হাতে আছে যে, সে এখন যেরকম নিশ্চয়তার সঙ্গে এই বিশেষ রহস্যটার ব্যাপারে মত প্রকাশ করল তার স্বপক্ষে নিশ্চয় কোন জোরালো যুক্তি আছে বলেই আমার মনে হল। মাত্র একবার তাকে আমি পরাস্ত হতে দেখেছি, সেটা হল বোহেমিয়া-রাজ ও আইরিন অ্যাডলারের ফটোগ্রাফের ব্যাপার! কিন্তু যখনই 'চিহ্ন-চতুষ্টয়'-এর (দি সাইন অব ফোর) অলৌকিক ঘটনাবলী বা 'রক্ত সমীক্ষা'-র (এ স্টাডি ইন স্কার্লেট) অসাধারণ ঘটনার কথা ভাবি, তখনই আমার মনে হয় যে, ওটা এমনই অদ্ভুত এক রহস্য যেটা সেও উদ্ঘাটিত করতে পারে নি।

আমি উঠে পড়লাম। সে তখনও তার কালো মাটির পাইপটি টানছে। আমার মন বলল, আগামীকাল সন্ধ্যায় আবার যখন আসব তখন দেখতে পাব, মিস মেরী সাদারল্যাণ্ডের নিখোঁজ বরের পরিচয় পাবার উপযোগী সবগুলো সূত্রই তাঁর হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

সেইসময় একটা গুরুতর রোগীকে নিয়ে আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম। সারাটা দিন রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসেই কেটে গেল। ঠিক ছ'টার আগে সেখান থেকে ছাড়া পেয়েই একটা ভাড়াটে গাড়িতে চেপে ছুটলাম বেকার স্ট্রীটে। মনে আশংকা ছিল, রহস্য-সমাধানের চূড়ান্ত মুহূর্তে হয় তো উপস্থিত থাকতে পারব না। যা হোক, ঘরে শার্লক হোমসকে পেলাম একা অর্ধনিদ্রিত,—তার দীর্ঘ সরু শরীরটা আরাম-কেদারার ভিতরে কুঁকড়ে পড়ে আছে। ঘরে সাজানো অনেকগুলি বোতল ও টেস্ট-টিউব দেখে এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিডের ঝাঁঝালো গন্ধে বুঝতে পারলাম সারাটা দিন সে তার প্রিয়

রাসায়নিক পরীক্ষা নিয়েই কাটিয়েছে।

ঘরে ঢুকে জানতে চাইলাম, 'সমাধান হল?'

'হ্যা। বাইসাল্‌ফেট অব ব্যারাইটা।'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'আরে না, না, আমি সেই সমস্যাটার কথা বলছি।'

'ওঃ, সেইটে! আমি ভাবলাম তুমি সল্টের কথা বলছ। আরে, ওটার মধ্যে যে কোন সমস্যাই নেই সে তো আমি কালই বলেছিলাম। তবে কি জান, এইসব স্কাউনড্রেলদের ধরবার মত কোন আইন নেই।'

'লোকটা কে? আর মিস সাদারল্যাণ্ডকে ছেড়েই বা গেল কেন?'

সবে প্রশ্নটা করেছি, হোমস জবাবে মুখও খোলে নি। এমন সময় প্যাসেজে পায়ের ভারি শব্দ এবং দরজায় টোকার শব্দ শুনতে পেলাম।

হোমস বলল, মেয়েটির সৎবাবা মিঃ জেমস উইণ্ডিব্যাংক। তিনি আমাকে লিখে জানিয়েছেন ছ টায় এখানে হাজির হবেন। আসুন।'

ঘরে ঢুকল একজন শক্ত চেহারার মাঝারি মাপের ভদ্রলোক। বছর ত্রিশেক বয়স, দাড়ি-গোঁফ কামানো, পীতবর্ণ, শান্ত স্বভাব, ধূসর চোখের ৲০ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী। আমাদের দুজনের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার চকচকে টপ হ্যাটটা সাইডবোর্ডে রেখে দিল এবং একটু মাথা নুইয়ে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল।

হোমস বলে উঠল, 'শুভ সন্ধ্যা মিঃ জেমস উইণ্ডিব্যাংক, ছ টায় আমার সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে পাঠানো টাইপ-করা চিঠিটা নিশ্চয় আপনার।'

'হ্যা স্যার। আমার একটু দেরী হয়ে গেছে বোধ হয়। কিন্তু আপনি তো জানেন আমাকে অন্যের কাজ করতে হয়। এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মিস সাদারল্যাণ্ড আপনাকে বিরক্ত করায় আমি দুঃখিত। আমি মনে করি এ-ধরনের কেলেংকারি বাইরে প্রকাশ না করাই ভাল। আমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেই সে এখানে এসেছে। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, মেয়েটি বড়ই আবেগপ্রবণ, সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। একবার কোনদিকে ঝুঁকলে তাকে ঠেকানো বড় শক্ত। অবশ্য আপনাকে দিয়ে কোন ভয় নেই, কারণ আপনি তো আর সরকারী পুলিশের সঙ্গে যুক্ত নন। তথাপি এরকম একটা পারিবারিক দুর্ঘটনা নিয়ে হৈ চৈ হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাছাড়া, বৃথাই এত সব অর্থব্যয়। হোসমার এঞ্জেলকে আপনি খুঁজে বের করবেন কেমন করে?'

হোমস শান্তস্বরে বলল, 'ঠিক উল্টো। আমার কিন্তু বিশ্বাস, মিঃ হোসমার এঞ্জেলকে আবিষ্কার করতে আমি পারব।'

মিঃ উইণ্ডিব্যাংক চমকে উঠল। তার হাতের দস্তানা পড়ে গেল। বলল,

'আপনার কথা শুনে খুশি হলাম।'

হোমস বলে উঠল, 'এটা খুবই আশ্চর্য যে একজন মানুষের হাতের লেখার মতই একটা টাইপরাইটারেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। মেসিন একেবারে নতুন না হলে কোন দুটোতেই সম্পূর্ণ একরকম টাইপ হয় না। কতকগুলি চিঠি বেশী ময়লা হয়ে যায়, আবার কতকগুলি একদিকে ময়লা হয়। দেখুন মিঃ উইণ্ডিব্যাংক, আপনার এই চিঠিতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 'e'-র উপরটা একটু অস্পষ্ট এবং 'r'-এর লেজটা একটু ভাঙা। এছাড়া আরও চৌদ্দটা বৈশিষ্ট্য আছে, আর সেগুলো আরও স্পষ্ট।'

উজ্জ্বল দুটি চোখে হোমসের দিকে তাকিয়ে আগন্তুক বলল, 'মেসিনটা একটু পুরনো, তাহলেও অফিসে এতেই আমরা সব চিঠিপত্র লিখি।'

হোমস বলতে লাগল, 'মিঃ উইণ্ডিব্যাংক, এবারে আপনাকে একটা খুব ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার দেখাব। শীঘ্রই টাইপরাইটার এবং অপরাধের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয় নিয়ে আমি একটা প্রবন্ধ লিখব বলে ভাবছি। এ বিষয়ে কিছুটা মনোযোগও আমি দিয়েছি। এখানে আমার কাছে নিখোঁজ লোকটির ছ থেকে পাওয়া চারখানা চিঠি আছে। সবগুলোই টাইপ করা। প্রত্যেক চিঠিতে 'e'-গুলো অস্পষ্ট এবং 'r'-গুলো ভাঙা তো বটেই, এমন কি আমার এই ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা ব্যবহার করলে আপনিও বুঝতে পারবেন যে অন্য যে চৌদ্দটা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করছি সেগুলোও এতে আছে।'

মিঃ উইণ্ডিব্যাংক চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে টুপিটা হাতে নিল। বলল, 'মিঃ হোমস, আপনার এইসব আবোল-তাবোল গল্প শুনে আমি সময় নষ্ট করতে পারি না। লোকটাকে যদি ধরতে পারেন, ধরুন এবং যখন ধরবেন আমাকে জানাবেন।'

কয়েক পা এগিয়ে দরজার চাবিটা ঘুরিয়ে দিয়ে হোমস বলল, 'নিশ্চয়। তাহলে আপনাকে জানাচ্ছি যে তাকে আমি ধরেছি।'

'কী! কোথায়?' মিঃ উইণ্ডিব্যাংক চীৎকার করে উঠল। তার সারা মুখ ছাইয়ের মত সাদা। কলে-পড়া ইঁদুরের মত সে হোমসের দিকে বাঁকা চোখে তাকাতে লাগল।

হোমস শান্তভাবে বলল, 'উঁহু-হু, তা হবে না, সত্যি তা হবে না। আর আপনার পালাবার পথ নেই মিঃ উইণ্ডিব্যাংক। ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার। আপনি বসুন। সব কথা খুলে বলছি।'

আগন্তুক ধপাস্ করে চেয়ারে বসে পড়ল। তার মুখ বিবর্ণ, পাণ্ডুর। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কোনক্রমে বলল, 'এ ব্যাপারে তো মামলা হয় না।'

'আমারও ধারণা হয় না। কিন্তু মিঃ উইণ্ডিব্যাংক, এরকম নিষ্ঠুর,

স্বার্থপর হৃদয়হীন খেলা আমি এর আগে দেখি নি। যাহোক, আমি আনুপূর্বিক ঘটনাগুলো বলে যাচ্ছি, কোথাও ভুল থাকলে আপনি প্রতিবাদ করবেন।'

লোকটি জুবুথুবু হয়ে চেয়ারে বসে রইল। মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছে। একেবারেই ভেঙে পড়েছে। ম্যান্টেলপিসের কোণায় পা দুটো রেখে দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে হেলান দিয়ে কথা বলতে শুরু করল হোমস। মনে হল, সে নিজেকেই বলছে, আমাদের নয়।

'একটি লোক শুধু টাকার জন্য বয়সে তার চাইতে অনেক বড় একটি নারীকে বিয়ে করল এবং তাদের মেয়েটি যতদিন তাদের সঙ্গে থাকল ততদিন তার টাকাও ভোগ করতে লাগল। তাদের মত অবস্থার লোকের পক্ষে টাকাটা বেশ মোটা অংকের, তাই সেটা হারানো মানে আর্থিক অবস্থায় অনেক ফারাক হওয়া। তাই টাকাটা হাত করা একান্ত দরকার। মেয়েটি সৎ, অমায়িক, স্নেহশীল এবং হৃদয়বতী। একদিকে এইসব গুণ, অন্যদিকে তার বাঁধা আয়, —স্বভাবতই দীর্ঘকাল সে অবিবাহিতা থাকবে না। আর তার বিয়ে মানেই পরিবারের পক্ষে বছরে একশ' পাউণ্ড লোকসান। এ লোকসান ঠেকাতে তার সৎবাবা কি করল? সে সোজা পথটাই বেছে নিল। মেয়েটিকে বাড়িতে রেখে যাতে সে তার বয়সী পুরুষের সঙ্গে মিশতে না পারে তার ব্যবস্থা করল। কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারল, এ ব্যবস্থা চিরকাল চলবে না। মেয়েটি চঞ্চল হয়ে উঠল, নিজের অধিকার ঘোষণা করল এবং শেষ পর্যন্ত একটা 'বল'-এর আসরে যাবার দৃঢ় বাসনা ঘোষণা করল। তার ধূর্ত সৎবাবা তখন কি করল? এমন একটা ফন্দি পাকাল যাতে বুদ্ধির পরিচয় যদি বা মেলে হৃদয়ের স্পর্শ মেলে না। স্ত্রীর যোগসাজশে এবং সহায়তায় সে ছদ্মবেশ ধারণ করল, তীক্ষ্ণ চোখ দুটোকে রঙিন চশমায় ঢাকল, গোঁফ এবং একজোড়া পুরু জুলফির মুখোস আঁটল মুখে, পরিষ্কার কণ্ঠস্বরকে ঢেকে চাপা দিল ফিসফিস আওয়াজে, আর মেয়েটির ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির সুযোগ নিয়ে আবির্ভূত হল মিঃ হোসমার এঞ্জেল হয়ে, এবং যাতে তার আর কোন প্রেমিক না জুটতে পারে সেই জন্যে নিজেই তার সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করে দিল।'

আমাদের আগন্তুক এবারে আর্তনাদ করে উঠল, 'এটা একটা তামাশামাত্র। ও যে এমনভাবে অভিভূত হয়ে পড়বে আমরা ভাবতেও পারি নি।'

'না পারাই সম্ভব। সে যাই হোক, তরুণী মেয়েটি কিন্তু সত্যি সত্যি অভিভূত হয়েছিল। তার সৎবাবার ফ্রান্সে যাওয়া সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিল বলেই এরকম একটা ষড়যন্ত্রের সন্দেহ মুহূর্তের জন্যও তার মনে উদয় হয় নি। ভদ্রলোকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরে সে খুবই আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হল মায়ের মুখের উচ্চ প্রশংসা।

ফলে মেয়েটি একেবারে ভেসে গেল। আর ঠিক তখনই মিঃ এঞ্জেলের যাতায়াত শুরু হল, কারণ বাঞ্ছিত ফল পেতে হলে ব্যাপারটাকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। দেখা সাক্ষাৎ চলতে থাকল। বিয়ের প্রস্তাবও হল, যাতে মেয়েটির মন অন্য কারও দিকে ঘুরে যেতে না পারে। কিন্তু এ হেন ধোঁকাবাজি তো চিরদিন চলতে পারে না। মিথ্যে মিথ্যে ফ্রান্সে তো বার-বার যাওয়া যায় না। কাজেই সমস্ত ব্যাপারটিকে এমন একটা নাটকীয় পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া দরকার যাতে মেয়েটির মনে একটা স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করা যায় এবং আরও বেশ কিছুদিন অপর কোন প্রেমিক সংগ্রহ করা থেকে তাকে বিরত করা যায়। সেই প্রচেষ্টারই ফল 'টেস্টামেণ্ট'-এ হাত রেখে আনুগত্যের শপথ করানো এবং বিয়ের দিন সকালে একটা বিপদের সম্ভাবনার উল্লেখ। জেমস উইণ্ডিব্যাংক চেয়েছিল, মিস সাদারল্যাণ্ড হোসমার এঞ্জেলের প্রতি এতদূর অনুরক্ত থাকুক এবং তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এতটা অনিশ্চিত হোক যাতে অন্তত আগামী দশ বছর সে অন্য কোন পুরুষের দিকে না তাকায়। তাই সে তাকে গীর্জার দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেল। কিন্তু তারপর তো আর যেতে পারে না, তাই সে অতি পুরনো কায়দায় সুযোগমত গা ঢাকা দিল, অর্থাৎ গাড়ির এক দরজা দিয়ে ঢুকে আরেক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার তো মনে হয়, ঘটনাপ্রবাহটি এইরকম, কি বলেন মিঃ উইণ্ডিব্যাংক?'

হোমসের কথা শুনতে শুনতে আগন্তুক এতক্ষণে কিছুটা সাহস ফিরে পেয়েছে। বিবর্ণ মুখের উপর একটা অবজ্ঞার ভাব এনে সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। বলে উঠল, 'তা হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু মিঃ হোমস, আপনার বুদ্ধি যখন এতই তীক্ষ্ণ তখন তাতে এটুকু তীক্ষ্ণতাও থাকা উচিত যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে এখন আপনিই আইন ভঙ্গ করছেন, আমি নই। প্রথমাবধি আমি আইনের চোখে কোন অপরাধ করি নি, কিন্তু দরজা চাবি-বন্ধ করে আপনি নিজেকে আক্রমণ ও বে-আইনী আটকের অভিযোগে অভিযুক্ত হবার দায়ে ফেলছেন।'

চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিয়ে হোমস বলল, 'আপনার কথা ঠিক। আইন আপনাকে ছুঁতে পারে না, কিন্তু আপনিই সর্বাপেক্ষা দণ্ডযোগ্য। মেয়েটির কোন ভাই বা বন্ধু থাকলে তাদের কর্তব্য হত আপনার পিঠে চাবুক মারা।' 'বটে।' লোকটির মুখে অবজ্ঞার ভ্রূকুটি দেখে হোমস যেন জ্বলে উঠল, 'মক্কেলের প্রতি আমার কর্তব্যের অংশ এটা নয়, তবু আমার হাতের কাছেই যখন একটা শিকারী-চাবুক রয়েছে, তখন একবার সেটাকে ব্যবহারই করা যাক—' চাবুকটার দিকে দু'পা এগিয়ে গেল সে। কিন্তু তাতে হাত দেবার আগেই সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ উঠল, হল-ঘরের ভারী দরজা সশব্দে খুলে গেল, এবং জানালা দিয়ে আমরা দেখতে পেলাম মিঃ জেমস উইণ্ডিব্যাংক

প্রাণপণ শক্তিতে রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছেন।

'ব্যাটা পাজির পা-ঝাড়া!' জোর গলায় হেসে উঠে আবার চেয়ারে বসতে বসতে হোমস বলে উঠল, 'এক অপরাধ থেকে আরেক অপরাধ—এমনি করে এমন জঘন্য অপরাধ একদিন ও করবে যে শেষ পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। কেসটা কিন্তু কোন ব্যাপারেই একেবারে জলো নয়।'

আমি বললাম 'তোমার যুক্তির সবগুলো ধাপ কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারি নি!'

'কি জান, প্রথম থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে মিঃ হোসমার এঞ্জেলের অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপের নিশ্চয় কোন জোরালো উদ্দেশ্য আছে। আর এটাও খুব স্পষ্ট যে যতদূর দেখা যাচ্ছে এইসব ঘটনার ফলে লাভবান হচ্ছেন একমাত্র ঐ সংবাবা। তারপর দেখ, ঐ দুই ব্যক্তি কখনও একসঙ্গে থাকে না, সব সময়ই একজন চলে গেলে তবে অপর জনের আবির্ভাব ঘটে। এটাও ইঙ্গিতপূর্ণ। রঙিন চশমা, অদ্ভুত গলার স্বর আর মোটা জুলপিও তাই—সবগুলিই ছদ্মবেশের পরিপোষক। আমার সবগুলি সন্দেহই দৃঢ়তর হয় স্বাক্ষরটি পর্যন্ত টাইপ করায়। এথেকে বোঝা যায় যে, তার হাতের লেখা মেয়েটির এতই পরিচিত যে যে-কোন একটুকরো লেখা দেখলেই সে চিনে ফেলবে। ভেবে দেখ, এই সবই বিচ্ছিন্ন ঘটনা—এবং আরও কিছু ছোটখাটো ব্যাপার—সব মিলিয়ে ঐ একই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।'

'এগুলি তুমি প্রমাণ করলে কেমন করে?'

'একবার লোকটাকে ধরতে পারলে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা তো সোজা। যে ফার্মের হয়ে সে কাজ করত সেটা আমার পরিচিত। ছাপানো বিবরণটা সামনে নিয়ে যারা ছদ্মবেশের সহায়ক হতে পারে যেমন গোঁফ, চশমা, গলার স্বর—সেগুলো বাদ দিয়ে যা পাওয়া গেল তেমনি একটা বিবরণ লিখে ঐ ফার্মে পাঠিয়ে জানতে চাইলাম, তাদের অফিসের কোন লোকের সঙ্গে ঐ চেহারা মেলে কি না। ইতিমধ্যে টাইপরাইটারের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে ঐ লোকটিকেই চিঠি লিখলাম এখানে আসবার জন্যে। যেমনটি আশা করেছিলাম, টাইপ-করা জবাবই এল এবং ঐ একইরকমের ত্রুটিগুলি পাওয়া গেল। ঐ একই ডাকে ফেনচার্চ স্ট্রীটের ওয়েস্টহাউস এণ্ড মারব্যাংক থেকেও চিঠি পেলাম। তারা জানাল, আমার বিবরণ তাদের কর্মচারী জেমস উইণ্ডিব্যাংকের চেহারার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। তামাম শোধ!'

'আর মিস সাদারল্যাণ্ড?'

'এ গল্প বললেও সে বিশ্বাস করবে না। একটা ফার্সি বয়েৎ হয়তো তোমার মনে আছে—'বাঘের বাচ্চাকে ছিনিয়ে নেওয়ার অনেক বিপদ, আর

স্ত্রীলোকের মন থেকে তার স্বপ্ন যে কেড়ে নেয় তারও অনেক বিপদ। হাফিজ বা হোরেসের বাণী যেমন অর্থপূর্ণ তেমনি পার্থিব জ্ঞানে সমৃদ্ধ।'

লাল-মাথা সংঘ

The Red-Headed League

গত বছর হেমন্তকালে একদিন আমার বন্ধু মিঃ শার্লক হোমসের বাড়ি গিয়ে দেখি সে একজন দৃঢ়কায় লাল-মুখ প্রবীণ ভদ্রলোকের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। লোকটির মাথার চুল আগুনের মত লাল। অসময়ে এসে পড়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে আমি বেড়িয়ে আসছিলাম, হঠাৎ হোমস আমার হাত ধরে ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

সাদরে বলল, 'ভাই ওয়াটসন, তোমার আসবার এর চাইতে উপযুক্ত সময় আর হতে পারে না।'

'তুমি আলোচনায় খুব ব্যস্ত।'

'খুবই ব্যস্ত।'

'তাহলে আমি পাশের ঘরে অপেক্ষা করি।'

'মোটেই না। মিঃ উইলসন, এই ভদ্রলোক আমার অংশীদার ও সাহায্যকারী। এর আগে অনেক কেসেই ইনি আমাকে সাহায্য করেছেন এবং আমার কোন সন্দেহ নেই যে আপনার বেলায়ও ইনি আমাদের খুব কাজে লাগবেন।'

দৃঢ়কায় ভদ্রলোক চেয়ার থেকে অর্ধেকটা উঠে তার মেদ-ঢাকা কুৎকুতে চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানালেন।

'সেটিটায় বসো', বলে হোমস আবার আরাম-কেদারায় হেলান দিল। দুটো আঙুলের টিপ যথারীতি ধরা আছে। কোন আইনগত বিষয় ভাববার সময় ঐটেই তার রীতি। সে বলতে লাগল, 'আমি জানি ওয়াটসন, যা কিছু অসাধারণ, যা কিছু গতানুগতিক দৈনিক জীবনের রীতিনীতির বাইরে তার প্রতি আমার যে আকর্ষণ তুমিও তার অংশীদার। তুমি যে সেসব ভালবাস তার প্রমাণ আমার ক্রিয়া-কলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করায় তোমার উৎসাহ। অবশ্য আমার অনেক ছোটখাট কাজকেই তুমি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে লিখেছ।'

আমি বললাম, 'তোমার ক্রিয়াকলাপের প্রতি আমার আগ্রহ সত্যিই ছিল।'

'তোমার মনে আছে মিস মেরী সাদারল্যাণ্ডের ছোট সমস্যাটায় হাত দেবার আগে তোমাকে বলেছিলাম যে বিস্ময়কর ফল এবং অসাধারণ ঘটনা-সংস্থানের সন্ধান পেতে হলে বাস্তব জীবনের দ্বারস্থ হতেই হবে, যেকোন কষ্ট-কল্পনার চাইতেও জীবন অধিকতর দুঃসাহসিক।'

'আমি অবশ্য তোমার সে বক্তব্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম।'

'তা করেছিলে ডাক্তার, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মতে তোমাকে আসতেই হবে। তা না হলে এমনভাবে ঘটনার পর ঘটনা আমি তোমার উপর চাপাতে থাকব যে শেষ পযন্ত তার চাপে তোমার যুক্তি-বুদ্ধি ভেঙে পড়বে এবং আমার মতকেই ঠিক বলে মেনে নেবে। যা হোক, মিঃ যাবেজ উইলসন আজ সকালেই দয়া করে আমার কাছে এসেছেন এবং এমন একটা ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করেছেন যার চাইতে অসাধারণ কিছু আমি সম্প্রতি শুনি নি। তুমি আমাকে বলতে শুনেছ যে কোন বড অপরাধ নয় ছোট ছোট অপরাধের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে সব চাইতে বিস্ময়কর ও অসাধারণ ব্যাপার। এমন কি অনেক সময়ই সেসব ক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট অপরাধ থাকে কিনা সেটাই সন্দেহের বিষয়। যতটা আমি শুনেছি তাতে বর্তমান কেসটি কোন অপরাধের ব্যাপার কিনা সেটাও আমার পক্ষে বলা অসম্ভব। তবে যেসব অসাধারণ ঘটনার কথা আমি আজ পর্যন্ত শুনেছি এটি নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম। মিঃ উইলসন, দয়া করে যদি সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার গোড়া থেকে বলেন তো ভাল হয়। আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসন গোড়ার অংশটি শোনে নি বলেই যে এ অনুরোধ করছি তা নয়, গল্পটার অসাধারণ প্রকৃতির জন্যই এর পুংখানুপুংখ বিবরণ আমি আবার আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।

আমাদের মাননীয় মক্কেল বেশ একটু গর্ববোধ করে বুক ফুলিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর কোটের ভিতরকার পকেট থেকে একটা ময়লা দুমড়ানো খবরের কাগজ বের করলেন। হাঁটুর উপরে কাগজখানা মেলে ধরে মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে তিনি যখন বিজ্ঞাপনের কলমটা দেখতে লাগলেন, সেই ফাঁকে আমি ভাল করে লোকটিকে দেখতে লাগলাম, এবং আমার সঙ্গীর রীতি অনুযায়ী তাঁর পোশাক বা চেহারা থেকে কতদূর কি জানা যায় সেটা বুঝতে চেষ্টা করলাম।

অবশ্য তাতে বেশী কিছু লাভ হল না। আমাদের আগন্তুকের মধ্যে বেশ মোটাসোটা, জাঁকজমকপূর্ণ, ধীর গতি একজন অতি সাধারণ বৃটিশ ব্যবসায়ীর লক্ষণগুলিই সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। পরনে ধূসর রঙের মেষপালকদের মত ডোরা-কাটা ট্রাউজার, ময়লামত বোতাম-খোলা কালো ফ্রক-কোট, আর পেতলের ভারী অ্যালবার্ট-চেন লাগানো ওয়েস্ট-কোট, তার থেকে অলংকারের মত ঝুলছে একটা ছিদ্র-করা চৌকো ধাতুর মুদ্রা। পাশের চেয়ারের

উপর রয়েছে একটা টপ-হ্যাট আর ভেলভেট রঙের কুঁচকানো কলার দেওয়া রং-চটা বাদামী ওভারকোট। মোটকথা, একমাত্র তাঁর উজ্জ্বল লাল মাথা আর মুখের তীব্র বিরক্তি ও অসন্তোষের ছায়া ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য লক্ষণই চোখে পড়ল না।

শার্লক হোমসের ত্বরিৎ দৃষ্টি আমার উপর পড়ল। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে সে হেসে ঘাড় নাড়ল। বলল, 'একসময়ে তিনি দৈহিক শ্রম করতেন, নিয়মিত নস্য নিয়ে থাকেন, একটা সমবায় সংঘের সদস্য, কোন সময়ে চীন দেশেও গিয়েছিলেন, এবং সম্প্রতি বেশ কিছুটা লেখার কাজ করেছেন—এইসব অতি স্পষ্ট ঘটনা ছাড়া আমিও আর কিছু অনুমান করতে পারছি না।'

মিঃ যাবেজ উইলসন চমকে উঠলেন। তার আঙুলটা খবরের কাগজের উপরে, কিন্তু তার দৃষ্টি নিবদ্ধ আমার বন্ধুর দিকে।

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এসব কথা আপনি জানলেন কেমন করে মিঃ হোমস? আমি যে একসময় হাতের কাজ করতাম এটা খুবই সত্যি। জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রি হিসাবেই আমি জীবন শুরু করি। কিন্তু সেকথা আপনি জানলেন কেমন করে?'

'আপনার হাতই বলে দিয়েছে। আপনার ডান হাতটা বাঁ হাত অপেক্ষা বড়। ঐ হাত দিয়ে আপনি কাজ করেছেন, তাই ওটার পেশীগুলো বেশী বেড়েছে।'

'কিন্তু নস্য? সমবায়-সংঘ? সেগুলো?'

'নস্যর ব্যাখ্যা দিয়ে আপনার বুদ্ধিকে আমি খাটো করতে চাই না। আর সংঘ? আপনার বুকে লাগানো বৃত্তচাপ আর কম্পাসের পিনই তার পরিচয়।'

'তা বটে, তা বটে। কিন্তু লেখার ব্যাপারটা?'

'আপনার ডান হাতের আস্তিনের কফ্‌টা কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, আর বাঁ হাতের কনুইয়ের যে জায়গাটা লিখতে হলে টেবিলের উপর রাখতে হয় সেখানটায় কেমন একটা মসৃণ দাগ পড়েছে, এর থেকে লেখা ছাড়া আর কি বোঝা যাবে বলুন?'

'তা তো হল। কিন্তু চীন?'

'আপনার ডান কব্জির ঠিক উপরে যে মাছের ছবিটার উল্কি করা আছে ওটা একমাত্র চীনেই করা সম্ভব। উল্কির চিহ্ন নিয়ে আমি কিছু পড়াশুনা করেছি, আর এ সংক্রান্ত সাহিত্যে আমার কিছু অবদানও আছে। মাছের আঁশগুলোতে একটা বিশেষ লাল রং করার কৌশল একমাত্র চীনেরই বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া, আপনার ঘড়ির চেন থেকে একটা চৈনিক মুদ্রা ঝুলছে। ওটা দেখেই ব্যাপারটা আরও সহজে বোঝা গেল।'

মিঃ যাবেজ উইলসন হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'প্রথমে

ভেবেছিলাম কি ভয়ানক বুদ্ধির খেলাই না আপনি খেলেছেন, কিন্তু এখন দেখছি ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়।'

হোমস বলে উঠল, 'ওয়াটসন, দেখতে পাচ্ছি সবকিছু ব্যাখ্যা করাটাই ভুল। তুমি তো জান, লোককে যত অজ্ঞানতার অন্ধকারে রাখবে তত তোমার গুরুত্ব বাড়বে।' এতটা সরল হলে আমার যেটুকু সুনাম আছে তার যে একেবারে ভরাডুবি হবে। যা হোক, মিঃ উইলসন, বিজ্ঞাপনটা খুঁজে পেলেন কি?'

কলামের মাঝখানে মোটা লাল আঙুলটা চেপে ধরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, পেয়েছি। এই যে। এর থেকেই শুরু। আপনি নিজেই এটা পড়ুন।'

তাঁর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগলাম:

লাল মাথা লীগের প্রতি—লেবানন, স্পেন, ইউ. এস. এ. নিবাসী স্বর্গত এজেকিয়া হপকিন্সের দানপত্র অনুসারে সম্প্রতি আর একটি পদ শূন্য হইয়াছে। লীগের যেকোন সদস্য নামমাত্র কাজের বিনিময়ে সপ্তাহে চার পাউণ্ড বেতনের অধিকারী হইতে পারেন। দেহে মনে সুস্থ এবং একুশ বৎসরের উর্ধ্ববয়স্ক সকল লাল মাথাওয়ালা মানুষই এই পদ পাইবার উপযুক্ত। ৭, পোপ্‌স্ কোর্ট, ফ্লীট স্ট্রীটস্থ ঠিকানায় লীগের কার্যালয়ে আগামী সোমবার বেলা এগারটার সময় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ডানকান রসের নিকট আবেদন করুন।

অসাধারণ ঘোষণাপত্রটি দু'বার পড়ে আমি বলে উঠলাম, 'এসবের মানে কি?'

হোমস শরীরটাকে এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। মেজাজ খোস্ থাকলেই সে ওরকম করে। সে বলল, 'ব্যাপারটা একটু খাপছাড়া, তাই না? মিঃ উইলসন, এবার সব খুলে বলুন আপনার কথা, আপনার ঘরকন্নার কথা, আপনার উপর এই বিজ্ঞাপনের প্রভাবের কথা। ডাক্তার, তুমি আগে পত্রিকাটির নাম আর তারিখটা লিখে নাও।'

'দি মর্ণিং ক্রনিক্ল্, ২৭ এপ্রিল, ১৮৯০। ঠিক দু' মাস আগেকার।'

'ঠিক আছে। মিঃ উইলসন?'

কপালটা মুছে নিয়ে যাবেজ উইলসন বলতে শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, আপনাকে তো বলছিলাম মিঃ শার্লক হোমস, যে শহরের সন্নিকটে স্যাক্স-কোবুর্গ স্কোয়ারে আমার একটা ছোট বন্ধকী কারবার আছে। বড় ব্যাপার কিছু নয়, এই কোনরকমে খাওয়া-পরাটা চলে যায়। এককালে দু'জন সহকারী ছিল,

কিন্তু এখন আছে মাত্র একজন। তাকে অনেক মাইনেই দিতে হত, কিন্তু কাজটা শিখবার জন্য সে আধা মাইনেতেই আসতে রাজী হয়ে গেল।'

শার্লক হোমস জানতে চাইল, 'তা—সে অনুগত ছোকরাটির নাম কি?'

'তার নাম ভিনসেণ্ট স্পল্ডিং। ঠিক ছোকরাও সে নয়। তার বয়স বলা শক্ত। কিন্তু মিঃ হোমস, ওরকম আর একটা চটপটে সহকারী পাওয়া কঠিন। আমি ভাল করেই জানি, সহজেই সে আরও উন্নতি করতে পারে। আমি যা দিই তার দ্বিগুণ উপার্জন করতে পারে। কিন্তু বুঝে দেখুন, সে যখন ওতেই সন্তুষ্ট, আমি কেন তার মাথায় সেকথা ঢোকাতে যাব?'

'তা কেন যাবেন? আপনার তো ভাগ্য ভাল, এমন কম পয়সায় একজন লোক পেয়ে গেছেন। এ যুগে এরকমটা পাওয়া যায় না। আপনার সহকারীটি আপনার বিজ্ঞাপনের মতই উল্লেখযোগ্য কিনা আমি জানি না।'

মিঃ উইলসন বললেন, 'অবশ্য তার দোষ ত্রুটিও কিছু আছে। ফটোগ্রাফির নামে একেবারে পাগল। যখন তখন কাজ শেখা শিকেয় তুলে ক্যামেরা নিয়ে ছোটে আর ফিরে এসেই খরগোসের মত ঢুকে পড়ে মাটির নীচের ঘরে ফটোগুলোকে 'ডেভেলপ' করতে। ঐটেই মস্ত দোষ, নইলে কাজকর্মে ভাল। অন্য কোন দোষও নেই।

'সে এখনও আপনার কাছেই আছে তো?'

'হ্যাঁ। সে থাকে আর একটি বছর চৌদ্দর মেয়ে থাকে—সেই তো রান্নাবান্না করে, ঘর-দোর পরিষ্কার রাখে। নিজে আমি বিপত্নীক, কখনও ছেলেপিলে ছিল না। বাড়িতে আমরা ঐ তিনজনই বাসিন্দা। বেশ শান্তিতে আছি। মাথার উপরে একটা ছাদ আছে; কোন ধার-দেনা নেই; ব্যস, আর কি চাই?'

'ঐ বিজ্ঞাপনটাই আমাকে প্রথম ঘরছাড়া করল। আজ থেকে সপ্তাহ আষ্টেক আগে একদিন এই কাগজখানা হাতে নিয়েই স্পল্ডিং অফিসে ঢুকে বলল:

"মিঃ উইলসন, আঃ! প্রভুর দয়ায় আমি যদি লাল-মাথার মানুষ হতে পারতাম।"

"কেন বলতো?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"কেন? এই দেখুন লাল-মাথা মানুষদের জন্য আর একটা চাকরি খালি হয়েছে। যার ভাগ্যে লেগে যাবে সে তো বেশকিছু হাতিয়ে নেবে। মনে হচ্ছে, প্রার্থীর চাইতে চাকরির সংখ্যা বেশী, তাই ট্রাস্টিরা এত টাকা নিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। আমার মাথার চুলের রংটা যদি পাল্টে যেত তাহলেই তো মেরে দিয়েছিলাম কেল্লা।"

"ব্যাপার কি বল তো?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। "দেখুন মিঃ হোমস,

আমি ঘর-কুণো মানুষ। আমার ব্যবসা বাড়িতে বসেই চালাই, বাইরে ছুটতে হয় না। কাজেই অনেক সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ বাড়ির বাইরে পা ফেলি না। ফলে বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার খবর রাখি না। কাজের কোন নতুন সংবাদ শুনতে ভালই লাগে।"

'সে চোখ বড় বড় করে বলল, "আপনি কি 'লাল মাথা লীগ'-এর কথা কখনও শোনেন নি?"

"না তো!"

"সে কি? খুব আশ্চর্য! আরে, আপনি নিজেই তো ওই শূন্যপদের প্রার্থী হতে পারেন?"

'আমি প্রশ্ন করলাম, "কত মাইনে পাওয়া যাবে?"

"তা—বছরে শ' দুই ডলার হবে। কিন্তু কাজ তো কিছুই না। নিজের অন্য কোন কাজ থাকলে একই সঙ্গে সেটাও করা যাবে।"

'বুঝতেই পারছেন, শুনেই আমার কান খাড়া হয়ে উঠল। কয়েক বছর যাবৎ ব্যবসাও ভাল চলছিল না। কাজেই শ' দুই বাড়তি রোজগার তো বেশ ভালই।'

'আমি বললাম "সব কথা খুলে বলো।"

'আমাকে বিজ্ঞাপনটা দেখিয়ে সে বলল, "নিজেই পড়ে দেখুন, লীগে একটা চাকরি খালি আছে, আর কোথায় আবেদন করতে হবে সে ঠিকানাও আছে যতদূর বোঝা যায়, এজেকিয়া হপকিন্স নামক একজন কোটিপতি মার্কিন ভদ্রলোক এই লীগের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ধরণ-ধারণ একটু অদ্ভুত। তাঁর নিজের মাথা ছিল লাল-চুলে ভরা, আর সব লাল চুলো মানুষের প্রতিই তাঁর ছিল অগাধ সহানুভূতি। তাই তাঁর মৃত্যুর পরে দেখা গেল, ট্রাস্টিদের হাতে তিনি প্রচুর সম্পত্তি দিয়ে গেছেন এবং নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, সুদের টাকা থেকে সেইসব মানুষদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে যাদের চুলের রং লাল। যতদূর শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে মাইনে প্রচুর, কিন্তু কাজ কম।"

'আমি বললাম, "কিন্তু লক্ষ লক্ষ লাল-মাথা মানুষই তো আবেদন করবে।"

'সে বলল, "আপনি যত ভাবছেন তত নয়। আসলে বয়স্ক লণ্ডনবাসীদের মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ। ঐ মার্কিন ভদ্রলোক প্রথম জীবনে লণ্ডন থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন, তাই পুরনো শহরটার কিছু উপকার করতে চেয়েছেন। তাছাড়া আমি আরও শুনেছি, চুল যদি উজ্জ্বল আগুনের মত লাল না হয়ে হালকা লাল, গাঢ় লাল বা অন্য রকম হয় তাহলে আবেদন করে কোন লাভ নেই। দেখুন মিঃ উইলসন, যদি আবেদন করতে চান, এখনই চলুন।"

'দেখুন মশায়রা, আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন যে আমার মাথার চুলগুলো আগুনের মতই লাল। কাজেই আমার মনে হল, এব্যাপারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে অন্য যে-কোন লোকের তুলনায় আমার জয়লাভের সম্ভাবনা কিছুমাত্র কম নয়। তাই আমি তথনই হুকুম দিলাম, ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে এখনই চল আমার সঙ্গে। একদিন ছুটি পেয়ে সেও খুশি হল। আমরাও দোকান-পাট বন্ধ করে বিজ্ঞাপনে দৃষ্টমত ঠিকানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

"মিঃ হোমস, সে দৃশ্য আর কখনও দেখব না। উত্তর, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম যেখানেই যার চুলে এতটুকু লালের ছোঁয়াচ আছে, বিজ্ঞাপন দেখে সেই শহরে এসে ভীড় করেছে। লাল-মাথা মানুষের ভীড়ে ফ্লীট স্ট্রীটের দম বন্ধ হবার উপক্রম। পোপ্‌স্ কোর্টকে দেখাচ্ছে যেন ফলের দোকানে কমলার পাহাড় জমেছে। একটা বিজ্ঞাপনে যত লোক জমা হয়েছে সারা দেশে তত লোক আছে বলে আমি জানতাম না। খড়, লেবু, কমলা, ইট, মেটে, মাটি—সবরকম রঙের যেন মেলা বসেছে। কিন্তু—স্পল্ডিং আমাকে বলল—আসল উজ্জ্বল আগুন-রঙের চুল কারও নেই। এত লোকের ভীড় দেখে আমি হয় তো আশাই ছেড়ে দিতাম, কিন্তু স্পাল্ডিং কোন কথা শুনলো না। গুঁতিয়ে, ধাক্কা দিয়ে, কনুই মেরে সে যে কীভাবে আমাকে ভীড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল আমি কল্পনাই করতে পারি না। অবশেষে অফিসের সিঁড়ির কাছে গিয়ে পৌছলাম। সিঁড়িতে দু'মুখী স্রোত—একদল আশা নিয়ে উঠছে, আর একদল নিরাশ হয়ে নামছে। যতটা সম্ভব তারই ফাঁক দিয়ে গলে এক-সময়ে আমরা অফিসের ভিতর ঢুকে পড়লাম।'

মক্কেলটি থামলেন। বড় এক টিপ নস্য নিয়ে স্মৃতিকে ঝালিয়ে নিলেন। হোমস মন্তব্য করল, 'আপনার অভিজ্ঞতা খুবই হৃদয়গ্রাহী। দয়া করে শুরু করুন।'

'অফিসের মধ্যে একজোড়া কাঠের চেয়ার ও একটা টেবিল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। টেবিলের পিছনে বসে ছিলেন একজন ছোটখাট মানুষ, তার চুল আমার চাইতেও লাল। প্রত্যেক প্রার্থীর সঙ্গেই তিনি কয়েকটি কথা বলেন এবং কিছু ত্রুটি বের করে তাকে বাতিল করে দেন। দেখে মনে হল, চাকরি পাওয়া খুব সোজা হবে না। কিন্তু আমাদের সময় যখন এল তখন তিনি অন্যদের তুলনায় আমার প্রতি অধিকতর সদয় হলেন এবং আমরা ঢুকতেই গোপনে কথা বলবার জন্য দরজা বন্ধ করে দিলেন।

"ইনি মিঃ যাবেজ উইলসন," আমার সহকারী বলল, "ইনি লীগের একটি শূন্যপদ পূর্ণ করতে ইচ্ছুক।"

"ইনি এ পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত," অপরজন বলে উঠলেন, "প্রয়োজনীয়

সব গুণই এর আছে। এমন ভাল প্রার্থী আর তো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।" কয়েক পা পিছিয়ে মাথাটা হেলিয়ে তিনি একদৃষ্টিতে আমার চুলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার কি রকম লজ্জা করতে লাগল। হঠাৎ এক-লাফে এগিয়ে এসে আমার হাত মুচরে ধরে আমাকে সাদর অভিনন্দন জানালেন।

'তারপর বললেন, "এরপরেও ইতস্তত করা অন্যায় হবে, তথাপি আর একটু সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য আশাকরি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।" বলেই দুই হাতে আমার চুল ধরে সজোরে টানতে লাগলেন। যন্ত্রণায় আমি চীৎকার করে উঠলাম। "আপনার চোখে জল এসে গেছে," বলে তিনি আমাকে মুক্তি দিলেন। "সব ঠিক আছে। তথাপি সাবধান হওয়া ভাল, কারণ দু'দুবার পরচুলা পরে আর একবার চুলে রং লাগিয়ে আমাদের ঠকাবার চেষ্টা হয়েছিল। এমন কি মুচিদের রঙিন মোম ব্যবহারের গল্পও আপনাকে শোনাতে পারি যা শুনলে মানুষের প্রতি আপনার ঘৃণা হবে।" তিনি জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে তারস্বরে চীৎকার করে জানিয়ে দিলেন যে, শূন্যপদ পূর্ণ হয়ে গেছে। নীচ থেকে একটা হতাশার আর্তনাদ ভেসে এল। সবাই যে যার মত সরে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার আর ম্যানেজারের মাথা ছাড়া আর কোন লাল মাথাই সেখানে দেখা গেল না।

"আমার নাম মিঃ ডানকান রস," তিনি বললেন, "আমাদের মহান বন্ধু যে অর্থ-ভাণ্ডার রেখে গেছেন আমিও তার একজন পেন্সনভোগী। আচ্ছা মিঃ উইলসন, আপনি কি বিবাহিত? আপনার কি পরিবার আছে?"

'জবাবে জানালাম—নেই।

সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা ম্লান হয়ে গেল।

"ভাই!" তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, "এটা যে খুবই গুরুতর কথা। আপনার কথা শুনে বড় ব্যথা পেলাম। লাল-মাথাদের বংশ-বিস্তার ও তার ভরণ-পোষনের জন্যই এই অর্থ-ভাণ্ডার। খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আপনি চিরকুমার।"

'মিঃ হোমস, একথা শুনে আমার তো মুখ হাঁ হয়ে গেল। বুঝলাম, এ চাকরি আমার হল না। কিন্তু কয়েক মিনিট চিন্তা করে তিনি জানালেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

'বললেন, "অন্যর বেলায় এ বাধা মারাত্মকই হত, কিন্তু আপনার মত যার মাথার চুল তার জন্য আমাদের বিবেচনায় একটু হের-ফের করতে হবে বৈকি। কখন আপনি নতুন কার্যভার গ্রহণ করতে পারবেন?"

'আমি বললাম, "একটু মুস্কিল হচ্ছে—আমার একটা ছোট ব্যবসা আছে।"

"ওঃ, সেজন্য আপনি ভাববেন না মিঃ উইলসন," ভিনসেন্ট স্পল্ডিং বলে উঠল, "সে আমি আপনার হয়ে চালিয়ে নেব।"

'আমি প্রশ্ন করলাম, "কতক্ষণ কাজ করতে হবে ?"

"দশটা থেকে দুটো।"

'মিঃ হোমস, আমাদের বন্ধকী কারবার চলে সাধারণত সন্ধ্যাবেলা, বিশেষ করে বৃহস্পতি ও শুক্রবার সন্ধ্যায়, ঠিক হপ্তা পাবার আগের দিন। কাজেই বেলার দিকে কিছু উপার্জনের সুযোগ হলে তো আমার পক্ষে সুবিধাই হয়। তাছাড়া, আমার সহকারীটিও ভাল মানুষ, সে যেমন করে হোক চালিয়ে নিতে পারবে।'

"তাহলে তো ভালই হয়," আমি বললাম, "কিন্তু মাইনে কত ?"

"সপ্তাহে চার পাউণ্ড।"

"কাজটা কি ?"

"কাজ নামমাত্র।"

"নামমাত্র বলতে কি বোঝায় ?"

"দেখুন, ঐ পুরো সময়টাই আপনাকে অফিসে, অন্ততপক্ষে এই বাড়িতে থাকতে হবে। কখনও কোথাও গেলেই চাকরিটি একেবারে চলে যাবে। এ ব্যাপারে উইলের নির্দেশ খুব স্পষ্ট। ঐ সময়টাতে অফিস থেকে বেরুলেই উইলের শর্ত লঙ্ঘন করা হবে।"

'আমি বললাম, "দিনে মাত্র চার ঘণ্টার তো ব্যাপার। আমি বাইরে যাব না।"

"কোন ওজুহাত কিন্তু চলবে না" মিঃ ডানকান রস বলে উঠলেন, "অসুখ, জরুরী কাজ, কোন কিছু নয়। এখানে আপনাকে থাকতেই হবে, অন্যথায় চাকরিটি খোয়াবেন।"

"আর—কি কাজ করতে হবে ?"

"এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে কপি করতে হবে। কালি, কলম, ব্লটিং-পেপার আপনি নিয়ে আসবেন, আমরা টেবিল চেয়ার দেব। কাল থেকেই শুরু করতে পারবেন ?"

"নিশ্চয়", আমি জবাব দিলাম।

"তাহলে নমস্কার মিঃ যাবেজ উইলসন, ভাগ্যক্রমে যে গুরুত্বপূর্ণ পদ আপনি লাভ করলেন সেজন্য আবার আপনাকে অভিনন্দন জানাই।" তিনি মাথা নোয়ালেন। সহকারীকে নিয়ে আমি বাড়ি চলে এলাম। পথে কোন কথা হল না। নিজের সৌভাগ্যের চিন্তায় আমি তখন মসগুল।

'দেখুন, সারাদিন ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবলাম। সন্ধ্যার দিকে আবার মন খারাপ হয়ে গেল। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, সমস্ত ব্যাপারটাই

একটা মস্ত বড় ধাপ্পা বা ফাঁকিবাজী। এরকম একটা উইল যে কেউ করতে পারে, বা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে কপি করার মত সোজা কাজের জন্য যে এত টাকা কেউ দিতে পারে—এ যে একেবারে বিশ্বাসের অযোগ্য। ভিনসেণ্ট স্পল্ডিং তার সাধ্যমত আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল। যা হোক, সকালে উঠে স্থির করলাম, একবার দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি। এক পেনি দিয়ে একটা কালির বোতল কিনে একটা পাখের কলম আর সাত সিট ফুলস্কেপ কাগজ নিয়ে পোপ্স্ কোর্টের দিকে পা বাড়ালাম।

সবিস্ময়ে ও সানন্দে দেখতে পেলাম, সেখানে সবকিছু ঠিক আছে। আমার জন্য চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিঃ ডানকান রসও উপস্থিত, যাতে আমার কাজের কোন অসুবিধা না হয়। তিনি A অক্ষর থেকে আমাকে কাজ শুরু করিয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন। বলে গেলেন, মাঝে মাঝে এসে তিনি দেখে যাবেন সব ঠিক আছে কি না। দুটোর সময় তিনি আমাকে ছুটি দিলেন। আমার কাজের প্রশংসা করলেন এবং আমি বের হতেই দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন।

'মিঃ হোমস, দিনের পর দিন এইরকম চলতে লাগল। শনিবার দিন ম্যানেজার এসে এক সপ্তাহের কাজের জন্য আমাকে চারটি স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন। পরের সপ্তাহেও তাই, তার পরের সপ্তাহেও প্রতিদিন সকাল দশটায় আমি সেখানে হাজির হই, আর বেলা দুটোয় চলে আসি। ক্রমে ক্রমে মিঃ ডানকান রস সকালের দিকে একবার মাত্র আসতেন; কিছুদিন পরে আসাই বন্ধ করলেন। আমি কিন্তু কখনও মুহূর্তের জন্যও ঘর থেকে বেরোতাম না। কি জানি কখন তিনি এসে পড়েন। বুঝতেই তো পারছেন, চাকরিটা এত ভাল আর আমার পক্ষে এমন উপযোগী, যে আমার পক্ষে কোনরকম ঝুঁকি নেওয়াই অনুচিত।

'আট সপ্তাহ এইভাবে কেটে গেল। ততদিনে আমি Abbors, Archery, Armour, Architecture, ও Attica পর্যন্ত লিখে ফেলেছি এবং আশা করছি অনতিবিলম্বেই B ধরতে পারব। আমার লেখায় একটা তাক প্রায় ভরে উঠেছে। তারপর হঠাৎ একদিন সব শেষ হয়ে গেল।'

'শেষ হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ স্যার। আজ সকালেই। যথারীতি দশটায় কাজে গিয়েছি। কিন্তু দরজা তালাবন্ধ। তার গায়ে একটা ছোট চৌকোণা কার্ডবোর্ড ঝোলানো। এই সেই কার্ডবোর্ড। আপনি নিজেই পড়ে দেখুন।'

নোট-পেপারের সাইজের একখণ্ড সাদা কার্ডবোর্ড তিনি তুলে ধরলেন। তাতে লেখা:

লাল-মাথা লীগ ভেঙে দেওয়া হল:

৯ই অক্টোবর, ১৮৯০।

শার্লক হোমস ও আমি ওই সংক্ষিপ্ত ঘোষণাটি দেখতে লাগলাম আমাদের পিছনে একখানি বিষণ্ণ মুখ। দেখতে দেখতে একসময়ে এর হাসি দিকটা আর সব চিন্তাকে ছাপিয়ে এমনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল যে আমরা দুজনেই হো-হো করে হেসে উঠলাম।

রাগে আমাদের মক্কেলের আগুনে চুলগুলি খাড়া হয়ে উঠল। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে হাসবার কি আছে? আমাকে দেখে হাসা ছাড়া আর কিছু যদি আপনাদের করবার না থাকে, তাহলে আমি অন্য পথ দেখি।'

লোকটি ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তাঁকে হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে হোমস বলল, 'না, সত্যি কোন কিছুর বিনিময়েই আপনার কেস আমি হাতছাড়া করব না। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কেস। তবে, আমাকে ক্ষমা করবেন, ব্যাপারটা কিছুটা হাস্যকরও বটে। এখন বলুন তো, দরজায় কার্ড বোর্ডটা দেখে আপনি কি করলেন?'

'আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারপর চারদিকের অফিসগুলোতে খোঁজ নিলাম। কেউ কিছু জানে না। শেষ পর্যন্ত গেলাম বাড়ির মালিকের কাছে। তিনি একজন হিসাব-রক্ষক, একতলায় থাকেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, লাল-মাথা লীগের কি হয়েছে। তিনি জানালেন, এরকম কোন প্রতিষ্ঠানের কথা তিনি কখনও শোনেন নি। তখন জিজ্ঞাসা করলাম, মিঃ ডানকান রস কে? তিনি জবাব দিলেন, নামটা তার কাছে নতুন।

'আমি বললাম, "দেখুন, আমি ৪নং ঘরের ভদ্রলোকের কথা বলছি।"

"মানে—লাল-মাথা ভদ্রলোক?"

"হ্যাঁ।"

"ওঃ" তিনি বললেন, "তার নাম উইলিয়ম মরিস। তিনি একজন সলিসিটর। নতুন বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আমার ঘরে ছিলেন। গতকাল তিনি চলে গেছেন।"

"তাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে?"

"তার নতুন অফিসে। ঠিকানাও আমাকে বলে গেছেন। ১৭ কিং এডওয়ার্ড স্ট্রীট, সেণ্টপলসের কাছে।"

'মিঃ হোমস, ছুটলাম সেখানে। পৌঁছে দেখি বাড়িটা একটা কৃত্রিম হাঁটুরক্ষনী তৈরির কারখানা। সেখানকার কেউ মিঃ উইলিয়ম মরিস বা মিঃ ডানকান রসের নামও শোনেন নি।'

হোমস প্রশ্ন করল, 'তারপর আপনি কি করলেন?'

'স্যাক্স-কোবর্গ স্কোয়ারে আমার বাড়িতে ফিরে গেলাম। আমার সহকারীর পরামর্শ চাইলাম। সে বিশেষ কিছু বলতে পারল না। শুধু জানাল, অপেক্ষা করলে হয়ত ডাকে খবর পাব। কথাটা আমার ভাল লাগল না। না লড়ে এমন একটা চাকরি খোয়াতে আমি রাজি নই। তাই যেহেতু আমি আগেই শুনেছিলাম যে লোককে বিপদে পড়লে আপনি তাদের সাহায্য করেন। তাই সোজা আপনার কাছে এসেছি।'

হোমস বলল, 'খুব ভাল কাজ করেছেন। আপনার ব্যাপারটা অসম্ভব রকমের আকর্ষণীয়। তাই এটা হাতে পেলে আমি খুশিই হব। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপাতদৃষ্টিতে যেমনটি মনে হচ্ছে তার চাইতে অনেক গুরুতর সমস্যা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

'নিশ্চয়ই গুরুতর! মিঃ যাবেজ উইলসন বলে উঠলেন, 'সপ্তাহে আমার চার পাউণ্ড লোকসান হল।'

হোমস বলল, 'আপনার ব্যক্তিগত কথা যদি বলেন, তাহলে কিন্তু এই অসাধারণ সংঘের বিরুদ্ধে আপনার কোন অভিযোগ থাকা উচিত নয়। বরং A অক্ষরের অন্তর্গত প্রতিটি বিষয়ের যে জ্ঞান আপনি অর্জন করেছেন তার কথা ছেড়ে দিলেও ইতিমধ্যেই আপনি ত্রিশ পাউণ্ডের মত লাভ করেছেন। আসলে তো আপনার কোন লোকসানই হয় নি।'

'তা হয় নি। কিন্তু আমি তাদের খুঁজে বের করতে চাই। তারা কারা, আর আমার সঙ্গে এই তামাসাই বা তারা করল কেন? তাদের পক্ষে তো তামাসাটা খুবই ব্যয়বহুল, কারণ ইতিমধ্যেই তাদের বত্রিশ পাউণ্ড ব্যয় হয়েছে।'

'আপনার সব প্রশ্নের জবাব আমরা বের করতে চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগে আরো দু'একটা প্রশ্ন করব মিঃ উইলসন। যে সহকারীটি প্রথম এই বিজ্ঞাপনের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সে কতদিন হল আপনার কাছে আছে?'

'প্রায় এক মাস।'

'সে এল কেমন করে?'

'একটা বিজ্ঞাপন দেখে।'

সেই কি একমাত্র আবেদনকারী ছিল?'

'না। আরও একডজন ছিল।'

'তাকেই বেছে নিলেন কেন?'

'কারণ তাকে সস্তায় পাওয়া গেল।'

'অর্ধেক মাইনেতে, তাই না?'

'হ্যা।'

'এই ভিনসেন্ট স্পল্ডিংকে দেখতে কেমন ?'

'ছোটখাট, শক্তপোক্ত, চাল-চলনে পাকা, বয়স ত্রিশের কম নয়, অথচ মুখে দাড়ি-গোঁফের রেখা নেই। কপালে একটা এসিডে-পোড়া সাদা দাগ আছে।'

হোমস উত্তেজনায় চেয়ারে উঠে বসল।

বলল, 'আমিও সেরকমটাই ভেবেছিলাম। আচ্ছা, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, তার কানে রিং পরার মত ফুটো আছে কি না ?'

'আছে স্যার। সে বলেছে, ছোটবেলায় একটা জিপ্‌সি ওরকম করে দিয়েছিল।'

'হুম।' বলে হোমস যেন গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। পরে বলল, 'সে কি এখনও আপনার কাছে আছে ?'

'হ্যাঁ। আমি এইমাত্র তাকে দেখে এসেছি।'

'আপনার অনুপস্থিতিতে কাজকর্ম বেশ ভালভাবে করেছে ?'

'সেদিক থেকে বলবার কিছু নেই। তাছাড়া সকালের দিকে কাজও তেমন থাকে না।'

'এই পর্যন্তই থাক মিঃ উইলসন। দু'একদিনের মধ্যেই এবিষয়ে একটা মতামত দিতে পারব। আজ শনিবার, আশা করছি সোমবারের মধ্যেই একটা ফয়সালা করতে পারব।'

আগন্তুক চলে গেলে হোমস আমাকে বলল, 'কি হে ওয়াটসন, কি বুঝলে ?'

আমি সোজাসুজি বললাম, 'কিছুই বুঝলাম না। বড়ই রহস্যজনক ব্যাপার।'

হোমস বলল, 'বিষয়টা যত জটিল হয় তার রহস্যও তত হ্রাস পায়। অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্যহীন অপরাধই গোলমেলে হয়ে থাকে, যেমন একটা সাধারণ মুখকে খুঁজে বের করাই বেশী শক্ত। কিন্তু যাইহোক, তড়িঘড়ি করতে হবে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি করতে চাও ?'

সে জবাব দিল, 'ধূমপান করব। ঠিক তিনটে পাইপের মামলা। দয়া করে পঞ্চাশটা মিনিট কোন কথা বলো না।' সে চেয়ারে হেলান দিল। হাঁটু দুটোকে ভাঁজ করে তাঁর বাজপাখির মত নাকের কাছ বরাবর তুলে দিয়ে চোখ বুজল। মুখের কালো মাটির পাইপটা একটা অদ্ভুত পাখির ঠোঁটের মত ঝুলে রইল। মনে হলো সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিও উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ সে চেয়ার ছেড়ে এমনভাবে লাফ দিয়ে উঠল, যেন মনে মনে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে। মুখের পাইপটাকেও নামিয়ে রাখল মেন্টেল পিসের উপরে।

বলল, 'আজ বিকেলে সেন্ট জেমস হল-এ সারাসেট-এর বাজনা আছে। কি বল ওয়াটসন, তোমার রোগীরা কয়েক ঘণ্টার জন্য তোমাকে ছেড়ে দিতে পারবে?'

'আজ আমার হাতে কোন কাজ নেই। আর আমার প্র্যাকটিস তো কোনকালেই খুব জমাট নয়।'

'তাহলে টুপিটা নাও, চল। শহরের ভিতর দিয়েই যাব। পথেই যা-হোক কিছু খেয়ে নেব। আজকের প্রোগ্রামে জার্মান সঙ্গীতের ব্যবস্থা আছে। ইতালীয় বা ফরাসী সঙ্গীত অপেক্ষা জার্মান সঙ্গীতই আমার বেশী পছন্দ। ওতে মন অন্তর্মুখী হয়, আর আমিও অন্তর্মুখীই হতে চাইছি। চল।'

পাতাল-রেল দিয়ে আমরা অ্যাল্‌ডার্স গেট পর্যন্ত গেলাম। বাগান থেকে একটুখানি হাঁটা পথে সেই স্যাক্স-কোবুর্গ স্কোয়ারে পৌঁছলাম যেখানকার ঘটনাবলীর গল্প আজ সকালে শুনেছি। একটা ছোটখাট অপরিচ্ছন্ন জায়গা, চার সারি ময়লা দোতলা ইটের বাড়ি। সামনে একটা রেলিং-ঘেরা মাঠ। সেখানে কিছু ঘাস ও বিবর্ণ লরেল গাছের ঝোঁপ কোনক্রমে ধোঁয়াটে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে। কোণের একটা বাড়িতে বাদামী রঙের বোর্ডের উপর সাদা অক্ষরে লেখা—যাবেজ উইলসন। বোঝা গেল, এখানেই আমাদের লাল-মাথা মক্কেলের ব্যবসা চলে। বাড়িটার সামনে থেমে শার্লক হোমস ঘাড়টা একদিকে হেলিয়ে উজ্জ্বল চোখ মেলে বাড়িটা দেখতে লাগল। সেইভাবে তাকাতে তাকাতেই সে রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গেল, আবার ফিরে এল। শেষটায় বন্ধকী দোকানের সামনে গিয়ে দু'তিনবার হাতের লাঠিটা জোরে জোরে ঠুকল। তারপর দরজার কাছে পৌঁছে টোকা দিল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে একটি চকচকে চেহারার দাড়ি-গোঁফ কামানো যুবক তাঁকে ভিতরে যেতে বলল।

'ধন্যবাদ', হোমস বলল, 'আমি শুধু জানতে চাই, কোন্ পথে এখান থেকে স্ট্র্যাণ্ড-এ যেতে পারি।'

দরজা বন্ধ করতেই সহকারীটি জবাব দিল, 'ডাইনে তৃতীয়, বাঁয়ে চতুর্থ।'

ফিরে যেতে যেতে হোমস মন্তব্য করল, 'চালাক ছোকরা। আমার বিচারে চালাকিতে এ ছোকরা সারা লণ্ডনে চতুর্থ স্থানের অধিকারী, তার দুঃসাহসিকতায় তার স্থান তৃতীয় কিনা ঠিক জানি না। এর সম্পর্কে আগেও কিছু কিছু সংবাদ পেয়েছি।'

'আমি বললাম, 'সে তো ঠিকই। লাল-মাথা লীগ-এর রহস্য সন্ধানে মিঃ উইলসনের সহকারীর অবদান তো অনেকখানিই হবার কথা। ওকে একবার দেখবার জন্যই তো তুমি পথের হদিস জিজ্ঞাসা করলে।'

'ওকে দেখতে নয়।'

'তাহলে ?'

'ওর ট্রাউজারের হাঁটু দুটো দেখতে।'

'কি দেখলে ?'

'যা দেখব বলে আশা করেছিলাম।'

'ফুটপাতটা ঠুকলে কেন ?'

'দেখ হে ডাক্তার, এখন দেখবার সময়, কথা বলবার নয়। শত্রুর দেশে আমরা এখন গুপ্তচর। স্যাক্স-কোবুর্গ স্কোয়ার মোটামুটি দেখা হল। এবার এর পিছন দিকের পথগুলো আবিষ্কার করতে হবে।'

নির্জন স্যাক্স-কোবুর্গ স্কোয়ারের মোড় ঘুরতেই যে রাস্তাটায় আমরা পড়লাম সেটা একেবারেই অন্য রকমের—একটা বইয়ের প্রচ্ছদ-পট আর তার পিছনের মলাটের মধ্যে যেমন পার্থক্য থাকে ঠিক তেমনি। শহরের উত্তরে এবং পূবে যাবার যে ক'টি প্রধান রাজপথ আছে—এটি তাদেরই অন্যতম। লোকের অবিশ্রাম যাতায়াতে রাজপথ অবরুদ্ধপ্রায়। পথচারিদের ভীড়ে ফুটপাতগুলো কালো দেখাচ্ছে। সুসজ্জিত দোকান-পাট আর সুউচ্চ অট্টালিকাগুলো দেখলে ভাবাই যায় না যে এর ঠিক পিছনেই রয়েছে আমাদের ছেড়ে-আসা অপরিচ্ছন্ন নির্জন স্কোয়ার।

এককোণে দাঁড়িয়ে বাড়িগুলোর দিকে চোখ রেখে হোমস বলল, 'ভাল করে দেখতে দাও। কোন্ বাড়ির পরে কোন্ বাড়ি আছে আমাকে দেখতে দাও। লণ্ডন শহরকে সঠিকভাবে জানা আমার একটা হবি। ওই তো তামাকের দোকান মর্টিমার্স, সংবাদপত্রের ছোট দোকানটি, সিটি এ্যাণ্ড সুবার্বন ব্যাংকের কোবুর্গ শাখা, নিরামিষ রেস্তোরাঁ আর ম্যাকফারলেন গাড়ি তৈরির ডিপো। তারপরই আর একটা ব্লক শুরু। যাক, ডাক্তার, কাজ শেষ, এবার একটু ফূর্তি। একটুকরো স্যাণ্ডুইস আর এক কাপ কফি। তারপরই বেহালার রাজ্য—মাধুর্যে আর সুরে ভরপুর। কোন লাল-মাথা মক্কেল তার হেঁয়ালি নিয়ে সেখানে আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না।'

বন্ধুবর স্বয়ং একজন উৎসাহী সঙ্গীতশিল্পী। নিজে ভাল বাজাতে পারে তাই নয়, বেশ ভাল সঙ্গীত রচয়িতাও। সারা বিকেল সে আনন্দে মসগুল হয়ে বসে রইল। সঙ্গীতের তালে তালে তার সরু লম্বা আঙুলগুলি নাচতে লাগল। মুখে মৃদু হাসি। চোখে স্বপ্নের আবেশ। যেন তীক্ষ্ণধী, ক্ষিপ্র-গতি রহস্য-শিকারী অপরাধ-বিজ্ঞানী সেই হোমসই নয়। তার এক দেহে এই দ্বৈত চরিত্রের প্রকাশ আমি বার বার দেখেছি। এই কাব্যিক ও দার্শনিক স্বভাবই ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও যাথার্থ্যে। পরিপূর্ণ উদাসীনতা থেকে সহসা সর্বগ্রাসী কর্মতৎপরতায় উত্তীর্ণ হওয়াই তার স্বভাব। আমি ভাল করেই জানি, যখনই সে দিনের পর দিন আরাম-

কেদারায় শুয়ে তার লেখা আর পুঁথিপত্রের মধ্যে ডুবে থাকে, তখনই সে হয়ে ওঠে সবচাইতে দুর্ধর্ষ। তারপরই শিকারকে তাড়া করবার উল্লাস তাকে পেয়ে বসে। তখনই তার তীক্ষ্ণ বিচার-শক্তি প্রায় বোধির পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায় এবং যারা তাকে চেনে না তাদের চোখে সে হয়ে ওঠে একজন অতি-মানব। সেদিন অপরাহ্নে তাকে যখন মন্ত্রমুগ্ধের মত সেণ্ট জেমস হলের বাজনা শুনতে দেখলাম, তখনই বুঝলাম যাদের তাড়া করতে সে তৎপর হয়ে উঠেছে এবার তাদের সমূহ বিপদ।

হল থেকে বেরিয়ে হোমস বলে উঠল, 'ডাক্তার, এবার নিশ্চয়ই তুমি বাড়ি ফিরতে চাও?'

'হ্যাঁ, তাহলে তো ভালই হয়।'

'আমারও কিছু কাজ আছে। ঘণ্টাকয়েক লাগবে। কোবুর্গ স্কোয়ারের ব্যাপারটা বেশ গুরুতর।'

'গুরুতর বলছ কেন?'

'একটা খুব বড় রকমের অপরাধ ঘটতে চলেছে। তবে আমার তো বিশ্বাস, ঠিক সময়ে আমরা সেটা ঠেকাতে পারব। আজ শনিবার হয়েই গোলমাল করেছে। আজ রাতেই কিন্তু তোমাকে আমার দরকার হবে।'

'কখন?'

'দশটায় এলেই চলবে।'

'ঠিক দশটায় আমি বেকার স্ট্রীটে হাজির হব।'

'ঠিক আছে। কিন্তু ডাক্তার, একটু-আধটু বিপদ দেখা দিতে পারে। কাজেই তোমার আর্মি-রিভলবার পকেটে নিও।' কথা শেষ করেই হাত নাড়তে নাড়তে সে ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি বিশ্বাস করি, আশপাশের আর পাঁচজন লোকের চাইতে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কম নয়। কিন্তু শার্লক হোমসের সঙ্গে জুটলেই আমার বোকামি যেন আমাকে পেয়ে বসে। এই ব্যাপারে সে যা শুনেছে আমিও তাই শুনেছি, সে যা দেখেছে আমিও তাই দেখেছি, অথচ তার কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে শুধু যা ঘটে গেছে তাই নয় যা ঘটতে চলেছে তাও সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন জট-পাকানো আর অদ্ভুত মনে হচ্ছে। আমার কেনসিংটনের বাড়িতে যেতে যেতে গাড়িতে বসে সমস্ত ব্যাপারটা আমি আর একবার ভাবলাম। এনসাইক্লোপিডিয়ার লাল-মাথা কপি-কারকের অদ্ভুত গল্প থেকে স্যাক্স-কোবুর্গ স্কোয়ার পরিদর্শন ও তার যাবার সময়কার বিপদ-সূচক কথাগুলো পর্যন্ত—সব। আজকের নৈশ অভিযানের উদ্দেশ্য কি? আমাকে সশস্ত্র অবস্থায় যেতে বলছে কেন? কোথায় যেতে হবে? কি করতে হবে? হোমসের মুখ থেকে শুধু এইটুকু ইঙ্গিত

পেয়েছি যে, বন্ধকী কারবারওয়ালার এই সহকারীটি একটি দুর্ধর্ষ লোক—যে-কোন গভীর চাল সে চালতে পারে। অনেক চেষ্টা করলাম রহস্যের সমাধান করতে, কিন্তু নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে রাতের জন্য অপেক্ষা করে রইলাম।

সওয়া ন'টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পার্কএর পাশ দিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রীট ধরে বেকার স্ট্রীটে পৌছলাম। দরজায় দু'খানা ভাড়াটে গাড়ি দাঁড়িয়ে। বাড়িতে ঢুকেই উপরে অনেকের গলা শুনতে পেলাম। তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি আরও দুজন লোকের সঙ্গে হোমস উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। দুজনের একজনকে আমি চিনি—সরকারী পুলিশ এজেণ্ট পিটার জোন্স। অপর লোকটির দীর্ঘ সরু শরীর, চিন্তিত মুখ, পরনে চকচকে টুপি ও অতিমাত্রায় সম্ভ্রান্ত একটি ফ্রক-কোট।

'এইতো! আমাদের দল পূর্ণ হল,' বলেই হোমস জ্যাকেটের বোতাম আটকে তাকের উপর থেকে তার ভারি শিকারী-ছুরিটা হাতে নিল। 'ওয়াটসন, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ জোন্সকে তুমি নিশ্চয় চেন। আর মিঃ মেরিওয়েদারের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। আজকের নৈশ অভিযানে ইনিও আমাদের সঙ্গী হবেন।'

জোন্স তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বললেন, 'ডাক্তার, আবার আমরা দল বেঁধে শিকারে বেরুচ্ছি। আমাদের এই বন্ধুটি শিকারকে তাড়া করতে অদ্বিতীয়। শুধু তিনি একটি বুড়ো কুকুরের সাহায্য চান শিকারের পিছু নিতে।'

বিষণ্ন গলায় মিঃ মেরিওয়েদার বললেন, 'সবটাই যেন বুনো হাঁস তাড়ানোতে শেষ না হয়।'

পুলিশ এজেণ্ট জোর গলায় বলে উঠলেন, 'মিঃ হোমসের উপর আপনি অনেকখানি আস্থা রাখতে পারেন। তাঁর প্রথা-পদ্ধতিগুলো—যদি কিছু না মনে করেন—একটু অতিমাত্রায় পুঁথিগত এবং অদ্ভুত। তবে হ্যাঁ, তাঁর মধ্যে গোয়েন্দাগিরির অনেক গুণই আছে। এটা অত্যুক্তি মোটেই নয় যে দু'একটা ক্ষেত্রে—যেমন শোলটো খুন বা আগ্রার রত্নভাণ্ডার—তিনি সরকারী বাহিনী অপেক্ষা অনেকটা বেশী সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।'

নবাগত ভদ্রলোক সম্মানের সঙ্গেই বললেন, 'ওঃ মিঃ জোন্স, আপনি যখন বলছেন তখন ঠিক আছে। তথাপি আমি অকপটেই বলছি, আজকের 'রাবার'টা আমি খোয়ালাম। গত সাইত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম শনিবারের রাত যে রাতে আমার 'রাবার' লাভ করা হল না।'

শার্লক হোমস বলল, 'আমি কিন্তু মনে করি আজ রাতে আপনি যত বড় বাজি রেখে খেলবেন তেমনটি আর কোনদিন খেলেন নি, আর খেলাটাও হবে

খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। মিঃ মেরিওয়েদার, আপনার জন্য বাজি হবে প্রায় ত্রিশ হাজার পাউণ্ড। আর মিঃ জোন্স, আপনি পাবেন সেই লোকটিকে যাকে ধরবার জন্য আপনি হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন।'

'এই জন ক্লে একজন খুনী, চোর, দাঙ্গাকারী, জালিয়াত। মিঃ মেরিওয়েদার লোকটির বয়স অল্প, কিন্তু দলের শিরোমণি। লণ্ডনের যেকোন অপরাধীকে ফেলে তাকেই হাত-কড়া পরাতে চান সকলের আগে। এই জন ক্লে কিন্তু যে-সে লোক নয়। ওর ঠাকুরদা ছিলেন রয়্যাল ডিউক। নিজেও ইটন ও অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করেছে। ওর হাতের আঙুল আর মাথার ঘিলু সমান ধূর্ত। ওর আভাষ আমরা প্রতিক্ষেত্রেই পাই, কিন্তু লোকটির সন্ধান কোথাও পাই না। এ সপ্তাহে হয় তো স্কটল্যাণ্ডের জেল ভেঙে পালাল, আবার পরের সপ্তাহেই দেখা গেল কর্নওয়াল-এ একটা অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা তুলছে। অনেক বছর ধরে ওর পিছনে ছুটছি, কিন্তু কিছুতেই হদিশ করতে পারি নি।

'আশা করছি আজ রাতে তার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে পারব। মিঃ জন ক্লের সঙ্গে আমারও দু একবার মুলাকাত হয়েছে। আপনার কথাই ঠিক—দলের সে শিরোমণি। যাহোক, দশটা বাজে। এইবার যাত্রা শুরু হোক। আপনারা একটা গাড়িতে উঠুন। আমি আর ওয়াটসন অপর গাড়িতে আপনাদের অনুসরণ করব।

পথে যেতে যেতে হোমস কোন কথা বলল না। বিকেলে শোনা বাজনার সুরটাই আপন মনে গুন গুন করতে লাগল। ঘদর শব্দ করতে করতে অগণিত গ্যাসজ্বলা রাস্তার গোলকধাঁধা পেরিয়ে অবশেষে ফ্যারিংডন স্ট্রীটে উপনীত হলাম।

এতক্ষণে বন্ধুবর কথা বলল, 'কাছাকাছি এসে পড়েছি। সঙ্গী মেরীওয়েদার ভদ্রলোক একটা ব্যাংকের ডিরেকটার। এই ব্যাপারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত। ভাবলাম, জোন্সকেও সঙ্গে নিই। নিজের পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য হলেও লোকটি মন্দ নয়। অন্তত একটি গুণ তার আছে। লোকটি বুলডগের মত সাহসী, আর একবার কাউকে মুঠোর মধ্যে পেলে চিংড়ির মত তাকে আঁকড়ে ধরবে। এই যে এসে পড়েছি। ওরা হয় তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

সকালবেলা যে ভীড়ের রাস্তায় এসেছিলাম ঠিক সেইখানেই পৌঁছে গেছি। গাড়ি ছুটো ছেড়ে দিয়ে মিঃ মেরিওয়েদারের পিছনে পিছনে একটা সরু পথ পার হলাম। পাশের দরজাটা তিনি খুলে দিলেন। আমরা ভিতরে ঢুকলাম। সামনে একটা ছোট করিডর। সেটার শেষ প্রান্তে একটা মজবুত দরজা। মিঃ মেরিওয়েদার একটু থেমে একটা আলো জ্বালালেন। তারপর একটা অন্ধকার

মাটির সোঁদা গন্ধভরা পথ ধরে নীচে নেমে তৃতীয় দরজাটা খুললেন। সামনে একটা প্রকাণ্ড ভল্ট বা গর্ভ-গৃহ। তার মধ্যে থরে থরে সাজানো বড় বড় ঝুঁড়ি আর বাক্স।

লণ্ঠনটা হাতে করে উপরে তুলে চারদিকটা দেখে হোমস বলল, 'উপর থেকে বোধ হয় এটাকে ভাঙা যাবে না, কি বলেন ?'

'নীচ থেকেও নয়,' বলেই মিঃ মেরিওয়েদার হাতের লাঠি দিয়ে মেঝের পাথরে ঠুকতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'আরে! এ যে ফাঁপা মনে হচ্ছে!'

হোমস তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি আস্তে কথা বলুন। আপনি দেখছি আমাদের অভিযানের বারোটা বাজিয়ে দেবেন। আপনাকে অনুরোধ করছি, ভাল মানুষের মত একটা বাক্সের উপর বসে থাকুন। কোন কথা বলবেন না।'

গম্ভীর মিঃ মেরিওয়েদার আহত মনে একটা ঝুড়ির উপর বসে পড়লেন। হোমস মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে হাতের লণ্ঠন আর ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে পাথরগুলোর মাঝখানের চিঁড়-কাটগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই উঠে দাঁড়িয়ে গ্লাসটা পকেটে রাখল।

বলল, 'অন্তত এক ঘণ্টা সময় আমাদের হাতে আছে। কারণ বন্ধকের কারবারি মশায় ভালভাবে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ওরা কিছু করবে না। অবশ্য তার পরে ওরা আর এক মিনিট সময়ও নষ্ট করবে না, কারণ যত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে পারবে ততই পালাবার জন্য বেশী সময় হাতে পাবে। ডাক্তার, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ, লণ্ডনের একটা বৃহৎ ব্যাংকের সিটি শাখার ভল্টে আমরা এখন উপস্থিত আছি। মিঃ মেরিওয়েদার ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান। বর্তমানে লণ্ডনের সবচাইতে দুঃসাহসী অপরাধীদের মনোযোগ যে কেন এই ভল্টের উপর পড়া উচিত তার কারণ তিনিই বুঝিয়ে বলবেন।'

ডিরেক্টরমশাই ফিসফিস করে বললেন, 'এসবই ফরাসী সোনা। এগুলো সরাবার চেষ্টা হতে পারে এই মর্মে কয়েকটা ওয়ানিংও আমরা পেয়েছি।'

'আপনাদের ফরাসী সোনা ?'

'হ্যাঁ। কয়েক মাস আগে কোন কারণে আমাদের সঞ্চিত তহবিল বাড়াবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাই আমরা ব্যাংক অব ফ্রান্স থেকে ত্রিশ হাজার "নেপোলিয়" ধার করি। সে টাকার বাক্স খোলার যে আমাদের দরকার হয় নি এবং সেসবই যে এখনও ভল্টেই আছে, সে কথাটা জানাজানি হয়ে গেছে। যে ঝুড়িটার উপর আমি বসে আছি তার মধ্যে আছে শিসের পাতের উপর পাতা দু'হাজার "নেপোলিয়"।" একটা ব্রাঞ্চ অফিসে যতটা সোনা

রাখা যায় আমাদের সঞ্চিত সোনা এখন তার চাইতে অনেক বেশী। তাই এ ব্যাপারে ডিরেক্টরদেরও টনক নড়েছে।'

'সেটা কিছু অন্যায় নয়', হোমস মন্তব্য করল। 'এইবার আমাদের কাজের প্ল্যানটা ঠিক করে ফেলা যাক। আশা করছি, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যা ঘটবার ঘটে যাবে। ইতিমধ্যে মিঃ মেরিওয়েদার, একটা পর্দা দিয়ে লণ্ঠনটা ঢেকে দেওয়া দরকার।'

'আমরা অন্ধকারে বসে থাকব?'

'ঠিক তাই। আমি পকেটে করে তাশ এনেছি। ভেবেছিলাম, আমরা যখন জোড়া জোড়া খেলুড়ে আছি, আপনার 'রাবার'টা হয় তো হতে পারবে। কিন্তু এখন দেখছি শত্রুপক্ষের প্রস্তুতি এতদূর এগিয়ে গেছে যে একটা আলো রাখা এখন নিরাপদ নয়। যাহোক, এবার যার যার পজিসন বেছে নিতে হবে। এরা সব ঘুঘু লোক। কাজেই আমরা সতর্ক না থাকলে ক্ষতি করতে পারে। আমি এই ঝুড়িটার পিছনে দাঁড়াব। আপনারা ওগুলোর পিছনে লুকিয়ে পড়ুন। আমি ওদের উপর আলো ফেললেই সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ফেলবেন। ওয়াটসন, ওরা যদি গুলি চালায়, ওদের লাশ ফেলে দিতে কসুর করবে না।'

যে কাঠের বাক্সটার পিছনে আমি লুকিয়েছি তার উপরে রাখলাম আমার রিভলবারটা—একেবারে ঘোড়াটানা অবস্থায়। হোমস লণ্ঠনটা ঢেকে দিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আমরা ডুবে গেলাম। এমন অন্ধকার আমি আগে কখনও দেখি নি। একটা গরম ধাতুর গন্ধ শুধু আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে আলো একটা আছে, দরকার হলে সেটা মুহূর্তমধ্যে জ্বলে উঠবে।

হোমস চুপি চুপি বলল, 'পালাবার একটিমাত্র পথ ওদের আছে—বাড়িটার ভিতর দিয়ে স্যাক্স-কোবুর্গ স্কোয়ারে। জোন্স, আশা করি আপনাকে যেমন বলেছিলাম সেই মত ব্যবস্থা করেছেন?'

'সামনের দরজায় একজন ইন্সপেক্টর ও দুজন অফিসার মোতায়েন করেছি।'

'তাহলে গর্তের মুখ সবদিক দিয়ে বন্ধ। এইবার নিঃশব্দে অপেক্ষা করুন।'

সময় যেন আর কাটে না। পরবর্তীকালে হিসাব করে দেখেছিলাম মাত্র দেড় ঘণ্টা। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, রাত কাবার হয়ে গেছে, ভোর হল বলে। ক্রমে হাত-পা অসাড় হয়ে এল। পাশ ফিরতেও সাহস হচ্ছে না। স্নায়ুগুলো যেন উচ্চতম সুরে বাঁধা। শ্রবণ-শক্তি এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে, নাদুস-নুদুস জোন্সের ভারি নিঃশ্বাস আর ব্যাংক ডিরেক্টরের ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাসের পার্থক্যটুকু পর্যন্ত আমি ঠিক ধরতে পারছিলাম। হঠাৎ আমার চোখে একটা আলোর ঝিলিক লাগল।

প্রথমে পাথরের উপরে একটা হলদেটে স্ফুলিঙ্গের মত দেখা গেল। ক্রমে সেটা দীর্ঘ হয়ে একটা হলদে রেখার মত হল। তারপরই—কথা নেই বার্তা নেই—মেঝেয় একটা ফাটল দেখা দিল, আর সেই ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এল একখানা হাত—একখানা সাদা প্রায়-মেয়েলি হাত। মাত্র মিনিটখানেক ভুম-ভানো আঙুল সমেত সেই হাতখানা মেঝে থেকে বেরিয়ে রইল। তারপর-মুহূর্তেই যেমন এসেছিল তেমনিই অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য মাত্র। একটা খস্ খস্ ঠন্ ঠন্ আওয়াজ করে মেঝের একখানা পাথর উল্টে পড়তেই সেখানে চার-কোণা গর্ত হাঁ করে উঠে চারদিকে লণ্ঠনের আলো ছড়িয়ে পড়ল। গর্তের ভিতর থেকে উঁকি দিল ছোট ছেলের মত একখানা পরিষ্কার মুখ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে গর্তের দুই পাশে দুখানা হাত রেখে প্রথমে কাঁধ, তারপর কোমর পর্যন্ত উঠল। তারপর একটা হাঁটু তুলল উপরে। পরমুহূর্তে গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে সে টেনে তুলল তার সঙ্গীকে—ছোটখাট একটা মানুষ, মুখখানি বিষণ্ণ আর মাথার চুল উজ্জ্বল লাল।

প্রথম লোকটি চুপি চুপি বলল, 'সব ঠিক আছে। বাটালি আর থলে তো আছেই। সর্বনাশ! লাফিয়ে পড় আর্চি, লাফিয়ে পড়। আমি লাফ দিলাম।

শার্লক হোমস ততক্ষণে লাফ দিয়ে লোকটার কলার চেপে ধরেছে। অপর সঙ্গী লাফিয়ে পড়েছে গর্তের মধ্যে। জোন্স তার স্কার্ট চেপে ধরেছিল। সেটা ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে যাবার শব্দ আমি শুনতে পেলাম। লোকটার পিস্তলের ব্যারেলের উপর আলোর ঝলকানি পড়তেই হোমসের শিকারী-ছোরার এক ঘা পড়ল তার কব্জিতে। পিস্তলটা সশব্দে ছিটকে পড়ল পাথরের মেঝের উপর।

'কোন লাভ নেই জন ক্লে' শান্ত গলায় হোমস বলল, 'তোমার আর কোন আশা নেই।'

'তাই দেখছি', স্থির গলায় জবাব এল। 'তবে তোমরা তার কোটের লেজটা পেলেও আমার সঙ্গী ঠিকই পালিয়েছে।'

হোমস বলল, 'তার জন্যও তিনজন লোক ওদিককার দরজায় অপেক্ষা করছে।'

'বটে! বেশ আটঘাট বেঁধেই কাজ করেছ দেখছি। তোমার প্রশংসা করি।'

হোমস বলল, 'আমিও তোমার প্রশংসা করি। লাল-মাথার আইডিয়াটা বেশ অভিনব আর কার্যকর।'

জোন্স বললেন, 'শীঘ্রই তোমার বন্ধুকেও দেখতে পাবে। সে আমার চাইতেও তাড়াতাড়ি গর্ত বেয়ে নামতে পারে। হাত দুটো বাড়াও দেখি,

হাত-কড়াটা পরাই।'

'আমার অনুরোধ, আপনার নোংরা হাত দিয়ে আমাকে ছোঁবেন না।' সশব্দে হাত-কড়া পরানোর সময় বন্দী মন্তব্য করল। 'আপনি হয় তো জানেন না, আমার শিরায় রাজ-রক্ত বইছে। আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় বলবেন "স্যার", বলবেন "অনুগ্রহ করে।'

চোখ কুঁচকে জোন্স বললেন, 'ঠিক আছে। মহাশয় কি অনুগ্রহপূর্বক একটু উপরের দিকে যাত্রা করবেন যাতে ইওর হাইনেসকে থানায় নিয়ে যাবার জন্য আমরা একটা গাড়ি পেতে পারি।'

জন ক্লে গম্ভীরভাবে বলল, 'এটা অনেক ভাল।' আমাদের তিনজনকে একই সঙ্গে অভিবাদন জানিয়ে সে নিঃশব্দে জোন্সের সঙ্গে চলে গেল।

ভল্ট থেকে বেরিয়ে আসবার সময় মিঃ মেরিওয়েদার বললেন, 'কি বলে যে ব্যাংক আপনাকে ধন্যবাদ জানাবে বা এ ঋণ শোধ করবে আমি জানি না। একটা দুঃসাহসিক ব্যাংক-ডাকাতিকে আপনি যেভাবে ধরে ফেলে তা ব্যর্থ করে দিয়েছেন তেমনটি আর কখনও শুনি নি।'

হোমস বলল, 'মিঃ জন ক্লে-র সঙ্গে আমারও কিছু বোঝাপড়া করবার আছে। এব্যাপারে আমার যৎসামান্য যা খরচ হয়েছে ব্যাংক সেটা পরিশোধ করে দেবে, এইটুকু আমি আশা করি। অবশ্য এমন একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা যে আমার হল, আর লাল-মাথা লীগের এমন অপূর্ব কাহিনী যে শুনতে পেলাম, সেই তো আমার যথেষ্ট পাওয়া।'

পরদিন সকালে এক গ্লাস করে হুইস্কি ও সোডা নিয়ে আমরা বসেছি। হোমস সব ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে লাগল, 'দেখ ওয়াটসন, প্রথম থেকেই এটা আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে, 'লীগ'-এর এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন আর এনসাইক্লোপিডিয়া কপি করার ব্যাপারটার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে ওই সাদা-মাটা বন্ধকী কারবারওয়ালাকে প্রত্যেক দিন কিছু সময়ের জন্য বাড়ির বাইরে আটক রাখা। ব্যবস্থাটা খুবই অদ্ভুত, কিন্তু এর চাইতে ভাল অন্য কোন পন্থা ভাবাও শক্ত। অবশ্য সহযোগীর চুলের রং দেখেই আইডিয়াটা ক্লে-র মাথায় ঢুকেছিল। সপ্তাহে চার পাউণ্ডের টোপ তাকে টানবেই, কিন্তু যারা হাজারের খেলায় নেমেছে তাদের কাছে ওটা কিছুই নয়। ওরা বিজ্ঞাপন দিল। এক ঠগ অস্থায়ী অফিস বসাল, আর এক ঠগ লোকটাকে আবেদন করতে রাজী করল, আর দুজনে মিলে সপ্তাহের প্রতিটি সকাল তাকে বাড়িতে অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য করল। যখনই শুনলাম, সহকারীটি আধা মাইনের চাকরি নিয়েছে, তখনই বুঝলাম এর পিছনে নিশ্চয় কোন জোরালো উদ্দেশ্য আছে।'

'উদ্দেশ্যটা ধরলে কেমন করে?'

'বাড়িতে যদি কোন স্ত্রীলোক থাকত তাহলে অন্য কোন ইতর ষড়যন্ত্রের কথা মনে আসত। কিন্তু সে প্রশ্নই ওঠে না। ব্যবসাটা খুবই ছোট, আর বাড়িতেও এমন কিছু ছিল না যার জন্য এমন ব্যাপক ব্যবস্থা ও অর্থব্যয় করার কোন অর্থ হয়। তাহলে আসল উদ্দেশ্যটা বাড়ির বাইরে। সেটা কি হতে পারে? মনে পড়ল, সহকারীটির ফটোগ্রাফির শখ ও যখন-তখন নীচের ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার চালের কথা। মাটির নীচের ঘর! সেখানেই সূত্রের সন্ধান মিলল। তখন ওই রহস্যময় সহকারীটি সম্পর্কে খোঁজ-খবর করে জানলাম, আমার প্রতিপক্ষ লণ্ডনের একজন ধীর মস্তিষ্ক দুঃসাহসিকতম অপরাধী। ওই ভূগর্ভস্থ ঘরে সে নিশ্চয় এমন কোন কাজ করছে যেটা শেষ করতে কয়েক মাস ধরে দৈনিক কয়েক ঘণ্টা ধরে কাজ করা দরকার। তখনই ভাবলাম, সেটা কি কাজ হতে পারে? অন্য একটা বাড়ি পর্যন্ত সুড়ঙ্গ কাটা ছাড়া আর কিছু আমি ভাবতে পারলাম না।

'এই পর্যন্ত ভেবে গেলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে। আমি পথের উপর লাঠি ঠোকায় তুমি বিস্মিত হয়েছিলে। আমি জানতে চেষ্টা করেছিলাম, সুড়ঙ্গটা কোন্‌দিকে গেছে—সামনে না পিছনে। সামনে ছিল না। তখন ঘণ্টা বাজালাম এবং যেমনটি আশা করেছিলাম—সহকারীটি সদয় হলেন। এর আগে দু'একবার আমাদের মুলাকাত হয়েছে, কিন্তু কেউ কারও মুখ দেখি নি। এবারও কিন্তু আমি তার মুখের দিকে তাকালাম না। আমি দেখতে চেয়েছিলাম তার হাঁটু দুটো। তুমিও নিশ্চয় লক্ষ্য করেছিলে, তার হাঁটুর কাছটা কেমন ছেঁড়া-খোড়া, কুঁচকানো ও দাগ-লাগা ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুড়ঙ্গ কাটার চিহ্ন ওগুলো। আর একটিমাত্র খবর জানা দরকার—সুড়ঙ্গটা কোন্ দিকে কোথায় গেছে? হেঁটে মোড় ঘুরতেই দেখতে পেলাম, সিটি এ্যাণ্ড সুবার্বন ব্যাংক-এর বাড়িটা আমাদের বন্ধুর বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া। তখনই বুঝলাম সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কনসার্ট শুনবার পরে তুমি বাড়ি চলে গেলে। আমিও গেলাম স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে, গেলাম ব্যাংকের চেয়ারম্যানের কাছে। তার ফলাফল তো তোমরা নিজের চোখেই দেখলে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তারা যে আজ রাতেই কাজটা করবে সেটা কেমন করে জানলে?'

'দেখ, যখন তারা লীগ অফিসটা বন্ধ করে দিল তখনই বোঝা গেল যে মিঃ যাবেজ উইলসন বাড়িতে উপস্থিত থাকলেও তাদের কিছু আসে যায় না, অর্থাৎ সুড়ঙ্গ কাটা শেষ হয়েছে। এবার তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করা দরকার, কারণ দেরী হলে সুড়ঙ্গের ব্যাপারটা ধরা পড়ে যেতে পারে, বা মালকড়িগুলোও চালান হয়ে যেতে পারে। একাজের পক্ষে শনিবারই প্রশস্ত দিন, কারণ তাহলে পালিয়ে যাবার জন্য তারা দুটো দিন সময় পাবে। ঐসব ভেবেই

আমি আশা করেছিলাম যে তারা আজ রাতেই আসবে।'

অকপট প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি বললাম, 'সুন্দর যুক্তি তোমার। একটা দীর্ঘ ঘটনা-শৃংখল, অথচ তার প্রতিটি অংশ সত্য।'

একটা হাই তুলে সে জবাব দিল, 'এরাই তো আমাকে অবসাদ থেকে রক্ষা করে। হায়রে, এরই মধ্যে মনে হচ্ছে আবার যেন অবসাদ আমাকে ঘিরে ধরেছে। আমার জীবনই হল গতানুগতিকভাবে বেঁচে থাকার হাত থেকে পালিয়ে যাবার এক দীর্ঘ প্রয়াস। এইসব ছোটখাট সমস্যা সে প্রয়াসে আমাকে সাহায্য করে।'

আমি বললাম, 'মানব জাতির তুমি কত বড় উপকারী বন্ধু।'

সে তার ঘাড় ঝাঁকুনি দিল। বলল, 'দেখ, আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত এসব কোন কাজেই আসে না। গুস্তাভ ফ্লবার একসময় জর্জ স্যাণ্ডকে লিখেছিলেন, "মানুষ তুচ্ছ, তার কাজই সব।"

বস্‌কোম্ব উপত্যকার রহস্য

The Boscombe Valley Mistery

একদা সকালে আমরা—আমার স্ত্রী আর আমি—প্রাতরাশে বসেছি এমন সময় পরিচারিকা একখানা টেলিগ্রাম এনে দিল। শার্লক হোমস পাঠিয়েছে। তাতে লেখা :

'তোমার কি কয়েকটা দিন সময় হবে? বস্‌কোম্ব উপত্যকার দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে এইমাত্র পশ্চিম ইংলণ্ড থেকে একটা তার পেয়েছি। তোমাকে সঙ্গী পেলে খুশি হব। বাতাস এবং দৃশ্যপট চমৎকার। ১১-১৫-তে প্যাডিংটন থেকে যাত্রা।'

ওপাশ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আমার স্ত্রী বলল, 'তুমি কি বল? যাবে তো?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। হাতে এখন অনেক কাজ!'

'ওঃ, তোমার হয়ে আনস্ট্রুথারই কাজগুলো করতে পারবে। কয়েকদিন হল তোমাকে একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। আমার তো মনে হয় এই স্থান-পরিবর্তন তোমার পক্ষে ভালই হবে। তাছাড়া মিঃ শার্লক হোমসের কাজকর্মে তুমি তো সব সময়ই খুব আগ্রহী।'

'আগ্রহী না হলে তো কৃতঘ্নতা হবে। ওই পথ ধরেই তো তোমাকে পেয়েছি। কিন্তু যেতে হলে আমাকে এখনই তল্পি বাঁধতে হবে, হাতে আর মাত্র আধ ঘণ্টা সময় আছে।'

• আফগানিস্থানের শিবির-জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে চটপটে সদা-প্রস্তুত পর্যটক হবার শিক্ষাটা অন্তত দিয়েছে। আমার প্রয়োজনও যৎসামান্ত। তাই আরও অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাগটি নিয়ে গাড়িতে চেপে বসলাম। গাড়ি সশব্দে প্যাডিংটন স্টেশনের দিকে ছুটল। শার্লক হোমস প্ল্যাটফর্মেই পায়চারি করছিল। তাঁর দীর্ঘ শীর্ণ দেহটা যেন লম্বা ধূসর ট্র্যাভ্‌লিং-ক্লোক আর সুতির আঁট সাট টুপিতে আরও দীর্ঘ ও শীর্ণ দেখাচ্ছিল।

সে বলল, 'তুমি আসায় খুব ভাল হল। দেখ ওয়াটসন, সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় এরকম একজনকে সঙ্গী পেলে আমার খুব সুবিধা হয়। স্থানীয় সহায়তা যেটুকু পাওয়া যায় সেটা প্রায়ই হয় অকেজো আর নয় তো পক্ষপাতদুষ্ট। তুমি দুটো কোণার সিট দখল করে বসো, আমি টিকিট কাটতে যাচ্ছি।'

গাড়িতে আমরা একা। শুধু হোমসের সঙ্গে একগাদা খবরের কাগজের স্তূপ। সারা পথ সেইসব কাগজ সে পড়ল, নোট করল আর ভাবল। এই-ভাবে আমরা রীডিং পেরিয়ে গেলাম। তখন সে হঠাৎ কাগজগুলোকে দলা পাকিয়ে তাকের উপর ছুঁড়ে ফেলল।

আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেসটা সম্পর্কে কিছু শুনেছ?'

'একটি কথাও না। গত কয়েকদিন আমি কাগজই পড়ি নি।'

'লণ্ডনের কাগজে বিস্তারিত কিছু নেই। তবু কাগজগুলো ভাল করে দেখে নিলাম, যাতে সবকিছু বুঝতে পারা যায়। যতদূর দেখলাম তাতে মনে হচ্ছে, এও সেইসব সরল ঘটনারই একটি যেগুলো অনুধাবন করাই সবচাইতে শক্ত।'

'কথাটা যে হেঁয়ালির মত শোনাল।'

'কিন্তু খুবই খাঁটি কথা। অসাধারণত্বই তো একটা সূত্র। একটা অপরাধ যত সাধারণ ও বৈশিষ্ট্যবর্জিত হবে, সেটার সমাধানও হবে ততই শক্ত। অবশ্য এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির ছেলের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর কেস খাড়া করা হয়েছে।'

'ব্যাপারটা তাহলে খুন?'

'তাই তা ধরে নেওয়া হয়েছে। আমি কিন্তু স্বয়ং সবকিছু না দেখে-শুনে কোন কথাই মেনে নেব না। আমি যতটা বুঝতে পেরেছি, অল্প কথায় তোমাকে বলছি, শোন।

'বস্‌কোম্ব উপত্যকা হল হেরফোর্ডশায়ারের অন্তর্গত রস-এর নিকটবর্তী একটি গ্রামাঞ্চল। ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় জমিদার হলেন মিঃ জন টার্নার। অস্ট্রেলিয়া থেকে অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে কয়েক বছর আগে তিনি পুরনো গাঁয়ে ফিরে এসেছেন। তাঁর একটি জোত—মানে হেথার্লি জোত—তিনি

চার্লস ম্যাকার্থিকে ভাড়া দেন। ম্যাকার্থিও একসময় অস্ট্রেলিয়াতে ছিলেন। সেখানে দুজনের মধ্যে পরিচয়ও ছিল। কাজেই এখানে এসে নতুন করে বসতি স্থাপন করতে গিয়ে তাঁরা যে পরস্পরের কাছাকাছি থাকবেন এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। দু'জনের মধ্যে টার্নারই অনেক বেশী ধনী, তাই ম্যাকার্থি হলেন তার ভাড়াটে। তাহলেও দুজনের মধ্যে প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হত এবং তারা সমান-সমানেই চলতেন। ম্যাকার্থির ছিল একটি আঠারো বছরের ছেলে, আর টার্নারের ছিল ওই একই বয়সের একমাত্র মেয়ে। দুজনই বিপত্নীক। পার্শ্ববর্তী ইংরেজ পরিবারদের সঙ্গেও তাঁদের বিশেষ মেলা-মেশা ছিল না। দুজনই একান্তে অবসর জীবন যাপন করতেন। তবে হ্যাঁ, দুজনই খেলাধূলার ভক্ত, তাই কাছাকাছি রেসকোর্সে তাঁদের প্রায়ই দেখা যেত। ম্যাকার্থির ছিল দুটো চাকর—একটি পুরুষ ও একটি মেয়ে। টার্নারের সংসার বেশ বড়—অন্তত জনা ছয়েক। পরিবার দুটি সম্বন্ধে এই পর্যন্তই জানতে পেরেছি। এবার ঘটনায় আসা যাক।

'৩রা জুন—মানে গত সোমবার—ম্যাকার্থি তার হেথার্লির বাড়ি থেকে বের হল বেলা তিনটে নাগাদ এবং পায়ে হেঁটে বস্কোম্ব পুলে পৌঁছল। বস্কোম্ব উপত্যকার ভিতর দিয়ে যে ছোট নদীটা বয়ে চলেছে সেটাই এক জায়গায় বেশ চওড়া হয়ে একটা ছোটখাট হ্রদের সৃষ্টি করেছে। সেটাই বস্কোম্ব পুল। সকালে তিনি একজন লোক সঙ্গে নিয়ে রস-এ গিয়েছিলেন। তাকে বলেছিলেন, তার খুব তাড়া রয়েছে, কারণ তিনটের সময় একজনের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে। দেখা করে তিনি আর জীবিত ফিরে আসেন নি।

'হেথার্লি গোলাবাড়ি থেকে বস্কোম্ব পুলের দূরত্ব সিকি মাইল। ঐ পথে যাবার সময় দুজন লোক তাঁকে দেখতে পায়। একটি বৃদ্ধা তার নামের উল্লেখ নেই, অপরজন উইলিয়াম ক্রোডার—মিঃ টার্নারের শিকাররক্ষক। দুজন সাক্ষীই বলেছে যে, মিঃ ম্যাকার্থি একাই হাঁটছিলেন। শিকাররক্ষক আরও বলেছে যে, মিঃ ম্যাকার্থি চলে যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে তাঁর ছেলে মিঃ জেমস ম্যাকার্থিকে একটা বন্দুক বগলে করে সেই একই পথে যেতে দেখেছে। তার বিশ্বাস, সেসময় বাপকে ওখান থেকে দেখা যাচ্ছিল এবং ছেলে তাঁর দিকেই যাচ্ছিল। সন্ধ্যাবেলা দুর্ঘটনার কথা শুনবার আগে সে আর এবিষয়ে কিছু ভাবে নি।

'শিকাররক্ষক উইলিয়াম ক্রোডারের দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যাবার পরেও ম্যাকার্থি-যুগলকে দেখা গেছে। বস্কোম্ব পুলের চারদিক ঘন জঙ্গলে ঘেরা, শুধু জলের ধারে ধারে কিছু ঘাস আর নল বন। বস্কোম্ব ভ্যালি এস্টেটের কেয়ার-টেকারের চৌদ্দ বছরের মেয়ে পেশেন্স মোরান তখন সেই জঙ্গলে ফুল

তুলছিল। সে বলেছে, সেখান থেকে সে জঙ্গলের সীমানায় হ্রদের ধারে মিঃ ম্যাকার্থি ও তাঁর ছেলেকে দেখতে পায়। তার মনে হয়, তাঁরা যেন জোর ঝগড়া করছে। সে শুনতে পায়, মিঃ ম্যাকার্থি ছেলেকে খুব কড়া কড়া কথা বলছে; সে দেখতে পায়, ছেলে যেন বাপকে মারবার জন্যই হাত তুলেছে। এই দেখে সে ভয় পেয়ে সেখান থেকে দৌড় দেয় এবং বাড়ি পৌছে মাকে বলে যে দুই ম্যাকার্থিকে সে বস্কোম্ব পুলের কাছে ঝগড়া করতে দেখে এসেছে। সে আরও জানায় যে, তাঁরা দুজন হয় তো লড়াই শুরু করবে। তার কথা শেষ হতে না হতেই ছোট মিঃ ম্যাকার্থি ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে বলে, জঙ্গলের মধ্যে সে তার বাবাকে মৃত অবস্থায় দেখে কেয়ার-টেকারের সাহায্যের জন্য এসেছে। সে তখন ভয়ানক উত্তেজিত, হাতে বন্দুক নেই, মাথায় টুপি নেই, ডান হাত আর জামার আস্তিনে তাজা রক্তের দাগ। তার সঙ্গে গিয়ে তারা দেখতে পায় পুলের ধারে ঘাসের উপর তার বাবার মৃতদেহ পড়ে আছে। কোন একটা ভারি ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে তাঁর মাথায় বার বার আঘাত করা হয়েছে। আঘাতের চেহারা দেখে মনে হয় ছেলের বন্দুকের কুঁদোর আঘাতেও সেরকম হতে পারে। বন্দুকটা মৃতদেহ থেকে কয়েক পা দূরে ঘাসের উপর পড়ে আছে। এই পরিস্থিতিতে যুবকটিকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার তদন্ত-রিপোর্টে "স্বেচ্ছাকৃত হত্যা" বলে রায় দেওয়া হয়েছে। বুধবার তাকে রস-এ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। তিনি কেসটি দায়রা আদালতে সোপর্দ করেছেন। করোনারের কাছে এবং পুলিশ-আদালতে এই ঘটনাবলীকে এইভাবেই উপস্থিত করা হয়েছে।'

আমি বললাম, 'এর চাইতে ঘৃণ্যতর কোন ঘটনা আমি কল্পনাও করতে পারি না। পারিপার্শ্বিক ঘটনার সাক্ষ্য হতে যে অপরাধীকে ধরা যায় এই কেসটিই তার প্রমাণ।'

হোমস চিন্তিতভাবে বলল, 'পারিপার্শ্বিক ঘটনার সাক্ষ্য বড়ই পিচ্ছিল জিনিস। তার উপর নির্ভর করে তুমি হয় তো সরাসরি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলে। কিন্তু তোমার দৃষ্টিকোণকে যদি একটুখানি সরিয়ে নাও, দেখবে ঠিক সমান নিশ্চয়তার সঙ্গে তার থেকে একটা সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায়। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে এক্ষেত্রে সমগ্র ঘটনাবলীই যুবকটির একান্ত বিরুদ্ধে এবং খুব সম্ভবত সেই প্রকৃত অপরাধী। কিন্তু এই অঞ্চলে এমন কিছু লোক আছেন—প্রতিবেশী জমিদার-কন্যা মিস টার্নার তাদের অন্যতম—যারা যুবকটির নির্দোষিতায় বিশ্বাস করেন এবং তার স্বপক্ষে কাজ করবার জন্য লেস্ট্রেডকে নিযুক্ত করেছেন। লেস্ট্রেডকে মনে আছে তো? 'এ স্টাডি ইন স্কার্লেট'-এর সেই

লেস্ট্রেড। সেই তো ব্যাপারটা ভাল বুঝতে না পেরে কেসটা আমাকে পাঠিয়েছে। আর সেইজন্যই ঘরে বসে পরম শান্তিতে প্রাতরাশ হজম করার পরিবর্তে দুটি মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল গতিতে পশ্চিম দিকে ছুটে চলেছে।'

আমি বললাম, 'সমস্ত ব্যাপারটা এতই পরিষ্কার যে এ কেসে তুমি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না।'

হোমস হেসে বলল, 'এই আপাত পরিষ্কার হওয়াটাই খুব গোলমেলে। তাছাড়া, সেখানে গিয়ে হয়তো আমরা আবার এমন কিছু পরিষ্কার ঘটনার সন্ধান পাব যেগুলো মিঃ লেস্ট্রেডের চোখেই পড়ে নি। অযথা গর্ব যে আমি করি না সেটা তুমি ভাল করেই জান। আমি বলছি, তার অভিমতকে প্রমাণ অথবা খণ্ডন করতে এমন পথ আমি বেছে নেব যার সাহায্য নেওয়া তো দূরের কথা, যে পথের কথা সে বুঝতেও অক্ষম। হাতের কাছের দৃষ্টান্তটাই নেওয়া যাক। আমি খুব ভাল করেই জানি তোমার শোবার ঘরের জানালাটা ডান দিকে। কিন্তু এমন একটা স্পষ্ট ব্যাপার কিন্তু মিঃ লেস্ট্রেডের চোখেই পড়বে না।'

'আহা, তার সঙ্গে—'

'দেখ বন্ধু, আমি তোমাকে বেশ ভাল করেই চিনি। সামরিক পরিচ্ছন্নতা যে তোমার বৈশিষ্ট্য তাও জানি। প্রতিদিন সকালে তুমি দাড়ি কামাও, আর এ সময়টা সূর্যের আলোতেই কামাও। এখন যদি দেখি যে তোমার মুখের বাঁদিকের দাড়ি ভাল কামানো হয় নি, চোয়ালের কোণটায় তো একেবারেই নয়, তখন কি এটা খুব স্পষ্ট বোঝা যায় না ঘরের ওদিকটা অপর দিকের তুলনায় স্বল্প আলোকিত। তোমার স্বভাবের একজন মানুষ এরকম অসমান দাড়ি কামানো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে সেটা আমি কল্পনাও করতে পারি না। না, না, পর্যবেক্ষণ আর অনুমানের একটা তুচ্ছ দৃষ্টান্ত হিসাবে এটা উল্লেখ করলাম মাত্র। এটাই আমার ব্রহ্মাস্ত্র। হয়তো আগামী তদন্তে এটাই আমাদের অনেক কাজে লাগবে। তদন্তে আরও দু'একটা ছোটখাট খবর জানা গেছে। সেগুলোও মনে রাখতে হবে।'

'সেগুলো কি?'

'সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয় নি, হয়েছে হেথার্লি ফার্মে ফেরবার পরে। ইন্সপেক্টর যখন তাকে গ্রেপ্তারের কথা জানালেন তখন সে বলে—সেকথা শুনে সে বিস্মিত হয় নি, আর সেটাই তার প্রাপ্য। করোনারের জুরিদের মনে যদি বা একটু আধটু সন্দেহ ছিল, তার এই কথায় সব নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায়।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, 'এটা তো স্পষ্ট স্বীকৃতি।'

'না, কারণ তার পরেই নির্দোষিতার ঘোষণা করা হয়।'

'এমন ঘৃণ্য সব ঘটনাবলীর পরেও এধরনের ঘোষণা সন্দেহেরই উদ্রেগ করে।'

'বরং তার উল্টো,' হোমস বলল, 'আমার কাছে কিন্তু এটাই কালো মেঘের ফাঁকে একমাত্র উজ্জ্বল আলোর রেখা। সে যতই নিরপরাধ হোক, সব ঘটনাই যে তার বিরুদ্ধে কথা বলছে এটুকু না বোঝার মত জড়বুদ্ধি সে নয়। সে যদি গ্রেপ্তারের খবর শুনে বিস্মিত হত, বা উষ্মা প্রকাশ করত, তাহলেই বরং আমার মনে সন্দেহ বাসা বাঁধত। কারণ এরূপ পরিস্থিতিতে বিস্ময় বা ক্রোধ কোনটাই স্বাভাবিক নয়। অথচ কোন ষড়যন্ত্রকারীর পক্ষে সেটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। পরিস্থিতিটাকে সহজভাবে মেনে নেওয়ায় বোঝা যাচ্ছে, হয় সে নির্দোষ, আর না হয় সে অত্যন্ত সংযত ও দৃঢ়চরিত্রের লোক। আর নিজের উচিত প্রাপ্য বলে যে মন্তব্য সে করেছে সেটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সে তখন তার বাবার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, আর সেইদিন সন্তানের কর্তব্য ভুলে গিয়ে সে বাবার সঙ্গে কথাকাটাকাটি করেছে, এমন কি—ছোট মেয়েটির গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য অনুসারে—তাঁকে আঘাত করবার জন্য হাত পর্যন্ত তুলেছিল। তার মন্তব্যের ভিতর দিয়ে যে আত্মধিক্কার এবং অনুশোচনা প্রকাশ পেয়েছে আমার তো মনে হয় সেটা দোষী মন অপেক্ষা নির্দোষ মনেরই লক্ষণ।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'এর চাইতে তুচ্ছতর সাক্ষের জোরে মানুষকে ফাঁসি দেওয়া হয়।'

'তা হয়। অনেক লোককে অন্যায়ভাবেও ফাঁসি দেওয়া হয়।'

'যুবকটি নিজে কি বলেছে?'

'তার পক্ষসমর্থনকারীদের পক্ষে সেটা খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। যদিও তাতে দু'একটি ইঙ্গিতপূর্ণ কথা আছে। এই তো সেটা রয়েছে, তুমি নিজেই পড়ে দেখতে পার।'

কাগজের বাণ্ডিলের ভিতর থেকে একখানা স্থানীয় হারফোর্ডশায়ার পত্রিকা বের করে সামনে মেলে ধরে সেই প্যারাগ্রাফটা সে আমাকে দেখিয়ে দিল যেখানে হতভাগ্য যুবকটি ঘটনা সম্পর্কে তার নিজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছে। গাড়ির এককোণে হেলান দিয়ে সবটা মনোযোগসহকারে পড়লাম। তাতে লেখা আছে:

তখন মৃতের একমাত্র পুত্র মিঃ জেমস ম্যাকার্থিকে ডাকা হলে সে এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়: 'তিনদিন আমি বাড়িতে ছিলাম না, ব্রিস্টল গিয়েছিলাম। গত ৩রা জুন সোমবার সকালে সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছি। বাবা তখন বাড়িতে ছিলেন না। পরিচারিকা জানাল, সহিস জন করকে নিয়ে তিনি গাড়িতে

চড়ে রস-এ গেছেন। আমি বাড়ি ফিরবার কিছুক্ষণ পরেই উঠোনে তাঁর গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে পেলাম। জানালা দিয়ে দেখলাম, উঠোন পার হয়ে তিনি দ্রুত বাইরে চলে গেলেন। কোনদিকে গেলেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। তখন আমি বন্দুকটা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বস্‌কোম্ব পুলের দিকে এগোতে লাগলাম। উদ্দেশ্য, অপর দিককার খরগোসের আস্তানাটা একবার দেখে আসা। পথে শিকাররক্ষক উইলিয়াম ক্রোভারের সঙ্গে দেখা হয়। তার সাক্ষ্যেও একথা সে বলেছে। তবে সে বলেছে আমি বাবাকে অনুসরণ করছিলাম সেটা ভুল। তিনি যে আমার সামনের দিকেই ছিলেন আমি জানতাম না। পুল থেকে একশ' গজ দূরে থাকতেই আমি একটা চীৎকার শুনলাম—"কুয়াই!" সে সংকেতটা আমি আর বাবা জানতাম। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, বাবা পুল-এর ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে তিনি যেন খুবই বিস্মিত হলেন। চড়া গলায় জানতে চাইলেন সেখানে আমি কি করছি। কথার পৃষ্ঠে কথা হতে হতে চেঁচামেচি, প্রায় ঘুষোঘুষির উপক্রম। আমার বাবা বেশ একটু রগচটা লোক। যখন বুঝলাম তিনি রাগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন, আমি সেখান থেকে চলে গেলাম হেথার্লি ফার্মের দিকে। দেড়শ' গজও যাই নি এমন সময় পিছন থেকে একটা বীভৎস চীৎকার কানে এল। দৌড়ে ফিরে গেলাম। দেখলাম, বাবা মৃতপ্রায় অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। মাথাটা সাংঘাতিকভাবে কেটে গেছে। বন্দুক ফেলে দিয়ে তাঁকে কোলে তুলে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারা গেলেন। কয়েক মিনিট হাঁটু গেড়ে বসে রইলাম। তারপর সাহায্যের জন্য ছুটলাম মিঃ টার্নারের গৃহ-রক্ষকের কাছে, কারণ তার বাড়িটাই সবচাইতে কাছে। ফিরে এসে বাবার কাছে কাউকে দেখতে পাই নি, কি করে যে তিনি আঘাত পেলেন তাও জানি না। বাবা কিছুটা ঠাণ্ডা ও অপ্রীতিকর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ফলে তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন না। তবে আমি যতদূর জানি কোন শত্রুও তাঁর ছিল না। এছাড়া আর কিছু আমি জানি না।'

করোনার: মৃত্যুর আগে আপনার পিতা আপনাকে কিছু বলেছিলেন কি?

সাক্ষী: কয়েকটা ভাঙা ভাঙা কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল, কিন্তু আমি শুধুমাত্র শুনতে পেয়েছিলাম যে তিনি একটা ইঁদুরের কথা বলছেন।

করোনার: তার থেকে আপনি কি বুঝলেন?

সাক্ষী: ওকথার কোন মানেই আমি বুঝি নি। আমি মনে করেছিলাম, তিনি প্রলাপ বকছেন।

করোনার: আপনি এবং আপনার বাবার মধ্যে ঝগড়াটা হয়েছিল কি নিয়ে?

সাক্ষী : আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে চাই না।

করোনার : আমার কিন্তু জবাব চাই।

সাক্ষী : সেকথা আপনাকে বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি সেকথার সঙ্গে পরবর্তী দুঃখজনক ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই।

করোনার : সেটা আদালত স্থির করবেন। আপনাকে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আপনি যদি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেন তাহলে ভবিষ্যতে এ নিয়ে মামলা উঠলে কিন্তু আপনার ক্ষতি হবে।

সাক্ষী : তথাপি আমি অস্বীকার করছি।

করোনার : 'ক্যুই' চীৎকারটি কি আপনার আর আপনার পিতার মধ্যে একটা সংকেতস্বরূপ ?

সাক্ষী : হ্যাঁ।

করোনার : তাহলে আপনাকে দেখবার আগে, এমন কি আপনি যে ব্রিস্টল থেকে ফিরে এসেছেন সেকথা জানবার আগেই তিনি ওরকম শব্দ করলেন কেন ?

সাক্ষী (যথেষ্ট অপ্রস্তুতভাবে) : আমি জানি না।

জনৈক জুরি : চীৎকার শুনে ফিরে গিয়ে যখন আপনার পিতাকে মারাত্মক আহত অবস্থায় দেখতে পেলেন, তখন কি সন্দেহজনক কোন কিছুই আপনার চোখে পড়ে নি ?

সাক্ষী : সঠিক কিছু পড়ে নি।

করোনার : আপনি কি বলতে চান ?

সাক্ষী : ছুটতে ছুটতে খোলা জায়গায় এসে আমি এতই বিচলিত ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে বাবার কথা ছাড়া আর কিছুই আমি ভাবতে পারি নি। তবু আমার যেন আবছা মনে পড়ছে যে, ছুটে এগিয়ে যাবার সময় আমার বাঁ দিকে মাটিতে একটা কিছু যেন পড়েছিল। মনে হল ধূসর রঙের একটা জিনিস, একটা কোটের মত, বা একটা চাদরও হতে পারে। বাবাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার পর কিন্তু সে জিনিসটা আর দেখতে পেলাম না।

—আপনি কি বলতে চান, আপনি সাহায্যের আশায় সেখান থেকে চলে যাবার আগেই সেটা উধাও হয়ে যায় ?

—হ্যাঁ, তাই।

—সেটা ঠিক কি আপনি বলতে পারেন না ?

—না। শুধু মনে হয়েছিল একটা কিছু ছিল।

—মৃতদেহ থেকে কতটা দূরে ?

—গজ বারো, বা তারও কাছাকাছি।

—জঙ্গলের শেষ প্রান্ত থেকে কত দূর ?

—ঐ রকমই।

—তাহলে সেটা সরিয়ে নেওয়া হয়ে থাকলে আপনি তার থেকে গজ বারো দূরে যখন ছিলেন তখনই নেওয়া হয়েছে, কি বলেন ?

—হ্যাঁ। তবে আমি তখন সেদিকে পিছন দিয়ে ছিলাম।

সাক্ষীর জেরা এখানেই শেষ হেয়েছে।

কাগজটার দিকে চোখ রেখেই আমি বললাম, 'দেখা যাচ্ছে শেষের দিকের মন্তব্যগুলিতে করোনার বেচারি ম্যাকার্থির প্রতি একটু কঠোরই হয়েছেন। তাকে না দেখেই তার বাবার তাকে সংকেত করা বা বাবার সঙ্গে কথাকাটা-কাটির বিস্তারিত বিবরণ দিতে অস্বীকৃত হওয়া এবং বাবার মৃত্যুকালীন কথার অদ্ভুত বিবরণ—সঙ্গত কারণেই করোনার এইসব অসংলগ্নতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এসবই ছেলের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে।'

হোমস নিজের মনেই একটু হাসল। কুশন-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি এবং করোনার দুজনই দেখছি যুবকটির স্বপক্ষের জোরদার পয়েন্টগুলোই তুলে ধরতে চাইছ। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, তোমরা একবার তার প্রখর কল্পনাশক্তির প্রশংসা করছ, আবার পরক্ষণেই তার অভাবের কথা বলছ ? কল্পনাশক্তির অভাব এই জন্য বলছি যে জুরির সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে বাবার সঙ্গে ঝগড়ার এরূপ একটা উদ্ভাবন করতেও যেন সে অক্ষম। তাছাড়া মৃত্যুকালে ইঁদুরের কথার উল্লেখ এবং কাপড় উধাও হয়ে যাবার মত ঘটনা—এইসব তাজ্জব ব্যাপার যদি তারই মস্তিষ্কপ্রসূত হয়ে থাকে তাহলে কল্পনাশক্তির অভাব আছে বৈকি। নাহে, আমি বরং কেসটাকে এইদিক থেকে দেখতে চাই যেন যুবকটি যা কিছু বলেছে সবই সত্য। তারপর বিচার করতে হবে তার পরিণতি কি দাঁড়ায়। কিন্তু আপাতত এই আমার পেট্রার্কের পকেট-সংস্করণ। ঘটনাস্থলে পৌছবার আগে আর একটি কথাও আমি উচ্চারণ করব না। সুইণ্ডন-এ লাঞ্চ সেরে। দেখছি আর কুড়ি মিনিটের মধ্যেই আমরা সেখানে পৌছে যাব।'

সুন্দর স্ট্রাউড উপত্যকার ভিতর দিয়ে, উজ্জ্বল প্রশস্ত সেভার্নের উপর দিয়ে চলতে চলতে অবশেষে বেলা প্রায় চারটে নাগাদ আমরা সুন্দর ছোট মফঃস্বল শহর রস-এ উপনীত হলাম। একটা শুকনো ভোঁদড়ের মত দেখতে ধূর্ত চেহারার লোক প্ল্যাটফর্মে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার উপযুক্ত অতি সাধারণ পোশাকে সজ্জিত থাকলেও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের লেস্ট্রেডকে চিনতে আমার কোন কষ্ট হয় নি। গাড়িতে চড়ে তার সঙ্গে আমরা "হেয়ারফোর্ড আর্মস"-এ হাজির হলাম।

সেখানেই আমাদের জন্ম একটা ঘর ভাড়া করে রাখা হয়েছিল।

চা খেতে খেতে লেস্ট্রেড বলল, 'গাড়ির ব্যবস্থা করেই রেখেছি। আপনার কাজের ঝোঁক তো আমি জানি, ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আপনি স্বস্তি পাবেন না।'

হোমস বলে উঠল, 'খুব ভাল কাজ করেছেন। আপনারই উপযুক্ত কাজ। তবে সবটাই তো বায়ুর চাপের ব্যাপার।'

লেস্ট্রেড চকিতে চোখ তুলে তাকাল। বলল, 'ঠিক বুঝলাম না।'

'বায়ুমান যন্ত্রটা কি বলে? দেখতে পাচ্ছি—উনত্রিশ। একটু বাতাস নেই, আকাশে একবিন্দু মেঘ নেই। আমার কেস-ভর্তি সিগারেট আছে। সেগুলো শেষ করতে হবে। মফঃস্বলের হোটেলের তুলনায় সোফাটাও বেশ আরামদায়ক। কাজেই আজ রাতের মত গাড়িটা ব্যবহার করতে পারব বলে মনে হয় না।'

লেস্ট্রেড হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই সংবাদপত্র পড়েই সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন। কেসটা একেবারে লাঠির মত সোজা। যতই এর ভিতরে ঢোকা যায় ততই সোজা হয়ে আসে। তবু—একজন মহিলার অনুরোধ তো আর এড়ানো যায় না। তিনি আপনার কথা শুনেছেন এবং আপনার অভিমত চান। আমি তাকে বার বার বলেছি, আমি যা করেছি তার বেশী কিছু আপনি করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি নাছোড়। আরে, কী আশ্চর্য! ঐ তো দরজায় তার গাড়ি এসে দাঁড়াল।'

তার কথা শেষ হবার আগেই একটি সুন্দরী তরুণী দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকল। জীবনে এত সুন্দরী স্ত্রীলোক আমি আর দেখি নি। বেগুনী চোখ দুটো চকচক করছে, ঠোঁট দুখানি উন্মুক্ত, দুই গালে গোলাপী আভা। তীব্র উত্তেজনা ও উদ্বেগে স্বাভাবিক সংযমও বুঝি হারিয়ে ফেলেছে।

আমাদের সকলের উপর দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে শেষ পর্যন্ত স্ত্রীলোকের তীক্ষ্ণ অর্ন্তদৃষ্টির গুণে বন্ধুবরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে বলে উঠল, 'ওঃ মিঃ শার্লক হোমস! আপনি আসায় আমি যে কত খুশি হয়েছি। সেই কথাটা বলতেই আমি এতদূর এসেছি। আমি জানি, জেমস একাজ করে নি। আমি জানি, তাই আমি চাই এ-কথাটা জেনেই আপনি কাজ শুরু করুন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ মনে রাখবেন না। ছেলেবেলা থেকে আমরা পরস্পরকে চিনি, ওর দোষ ক্রটির কথাও আমি জানি; কিন্তু একটা মাছিকেও ও আঘাত করতে পারে না, এমনই নরম ওর মন। যে ওকে সত্যই জানে এ অভিযোগ তার কাছে নিতান্তই অবাস্তব।'

শার্লক হোমস বলল, 'মিস টার্নার, আমি আশা করছি তাকে মুক্ত করতে পারব। আমার উপর এটুকু ভরসা রাখতে পারেন যে আমি সাধ্যমত চেষ্টা

করব।'

'আপনি তো সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো পড়েছেন। আপনি কি কোন সিদ্ধান্তে এসেছেন? কোন ছিদ্র, কোন ফাঁক কি দেখতে পাচ্ছেন না? আপনি নিজে কি মনে করেন না যে সে নির্দোষ?'

'সেইটেই সম্ভব বলে আমি মনে করি।'

মাথা হেলিয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে লেস্ট্রেডের দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'হল তো! শুনতে পাচ্ছেন! উনি আমাকে আশা দিলেন।'

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে লেস্ট্রেড বলল, 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমার সহকর্মী বড় তাড়াতাড়ি তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন।'

'কিন্তু তিনি ঠিকই করেছেন। ওঃ! আমি জানি তাঁর কথাই ঠিক। জেমস একাজ করে নি। আর বাবার সঙ্গে তার ঝগড়া? আমি নিশ্চিত জানি, করোনারের কাছে এবিষয়ে সে যে মুখ খোলে নি তার কারণ আমি এর সঙ্গে জড়িত।'

'কেমন করে?' হোমস প্রশ্ন করল।

'এখন কোন কথা লুকোবার সময় নয়। আমাকে নিয়ে জেমস আর তার বাবার মধ্যে অনেক মতপার্থক্য ছিল। মিঃ ম্যাকার্থি চেয়েছিলেন আমাদের বিয়ে হোক। জেমস আর আমি এতদিন ভাই-বোনের মত পরস্পরকে ভালবেসেছি। কিন্তু সে তো এখনও যুবক, জীবনের অতি সামান্যই দেখেছে, তাই—মানে, স্বভাবতই সেরকম কিছু করতে সে এখনও ইচ্ছুক নয়। কাজেই মাঝে মাঝে কথা-কাটাকাটি হত। আমি নিশ্চিত জানি, এটাও সেইরকমই একটা ঝগড়া।'

'আর তোমার বাবা?' হোমস জিজ্ঞাসা করল, 'তিনি কি এ বিয়ের পক্ষপাতী?'

'না, তিনি এর বিরুদ্ধে। মিঃ ম্যাকার্থি ছাড়া আর কেউ এর সপক্ষে নয়।' হোমস তীক্ষ্ণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই তার তরুণ তাজা মুখের উপর একটা চকিত আভা ছড়িয়ে পড়ল।

হোমস বলল, 'এই খবরের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। সকালে গেলে কি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হবে?'

'মনে হয় ডাক্তার অনুমতি দেবেন না।'

'ডাক্তার?'

'হ্যাঁ। আপনি শোনেন নি? বাবার শরীরটা কয়েক বছর ধরেই ভাল নয়। তার উপর এই ঘটনা তাঁকে একেবারে শেষ করে ফেলেছে। তিনি এখন শয্যাশায়ী। ডাঃ উইলোস বলছেন, তাঁর স্নায়ুমণ্ডলী একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। প্রথম জীবনে ভিক্টোরিয়াতে বাবাকে যারা চিনত তাদের মধ্যে

একমাত্র মিঃ ম্যাকার্থিই জীবিত ছিলেন।'

'আচ্ছা! ভিক্টোরিয়া! খুব ভাল কথা।'

'সেখানকার খনিতে।'

'ঠিক, ঠিক। সোনার খনিতে—যেখানে মিঃ টার্নার অর্থ ও বিত্তের মালিক হন।'

'ঠিক বলেছেন।'

'ধন্যবাদ মিস টার্নার। আপনাকে পেয়ে আমার অনেক লাভ হল।'

'কোন সংবাদ পেলে আগামীকাল আমাকে জানাবেন। জেলে জেমসের সঙ্গে দেখা করতে আপনি নিশ্চয় যাবেন। যদি যান, তাকে অবশ্যই বলবেন যে আমি জানি সে নির্দোষ।'

'বলব, মিস টার্নার।'

'এবার আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। বাবা খুব অসুস্থ। আমি কাছে না থাকলে তাঁর চলে না। বিদায়। ঈশ্বর আপনার সহায় হোন।' দ্রুত পায়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমরা শুনতে পেলাম, রাস্তায় তার গাড়ির চাকায় ঘড়-ঘড় শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট সকলেই চুপ। বেশ মর্যাদার সঙ্গে কথা বলল লেস্ট্রেড, 'হোমস, আপনার জন্য আমি লজ্জিত বোধ করছি। যেখানে নিরাশা অনিবার্য, সেখানে এরকম আশা-ভরসা কেন দিলেন? আমি কি বিগলিত-হৃদয় নই, কিন্তু আমিও বলছি—এটা নিষ্ঠুরতা।'

হোমস বলল, 'আমি মনে করি জেমস ম্যাকার্থিকে খালাস করবার পথ আমি পাব। জেলে তার সঙ্গে দেখা করবার কোন অনুমতি কি তুমি নিয়েছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু শুধু তোমার আর আমার।'

'তাহলে তো বাইরে যাবার ব্যাপারে আমার মতটা পাল্টাতে হল। ট্রেনে হারফোর্ড পৌঁছে আজ রাতেই তার সঙ্গে দেখা করবার মত সময় আছে কি?'

'যথেষ্ট।'

'তাহলে যাওয়া যাক। ওয়াটসন, তোমার হয়তো একা একা সময় কাটাতে চাইবে না। তবে মাত্র ঘণ্টা কয়েকের জন্য-আমি বাইরে যাচ্ছি।'

আমিও তাদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশন পর্যন্ত গেলাম। তারপর ছোট শহরের রাস্তায় রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরে হোটেলে ফিরে গেলাম। সোফায় শুয়ে একখানা হলদে-মলাটের নভেলে মন দিলাম। যে গভীর রহস্যের মধ্যে আমরা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি তার তুলনায় বইয়ের গল্পের প্লটটা এতই সাদামাঠা যে আমার মন বারবারই উপন্যাস থেকে বাস্তবের দিকেই ঘুরে যেতে

লাগল। শেষটায় বইটাকে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সারাটা দিনের ঘটনায় মনোনিবেশ করলাম। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, এই ভাগ্যহীন যুবকের কথাগুলিই সত্য, তাহলে তার বাবার কাছ থেকে চলে যাওয়া এবং তাঁর আর্তনাদ শুনে আবার জঙ্গলের কাছে ফিরে আসা, এর মধ্যবর্তী সময়ে কী এক নারকীয় ব্যাপার, কী অদৃষ্টপূর্ব অসাধারণ বিপদপাতই না ঘটে গেল? কী এক সাংঘাতিক নৃশংস ঘটনা। সেটা কি হতে পারে? আঘাতের প্রকৃতি থেকে আমার ডাক্তারী বুদ্ধি কি কিছু আবিষ্কার করতে পারে না? ঘণ্টা বাজিয়ে আঞ্চলিক সাপ্তাহিক পত্রিকাটা চেয়ে নিলাম। তাতে তদন্তের হুবহু বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। ডাক্তারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাম করোটির পিছন দিকের তৃতীয় হাড়টি এবং পশ্চাৎ করোটির বাম অংশের অর্ধেকটা কোন ভোঁতা অস্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার হয়ে গেছে। নিজের মাথার ঐ জায়গাগুলি লক্ষ্য করলাম। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আঘাত করা হয়েছে পিছন দিক থেকে। সেটা অবশ্য আসামীর কিছুটা সপক্ষেই যায়। কারণ ঝগড়ার সময় তাকে বাবার মুখোমুখিই দেখা গিয়েছিল। অবশ্য, এভাবে বেশীদূর যাওয়া যায় না, কারণ আঘাত করবার ঠিক আগে বাবা হয়তো পিছন ফিরে-ছিলেন। যাই হোক, হোমসের দৃষ্টিটা এদিকে আকর্ষণ করতে হবে। তার-পর আছে মৃত্যুকালে একটা ইঁদুরের উল্লেখ। তার মানে কি? প্রলাপ হতেই পারে না। আকস্মিক আঘাতে মরণাপন্ন লোক সাধারণত প্রলাপ বকে না। না, এটা নিশ্চয়ই তাঁর দুর্ঘটনাটা বোঝাবার একটা চেষ্টা। তিনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন? একটা সম্ভাবিত ব্যাখ্যার জন্য আমার মাথায় হাতুড়ি পিটতে লাগলাম। তারপর আছে ম্যাকার্থির দেখা ধূসর কাপড়ের ঘটনা। এটা যদি সত্য হয়, তাহলে নিশ্চয় খুনী পালাবার সময় তার পোশাকের একটা অংশ, সম্ভবত তার ওভারকোট ফেলে গিয়েছিল এবং দশ-বার পা দূরে ছেলেটি যখন তার দিকে পিছন ফিরে হাঁটুগেড়ে বসেছিল সেই মুহূর্তে সে ফিরে এসে সেটা নিয়ে চলে যায়। সমস্ত ব্যাপারটার রহস্য ও অবাস্তবতাই বোনা কী এক সূক্ষ্ম জাল! লেস্ট্রেডের মতামত শুনে আমি বিস্মিত হই নি। তথাপি শার্লক হোমসের অন্তর্দৃষ্টির উপর আমার বিশ্বাস এত বেশী যে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি নতুন ঘটনা ম্যাকার্থির নির্দোষিতায় তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়কে শক্তিশালী করে চলেছে ততক্ষণ আমি আশা ছাড়তে পারি না।

বেশ দেরী করে শার্লক হোমস ফিরল। সে একাই এল। লেস্ট্রেড শহরে তার বাসায় থেকে গেল।

বসতে বসতে সে মন্তব্য করল, বায়ুর চাপ এখনও বেশ উঁচু আছে। আমরা ঘটনাস্থলে যাবার আগে যাতে বৃষ্টি না হয় সেটা খুব দরকার। অথচ যে সূক্ষ্ম কাজে আমরা হাত দিয়েছি তার জন্য দেহ ও মন দুই-ই খুব সতেজ

আঁর সজাগ থাকা দরকার। তাই দীর্ঘ পথযাত্রায় অক্লান্ত অবস্থায় সে কাজ করতে আমি চাই নি। ম্যাকার্থির সঙ্গে দেখা করে এলাম।'

'তার কাছ থেকে কিছু জানতে পারলে?'

'না।'

'কোন আলো সে দেখাতে পারল?'

'মোটেই না। একসময় মনে হল, কে একাজ করেছে তা জেনেও সে তাকে আড়াল করছে। কিন্তু এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সকলের মত তারও মাথা গুলিয়ে গেছে। সে দেখতে সুন্দর, মনে হয় তার মনটাও ভাল, কিন্তু খুব তীক্ষ্ণধী নয়।'

আমি বললাম, 'মিস টার্নারের মত একটি রমণীয় রমণীর সঙ্গে বিয়েতে সে অসম্মত ছিল একথা যদি সত্য হয় তাহলে কিন্তু আমি তার রুচির প্রশংসা করতে পারি না।'

'আহারে! সেখানেই তো ঝুলে রয়েছে একটি বেদনাতুর কাহিনী। এই ছেলেটি ওর প্রেমে উন্মাদ। কিন্তু বছর দুই আগে, যখন সে একেবারে ছেলেমানুষ ছিল এবং মেয়েটিকে ভাল করে জানত না, কারণ সে বছরখানেক বাইরে একটা বোর্ডিং-স্কুলে ছিল। তখন হাঁদারামটা ব্রিস্টলের এক পাঠশালার পরিচারিকার খপ্পরে পড়ে তাকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে। সেকথা কেউ জানে না। এরপর যেকাজ করবার জন্য দরকার হলে সে তার চোখ দুটোও দিতে পারে অথচ যেকাজ করা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব বলে সে নিজে জানে, সেই কাজ না করবার জন্য যখন তাকে ভর্ৎসনা করা হয় তখন তার কি রকম উন্মত্তের মত অবস্থা হয় তা নিশ্চয় তুমি কল্পনা করতে পার। শেষ দেখার সময় বাবা যখন তাকে মিস টার্নারের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে তাড়না করছিলেন তখনই ঐ ধরনের উন্মাদনার বশেই সে আকাশে হাত ছুঁড়ে বাবাকে শাসিয়েছিল। অপরদিকে, তার নিজের কোন আয়-উপার্জন নেই। বাবা খুব কড়া ধাতের লোক। প্রকৃত সত্য জানতে পারলে তিনি ছেলেকে একেবারে পথে বসাবেন। ব্রিস্টলে এই পরিচারিকা স্ত্রীর সঙ্গেই সে বিগত তিনটি দিন কাটিয়ে এসেছে, সেকথা বাবা জানতেন না। এই পয়েন্টটা লক্ষ্য কর। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাহোক, অশুভ থেকে শুভের আবির্ভাব হয়েছে। সেই পরিচারিকা যখন কাগজ পড়ে জানতে পারল যে ছেলেটি ভয়ানক বিপদে পড়েছে এবং তার ফাঁসিও হতে পারে, তখন তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, বারমুডা ডকইয়ার্ডে তার স্বামী আছে, কাজেই তাদের দু'জনের মধ্যে সত্যি-কারের কোন বন্ধন নেই। মেয়েটি তাকে মুক্তি দিয়েছে। আমার মনে হয়, অনেক দুঃখের মধ্যেও এই সংবাদটি পেয়ে ম্যাকার্থি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করেছে।

'সে যদি নির্দোষ, তাহলে একাজ করল কে?'

'হ্যাঁ, কে? বিশেষ করে দুটো পয়েন্টের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। একটি হল—পুল-এর কাছে কারও সঙ্গে নিহত লোকটির দেখা করবার কথা ছিল, আর সে লোকটি নিশ্চয় তাঁর ছেলে নয়, কারণ ছেলে তখন বাইরে এবং সে কবে ফিরবে তা তিনি জানতেন না। দ্বিতীয়টি হল, ছেলের ফিরবার খবর জানবার আগেই নিহত লোকটিকে "কুাই" বলে চীৎকার করতে শোনা গিয়েছিল। এই দুটি চূড়ান্ত বিষয়ের উপরেই কেসটির ফলাফল নির্ভর করছে। এস, এবার জর্জ মেরেডিথকে নিয়ে আলোচনা করা যাক। বাকি ছোটখাট ব্যাপারগুলো আগামীকালের জন্য তোলা থাক।'

হোমসের পূর্বাভাষমতই কোন বৃষ্টি হল না। সকালটা উজ্জ্বল এবং নির্মেঘ। বেলা ন'টার সময় লেস্ট্রেড গাড়ি নিয়ে এল। আমরাও হেথার্লি ফার্ম এবং বসকোম্ব পুলএর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

লেস্ট্রেড বলল, 'আজ সকালের একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আছে। শুনলাম হল-এর মিঃ টার্নার এত অসুস্থ যে তাঁর জীবনসংশয়।'

হোমস বলল, 'বেশ বয়স্ক লোক নিশ্চয়?'

'প্রায় ষাট। বাইরে থাকা কালেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। কিছুদিন থেকেই শরীর খারাপ যাচ্ছিল। এই ঘটনায় আরও আঘাত পেয়েছেন। তিনি ছিলেন ম্যাকার্থির পুরনো বন্ধু। তাছাড়া মস্ত বড় উপকারীও। জানতে পেরেছি, হেথার্লি ফার্মটি তিনি বিনা ভাড়ায় তাকে দিয়েছিলেন।'

'বটে! খুব ইণ্টারেষ্টিং তো।' হোমস বলে উঠল।

'তা তো বটেই। আরও নানাভাবে তিনি তাকে সাহায্য করেছেন। এ অঞ্চলের সকলেই তাঁর দয়ার কথা বলাবলি করে।'

'সত্যি! আচ্ছা। এটা কি তোমার কাছে একটু বিচিত্র বলে মনে হয় না যে এই ম্যাকার্থি যার নিজের বলতে কিছুই নেই, টার্নার পরিবারের কাছে যার এতটা বাধ্যবাধকতা, সে টার্নারের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ের কথা বলছে। আর তাও বলছে এমন নিশ্চিতভাবে যেন প্রস্তাবটা করলেই সবকিছু আপসে হয়ে যাবে। এটা আরও বিস্ময়কর এইজন্যে যে এ বিয়েতে স্বয়ং টার্নারের মত ছিল না। একথা তাঁর মেয়েই আমাদের বলেছে। এর থেকে কি তুমি কিছু অনুমান করতে পার না?'

আমার দিকে চোখ টিপে লেস্ট্রেড বলল, 'অনুমানাদি সবই তো পাওয়া গেছে হোমস, ঘটনাকে নিয়েই হয়েছে বিপদ।'

একটু ইতস্তত করে হোমস বলল, 'ঠিক বলেছ। সত্যি, ঘটনাকে নিয়েই তুমি বিপদে পড়েছ।'

স্ফূর্তির সঙ্গে লেস্ট্রেড বলল, 'আমি কিন্তু এমন একটা ঘটনাকে মুঠোর মধ্যে পেয়েছি যেটা তুমি ধরতে পার নি।'

'সেটা কি ?'

'সেটা এই—সিনিয়র ম্যাকার্থির মৃত্যু হয়েছে জুনিয়র ম্যাকার্থির হাতে, এবং এর বিপরীত সব মতবাদই নিছক মরীচিকামাত্র।'

হোমস হেসে উঠল। বলল, 'দেখ, কুয়াসা অপেক্ষা মরীচিকার আলোও উজ্জ্বলতর। কিন্তু আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের বাঁদিকেই বোধহয় হেথার্লি ফার্ম।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

সুদৃশ্য চওড়া একটা দোতলা বাড়ি। স্লেটের ছাদ। ধূসর দেয়ালের গায়ে লিচেন-পাতার হলুদে অলংকরণ। দরজা বন্ধ। চিমনি ধোঁয়াহীন। মনে হয়, বুঝি এই ভয়ংকর ঘটনার বোঝা এখনও এ বাড়ির উপরে চেপে আছে। পৌঁছবার পরে হোমসের অনুরোধে পরিচারিকা দু'জোড়া জুতো তাঁকে দেখাল,—মৃত্যুর সময়ে তার মালিক যে বুট পড়েছিল সেই জোড়া আর ছেলের বুট এক জোড়া। অবশ্য ঘটনার সময় ছেলে যে বুট পড়েছিল সে জোড়া নয়। সাত-আটটা বিভিন্ন দিক থেকে বুটগুলোর মাপ নিয়ে হোমস বাড়ির বাইরের উঠোনে যেতে চাইল। সেখান থেকে বস্কোম্ব পুল যাবার ঘোরানো পথটা ধরে সবাই এগিয়ে চললাম।

এরকম পরিস্থিতি দেখা দিলেই শার্লক হোমস সহসা একেবারে বদলে যায়। বেকার স্ট্রীটের শান্ত চিন্তাশীল যুক্তিবিদকেই শুধু যারা চেনে এ সময়ে তারা তাকে চিনতেই পারবে না। সারা মুখ আরক্ত। ভ্রূযুগল দুটো কঠিন কালো রেখায় খাড়া হয়ে উঠেছে। তার ভিতর থেকে দুটো চোখ যেন ইস্পাতের মত ঝক্‌ঝক্ করছে। মাথা নুয়ে পড়েছে, ঘাড় ঝুঁকে পড়েছে, ঠোঁট দুটি চাপা, লম্বা পেশল গলায় শিরাগুলো ফুলে উঠেছে চাবুকের ছড়ের মত। শিকারকে তাড়া করবার জৈবিক তাড়নায় নাসারন্ধ্র দ্রুত স্ফুরিত হচ্ছে। আর তার সারা মন একটি লক্ষ্যে স্থিরনিবদ্ধ। কেউ কোন কথা বললে বা প্রশ্ন করলে তাঁর কানেই ঢুকছে না। আর ঢুকলেও জবাবে সে অধৈর্যভাবে খেঁকিয়ে উঠছে। নিঃশব্দে সে এগিয়ে চলেছে দ্রুত পায়ে। মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলের পাশ দিয়ে পৌঁছলাম বস্কোম্ব পুল-এ। একটা স্যাঁতসেঁতে জলা জায়গা। পথের উপরে এবং দুদিকের ঘাসের বুকে অনেক পায়ের দাগ। হোমস কখনও দ্রুত ছুটছে, কখনও দাঁড়িয়ে পড়ছে, একবার মাঠময় একটা চক্কর দিয়েই এল। লেস্ট্রেড ও আমি তার পিছন পিছনই আছি। গোয়েন্দাপ্রবর নিস্পৃহ ও বিরক্ত। কিন্তু আমি বন্ধুর উপর লক্ষ্য রেখেছি গভীর আগ্রহ নিয়ে। আমি যে জানি, তার প্রতিটি কাজ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে বাঁধা।

বস্কোম্ব পুল আড়াআড়িভাবে প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া একটা নলবনে ঘেরা জলাশয়। একদিকে হেথার্লি ফার্ম, অন্য দিকে বিত্তবান মিঃ টার্নারের

প্রাইভেট পার্ক—এই দুইয়ের সীমান্তে অবস্থিত। অপর প্রান্তবর্তী জঙ্গলের উপর দিয়ে ধনী জমিদারের বাসভবনের লাল চূড়াগুলো আমাদের চোখে পড়ল। পুল-এর হেথার্লির দিকে জঙ্গল বেশ ঘন; জঙ্গলের শেষ প্রান্ত আর হ্রদের নলবনের মাঝখানে বিশ পা চওড়া একটা ঘাসে ঢাকা জমি আগা-গোড়া বিছানো রয়েছে। ঠিক যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল সেটা লেস্ট্রেড আমাদের দেখাল। সেখানকার মাটি এতই ভিজে যে আঘাতের পরে লোকটি যেখানে পড়ে গিয়েছিলেন তার দাগ তখনও স্পষ্ট দেখতে পেলাম। হোমসের উদ্বিগ্ন মুখ আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল, পদদলিত ঘাসের বুকে আরও অনেক কিছু দেখবার আছে। গন্ধ-পাওয়া কুকুরের মত সে চারদিকে ছুটতে লাগল। তারপর আমার সঙ্গীকে বলে উঠল, 'তুমি জলে নেমেছ কেন?'

'এই দাঁতওয়ালা লাঠিটা দিয়ে খুঁজে দেখছি, কোন অস্ত্র বা অন্য কিছু পাওয়া যায় কি না।'

'আরে থাম, থাম। সময় বড় কম। তোমার বাঁ পাটা যে একেবারে ঠিক সেই জায়গাতেই ফেলেছ। একটা ছুঁচোরও চোখে পড়ত, কিন্তু ঐ তো নলবনের মধ্যে হারিয়ে গেল। ইস, ওরা সব মোষের মত দল বেঁধে এসে সব ঘোলা করবার আগে যদি আমি এখানে আসতে পারতাম তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা কত সহজই না হত। কেয়ার-টেকারকে সঙ্গে করে সবাই এখানে এসে মৃতদেহের চার দিককার ছ' থেকে আট ফুট জায়গার সব পায়ের ছাপ চাপা দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখানে দেখছি একই পায়ের তিনটে আলাদা আলাদা ছাপ রয়েছে।' পকেট থেকে লেন্স বের করে ভাল করে দেখবার জন্য হোমস ওয়াটার প্রুফের উপর শুয়ে পড়ল। 'এগুলো ছোট ম্যাকার্থির পায়ের দাগ।' দু'বার সে হেঁটে গেছে, আর একবার দ্রুত দৌড়ে গেছে, তাই পায়ের পাতার দাগ কেটে বসেছে, কিন্তু গোড়ালির দাগ প্রায় চোখেই পড়ছে না। এর থেকে অর কাহিনীই প্রমাণিত হয়। বাবাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেই সে দৌড়ে গিয়েছিল। আর এগুলো বাবার পায়ের দাগ,—তিনি এদিক-ওদিক পায়চারি করছিলেন। তাহলে—এটা কি? ছেলে যখন বাবার কথা শুনতে দাঁড়িয়েছিল, এটা তখনকার বন্দুকের কুঁদোর দাগ। আর এটা? হা—হা। এগুলো কি দেখছি? জুতোর ডগা—জুতোর ডগা। আবার চৌকো। সাধারণ বুট নয়। দাগগুলো আসছে, যাচ্ছে, আবার আসছে—নিশ্চয় ক্লোকের জন্য। কিন্তু কোন্ দিক থেকে এসেছিল? সে এদিক ওদিক ছুটতে লাগল। কখনও পায়ের ছাপ হারিয়ে যায়, আবার দেখা যায়। এগোতে এগোতে সকলে হাজির হলাম জঙ্গলের প্রান্তে, একটা প্রকাণ্ড বীচ গাছের ছায়ায়। এখানকার সব চাইতে বড় গাছ। পথ দেখতে দেখতে একেবারে শেষটায় পৌঁছে একটা

খুশির শব্দ করে হোমস সেখানেই শুয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ সেইভাবে থাকল। শুকনো ডাল-পাতা উল্টে দেখছে, খানিকটা ধুলোর মত জিনিস খামে ভরে নিল, লেন্স দিয়ে মাটি পরীক্ষা করল। এমন কি যতদূর হাত যায় গাছের বাকলও ঐ একইভাবে পরীক্ষা করল। শ্যাওলার মধ্যে একটুকরো খাঁজ-কাটা পাথর পড়েছিল। ভাল করে পরীক্ষা করে সেটাও রেখে দিল। তারপর একটা পথ ধরে জঙ্গল পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। সেখানে আর পায়ের কোন ছাপ দেখা গেল না।

এতক্ষণে সে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। বলল, খুবই ইণ্টারেস্টিং কেস। ডান দিকে ওই ধূসর রঙের বাড়িটাই বোধহয় কেয়ার-টেকারের বাসস্থান। আমি একবার ওখানে যাব, মোরানের সঙ্গে কথা বলব, এবং হয় তো একটা চিরকুটও লিখব। তারপর ফিরে যাব লাঞ্চ-এ। তোমরা হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির দিকে এগোও। আমি এলাম বলে।'

দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা গাড়ির কাছে পৌঁছে গেলাম। পৌঁছলাম রস-এ। জঙ্গলের মধ্যে কুড়িয়ে পাওয়া পাথরটা তখনও হোমসের হাতে।

পাথরটা দেখিয়ে বলে উঠল, 'লেস্ট্রেড, এটা দেখ তো। এটা দিয়েই খুন করা হয়েছে।'

'আর কোন চিহ্নই তো দেখছি না।'

'চিহ্ন নেই।'

'তাহলে বুঝলে কি করে?'

'এটার নীচে সবে ঘাস গজাতে শুরু করেছিল। তার মানে মাত্র দিনকয়েক আগেই পাথরটাকে ওখানে ফেলা হয়েছিল। কোথা থেকে ওটাকে আনা হয়েছিল তার কোন হদিস নেই। তবে মৃতের আঘাতের সঙ্গে এটার আকারের মিল আছে। আর কোন অস্ত্রের চিহ্ন পাওয়া যায় নি।'

'তাহলে খুনী কে?'

'একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি, ন্যাটা, ডান পা খুঁড়িয়ে হাঁটে, পুরু সোলের শিকারী-বুট ও ধূসর রঙের ক্লোক পরে, ভারতীয় সিগার খায়, সিগার-হোল্ডার ব্যবহার করে, আর পকেটে একটা পেন্সিল-কাটা ভোঁতা ছুরি রাখে। আরও কিছু নিদর্শন আছে, তবে আমাদের তদন্তের পক্ষে এইগুলিই যথেষ্ট হবে বলে মনে হয়।'

লেস্ট্রেড হেসে উঠল, 'আমার কিন্তু সন্দেহ গেল না। তোমার ব্যাখ্যা ভালই হয়েছে, তবে আমাদের কিন্তু সামাল দিতে হবে একদল পাকা বৃটিশ

হোমস শান্ত গলায় বলল, 'সে দেখা যাবে। তুমি তোমার পথে চল, আমি আমার পথে। বিকেলটা আমি ব্যস্ত থাকব। আর সম্ভবত সন্ধ্যার ট্রেনেই

লণ্ডনে ফিরে যাব।'

'কেসটা অসমাপ্ত রেখে যাবে?'

'না, শেষ করেই যাব।'

'আর রহস্যটা?'

'সমাধান হয়ে গেছে।'

'অপরাধী কে?'

'যে ভদ্রলোকের বিবরণ দিলাম।'

'কিন্তু তিনি কে?'

'তাকে খুঁজে বের করা নিশ্চয় শক্ত হবে না। অঞ্চলটা জনবহুল নয়।'

লেস্ট্রেড ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আমি কাজের লোক। একজন ন্যাটা খোঁড়া ভদ্রলোকের খোঁজে আমি সারা মুল্লুক ঢুঁ মেরে বেড়াতে পারব না। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।'

হোমস শান্তস্বরে বলল, 'ঠিক আছে। তোমাকে একটা চান্স দিলাম। রইল তোমার বাসা। বিদায়। যাবার আগে তোমাকে একছত্র লিখে জানাব।'

লেস্ট্রেডকে রেখে আমরা হোটেলে ফিরে গেলাম। সেখানে লাঞ্চ প্রস্তুত। হোমস নিশ্চুপ। চিন্তামগ্ন। মুখের উপর একটা বিষণ্ণ ছায়া, যেন বড়ই অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েছে।

খাওয়া শেষ করে বলল, 'ওয়াটসন, এই চেয়ারে বস। তোমাকে কিছু শোনাতে চাই। কি যে করব ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমার পরামর্শ চাই। একটা সিগার ধরাও। আমি বলতে শুরু করি।'

'আরম্ভ কর।'

'দেখ, এই কেসের ব্যাপারে ছোট ম্যাকার্থির বিবরণীর দুটো পয়েন্ট আমাদের দুজনকেই সঙ্গে সঙ্গে ধাপ্পা দিয়েছে—আমাকে তার সপক্ষে, আর তোমাকে তার বিপক্ষে। একটা হল, তার বাবা তাকে দেখবার আগেই "কুয়াই!" বলে চেঁচিয়ে উঠল কেমন করে। অপরটি, মৃত্যুকালে তাঁর মুখে ইঁদুরের উল্লেখ। বুঝে দেখ, ভাঙা ভাঙা ভাবে তিনি কয়েকটি কথাই বলেছিলেন, কিন্তু ছেলের কানে ঐ কথাটি ছাড়া আর কিছু ঢোকে নি। এই দুটি পয়েন্ট থেকেই আমাদের গবেষণা শুরু করা যাক। আমরা কিন্তু ধরে নিচ্ছি, ছেলের কথা সর্বৈব সত্য।'

'তাহলে এই "কুয়াই"-র ব্যাপারটা কি?'

'এটা খুবই স্পষ্ট যে এটা ছেলের জন্য করা হয় নি। তাঁর জ্ঞানমতে ছেলে তখন ব্রিস্টলে। ঘটনাক্রমেই সে ওখানে হাজির হয়েছিল। ঐ "কুয়াই!" নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, আগে থেকেই যার সঙ্গে তাঁর দেখা করবার

কথা ছিল। "কুয়াই" সম্পূর্ণভাবে একটি অস্ট্রেলিয় ডাক, অস্ট্রেলিয়দের মধ্যে ও ডাকটা প্রচলিত। কাজেই অনুমান করা চলে যে, ম্যাকার্থি যার সঙ্গে দেখা করতে বস্কোম্ব পুল-এ এসেছিলেন তিনিও একসময় অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন।'

'আর ইঁদুরের ব্যাপারটা?'

পকেট থেকে একটুকরো ভাঁজ করা কাগজ বের করে শার্লক হোমস সেটা টেবিলের উপর মেলে ধরল। বলল, 'এখানা 'ভিক্টোরিয়া' উপনিবেশের মানচিত্র। এটা পাঠাবার জন্য কাল রাতেই আমি বিস্টলে তার করে দিয়েছিলাম।' মানচিত্রের এক অংশ হাত দিয়ে টিপে ধরে সে প্রশ্ন করল, 'কি পড়তে পারছ?'

আমি পড়লাম, ARAT.

সে হাতটা সরিয়ে নিল। 'আর এখন?'

'BALLARAT.'

'ঠিক আছে। তিনি এই শব্দটাই উচ্চারণ করেছিলেন, তবে ছেলের কানে গিয়েছিল শুধু শেষ শব্দাংশ—ARAT, মানে একটি ইঁদুর। তিনি বলতে চেষ্টা করেছিলেন খুনীর নাম। বাল্লারাট অমুক—চন্দ্র—অমুক।'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আশ্চর্য!'

'কিন্তু খুবই পরিষ্কার। তাহলে কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র খুবই ছোট হয়ে এল। ধূসর রঙের পোশাক হচ্ছে তৃতীয় পয়েন্ট। ছেলের বক্তব্য যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে সেটাই ঠিক। এবার কিন্তু আমরা অস্পষ্টতা থেকে স্পষ্টতার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছি—বাল্লারাট থেকে আগত কোন অস্ট্রেলিয়, পরিধানে ধূসর ক্লোক।'

'ঠিক।'

'তিনি নিশ্চয়ই এমন কেউ যিনি এ অঞ্চলেরই লোক। পুল-এ যাওয়া যায় হয় ফার্ম-এর পথে, আর না হয় জমিদারীর পথে। কোন বিদেশীর পক্ষে ওখানে বেড়াতে আসার সম্ভাবনা খুবই কম।'

'ঠিক বলেছ।'

'এবার আজকের অভিযানের কথায় যাওয়া যাক। ওখানকার জমি পরীক্ষা করে অপরাধীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু তুচ্ছ বিবরণ আমি ঐ মোটাবুদ্ধির লেস্ট্রেডকে দিয়েছিলাম।'

'কিন্তু তুমি সেসব পেলে কেমন করে?'

'আমার পদ্ধতি তুমি জান। তুচ্ছ ব্যাপার পর্যবেক্ষণের উপরেই তার ভিত্তি।'

'পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য থেকে তার উচ্চতার একটা মোটামুটি ধারণা হয়তো করতে পেরেছ। পায়ের ছাপ থেকেও হয়তো বুটের কথাটা বলা যায়।'

'হ্যাঁ বুটগুলো যে একটু বিশেষ রকমের।'

'কিন্তু খোঁড়ার ব্যাপারটা?'

'বাঁ পায়ের তুলনায় ডান পায়ের ছাপটা আগাগোড়াই অস্পষ্ট। ঐ পায়ের উপর তিনি কম ভর দিয়েছেন। কেন? নিশ্চয় খুঁড়িয়ে হাঁটেন—তিনি খোঁড়া।'

'আর তার ন্যাটা হওয়াটা?'

'তদন্তকালে সার্জন আঘাতের যে বিবরণ দিয়েছেন সেটা তো তোমার মনকেও নাড়া দিয়েছে। ঠিক পিছন থেকেই আঘাত করা হয়েছিল, আর করা হয়েছিল বাঁ দিকে। ন্যাটা লোক ছাড়া এরকমটা অন্য কেউ করবে কেন? বাবা আর ছেলের যখন দেখা হয় তখন ওই গাছের আড়ালে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তখন ধূমপানও করেছেন। সিগারের ছাই আমি সেখানে পেয়েছি, আর তামাকের ছাই সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞানই বলে দিয়েছে সেটা ভারতীয় সিগার। তুমি তো জান, এবিষয়ে আমি কিছুটা পড়াশুনা করেছি এবং ১৪০টি ভিন্ন ধরনের পাইপ, সিগার ও সিগারেট—তামাকের উপর একটি ছোট প্রবন্ধ লিখেছি। ছাই পেয়েই চারদিকে খুঁজতে লাগলাম এবং শ্যাওলার মধ্যে তার ছুঁড়ে দেওয়া সিগারের টুকরোটাও পেয়ে গেলাম। একটা ভারতীয় সিগার যেটা রোটরডামে পাকানো হয়ে থাকে।'

'আর সিগার হোল্ডার?'

'দেখেই বুঝলাম শেষ টুকরোটা মুখে দেওয়া হয় নি। কাজেই তিনি হোল্ডার ব্যবহার করেন। সিগারের মুখটা দাঁতে না ছিঁড়ে কাটা হয়েছে, কিন্তু পরিষ্কারভাবে কাটা নয়। সুতরাং অনুমান হল, ভোঁতা পেন্সিল-কাটা ছুরি।'

আমি বললাম, 'হোমস, লোকটিকে ঘিরে যে জাল তুমি ফেলেছ তা থেকে পালাবার কোন পথ নেই। সেই সঙ্গে আর একটা নির্দোষ মানুষের জীবন তুমি এমনভাবে বাঁচিয়েছ যেন নিজ হাতে তার ফাঁসির দড়িটাই কেটে দিয়েছ। এ সবকিছুর গতি যে কোন্ দিকে আমি ঠিক ধরতে পারছি। তাহলে অপরাধী হচ্ছেন—'

'মিঃ জন টার্নার', বসবার ঘরের দরজা খুলে একজন আগন্তুককে পথ দেখিয়ে দিয়ে হোটেলের ওয়েটার বলে উঠল।

যিনি ঘরে ঢুকলেন মনে দাগ কাটবার মতই চেহারা তাঁর। ধীর গতি, খুঁড়িয়ে চলা, নুয়ে-পড়া ঘাড়—সবকিছুতেই বার্ধক্যের লক্ষণ। কিন্তু তাঁর

শক্ত সুসজ্জিত পাথরের মত দেহ আর মোটা হাত-পা দেখলে মনে হয় একদা তিনি দেহে ও মনে প্রভূত শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর জট-পাকানো দাড়ি, ছাই-রঙা চুল আর ঝুলে-পড়া ভ্রূযুগল চেহারায় এনে দিয়েছে মর্যাদা ও ক্ষমতার ছাপ। অথচ তাঁর মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা, ঠোঁট ও নাসারন্ধ্রে নীলের ছোপ। একনজর দেখেই বুঝতে পারলাম, কোন পুরাতন মারাত্মক রোগের কবলে তিনি পড়েছেন।

হোমস সাদরে বলল, 'দয়া করে এই সোফায় বসুন। আমার চিঠি পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, কেয়ার-টেকারই এনে দিয়েছিল। আপনি লিখেছেন, কেলেঙ্কারি এড়াবার জন্যই আপনি এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।'

'আমার মনে হয়েছিল, "হল"-এ গেলে লোকে নানা কথা বলত।

'আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন কেন?' লোকটি বোকা দৃষ্টিতে আমার সঙ্গীর দিকে তাকালেন। তাঁর দুই চোখে নিরাশার ছায়া। মনে হল, প্রশ্নের জবাব যেন তিনি আগেই পেয়ে গেছেন।

কথার জবাব না দিয়ে, হোমস যেন তাঁর দৃষ্টিরই জবাবে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। ম্যাকার্থির ব্যাপারটা আমি সব জানি।'

বৃদ্ধ লোকটি দুই হাতে মুখ ঢাকলেন। চীৎকার করে বললেন, 'ঈশ্বর আমার সহায় হোন। কিন্তু যুবকটির কোন ক্ষতি হতে আমি দিতাম না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, দায়রা বিচারে মামলা তার বিরুদ্ধে গেলে সব কথা আমি খুলে বলব।'

হোমস গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনার কথা শুনে খুশি হলাম।'

'এখনই সব কথা খুলে বলতাম, শুধু আমার মেয়েটির জন্য পারছি না। আমি গ্রেপ্তার হয়েছি শুনলে ওর মন ভেঙে যাবে—ওর মন ভেঙে যাবে।'

'সেরকমটা নাও ঘটতে পারে।' হোমস বলল।

'কী!'

'আমি সরকারী গোয়েন্দা নই। শুনেছি, আপনার কন্যাই এখানে আমার উপস্থিতি চেয়েছিল। কাজেই তার স্বার্থেই আমি কাজ করছি। যেমন করেই হোক ছোট ম্যাকার্থিকে বাঁচাতেই হবে।'

বৃদ্ধ টার্নার বললেন, 'আমি মৃত্যুপথের পথিক। অনেক বছর ধরে বহুমূত্র-রোগে ভুগছি। ডাক্তার বলেছেন, আর একমাসও বাঁচব কিনা সন্দেহ। তথাপি আমার বাড়িতেই আমি মরতে চাই, জেলে নয়।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে হোমস একবাণ্ডিল কাগজ ও কলম নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসল। বলল, 'যা সত্য আমাদের বলুন। সব আমি লিখে নিচ্ছি। আপনি তাতে স্বাক্ষর করুন, ওয়াটসন সাক্ষী থাকুক। বাস। ছোট ম্যাকার্থিকে

বাঁচাতে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হলে তবেই আপনার স্বীকারোক্তি আমি পেশ করব। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, একান্ত প্রয়োজন না হলে এটা ব্যবহার করব না।'

বৃদ্ধ বললেন, 'তাই হোক। দায়রা বিচার পর্যন্ত বাঁচব কিনা কে জানে। কাজেই এ ব্যবস্থায় আমার বেশী কিছু আসে যায় না। এলিস যেন মর্মাহত না হয় সেইটে শুধু আমার ইচ্ছা। এবার সবকিছু খুলে বলছি। কার্যত অনেক সময় লাগলেও মুখে বলতে বেশী সময় লাগবে না।

'মৃত ম্যাকার্থিকে আপনারা চেনেন না। সে একটা শয়তানের অবতার। আমি বলছি, এরকম লোকের হাত থেকে ঈশ্বর আপনাদের দূরে রাখুন। কুড়ি বছর ধরে সে আমাকে কব্জা করে রেখেছিল। আমার জীবনটাই সে নষ্ট করে দিয়েছে। কেমন করে আমি তার মুঠোয় গিয়ে পড়লাম সেই কথাটাই আগে বলছি।

'ষাট দশকের গোড়ার দিকে খনি অঞ্চলের কথা। আমার তখন অল্প বয়স, রক্ত গরম, বেপরোয়া স্বভাব, সবকিছু করতে প্রস্তুত। খারাপ দলে ঢুকে পড়লাম, মদ ধরলাম, কিন্তু কপাল ফিরল না। তখন অন্ধকারের পথ ধরলাম, এককথায় ডাকাত হয়ে উঠলাম। দলে ছিলাম ছ'জন। উচ্ছৃংখল বেপরোয়া জীবন। কখনও একটা স্টেশনে হানা দিতাম, কখনও বা মাঝপথে থামিয়ে দিতাম খনিযাত্রী বোঝাই মালগাড়ি। তখন আমার নাম ছিল বাল্লা রাটের কালো জ্যাক। আমাদের দলকে এখনও উপনিবেশের লোকেরা স্মরণ করে "বাল্লারাট গ্যাঙ" বলে।

'একদিন একটা সোনার চালান যাচ্ছিল বাল্লারাট থেকে মেলবোর্ন। আমরা ওঁৎ পেতেই ছিলাম, আক্রমণ করলাম। গাড়ির পাহারা ছিল ছ'জন অশ্বারোহী সৈনিক। আমরাও দলে ছ'জন। বেশ সমানে সমানে। কিন্তু প্রথম আক্রমণেই ওদের চারটেকে খতম করে দিলাম। অবশ্য মাল হাতিয়ে নেবার আগেই আমাদের তিনটে জোয়ান খতম হল। গাড়ির চালকের মাথায় ঠেকোলাম আমার পিস্তল। সে চালক এই ম্যাকার্থি। আজ ভাবি, সেদিন যদি ব্যাটাকে শেষ করে দিতাম! আমি দেখতে পেলাম, তার কুৎকুতে শয়তানী চোখদুটো আমার মুখের উপর নিবদ্ধ, যেন আমার সবকিছু সে মনের মধ্যে গেঁথে নিচ্ছে, তবু কি জানি কেন, তাকে ছেড়ে দিলাম। সব সোনা নিয়ে পালালাম, বড়লোক হলাম, বিনা সন্দেহে ইংলণ্ডে পাড়ি দিলাম। সেখানে দলের সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। স্থির করলাম, একটি শান্ত সম্ভ্রান্ত জীবনে ফিরে যাব। এই সম্পত্তিটা নিলামে কিনে নিলাম। ভাবলাম যেপথে অর্থ উপার্জন করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে যতটুকু পারি মানুষের কল্যাণ করব। বিবাহ করলাম। অল্প বয়সেই স্ত্রীর মৃত্যু হল। কিন্তু

তিনি আমাকে দিয়ে গেলেন এলিসকে। শিশুকাল থেকেই তার দুখানি ছোট হাত যেন আমাকে সত্যের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। এক কথায়, আমি নতুন জীবনে উত্তীর্ণ হলাম। সাধ্যমত অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগলাম। সবই ভালয় ভালয় চলছিল, এমন সময় আমাকে চেপে ধরল ম্যাকার্থি।

'একটা কাজে শহরে গিয়েছিলাম। সেখানে রিজেন্ট স্ট্রীটে তার সঙ্গে দেখা। গায়ে একটা কোট নেই। পায়ে বুট নেই, এমনি অবস্থা।

'আমার কাঁধে হাত রেখে সে বলল, "আবার জুটলাম জ্যাক। তোমার সঙ্গে এক পরিবারের মতই থাকব। আমরা দুজন, আমি আর আমার ছেলে। তুমি অনায়াসেই আমাদের রাখতে পার। যদিই না রাখ,—ইংলণ্ড বড় ভাল আইনের দেশ, এখানে ডাকলেই একজন পুলিশকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।"

সোজা তারা এখানে এসে উঠল। ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলবার উপায় নেই। আমার সবচাইতে ভাল জমিটায় বিনা ভাড়ায় বাস করতে লাগল। আমার শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, কোনমতেই ভুলতেও পারি না। যেখানেই যাই দেখি তার ধূর্ত বিকৃত মুখ আমার পাশে। এলিস বড় হতে ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল আমি পুলিশ অপেক্ষাও বেশী ভয় করি আমার মেয়েকে,—পাছে সে আমার অতীতটা জানতে পারে। তখন সে যা চায় তাই তাকে দিতে হয়। জমি, টাকা, বাড়ি যা সে চাইল বিনা প্রশ্নে সব তাকে দিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন একটি বস্তু সে চেয়ে বসল যা আমি তাকে দিতে পারি না। সে এলিসকে চাইল।

'বুঝতেই পারছেন, তার ছেলে তখন বড় হয়েছে। আমার মেয়েও বড় হয়েছে। সকলেই জানে আমার স্বাস্থ্য খারাপ। তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, ছেলেকে সব সম্পত্তির মালিক করতে হবে। কিন্তু সেখানে আমি খুব কড়া। তার অভিশপ্ত রক্তকে আমার রক্তের সঙ্গে মিশতে দেব না। ছেলেটিকে যে আমি অপছন্দ করতাম তা নয়। কিন্তু ওর দেহে আছে তার রক্ত, সেইটেই যথেষ্ট বাধা। আমি কঠোর হয়ে রইলাম। ম্যাকার্থি ভয় দেখাল। আমিও জানালাম, সে যা খুশি করতে পারে। ঠিক হল, এবিষয়ের মীমাংসার জন্য দুজনের বাড়ির মধ্যবর্তী পুল-এ আমরা দেখা করব।

'সেখানে পৌঁছে দেখি, সে তার ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। সুতরাং আমি সিগার ধরিয়ে একটা গাছের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলাম, কতক্ষণে সে একা হবে। কিন্তু তার কথাবার্তা শুনে আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। সে তার ছেলেকে ধমকাতে লাগল আমার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য। যেন এ ব্যাপারে মেয়ের মতামতের কোন দাম নেই, যেন সে রাস্তা থেকে ধরে আনা একটা নোংরা মেয়ে। আমি স্বয়ং এবং আমার যা কিছু প্রিয় বস্তু সব

এই লোকটার খপ্পরে চলে যাবে ভাবতেই আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। এ বন্ধন কি ছিঁড়ে ফেলা যায় না? আমি তো মরণোন্মুখ, বেপরোয়া। যদিও আমার মন পরিষ্কার এবং দেহও অশক্ত নয়, তবু আমি জানতাম আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু আমার স্মৃতি আর আমার মেয়ে। কোনক্রমে ওই শয়তানী জিহ্বাটাকে বন্ধ করতে পারলেই সব রক্ষা হয়। মিঃ হোমস, আমি তাই করলাম। দরকার হলে আবার করব। মহাপাপ আমি করেছি, কিন্তু তার জন্য সারা জীবনভোর প্রায়শ্চিত্তও তো করেছি। কিন্তু যে জালে আমি জড়িয়েছি সেই জালে আমার মেয়েও জড়িয়ে পড়বে—এ আমি কিছুতেই সইব না। আমি তাকে আঘাত করলাম। একটা ঘৃণ্য বিষাক্ত জন্তুকে মারলে যতটুকু অনুশোচনা হয় তার চাইতে বেশী কিছু আমার হয় নি। তার চীৎকার শুনে ছেলে ছুটে এল। ততক্ষণে আমি জঙ্গলের আড়ালে চলে গেছি। কিন্তু পালাবার সময় যে ক্লোকটা ফেলে গিয়েছিলাম সেটা আনবার জন্য আমাকে আবার সেখানে যেতে হয়েছিল। যা কিছু ঘটেছে এই তার প্রকৃত বিবরণ।'

বৃদ্ধ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করলেন। হোমস বলল, 'দেখুন, আপনার বিচার করবার ভার আমার নয়। প্রার্থনা করি, সে প্রলোভন যেন কখনও না হয়।'

'আমারও সেই প্রার্থনা স্যার। আপনি কি করতে চান?'

'আপনার স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে কিছুই করতে চাই না। আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন, দায়রা আদালতের চাইতেও বড় আদালতে শীঘ্রই আপনাকে সব কর্মের জবাবদিহি করতে হবে। আপনার স্বীকারোক্তি আমি রেখে দিলাম। ম্যাকার্থির যদি শাস্তি হয়, তবেই এটা ব্যবহার করতে আমি বাধ্য হব। নইলে কোন মানুষের চোখ কোনদিন এটা দেখতে পাবে না। আর আপনার গোপন কথা? আপনি বাঁচুন আর মরুন, আমাদের কাছে এটা সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে।'

বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, 'তাহলে বিদায়! যে শান্তি আপনারা আজ আমাকে দিলেন তার জন্যে মৃত্যু যেদিন আপনাদের কাছে এসে দাঁড়াবে সেদিন তাকে আপনারা আরও সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবেন।' বিরাট শরীরটার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগল। স্খলিত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হোমস বলল, 'ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন। অসহায় কীট-পতঙ্গের সঙ্গে নিয়তি এমন রসিকতা করে কেন? এই সব ঘটনার কথা যখনই শুনি তখনই বাক্সটারের কথাগুলি মনে করে আমি বলি: "ঈশ্বরের অনুগ্রহে ওই চলেছেন শার্লক হোমস।"

হোমস এমন সব আপত্তির খসড়া প্রস্তুত করে আসামী পক্ষের কৌসুলিকে দিয়েছিল যে তারই জোরে দায়রা আদালতের জেমস ম্যাকার্থি খালাস পেয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে বুড়ো টার্নার আরও সাত মাস বেঁচে-ছিলেন। এখন তিনি মৃত। পুত্র এবং কন্যা সুখে একসঙ্গে ঘরকন্না করতে পারে এরূপ সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে, কারণ তাদের অতীতকে ঘিরে যে কালো মেঘ রয়েছে সেবিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কমলালেবুর পাঁচটি বীচি

The five orange pips

'৮২ থেকে '৯০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী বছরগুলিতে শার্লক হোমসের যেসমস্ত কেসের নোট ও রেকর্ড আমি রেখেছি, সেগুলির উপর যখন চোখ বুলোই তখন এতসব বিস্ময়কর ও হৃদয়গ্রাহী বৈশিষ্ট্যের সম্মুখীন আমাকে হতে হয় যে, কোন্‌টা ছেড়ে কোনটা বেছে নেব সেটা স্থির করা মোটেই সহজ কাজ নয়। অবশ্য তার কতকগুলি খবরের কাগজ মারফৎ ইতি-পূর্বেই সাধারণের কাছে প্রচার করা হয়েছে ; অন্য কতকগুলি হয় নি তার কারণ আমার বন্ধুর কার্যাবলীর যেসব বিশেষ গুণকে প্রচার করাই ঐসব কাগজের উদ্দেশ্য, ঐসব কেসে সেসব গুণকে সম্যক প্রকাশের কোন সুযোগই ছিল না। আবার এমন কতকগুলি কেস আছে যেগুলিতে তাঁর বিশ্লেষণী দক্ষতা ব্যর্থ হয়েছে ; কাজেই বিবরণ হিসেবে সেগুলির শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই। অন্য কতকগুলির ক্ষেত্রে সমস্যার আংশিক সমাধানমাত্র আর তাও হয়েছে তাঁর একান্ত প্রিয় তীক্ষ্ণ যুক্তির সাহায্যে নয়, আন্দাজ আর অনুমানের ভিত্তিতে। এই শেষোক্ত তালিকার মধ্যে এমন একটি ঘটনা আছে যেটি বিস্তারিত বিবরণের দিক থেকে এতই উল্লেখযোগ্য এবং পরিণতির দিক থেকে এতই চমৎকারী যে এখানে তার বিবরণ প্রকাশ করবার লোভ আমি সামলাতে পারছি না। অবশ্য আমি এও জানি যে এই কেসের এমন কয়েকটি বিষয় আছে যার পুরোপুরি সমাধান আজ পর্যন্ত হয় নি এবং সম্ভবত কোনদিন হবেও না।

'৮৭ সালটি ছোট-বড় নানা ধরনের কেসের যে দীর্ঘ তালিকা আমাদের উপহার দিয়েছে তার সব রেকর্ডই আমার কাছে আছে। এই বারো মাসের তালিকায় যেসব শিরোনাম রয়েছে তার মধ্যে "প্যারাডোল চেম্বার"-এর অ্যাডভেঞ্চার, "অ্যামেচার মেণ্ডিক্যাণ্ট সোসাইটি" যারা একটা আসবাবপত্রের

গুদামের ভূগর্ভস্থ ঘরে একটি বিলাসবহুল ক্লাব চালাত, বৃটিশ জাহাজ "সোফি এণ্ডারসন"-এর নিরুদ্দেশ, উফা দ্বীপে গ্রাইস প্যাটার্সনদের দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার, এবং সর্বশেষ ক্যাম্বারওয়েল বিষ প্রয়োগের বিবরণী দেখতে পাচ্ছি। স্মরণ থাকতে পারে যে, এই শেষোক্ত কেসে মৃতের ঘড়িতে চাবি দিতে গিয়ে শার্লক হোমস প্রমাণ করেছিল যে দু'ঘণ্টা আগে ঐ ঘড়িতে চাবি দেওয়া হয়েছিল, কাজেই ঐ সময়ের আগেই মৃত ব্যক্তি শুতে গিয়েছিলেন—আর সেই যুক্তির বলেই ঐ কেসের সমাধান সহজ হয়েছিল। এসব বিবরণই আমি ভবিষ্যতে লিপিবদ্ধ করব। কিন্তু যে বিস্ময়কর ঘটনা-শৃংখলকে বর্ণনা করতে এখন আমি কলম ধরেছি তার মধ্যে যে অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে তা কিন্তু কোনটার মধ্যেই নেই।

সেপ্টেম্বরের শেষদিক। অস্বাভাবিক বেগে শুরু হয়েছে বিষুব ক্রান্তিকালীন ঝড়। সারাদিন চলেছে বাতাসের গোঁঙানি, বৃষ্টির ধারা আছড়ে পড়ছে জানালার উপর। মানুষের হাতে গড়া বিরাট লণ্ডন শহরের মাঝখানে থেকেও আমাদের মন যেন সেই মুহূর্তে রুটিন বাঁধা জীবন থেকে দূরে সরে গেছে, যে প্রচণ্ড প্রাকৃতিক শক্তি পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য পশুর মত সভ্যতার শিকের ভিতর দিয়ে মানবজাতির প্রতি গর্জন করে চলেছে, সেই মুহূর্তে তার উপস্থিতিকে অস্বীকার না করে যেন উপায় নেই। সন্ধ্যার দিকে ঝড় আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠল। বাতাস আর্তনাদ করছে চিমনিতে আটকে-পড়া শিশুর মত। অগ্নিকুণ্ডের এক পাশে বসে শার্লক হোমস মনযোগসহকারে অপরাধের তালিকা প্রণয়ন করছিল; অপর দিকে বসে আমি ডুবে গেছি ক্লার্ক রাসেলের চমৎকার সমুদ্রের গল্পে। ক্রমে একসময় বাইরের ঝড়ের গর্জন বইয়ের গর্জনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল,—বাতাসের ঝাপ্টা যেন বাড়তে বাড়তে সমুদ্র-গর্জনের একটানা শব্দের সঙ্গে মিশে গেল। আমার স্ত্রী গেছে তার কাকীমার বাড়ি বেড়াতে। কয়েকদিনের জন্য আমিও আবার বেকার স্ট্রীটে আমাদের পুরনো বাসার বাসিন্দা হয়েছি।

সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'আরে! বেল বাজছে না? এত রাতে কে আসবে? তোমার কোন বন্ধু নয় তো?'

'তুমি ছাড়া আমার কোন বন্ধু নেই', সে জবাব দিল। 'আগন্তুকদের আমি উৎসাহ দেই না।'

'তাহলে, কোন মক্কেল কি?'

'মক্কেল হলে তো ব্যাপার খুব গুরুতর বলতে হবে। অন্যথায় আজকের মত দিনে এমন অসময়ে কেউ বাইরে পা দেবে না। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, গৃহকর্ত্রীর কোন সখি-টখি হবে।'

শার্লক হোমসের ধারণা ভুল। প্যাসেজে পায়ের শব্দ এবং দরজায় টোকার

শব্দ শুনতে পেলাম। লম্বা হাত বাড়িয়ে সে আলোটাকে নিজের দিক থেকে শূন্য চেয়ারটার দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'আসুন।'

ঘরে ঢুকল একটি যুবক। বড় জোর বাইশ বছর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাজগোজ, আচার-আচরণ রুচিসম্মত। হাতের বর্ষাতি থেকে জল ঝরছে, গায়ের ওয়াটারপ্রুফ চকচক করছে। কী দুর্যোগের ভিতর দিয়ে যে সে এসেছে তা দেখলেই বোঝা যায়। বাতির উজ্জ্বল আলোয় সে হোমসকে দেখছে। আমি দেখলাম তার মুখ বিবর্ণ, চোখ দুটো ভারী, যেন একটা তীব্র উৎকণ্ঠা তাকে চেপে ধরেছে।

সোনার পিঁস্‌নেটা চোখে লাগিয়ে সে বলল, 'ক্ষমা করবেন। নিশ্চয়ই অনধিকার প্রবেশ করি নি। তবু বাইরের ঝড়-জলের কিছু নমুনা আপনার পরিচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে এনে ফেলেছি।'

হোমস বলল, 'কোট আর বর্ষাতি আমাকে দিন। ঐ হুকে ঝুলিয়ে রাখলে শীঘ্রই শুকিয়ে যাবে। মনে হচ্ছে, আপনি দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে আসছেন।'

'হ্যাঁ, হরশাম থেকে।'

'আপনার জুতোয় যে কাদা আর চক লেগে আছে সেটা খুব স্পষ্ট।'

'আপনার পরামর্শের জন্য এসেছি।'

'সেটা সহজলভ্য।'

'আর সাহায্য ?'

'সেটা সব সময় সহজলভ্য নয়।'

'মিঃ হোমস, আপনার কথা আমি শুনেছি। মেজর প্রেণ্ডারগাস্ট আমাকে বলছেন, 'ট্যাংকারভিল ক্লাব কেলেংকারি' থেকে কিভাবে আপনি তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন।'

'ওঃ তাই! তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে তিনি তাস নিয়ে ঠকিয়েছিলেন।'

'তিনি বলেছেন, যেকোন সমস্যার সমাধান আপনি করতে পারেন।'

'তিনি অতিশয়োক্তি করেছেন।'

'আরও বলেছেন, আপনি কখনও পরাভূত হন না।'

'চারবার আমি পরাজিত হয়েছি—তিনবার পুরুষের কাছে, আর একবার নারীর কাছে।'

'আপনার সাফল্যের সংখ্যার তুলনায় সে আর ক'টা ?'

'এ কথা সত্য যে আমি সাধারণত সফল হয়েই থাকি।'

'তাহলে আমার বেলায়ও হবেন।'

'দয়া করে আগুনের কাছে চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে আপনার বক্তব্যের কিছু

বিবরণ আমাকে শোনান।'

'খুব সাধারণ কেস নয়।'

'আমার কাছে যেসব কেস আসে তার কোনটাই সাধারণ নয়। আমিই শেষ আপিল-আদালত।'

'তথাপি স্যার, আমার নিজের পরিবারে যা ঘটেছে তার চাইতে অধিক রহস্যময় ও দুর্বোধ্য ঘটনার কথা আপনি আগে কখনও শুনেছেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।'

হোমস বলল, 'আমার আগ্রহ সত্যই বাড়ছে। গোড়া থেকে আসল ঘটনা-গুলো বলুন। পরে আমি প্রয়োজনমত প্রশ্ন করে সব কথা জেনে নেব।'

যুবক চেয়ারটা টেনে নিয়ে ভিজে পা দুটো আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিল। বলল, 'আমার নাম জন ওপেনশ্। কিন্তু আমি যতদূর বুঝেছি, আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ কোন যোগ নেই। ব্যাপারটা বংশানুক্রমিক। কাজেই সব কথা আপনাকে বোঝাতে হলে একেবারে গোড়া থেকেই আরম্ভ করতে হবে।

'আমার ঠাকুর্দার দুই ছেলে—জেঠা ইলিয়াস এবং আমার বাবা জোসেফ। কোভেন্ট্রিতে বাবার একটা কারখানা ছিল। বাইসাইকল্ আবিষ্কারের পরে তিনি সেটাকে বাড়িয়ে তোলেন। "ওপেনশ্" টায়ারের পেটেণ্টটিও তাঁরই। কালক্রমে তাঁর ব্যবসা এমন জাকিয়ে ওঠে যে তিনি সেটা বেচে দিয়ে মোটা টাকা নিয়ে ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

'জেঠা ইলিয়াস প্রথম যৌবনেই আমেরিকা পাড়ি দেন এবং ফ্লোরিডার আবাদের মালিক হয়ে বসেন। শোনা যায় সেখানে তিনি বেশ উন্নতি করেন। যুদ্ধের সময় তিনি জ্যাকসনের বাহিনীতে যোগদান করেন তারপর হুডের অধীনে কর্ণেল হন। লী যখন অস্ত্র ত্যাগ করলেন, তখন তিনি পুনরায় আবাদে ফিরে যান। তিন-চার বছর থাকবার পর ১৮৬৯—৭০ সালে তিনি ইউরোপে ফিরে আসেন এবং হরশাম-এর কাছে সাসেকস্-এ একটা সম্পত্তি কেনেন। স্টেটস্-এ তিনি বেশ ভালই গুছিয়ে নিয়েছিলেন। সেসব ছেড়ে আসার কারণ তিনি নিগ্রোদের দেখতে পারতেন না। তাছাড়া তাদের ভোটাধি-কার দানের রিপাবলিকান নীতিও তাঁর পছন্দ হয় নি। একটু অদ্ভুত ধরনের মানুষ তিনি,—হিংস্র ও খিটখিটে, রাগলে মুখের আড থাকে না, আর সব সময় একা একা থাকতে ভালবাসেন। যতদিন তিনি হরশাম-এ ছিলেন, কখনও শহরে গেছেন কিনা সন্দেহ। বাড়ির চারধারে একটা বাগান আর দু-তিনটে মাঠ ছিল, সেখানেই ঘুরে বেড়াতেন। তবে প্রায়ই সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঘর থেকেই বেরুতেন না। প্রচুর ব্রাণ্ডি খেতেন, ধূমপানও করতেন খুব। কিন্তু তাঁর কোন দল ছিল না, বন্ধু ছিল না, এমন কি ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ

করতেন না।

'একমাত্র আমাকে তিনি পছন্দ করতেন। তিনি যখন প্রথম আমাকে দেখলেন তখন আমার বয়স বছর বারো। সেটা ১৮৭৮ সালের কথা। তখন তিনি ইংলণ্ডে আট-ন' বছর কাটিয়েছেন। আমার বাবার অনুমতি চাইলেন, আমি যেন তাঁর কাছে গিয়ে থাকি। তখন কিন্তু তিনি আমার প্রতি মোটামুটি সদয় ছিলেন। যখন প্রকৃতিস্থ থাকতেন, আমার সঙ্গে দাবা পাশা খেলতেন। চাকর-বাকর এবং অন্যান্য কাজের লোকদের ব্যাপারে তাঁর প্রতিনিধি হয়ে আমিই সব দেখাশুনা করতাম। ফলে ষোল বছরে পা দিতে না দিতেই আমি হয়ে উঠলাম বাড়ির কর্তা। সব চাবি থাকত আমার কাছে। যেখানে খুশি যেতাম, যা খুশি করতাম। শুধু তাঁর গোপনীয়তায় হাত না পড়লেই হল। আসলে তাঁর একটা ছোট ঘর ছিল,—আজেবাজে জিনিসে ভরা একটা চিলে-কোঠা। ঘরটা সব সময় তালাবন্ধ থাকত। সেই ঘরে তিনি আমাকে বা অন্য কাউকে ঢুকতে দিতেন না। বালকের কৌতূহল নিয়ে চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি, ও ধরনের ঘরে যেমন থাকে সেই রকম একগাদা পুরনো ট্রাংক আর কাগজের বাণ্ডিল ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।

'একদিন—১৮৮৩ সালের মার্চ মাসে—বিদেশী ডাক-টিকিট লাগানো একখানি চিঠি কর্ণেলের খাবার টেবিলে পড়েছিল। তাঁর কাছে কোন চিঠি সাধারণত আসে না, কারণ সব বিল তিনি নগদ টাকায় মিটিয়ে দিতেন, আর কোন বন্ধু-বান্ধবও তাঁর ছিল না। চিঠিখানা তুলে নিয়ে বললেন, "ইণ্ডিয়া থেকে! পণ্ডিচেরির ডাক-ঘরের ছাপ। ব্যাপার কি?" তাড়াতাড়ি চিঠি খুলতেই কমলালেবুর পাঁচটা ছোট ছোট শুকনো বীচি ঠুন ঠুন করে তাঁর নামের ফলকের উপর ছড়িয়ে পড়ল। তা দেখে আমি হেসে উঠলাম। কিন্তু তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে সে হাসি আমার ঠোঁটের মধ্যেই আটকে গেল। তাঁর ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। চামড়া ছাইয়ের মত সাদা, হাত কাঁপছে। সেই হাতে ধরা চিঠির দিকে তখনও তিনি হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন: "K. K. K." তারপরই বললেন, "হায় ঈশ্বর, হায় ঈশ্বর, আমার পাপ আমাকে ধরে ফেলেছে।"

'আমি চীৎকার করে উঠলাম, "ওটা কি জেঠামশায়?"

"মৃত্যু" বলেই তিনি চেয়ার থেকে উঠে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়েই আমি আতংকে হাঁপাতে লাগলাম। খামখানা তুলে নিলাম। ভিতরের ভাঁজে আঠার জায়গাটার ঠিক উপরে লাল কালিতে ইংরেজি K অক্ষরটা তিনবার লেখা। পাঁচটা শুকনো বীচি ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু ছিল না। তাঁর এই ভীষণ ভীতির কারণ কি? খাবার টেবিল ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গিয়ে দেখি, তিনি নেমে আসছেন। এক হাতে পুরনো মরচে-ধরা

একটা চাবি, সম্ভবত চিলেকোঠার, আর অন্য হাতে একটা ছোট পিতলের বাক্স —অনেকটা ক্যাস-বাক্সের মত।

'কি একটা শপথ করে তিনি বললেন, "তারা যা ইচ্ছে করতে পারে, কিন্তু আমিও তাদের মত করে নেব। মেরীকে বল, আজ আমার একটু আগুন চাই। আর হরশাম-এর উকিল ফোর্ডহামকে পাঠাও।"

'কথামত ব্যবস্থা করলাম। উকিল এসে উপস্থিত হলে আমাকে বললেন উপরের ঘরে যেতে। ঘরে আগুনটা জ্বলছে। চুল্লীতে কাগজ পোড়া কালো ছাইয়ের স্তূপ। পাশে পিতলের বাক্সটা খোলা পড়ে আছে। সেটা খালি। বাক্সটার দিকে চোখ ফেলতেই চমকে উঠলাম, বাক্সের ডালায় তিনটে K লেখা। সকালে যেমনটি পড়েছিলাম খামের উপরে।

'জেঠা বললেন, "জন, আমার ইচ্ছা তুমি আমার উইলের সাক্ষী হও। সব কিছু সুবিধা এবং অসুবিধাসহ আমার সম্পত্তি আমার ভাইকে অর্থাৎ তোমার বাবাকে দিয়ে যাচ্ছি, একসময়ে তার কাছ থেকে এটা তোমাতেই বর্তাবে। যদি শান্তিতে সম্পত্তি ভোগ করতে পার, খুব ভাল কথা। যদি বোঝ তা পারছ না, তাহলে আমার পরামর্শ শোন বাবা, তোমার সবচেয়ে বড় শত্রুকে এটা দিয়ে দিও। এরকম একটা দু-ধারওয়ালা বস্তু তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু ঘটনার স্রোত কোন্ দিকে বইবে আমি তা বলতে পারি না। মিঃ ফোর্ডহাম কাগজের যে জায়গাটা দেখিয়ে দেবেন দয়া করে সেখানে একটা সই করে দাও।"

'নির্দেশমত সই করে দিলাম। উকিল সেটা নিয়ে চলে গেলেন। বুঝতেই পারছেন এই অদ্ভুত ঘটনা আমার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করল। আমি ভাবতে বসলাম। মনে মনে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়েও কোন হদিস করতে পারলাম না। অথচ এর ফলে যে ভয়ের ভাবটা মনের মধ্যে ঢুকে বসল সেটাকেও ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না। অবশ্য যত দিন কাটতে লাগল, সে ভাবটাও কমে যেতে লাগল। আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রারও কোনরকম গোলযোগ দেখা দিল না। আমার জেঠার মধ্যে কিন্তু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। মদের মাত্রা আগের চেয়েও বেড়ে গেল। লোকের সঙ্গে মেলামেশাও আরও কমে গেল। অধিকাংশ সময়ই ভিতর থেকে তালা দিয়ে নিজের ঘরেই কাটাতেন। কখনও বেরিয়ে আসতেন মাতালের মত। ছুটে বাড়ি থেকে চলে যেতেন বাগানে। একটা রিভলবার হাতে নিয়ে চারদিকে ছুটাছুটি করতেন আর চীৎকার করে বলতেন,—কাউকে তিনি ভয় করেন না, মানুষই হোক আর দানবই হোক, কেউ তাকে ভেড়ার মত খাঁচায় পুরে রাখতে পারবে না। আবার সে ঘোর কেটে গেলেই উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজায় খিল এঁটে তালা লাগিয়ে দিতেন। আমি দেখেছি,

সেসময়ে শীতের দিনেও তাঁর মুখ থেকে ঘাম ঝরছে, যেন এইমাত্র বেসিন থেকে মুখ ধুয়ে এলেন।

মিঃ হোমস, আপনার ধৈর্যকে আর পরীক্ষা করব না। এবার আমার কাহিনী শেষ করছি। একদিন রাত্রে ঐ রকম মাতলামির ঘোরে সেই যে তিনি বেরিয়ে গেলেন আর ফিরলেন না। খুঁজতে খুঁজতে যখন তাঁকে পেলাম, দেখলাম বাগানের নীচে একটা পানা-ঢাকা ডোবার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। দেহে আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না। ডোবার জল ফুট দুই গভীর। কাজেই তাঁর পাগলামির কথা ভেবে জুরীরা আত্মহত্যার রায় দিলেন। কিন্তু আমি তো জানতাম, মৃত্যুর চিন্তামাত্রেই তিনি কেমন সংকুচিত হয়ে পড়তেন। আগ বাড়িয়ে সেই মৃত্যুকে তিনি বরণ করেছেন এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। যা হোক, যা হবার তা তো হল। বাবা সম্পত্তি হাতে পেলেন। ব্যাংকে তাঁর হিসাবে যে চৌদ্দ হাজার পাউণ্ড জমা ছিল সেটাও পেলেন।'

'এক মিনিট', হোমস বাধা দিল, 'আপনার বিবরণ খুবই উল্লেখযোগ্য। আচ্ছা, আপনার জেঠামশায় যেদিন চিঠিখানা পান আর যেদিন তিনি আত্মহত্যা করলেন—সেই তারিখ দুটো বলুন তো?'

'চিঠিটা আসে ১০ই মার্চ ১৮৮৩। তাঁর মৃত্যু হয় সাত সপ্তাহ পরে, ২রা মে রাত্রে।'

'ধন্যবাদ। এবার বলুন।'

'বাবা যখন হরশামের সম্পত্তির দখল নিলেন তখন আমার অনুরোধেই সেই তালাবন্ধ চিলেকোঠাটাকে ভাল করে পরীক্ষা করলেন। পিতলের বাক্সটা সেখানেই পাওয়া গেল। যদিও তার ভিতরের সবকিছু নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। ডালার ভিতর দিকে একটা কাগজের লেবেল লাগানো, তার উপরেও K. K. K. লেখা। তারও নীচে লেখা "চিঠিপত্র, মেমোরাণ্ডম, রসিদ ও একখানা রেজিস্টার।" মনে হয়, কর্নেল ওপেন্‌শ্‌ এই সব দলিলই নষ্ট করে ফেলেছিলেন। আর বাকি যা পাওয়া গেল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। শুধু ছিল অনেকগুলো ইতস্তত ছড়ানো কাগজ আর নোটবুক যাতে জেঠার আমেরিকার জীবনযাত্রার কিছু কিছু কথা আছে। কিছু কাগজপত্র যুদ্ধের সময়কার। তাতে দেখা যায় তিনি ভালভাবেই তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছেন এবং সাহসী সৈনিক হিসাবে তাঁর সুনাম হয়েছিল। অন্যগুলি দক্ষিণী রাষ্ট্রসমূহের পুনর্গঠনের সময়কার, প্রধানত রাজনীতি নিয়ে লেখা। উত্তর থেকে যেসকল রাজনীতিবিদ এসেছিলেন, তিনি স্পষ্টতই তাঁদের তীব্র বিরোধীতা করেছিলেন।

'যাহোক, '৮৪-র গোড়ার দিকে বাবা হরশামে বসবাস করতে এলেন।

'৮৫-র জানুয়ারি পর্যন্ত ভালভাবেই কাটল। নববর্ষের পরবর্তী চতুর্থ দিনে আমরা প্রাতরাশের টেবিলে বসে আছি, এমন সময় বাবা হঠাৎ সবিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলেন। বাবার একহাতে একখানা সদ্যখোলা খাম, অন্য হাতের প্রসারিত পাতায় কমলালেবুর পাঁচটি শুকনো বীচি। কর্নেল প্রসঙ্গে আমার কথাগুলোকে এতদিন তিনি গাঁজাখুরী গল্প বলেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখন সেই একই জিনিস যখন তাঁর বেলায়ও ঘটল তখন তাঁকে কিন্তু বেশ বিচলিত ও শংকিত দেখা গেল।

"এসবের অর্থ কি জান?" তিনি কোনরকমে প্রশ্নটা শেষ করলেন।

'আমি বললাম, "এটা K. K K."

খামের ভিতরটা দেখে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "ঠিক তাই। এই অক্ষরগুলিই বটে। কিন্তু তার উপরে একটা কি লেখা?"

'তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে আমি পড়লাম। "সূর্য-ঘড়ির উপর কাগজপত্রগুলি রেখে দিও।"

"কিসের কাগজ? কোন্ সূর্য-ঘড়ি?" তিনি প্রশ্ন করলেন।

"বাগানের সূর্য-ঘড়ি। আর কোন সূর্য-ঘড়ি নেই।" আমি বললাম। "আর কাগজপত্র হয় তো যেগুলি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।"

"ফু!" জোর করে সাহস দেখিয়ে তিনি বললেন, "এখানে আমরা সভ্য জগতে বাস করি। এধরনের বোকা বানানো এখানে চলবে না। কোথা থেকে এসেছে চিঠিটা?"

"ডাণ্ডি থেকে", পোস্ট-মার্ক দেখে আমি জবাব দিলাম।

"যতসব বাজে ইয়ার্কি" তিনি বললেন, "সূর্য-ঘড়ি আর কাগজপত্র দিয়ে আমরা কি করব। এসব বাজে কথা আমি কানেই তুলব না।'

"আমার তো মনে হয় পুলিশে জানানো উচিত", আমি বললাম।

"আর তাই নিয়ে হাসাহাসি হোক। সেটি হচ্ছে না।"

"তাহলে আমিই খবর দেই।"

"না। আমি বারণ করছি। এই বাজে কথা নিয়ে হৈ-চৈ হোক সেটা আমি চাই না।"

"তাঁর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, কারণ তিনি অত্যন্ত একগুঁয়ে মানুষ। যাহোক, নানা দুশ্চিন্তায় মন খুব খারাপ হয়ে গেল। সেইভাবেই দিন কাটতে

'চিঠি আসার পর তৃতীয় দিন বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন পুরনো বন্ধু মেজর ফ্রিবডির সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তখন পোর্টসডাউন হিল-এর একটি দুর্গের অধিনায়ক। তাঁর যাওয়াতে আমি খুশি হয়েছিলাম, কারণ আমার মনে হয়েছিল বাড়ির বাইরে গেলেই তিনি বিপদকে এড়াতে

পারবেন। সেই ধারণাটাই ভুল হয়েছিল। তাঁর চলে যাবার পর দ্বিতীয় দিনে মেজরের কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলাম। তৎক্ষণাৎ সেখানে যেতে তিনি আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন। একটা গভীর চকের খাদে পড়ে বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাঁর মাথার খুলি চুরমার হয়ে গেছে। ছুটে গেলাম। কিন্তু বাবার জ্ঞান আর ফিরে এল না। তিনি মারা গেলেন। শুনলাম, সন্ধ্যার সময় তিনি ফেয়ারহাম থেকে ফিরছিলেন, পথ-ঘাট তাঁর অজানা, চকের খাদটাও ঘেরা ছিল না, কাজেই "আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু"-র রায় দিতে জুরীদের কোন দ্বিধাই হয় নি। মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছু ভাল করে পরীক্ষা করে আমিও হত্যার স্বপক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পাই নি। আঘাতের কোন চিহ্ন নেই, পায়ের ছাপ নেই, ডাকাতি নেই। রাস্তায় কোন অপরিচিত লোকের উল্লেখ নেই। তথাপি আপনাকে না বললেও হয় তো বুঝতে পারছেন, আমার মন শান্ত হল না; আমি প্রায় নিশ্চিত যে তাকে ঘিরে কোন ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়েছিল।'

'এই অশুভ পথ ধরে আমি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলাম। বলতে পারেন, সম্পত্তি বেচে দিলাম না কেন? আমার জবাব, আমার দৃঢ় বিশ্বাস জেঠার জীবনের কোন একটা ঘটনাই আমাদের বিপদের কারণ। কাজেই সে বাড়িতেই বাস করি না কেন তাতে বিপদের কোন হের-ফের ঘটবে না।

'৮৫-র জানুয়ারিতে বাবা মারা গেলেন। তারপর দু'বছর আট মাস পার হয়ে গেছে। হর্শামের বাড়িতে বেশ সুখেই দিন কেটেছে। ক্রমে আমি ভাবতে শুরু করলাম, পরিবারের উপর থেকে অভিশাপের মেঘ কেটে গেছে,—বিগত পুরুষের উপর দিয়েই তার অবসান ঘটেছে। কিন্তু হায়, গতকাল সকালে আবার আঘাত এসেছে, ঠিক যে ভাবে এসেছিল বাবার উপরে।'

যুবকটি ওয়েস্টকোটের ভিতর থেকে একখানা দুমড়ানো খাম বের করল। এবং টেবিলের দিকে ঘুরে খামখানা ঝেড়ে কমলালেবুর পাঁচটি শুকনো বীচি তার উপর ছড়িয়ে দিল।

বলল, 'এই দেখুন খাম। পোস্ট-মার্ক আছে লণ্ডন—পশ্চিম বিভাগ। বাবার শেষ চিঠিতে যে বাণী ছিল এর ভিতরেও সেই একই বাণী—"K K K" আর তারপর "সূর্য-ঘড়ির উপর কাগজপত্রগুলি রেখে দিও।"

হোমস প্রশ্ন করল, 'আপনি কি করেছেন?'

'কিছু না।'

'কিছু না?'

শীর্ণ সাদা হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে সে বলে উঠল, 'সত্যি কথা বলতে কি, আমি বড়ই অসহায় বোধ করছি। আমার অবস্থা অনেকটা সাপে তাড়া করা খরগোসের মত। মনে হচ্ছে, এমন একটা অপ্রতিরোধ্য, দুর্লঙ্ঘ্য অশুভ শক্তির

কবলে আমি পড়েছি, যার হাত থেকে কোন ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বা সতর্কতাই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

'ভুল। ভুল।' শার্লক হোমস চীৎকার করে উঠল। আপনাকে সক্রিয় হতে হবে, নইলে সব শেষ। একমাত্র কর্মোদ্যম ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। নৈরাশ্যের সময় এখন নয়।'

'পুলিশের সঙ্গে আমি দেখা করেছি।'

'ওঃ ?'

'আমার কথা শুনে তারা হাসলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইন্সপেক্টরের ধারণা হয়েছে যে চিঠিগুলো সবই তামাসা। জুরীদের কথা ঠিক যে আমার আত্মীয়দের মৃত্যু দুর্ঘটনার ফল, এসব সতর্ক বাণীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।'

মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুঁড়ে হোমস চেঁচিয়ে উঠল, 'অবিশ্বাস্য অকর্মণ্যতা।'

'তাঁরা অবশ্য আমার সঙ্গে একজন পুলিশ দিয়েছেন। সে আমার সঙ্গে বাড়িতে থাকবে।'

'আজ রাতে সে কি আপনার সঙ্গে এসেছে ?'

'না। তার উপর আদেশ আছে বাড়িতে থাকবার।

হোমস পুনরায় বাতাসে হাত ছুঁড়ল।

বলল, 'আমার কাছে এসেছেন কেন ? তাছাড়া, সঙ্গে সঙ্গে আসেন নি কেন ?'

'আমি জানতাম না। আজই মেজর প্রেণ্ডারগাস্টকে আমার বিপদের কথা বললাম তিনিই পরামর্শ দিলেন আপনার কাছে আসতে।'

দুদিন হল আপনি চিঠি পেয়েছেন। আগেই আমাদের কাজ শুরু করা উচিত ছিল। আচ্ছা আমাদের কাছে যা বললেন এছাড়া তার কোন প্রমাণ কি নেই—আমাদের কাজে লাগতে পারে এমন কোন ইঙ্গিতপূর্ণ বিবরণ ?'

'একটা জিনিস আছে' জন ওপেনশ বলল। কোটের পকেট হাতড়ে এক-টুকরো বিবর্ণ নীলচে কাগজ বের করে টেবিলের উপর মেলে ধরল। 'আমার মনে পড়েছে, জেঠা যেদিন কাগজগুলি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন সেদিন আমি লক্ষ্য করেছিলাম ছাইয়ের মধ্যে দগ্ধাবশিষ্ট কাগজের যে টুকরো টুকরো কোণ-গুলি ছিল তারও রং ছিল এই রকম। তাঁর ঘরের মেঝেয় এই এক সিট কাগজ পেয়েছিলাম। আমার ধারণা যে কাগজগুলো তিনি পুড়িয়েছিলেন তার মধ্যে থেকে কোনক্রমে উড়ে এসে এখানা ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। এতেও বীচির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এর দ্বারা আর কোন সাহায্য পাওয়া যাবে বলে তো মনে হয় না। আমি মনে করি, এটা কোন দিন-

পঞ্জীর পাতা। হাতের লেখা নিঃসন্দেহে আমার জেঠার।'

হোমস বাতিটা টেনে নিল। দুজনেই কাগজটার উপর ঝুঁকে পড়লাম। একটা পাশ ছেঁড়া-খোঁড়া। দেখলেই বোঝা যায়, কোন বই থেকে ছিঁড়ে নেওয়া। উপরে লেখা 'মার্চ ১৮৬৯' আব নীচে কতকগুলো ধাঁধার মত কথা :

৪ঠা। হাডসন এল। একই পুবনো প্ল্যাটফর্ম।

৭ই। সেণ্ট অগাস্টিনের ম্যাককলি, প্যাবামোব এবং জন সোয়ানের দিকে বীচিগুলি চালান দাও।

৯ই। ম্যাককলি হাপিস।

১১ই। জন সোয়ান হাপিস।

১২ই। প্যারামোবেব সঙ্গে দেখা হল। সব ভাল।

কাগজখানি ভাঁজ করে আগন্তুককে ফিরিয়ে দিযে হোমস বলল, 'ধন্যবাদ। কিন্তু আর একমুহূর্ত সময়ও আপনি নষ্ট করবেন না। আপনার কথা নিয়ে আলোচনাবও সময় নেই। এখনই বাড়ি চলে যান এবং কাজ করুন।'

'কি কাজ করব ?'

'একটিমাত্র কাজ। সেটা এখনই কবতে হবে। যে পিতলের বাক্সের কথা আপনি বলেছেন তার মধ্যে এই কাগজখানা রাখবেন। আরও একটুকরো কাগজে এই কথাগুলো লিখে ওব মধ্যেই রাখবেন যে, আপনার জেঠা আর সব কাগজপত্র পুড়িযে ফেলেছেন, শুধুমাত্র এইখানিই আছে। এমনভাবে লিখবেন যাতে তাদের বিশ্বাস হয়। এই কাজ করে নির্দেশ মত বাক্সটাকে সূয-ঘড়ির উপর রেখে দেবেন। বুঝেছেন ?'

'সম্পূর্ণ।'

'আপাতত প্রতিহিংসা বা অন্য কোন কথা ভাববেন না। আমি মনে করি, আইনের পথেই তা নিতে পারব। তাদের জাল আগেই বোনা হয়েছে, এবার আমাদের জাল বুনতে হবে। প্রথম কাজ হবে, আপনার আসন্ন বিপদটাকে দূর করা। দ্বিতীয় কাজ, রহস্যের সমাধান ও অপরাধীর শাস্তি।'

যুবক উঠে দাঁড়াল। ওভারকোট হাতে নিয়ে বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি আমাকে দিয়েছেন নতুন জীবন, নবীন আশা। আপনার পরামর্শমত কাজ নিশ্চয় করব।'

'মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট করবেন না। সবচেয়ে বড কথা, ইতিমধ্যে খুব সতর্ক থাকবেন। একটি প্রত্যাসন্ন প্রকৃত বিপদ যে আপনার সামনে রয়েছে সেবিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। কিভাবে যাবেন ?'

'ওয়াটারলু থেকে ট্রেনে।'

'এখনও ন'টা বাজে নি। রাস্তায় ভীড় আছে। মনে হয় আপনি নিরাপদ। তবু সতর্ক থাকা ভাল।'

আমি সশস্ত্র।'

'খুব ভাল। কাল আপনার কাজ শুরু করব।'

'তাহলে হরশামে আপনার সঙ্গে দেখা করব কি ?'

'না। আপনার রহস্য রয়েছে লণ্ডনে। সেখানেই তাকে খুঁজব।'

'তাহলে বাক্সটা এবং কাগজপত্রগুলোর খবর নিযে দু'একদিনের মধ্যেই আপনার কাছে হাজির হব। প্রত্যেক ব্যাপারেই আপনার পরামর্শ চাই।'

আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে সে চলে গেল। বাইরে তখনও চলেছে বাতাসের আর্তনাদ, জানালার উপর পড়ছে বৃষ্টির ঝাপটা। এই অদ্ভুত কাহিনীটা যেন ঝড়ে উড়িযে নিযে আসা একটুকরো শ্যাওলার মতই ওই উন্মত্ত প্রকৃতির বুক থেকেই উঠে এসেছিল, আবার সেখানেই ফিরে গেল।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত শার্লক হোমস চুপ করে বসে রইল। তার মাথা সামনে ঝুঁকে পড়েছে, চোখ রয়েছে আগুনের লাল আভার দিকে নিবদ্ধ। তারপর পাইপটা ধরিযে চেযারে হেলান দিল। একদৃষ্টিতে দেখতে লাগল। নীল ধোঁয়ার রিং-গুলো কেমন একে অন্যকে ছাড়িয়ে সিলিং-এর দিকে উঠে যাচ্ছে।

অবশেষে বলে উঠল, 'দেখ ওযাটসন, আমার মনে হয এর চাইতে অদ্ভুত কোন কেস আমরা এর আগে পাই নি।'

"চিহ্ন-চতুষ্টয়" (দি সাইন অব ফোর) ছাড়া।'

'হ্যাঁ, তা বটে। ঐটে ছাড়া। তবু মনে হচ্ছে শোলটো'দের চাইতেও অধিকতর বিপদের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছে ওই তরুণ জন ওপেন্শ্।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি সে বিপদ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা করতে পেরেছ ?'

সে জবাব দিল, 'সেবিষয়ে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না।'

'তাহলে কি সে বিপদ ? কে এই K. K. K. ? আর কেনই বা সে এই অসুখী পরিবারের পিছনে ছুটছে ?'

শার্লক হোমস চোখ বুজল। দুটো আঙুলের মাথা এক করে চেয়ারের হাতলে কনুই রেখে বলতে আরম্ভ করল, 'একটিমাত্র ঘটনাকে পুরোপুরি দেখতে পেলেই একজন আদর্শ যুক্তিবিদের উচিত তার পিছনের সবগুলি ঘটনা-সূত্রকে আবিষ্কার করা। শুধু তাই নয়, আরও উচিত তাদের সবগুলি পরিণতিকেও অনুমান করা। একটিমাত্র হাড় দেখে ক্যুভিয়ের যেমন পুরো জন্তুটার বর্ণনাই দিতে পারতেন, ঠিক সেইরকম যে পর্যবেক্ষক ঘটনা-শৃংখলের একটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হতে পেরেছে তার উচিত অগ্রবর্তী এবং পশ্চাদ্বর্তী অন্য সব

ঘটনাগুলিকে জানতে পারা। ফলাফলগুলো এখনও আমার হাতের মধ্যে পাই নি, যুক্তির সাহায্যেই সেগুলো ধরা পড়বে। শুধু ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে সব সমস্যার সমাধান হয় না। রহস্য-সন্ধানের আর্টকে তুঙ্গে তুলতে হলে যুক্তিবিদকে সমস্ত জ্ঞাত ঘটনার সদ্ব্যবহার করতে হবে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আজকের অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থের ছড়াছড়ির দিনেও সেই সবজ্ঞতা কিন্তু এখনও একটি বিরল ঘটনা। একটি লোকের নিজের প্রয়োজনে যা কিছু জানা প্রয়োজন সে জ্ঞান অর্জন করা যে অসম্ভব নয় নিজের বেলায় সেই চেষ্টাই আমি করে চলেছি। মনে পড়ে, আমাদের বন্ধুত্বের প্রথম দিকে একবার তুমি আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে সঠিকভাবে নির্দেশ করেছিলে।'

আমি হেসে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, সে একটি অদ্ভুত দলিল। মনে আছে, দর্শন, সৌরবিজ্ঞান ও রাজনীতিতে পেয়েছিল গোল্লা। উদ্ভিদবিদ্যায় নির্ভরতার অযোগ্য, ভূতত্ত্বে কিন্তু শহরের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে যেকোন মাটির ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান, রসায়নে অস্থির, শারীরবিদ্যায় শৃংখলাহীন, উত্তেজক সাহিত্য ও অপরাধ-বিবরণে অসাধারণ, তাছাড়া বেহালাবাদক, বক্সার, তলোয়ার খেলোয়াড় আর কোকেন এবং তামাকে আত্মঘাতী। মনে হয়, এইগুলিই আমার বিশ্লেষণের প্রধান প্রধান বিষয় ছিল।'

শেষের কথাটি শুনে হোমস দন্তবিকশিত করে হাসল। তারপর বলল 'দেখ, তখন বলেছি, এখনও বলছি, মানুষের উচিত ব্যবহারযোগ্য সবকিছু আসবাব মস্তিষ্কের ছোট চিলেকোঠায় মজুত করে রাখা। বাকীগুলো যাতে দরকারের সময় পাওয়া যায় সেইভাবে লাইব্রেরীর গুদাম-ঘরে সরিয়ে রাখলেও চলে। কিন্তু যে কেসটি আজ রাতে আমাদের হাতে এসেছে তার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। তোমার পাশের তাক থেকে আমেরিকান এনসাইক্লোপিডিয়ার K অক্ষরটা দয়া করে বের করে দাও। ধন্যবাদ। এবার আলোচনায় বসা যাক। দেখা যাক কতদূর কি জানা যায়। প্রথমেই আমাদের ধরে নিতে হবে যে, কর্ণেল ওপেনশ-এর আমেরিকা ছেড়ে আসবার মত যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল। তার মত বয়সে মানুষ পরিবর্তন চায় না; বিশেষ করে ফ্লোরিডার মনোরম আবহাওয়া ছেড়ে একটা প্রাদেশিক ইংলিশ শহরের নির্জন জীবনে স্বেচ্ছায় ফিরে আসা তো নয়ই। ইংলণ্ডে ফিরে এসেও তার এমন একান্ত নির্জনপ্রিয়তা দেখেও সন্দেহ হয় যে তিনি কোন ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে সন্ত্রস্ত ছিলেন। কাজেই আমরা অনুমান করতে পারি যে সেই ব্যক্তি বা বস্তুর ভয়েই তিনি আমেরিকা ছেড়েছিলেন। তিনি কিসের ভয় করছিলেন সেটা জানা যাবে তিনি ও তার অনুবর্তীরা যে চিঠিগুলো পেয়েছেন তার থেকে। ঐ চিঠির পোস্ট মার্কগুলি লক্ষ্য করেছ কি?'

'প্রথম চিঠি এসেছিল পণ্ডিচেরি থেকে, দ্বিতীয়টি ডাণ্ডি থেকে, আর তৃতীয়টি লণ্ডন থেকে।'

'পূর্ব লণ্ডন থেকে। তার থেকে কি অনুমান করতে পার?'

'এগুলি সবই সামুদ্রিক বন্দর। কাজেই লেখক কোন জাহাজের যাত্রী ছিলেন।'

'চমৎকার। একটা সূত্র পেয়ে গেলাম। পত্র-লেখক যে জাহাজে ছিল এ সম্ভাবনার বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এবার আর একটা বিষয় ভাবতে হবে। পণ্ডিচেরির বেলায় ভীতি-প্রদর্শন ও তার পরিণতির মধ্যে সাত সপ্তাহের ব্যবধান, আর ডাণ্ডির বেলায় মাত্র তিন কি চার দিন। এ থেকে কি বোঝা যায়?'

'ভ্রমণ-পথের অধিকতর দূরত্ব।'

'কিন্তু চিঠিও তো অধিকতর দূর স্থান থেকেই এসেছে।'

'তাহলে বুঝতে পারছি না।'

'ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সেই লোক বা লোকেরা একটি চলমান জাহাজের যাত্রী। মনে হয় উদ্দেশ্য সাধনে উদ্যোগী হয়েই তারা সর্বাগ্রে তাদের অদ্ভুত সতর্ক বাণী বা প্রতীকটি পাঠিয়ে দিত। লক্ষ্য করে দেখ, ডাণ্ডি থেকে প্রতীকটি পৌঁছবার পরেই কত তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল হয়ে গেল। তারা যদি পণ্ডিচেরি থেকে স্টীমারে আসত তাহলে চিঠি আর মানুষ প্রায় একই সঙ্গে পৌঁছত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সাত সপ্তাহ লাগল। আমার মনে হয়, চিঠি এসেছে মেল-বোটে, আর লেখক এসেছে জাহাজে। তাই এই সময়ের ব্যবধান।'

'তা হওয়া সম্ভব।'

'সম্ভবের চেয়েও বেশী। নতুন কেসটি কেন যে মারাত্মক রকমের জরুরি, আর কেনই বা আমি তরুণ ওপেন্‌শ-কে সতর্ক থাকতে বলে দিলাম, সেটা নিশ্চয় এখন বুঝতে পারছ। পত্র-প্রেরকদের পক্ষে এই পথটা আসতে যতটা সময় লাগে ঠিক তার পরমুহূর্তেই তারা আঘাত হানে। এবার চিঠি এসেছে লণ্ডন থেকে, কাজেই বিলম্ব ঘটার কোন কারণ নেই।'

'হায় ঈশ্বর!' আমি চীৎকার করে বললাম, 'এই অবিরাম হত্যাকাণ্ডের অর্থ কি?'

'ওপেন্‌শ যে কাগজপত্রগুলি নিয়ে এসেছিলেন, জাহাজের যাত্রী বা যাত্রীদের কাছে সেগুলি খুবই মূল্যবান। এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তারা সংখ্যায় একাধিক। একটিমাত্র লোক করোনারের জুরীদের এমনভাবে ধোঁকা দিয়ে পর পর দুটো খুন করতে পারত না। দলে কয়েকজনই আছে এবং তারা সকলেই বিত্তবান ও দৃঢ়সংকল্পের লোক। তারা চায় কাগজগুলি ফিরে পেতে। এবার

বুঝে দেখ, K. K. K. কোন ব্যক্তিবিশেষের নামের আগু অক্ষর নয়, এগুলো কোন সমিতির প্রতীক।'

'কিন্তু কোন্ সমিতির ?'

'তুমি কি কথনও—' সামনে ঝুঁকে গলা নামিয়ে শার্লক হোমস বলল, 'তুমি কি কথনও "কু ক্লুক্স ক্লান"-এর নাম শোন নি ?'

'না তো !'

হোমস তাঁর হাঁটুর উপরে রাখা বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগল। একটু পরেই বলে উঠল, 'এই যে পেয়েছি। "কু ক্লুক্স ক্লান।" বন্দুকের ঘোড়া টানলে যেরূপ শব্দ হয় তার সঙ্গে মিল কল্পনা করেই নামটি উচ্চারণ করা হয়েছে। গৃহযুদ্ধের পরে দক্ষিণী রাজ্যগুলির কতক কতক প্রাক্তন সৈনিক মিলে এই ভয়ংকর গুপ্ত সমিতি স্থাপন করে। দেখতে দেখতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে—বিশেষ করে টেনিসে, লুইসিয়ানা, ক্যারোলিনা, জর্জিয়া আর ফ্লোরিডায়—সমিতির শাখা-কার্যালয় গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, প্রধানত নিগ্রো ভোটারদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে এবং বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের খুন করা বা দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই সমিতির শক্তি নিয়োজিত হত। আক্রমণ করবার ঠিক আগে নির্দিষ্ট লোকের কাছে কোন একটা অদ্ভুত উপায়ে সতর্ক-বাণী পাঠিয়ে দেওয়া হত। কথনও পাঠান হত ওক্‌গাছের পল্লব, কথনও কাঁকুড়ের বীচি বা কমলালেবুর বীচি। সেটা পেয়ে নির্দিষ্ট লোক হয় প্রকাশ্যে তার মত-পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করত, আর না হয় দেশ থেকে পালিয়ে যেত। কিন্তু যদি সে সাহস করে রুখে দাঁড়াত, তাহলে কোন বিস্ময়কর অদৃষ্টপূর্ব পথে অমোঘ মৃত্যু তাকে আঘাত করত। সমিতির সংগঠন ব্যবস্থা এতই নিখুঁত আর তার কর্মপন্থা এতই সুশৃংখল যে তার বিরুদ্ধাচরণ করেও কোন লোক বেঁচে গেছে বা দুষ্কৃতকারীরা কোথাও ধরা পড়েছে এরূপ কোন নজির পাওয়া যায় না। স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং দক্ষিণ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের লোকদের সমবেত চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েক বছর সমিতির খুবই বাড়-বাড়ন্ত হল। ঘটনাক্রমে ১৮৬৯ সালে হঠাৎ সে আন্দোলনে ভাটা পড়ল। অবশ্য এথানে সেথানে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা তথনও ঘটতে লাগল।"

বইথানি নামিয়ে রেখে হোমস বলল, 'লক্ষ্য করে দেখ, ঐ সমিতি ভেঙে যাওয়া আর ওপেন্‌শ-এর কাগজপত্র নিয়ে আমেরিকা থেকে সরে পড়া একই সময়কার ঘটনা। তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কও থাকতে পারে। কোন নির্দয় অশরীরী যদি তার নিজের এবং পরিবারের পিছু নিয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।…বুঝতেই পারছ, এই রেজিস্টার ও দিনপঞ্জীর পাতায় দক্ষিণের কোন কোন মহাশয় ব্যক্তির নাম হয় তো আছে। কাজেই এগুলি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তাদের চোখে ঘুম আসছে না।'

'নাহলে যে পাতাটা আমরা দেখেছি—'

'যা আমরা ভেবেছি ঠিক তাই। যতদূর মনে পড়ছে তাতে লেখা আছে "A. B ও C-কে বীচিগুলি পাঠানো হয়েছে"—তার মানে, সমিতির সতর্ক-বাণী তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। তারপর একে একে লেখা আছে—A. এবং B. হাপিস হয়েছে বা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে এবং C-র সঙ্গে দেখা হয়েছে। হয়তো C-র জন্য ভয়ংকর পরিণতি অপেক্ষা করছে। দেখ ডাক্তার, আমি মনে করি এই অন্ধকার জায়গাটাতেই আমরা হয়তো কিছুটা আলো ফেলতে পারি। আর আমি বিশ্বাস করি ইতিমধ্যে তরুণ ওপেনশ-এর একমাত্র কাজ আমি যেমনটি বলেছি তেমনটি করা। আজ রাতে আর কিছু বলবারও নেই, করবারও নেই। কাজেই আমার বেহালাটা দাও। এস, অন্তত আধ ঘণ্টার জন্য এই দুঃখজনক আবহাওয়া এবং আমাদেরই মানুষ বন্ধুদের ততোধিক দুঃখজনক ক্রিয়া-কলাপকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করি।'

সকালে মেঘ কেটে গেছে। মহানগরীর উপরে যে আবছা পর্দাটা ঝুলে আছে তার ফাঁক দিয়ে সূর্য ঈষৎ অনুজ্জ্বল কিরণ বিতরণ করছে। নীচে নেমে দেখি শার্লক হোমস প্রাতরাশে বসে গেছে।

সে বলল, 'তোমার জন্য অপেক্ষা করি নি, সেজন্য ক্ষমা করো। বুঝতে পারছি, ওপেন্‌শ্‌কে নিয়ে সারাদিনই ব্যস্ত থাকতে হবে।'

'কিভাবে অগ্রসর হবে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'প্রথম অনুসন্ধানের ফলাফলের উপর সবকিছু নির্ভর করছে। হয়তো হরশাম যেতে হতে পারে।'

'প্রথমেই সেখানে যাবে না?'

'না। শহর থেকেই কাজ আরম্ভ করব। ঘণ্টাটা বাজাও, তোমার কফি দিয়ে যাবে।'

টেবিল থেকে ভাঁজ করা খবরের কাগজখানা নিয়ে চোখ বুলোতে লাগলাম। একটা শিরোনামের উপর চোখ পড়তেই আমার বুকের ভিতরটা শির্‌শির্ করে উঠল।

চেঁচিয়ে বললাম, 'হোমস, বড়ই দেরী করে ফেললে।'

'অ্যাঃ।' কাপটা নামিয়ে রেখে সে বলল, 'এই ভয়ই আমি করছিলাম। কি হয়েছিল?' শান্তভাবে সে কথা বলল কিন্তু আমি দেখতে পেলাম, সে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছে।

'আমি শুধু ওপেন্‌শ-এর নাম আর "ওয়াটারলু সেতুর নিকটে দুর্ঘটনা" এই শিরোনামটাই দেখেছি। পুরো বিবরণটা শোন: "গত কাল রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে ওয়াটারলু সেতুর নিকটে কর্তব্যরত H ডিভিশনের পুলিশ

কনেস্টবল সাহায্যের জন্য আর্তনাদ এবং জল ছিটকে ওঠার শব্দ শুনতে পায়। রাতটা ছিল অত্যন্ত ঝড়ো আর অন্ধকার। তাই কয়েকজন পথচারীর সহায়তা সত্ত্বেও কাউকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। সঙ্গে সঙ্গেই বিপদ সংকেত দেওয়া হয় এবং জল-পুলিশের সহায়তায় মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতের পকেটের খাম থেকে জানা গেছে যুবকটির নাম জন ওপেনশ। হরশামের কাছে তার বাড়ি। অনুমান করা হয়, সে হয়তো ওয়াটারলু স্টেশন থেকে শেষ ট্রেনটি ধরবার জন্য দ্রুত পথ হাঁটছিল। ফলে গাঢ় অন্ধকারে পথ ভুল করে হাঁটতে হাঁটতে নদীতে স্টীমবোট লাগাবার ছোট ঘাটটি পেরিয়ে জলে পড়ে যায়। শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি এবং যুবকটি একটি দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য নদীতীরসংলগ্ন ঘাটটির এরূপ অবস্থার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

কয়েক মিনিট দুজনেই চুপচাপ বসে রইলাম। হোমসকে আর কখনও এতটা বিষণ্ণ ও বিচলিত দেখি নি।

অবশেষে সে কথা বলল, 'আমার গর্বে আঘাত লেগেছে। এখন থেকে এটা আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাপার হয়ে উঠল। ঈশ্বর যদি আমার স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখেন, এ দলকে আমি পাকড়াও করবই। তখন সে আমার সাহায্য চাইতে আসবে, আর আমি তাকে পাঠাব মৃত্যুর মুখে—' হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দুঃসহ আবেগে সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। দুই পাণ্ডুর গাল আরক্ত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ শীর্ণ দুখানি হাত কখনও একত্র মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে, আবার পরমুহূর্তেই মুষ্টি খুলে যাচ্ছে।

একসময়ে সে চীৎকার করে উঠল, 'ধূর্ত শয়তানের দল। কেমন করে তারা ওকে ঠকিয়ে সেখানে নিয়ে গেল? নদীর তীর তো স্টেশনে যাবার সোজা পথে পড়ে না। এমন দুর্যোগের রাতেও সেতুটা তাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে একটু বেশী জনবহুলই ছিল। ওয়াটসন, আমাদের দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত কার জিত হয়। আমি চললাম।

পুলিশের কাছে?'

'না আমিই আমার পুলিশ। জাল বুনেছি আমি, আর মাছ ধরবে তারা, তা হবে না।'

সারাদিন ডাক্তারি কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সন্ধ্যার পরেই বেকার স্ট্রীটে ফিরে গেলাম। শার্লক হোমস তখনও ফেরে নি। প্রায় দশটার সময় সে ঘরে ঢুকল। বিবর্ণ শ্রান্ত চেহারা। সাইড বোর্ডের কাছে গিয়ে অর্ধেকটা পাঁউরুটি ছিঁড়ে গোগ্রাসে গিলে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে সেটাকে গলা দিয়ে নামাল।

'খুব ক্ষুধার্ত তুমি,' আমি বললাম।

'আমি উপোসী। খাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। প্রাতরাশের পর কিছুই পেটে পড়ে নি।'

'কিছুই না?'

'এককামড়ও না। খাবার কথা ভাববার সময়ই ছিল না।'

'কতদূর কি করতে পারলে?'

'ভালই।'

'সূত্র পেয়েছ?'

'হাতের মুঠোর মধ্যে তাদের পেয়েছি। তরুণ ওপেনশ-এর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে বেশী দেরী হবে না। তাদের শয়তানী চালই আমি তাদের উপর চালব। খুব ভাল ফন্দি বের করেছি।'

'কি বলছ তুমি।'

কাবার্ড থেকে একটা কমলালেবু নিয়ে সেটাকে খুলে কয়েকটা বীচি বের করে টেবিলের উপর রাখল। তার থেকে পাঁচটা তুলে নিয়ে একটা খামের মধ্যে ভরল। খামের ভিতর দিকে লিখল 'S. H. J. O-র জন্য'। খামটা সিল করে ঠিকানা লিখল 'ক্যাপ্টেন জেমস ক্যালহন, "লোনস্টার" জাহাজ, সাভান্না, জর্জিয়া।'

মুখটিপে হাসতে হাসতে সে বলল, 'বন্দরে প্রবেশ করবার আগেই এ চিঠি সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। রাতে আর তার ঘুম হবে না। ওপেনশ-এর মত এই চিঠিই হবে তার মৃত্যুদূত।'

'ক্যাপ্টেন ক্যালহন কে?'

'এই দলের পাণ্ডা। অন্যদেরও ধরব, তবে সেই সব প্রথম।'

'কি করে খোঁজ পেলে?'

সে পকেট থেকে মস্ত এক সিট কাগজ বের করল। আগাগোড়া তারিখ আর নামে বোঝাই।

বলল, 'লয়েড-এর রেজিস্টার আর পুরনো কাগজপত্রের ফাইল ঘেঁটেছি সারাদিন। ৮৩-র জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারিতে যত জাহাজ পণ্ডিচেরিতে নোঙর করেছিল তাদের প্রত্যেকটির গতিবিধি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। ঐ দুই মাসে মোটামুটি আকারের ছত্রিশখানা জাহাজ এখানে নোঙর করেছিল। তাদের মধ্যে "লোনস্টার" সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, কারণ যদিও রিপোর্টে উল্লেখ ছিল যে জাহাজটা লণ্ডনের, কিন্তু তার নামটা ইউনিয়নের কোন স্টেটের।'

'টেক্সাস বোধ হয়?'

'সঠিক জানি না। কিন্তু এটা জানি যে জাহাজটা আমেরিকার।'

'তারপর ?'

তারপর খুঁজলাম ডাণ্ডির রেকর্ড। তা থেকে জানতে পারলাম "লোন-স্টার" জাহাজ '৮৫-র জানুয়ারিতে সেখানে ছিল। আমার সন্দেহ নিশ্চিত হয়ে উঠল। তারপর খোঁজ নিলাম, বর্তমানে কোন্ কোন্ জাহাজ লণ্ডন বন্দরে নোঙর করে আছে।'

'সত্যি ?'

"লোনস্টার" এখানে এসেছে গত সপ্তাহে। এলবার্ট ডক-এ গিয়ে জানলাম, আজ সকালের জোয়ারেই তাকে নদীপথে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাবে সাভান্না। গ্রেভস-এণ্ড-এ ফোন করে জেনেছি, একটু আগেই সেখান থেকে ছেড়ে গেছে। যেহেতু এখন বায়ু বহে পুরবৈয়া, এতক্ষণ সে গুডউইন্স ছাড়িয়ে আইল্স্ অব ওয়াইটের কাছাকাছি পৌছে গেছে।'

'তারপর কি করবে ?'

'আরে, তাকে তো হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি। জানতে পেরেছি সে আর তার তুজন সঙ্গীই ঐ জাহাজের একমাত্র খাঁটি আমেরিকান যাত্রী। আর সকলেই ফিনল্যাণ্ড আর জার্মানীর মানুষ। আরও জানতে পেরেছি, তারা তিনজনই কাল রাতে জাহাজ ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল। যে স্টিভেডোর জাহাজের মালখালাস করছিল তার কাছ থেকেই খবরটা পাই। তাদের জাহাজ সাভান্না পৌছবার আগেই মেল-বোট এই চিঠি সেখানে পৌছে দেবে। আর একটা টেলিগ্রাম সাভান্নার পুলিশকে জানিয়ে দেবে যে, হত্যার অভিযোগে এই তিনজন ভদ্রলোককে অবশ্যই চাই।'

মানুষের পাতা ফাঁদ যত ভালই হোক তাতে কোন না কোন ছিদ্র থাকবেই। জন ওপেন্‌শ-এর হত্যাকারীদের হাতে কমলালেবুর বীচিগুলি কোনদিনই পৌছবে না, আর তারাও কোনদিনই জানতে পারবে না যে তাদের মতই ধূর্ত এবং সংকল্পে দৃঢ় আর একটি মানুষ তাদের পিছু নিয়েছে। সে বছর বিষুবক্রান্তিকালীন ঝড়টা হয়েছিল যেমন দীর্ঘস্থায়ী, তেমনি প্রচণ্ড। সাভান্নার "লোনস্টার"এর সংবাদের জন্য আমরা অনেক দিন অপেক্ষা করে রইলাম, কিন্তু কোন খবরই এল না। শেষটায় শুনলাম, অনেক দূরে অতলান্তিক মহাসাগরের বুকে অনেক দূরবর্তী কোন স্থানে একটা জাহাজের ভাঙা গলুই ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দেখা গিয়েছিল। তার গায়ে লেখা ছিল "L. S." দুটি অক্ষর। "লোনস্টার"এর পরিণামের এর বেশী কিছু আমরা কোনদিনই জানতে পারব না।

টিয়া পাখির ঠোঁটটি লাল

The man with the twisted lip

সেণ্ট জর্জেস থিয়োলোজিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গত ইলিয়াস হুইট্নি ডি. ডি.-র ভাই ইসা হুইটনি ছিল ভীষণ আফিমখোর। আমি জানি কলেজে পড়বার সময় একটা বোকা খেয়ালের বশেই এই বদ্ অভ্যাসটা করে বসেছিল। ডি কুইন্সির স্বপ্ন ও অনুভূতির বিবরণ পড়ে অনুরূপ ফল লাভের আশায় সে তামাকের সঙ্গে আফিমের আরক মিশিয়ে পান করতে শুরু করল। কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারল, যেমন আরও অনেকেই বুঝেছে, যে এই অভ্যাসটি করা যত সহজ, ছাড়াটা তত সহজ নয়। তারপর বহু বছর ধরে সে আফিমের কেনা গোলাম হয়ে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের ত্রাস ও করুণার পাত্র হয়ে কাটাতে লাগল। আমি তাকে এখন দেখি একটা চেয়ারে কুঁকড়ে বসে থাকে; হল্‌দে বিবর্ণ মুখ, ঝুলেপড়া চোখের পাতা, উদগ্র চোখের মণি—যেন একদার একটি সম্ভ্রান্ত মানুষের ভগ্নস্তূপ।

একদিন রাতে—'৮৯ সালের জুন মাসে—আমার বাইরের ঘণ্টাটা বেজে উঠল। মানুষের পক্ষে তখন প্রথম হাই তুলে ঘড়ির দিকে তাকাবার সময়। আমি চেয়ারে উঠে বসলাম। আমার স্ত্রী সেলাইএর কাজটা কোলের উপর ফেলে হতাশভাবে আমার দিকে তাকাল।

'কোন রোগী।' সে বলল, 'তোমাকে নিশ্চয় বেরুতে হবে।'

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, কারণ সারাদিন খাটুনির পর সবে ঘরে ফিরেছি।

দরজা খোলার শব্দ, কিছু দ্রুত কথাবার্তা, তারপরই লিনোলিয়ামের উপর দ্রুত পদধ্বনি। আমার ঘরের দরজা খুলে গেল। প্রবেশ করলেন এক মহিলা, —পরনে কালো পোশাক, মুখে কালো অবগুণ্ঠন।

'এত রাতে আসার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন', বলতে বলতেই তিনি সহসা ছুটে এসে আমার স্ত্রীর গলা জড়িয়ে ধরে তার কাঁধের উপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, 'হায়! আমার বড় বিপদ। একটু সাহায্য চাই।'

তার মুখের অবগুণ্ঠন তুলে আমার স্ত্রী বললেন, 'এ কি, এ যে কেট হুইট্নি! তুমি আমাকে একেবারে চমকে দিয়েছ কেট। যখন ঘরে ঢুকলে আমি তো বুঝতেই পারি নি তুমি কে।'

'কি করব বুঝতে না পেরে সোজা তোমার কাছে চলে এসেছি।' সব সময়ই এই হয়। পাখিরা যেমন আলোকস্তম্ভের দিকে ছুটে যায়, বিপদে পড়লে সবাই তেমনি আমার স্ত্রীর কাছে আসে।

'এসে খুব ভাল করেছ। একটু মদ আর জল খাও, আরাম করে বসো।

তারপর সব কথা আমাদের বলো। নাকি, জেমসকে শুতে পাঠিয়ে দেব?'

'না, না। ডাক্তারের পরামর্শ এবং সাহায্যও আমি চাই। ব্যাপারটা ইসাকে নিয়ে। দুদিন সে বাড়ি আসে নি। তার জন্ম আমার কী যে ভয় করছে।'

এই প্রথম নয়, স্বামীকে নিয়ে গোলমালের কথা তিনি আগেও আমাদের বলেছেন,—আমার কাছে ডাক্তার হিসাবে, আমার স্ত্রীর কাছে পুরনো বান্ধবী ও সহপাঠিনী হিসাবে। ভাল কথায় সাধ্যমত তাকে সান্ত্বনা দিলাম। স্বামী কোথায় আছে তিনি জানেন কি না? আমরা কি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারব?

পারব বলেই মনে হল। তিনি সঠিক খবর রাখেন যে, কিছুদিন হল নেশার ভর হলেই সে শহরের প্রান্তবর্তী একটা আফিমের আড্ডায় জমায়েত হয়। আগে আগে আড্ডা চলত পুরো একদিন। সন্ধ্যা হলেই কাঁপানো দুমড়ানো শরীর নিয়ে বাড়ি ফিরত। কিন্তু ইদানিং চলে আটচল্লিশ ঘণ্টা। ডকের ফালতু লোকদের সঙ্গে সেখানেই থাকে, হয় বসে বসে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিষ টানে, আর না হয় ঘুমিয়ে নেশা কাটায়। আপার সোয়াণ্ডাম লেনের সেই "বার অব গোল্ড"-এ তাকে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কিন্তু তার মত ভীরু যুবতী তেমন জায়গায় যাবেই বা কেমন করে, আর গুণ্ডাদের মধ্যে থেকে স্বামীকে ধরে আনবেই বা কেমন করে?

এই তো ব্যাপার। পথও একটিই খোলা। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যেতে পারি না? তারপরেই মনে হল, তার যাবার দরকারই বা কি? ইসা হুইট্নির চিকিৎসক আমি, তার উপর আমার একটা জোর আছে। আমি একাই সব ব্যবস্থা করতে পারব। মহিলাকে কথা দিলাম, তার দেওয়া ঠিকানায় যদি সত্যিই থাকে তাহলে দু'ঘণ্টার মধ্যেই তাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেবই। কাজেই দশ মিনিটের মধ্যেই আমার আরামকেদারা আর সুমধুর বসবার ঘর ফেলে বেরিয়ে পড়লাম, এবং একটা গাড়ি নিয়ে পূর্বমুখে ছুটে চললাম একটা অদ্ভুত কাজ নিয়ে। যদিও একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে সে কাজটা কতখানি অদ্ভুত।

প্রথম দিকে অবশ্য বিশেষ কোন অসুবিধা দেখা দিল না। লণ্ডন সেতুর পূর্ব দিকে নদীর উত্তর তীর বরাবর যে উঁচু জাহাজঘাটাগুলো দাঁড়িয়ে আছে আপার সোয়াণ্ডাম লেন তারই পিছনকার একটা নোংরা গলি। একটা দেশী মদের দোকান ও একটা জিন মদের দোকানের মাঝখান দিয়ে এক সার খাড়া সিঁড়ি নেমে গেছে। তার শেষ প্রান্তে পাহাড়ের গুহার মুখের মত একটা কালো গহ্বর। তার ভিতরেই আমার অভিষ্ট আড্ডাখানা। গাড়িটা নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে মাতালদের অবিশ্রাম চলার পায়ের চাপে ক্ষয়ে-

যাওয়া সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলাম। দরজার উপরে একটা তেলের বাতি জ্বলছে। তারই কাঁপা-কাঁপা আলোয় ছিটকিনি খুলে একটা লম্বা নীচু ঘরে ঢুকে পড়লাম। বাদামী আফিমের ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস ভারী। দুই পাশে অনেক-গুলি কাঠের সরু তক্তপোষ মত।

আবছা আলোয় অস্পষ্ট চোখে পড়ল, অদ্ভুত সব ভঙ্গীতে অনেক লোক শুয়ে আছে,—ঘাড় গুঁজে, হাঁটু ভেঙে, মাথাটা পিছনে ঠেলে থুতনি খাড়া করে। কয়েকজনের কালো অনুজ্জ্বল চোখ পড়ল আগন্তুকের দিকে। কালো কালো ছায়ামূর্তির মধ্য থেকে আলোর ছোট ছোট লাল বৃত্ত কখনও উজ্জ্বল কখনও আবছা হয়ে জ্বলতে লাগল। আসলে সকলের মুখে ধাতুর পাইপ-গুলোতে জ্বলন্ত বিষ একবার জ্বলছে, একবার নিভছে। অধিকাংশই চুপচাপ। কেউ আপন মনেই কথা বলছে, অনেকে আবার একসঙ্গে একটা অদ্ভুত চাপা একঘেয়ে গলায় গল্প করছে। তাদের কথাবার্তা যেমন হঠাৎ সোচ্চার হয়ে উঠছে, আবার তেমনি হঠাৎ থেমে যাচ্ছে। সবাই নিজের নিজের কথা বলে যাচ্ছে, অন্যের কথায় কানই দিচ্ছে না। ঘরের একেবারে এক কোণে একটা কাঁসার ধুনুচিতে কয়লার আগুন জ্বলছে। পাশে একটা তে-পায়া কাঠের টুলের উপর বসে আছে একজন দীর্ঘকায় শীর্ণ বৃদ্ধ মানুষ। দুটো কনুই হাঁটুর উপর রেখে আর চোয়ালটা দুই মুঠোর মধ্যে ধরে সে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে আগুনের দিকে।

ঘরে ঢুকতেই একটা মালয়ী চাকর আমার জন্য একটা পাইপ আর খানিকটা আফিম নিয়ে ছুটে এসে একটা শূন্য আসন দেখিয়ে দিল।

আমি বললাম, 'ধন্যবাদ, আমি থাকতে আসি নি। আমার বন্ধু মিঃ ইসা হুইট্‌নি এখানে আছে। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

আমার ডান পাশ থেকে কে যেন নড়েচড়ে হল্লা করে উঠল। আবছা আলোয় দেখতে পেলাম হুইট্‌নি আমার দিকে চেয়ে আছে। মলিন, হতশ্রী, উস্কোখুস্কো।

'হা ঈশ্বর! এ যে ওয়াটসন', সে কথা বলল। আফিমের প্রভাবে তার অবস্থা শোচনীয়। প্রত্যেকটি স্নায়ুতন্ত্রী বুঝি গুঁড়িয়ে গেছে। 'আরে ওয়াটসন, ক'টা বাজে?'

'প্রায় এগারোটা।'

'কবেকার?'

'১৯শে জুন শুক্রবারের।'

'কী সাংঘাতিক! আমি তো জানি আজ বুধবার। আলবৎ আজ বুধবার। কেন ছেলেমানুষ পেয়ে ভয় দেখাচ্ছ বাবা? দুই হাতে মুখ ঢেকে সে তারস্বরে কেঁদে উঠল।

'আরে বাবা, আমি বলছি আজ শুক্রবার। তোমার স্ত্রী আজ দুদিন তোমার পথ চেয়ে বসে আছে। তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।'

'সে তো হচ্ছি। কিন্তু তুমি সব গুলিয়ে দিচ্ছ ওয়াটসন। আমি তো কয়েক ঘণ্টা হল এখানে এসেছি—তিন পাইপ, চার পাইপ, ভুলেই যাচ্ছি ক' পাইপ। কিন্তু এবার তোমার সঙ্গে বাড়ি যাব। কেটকে আর ভয় দেখাব না। আহা বেচারি কেট। দেখি তোমার হাতটা বাড়াও তো। তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে?'

'হ্যাঁ, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

'তাহলে ওই গাড়িতেই যাব। কিন্তু আমার তো কিছু দেনা হয়েছে। ওয়াটসন, বলতো কত দেনা। আমি তো সব ফুঁকে দিয়েছি। নিজে আর কিছুই করতে পারব না।'

আফিমের অবশকারী কড়া ধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্য দম বন্ধ করে ঘরের দুই সারি আসনের ভিতরকার সরু পথ ধরে আমি এগিয়ে গেলাম ম্যানেজারের খোঁজে। ধুনুচির পাশে যে লম্বা লোকটি বসেছিল তার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমার স্কার্টে যেন একটু টান লাগল। কে যেন চাপা গলায় বলে উঠল 'আমার পাশ দিয়ে এগিয়ে যাও, তারপর পিছন ফিরে আমাকে দেখ।' কথাগুলো খুব স্পষ্ট শুনতে পেলাম। তাকালাম। আমার পাশের বৃদ্ধ লোকটির কথাই হবে। কিন্তু সে তো নিজের মধ্যেই ডুবে আছে। অত্যন্ত শীর্ণ, মথময় বলীরেখা, বয়সের ভারে ন্যুব্জ, দুই হাঁটুর মাঝখানে ঝুলে রয়েছে একটা আফিমের পাইপ, বুঝি অবসন্নতার জন্যই আঙুল থেকে খসে পড়েছে। দুই পা এগিয়ে ফিরে তাকালাম। আত্ম-সংযমের সর্বশক্তি নিয়োগ করে তবেই সবিস্ময়ে চীৎকার করে ওঠা থেকে নিজেকে বিরত করতে পারলাম। সে পিছন ফিরে বসে ছিল যাতে আমি ছাড়া আর কেউ তাকে দেখতে না পারে। যখন তার চেহারা ভরে উঠেছে, বলীরেখা মিলিয়ে গেছে, তন্দ্রালু চোখে জ্বলছে আগুন। আমাকে বিস্মিত হতে দেখে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে যে-মূর্তিমান দাঁত বের করে হাসছে সে আর কেউ নয়—শার্লক হোমস স্বয়ং। তার কাছে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করে পরমুহূর্তে যেই সে সঙ্গীদের দিকে আধখানা মুখ ফেরাল, অমনি আবার সেই স্থবির ঠোঁট-ঝোলা বার্ধক্যের প্রতিমূর্তি।

চাপা গলায় বললাম, 'হোমস! এই নরকে তুমি কি করছ?'

সে জবাব দিল, 'যত আস্তে পার কথা বল, আমার শ্রবণশক্তি উত্তম। একান্ত অনুগ্রহ করে যদি ওই মাতাল বন্ধুটির কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পার, তাহলে তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিরতিশয় প্রীতিলাভ করতে পারি।'

'বাইরে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

'তাহলে দয়া করে ওই গাড়িতে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। ও যেরকম খোঁড়াচ্ছে তাতে মনে হয় কোন বিপদ ঘটাতে পারবে না। সেইসঙ্গে কোচম্যানের হাত দিয়ে তোমার স্ত্রীকেও একটা চিরকুট পাঠিয়ে জানিয়ে দাও, তুমি আমার সঙ্গে জুটে গেছ। বাইরে একটু অপেক্ষা কর, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

শার্লক হোমসের অনুরোধ এত স্পষ্ট, আর এতই হুকুমের মত করে অনুরোধটা করে যে আপত্তি করা শক্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া ভেবে দেখলাম হুইটনিকে গাড়িতে তুলে দিতে পারলেই আমার কর্তব্য শেষ। তারপরে বন্ধুবরের অসাধারণ একটি অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ার চাইতে ভাল আর কিছু হতে পারে না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চিরকুট লিখলাম, হুইটনির বিল শেষ করলাম, তাকে গাড়িতে তুলে দিলাম। গাড়িটা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই আফিমের ডেরা থেকে বেরিয়ে এল একটি থুরথুরে বুড়ো। আমি শার্লক হোমসের সঙ্গে রাস্তায় নেমে পড়লাম। কুঁজো পিঠ নিয়ে টলমল পা ফেলতে ফেলতে সে দুটো রাস্তা পার হল। তারপর দ্রুত চারদিকটা দেখে নিয়ে শরীরটা সোজা করে দাঁড়াল এবং প্রাণ খুলে হেসে উঠল।

বলল, 'ওয়াটসন, তুমি হয়তো ধরে নিয়েছ যে, কোকেন ইনজেকসন এবং অন্য আর যেসব ছোটখাট নেশা আমার আছে তার সঙ্গে এবার আফিম টানাটাও যোগ করেছি।'

'তোমাকে ওখানে দেখে সত্যি বিস্মিত হয়েছি।'

'তোমাকে দেখে আমার বিস্ময়ও কম হয় নি।'

'আমি একটি বন্ধুকে খুঁজতে এসেছিলাম।'

'আমি এসেছিলাম শত্রুকে খুঁজতে।'

'শত্রু।'

'হ্যাঁ, আমার একটি স্বাভাবিক শত্রু, নাকি স্বাভাবিক শিকার বলব। সংক্ষেপে, একটি উল্লেখযোগ্য তদন্তের সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়েছি। এবং আগেকার মতই আশা করছি এইসব মাতালদের আড্ডায় ঘুরতে ঘুরতেই একটা সূত্র পেয়ে যাব। এই খোঁয়াড়ে যদি কেউ আমাকে চিনতে পারত, তাহলে আমার জীবনের দাম এক কানাকড়িও থাকত না, কারণ এর আগেও কার্যসিদ্ধির জন্য আমাকে এখানে যাতায়াত করতে হয়েছে এবং এর পরিচালক অসভ্য লাসকার আমার উপর প্রতিশোধ নেবে বলে প্রতিজ্ঞা করে আছে। ঐ বাড়িটার পিছন দিকে পলস্ জাহাজ-ঘাটার কোণে একটা চোরা-দরজা আছে। জ্যোৎস্না-রাতে ওর ভিতর দিয়ে যেসব বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে তার অনেক কাহিনীই ওর

শাছে শুনতে পাবে।'

'সে কি! মৃতদেহের কথা বলছ না তো?'

'হ্যাঁ, মৃতদেহের কথাই। ওই খোঁয়াড়ে যত শয়তানকে নিকেশ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের জন্য হাজার পাউণ্ড পেলে আমরাও ধনী হয়ে যেতাম। এটাই নদীতীরের জঘন্যতম মৃত্যু-ফাঁদ। আমার আশংকা হচ্ছে, নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ার ওর ভিতরে ঢুকেছে, কিন্তু কোনদিন আর বের হতে পারবে না। কিন্তু আমাদের ফাঁদ পাতা হবে এখানে।' দুটো আঙুল দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে সে জোরে শিস দিল। অনেক দূর থেকে ভেসে এল আর একটা অনুরূপ শিসের শব্দ। একটু পরেই শোনা গেল গাড়ির চাকার ঘড ঘড শব্দ আর ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ। অন্ধকারের ভিতর থেকে একখানা এক্কাগাড়ি এসে দাঁড়াল। তার পাশের লণ্ঠন থেকে দুটো সোনালী আলোর রেখা ছিটকে পড়ল। হোমস বলল, 'ওয়াটসন আমার সঙ্গে আসছ তো?'

'যদি দরকার বোধ কর।'

'আঃ, বিশ্বাসী সহকর্মীর দরকার সব সময়। লেখকের দরকার আরও বেশী সেডার্স-এ আমার ঘরটি দুই শয্যাবিশিষ্ট।'

'সেডার্স?'

'হ্যাঁ। ওটাই মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের বাড়ি। তদন্ত চালাবার জন্য আমি সেই বাড়িতেই আছি।'

'বাড়িটা কোথায়?'

'কেণ্টের অন্তর্গত লীর নিকটে। সাত মাইল গাড়িতে যেতে হবে।'

'কিন্তু আমি তো একেবারেই অন্ধকারে রয়েছি।"

'তা অবশ্য রয়েছ। শীঘ্রই সবকিছু জানতে পারবে। জন, নেমে পড। ঠিক আছে। তোমাকে আর দরকার হবে না। এই নাও আধ ক্রাউন। কাল এগারোটা নাগাদ আমাকে খুঁজে নিও। ঠিক আছে। চলি।'

ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়ল। আমরা ছুটে চললাম। অনেকগুলি নির্জন রাস্তা পেরিয়ে একটা চওড়া রেলিং ঘেরা সেতু পার হলাম। নীচে আঁধারে ঢাকা নদীটা ধীরে বয়ে চলেছে। তারপরেই নির্জন ইঁট-পাথরের রাস্তা শুধু। চারদিক নিশ্চুপ। মাঝে মাঝে শোনা যায় পুলিশের নিয়মিত ভারী পায়ের শব্দ আর বিলম্বিত হল্লাকারীদের হৈ-চৈ গান। আকাশে ভেসে চলেছে পাতলা মেঘ আর তার ফাঁকে ফাঁকে এখানে-ওখানে মিটমিট করে জ্বলছে দু'একটা তারা। হোমস নীরবে গাড়ি চালাচ্ছে। মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে। নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে আছে যেন। পাশে বসে আছি আমি। যে সন্ধান-কার্যে তার নিজের শক্তির উপর এতটা চাপ পড়েছে তার বিবরণ জানবার কৌতূহল হচ্ছে, আবার তার চিন্তাস্রোতে ব্যাঘাত

ঘটাতেও ভয় হচ্ছে। কয়েক মাইল চলবার পর মফঃস্বলের সারি সারি বাড়ি-ঘরের কাছাকাছি যখন পৌঁচেছি, তখন সে শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে দিল, ঘাড়টাকে ঝাঁকুনি দিল এবং পাইপে আগুন দিল। মনে হল, মনে মনে হেসে-আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে।

বলল, 'ওয়াটসন, নীরব থাকবার চমৎকার ক্ষমতা তোমার। এইজন্যই তোমার সঙ্গ অমূল্য। সত্যি বলছি, কথা বলবার একজন কাউকে কাছে পাওয়া আমার বড় দরকার। আমি শুধু ভাবছি, বাড়ি ফিরে যখন দেখা হবে তখন সেই স্ত্রীলোকটিকে আমি কি বলব।'

'তুমি কিন্তু ভুলে যাচ্ছ যে আমি এব্যাপারে কিছুই জানি না।'

'লী-তে পৌঁছবার আগেই তোমাকে সব কথা বলবার সময় আমি পাব। ব্যাপারটা অসম্ভব রকমের সাদাসিদে, অথচ অগ্রসর হবার মত কোন কিছুই ধরতে পাচ্ছি না। সূত্র আছে অনেকটা, কিন্তু তার শেষটা কিছুতেই হাতের মধ্যে পাচ্ছি না। এবার [illegible] সংক্ষেপে বলছি। তোমাকে বলি যতো আমার কাছে যার সবটাই অন্ধকার তার মধ্যেই তুমি হয়তো একটু আলোর ঝলক দেখতে পাবে।'

'তাহলে শুরু কর।'

'কয়েক বছর আগে সঠিকভাবে বললে যে, ১৮৮৪—নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার নামক একজন ভদ্রলোক অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে লী-তে এলেন। একটা বড় বাড়ি কিনে চারদিকে সাজিয়ে গুছিয়ে বেশ সৌখীনভাবে বাস করতে লাগলেন। সে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে লাগল এবং ১৮৮৭ সালে একজন স্থানীয় মদ্য প্রস্তুতকারীর মেয়েকে বিয়ে করলেন। দুটি সন্তানও হল। তাঁর কাজ-কর্ম কিছু ছিল না। কয়েকটি কোম্পানির সঙ্গে লেন-দেন ছিল। নিয়ম বেঁধে প্রতিদিন সকালে শহরে যেতেন আর ফিরতেন রাতে কান্নন স্ট্রীট থেকে ৫.১৪-র ট্রেনে। মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের বয়স এখন ৩৭ বছর। পরিমিত স্বভাব, সৎ স্বামী, স্নেহশীল পিতা, সকলের প্রিয়। আরও বলি, যতদূর জানতে পেরেছি, তার মোট ঋণের পরিমাণ ৮৮ পাউণ্ড ১০ শিলিং আর ক্যাপিট্যাল অ্যাণ্ড কাউন্টিস ব্যাংকে তার জমার পরিমাণ ২২০ পাউণ্ড কাজেই তাঁর মনের উপর কোনরকম আর্থিক চাপ পড়েছিল সেকথা ভাববার কোনই কারণ নেই।

'গত সোমবার তিনি অন্যান্য দিন অপেক্ষা একটু সকালেই শহরে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, তাঁকে দুটো গুরুত্বপূর্ণ কমিশনের কাজ শেষ করতে হবে। আর ছোট ছেলের জন্য এক বাক্স খেলনা ইট নিয়ে আসবেন। এদিকে, ঘটনাক্রমে সেই সোমবারে তিনি রওনা হবার কিছুক্ষণ পরেই তাঁর স্ত্রী একটি টেলিগ্রাম পেলেন। তাতে লেখা যে মূল্যবান ছোট পার্শেলটি তিনি

পাবার আশা করছেন সেটা এবারডীন শিপিং কোম্পানির অফিসে তার জন্য অপেক্ষা করছে। দেখ, লণ্ডনের জ্ঞান যদি তোমার ভাল হয় তাহলে নিশ্চয় জান যে, ঐ কোম্পানির অফিস হচ্ছে ফ্রেসনো স্ট্রীটে। যে আপার সোয়াণ্ডাম লেনে আজ রাতে তুমি আমাকে দেখেছিলে সেই রাস্তা থেকেই বেরিয়েছে ফ্রেসনো স্ট্রীট। লাঞ্চ সেরে মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার শহরের পথে রওনা হলেন। কিছু কেনাকাটা করে কোম্পানির অফিসে গেলেন। প্যাকেটটি নিলেন। স্টেশনে ফিরবার পথে ঠিক ৪-৩৫ মিনিটের সময় তিনি সোয়াণ্ডাম লেন ধরে হাঁটছিলেন। এ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছ?'

'খুব পরিষ্কারভাবে।'

'তোমার হয়তো মনে আছে, সোমবারটা ছিল অত্যন্ত গরম দিন। একটা গাড়ির আশায় মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন। চারদিককার পরিবেশ তার মোটেই ভাল লাগছিল না। তিনি যখন এইভাবে সোয়াণ্ডাম লেন ধরে হাঁটছিলেন, হঠাৎ একটা চীৎকার তার কানে এল। চোখ তুলতেই দেখতে পেলেন, তিনতলার জানালা থেকে তার স্বামী তার দিকে তাকিয়ে আছেন এবং তার মনে হল—ইশারায় তাকে ডাকছেন। দেখে তার তো শরীর হিম হয়ে এল। জানালাটা খোলা ছিল, কাজেই স্বামীর মুখটা তিনি স্পষ্ট-ভাবেই দেখতে পেয়েছিলেন। তার বর্ণনা অনুসারে সে মুখে ভয়ঙ্কর উত্তেজনার আভাষ ছিল। বেপরোয়াভাবে তিনি হাত নাড়তে লাগলেন। তারপর সহসা এমনভাবে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন যে মনে হল পিছন থেকে কোন দুর্বার শক্তি তাকে জোর করে তুলে নিয়ে গেল। একটা বিশেষ পয়েণ্ট তার নজরে পড়েছে যে, যদিও শহরে যাবার সময় তার স্বামীর গায়ে যে কালো কোটটা ছিল তখনও সেইটেই তার গায়ে ছিল, তথাপি তখন তার গলায় কলারও ছিল না, নেকটাইও ছিল না।

'নিশ্চয় তার কোন বিপদ হয়েছে এই মনে করে মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। বুঝতেই পারছ, যে আফিমের আড্ডায় তুমি আজ রাতে আমাকে দেখেছিলে এটা সেই বাড়ি! সামনের ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটে গিয়ে তিনি দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন। সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়েছিল শয়তান লাসকার। তার কথা তোমাকে আগেই বলেছি। একজন সহকারীর সাহায্যে সে তাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে দিল। সন্দেহে ও শংকায় তিনি তখন পাগলের মত হয়ে উঠেছেন। গলি দিয়ে ছুটতে ছুটতে ভাগ্যক্রমে ফ্রেসনো স্ট্রীটে একজন ইন্সপেক্টর ও জনকয়েক কনস্টেবলকে পেয়ে গেলেন। তারা সবাই বীটে যাচ্ছিল। দুজন কনস্টেবলকে নিয়ে ইন্সপেক্টর মহিলার সঙ্গে গেলেন এবং মালিকের অবিরাম বাধাসত্ত্বেও সেই ঘরে গিয়ে হাজির হলেন যেখানে মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারকে সর্ব-

শেষ দেখা গিয়েছিল। তার কোন চিহ্নও সেখানে নেই। প্রকৃতপক্ষে, সারা তিনতলায় কেবলমাত্র একটি বীভৎস চেহারার পঙ্গু লোক ছাড়া আর কাউকে পাওয়া গেল না। লোকটাকে দেখে মনে হয় ওটাই তার ঘরবাড়ি। সে এবং লাসকার উচ্চৈস্বরে দিব্বি করে বলতে লাগল যে ঐদিন বিকেল থেকে সামনের ঘরে আর কেউ ছিল না। এমন জোর গলায় তারা অস্বীকার করছিল যে ইন্সপেক্টর ইতস্তত করতে লাগলেন। তিনি প্রায় বিশ্বাস করেছিলেন যে মিসেস সেণ্ট ক্লেযারের দেখতে ভুল হয়েছিল। এমন সময় মহিলাটি চীৎকার করে টেবিলের উপর রাখা একটা ছোট কাঠের বাক্সের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাক্সের ডালাটা খুলে ফেলতেই অনেকগুলো ছেলেদের খেলনা-ইঁট ছড়িয়ে পড়ল। তিনি তো এই খেলনা আনবার কথাই বলেছিলেন।

'এই ঘটনা আর পঙ্গু লোকটার হাবভাব মিলিয়ে ইন্সপেক্টরের সন্দেহ হল যে ব্যাপারটা গুরুতর। সবগুলো ঘরে ভালভাবে তল্লাসী চালিয়ে একটা জঘন্য অপরাধের হদিশ পাওয়া গেল। সামনের ঘরটা বসবার ঘরের মত করেই সাজানো। পিছনে একটা ছোট শোবার ঘর। তারপরেই একটা জাহাজ-ঘাটা। শোবার ঘরের জানালা আর জাহাজ-ঘাটার মাঝখানে একচিলতে জমি। ভাটার সময় শুকনো থাকে, কিন্তু ভরা জোয়ারের সময় অন্তত সাড়ে চার ফুট জলে ডুবে যায়। শোবার ঘরের জানালাটা বেশ চওড়া এবং নীচ থেকে খোলা যায়। পরীক্ষায় দেখা গেল, জানালার গোবরাটে রক্ত লেগে আছে; শোবার ঘরে কাঠের মেঝেতেও কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ। সামনের ঘরের পর্দার পিছনে মিঃ সেণ্ট ক্লেযারের সব পোশাকই পাওয়া গেল, তার জুতো, মোজা, টুপি, ঘড়ি সব। শুধু কোটটা নেই। কোন পোশাকেই ধ্বস্তাধ্বস্তির কোন চিহ্নও নেই। মিঃ সেণ্ট ক্লেযারকেও কোথাও পাওয়া গেল না। নিশ্চয় জানালা দিয়েই তাকে পাচার করা হয়েছে, কারণ ও ছাড়া বের হবার আর কোন পথ নেই। জানালার গোবরাটে রক্তের দাগ দেখে একথা ভাববারও কোন কারণ নেই যে নদীতে সাঁতার কেটে সে আত্মরক্ষা করেছে, কারণ দুর্ঘটনার সময় জোয়ার ছিল সবচেয়ে বেশী।

'যেসব শয়তান এ ব্যাপারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবার তাদের কথায় আসা যাক। লাসকারের অতীত ইতিহাস অত্যন্ত জঘন্য। কিন্তু মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ারের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, জানালাপথে তার স্বামীর উপস্থিতির কয়েক সেকেণ্ড পরেই তাকে সিঁড়ির মুখে দেখা গেছে। কাজেই এ অপরাধের সঙ্গে তার যোগসাজসের বেশী কিছু প্রমাণ হয় না। সে নিজে বলেছে এ ব্যাপারের কিছুই জানে না; বাড়ির মালিক হিউ বুন কি করেছে না করেছে তাও সে জানে না; আর নিরুদ্দিষ্ট ভদ্রলোকের পোশাকপত্র কিভাবে এল তাও সে বলতে পারবে না।

'ম্যানেজার লাসকার সম্পর্কে এই পর্যন্ত। এবার আফিমের আড্ডায় তিন-তলার বাসিন্দা শয়তান পঙ্গু লোকটার কথায় আসা যাক। সেই সর্বশেষ লোক যে নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারকে দেখেছে। তার নাম হিউ বুন। তার বীভৎস মুখ শহরে যাতায়াতকারী সকলেরই পরিচিত। সে একজন পেশাদার ভিখারী, যদিও পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্য মোম-দেশলাইয়ের ব্যবসার একটা ভড়ং করে। তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছ, থ্রেডনীড্‌ল স্ট্রীট ধরে কিছুদূর গেলে বাঁদিকে দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট্ট কোণ আছে। সেখানে সে রোজ জোড়াসন হয়ে বসে। কোলের উপর থাকে অল্প কিছু মোম-দেশলাই। লোকটাকে দেখলে মানুষের মনে করুণা হয়। তাই তার সামনে পথের উপরে যে তেল চিটে চামড়ার টুপিটা পাতা থাকে তার উপর রোজই বেশ কিছু দান খয়রাত হয়। লোকটাকে একাধিকবার দেখেছি, কিন্তু এই কাজ করে সে ফসল সে ঘরে তুলেছে তা জেনে বিস্মিত হয়েছি। তার চেহারাটাই এমন যে যে-কেউ পথ দিয়ে যাক তার উপর চোখ পড়বেই। কমলা রঙের ঝাঁকড়া চুল, একটা ভয়ংকর ঘায়ের দরুণ বিকৃত বিবর্ণ মুখ, ঘায়ের টানে উপরের ঠোটের বাইরের কোণটা ঠেলে উপরের দিকে উঠে গেছে, বুল-ডগের মত থুতনি চুলের রঙের সম্পূর্ণ বিপরীত একজোড়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণ কালো চোখ সব মিলিয়ে সাধারণ ভিক্ষুক হতে সে বেশ স্বতন্ত্র। তার বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ। পথচারীরা কোনরকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলেই সে সঙ্গে সঙ্গে মুখের মত জবাব দিতে পারে। এই লোককেই আমরা জেনেছি আফিমের আড্ডার মালিকরূপে, আর যে ভদ্র-লোকের সন্ধান আমরা করছি ইনিই তাকে শেষ দেখেছেন।

'কিন্তু এ তো পঙ্গু।' আমি বললাম, 'একজন যুবকের বিরুদ্ধে একা সে কী করতে পারে?'

সে পঙ্গু এই অর্থে যে সে খুঁড়িয়ে হাটে। কিন্তু অন্য সব দিক থেকে সে শক্তিশালী ও বলিষ্ঠদেহ। ওয়াটসন, তোমার ডাক্তারী অভিজ্ঞতা নিশ্চয় বলে যে মানুষের একটি অঙ্গ দুর্বল হলে অন্য অঙ্গ অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে তার ক্ষতিপূরণ করে।'

'দয়া করে তোমার কাহিনী বলে যাও।'

'জানালায় রক্ত দেখেই মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাঁর উপস্থিতি তদন্তকার্যে কোনরূপ সহায়ক হবে না মনে করে পুলিশ তাকে গাড়িতে করে বাড়ি পৌছে দেয়। এই কেসের ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর বার্টন বাড়িটা তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করেন, কিন্তু এমন কিছুই পান না যাতে এই কেসের উপর কোনরকম আলোকপাত হতে পারে। বুনকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার না করাটা ভুল হয়েছিল, কারণ তার ফলে স্যাঙাত লাসকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবার মত কয়েক মিনিট সময় সে হাতে পেয়েছিল। কিন্তু সে

ভুল শোধরাতে বিলম্ব হয় নি। তাকে গ্রেপ্তার করে তল্লাসী করা হল। কিন্তু তাকে জড়াবার মত কিছুই পাওয়া গেল না। তার শার্টের ডান আস্তিনে রক্তের দাগ পাওয়া গিয়েছিল একথা ঠিক। কিন্তু সে তার অঙ্গুরীয়-আঙুলের নখের কাছের কাটা দাগটা দেখিয়ে বলল, সেখান থেকেই রক্তটা লেগেছে। আরও বলল, একটু আগেই সে জানালার কাছে গিয়েছিল; কাজেই নিঃসন্দেহে সেখান থেকেই দাগটা লেগেছে। মিঃ নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারকে কোনদিন দেখার কথা সে তীব্রভাবে অস্বীকার করে, আর দিব্বি করে বলে যে তার ঘরে ঐ পোশাকপত্রের উপস্থিতি পুলিশের মত তার কাছেও রহস্যজনক। মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার জানালাপথে তাঁর স্বামীকে দেখতে পেয়েছিলেন একথা বলায় সে বলে যে হয় তিনি পাগল, আর না হয় স্বপ্ন দেখেছিলেন। জোর গলায় বার বার প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও তাকে থানায় পাঠিয়ে দিয়ে ভাটার সময় কোন নতুন তথ্য পাবার আশায় ইন্সপেক্টর সেই বাড়িতেই থেকে গেলেন।

'পাওয়াও গেল। কিন্তু যা পাওয়া যাবে বলে তাঁরা আশংকা করেছিলেন তা পাওয়া গেল না। কাদার মধ্যে নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারকে পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল তার কোট। জোয়ারের জল নেমে যেতেই সেটা চোখে পড়ল। কোটের পকেটে কি পাওয়া গেল বল তো?'

'বলতে পারব না।'

'না, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। প্রতিটা পকেট পেনি আর আধ-পেনিতে ভর্তি—চার শ' একুশটি পেনি এবং দুশো সত্তরটি আধ-পেনি। জোয়ারের টানে কোটটা ভেসে যায় নি। কিন্তু মানুষের শরীরটা আলাদা ব্যাপার। জাহাজঘাটা আর বাড়িটার মাঝখানে একটা প্রবল ঘূর্ণি আছে। হতেই পারে যে ভারি কোটটা থেকে গেছে, আর পোশাকহীন দেহটা ঘূর্ণির টানে তলিয়ে নদীতে ভেসে গেছে।'

'কিন্তু অন্য সব পোশাক পাওয়া গেল ঘরের মধ্যে, আর শুধু কোটটা পরানো রইল দেহে?'

'তারও জবাব আছে। ধরা যাক, বুন লোকটাই নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে। কেউ তাকে একাজ করতে দেখে নি। তখন সে কি করবে? প্রথমেই তার মনে হবে, এই গুপ্ত তথ্য প্রকাশের একমাত্র চিহ্ন পোশাকগুলোর ব্যবস্থা করা দরকার। প্রথমেই কোটটা জলে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েই তার মনে হয় যে কোটটা জলে না ডুবে গিয়ে ভেসে যেতে পারে। হাতে বেশী সময় নেই, কারণ তখন নীচে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে যে ধ্বস্তাধ্বস্তি হচ্ছিল তার শব্দ সে শুনতে পাচ্ছিল, এবং সম্ভবত লাসকার স্যাঙাতের কাছে খবর পেয়েছিল যে রাস্তা থেকে পুলিশ ছুটে আসছে। আর একমুহূর্ত

সময় নষ্ট করা চলে না। সে তখন ছুটে চলে যায় সেই গোপন আস্তানায় যেখানে ভিক্ষা করে পাওয়া পেনি, আধ-পেনি সব জমিয়ে রেখেছে। কোটের সবগুলো পকেটে যতটা ধরে সব পেনি, আধ-পেনি তাতে ভরে ফেলে, যাতে ভারি হবার দরুণ কোটটা জলে ডুবে যায়। কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অন্য পোশাকও ঐভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিত, কিন্তু ইতিমধ্যে নীচের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিতেই পুলিশ ঘরে ঢুকে পড়ে।

'ব্যাপারটা শুনতে বিশ্বাসযোগ্যই মনে হচ্ছে।'

'দেখ, আর কোন ভাল ব্যাখ্যা যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ এটাকে ধরে নিয়েই কাজ করে যেতে হবে। আগেই বলেছি, বুনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে পূর্বাপর কোন অভিযোগই পাওয়া গেল না। বহু বছর ধরে পেশাদার ভিক্ষুক বলেই সে পরিচিত। তার জীবনযাত্রা শান্ত ও নির্দোষ। এখনও পর্যন্ত এর বেশী কিছু বোঝা যাচ্ছে না। নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ার আফিমের আড্ডায় কেন গিয়েছিলেন, সেখানে তার কি হল, এখন তিনি কোথায়, তার নিরুদ্দেশ হবার ব্যাপারে হিউ বুনের কতখানি হাত আছে,—এসব প্রশ্নের কোন মীমাংসাই এখনও হয় নি। আমি স্বীকার করছি, আমার অভিজ্ঞতা থেকে এমন কোন কেস স্মরণ করতে পারছি না যেটা প্রথম দৃষ্টিতে এর থেকে সরল হলেও এত কঠিন।'

শার্লক হোমস যখন ঘটনার এই বিবরণ শোনাচ্ছিল আমরা তখন মহানগরী ছাড়িয়ে শেষ বাড়িগুলিকেও পিছনে ফেলে একটা গ্রাম্য পথের ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে দ্রুত ছুটে চলেছি। দুটো গ্রাম পার হয়ে আমরা থামলাম। ঘরের জানালায় তখনও কিছু কিছু আলো জ্বলছে।

'সঙ্গী বলল, 'আমরা লীর উপকণ্ঠে এসে পড়েছি। এই অল্প সময়ে আমরা তিনটি "কাউন্টি" পার হয়ে এসেছি। মিডলসেক্স থেকে যাত্রা শুরু করে সারের একটা কোণা ছুঁয়ে কেণ্টে এসে থেমেছি। গাছের ফাঁক দিয়ে আলো দেখতে পাচ্ছ তো? ওই সেডার্স। বাতির পাশে একটি স্ত্রীলোক উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছেন। আমাদের ঘোড়ার পায়ের শব্দ যে তিনি শুনতে পেয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু তুমি বেকার স্ট্রীটে থেকে তদন্ত চালাচ্ছ না কেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'কারণ অনেক খোঁজ-খবর এখানেই করতে হবে। মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার দয়া করে দুটো ঘর আমাকে দিয়েছেন। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার আমার বন্ধু ও সহকর্মীকে তিনি সাদর অভ্যর্থনাই জানাবেন। দেখ ওয়াটসন, ওর সঙ্গে দেখা করতে আমার সংকোচ হচ্ছে, কারণ ওর স্বামীর কোন সংবাদই আমি

আনতে পারি নি। আমরা এসে পড়েছি। কে আছ হে? কে আছ?'

অনেকখানি জমির মধ্যে একটা বড় বাড়ির সামনে আমাদের ঘোড়া থামল। একটি ছোকরা দৌড়ে এসে ঘোড়ার কাছে দাঁড়াল। লাফ দিয়ে নেমে হোমসের পিছনে পিছনে কাঁকর-বিছানো একটা ঘোরানো পথ পেরিয়ে বাড়িতে পৌঁছলাম। আমরা অগ্রসর হতেই দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে একটি সুন্দরী রমণী। পরনে হালকা মসলিন, গলা ও কব্জির কাছে নরম গোলাপী শিফন বসানো। আলোর সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। এক হাত দরজার উপরে রাখা, অপর হাত উদ্বেগে ঈষৎ তোলা, শরীরটা সামান্য ঝুঁকে পড়েছে, মাথা ও মুখ সামনে বের করা, চোখে উদ্বেগ, ঠোঁট ঈষৎ খোলা—একটি মূর্তিমতী প্রশ্ন যেন।

তিনি চীৎকার করে উঠলেন, 'কি হল? কি হল?' আমরা দুজন আছি দেখে একটু বুঝি আশান্বিত হলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমার সঙ্গীকে মাথা ও ঘাড় নাড়তে দেখে হতাশায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

'কোন সুখবর নেই?'

'না।'

'খারাপ খবর?'

'না।'

'তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আপনারা ভিতরে আসুন। দীর্ঘ পদযাত্রায় আপনারা খুবই ক্লান্ত।'

'আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসন। আমার অনেক কেসেই ওর মূল্যবান সাহায্য আমি পেয়েছি। ভাগ্যক্রমে এবারও ওকে পেয়ে গেছি এবং তদন্তের কাজে যুক্ত করতে পেরেছি।'

সাদরে আমার হাত চেপে ধরে তিনি বললেন, 'আপনাকে দেখে খুশি হলাম। যে আকস্মিক আঘাত আমার উপর পড়েছে তার কথা ভেবে যদি কোন ত্রুটি ঘটে দয়া করে মার্জনা করবেন।'

বললাম, 'দেখুন ম্যাডাম, আমি একজন প্রাক্তন সৈনিক। আর তা না হলেও এক্ষেত্রে ক্ষমাপ্রার্থনার কোন প্রয়োজনই নেই। আপনার বা আমার বন্ধুর কোন কাজে লাগলেই আমি খুশি হব।'

একটা আলোকোজ্জ্বল খাবার ঘরে আমরা ঢুকলাম। টেবিলে ঠাণ্ডা খাবার সাজানো। ভদ্রমহিলা বললেন, 'দেখুন মিঃ শার্লক হোমস, দু'একটি সোজা প্রশ্ন আমি করব। দয়া করে সোজা জবাব দেবেন।'

'নিশ্চয় ম্যাডাম।'

'আমার কথা ভাববেন না। আমি চেঁচামেচিও করব না, মূর্চ্ছাও যাব না। আমি শুধু আপনার সত্যিকারের অভিমত জানতে চাই।'

'কোন বিষয়ে?'

'মনে-প্রাণে আপনি কি বিশ্বাস করেন, নেভিল বেঁচে আছে?'

প্রশ্নটা শুনে শার্লক হোমস বিব্রত বোধ করল। চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

তার দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভদ্রমহিলা আবার বললেন, 'খোলাখুলি বলুন।'

'খোলাখুলিই বলছি ম্যাডাম, আমি বিশ্বাস করি না।'

'আপনি কি মনে করেন তিনি মৃত?'

'হ্যাঁ।'

'খুন হয়েছেন?'

'তা বলছি না। তবে—হয়তো তাই।'

'কবে মারা গেছেন?'

'সোমবার।'

'মিঃ হোমস, তাহলে দয়া করে বুঝিয়ে বলুন, তার কাছ থেকে এই চিঠি আমি আজ পেলাম কেমন করে?'

শার্লক হোমস বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল। যেন গর্জন করে বলল, 'কি বলছেন?'

'হ্যাঁ, আজ।' একটুকরো কাগজ তুলে ধরে তিনি হাসতে হাসতে বললেন।

'চিঠিটা দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়।'

আগ্রহের আতিশয্যে চিঠিটা সে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল। টেবিলের উপর মেলে ধরে বাতিটা টেনে এনে গভীর মনোযোগসহকারে দেখতে লাগল। চেয়ার ছেড়ে আমিও তার ঘাড়ের উপর দিয়ে দেখছিলাম। মোটা খামের উপর গ্রেভসএণ্ডের পোস্ট-মার্ক। তারিখটা ঐদিনেরই। বরং বলা যায় আগের দিনের, কারণ মধ্যরাত্রি অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে।

'বাজে হস্তাক্ষর।' হোমস নিজের মনেই বলল, ম্যাডাম, এটা নিশ্চয়ই আপনার স্বামীর লেখা নয়?'

'না। কিন্তু ভিতরের চিঠিটা তারই লেখা।'

'বুঝতে পারছি, খামের উপর ঠিকানাটা যেই লিখে থাকুক, উঠে গিয়ে ঠিকানাটা জেনে এসে লিখেছে।'

'কি করে বুঝলেন?'

'আপনিই দেখুন, নামটা স্পষ্ট কালো কালিতে লেখা। লেখার পর আপনা থেকেই শুকিয়েছে। বাকি লেখাটা ধূসর রঙের, তাতেই বোঝা যায় ব্লটিং-

পেপার ব্যবহার করা হয়েছে। সবটা একবারে লিখে ব্লটিং-পেপার চাপালে কোন লেখাই গাঢ় কালো হত না। নাম লেখার কিছুক্ষণ পরে ঠিকানাটা লেখা হয়েছে। তার একমাত্র অর্থ, ঠিকানাটা সে জানত না। এবার চিঠিটা দেখা যাক। আরে। ভিতরে কি যেন রয়েছে।'

'হ্যা, একটা আংটি। তার মোহরাংকিত আংটি।

'আপনি ঠিক জানেন এটা আপনার স্বামীর হস্তাক্ষর'

'এক ধরনের হস্তাক্ষর।'

'এক ধরনের?'

'যখন খুব দ্রুত লেখেন সেইরকম। তার স্বাভাবিক হাতের লেখা থেকে এটা খুবই আলাদা। কিন্তু এ লেখা আমি ভাল করেই চিনি।

'প্রিয়তমা, ভীত হইও না। সব ঠিক হইয়া যাইবে। একটি প্রকাণ্ড ভুল হইয়া গিয়াছে। শুধরাইতে কিছুদিন সময় লাগিবে। ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা কর।—নেভিল', বইয়ের ছেঁড়া পাতায় পেন্সিলে লেখা। কাগজটা অক্টেভো সাইজের। কোন জলছাপ নেই। কোন লোক আজই গ্রেভসএণ্ডে ডাকে ফেলেছে। তার বুড়ো-আঙুলটা নোংরা আরে। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে যে লোক খামটা আঠা দিয়ে এঁটেছে সে তখন তামাক-পাতা চিবুচ্ছিল। তাহলে ম্যাডাম, এটা যে আপনার স্বামীর হস্তাক্ষর সে-বিষয়ে আপনার কোন সন্দেহ নেই?'

'না। কথাগুলো নেভিলেরই লেখা।'

'আজই ডাকে ফেলা হয়েছে গ্রেভসএণ্ডে। দেখুন মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার, মেঘ কেটে এসেছে। যদিও বিপদ কেটে গেছে তা বলতে পারছি না।'

'কিন্তু মিঃ হোমস, তিনি নিশ্চয় বেঁচে আছেন।'

'অবশ্য যদি আমাদের ভুল পথে চালানোর জন্য একটা কোন পাকা জালিয়াতি না হয়। আংটিটা থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। ওটা তার কাছ থেকে নেওয়া হয়ে থাকতে পারে।'

'না, না, এটা - এটা এটা তারই হাতের লেখা।'

'খুব ভাল কথা। এটা লেখা হয়েছে সোমবারে, আর ডাকে ফেলা হয়েছে মাত্র আজ।'

'তা হতে পারে।'

'তাই যদি হয়, এর মধ্যে অনেককিছু ঘটতে পারে।'

'ওঃ আপনি আমাকে হতাশ করবেন না মিঃ হোমস। আমি জানি সে ভাল আছে। তার কোন বিপদ হলে আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতাম। যেদিন তাকে শেষ দেখি সেদিন সে শোবার ঘরে হাত কেটে ফেলল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি খাবার ঘর থেকে ছুটে উপরে গেলাম সেখানে কি ঘটেছে

দেখতে। আপনি কি মনে করেন, এইসব তুচ্ছ ঘটনা যখন আমি বুঝতে পারি, তখন তার মৃত্যু হলে আমি বুঝতে পারতাম না?'

'একজন বিশ্লেষণী যুক্তিবিদের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা একটি স্ত্রীলোকের মনোভাব যে অনেক বেশী মূল্যবান সেটা বুঝবার মত অভিজ্ঞতা আমার আছে। আর এই চিঠিটাই আপনার মতের স্বপক্ষে অনেক বড সাক্ষী। কিন্তু—আপনার স্বামী যদি জীবিত থাকেন এবং চিঠি লিখতে পারেন, তাহলে তিনি আপনাব কাছ থেকে দূরে আছেন কেন?'

'এইটেই ধরতে পারছি না। এটা যেন চিন্তার অতীত।'

'সোমবার আপনাব কাছ থেকে যাবার আগে কিছু বলেন নি?'

'না।'

'সোযাণ্ডাম লেনে তাকে দেখে আপনি অবাক হয়েছিলেন?'

'খুবই।'

'জানালাটা খোলা ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো তিনি আপনাকে ডাকতে পারতেন?'

'তা পারতেন।'

'তিনি একটা অস্পষ্ট চীৎকার মাত্র করেছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি ভাবলেন, তিনি সাহায্য চাইছেন?'

'হ্যাঁ। তিনি হাত নাড়ছিলেন।'

'কিন্তু সেটা তো বিস্ময়ের চীৎকারও হতে পারে। আপনাকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখতে পেয়ে তিনি হয়তো বিস্ময়ে হাত তুলেছিলেন।'

'তা হতে পাবে।'

'আপনার মনে হযেছিল, কেউ তাকে পিছন থেকে টেনে নিয়ে গেল?'

'খুবই হঠাৎ সে অদৃশ্য হয়ে গেল।'

'তিনি হয় তো পিছন দিকে লাফ দিযেছিলেন। ঘরে কি আর কোন লোককে আপনি দেখেছিলেন?'

'না। কিন্তু ওই ভয়ংকর লোকটা স্বীকার করেছে সে সেখানে ছিল। আর লাসকার ছিল সিঁড়ির নীচে।'

'ঠিক তাই। যতদূর দেখেছিলেন, আপনার স্বামী তার স্বাভাবিক পোশাকেই ছিলেন?'

'কিন্তু কলার বা টাই ছিল না। আমি স্পষ্ট দেখেছি, তার গলা খালি ছিল।'

'কখনও সোয়াণ্ডাম লেনের কথা তিনি বলেছেন কি?'

'কথনও না।'

'তার আফিম খাওয়ার কোন লক্ষণ কখনও দেখেছেন কি?'

"কথনও না।'

'ধন্যবাদ মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার। এই প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কেই আমি সম্পূর্ণভাবে অবহিত হতে চেয়েছিলাম। এইবার যাহোক কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ব, কারণ কাল সারাদিন হয়তো খুব ব্যস্ত থাকতে হবে।'

একটা বড় আরামদায়ক দুই-শয্যার ঘর আমাদের দেওয়া হয়েছিল। রাতের অ্যাডভেঞ্চারের পরে আমি খুবই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই তাড়াতাড়ি শয্যায় আশ্রয় নিলাম। শার্লক হোমস ভিন্ন ধাতুর মানুষ। কোন অমীমাংসিত সমস্যা মগজে ঢুকলে দিনের পর দিন, এমন কি সাতদিন পর্যন্ত সে বিনা বিশ্রামে কাটাতে পারে। সমস্যাটাকে নেড়েচেড়ে দেখে, ঘটনাগুলোকে নতুন করে সাজায়, ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলিকে দেখে। যতক্ষণ পর্যন্ত তল খুঁজে না পায় বা বুঝতে পারে যে সংগৃহীত তথ্যাদি যথেষ্ট হয় নি, ততক্ষণ কাজ করেই চলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, সে সারারাত বসে কাটাবার আয়োজন করছে। কোট আর ওয়েস্টকোট খুলে একটা নীল রঙের বড় ড্রেসিং-গাউন পরে নিল। বিছানা থেকে সব ক'টা বালিশ এবং সোফা আরাম-কেদারার সব ক'টা কুশন এক জায়গায় জমা করল। তারপর সেগুলি দিয়ে একটা প্রাচ্যদেশীয় শয্যার মত বানিয়ে জোড়াসন হয়ে তার উপর বসল। সামনে রাখল এক আউন্স কড়া তামাক আর এক বাক্স দেশলাই। বাতির ম্লান আলোয় দেখলাম, একটা পুরনো গোলাপ কাঠের পাইপ ঠোটে চেপে সে নীরবে নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে। চোখ দুটো সিলিং-এর এক কোণে নিবদ্ধ। নীল ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। আলো পড়ে তার উদ্ধত শ্যেনপক্ষীর মত মুখরেখা চক-চক করছে। ঘুমোবার আগে পর্যন্ত তাকে ঐভাবে দেখলাম। হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যেতে দেখি, সেই একইভাবে সে বসে আছে। গ্রীষ্মকালীন সূর্যের আলো তখন ঘরের ভিতর এসে পড়েছে। তখনও তার ঠোটের ফাঁকে পাইপটি রয়েছে, ধোঁয়া তখন পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে, সারা ঘর তামাকের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। আর গত রাতে যে কড়া তামাকের স্তূপটি দেখেছিলাম তার কণামাত্র অবশিষ্ট নেই।

'ওয়াটসন, জেগে আছ?' সে প্রশ্ন করল।

'হাঁ।'

'এই সকালে গাড়ি চেপে বেড়াতে যাবে?'

'নিশ্চয়।'

'তাহলে পোশাক পরে নাও। কেউ এখনও ওঠে নি। আস্তাবলের ছেলেটা কোথায় ঘুমোয় আমি জানি। গাড়ি বের করতে অসুবিধা

হবে না।

কথা বলবার সময় সে মুখ টিপে হাসল, তার চোখদুটো মিটমিট করতে লাগল,—আগের রাতের গম্ভীর চিন্তাবিদ থেকে এখন সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক মানুষ।

পোশাক পরতে পরতে ঘড়ি দেখলাম। এখনও কারও না ওঠা আশ্চর্য কিছু নয়। সময় চারটে বেজে পঁচিশ মিনিট। আমার বেশপরিবর্তন হতেই হোমস ফিরে এসে জানাল, ছেলেটা ঘোড়া জুতছে।

জুতো পরতে পরতে হোমস বলল, 'আমার একটা ছোট থিয়োরি একটু পরীক্ষা করে দেখতে চাই। ওয়াটসন, মনে কর এখন তুমি ইউরোপের সব চাইতে নিরেট বোকার সামনে দাঁড়িয়ে আছ। এক লাথিতে আমাকে এখান থেকে চেয়ারিং ক্রশেই পাঠান উচিত। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সমস্ত ব্যাপারটার চাবি আমার হাতে এসে গেছে!'

আমি হেসে বললাম, 'কোথায়?'

'স্নানের ঘরে' সে জবাব দিল। আমার চোখে অবিশ্বাসের ছায়া দেখে সে বলে উঠল, 'সত্যি বলছি! ঠাট্টা করছি না। এইমাত্র সেখানে গিয়েছিলাম, সেটা নিয়েও এসেছি, আর এই গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগের মধ্যেই সেটা রয়েছে। এবার চল বৎস, দেখা যাক তালায় ঠিক ঠিক লাগে কি না।'

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নীচে নেমে গেলাম। বাইরে সকাল বেলাকার উজ্জ্বল আলো। ঘোড়া আর গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আধ-ন্যাংটো ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা ধরে। লাফ দিয়ে উঠে বসতেই গাড়ি ছুটে চলল লণ্ডন রোড ধরে। শহরের জন্য সব্জীবোঝাই দু'একখানা গাড়ি রাস্তায় বেরিয়েছে। কিন্তু দু'পাশের বাড়িগুলো নীরব, নির্জীব—যেন এক স্বপ্ননগরী।

চাবুকের আঘাতে ঘোড়াটাকে কদমে চালাতে চালাতে হোমস বলল, 'কতকদিক থেকে কেসটি সত্যই অসাধারণ। স্বীকার করছি, আমি যেন ছুঁচোর মত কানা হয়ে ছিলাম। তবে একেবারে না শেখার চাইতে দেরীতে শেখাও ভাল।'

সারে অঞ্চলের রাস্তা দিয়ে যখন আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে, তখন কিছু লোক সবেমাত্র জেগে উঠে ঘুম-ঘুম চোখে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। ওয়াটারলু ব্রীজ রোড ধরে নদীটা পার হলাম। ওয়েলিংটন স্ট্রীট ধরে এগিয়ে হঠাৎ ডাইনে মোড় নিয়ে বো স্ট্রীটে পড়লাম। শার্লক হোমস পুলিশ বাহিনীর কাছে সুপরিচিত। দরজায় দুইজন কনস্টেবল তাঁকে অভিবাদন জানাল। একজন ঘোড়াটা ধরল, আর অন্য জন দরজা খুলে দাঁড়াল।

'ডিউটিতে কে আছেন?' হোমস প্রশ্ন করল।

'ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রীট, স্যার।'

'এই যে ব্র্যাডস্ট্রীট, কেমন আছ?' পুলিশ অফিসারের পোশাক পরা এক-জন লম্বা শক্ত-সমর্থ লোক পাথুরে পথ বেয়ে এগিয়ে এলেন। 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে ব্র্যাডস্ট্রীট।'

'নিশ্চয়, মিঃ হোমস। আমার ঘরে চলুন।'

একটা ছোট অফিসের মত ঘর। টেবিলে একখানা বড় খাতা। দেয়ালে ঝোলানো একটা টেলিফোন। ইন্সপেক্টর আসনে বসলেন।

'আপনার জন্য কি করতে পারি, মিঃ হোমস?'

'আমি এসেছি সেই ভিখারী বুনের খোঁজে, লীনবাসী মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারের নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে যে জড়িত আছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।'

তাকে তো এখানে এনে আরও তদন্তসাপেক্ষে রাখতে বলা হয়েছে।'

'আমিও তাই শুনেছি। সে কি এখানেই আছে?'

'সেলে।'

'শান্ত হয়ে আছে?'

'কোন গোলমালই করে নি। তবে ওলো একটা নোংরার বেহদ্দ।'

'নোংরা?'

অনেক চেষ্টা করে তার হাত ধোয়াতে পেরেছি, কিন্তু তার মুখ একেবারে ঝালাইকারের মত কালো। কেসটা মিটে গেলে তাকে আচ্ছা করে নিয়মিত জল-ধোলাই দিতে হবে। তাকে একবার দেখলে আপনিও আমার সঙ্গে একমত হবেন যে সেটাই তার দরকার।'

'তাকে যে অবশ্য দেখতে চাই।'

'দেখতে চান? কোন অসুবিধা নেই। এইদিকে আসুন। ব্যাগটা এখানেই রেখে যেতে পারেন।'

'না, এটা আমার সঙ্গেই থাক।'

'ভাল কথা। দয়া করে এইদিকে আসুন।' তিনি পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে চললেন। একটা বন্ধ দরজা খুলে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে আমরা একটা চুণকাম করা দালানে পৌঁছলাম। তার দুই দিকেই সারি সারি দরজা।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'ডাইনের তৃতীয়টা তার। দরজার উপরের দিকেই একটা অংশ নিঃশব্দে ঠেলা দিয়ে খুলে তিনি ভিতরে তাকালেন। বললেন, 'এই যে। ঘুমিয়ে আছে। বেশ ভালভাবেই দেখতে পাবেন।

আমরা উভয়েই সেই ফাঁকে চোখ রাখলাম। আমাদের দিকে মুখ করে সে শুয়ে আছে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ভারী নিশ্বাস পড়ছে ধীরে ধীরে।

মাঝ-বয়সী মানুষ। যেকাজ সে করে তারই উপযোগী পোশাক। ছেঁড়া কোটের ফাঁক দিয়ে একটা রঙিন সার্ট বেরিয়ে পড়েছে। ইন্সপেক্টর ঠিকই বলেছেন, লোকটা অসম্ভব নোংরা, কিন্তু জমানো ময়লাতেও তার মুখের ভয়াবহ বীভৎসতা ঢাকা পড়ে নি। পুরনো ঘায়ের একটা দাগ চোখ থেকে থুতনি পর্যন্ত নেমে গেছে। তার টানে উপরের ঠোঁটের একটা কোণ উল্টে গিয়ে তিনটে দাঁত এমনভাবে বেরিয়ে পড়েছে যাতে মনে হয় যেন সে সব সময় মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। খুব উজ্জ্বল লাল একমাথা চুল কপাল ও চোখের উপর ঝুলে পড়েছে।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'কেমন সুন্দর, তাই না?'

হোমস বলল, 'সত্যি ওর ধোলাই দরকার। একথা আমি আগেই ভেবেছিলাম, তাই যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়েই এসেছি।' কথা বলতে বলতেই সে গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটা খুলল। অবাক হয়ে দেখলাম, তার ভিতর থেকে সে বের করল একটা বড় 'বাথ-স্পঞ্জ'।

ইন্সপেক্টর মুচকি হেসে বললেন, 'হে! হে! আপনি দেখছি বেশ মজার লোক।'

'দয়া করে নিঃশব্দে যদি দরজাটা খুলে দাও, তাহলে অতি সত্বর তাকে অধিকতর ভদ্রবেশে উপস্থিত করতে পারি।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'নিশ্চয় খুলে দেব। ওকে দেখলে বো স্ট্রীটের হাজত সম্পর্কে কোন ভাল ধারণাই হয় না। কি বলেন?' তিনি তালায় চাবি ঘোরালেন। আমরা নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকলাম। লোকটি পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। হোমস জলের কলসির উপর উপুর হয়ে স্পঞ্জটা ভিজিয়ে নিল এবং দুবার খুব জোরের সঙ্গে সেটাকে কয়েদির মুখের উপর থেকে নীচে ও আড়াআড়িভাবে ঘসে দিল।

তারপর চীৎকার করে বলল, 'কেণ্ট জেলার লী-র অধিবাসী মিঃ নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।'

জীবনে এরকম দৃশ্য আর কখনও দেখি নি। গাছ থেকে যেমন বাকল খসে পড়ে, স্পঞ্জের ঘসায় লোকটির মুখের চেহারাও তেমনি পাল্টে গেছে। সেই গাঢ় বাদামী রং, মুখ বরাবর সেই বীভৎস ঘায়ের দাগ, সেই ওল্টানো ঠোঁট যা সারা মুখটাকে বিকৃত ভেংচিতে পরিণত করেছিল—সব, সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। এক হেঁচকা টানে উঠে এল লাল চুলের গোছা। ঘরের মধ্যে তখন বসে আসে একটি ভদ্র চেহারার মানুষ, বিবর্ণ বিষণ্ণ মুখ, কালো চুল, পরিষ্কার চামড়া। দুই হাতে চোখ মুছতে মুছতে ঘুম ঘুম বিস্ময়ে সে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সে চীৎকার করে উঠল। তারপরই বালিশে মুখ ঢেকে উপুর হয়ে পড়ল।

ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'হায় ভগবান! এ যে দেখছি হারানো লোকটি। ফটোগ্রাফ দেখেই আমি চিনতে পেরেছি।'

ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে-দেওয়া মানুষের মত বেপরোয়া ভঙ্গীতে বন্দী বলল, 'তাই হোক। বলুন তো, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি?'

মুখ বেঁকিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'মিঃ নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারকে হাওয়া করে দেওয়া—আরে, না না, আত্মহত্যার চেষ্টা প্রমাণিত না হলে তো সে অভিযোগও করা চলবে না। সাতাশ বছর আমি এ লাইনে আছি, কিন্তু এটা বুঝি সব কিছুকে টেক্কা দিয়েছে।'

'আমি যদি মিঃ নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ার হই তাহলে তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে অপরাধ কিছুই ঘটে নি। সুতরাং আমাকে এখানে আটকে রাখা হয়েছে বে-আইনীভাবে।

হোমস বলল, 'অপরাধ নয়, একটা বড় রকমের ভ্রান্তি ঘটেছে। আপনার স্ত্রীকে বিশ্বাস করা উচিত ছিল।'

কয়েদি আর্তনাদ করে উঠল, 'স্ত্রীর কথা নয়, ছেলেমেয়েদের কথা। ঈশ্বরের দোহাই, বাবার জন্য তাদের মাথা নীচু হোক এটা আমি চাই না। হা ভগবান! শেষটায় তাই হল। ধরা পড়ে গেলাম। এখন আমি কি করি?'

শার্লক হোমস তার পাশে বসে সাদরে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা যদি ফয়সলার জন্য আদালতে যায়, তাহলে অবশ্য লোক জানাজানি এড়ানো যাবে না। অপর পক্ষে, আপনি যদি পুলিশকে বোঝাতে পারেন যে আপনার বিরুদ্ধে কোন কেস নেই, তাহলে এ নিয়ে খবরের কাগজে হৈ-চৈ হবার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। আপনি সব কথা খুলে বলুন। ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রীট তার নোটসহ সেটা যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিক। ব্যাস, তাহলে ব্যাপারটা কোনদিনই আদালতে যাবে না।'

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।' কয়েদি আবেগের সঙ্গে বলে উঠল। 'আমি কারাবাস, এমন কি ফাঁসি যেতেও রাজী আছি, শুধু আমার এই শোচনীয় গোপন-কথার পারিবারিক কলংককে ছেলেমেয়েদের কপালে এঁকে দিতে চাই না।

'আমার এই কাহিনী আপনারাই প্রথম শুনছেন। আমার বাবা ছিলেন চেস্টারফিল্ডারে এক স্কুল-শিক্ষক। লেখাপড়া ভালই শিখেছিলাম। প্রথম যৌবনে অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছি। শেষ পর্যন্ত লণ্ডনের একটি সান্ধ্য পত্রিকার রিপোর্টারের কাজও করেছি। একদিন সম্পাদক আমাকে বললেন, শহরের ভিক্ষাবৃত্তির উপর একটি প্রব''ন্ধ

লিখতে। সেখান থেকেই আমার এ্যাডভেঞ্চারের শুরু। প্রবন্ধের মালমশলা যোগাড় করবার জন্য ভিখারীর শিক্ষানবিশী শুরু করে দিলাম। অভিনেতা থাকাকালে মেক-আপের কলাকৌশল শিখেছিলাম। বরং ওকাজে সাজঘরের মধ্যে আমার বেশ খ্যাতিই হয়েছিল। মুখে রং মাখলাম। নিজেকে যথাসম্ভব করুণার যোগ্য করে তুলবার জন্য মুখে একটা ঘা বানালাম, এবং খানিকটা মাংস-রঙের প্লাস্টার লাগিয়ে ঠোঁটের একটা কোণকে উল্টে ফেললাম। তারপর লাল পরচুলা মাথায় এঁটে উপযুক্ত পোশাক পরে শহরের সব চাইতে ভীড়ের জায়গায় আসন পাতলাম। বাইরে দেশলাই-বিক্রেতা, আসলে ভিখারী। সাত ঘণ্টা এই কাজ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সবিস্ময়ে দেখলাম, ছাব্বিশ শিলিং চার পেনি উপার্জন হয়েছে।

'প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখলাম। একসময় ব্যাপারটা ভুলে গেলাম। কিছু-দিন পরে এক বন্ধুর একটা বিলের জামিন হবার ফলে আদালত থেকে পঁচিশ পাউণ্ডের একটা পরোয়ানা পেলাম। টাকাটা কিভাবে জোগাড় করব তাই ভেবে সারা হচ্ছি, এমন সময় একটা ফন্দি মাথায় এল। পাওনাদারের কাছ থেকে পক্ষকালের সময় চেয়ে নিলাম, মালিকের কাছ থেকে নিলাম ছুটি, আর ছদ্মবেশ ধারণ করে শহরে ভিক্ষা শুরু করে দিলাম। দশ দিনে টাকা জোগাড় হয়ে গেল। ধার শোধ করে দিলাম।

'দেখুন, মুখে একটু রং মেখে, আর মাটিতে একটা টুপি পেতে চুপচাপ বসে থেকেই যেখানে ভাল রোজগার করা যায় সেখানে সপ্তাহে দু'পাউণ্ডের জন্য হাড়-ভাঙা খাটুনিকে স্বীকার করে নেওয়া যে কত কঠিন সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারেন। অহংকার আর অর্থের মধ্যে দো-টানা চলল বেশ কিছুদিন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাকারই জয় হল। রিপোর্টিং ছেড়ে দিলাম। পছন্দ-করা কোণটায় বসে দিনের পর দিন বীভৎস মুখ দেখিয়ে মানুষের করুণার উদ্রেক করা আর পকেট ভর্তি করার কাজ চালিয়ে গেলাম। শুধু একটি লোক আমার এই গোপন-কথা জানত। সোয়াণ্ডাম লেনের যে আড্ডায় আমি বাসা নিয়েছিলাম তারই মালিক। সেখান থেকেই রোজ সকালে আমি নোংরা ভিখারী সেজে বেরুতাম আর সন্ধ্যায় সুবেশ ভদ্রলোক সেজে শহরে পা দিতাম। ঐ লোকটা —মানে লাসকারকে—তার ঘরের জন্য ভাল টাকা দিতাম। কাজেই আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আমার গুপ্ত কথা নিরাপদই থাকবে।

'শীঘ্রই দেখলাম বেশ মোটা টাকা আমি জমিয়ে ফেলেছি। আমি বলছি না যে লণ্ডনের রাস্তার যেকোন ভিখারী বছরে সাতশ' পাউণ্ড রোজগার করতে পারে। কিন্তু আমার মেকাপের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ আর কথাও বলতে পারতাম রসিয়ে, তাই আমার রোজগার একটু বেশীই হত, ক্রমে শহরের সকলের কাছে বেশ পরিচিত হয়ে উঠলাম। সারাদিন পেনি আর তার

রৌপ্য মুদ্রার বৃষ্টি হতে লাগল আমার উপর। কোনদিন দু'পাউণ্ডের কম রোজগার হলে ভাবতাম দিনটা বাজেই গেল।

'যতই ধনী হতে থাকলাম, উচ্চাকাংখাও বাড়তে লাগল। মফস্বলে একটা বাড়ি নিলাম। একটা বিয়েও করে ফেললাম। আমার আসল কারবার নিয়ে কারও মনে কোন সন্দেহও হয় নি। আমার স্ত্রী জানত, শহরে আমার একটা ব্যবসা আছে। কিসের ব্যবসা তা জানত না।

'গত সোমবার। দিনের কাজ শেষ হয়েছে। আফিমের আড্ডার উপর তলায় আমার ঘরে পোশাক পরছি, এমন সময় জানালায় মুখ বাড়িয়ে দেখি, আমার স্ত্রী রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টি আমার উপরে নিবদ্ধ। ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি চীৎকার করে উঠলাম, মুখটা ঢাকবার জন্য হাত দুটো তুললাম। তারপর ছুটে গিয়ে লস্কারকে ধরলাম, কেউ যেন উপরে আমার কাছে না আসতে পারে। নীচে আমার স্ত্রীর গলার শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু আমি জানতাম, সে উপরে আসতে পারবে না। তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় খুলে ভিখারীর পোশাক পরে ফেললাম। মুখে যথারীতি রং-চং লাগালাম, পরচুলাটা মাথায় দিলাম। এ ছদ্মবেশ স্ত্রীর চোখেও ধরা পড়বে না। এমন সময় মনে হল, ঘরটা সার্চ হতে পারে, আর তাহলে এইসব পোশাকের জন্য আমি ধরা পড়ে যাব। তাড়াতাড়িতে জোর করে জানালা খুলতে গিয়ে সেদিন সকালে আমার শোবার ঘরে হাতের যে জায়গাটা কেটে ফেলেছিলাম সেই ঘা থেকে রক্ত বেরোতে লাগল। কোটটা তুলে নিলাম। যে চামড়ার থলেতে ভরে দৈনিক রোজগারের টাকা পয়সা নিয়ে আসতাম সেইমাত্র সেগুলো সব ঐ কোটের পকেটে ভরেছিলাম তাই কোটটা বেশ ভারী ছিল। জানালা দিয়ে কোটটা ছুঁড়ে দিলাম। টেমসের জলে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্য সব পোশাক-আসাকও ছুঁড়ে দিতাম, কিন্তু সেইমুহূর্তে কনস্টেবলরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল আর দুই মিনিট পরেই মিঃ নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারকে হত্যার অভিযোগে আমাকে গ্রেপ্তার করা হল। আমার স্বরূপ যে কেউ চিনতে পারে নি তাতেই আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

'বুঝিয়ে বলবার মত আর কিছুই নেই। স্থির করেছিলাম ছদ্মবেশটা যতদিন সম্ভব চালিয়ে যাব। তাই মুখটা নোংরাই রেখেছিলাম। আমার স্ত্রী খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে বুঝতে পেরে হাতের আংটিটা খুলে ফেললাম। তারপর যখন দেখলাম কোন কনেস্টবলের চোখ আমার উপর নেই সেই সুযোগে আংটিটা লস্কারের হাতে চালান করে দিলাম। সেইসঙ্গে তাড়াতাড়ি দু'লাইন লিখে স্ত্রীকে জানিয়ে দিলাম, ভয়ের কোন কারণ নেই।'

হোমস বলল 'সে চিঠি মাত্র গতকাল তার হাতে পৌঁচেছে।'

'হা ভগবান! কী ভাবেই যে সপ্তাহটা তার কেটেছে!'

ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রীট বললেন, 'এই লাসকারের উপর পুলিশ নজর রেখেছিল। কাজেই তাদের চোখকে এড়িয়ে লাসকার চিঠিটা ডাকে দিতে পারে নি। হয় তো কোন নাবিক খদ্দেরকে সে চিঠিটা দিয়েছিল, আর সেও কয়েকদিন সেটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল।'

ঘাড় নেড়ে হোমস বলল, 'ঠিক তাই। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আচ্ছা, আপনি কি কখনও ভিক্ষাবৃত্তির অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন?'

'অনেকবার। কিন্তু ওসব জরিমানায় আমার কি আসে যায়?'

ব্র্যাডস্ট্রীট বলে উঠলেন, 'যাইহোক, এসব ব্যাপার বন্ধ করতেই হবে। পুলিশকে যদি এটা চাপা দিতে হয় তাহলে হিউ বুনের সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক রাখা চলবে না।'

'সে তো আমি দিব্বি করেই বলেছি।'

'তাহলে মনে হয় আর কোন কিছু নাও করা হতে পারে। কিন্তু আবার যদি আপনাকে একাজে দেখা যায় তাহলে কিন্তু সব ফাঁস হয়ে যাবে। মিঃ হোমস, ব্যাপারটার ফয়সলা করার জন্য আপনার কাছে আমরা ঋণী। তবে জানতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিভাবে আপনি সবকিছু বুঝলেন।'

আমার বন্ধু জবাব দিল, 'বুঝতে পারলাম পাঁচটা বালিসের উপর আসন নিয়ে আর এক আউন্স করা তামাক ধ্বংস করে। ওয়াটসন, এখনই যদি গাড়ি চালিয়ে বেকার স্ট্রীটে যাত্রা করি, তাহলে ঠিক প্রাতরাশের সময় পৌছতে পারব বলে মনে হয়।'

নীল পদ্মরাগ

The Blue carbuncle

খৃস্টমাসের পরবর্তী দ্বিতীয় দিন সকালে বন্ধুবর শার্লক হোমসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য—তাকে মরশুমের শুভেচ্ছা জানানো। লাল রঙের একটা ড্রেসিং-গাউন পরে সে সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিল। ডানদিকে কাছেই একটা পাইপ-র‍্যাক আর হাতের কাছে একগাদা প্রাতঃকালীন সংবাদ-পত্র ভাঁজ করা, মনে হয় কিছুক্ষণ আগেই সেগুলো পড়া হয়েছে। কোচের পাশে একটা কাঠের চেয়ার, তার সঙ্গে ঝোলানো রয়েছে একটা পুরনো বাজে ফেল্টহ্যাট, ব্যবহারের অযোগ্য, জায়গায় জায়গায় ছেড়া। চেয়ারের উপর একখানা লেন্স আর একটা ফর্সেপ্‌স্‌। দেখে মনে হয়, ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যই টুপিটাকে ওভাবে ঝোলানো হয়েছে।

আমি বললাম, 'তুমি কাজ করছ; আমি হয় তো কাজে বাধা দিলাম।'

'মোটেই না। আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করার মত একজন বন্ধুকে পেয়ে আমি বরং খুশি হলাম। জিনিসটা খুবই তুচ্ছ' (পুরনো টুপিটার দিকে সে বুড়ো আঙুলটা বাড়াল), 'কিন্তু এর সঙ্গে এমন সব পয়েন্ট জড়িয়ে আছে যেগুলি খুবই ইণ্টারেস্টিং, এমন কি শিক্ষনীয়।'

আরামকেদারায় উপবেশন করে জ্বলন্ত আগুনে হাত দুটো সেঁকতে লাগলাম। বাইরে তীব্র শীত। জানালার উপর ঘন হয়ে বরফ জমেছে। আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে এই সাদাসিদে চেহারার টুপিটার সঙ্গে একটা মারাত্মক গল্পের যোগ রয়েছে,—আর এটাকে সূত্র হিসাবে ধরে তুমি কোন রহস্যের সমাধানে উপনীত হবে এবং একটি অপরাধের শাস্তি বিধান করবে।'

শার্লক হোমস সহাস্যে বলল, 'না, না, অপরাধ নয়, একটি খামখেয়ালি ছোট ঘটনামাত্র। অল্প কয়েক বর্গ মাইল জায়গার মধ্যে চল্লিশ লক্ষ লোক যখনই গুঁতোগুঁতি করতে থাকবে তখনই সেই ঘটনাটি ঘটবে। এক ঝাঁক মানুষের সেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নানারকমের ঘটনা ঘটবে, আর তার থেকে এমন সব ছোট ছোট সমস্যা দেখা দেবে যেগুলি ঠিক অপরাধ নয়, কিন্তু খুবই উল্লেখযোগ্য এবং অদ্ভুত। এ ধরনের ঘটনার অভিজ্ঞতা আমাদের আগেও হয়েছে।'

'যথেষ্ট হয়েছে,' আমি বলে উঠলাম, 'যে ছ'টা কেসের কথা আমি লিখেছি তার মধ্যে তিনটেই তো আইনযোগ্য কোন অপরাধ নয়।'

'ঠিক। তুমি নিশ্চয়ই আইরিন অ্যাডলারের কাগজপত্র উদ্ধারের চেষ্টা, মিস মেরী সাদারল্যাণ্ডের অদ্ভুত কেস এবং ওল্টানো-ঠোঁট মানুষটির অভিযানের কথা বলছ। দেখ, এই ছোট ব্যাপারটাও যে সেই একই নির্দোষ ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হবে সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক পিটারসনকে তুমি চেন?'

'হ্যাঁ।'

'এটি তারই বিজয়-চিহ্ন।'

'এটা তার টুপি।'

'না, না, এটা তিনি পেয়েছেন। মালিক অজ্ঞাত। আমার মিনতি, একটি বিধ্বস্ত টুপি হিসাবে না দেখে এটাকে তুমি একটা বুদ্ধিদীপ্ত সমস্যা হিসাবে দেখবে। প্রথমে বলা যাক, এটা এল কেমন করে। খৃস্টমাসের দিন সকালে একটা মোটা রাজহাঁসের সঙ্গে এটা এসেছে। হাঁসটা যে এখন পিটারসনের অগ্নিকুণ্ডে সিদ্ধ হচ্ছে সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। ঘটনাগুলো এইরকম। খৃস্টমাসের সকাল চারটে নাগাদ পিটারসন (তুমি তো জান সে একজন সৎ লোক) একটু স্ফূর্তি করে ফিরছিল এবং টোটেন-

হাম কোর্ট রোড ধরে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। গ্যাসের আলোয় সে দেখতে পেল, একটা সাদা রাজহাঁসকে পিঠের উপর ঝুলিয়ে আরেকটি লম্বামত লোক তার আগে আগে টলতে টলতে চলেছে। সে যখন গুজ স্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছল তখন দেখে, ঐ লোকটি এবং একদল বদমাইস লোকের মধ্যে একটা গোলযোগ পাকিয়ে উঠল। তাদের একজন ঘুষি মেরে লোকটার টুপি ফেলে দিল। লোকটিও আত্মরক্ষা করতে লাঠিটা উঁচিয়ে মাথার উপর দিয়ে ঘোরাতেই পিছনের দোকানের জানালার কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আক্রমণ-কারীদের হাত থেকে লোকটিকে বাঁচাবার জন্য পিটারসন ছুটে গেল। কিন্তু লোকটি করল কি জান, একে তো জানালা ভেঙে পেয়েছে ভয়, তার উপর যখন দেখল ইউনিফর্ম-পরা একজন অফিসারমত লোক তার দিকে ছুটে আসছে তখন সে হাঁসটিকে ফেলে দিল ছুট এবং টোটেনহাম কোর্ট রোডের পিছনদিককার অজস্র গলির গোলকধাঁধার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার আগেই পিটারসনকে এগোতে দেখে বদমাইস লোকগুলোও হাওয়া। ফলে রণক্ষেত্র তখন তার দখলে আর সেই সঙ্গে দখলে এল জয়ের ফসল এক ছোড়া টুপি আর একটি নিষ্কলংক খৃস্টমাস-রাজহংস।

'তিনি নিশ্চয়ই সেগুলি মালিককে ফিরিয়ে দিলেন?'

'ভাইরে, সেখানেই তো সমস্যা। একথা সত্যি যে, পাখিটার বাঁ পায়ের সঙ্গে একটা ছোট কার্ডে লেখা ছিল 'মিসেস হেনরি বেকারের জন্য', আর একথাও সত্য যে, টুপিটার লাইনিং-এর উপর স্পষ্ট লেখা আছে দুটি অক্ষর "এইচ, বি,"। কিন্তু আমাদের এই শহরে হাজার "বেকার" রা আছেন, "হেনরি "বেকার"রা আছেন কয়েক শ'। কাজেই হারানো বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া খুব সোজা নয়।'

'পিটারসন তারপর কি করলেন?'

'তিনি জানতেন, সমস্যা যতই ছোট হোক, তাতেই আমার আগ্রহ থাকে। তাই তিনি টুপি এবং হাঁস দুই-ই আমার কাছে নিয়ে এলেন খৃস্টমাসের সকালে। আজ সকাল পর্যন্ত হাঁসটা আমাদের কাছেই ছিল। তারপর পিটারসনের মনে হল যে অল্প-সল্প বরফ পড়লেও আর অযথা বিলম্ব না করে ওটাকে আহার করাই উচিত। কাজেই হাঁসের পরম নিয়তিকে পূর্ণ করবার অভিপ্রায়ে পিটারসন সেটাকে নিয়ে গেছেন,-আর যে অজ্ঞাত ভদ্রলোক তার খৃস্টমাস-ভোজন থেকে বঞ্চিত হয়েছে তার টুপিটি এখনও আমার কাছেই রয়েছে।'

'তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দেন নি?'

'না।'

'তাহলে তার পরিচয় তুমি পাবে কেমন করে?'

'অনুমানের পথে যতটা সম্ভব।'

'টুপি হতে অনুমান?'

'ঠিক।'

'তুমি বোধহয় তামাসা করছ? এই পুরনো ছেড়া টুপি থেকে কি বুঝতে পারবে?'

'এই আমার লেন্স। আমার পদ্ধতিও তুমি জান। এই দ্রব্যটি যিনি পরিধান করতেন তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তুমি নিজে কি অনুমান করতে পার?'

ছিন্ন দ্রব্যটি হাতে নিয়ে একটু অপ্রসন্ন মনেই উল্টে দেখলাম। একটা গোলাকার সাধারণ কালো টুপি, শক্ত, ব্যবহারে মলিন। লাল সিল্কের লাইনিং দেওয়া ছিল, এখন রং জ্বলে গেছে। প্রস্তুতকারকের নাম নেই, তবে হোমস যেকথা উল্লেখ করেছে, একপাশে "এইচ, বি,' অক্ষর দুটি লেখা আছে। টুপি আটকে রাখবার জন্য তার কানায় ছিদ্র করা আছে, কিন্তু ইলাস্টিকটা নেই। তাছাড়া টুপিটা ছেঁড়া-খোঁড়া, ধুলোয় ভরা, জায়গায় জায়গায় ছোপধরা, যদিও কালি দিয়ে সেগুলোকে ঢেকে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বন্ধুকে টুপিটা ফেরৎ দিয়ে বললাম, 'আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

"ঠিক উল্টো ওয়াটসন, তুমি সবই দেখতে পাচ্ছ। শুধু যা দেখতে পাচ্ছ তার থেকে কিছু অনুমান করতে পারছ না। অনুমান করার ব্যাপারে তুমি বড়ই ভীতু।"

'তাহলে দয়া করে তুমিই বল এই টুপি থেকে কি অনুমান করতে পার।'

টুপিটা তুলে নিয়ে সে তার স্বভাবসিদ্ধ অন্তদৃষ্টি দিয়ে সেটাকে দেখতে লাগল। তারপর বলল, 'যতটা ইঙ্গিতবহ হতে পারত হয়তো এটা তা নয়। তথাপি কয়েকটা অনুমান খুবই স্পষ্ট, আর কয়েকটা এমন যার দিকে সম্ভাবনার পাল্লাটাই ভারী। লোকটি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ছিলেন সেটা সহজেই বোঝা যায়, আর আজ দুর্দিনে পড়লেও গত তিন বছর তিনি যে বেশ অর্থবান ছিলেন তাও বোঝা যায়। তার দূরদৃষ্টি ছিল, যদিও সেটা আগে থেকে অনেক কমে গেছে। মনে হচ্ছে, তার কিছুটা নৈতিক পতনও ঘটেছে। তার সঙ্গে যদি আর্থিক পতনকে যোগ করা যায় তাহলে এই কথাই বলতে হয় যে, তার উপর কোন অশুভ প্রভাব, হয় তো মদ্যপানের প্রভাব পড়েছে। এর থেকে আরও বোঝা যায় যে, তার স্ত্রী আর তাকে ভালবাসে না।'

'হোমস।'

আমার প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে সে বলতে লাগল, 'অবশ্য কিছুটা আত্ম-সম্মান তিনি এখনও বজায় রেখেছেন। তিনি স্বভাবত চুপচাপ বসে কাটান,

কদাচিৎ বাইরে যান, মাঝ-বয়সী, চুলের রং কটা, তাও গত কয়েকদিনের মধ্যে কেটেছেন এবং তাতে লাইমক্রিম মাখেন। তার টুপি থেকে এই স্পষ্ট ব্যাপারগুলিই অনুমান করা যায়। হ্যাঁ, ভাল কথা, তার নিজের বাড়িতে গ্যাস না থাকাই অত্যন্ত স্বাভাবিক।'

'হোমস তুমি নিশ্চয় তামাসা করছ।'

'মোটেই না। এসব কথা বলে দেবার পরেও সেগুলি কিভাবে জানলাম সেটা তুমি বুঝতে পারছ না—এটা কি সম্ভব ?'

'আমি যে খুব নির্বোধ সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমি স্বীকার করছি, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। যেমন ধর, তুমি কি করে বুঝলে যে তিনি বুদ্ধিমান ?'

জবাব দিতে হোমস নিজের মাথায় টুপিটা পড়ল। টুপিটা কপাল ছাড়িয়ে নাকের উপর এসে পড়ল। তখন সে বলল, 'এটা ঘনক্ষেত্র-ঘটিত শক্তির কথা। যে মানুষের মস্তিষ্কটা এত বড়, তার মাথায় কিছু পদার্থ থাকতেই হবে।'

'আর তার আর্থিক অবনতি ?'

'এই টুপিটা তিন বছরের পুরনো। এই ধরনের পিছন দিকে বাঁকানো ঢাকনাওয়ালা টুপির প্রচলন তখনই ছিল। খুব ভাল কোয়ালিটির টুপি। সিল্কের পট্টি আর লাইনিংটা দেখ। তিন বছর আগে এই লোকটি এরকম একটা দামী টুপি পরলেও তারপর আর টুপি কেনে নি। তাতেই বোঝা যায় নিশ্চয় তার আর্থিক অবনতি ঘটেছে।'

'হ্যাঁ, সেটা নিশ্চয়ই খুব পরিষ্কার। কিন্তু তার দূরদৃষ্টি আর নৈতিক পতন ?'

শার্লক হোমস হেসে উঠল। এ টুপি আটকাবার ইলাস্টিকের দরুণ ছোট চাকতি আর ছিদ্রটার উপর আঙুল রেখে বলল, 'এই তার দূরদৃষ্টি। টুপি বিক্রির সময় এগুলো লাগান থাকে না। তিনি যদি বাতাসে টুপি পড়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতা হিসাবে অর্ডার দিয়ে এটা করিয়ে থাকেন তাহলে সেটা নিশ্চয়ই তার দূরদৃষ্টির লক্ষণ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই ইলাস্টিকটা তিনি ছিঁড়ে ফেলেছেন এবং তার জায়গায় আর একটা লাগান নি। তাতেই বোঝা যায় আগে তিনি যতটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, এখন আঁর ততটা নেই। এটাই তো তার চারিত্রিক দুর্বলতার স্পষ্ট প্রমাণ। অপর পক্ষে, টুপির এইসব দাগ তিনি কালি দিয়ে ঢেকে দিতে চেষ্টা করেছেন। তা থেকেই বোঝা যায়, তিনি আত্ম-সম্মানবোধটা একেবারে হারিয়ে ফেলেন নি।'

'তোমার যুক্তি নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য।'

'অন্য সব কথা, যেমন তিনি মাঝ-বয়সী, তার চুল কটা, সম্প্রতি চুল

কেটেছেন, বা লাইম-ক্রিম ব্যবহার করেন, এসব তথ্যই লাইনিং-এর নীচু দিকটা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। লেন্সটা ফেললেই সেখানে দেখা যাবে নাপিতের কাঁচিতে কাটা অনেক চুলের ডগা। (তা থেকেই চুলকাটা, চুলের রং ও বয়সের আন্দাজ পাওয়া যাবে)। তাছাড়া চুলগুলি সব চটচটে এবং তাতে লাইম-ক্রিমের পরিষ্কার গন্ধও পাওয়া যাবে। লক্ষ্য করে দেখ, টুপির উপরে যে ধুলো জমেছে সেটা রাস্তার কাঁকর-মেশানো ধূসর ধুলো নয়. ঘরের ভিতরকার নরম বাদামী ধুলো। তা থেকেই বোঝা যায় টুপিটা অধিকাংশ সময়ই ঘরের ভিতর ঝোলানো থাকে।'

'কিন্তু তার স্ত্রীর কথা—তুমি বলেছ তিনি তার স্বামীকে ভালবাসেন না।'

'গত কয়েক সপ্তাহ টুপিটা ব্রাস করা হয় নি। দেখ ওয়াটসন, আমি যদি দেখি যে তোমার টুপিতে এক সপ্তাহের ধুলো জমে আছে আর তোমার স্ত্রী সেই টুপি নিয়ে তোমাকে বাইরে বেরুতে দিচ্ছেন তাহলে তো আমারও আশংকা হবে যে স্ত্রীর ভালবাসা হারাবার দুর্ভাগ্য তোমারও হয়েছে।'

'কিন্তু তিনি তো অকৃতদার হতে পারেন?'

'না, ঝগড়া মেটাবার আবেদন হিসেবেই তিনি হাঁসটিকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন স্ত্রীকে দেবার জন্য। পাখিটার পায়ে বাঁধা কর্ডটার কথা স্মরণ কর।'

'সব কিছুর জবাবই তো দিলে। কিন্তু বাড়িতে গ্যাস নেই সেটা বুঝলে কোন্ যুক্তিতে?'

'মোমের একটা বা দুটো দাগ হঠাৎ লেগে যেতে পারে। কিন্তু পাঁচ-পাঁচটা দাগ দেখলে আর সন্দেহ থাকে না যে লোকটি প্রায়ই জ্বলন্ত মোমবাতি ব্যবহার করে—হয়তো এক হাতে টুপি আর অন্য হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। মোট কথা গ্যাসের বাতি থেকে তো মোমের দাগ হতে পারে না। এবার হল তো?'

'হ্যাঁ, খুবই সরল ব্যাখ্যা' আমি হেসে বললাম। 'কিন্তু তোমার কথামতই যদি কারও কোন অপরাধ না ঘটে থাকে এবং একটি হাঁস খোয়ানো ছাড়া আর কোন ক্ষতি না হয়ে থাকে, তাহলে এসবই তো অকারণ শক্তিক্ষয়ের সামিল।'

শার্লক হোমস জবাব দিতে মুখ খুলতে যাবে এমন সময় ঘরের দরজা সপাটে খুলে গেল এবং সবেগে ঘরে ঢুকলেন প্রাক্তন সৈনিক পিটারসন। তার দুই গাল রক্তাভ, সারা মুখ বিস্ময়ে বিমূঢ়।

'মিঃ হোমস, সেই হাঁস! সেই হাঁস!' হাঁসফাঁস করতে করতে তিনি বললেন।

'এঃ! হাঁসের কি হল? বেঁচে উঠে পাখা মেলে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে

উড়ে গেছে কি ?' লোকটির উত্তেজিত মুখটা ভাল করে দেখবার জন্ত হোমস সোফায় ঘুরে বসল।

'দেখুন স্যার, ওটার পেটের ভিতরে আমার স্ত্রী কি পেয়েছে দেখুন।' সে হাতটা মেলে ধরল। তালুর মাঝখানে একটা উজ্জ্বল ঝকঝকে নীল পাথর, আকারে একটা মটরের থেকেও ছোট, কিন্তু এত খাঁটি আর উজ্জ্বল যে তার অন্ধকার মুঠোর মধ্যে যেন বিদ্যুৎ শিখার মত ঝলমল করছে।

শার্লক হোমস শিস্ দিতে দিতে উঠে বসল। বলল, 'ঈশ্বরের শপথ পিটারসন, এ তো একটা রত্ন-ভাণ্ডার। আশা করি আপনার হাতে ওটা কি তা আপনি জানেন ?'

'একটা হীরক স্যার। খুব দামী পাথর। নরম কাদার মত কাঁচকে কাটে।'

'শুধু দামী নয়, সবচাইতে দামী।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, 'মোরকারের কাউণ্ট-পত্নীর নীলপদ্মরাগ নয় তো ?'

'ঠিক তাই। সম্প্রতি 'দি টাইমস' পত্রিকায় প্রতিদিন যে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে আমি তা পড়েছি। তাই এর আকার ও আকৃতি আমি জানি। এটা অনন্য-সাধারণ বস্তু: এর মূল্য শুধু অনুমানের বিষয়, কিন্তু এর জন্য এক হাজার পাউণ্ডের যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই এর প্রকৃত মূল্যের কুড়ি ভাগের এক ভাগও নয়।'

'এক হাজার পাউণ্ড। হায় ভগবান।' সৈনিক মশায় ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে আমাদের দুজনের দিকে তাকাতে লাগলেন।

'ওটা তো পুরস্কার। আমি জানি, এর সঙ্গে এমন কিছু মনের ব্যাপার জড়িয়ে আছে যেজন্য এই রত্নটি ফিরে পাবার জন্য কাউণ্ট পত্নী তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি দিতেও পশ্চাদপদ হবেন না।'

আমি বললাম, 'যতদূর মনে পড়ছে, "হোটেল কসমোপলিটন" থেকে এটা হারিয়েছিল।'

'ঠিক তাই। পাঁচদিন আগে, ২২শে ডিসেম্বর। মহিলাটির রত্ন-পেটিকা থেকে এটি সরাবার দায়ে জন হর্নার নামে এক মিস্ত্রীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ এত জোরালো যে মামলাটি দায়রায় সোপর্দ করা হয়েছে। মনে হয়, এখানেই মোটামুটি বিবরণ পাওয়া যাবে।' খবরের কাগজগুলি উল্টে সে তারিখ মেলাতে লাগল। শেষে একখানা কাগজ সামনে মেলে ধরে নীচের প্যারাগ্রাফটা পড়তে লাগল :

"হোটেল কসমোপলিটন-রত্ন ডাকাতি। গত ২২শে তারিখে মোরকারের কাউণ্ট-পত্নীর রত্ন-পেটিকা থেকে নীল পদ্মরাগ নামে পরিচিত মূল্যবান রত্নটি

অপহরণের অভিযোগে ২৬ বছর বয়স্ক মিস্ত্রী জন হর্ণারকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। হোটেলের প্রধান-পরিচারক জেমস রাইডার তার সাক্ষ্যে বলেছে, ঝাঁঝরির একটা লোহার শিক খুলে যাওয়ায় সেটা ঝালাই করবার জন্য সে ডাকাতির দিন উক্ত হর্ণারকে মোরকারের কাউন্ট-পত্নীর ড্রেসিং-রুমে নিয়ে গিয়েছিল। কিছু সময় সে হর্ণারের সঙ্গে ছিল। তারপর অন্যত্র ডাক পড়ায় সে চলে যায়। ফিরে গিয়ে দেখে হর্ণার চলে গেছে, দেরাজটা ভাঙা, এবং যে ছোট মরক্কো চামড়ার পেটিকায় কাউন্ট-পত্নী রত্নাদি রাখতেন (এটা সে জেনেছে) সেটা ড্রেসিং-টেবিলের উপর খোলা পড়ে আছে। রাইডার সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ চীৎকার করে ওঠে এবং সেইদিন সন্ধ্যায়ই হর্ণারকে গ্রেপ্তার করা হয়। রত্নটি কিন্তু তার সঙ্গে বা তার ঘরে কোথাও পাওয়া যায় নি। কাউন্ট পত্নীর পরিচারিকা ক্যাথেরিন কুসাক তার সাক্ষ্যে বলেছে, ডাকাতির কথা জেনেই রাইডার যে চীৎকার করেছিল তা সে শুনেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ঘরের অবস্থা সাক্ষীর বর্ণনামতই দেখতে পায়। 'বি' ডিভিশনের ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রীট তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, গ্রেপ্তারের সময় হর্ণার উন্মাদের মত বাধা দেয় এবং জোর গলায় নিজের নির্দোষিতার কথা ঘোষণা করে। বন্দীর বিরুদ্ধে পূর্বে ডাকাতির অপরাধে দণ্ড লাভের সাক্ষ্য-প্রমাণ পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট মামলার সবাসরি বিচার না করে দায়রা আদালতে সোপর্দ করেছেন। মামলা চলাকালে হর্ণারের আচরণে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পায়, মামলার শেষে মূর্ছিত হয়ে পড়ে এবং তাকে আদালতের বাইরে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়।"

কাগজখানা একপাশে রেখে হোমস চিন্তিতভাবে বলল, 'হুম! পুলিশ-আদালতে এই পর্যন্ত! কিন্তু আমাদের সামনে এখন সমস্যা হল সেই ঘটনা-পরম্পরাকে আবিষ্কার করা যার একদিকে রয়েছে রত্ন-পেটিকা লুণ্ঠন আর অপর দিকে রয়েছে টোটেনহাম কোর্ট রোডে একটি হাঁসের পাকস্থলী। দেখতে পাচ্ছ ওয়াটসন, আমাদের ছোট ছোট অনুমানগুলি এখন হঠাৎ আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং আরও কম নির্দোষ আকার ধারণ করেছে। এই সেই রত্নটি। রত্নটি এসেছে হাঁসের কাছ থেকে, হাঁসটি এসেছে সেই মিঃ হেনরি বেকারের কাছ থেকে, যার বাজে টুপি ও অপরাপর বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিয়ে তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছি। সুতরাং এবার আমাদের সেই ভদ্রলোককে খুঁজে বের করা এবং এই ছোট রহস্যে কি ভূমিকা সে পালন করেছে সেটা স্থির করার কাজে আরও গুরুতরভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে। একাজ করতে সবচাইতে সোজা পথটাই আমরা প্রথমে বেছে নেব আর সেটা যে সান্ধ্য দৈনিকগুলিতে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এপথে না হলে তখন অন্য পথে যাওয়া যাবে।'

'কি বলতে চাও?'

'একটা পেন্সিল আর একটুকরো কাগজ দাও। এবার: "গুজ স্ট্রীটের মোড়ে একটি রাজহাঁস ও একটি কালো ফেল্ট-হ্যাট পাওয়া গেছে। আজ সন্ধ্যা ৬'৩০ মিনিটে ২২১-বি বেকার স্ট্রীটে দরখাস্ত করে মিঃ হেনরি বেকার সেগুলি পেতে পারেন।" এটা বেশ পরিষ্কার আর সংক্ষিপ্ত হয়েছে।'

'খুবই। এটা কি তার চোখে পড়বে?'

'দেখ, একজন গরীব মানুষের পক্ষে ক্ষতিটা খুব বেশীই হয়েছে, কাজেই সে নিশ্চয়ই খবরের কাগজের উপর নজর রাখবে। হঠাৎ জানালাটা ভেঙ্গে ফেলে এবং পিটারসনকে আসতে দেখে সে এতই ভয় পায় যে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই তখন ভাবতে পারে নি। কিন্তু তারপর থেকেই ওভাবে হাঁসটাকে ফেলে যাওয়ায় নিশ্চয় তার খুব অনুশোচনা হচ্ছে। তাছাড়া বিজ্ঞাপনে তার নাম প্রকাশিত হওয়ায় সে নিশ্চয় এটা দেখতে পাবে, কারণ তার পরিচিত সকলেই এর প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ওহে পিটারসন, এখনই বিজ্ঞাপন-এজেন্সির কাছে ছুটে যাও এবং সান্ধ্য দৈনিকগুলিতে এটা প্রকাশের ব্যবস্থা কর।'

'কোন্ কাগজে স্যার?'

'আরে, গ্লোব, স্টার, পলমল, সেন্ট জেমস গেজেট, ইভনিং নিউজ, স্ট্যাণ্ডার্ড ইকো এবং আরও যেসব কাগজ তোমার মনে পড়ে।'

'ঠিক আছে স্যার। কিন্তু এই পাথরটা?'

'ওঃ, হ্যাঁ। পাথরটা আমার কাছেই থাক। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আর একটা কথা পিটারসন। ফিরবার পথে একটা হাঁস কিনে আমাকে দিয়ে যেয়ো, কারণ যে হাঁসটাকে এখন তোমরা সপরিবারে ধ্বংস করবে তার বিনিময়ে ওই ভদ্রলোককে তো একটা হাঁস দিতে হবে।'

প্রাক্তন সৈনিকটি চলে গেলে হোমস পাথরটি নিয়ে আলোর সামনে ধরে বলতে লাগল, 'খুব সুন্দর জিনিস। দেখ কেমন ঝকমক করছে। অবশ্য অপরাধের একটা কেন্দ্রবিন্দু এটা। সব দামী পাথরই তো তাই। সেগুলিই তো শয়তানের টোপ একটি বৃহদাকার প্রাচীন রত্নের প্রতিটি পলই তো এক একটি রক্তাক্ত কর্মের সাক্ষী। এ পাথরটার বয়স এখনও কুড়ি বছর হয় নি। দক্ষিণ চীনের আময় নদীর তীরে এটি পাওয়া যায়। পদ্মরাগ মণির সব বৈশিষ্ট্যই এতে আছে। শুধু চুণির মত লাল না হয়ে এটির রং নীল। অল্পবয়সী হলেও ইতিমধ্যেই এর একটি অশুভ ইতিহাস গড়ে উঠেছে। চল্লিশ গ্রেণ ওজনের এই স্ফটিকগুচ্ছ অঙ্গারখণ্ডটির জন্য দুটি খুন, একটি এসিড নিক্ষেপ, একটি আত্মহত্যা ও কয়েকটি ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। কে ভাবতে পারে যে এমন সুন্দর একটি খেলনা ফাঁসিকাষ্ঠ আর কারাগারের দূত হয়ে আসতে পারে? এখনই এটাকে আমার সিন্দুকে তালাবন্ধ করছি, আর

কাউন্ট-পত্নীকে জানিয়ে দিচ্ছি যে এটা আমার কাছে আছে।'

'তুমি কি মনে কর এই কর্ণার লোকটি নির্দোষ?'

'বলতে পারি না।'

'তাহলে কি এ ব্যাপারের সঙ্গে হেনরি বেকারের কোন যোগ আছে?'

'আমার তো মনে হয় হেনরি বেকার একেবারেই নির্দোষ। যে পাখিটাকে সে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেটা যে নিরেট সোনার তৈরি একটা পাখির চাইতেও অনেক অনেক বেশী মূল্যবান হতে পারে এরকম কোন ধারণাই তার ছিল না। আমাদের বিজ্ঞাপনের কোন জবাব এলে একটা খুব সহজ পরীক্ষার দ্বারাই সেটা ধরতে পারব।'

'ততক্ষণ তাহলে তোমার কিছুই করবার নেই?'

'কিছুই না।'

'সেক্ষেত্রে আমি তাহলে ডাক্তারী কাজেই চলে যাই। সন্ধ্যার পরে তোমার নির্ধারিত সময়েই ফিরে আসব। এরকম একটা জটিল ব্যাপারের মীমাংসাটা নিজের চোখে দেখতে চাই।'

'তোমাকে পেলে খুবই খুশি হব। আমি সাতটায় খাই। বন্য কুক্কুট থাকবার কথা। যা সব ঘটেছে তাতে মিসেস হাডসনকে বলতে হবে, ওটার পাকস্থলীটা যেন পরীক্ষা করে দেখে।'

একটা রোগী দেখতে দেরী হয়ে গেল। সাড়ে ছ'টার সামান্য পরে আমি আবার বেকার স্ট্রীটে উদয় হলাম। বাড়িতে পৌঁছে দেখি ফ্যান-লাইটের পথে বেরিয়ে আসা অর্ধবৃত্তাকার আলোর মাঝখানে একটি দীর্ঘ ভদ্রলোক বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় স্কচ টুপি, পায়ে থুতনি পর্যন্ত বোতাম আঁটা কোট। আমি পৌঁছামাত্রই দরজা খুলে গেল, এবং আমরা দুজন একই সঙ্গে হোমসের ঘরে ঢুকলাম।

আরামকেদারা থেকে উঠে হোমস তার স্বভাবসিদ্ধ সহজ ভদ্রতার সঙ্গে আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানাল। 'নিশ্চয় মিঃ হেনরি বেকার। দয়া করে আগুনের পাশের চেয়ারটায় বসুন। রাতটা বড়ই ঠাণ্ডা, আর আপনি দেখছি শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মেই বেশী অভ্যস্ত। ওয়াটসন, তুমিও দেখছি ঠিক সময়েই এসেছ। মিঃ বেকার, ওটা কি আপনার টুপি?'

'হ্যাঁ স্যার, নিঃসন্দেহে ওটা আমার টুপি।'

তিনি একজন বিশালকায় ব্যক্তি,—চওড়া কাঁধ, শক্ত মাথা, প্রশস্ত বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, কটা বাদামী রঙের ছুঁচলো দাড়ি। নাকে ও গালে লালের ছোপ, প্রসারিত হাতখানা ঈষৎ কাঁপছে। দেখে তার অভ্যাস সম্পর্কে হোমসের উক্তি আমার মনে পড়ে গেল। তার বিবর্ণ ফ্রক কোটটা আগাগোড়া বোতাম আঁটা, কলারটা ওল্টানো, আস্তিন থেকে বেরিয়ে আসা সরু কব্জিতে কফ বা শার্টের

চিহ্নও নেই। তিনি কথা বলছেন নীচু গলায় প্রতিটি শব্দ সযত্নে বেছে নিয়ে। শুনলে মনে হয়, লোকটি পণ্ডিত, কিন্তু ভাগ্যের হাতে বড় মার খেয়েছেন।

হোমস বলল, 'কয়েকদিন হয়ে গেল জিনিসগুলি আমরা রেখে দিয়েছি, কারণ আপনার ঠিকানাসহ একটি বিজ্ঞাপন আমরা আশা করেছিলাম। আমরা তো বুঝতেই পারলাম না আপনি বিজ্ঞাপন দেন নি কেন।'

আগন্তুক বেহায়ার মত হেসে উঠলেন। বললেন, 'আগেকার মত এখন আর আমার হাতে প্রচুর শিলিং নেই। যে বদমাইস লোকগুলি আমাকে আক্রমণ করেছিল তারাই যে আমার টুপি আর পাখিটা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কাজেই জিনিসগুলি ফিরে পাবার ব্যর্থ চেষ্টায় আরও কিছু অর্থ ব্যয় করতে আমি চাই নি।'

'খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা কথা – পাখিটাকে আমরা বাধ্য হয়ে খেয়ে ফেলেছি।'

'খেয়ে ফেলেছেন!' আগন্তুক উত্তেজনায় চেয়ার থেকে অর্ধেকটা উঠে পড়লেন।

'হ্যাঁ। না খেয়ে ফেললেও কারও কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু আমি মনে করি, সাইডবোর্ডের উপরে অন্য যে পাখিটা রয়েছে সেটাও একই ওজনের, খুব তাজা, এবং আপনার উদ্দেশ্য সব রকমেই সিদ্ধ হবে।'

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মি: বেকার বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

'অবশ্য আপনার পাখিটার পালক, ঠ্যাং, পাকস্থলী ইত্যাদি সবই রেখে দিয়েছি, যদি চান তো '

লোকটি প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল। বলল, 'আমার অভিযানের স্মৃতি হিসেবে সেগুলি দরকার হতে পারে কিন্তু তার বাইরে আমার ঐ প্রাক্তন বন্ধুর নাড়িভুঁড়ি আমার কোন কাজে লাগবে আমি জানি না! না স্যার, বরং আপনার অনুমতি পেলে সাইডবোর্ডের উপর যে উৎকৃষ্ট পাখিটি দেখতে পাচ্ছি সেটার প্রতিই আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই।'

শার্লক হোমস ঈষৎ ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকাল।

তারপর বলল, 'তাহলে এই আপনার টুপি, আর ওই আপনার পাখি। ভাল কথা, সে পাখিটা কোথায় পেয়েছিলেন সেকথা আমাকে বলতে কি আপনি বিরক্ত বোধ করবেন? আমি খুব কুক্কুটপ্রিয়। কিন্তু আপনার হাঁসের চাইতে বাড়ন্ত হাঁস আমি কদাচিৎ দেখেছি।'

আসন ছেড়ে উঠে নবলব্ধ সম্পত্তিটাকে বগলদাবা করে বেকার বললেন, 'ঠিক বলেছেন স্যার। মিউজিয়ামের নিকটবর্তী আলফা ইন-এ আমরা জনকয় প্রায়ই যাই, মানে দিনের বেলা আমাদের মিউজিয়ামের ভিতরেই পাবেন। এ

বছর আমাদের হোটেলওয়ালা— তার নাম উইণ্ডিগেট—একটা হাঁস-ক্লাব বসিয়েছিলেন। সেখানে সপ্তাহ পিছু কয়েক পেনি করে দেওয়ায় খৃস্টমাসের সময় আমাদের একটা করে পাখি পাওনা হয়। আমার পেনি পুরোই দেওয়া ছিল। তার পরের ঘটনা তো আপনি সবই জানেন। আপনার কাছে আমি খুব ঋণী হলাম, কারণ এই স্কচ টুপি আমার বয়স বা মর্যাদা কোনটারই উপযোগী নয়।' ভাড়সুলভ আড়ম্বরের সঙ্গে গম্ভীরভাবে আমাদের উভয়কে অভিবাদন জানিয়ে সে তার পথে চলে গেল।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে হোমস বলল, 'মিঃ হেনরি বেকারের এখানেই ইতি। একথা নিশ্চিত যে এ ব্যাপারের কিছুই সে জানে না। তোমার ক্ষিধে পেয়েছে কি ওয়াটসন?'

'তেমন নয়।'

'তাহলে আমি বলি কি সান্ধ্য ভোজনটাকে নৈশ ভোজনে পরিবর্তিত করা যাক, আর তৎক্ষণ টাটকা টাটকা এই সূত্রটাকে অনুসরণ করা যাক।'

'খুব ভাল কথা।'

বাইরে শীতার্ত রাত। আমরা আলস্টার চাপিয়ে গলাবন্ধ জড়িয়ে নিলাম। নির্মেঘ আকাশে তারার আলোও যেন শীতে কাঁপছে। পথচারীদের নিঃশ্বাসে ধোঁয়া বেরুচ্ছে পিস্তলের গুলির মত। ডক্টরস কোয়ার্টার, উইম্পল স্ট্রীট, হার্লে স্ট্রীট পেরিয়ে উইগমোর স্ট্রীটের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা অক্সফোর্ড স্ট্রীটে পড়লাম। আমাদের পায়ের শব্দ বেশ জোরে জোরে বাজতে লাগল। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা আলফা ইন-এর ব্লুমসবেরীতে পৌঁছলাম। হলবর্ণ যাবার একটি রাস্তার উপরে এই হোটেলটি অবস্থিত। দরজাটা ঠেলে বার-এর ভিতরে ঢুকে হোমস সাদা এপ্রোন পরা লাল মুখ মালিককে দু'গ্লাস বীয়ারের অর্ডার দিল।

বলল, 'আপনার হাঁসগুলো যেমন ভাল, আশা করি বীয়ারও সেইরকম ভাল হবে।'

'আমার হাঁস!' লোকটি বিস্মিত হল।

'হ্যাঁ। আপনার হাঁস ক্লাবের সদস্য মিঃ হেনরি বেকারের সঙ্গে মাত্র আধ ঘণ্টা আগেই আমার কথা হল যে।'

'ওহো, তাই বলুন। কিন্তু দেখুন স্যার, সেগুলো আমাদের হাঁস নয়।'

'বটে! তাহলে কাদের?'

'দেখুন, কোভেন্ট গার্ডেনএর একজন বিক্রেতার কাছ থেকে আমি দু' ডজন কিনেছিলাম।'

'বটে! তাদের অনেককে তো আমি চিনি। কে বলুন তো?'

'ব্রেকিনরিজ তার নাম।'

'ওঃ ! তাকে আমি চিনি না। আচ্ছা, আপনার স্বাস্থ্য পান করা যাক। আপনার হোটেলের শ্রীবৃদ্ধি হোক। শুভ রাত্রি।'

বাইরে শীতার্ত বাতাসে পা দিয়ে কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে সে বলতে লাগল, 'এবার মিঃ ব্রেকিনরিজ। মনে রেখ ওয়াটসন, যদিও আমাদের একদিকে আছে একটি সাধারণ হাঁস, অপরদিকে কিন্তু আছে একটি মানুষ, যার নির্দোষিতা যদি আমরা প্রমাণ করতে না পারি তাহলে নির্ঘাৎ তার সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হবে। এমনও হতে পারে যে আমাদের তদন্তের ফলে তার অপরাধই প্রমাণিত হবে। কিন্তু সে যাইহোক, তদন্তের এমন একটা সূত্র ঘটনাক্রমে আমাদেব হাতে এসেছে যেটা পুলিশের হাত ফস্কে গেছে। সেই সূত্রকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করতেই হবে। সুতরাং দক্ষিণ দিকে মুখ ফেরাও—কুইক মার্চ।'

হলবর্ন পার হয়ে এণ্ডেল স্ট্রীট ছাড়িযে অনেকগুলো আকাবাঁকা বস্তির ভিতর দিয়ে কোভেন্ট গার্ডেন মার্কেটে পৌছলাম। একটা বড দোকানে ব্রেকিনরিজের নাম লেখা। তাব মালিকের জুয়াডির মত চেহারা, ধারালো মুখ, ছাটা ছুঁচলো গোঁফ। একটা ছেলেকে দোকানেব ঝাপ তুলতে সাহায্য করছিল।

হোমস বলল, 'শুভ সন্ধ্যা। আজ রাতটা বডই ঠাণ্ডা।'

দোকানদারটি মাথা নেডে আমার সঙ্গীর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

শ্বেত পাথরের ফাঁকা জায়গা দেখিয়ে হোমস বলল, 'দেখছি সব হাঁস বিক্রি হয়ে গেছে।'

'কাল সকালে পাঁচ শ' দিতে পারি।'

'তাতে কাজ হবে না।'

'দেখুন, গ্যাসের আলো জ্বালা যে দোকানটি দেখছেন ওখানে কিছু পেতে পারেন।'

'কিন্তু তিনি যে আপনার কথাই বলেছিলেন।'

'কে ?'

"আলফা"-র মালিক।'

'তা বটে। দু' ডজন তাকে পাঠিয়েছিলাম।'

পাখিগুলো খুব ভাল ছিল। আচ্ছা, সেগুলো কোথায় পেয়েছিলেন ?'

এ প্রশ্নে দোকানদারটি রেগে উঠল দেখে আমি বিস্মিত হলাম।

মাথা সোজা করে কোমরে হাত দিয়ে সে বলে উঠল, 'আরে মিস্টার, আপনি কি বলতে চান ? যা বলবার সোজাসুজি বলুন।'

'কথা তো খুব সোজা। আমি শুধু জানতে চাই, 'আল্‌ফা'-কে আপনি যে হাঁসগুলি দিয়েছিলেন সেগুলো আপনাকে কে বেচেছিল?'

'তা আপনাকে বলব না। তারপর?'

'বেশ তো, এটা এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এরকম একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আপনি এমন গরম হচ্ছেন কেন?'

'গরম! আমার মত বিরক্ত হতে হলে আপনিও গরম হতেন। ভাল টাকা দিয়েছি, ভাল মাল কিনেছি, বাস, সেখানেই শেষ হয়ে গেল। তা নয়, "সে হাঁসগুলো কোথায়?" "হাঁসগুলো কাকে বিক্রি করেছ?" "সে হাঁসগুলোর জন্য কত দাম চাও?" এমন সব সাত-সতেরো শুনলে মনে হয় পৃথিবীতে বুঝি ওগুলো ছাড়া আর হাঁস নেই।'

হোমস হাল্কাভাবে বলল, 'দেখুন, কারা কি খোঁজ-খবর করছে তার সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। আপনি যদি না বলেন, বাজিটা মারা গেল, বাস। পাখির ব্যাপারে আমি কিন্তু যা বলব তা বলবই। আমি পাঁচ পেনি বাজি ধরেছি, যে পাখিটা খেয়েছি সেটা গাঁয়ের পাখি।'

'তাহলে আপনি পাঁচ পেনি হেরে গেছেন। ওটা শহরের পাখি,' দোকানদার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল।

'তা তো মনে হয় না।'

'আমি বলছি তাই।'

'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'আপনি কি মনে করেন পাখির ব্যাপারে আপনি আমার থেকে বেশী জানেন? বাচ্চা বয়স থেকে আমি পাখি নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। আমি বলছি, 'আল্‌ফা'-তে যেগুলো পাঠানো হয়েছিল সেগুলো সব শহুরে পাখি।'

'আপনি আমাকে সেকথা বিশ্বাস করাতে পারবেন না।'

'বেশ, বাজী রাখবেন?'

'তাতে আপনার টাকাই যাবে, কারণ আমি জানি যে আমার কথাই ঠিক। আমি বাজি ধরছি একটা স্বর্ণমুদ্রা! যাতে আর কখনও এরকম একগুঁয়ে না হন সে শিক্ষা আপনাকে দিতে চাই।'

দোকানদার মুখ টিপে হেসে বলল, 'বিল, খাতাগুলো নিয়ে আয়।'

ছোকরাটি একখানা পাতলা খাতা ও একখানা মোটা খাতা দু'খানাই ঝোলানো বাতির নীচে রাখল।

দোকানদার বলল, 'দেখুন অভ্রান্ত মশায়, ভেবেছিলাম সব হাঁস ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনই দেখতে পাবেন যে আমার দোকানে এখনও একটি আছে।

এই ছোট খাতাটা দেখছেন?'

'এটা কি?'

যাদের কাছ থেকে মাল কিনি এটা তাদের তালিকা। দেখতে পাচ্ছেন? এই পাতার এইখানে আছে গ্রামের লোকদের নাম আর তাদের নামের পাশে যে সংখ্যা আছে সেটা হল বড় লেজারের যে পাতায় তাদের হিসাব আছে তার পৃষ্ঠা সংখ্যা। এবার লাল কালিতে লেখা আরেকটা পাতা দেখতে পাচ্ছেন? এটা হচ্ছে শহরের সরবরাহকারীদের তালিকা। এবার, তৃতীয় নামটা দেখুন। জোরে পড়ে শোনান।'

'মিসেস ওকশট, ১১৭ ব্রিক্সটন রোড ২৪৯,' হোমস পড়ল।

'ঠিক আছে। এবার লেজার খুলুন।'

হোমস নির্দিষ্ট পাতাটি খুলে পড়ল, 'এইতো পেয়েছি, "মিসেস ওকশট, ১১৭ ব্রিক্সটন রোড, ডিম ও হাঁস-মুরগী সরবরাহকারী।'

'ওখানে শেষ কি লেখা আছে?'

"ডিসেম্বর ২২। চব্বিশটা হাঁস ৭ শিলিং ৬ পেনি দরে।"

'ঠিক তাই। এইবার বুঝুন। আর তার নীচে?'

"বিক্রি করা হয় 'আল্‌ফা'-র মিঃ উইণ্ডিগেটকে ১২ শিলিং দরে।"

'এরপর কি বলতে চান?'

শার্লক হোমসকে খুব দুঃখিত দেখাল। পকেট থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে পাথরের উপর ছুঁড়ে দিল। তারপর এমনভাবে বেরিয়ে এল যেন তার বিরক্তি কথায় প্রকাশিতব্য নয়। কয়েক গজ এগিয়ে একটা ল্যাম্প-পোষ্টের নীচে এসে সে দাঁড়াল এবং এমন প্রাণখোলা নিঃশব্দ হাসি হাসতে লাগল যেটা তারই একান্ত বৈশিষ্ট্য।

তারপর বলল, 'যখনই কোন মানুষের ঐরকম ছাটের গোঁফ দেখবে এবং তার পকেটে দেখতে পাবে রেসের বই উঁকি দিচ্ছে, তখনই জানবে বাজির কথা হলেই সে টোপ গিলবে। আমি জোর গলায় বলতে পারি এক শ' পাউণ্ডও যদি তার সামনে ফেলে দিতাম তাহলেও এত পরিপূর্ণ বিবরণ আমি পেতাম না যেটা সে বাজির নেশায় অনায়াসেই আমাকে জানিয়ে দিল। দেখ ওয়াটসন, মনে হচ্ছে আমাদের কাজ শেষ হয়ে এসেছে। এখন একটি মাত্র বিষয় স্থির করতে হবে—মিসেস ওকশটের কাছে আজ রাতেই যাব, না সেটা আগামীকালের জন্য রেখে দেব। ঐ খেঁকি লোকটা যা বলল তাতে বোঝা যাচ্ছে আমরা ছাড়া আরও অনেকে এব্যাপারে নাক গলাচ্ছে। কাজেই আমার উচিত -'

তার কথা শেষ হবার আগেই যে দোকান থেকে আমরা এইমাত্র বেরিয়ে এলাম সেখানে একটা জোর হট্টগোল শোনা গেল। পিছন ফিরে দেখলাম,

ঝুলন্ত বাতির থেকে ছিটকে পড়া হলদে আলোর বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোটখাট ইঁদুর-মুখো লোক, আর দোকানদার ব্রেকিনরিজ দরজায় দাঁড়িয়ে প্রবলভাবে সে বেচারিকে ঘুষি দেখাচ্ছে।

সে চীৎকার করে বলছে, 'তোমার মত অমন অনেক হাঁসওয়ালা দেখেছি। তোমরা সব জাহান্নামে যাও। ফের যদি হাঁস-হাঁস করে আমাকে বিরক্ত কর তাহলে কুকুর লেলিয়ে দেব, হাঁ। মিসেস ওকশটকে নিয়ে এস, যা বলবার তাকেই বলব। তুমি কে হে? তোমার কাছ থেকে কি আমি হাঁস কিনেছি?'

লোকটি প্যান-প্যান করতে লাগল 'না, না, তা নয়, তবে ওই হাঁসের মধ্যে একটা ছিল আমার।'

'বেশ তো, সেই মিসেস ওকশটের কাছ থেকেই চেয়ে নাও গে।'

'সে যে বলল তোমার কাছে চাইতে?'

'ভাল জ্বালা। ইচ্ছা হয় তুমি প্রুশিয়ার রাজার কাছে চাও গে, তাতে আমার কি? খুব হয়েছে, এখন ভাগো হিঁয়াসে।' সে ক্রুদ্ধভাবে এগিয়ে যেতেই অপর লোকটি অন্ধকারে গা ঢাকা দিল।

হোমস ফিসফিস করে বলে উঠল, 'আচ্ছা, ব্রিক্সটন রোডে যাওয়ার হাত থেকে বোধ হয় বাঁচা গেল। চলে এস, দেখা যাক এই লোকটার কাছ থেকে কিছু আদায় হয় কিনা।' আলোকিত দোকানের সামনে ইতস্তত ভীড় করা লোক-গুলোকে ঠেলে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সে ছোটখাট লোকটাকে ধরে ফেলল। তার কাঁধে হাত রাখতেই সে লাফ দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। গ্যাসের আলোয় দেখতে পেলাম, তার মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেছে।

কাঁপা গলায় সে বলে উঠল, 'আপনি কে? কি চান?'

শান্ত গলায় হোমস বলল, 'ক্ষমা করবেন, ঐ দোকানদারকে এইমাত্র যেসব কথা আপনি বলছিলেন সেগুলো আমার কানে এসেছে। মনে হয় এবিষয়ে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'আপনি? আপনি কে? আপনি এসব জানলেন কেমন করে?'

'আমার নাম শার্লক হোমস। অন্য লোক যা জানে না তা জানাই আমার কাজ।'

'কিন্তু এবিষয়ে কিছু তো আপনার জানবার কথা নয়।'

'ক্ষমা করবেন, আমি সব জানি। আপনি এমন একটা হাঁসের খোঁজ করছেন যেটা ব্রিক্সটন রোডের মিসেস ওকশট বিক্রি করেছে দোকানদার ব্রেকিনরিজকে, সে আবার বিক্রি করেছে "আলফা"র মিঃ উইণ্ডিগেটকে, সে বিক্রি করেছে তার ক্লাবকে এবং মিঃ হেনরি বেকার সেই ক্লাবের একজন সদস্য।'

'ওঃ স্যার, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই তো আমি চেয়েছি, তুহ কাম্পত

হাত বাড়িয়ে লোকটি বলে উঠল। 'এ ব্যাপারে আমার যে কত আগ্রহ তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।'

রাস্তা থেকে একটা চার চাকার গাড়ি ডেকে শার্লক হোমস বলল, 'এই ঝড়ে বাজারের মধ্যে না দাঁড়িয়ে একটা গরম ঘরে বসে এ বিষয়ে আলোচনা করাই ভাল। কিন্তু এ বিষয়ে আরও এগোবার আগে দয়া করে যদি বলেন, কাকে সাহায্য করতে আমরা চলেছি—'

লোকটি একমুহূর্ত ইতস্তত করে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, 'আমার নাম জন রবিন্সন।'

হোমস মিষ্টি গলায় বলল, 'উঁ হু হু, আসল নাম বলুন। ওসব ওরফে নাম নিয়ে কাজ করা যায় না।'

আগন্তুকের সাদা গাল দুটি লাল হয়ে উঠল। সে বলল, 'তাহলে বলি, আমার আসল নাম জেমস রাইডার।'

'ঠিক তাই। হোটেল কসমোপলিটানএর প্রধান পরিচারক। দয়া করে গাড়িতে উঠুন। আপনি যা যা জানতে চান সব বলব।'

অর্ধেক ভয় অর্ধেক আশায় ভরা চোখে লোকটি একবার হোমসের দিকে একবার আমার দিকে তাকাতে লাগল। তার সামনে সৌভাগ্যের দরজা না বিপদের বেড়াজাল সেটা যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। ধীরে ধীরে সে গাড়িতে উঠল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বেকার স্ট্রীটের বসবার ঘরে উপনীত হলাম। সারা পথ আর কোন কথাই হয় নি। কিন্তু আমাদের নবাগত সঙ্গীটির ভারী নিঃশ্বাস এবং অনবরত দুই হাত জড়িয়ে ধরা ও খুলে ফেলা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তার স্নায়ুর উপর কিরকম চাপ পড়েছে।

ঘরে ঢুকে হোমস সানন্দে বলে উঠল, 'এসে পড়েছি। আজকের এই আবহাওয়ায় আগুনটার খুবই দরকার। মিঃ রাইডার, আপনার বেশ শীত করছে মনে হচ্ছে। ওই বাস্কেট চেয়ারটায় বসুন। আপনার ব্যাপারটা মেটাবার আগে আমি চটিটা পরে নিচ্ছি। হ্যাঁ, এইবার বলুন। আপনি জানতে চান সে হাঁসগুলোর কি হল, এই তো?'

'হ্যাঁ স্যার।'

বরং বলা যাক একটা হাঁস। নিশ্চয় সেই একটা পাখির ব্যাপারেই আপনার আগ্রহ—সাদা রং, লেজে কালো টান।'

রাইডার আবেগে কাঁপতে লাগল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ঠিক স্যার। বলতে পারেন সে পাখিটা কোথায় গেল?'

'এখানেই এসেছিল।'

'এখানে?'

'হ্যাঁ। পাখিটা খুব উল্লেখযোগ্য। আপনার যে ওটার ব্যাপারে খুব

আগ্রহ হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মারা যাবার পরে পাখিটা একটা ডিম দিয়েছে—হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল একটি ছোট নীল ডিম। এমনটি কখনও দেখা যায় না। আমার মিউজিয়ামে সেটা রেখে দিয়েছি।'

আগন্তুক টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত দিয়ে ম্যাণ্টেলপিসটা চেপে ধরল। হোমস সিন্দুকের তালা খুলে নীল পদ্মরাগ মণিটা তুলে ধরল। সেটা নক্ষত্রের মত ঝলমলিয়ে উঠল। রাইডার হাঁ করে সেটা দেখতে লাগল, যেন দাবী জানাবে কি অস্বীকার করবে ঠিক বুঝতে পারছে না।

হোমস শান্তভাবে বলল, 'রাইডার, খেলা শেষ। আরে, সোজা হয়ে দাঁড়াও, নইলে আগুনের মধ্যে পড়ে যাবে যে। ওয়াটসন, ওকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দাও তো। দোষ করে শাস্তি এড়িয়ে যাবার মত রক্তের জোর ওর নেই। একমাত্রা ব্র্যাণ্ডি ওকে দাও। ঠিক আছে। এবার ওকে একটু মানুষের মত দেখাচ্ছে। কী চিংড়ি মাছরে বাবা!'

পা টলে লোকটা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। ব্র্যাণ্ডি খেয়ে গালে একটু রং লাগল। ত্রস্ত চোখ মেলে অভিযোক্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

'সবগুলো সুতোই আমার হাতের মধ্যে এসেছে। প্রয়োজনীয় সব প্রমাণও পেয়েছি। তোমার বলবার মত বিশেষ কিছু বাকি নেই। তবু কেসটা পূর্ণ করবার জন্য যেটুকু বাকি আছে বলে ফেল। মোরকারের কাউন্ট-পত্নীর এই নীল পাথরের কথা তুমি আগেই শুনেছিলে?'

ভাঙা গলায় সে বলল, 'ক্যাথারিন কুসাক আমাকে বলেছিল।'

'তাই বুঝি! মাননীয় মহিলার পরিচারিকা। দেখ, হঠাৎ বড়লোক হবার লোভ সংবরণ করা তোমার পক্ষে শক্ত। তোমার আগেও তোমার চাইতে অনেক ভাল লোকের পক্ষেও শক্ত হয়েছে। কিন্তু যেপথ তুমি নিয়েছিলে সেটা সুবিবেচনার পরিচায়ক নয়। রাইডার, দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে একটা ক্ষুদে শয়তান বাসা বেঁধে আছে। তুমি জানতে যে মিস্ত্রি হর্ণার এ-ধরনের ব্যাপারে আগেও ধরা পড়েছে, কাজেই সন্দেহটা তার উপর পড়বে। তখন তুমি কি করলে? তুমি আর তোমার সহযোগিনী কুসাক মহিলার ঘরে ঢুকে একটু হাত সাফাইয়ের কাজ করলে। তারপর ঐ লোকটাকে ডেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে। আর সে চলে গেলে রত্ন-পেটিকাটি খুলে রেখে হৈ-চৈ শুরু করে দিলে। ফলে ঐ হতভাগা লোকটি গ্রেপ্তার হল। তখন তুমি—'

সহসা রাইডার মেঝের উপর উবুড় হয়ে পড়ে বন্ধুবরের হাঁটু জড়িয়ে ধরল। আর্তনাদ করে বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই, দয়া করুন। আমার বাবার কথা—আমার মায়ের কথা ভাবুন। একথা শুনলে তাদের বুক ভেঙে যাবে। এর আগে আর কখনও আমি পাপ করি নি। ভবিষ্যতেও করব না। আমি দিব্যি

করছি। বাইবেলের নামে দিব্যি করছি। দয়া করে এটাকে আদালতে নেবেন না। খৃস্টের দোহাই, নেবেন না।'

হোমস কড়া গলায় বলল, 'চেয়ারে গিয়ে বস। এখন পায়ে ধরা তো সোজা। কিন্তু বেচারি হর্ণার, যে বিনা অপরাধে কাঠগড়ায় যাচ্ছিল তার কথাতো একবারও ভাব নি।'

'মিঃ হোমস, আমি পালিয়ে যাব। এদেশ থেকেই চলে যাব। তাহলেই তার বিরুদ্ধে মামলা ফেঁসে যাবে।'

'হুম। পরে কথা হবে। এখন তোমার পরবর্তী কাজের একটা সত্য বিবরণ দাও। হাঁসের পেটে পাথরটা গেল কেমন করে? হাঁসটাই বা খোলা বাজারে গেল কেমন করে? সত্য কথা বল, কারণ সেইটেই তোমাব বাঁচবাব একমাত্র আশা।'

রাইডার তার শুকনো ঠোঁটের উপর জিভটা বুলিয়ে নিল। তারপর বলতে লাগল, 'ঠিক যেমনটি ঘটেছিল তেমনটি বলব স্যার। হর্ণার গ্রেপ্তার হতেই মনে হল, এখনই পাথরটা সরিয়ে ফেলা দরকার। আমাকে ও আমার ঘরখানা তল্লাসী করবার কথা কখন যে পুলিশের মাথায় ঢুকবে তা তো বলা যায় না। হোটেলের ভিতরে এমন কোন নিরাপদ ঘর নেই। একটা কাজের ছুতো করে বেরিয়ে আমার বোনের বাড়িব দিকে পা বাড়ালাম। সে ওকশট নামক একজনকে বিয়ে করে ব্রিক্সটন রোডে থাকত। সেখানে সে বিক্রির জন্য পাখি পুষত। সারাটা পথ যাকে দেখি তাকেই মনে হয় পুলিশ বা গোয়েন্দা। ফলে সেই শীতের রাতেও ব্রিক্সটন রোডে পৌঁছবার আগেই আমার মুখ বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। বোন জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কি, আমি এ রকম ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছি কেন। বললাম, হোটেলের রত্ন-ডাকাতির জন্য আমি খুব উতলা হয়ে পড়েছি। তারপর বাড়ির পিছনে গিয়ে একটা পাইপ ধরিয়ে ভাবতে লাগলাম, কি করলে সবচেয়ে ভাল হয়।

'একসময় আমার মড্‌স্‌লি নামে এক বন্ধু ছিল। সে একেবারে গোল্লায় গিয়েছিল এবং পেন্টনভিলে দিন কাটাচ্ছিল। একদিন সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কথায় কথায় চোরদের কথা এবং কিভাবে তারা চোরাই মাল পাচার করে সেকথাও বলছিল। তার কিছু কিছু ব্যাপার স্যাপার আমি জানতাম, তাই মনে করলাম যে সে আমাকে ফাঁসাবে না। তাই মনস্থির করে ফেললাম,— কিলবার্নে তার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলব। পাথরটাকে কি করে টাকায় পরিবর্তিত করা যায় সেটা সেই আমাকে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু নিরাপদে তার কাছে পৌঁছব কি করে? মনে পড়ল, হোটেল থেকে বেরোবার সময় কী যন্ত্রণা আমার হচ্ছিল। যে কোন মুহূর্তে আমাকে ধরে তল্লাসী হতে পারে। অথচ পাথরটা তখনও আমার ওয়েস্টকোটের পকেটে। সেই সময়ে আমি দেয়ালে

হেলান দিয়ে আমার পায়ের কাছে ঘুরে বেড়ানো হাঁসগুলোকে দেখছিলাম। হঠাৎ এমন একটা ফন্দি আমার মাথায় এসে গেল যার দ্বারা যেকোন উঁচু গোয়েন্দাকে আমি হার মানাতে পারব।

'কয়েক সপ্তাহ আগে বোন আমাকে বলেছিল যে বড়দিনের উপহারস্বরূপ তার একটা বাছাই হাঁস আমি পেতে পারি। আমি জানতাম বোনটির যা কথা তাই কাজ। অতএব আমার হাঁস আমি এখনই নেব এবং তার ভিতরে করেই পাথরটাকে কিলবার্নে নিয়ে যাব। উঠোনে একটা ছোট চালাঘর ছিল। একটা বেশ বড় সাদা, লেজের দিকে ডোরা-কাটা হাঁসকে তাড়িয়ে চালাঘরের পিছনে নিয়ে গেলাম। হাঁসটাকে জাপটে ধরে ঠোঁট ফাঁক করে যতদূর আঙুল ঢোকে পাথরটাকে তার গলা দিয়ে ঠেলে নামিয়ে দিলাম। হাঁসটা ঢোক গিলল। আমি বুঝতে পারলাম, পাথরটা খাদ্যনালী বেয়ে পাকস্থলীতে চলে গেল। হাঁসটা কিন্তু পাখা ঝাপটাতে লাগল। বোন ছুটে এসে ব্যাপার কি জানতে চাইল। তার সঙ্গে কথা বলবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই পাজি হাঁসটা ছিটকে গিয়ে অন্য হাঁসের সঙ্গে মিশে গেল।

'সে জিজ্ঞাসা করল, "পাখিটাকে নিয়ে কি করছিলে জেম ?"

'আমি বললাম, "বড়দিনে তুমি আমাকে একটা হাঁস দেবে বলেছিলে ? তাই দেখছিলাম কোন্‌টা সবচাইতে মোটাসোটা।"

সে বলল, "এই কথা! তোমার জন্য একটা আলাদা করেই রেখেছি। সেটাকে আমরা বলি—জেমের হাঁস। ওই যে ওখানে একটা বড় সাদা হাঁস দেখছ, ওইটে। ওরকম ছাব্বিশটা আছে। একটা তোমার, একটা আমাদের আর দু'ডজন বাজারের জন্য।"

"ধন্যবাদ ম্যাগি," আমি বললাম। "তোমার কাছে যখন সবই সমান, যেটা এইমাত্র ধরেছিলাম আমি সেইটেই চাই।"

'সে বলল, "অন্যটা কিন্তু তিন পাউণ্ড বেশী ওজনের। তোমার জন্যই ভাল করে খাইয়ে মোটা করা হয়েছে।"

"তা হোক। আমি এইটেই চাই। আর এটাকে এখনই নিয়ে যাব" আমি বললাম।'

'বিরক্ত হয়ে সে বলে উঠল, "যা খুশি কর। তাহলে কোন্‌টা চাও ?"

"ঝাঁকের ঠিক মাঝখানে যেটা আছে—ওই যে লেজের দিকে ডোরাকাটা সাদাটা।"

"বেশ। ওটাকে জবাই করে নিয়ে যাও।"

'দেখুন মিঃ হোমস, তার কথামত কাজ সেরে হাঁসটাকে নিয়ে ছুটলাম কিলবার্ন। ম্যাওডকে সব কথা খুলে বললাম, কারণ তার মত লোককে ও কথা বলা শক্ত কিছু নয়! সে তো হেসে দম আটকে মরে আর কি। তারপর

একটা ছুরি এনে হাঁসটার পেট চিরে ফেললাম। আমি যেন অথৈ জলে পড়লাম। পাথরের চিহ্নমাত্র সেখানে নেই। বুঝলাম একটা ভয়ংকর ভুল হয়ে গেছে। হাঁসটাকে ফেলেই ছুটলাম বোনের বাড়ি। পিছনের উঠোনে গিয়ে দেখি একটা হাঁসও নেই।

'চীৎকার করে বললাম, "ম্যাগি, হাঁসগুলো কোথায় ?"

"দোকানদারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"কোন্ দোকানদার ?"

"ব্রেকিনরিজ। কোভেন্ট গার্ডেন এ তার দোকান।"

"আমি যেটা বেছে নিয়েছিলাম সেইরকম লেজের দিকে ডোরা-কাটা আর কোন হাঁস ছিল কি ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ জেম, ডোরা-কাটা ল্যাজওয়ালা দুটো হাঁস ছিল। সে দুটোকে আমি কখনও আলাদা করে চিনতে পারতাম না।"

'সবই জলের মত পরিষ্কার দেখতে পেলাম। যত জোরে পা চলে ছুটতে ছুটতে ব্রেকিনরিজের কাছে গেলাম। কিন্তু সে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সবগুলো হাঁস বেচে দিয়েছে। কার কাছে বেচেছে সে সম্পর্কে একটা কথাও বলতে চাইল না। আপনারাও তো তার কথাগুলি শুনেছেন। যতবার গেছি, ওই একই জবাব দিয়েছে। আমার বোন ভাবছে, আমি পাগল হয়ে গেছি। এক এক সময় নিজেরই মনে হয়, পাগলই হয়ে গেছি। আর এখন—এখন আমি একটা দাগী চোর, অথচ যেজন্য আমার চরিত্র পর্যন্ত খোয়ালাম তা আমি স্পর্শও করি নি। ঈশ্বর আমার সহায় হোন ! ঈশ্বর আমার সহায় হোন।' দুই হাতে মুখ ঢেকে সে ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

অনেকক্ষণ নীরবে কাটল। শুধু শোনা গেল তার ভারী নিঃশ্বাস আর টেবিলের কোণায় শার্লক হোমসের আঙুলের পরিমিত তাল ঠোকার শব্দ। তারপর বন্ধুবর উঠে দরজাটা খুলে দিল।

'বেরিয়ে যাও !' সে বলল।

'কি ! ওঃ, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

'আর একটা কথা নয়, বেরিয়ে যাও।'

আর কোন কথার প্রয়োজনও ছিল না। সিঁড়িতে খট্ খট্ আওয়াজ, দরজা বন্ধ করার ঝন্ ঝন্ শব্দ, আর রাস্তায় ধাবমান পদধ্বনি শোনা গেল।

মাটির পাইপটার দিকে হাত বাড়িয়ে হোমস বলল, 'দেখ ওয়াটসন, পুলিশের গাফিলতির ক্ষতিপূরণ করবার জন্য তারা তো আমাকে পয়সা দেয় না। হর্নারের যদি বিপদ হত, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এ ব্যাটা তার বিরুদ্ধে আর যাবে না, কাজেই মামলা ফেঁসে যাবেই। মনে হচ্ছে পারছি যে আমি একটা

অন্যায় করছি, কিন্তু এও তো হতে পারে যে আমি একটি মানুষকে রক্ষা করলাম। এই লোকটি আর কখনও অন্যায় কাজ করবে না। সে ভীষণ ভয় পেয়েছে। এখন যদি তাকে জেলে পাঠাও, সে সারা জীবনের মত জেল-ঘুঘু হয়ে যাবে। তাছাড়া, এই তো ক্ষমার সময়। ঘটনাক্রমে একটা অদ্ভুত খেয়ালি সমস্যা আমাদের হাতে এসেছিল। সমাধানই তার একমাত্র পুরস্কার। দয়া করে যদি ঘণ্টাটা বাজাও ডাক্তার, তাহলে আমরা আর একটা তদন্ত শুরু করতে পারি,—তারও প্রধান উপাদান একটি পাখি।'

বিচিত্র বন্ধনী

The speckled band

গত আট বছর ধরে আমার বন্ধু শার্লক হোমসের কর্ম-পদ্ধতির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে যে সত্তরটির বেশী কেসের বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করে রেখেছি সেগুলির উপর চোখ বুলোতে গিয়ে দেখছি তাদের মধ্যে অনেকগুলি বিয়োগান্ত কিছু হাসির খোরাক, বহুসংখ্যক বিস্ময়কর, কিন্তু কোনটাই গতানুগতিক নয়, কারণ অর্থ উপার্জন অপেক্ষা শিল্পানুরাগের বশেই সে কাজ করে, আর তাই অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত ঘটনা না হলে তার সঙ্গে নিজেকে সে জড়িতই করে না। এইসব বিচিত্র ঘটনার মধ্যেও স্টোক মোরানের বিখ্যাত রয়লট পরিবারের সঙ্গে জড়িত অদ্ভুত ঘটনার মত আর একটা ঘটনাও আমি স্মরণ করতে পারি না। আলোচ্য ঘটনাগুলি ঘটেছিল হোমসের সঙ্গে আমার পরিচয়ের প্রথম দিকে যখন বেকার স্ট্রীটে আমরা দুই অবিবাহিত যুবক একই বাসায় বাস করতাম। যদি সেসময় এ ঘটনার সবকিছু গোপন রাখবার প্রতিশ্রুতি আমি না দিতাম, তাহলে হয়তো আরও অনেক আগেই একে আমি প্রকাশ করতাম। অবশ্য যে মহিলার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম গত মাসে তার অকাল মৃত্যুর ফলে আজ আমি সে প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি পেয়েছি। তাছাড়া ঘটনাগুলিকে এখন প্রকাশ করাও দরকার, কারণ ডাঃ গ্রিম্‌স্‌বি রয়লটের মৃত্যু সম্পর্কে এমন সব গুজব বহুলভাবে রটেছে বলে আমার কানে এসেছে, যাতে সমস্ত ব্যাপারটা প্রকৃত সত্য অপেক্ষাও ভয়ংকর হয়ে দেখা দিয়েছে।

১৮৮৩ সালের এপ্রিলের গোড়ার দিকে একদিন ঘুম ভাঙতেই দেখি শার্লক হোমস সাজ-সজ্জা করে আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণত সে দেরীতেই ঘুম থেকে ওঠে; ম্যান্টেলপিসের উপরে ঘড়িতে তখন মাত্র পোয়া সাতটা বাজে; তাই বিস্ময়ের সঙ্গে এবং হয়তো বা একটু বিরক্তির সঙ্গেও

আমি তার দিকে মিট মিট করে তাকালাম, কারণ আমি নিজে সব সময় নিয়মমাফিক চলি।

সে বলল, 'তোমাকে ডেকে তুললাম বলে খুবই দুঃখিত ওয়াটসন, কিন্তু আজ সকালে এটা সকলেরই বিধিলিপি। মিসেস হাডসনকে ডেকে তোলা হয়েছে, তিনি আমাকে তুলেছেন, আর আমি তোমাকে।'

'তাহলে ব্যাপার কি? আগুন নাকি?'

'না, একজন মক্কেল। একটি তরুণী খুবই উত্তেজিত অবস্থায় এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। দেখ, তরুণীরা যখন এত ভোরে মহানগরীর পথে পা দেয় এবং ঘুমন্ত লোককে ঘুম থেকে ঠেলে তোলে, তখন বুঝতে হবে খুব জরুরী কিছু বলতেই তারা আসে। সত্যি যদি কেসটা ইণ্টারেষ্টিং হয় তাহলে আমি ঠিক জানি, তুমি গোড়া থেকেই কেসটা জানতে চাইবে। তাই ভাবলাম, তোমাকে ডেকে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত।'

'প্রিয় বন্ধু, কোন কিছুর জন্যই এ সুযোগ আমি হারাতে চাই না।'

হোমসের পেশাগত তদন্তকার্যগুলির অনুধাবন করা এবং অন্তর্দৃষ্টির মত দ্রুতগতি অথচ ন্যায়-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত অনুমানের সাহায্যে যেভাবে সে সমস্যাগুলির সমাধান করে তার প্রশংসা করা অপেক্ষা তীব্রতর আনন্দ আমি আর কিছুতেই পাই না। তাড়াতাড়ি পোশাক চড়িয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে বন্ধুর সঙ্গে বসবার ঘরে হাজির হলাম। কালো পোশাক পরা একটি মহিলা জানালার ধারে বসে ছিল। তার মুখ গুণ্ঠনে ঢাকা। আমরা ঘরে ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল।

হোমস আশ্বাসের সুরে বলল, 'শুভ দিন ম্যাডাম। আমার নাম শার্লক হোমস। ইনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহযোগী ডাঃ ওয়াটসন। আমার মতই এর সামনেও অসংকোচে সব কথা বলতে পারেন। বাঃ! মিসেস হাডসন বুদ্ধি করে আগুনটা জ্বেলে দিয়েছেন দেখে খুশি হয়েছি। দয়া করে আগুনের কাছে এগিয়ে বসুন। দেখতে পাচ্ছি আপনি কাঁপছেন। আপনার জন্য এক পেয়ালা গরম কফির অর্ডার দিচ্ছি।'

অনুরোধ মত আসন পরিবর্তন করে স্ত্রীলোকটি নীচু গলায় বলল, 'আমি ঠাণ্ডার জন্য কাঁপছি না।'

'তাহলে?'

'ভয় মিঃ হোমস, ত্রাস।' কথা বলতে বলতে সে মুখের আবরণ তুলে দিল। দেখলাম তার অবস্থা সত্যি শোচনীয়; মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, চোখ দুটি চঞ্চল ও ভয়ার্ত, ঠিক যেন শিকারী তাড়িত জন্তু। তার চোখ-মুখ ও শরীরের গঠন দেখে মনে হয় তার বয়স ত্রিশ বছর; কিন্তু চুলে অকালেই পাক

ধরেছে, মুখমণ্ডল শ্রান্ত ও হতশ্রী। শার্লক হোমস তার দ্রুত ব্যাপক দৃষ্টিপাতে তাকে আগাগোড়া দেখে নিল।

সামনে ঝুঁকে তার হাতের উপর চাপড় দিতে দিতে সান্ত্বনার সুরে বলল, 'আপনার কোন ভয় নেই। শীঘ্রই সব ঠিক করে দেব। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেখছি, আপনি আজ সকালের ট্রেনে এসেছেন।'

'আপনি কি আমাকে চেনেন?'

'না। তবে আপনার বাম দস্তানার মুঠোয় একখানা ফিরতি-টিকিটের অর্ধাংশ দেখতে পাচ্ছি। খুব সকালেই রওনা দিয়েছিলেন। তবে রাস্তা খারাপ হলেও স্টেশনে পৌঁছবার আগে একা গাড়িতে অনেকটা পথ এসেছেন।'

মহিলাটি চমকে উঠে আমার সঙ্গীর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

সে হেসে বলল, 'দেখুন ম্যাডাম, এতে রহস্যের কিছু নেই। আপনার জ্যাকেটের অন্তত সাত জায়গায় কাদা ছিটকে লেগেছে। দাগগুলি খুবই সদ্য লেগেছে। একমাত্র একা গাড়ি ছাড়া আর কোন গাড়িতে এভাবে কাদা ছেটে না, আর তাও চালকের বাঁ দিকে বসলে তবেই কাদা লাগে।'

তরুণী বলল, 'আপনার যুক্তি যাই হোক, আপনার কথাগুলি ঠিক। ছ টার আগে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, লেদারহেডে পৌঁচেছি ছ'টা বেজে কুড়ি মিনিটে এবং সেখান থেকে প্রথম ট্রেন ধরে ওয়াটারলু পৌঁচেছি। স্যার, এ চাপ আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এভাবে চলতে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। আমি নির্ভর করতে পারি এরকম কেউ নেই—কেউ নেই, শুধু একজন ছাড়া, সে আমার কথা ভাবে, কিন্তু সে বেচারি কিছুই করতে পারবে না। আপনার কথা আমি শুনেছি মিঃ হোমস; মিসেস ফারিনটোসের কাছে আপনার কথা শুনেছি; তার চরম বিপদের দিনে আপনি তাকে সাহায্য করেছিলেন। তার কাছ থেকেই আপনার ঠিকানা পেয়েছি। স্যার, আপনি কি আমাকেও সাহায্য করতে পারেন না? যে ঘন অন্ধকার চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরেছে তার উপরে একটু আলো ফেলতে পারেন না? আপনার কাজের পুরস্কার দেবার ক্ষমতা আমার বর্তমানে নেই, কিন্তু দু'এক মাসের মধ্যেই আমার বিয়ে হবে, অনেক টাকা আমার হাতে আসবে, আপনি দেখবেন, তখন আমি অকৃতজ্ঞ হব না।'

হোমস ডেস্কের কাছে গিয়ে তালা খুলে একটা ছোট কেস-বুক বের করে দেখতে লাগল।

দেখতে দেখতে বলল, 'ফারিনটোস, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। উপলমণি-খচিত একটা টায়রার ব্যাপার। ওয়াটসন, মনে হচ্ছে সেটা তুমি আসার আগের ব্যাপার। ম্যাডাম, আপনাকে শুধু এইটুকু বলতে পারি, আপনার বন্ধুর

ব্যাপারের মতই আপনার কেসটাও আমি যত্নের সঙ্গেই দেখব। আর পুরস্কার? আমার কাজই আমার পুরস্কার। তবে এব্যাপারে আমার যা খরচ হবে সেটা আপনি সুবিধামত যখন হয় দেবেন। কিন্তু এখন দয়া করে সব ব্যাপারটা খুলে বলুন যাতে এবিষয়ে আমরা একটা ধারণা গড়ে তুলতে পারি।'

'হায়!' আগন্তুক বলল, 'আমার ভয় এতই অস্পষ্ট, আমার সন্দেহ এমন সব ছোটখাট ব্যাপারের উপর প্রতিষ্ঠিত যে অন্য যেকোন লোকের কাছেই সে-সব অতি তুচ্ছ বলে মনে হবে, এমন কি যার কাছে সাহায্য চাইবার, পরামর্শ চাইবার দাবী আমার সবচাইতে বেশী, সেও আমার সব কথাকেই দুর্বল-স্নায়ু স্ত্রীলোকের অলস কল্পনা বলে মনে করে। আমার আসল ভয় তো সেখানেই। অবশ্য এত কথা সে মুখে বলে না, কিন্তু তার সান্ত্বনার বাক্য আর এড়াবার দৃষ্টি দেখেই আমি সব বুঝতে পারি। মিঃ হোমস, আমি শুনেছি, মানব মনের বিচিত্র শয়তানির গভীরেও আপনার দৃষ্টি চলে। তাই যে বিপদ আমাকে ঘিরে ধরেছে তার মধ্যে কিভাবে আমি পথ চলব সেবিষয়ে আপনি নিশ্চয় পরামর্শ দিতে পারবেন।'

'আমি সবরকমে চেষ্টা করব ম্যাডাম।'

'আমার নাম হেলেন স্টোনার। বি-পিতার সঙ্গে আমি বাস করি। সারের পশ্চিম সীমান্তবর্তী স্টোক মোরানের রয়লটরা ইংলণ্ডের প্রাচীন স্যাক্সন-পরিবারগুলির অন্যতম। আমার বি-পিতা সেই পরিবারের সর্বশেষ জীবিত বংশধর।'

হোমস মাথা নাড়ল। বলল, 'নামটা আমার পরিচিত।'

'একসময় এরা ইংলণ্ডের অন্যতম ধনী পরিবার ছিল। তাদের জমিদারী সীমাও পেরিয়ে উত্তরে বার্কশায়ার এবং পশ্চিমে হ্যাম্পশায়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গত শতাব্দীতে পরপর চারজন বংশধর অনেক কিছু উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেয়, আর রিজেন্সির আমলে একজন জুয়াড়ী পরিবারের ধ্বংসের কাজটা সম্পূর্ণ করে। কয়েক একর জমি আর দুশো বছরের পুরনো বাড়ি ছাড়া আজ আর কিছুই নেই। তাও মোটা টাকার মর্টগেজে বাঁধা পড়েছে। শেষ জমিদার কোনরকমে টেনে টুনে ভিখারি-জমিদারের ভয়ংকর জীবন যাপন করলেন। কিন্তু তার একমাত্র পুত্র আমার বি-পিতা যখন বুঝতে পারলেন যে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়েই চলতে হবে, তখন তিনি একজন আত্মীয়ের কাছ থেকে টাকা ধার করে ডাক্তারী ডিগ্রী নিলেন এবং কলকাতা গিয়ে কর্ম-দক্ষতায় ও চরিত্রগুণে বড় রকমের প্র্যাকটিস জমিয়ে ফেললেন। যাহোক, তার বাড়িতে পরপর ডাকাতি হওয়ায় ক্রোধের বশে তিনি তার খানসামাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন, এবং অল্পের জন্য মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পান। ফলে, দীর্ঘ কারাবাসের শেষে বিষণ্ণ ও হতাশ হৃদয়ে ইংলণ্ডে ফিরে

আসেন।

'ভারতবর্ষে থাকাকালে ডাঃ রয়লট আমার মা মিসেস স্টোনারকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন বেঙ্গল আর্টিলারির মেজর-জেনারেল স্টোনারের তরুণী বিধবা। আমার বোন জুলিয়া আর আমি যমজ-বোন। মার পুনর্বিবাহের সময় আমাদের বয়স ছিল মাত্র দু'বছর। তার প্রচুর অর্থ ছিল, বছরে এক হাজারের কম নয়। আমরা যখন ডাঃ রয়লটের সঙ্গে থাকতাম তখনই মা সব অর্থ তাকে দানপত্র করে দেয়। তাতে শর্ত থাকে যে আমাদের বিয়ে হয়ে গেলে আমরা বার্ষিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাব। ইংলণ্ডে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই আমার মা মারা যান—আট বছর আগে ক্রুয়ের নিকটে একটা রেল-দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু ঘটে। তখন ডাঃ রয়লট লণ্ডনে চিকিৎসা-ব্যবসার চেষ্টা ত্যাগ করে আমাদের নিয়ে স্টোক মোরানের পৈত্রিক বাসভবনে চলে এলেন। মা যে পরিমাণ অর্থ রেখে গিয়েছিল আমাদের সবরকম প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে তা যথেষ্ট। কাজেই আমাদের সুখী হওয়ার পথে কোন বাধাই ছিল না।

'কিন্তু এই সময়ে আমাদের বি-পিতার মধ্যে একটা ভয়ংকর পরিবর্তন দেখা দিল। স্টোক মোরানের একজন সন্তান রয়লট পরিবারের পুরনো ভবনে ফিরে আসায় যেসব প্রতিবেশী প্রথমে খুবই উল্লসিত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা বা যাতায়াত-বিনিময় করার পরিবর্তে তিনি নিজেকে বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতেন। আর যাদের সঙ্গে ঘটনাক্রমে দেখা হয়ে যেত তাদের সঙ্গেই ভীষণ ঝগড়া বিবাদ করতেন। ক্রোধকে প্রায় বাতিকে পরিণত করা এ পরিবারের পুরুষদের বংশানুক্রমিক ধারা। তার উপর আমার বি-পিতা দীর্ঘকাল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ছিলেন বলে তার বেলায় সে বাতিক তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। তারপর অনেকগুলি লজ্জাজনক ঝগড়া হয়ে গেল, দুটো তো পুলিশ-কোর্ট পর্যন্ত গড়াল। শেষ পর্যন্ত তিনি সারা গ্রামের ত্রাস-স্বরূপ হয়ে উঠলেন। গ্রামের লোক তাকে দেখলেই পালিয়ে যেত, কারণ তিনি অমিত বলশালী লোক ছিলেন আর তার ক্রোধ ছিল সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণের অতীত।

'গত সপ্তাহে একজন স্থানীয় কামারকে তিনি প্যারাপেটের উপর দিয়ে নদীর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেন। তখন অনেক টাকা দিয়ে সকলের মুখ বন্ধ করে আমি কোনরকমে একটা প্রকাণ্ড কেলেংকারী এড়াতে পেরেছিলাম। ভবঘুরে জিপসির দল ছাড়া তার অন্য কোন বন্ধু নেই। পারিবারিক জমিদারীর একমাত্র অবশেষ কয়েক একর কাঁটাগাছে ভর্তি জমিতে তিনি তাদের তাবু ফেলে থাকতে দেন, তার বিনিময়ে তাদের তাঁবুতে আতিথ্য গ্রহণ করেন; কখনও কখনও সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। ভারতীয়

জীব-জন্তুর প্রতি তার একটা ঝোঁক আছে। একজন লোক সেগুলি পাঠায়। এখন তার হেপাজতে আছে একটা চিতা আর বেবুন। তার জমিতেই সেগুলো অবাধে চড়ে বেড়ায়। গ্রামবাসীরা মালিকের মতই তাদের ভয় করে চলে।

'বুঝতেই পারছেন বোন জুলিয়া ও আমার জীবনে কোন সুখ ছিল না। বাড়িতে কোন চাকর থাকত না; দীর্ঘদিন বাড়ির সব কাজ আমরাই করতাম। মৃত্যুকালে বোনের বয়েস হয়েছিল ত্রিশ বছর, কিন্তু আমার মতই তার চুলেও পাক ধরেছিল।'

'আপনার বোন তাহলে মারা গেছে?'

'ঠিক দুবছর আগে সে মারা গেছে। তার মৃত্যুর ব্যাপারেই আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমাদের জীবনযাত্রার যে বিবরণ দিলাম তার থেকেই বুঝতে পারছেন, আমাদের মত বয়স এবং অবস্থার কোন লোকের সঙ্গে কারো দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল খুবই অল্প। আমাদের এক মাসি ছিল; মায়ের এক অবিবাহিতা বোন। তার নাম মিস অনোরিয়া ওয়েস্টফাইল। সে হ্যারোর নিকটে থাকত। মাঝে মধ্যে অল্পদিনের জন্য তার কাছে আমাদের যেতে দেওয়া হত। দুবছর আগে বড়দিনের সময় জুলিয়া সেখানে গিয়েছিল। সেখানেই একজন নৌবিভাগীয় অর্ধবেতনের মেজরের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং তাদের বিয়ের কথা পাকা হয়। বোন ফিরে এলে বি-পিতা সে খবর জেনেও বিয়েতে কোনরকম আপত্তি করেন না। কিন্তু বিয়ের নির্দিষ্ট দিনের আগে একপক্ষকালের মধ্যেই সেই ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটল যার ফলে আমার একমাত্র সঙ্গিনী হতে আমি বঞ্চিত হলাম।'

শার্লক হোমস চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিল। মাথাটা কুশনের মধ্যে ডুবে গেছে। এবার সে চোখের পাতা অর্ধেকটা খুলে অতিথির দিকে তাকাল।

বলল, 'দয়া করে সংক্ষেপে বলুন।'

'আমার পক্ষে সংক্ষেপে বলাই সহজ, কারণ সেই ভয়ংকর সময়ের প্রত্যেকটি ঘটনা আমার স্মৃতিকে অবশ করে রেখেছে। আগেই বলেছি, বাড়িটা খুবই পুরনো এবং তার একটা অংশেই এখন লোক বাস করে। এ অংশের শোবার ঘরগুলি সবই একতলায়, আর বসবার ঘরগুলি বাড়ির মাঝখানের অংশে অবস্থিত। শোবার ঘরগুলির প্রথমটা ডাঃ রয়লটের, দ্বিতীয়টা আমার বোনের আর তৃতীয়টা আমার। ঘরগুলির ভিতর দিয়ে কোন যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই, কিন্তু সবগুলিরই দরজা একই করিডরের দিকে। আমার বক্তব্য ঠিক মত বোঝাতে পেরেছি তো?'

'খুব ভালভাবেই পেরেছেন।'

'তিনটে ঘরের জানালা লনের দিকে খোলে। সেই মারাত্মক রাতে ডাঃ রয়লট সকাল সকালই তার ঘরে ঢুকেছিলেন, যদিও আমরা জানতাম যে তিনি ঘুমোন নি, কারণ তিনি যে কড়া ভারতীয় চুরুট খেতেন তার গন্ধে আমার বোন অস্বস্তি বোধ করছিল। তাই সে ঘর ছেড়ে আমার ঘরে এসে আসন্ন বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগল। এগারোটার সময় সে যাবার জন্য উঠল, কিন্তু দরজার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকাল।

'বলল, "বল্ তো হেলেন, মাঝরাতে তুই কি কোন শিসের আওয়াজ শুনতে পাস ?"

"নাতো !", আমি বললাম।

"তুই নিজে নিশ্চয়ই ঘুমের মধ্যে শিস দিতে পারিস না ?"

"নিশ্চয়ই না। কিন্তু কেন বল্ তো ?"

"কারণ গত কয়েক রাত ধরেই ভোর তিনটে নাগাদ রোজই আমি একটা চাপা স্পষ্ট শিস শুনতে পাই। আমার ঘুম পাতলা, তাই ওতেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। কোথা থেকে শিসটা আসে বলতে পারি না—হয়তো পাশের ঘর থেকে, অথবা হয়তো লন থেকে। তখনই ভেবেছি জিজ্ঞাসা করব, তুইও সে শিস শুনেছিস কি না।"

"না, আমি শুনি নি। হয় তো ওই সব জিপসিদের কাণ্ড।"

"তা হতে পারে। কিন্তু শিসটা লন থেকে এলে তো তোরও শোনা উচিত ?"

"আরে, আমি যে তোর চাইতে গাঢ় ঘুম ঘুমোই।"

"যাক গে, এটা এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়।" আমার দিকে চেয়ে সে হাসল, তারপর আমার দরজাটা বন্ধ করে দিল। একটু পরেই চাবি ঘোরাবার শব্দ শুনলাম।'

হোমস বলল, 'বটে, আপনারা কি সর্বদাই রাত্রে ঘরে তালা দেন ?'

'সব সময়।'

'কিন্তু কেন ?'

'আপনাকে তো বলেছি, ডাক্তারের একটা চিতা ও একটা বেবুন আছে। দরজায় তালা না লাগালে আমরা নিরাপদ বোধ করতাম না।'

'ঠিক কথা। এবার বলে যান।'

'সেরাতে আমার ঘুম এল না। আসন্ন দুর্ভাগ্যের একটা অস্পষ্ট অনুভূতি যেন আমাকে চেপে ধরেছিল। আমার বোন আর আমি যমজ সেকথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে। এরকম দুটি মনের মধ্যে যে সূক্ষ্ম বন্ধন গড়ে ওঠে তাও আপনি জানেন। সে এক দুর্যোগের রাত। বাইরে বাতাস গর্জন করছে, বৃষ্টির ধারা জানালার উপর আছড়ে পড়ছে। হঠাৎ সেই ঝড়ের

গর্জনের মধ্যে একটি ভয়ার্ত স্ত্রীলোকের চীৎকার শোনা গেল। চিনতে পারলাম, আমার বোনের কণ্ঠস্বর। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে একটা শাল জড়িয়ে ছুটে করিডরে গেলাম। দরজা খুলতেই একটা চাপা শিস যেন শুনতে পেলাম, ঠিক যেমনটি আমার বোন বলেছিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই একটা ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দ শুনলাম, কোন ধাতুর জিনিস পড়লে যেমনটি হয়। দৌড়ে অগ্রসর হতেই বোনের ঘরের দরজাটা খুলে গিয়ে কব্জার উপর নড়তে লাগল। ঘরের ভিতর থেকে কি বেরিয়ে আসবে বুঝতে না পেরে আমি সভয়ে তাকিয়ে রইলাম। করিডরের আলোয় দেখলাম আমার বোন এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে, দুই হাত বুঝি আশ্রয় খুঁজছে, সমস্ত দেহটা মাতালের মত সামনে-পিছনে দুলছে। ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম, আর সেইমুহূর্তে হাঁটু ভেঙে সে মাটিতে পড়ে গেল। তীব্র যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগল; সবগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভয়ানক খিঁচুনি দেখা দিল। প্রথমে ভাবলাম, সে আমাকে চিনতে পারে নি। কিন্তু তার উপর ঝুঁকে পড়তেই সহসা সে এমনভাবে চীৎকার করে উঠল যা আমি কোনদিন ভুলব না, "হায় ঈশ্বর! হেলেন! ব্যাণ্ড! চিত্র-বিচিত্র ব্যাণ্ড।" আরও কিছু বলবার ব্যর্থ চেষ্টা সে করল। হাতের আঙুলগুলি ডাক্তারের ঘরের দিকে বাতাসে ঠুকতে লাগল। সেইসময় শরীরটা নতুন করে মুচড়ে উঠে তার বাক্‌রোধ হয়ে গেল। বি-পিতাকে ডাকতে ডাকতে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। ড্রেসিং-গাউন পরা অবস্থায় তিনিও দ্রুতগতিতে তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। বোনের কাছে যখন ফিরে গেলাম সে তখন অচৈতন্য। তিনি তার মুখে ব্রাণ্ডি দিলেন, গ্রাম থেকে ডাক্তারকেও ডাকলেন, কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। ধীরে ধীরে তার অবস্থা খারাপ হতে লাগল। চৈতন্য আর ফিরল না। সে মারা গেল। এই হল আমার আদরের বোনের ভয়াবহ পরিণাম।'

'এক মিনিট', হোমস বলল: 'এই শিস আর ধাতব শব্দ সম্পর্কে আপনি কি নিশ্চিত? শপথ করে বলতে পারেন?'

'তদন্তের সময় কাউন্টি-করোনারও আমাকে এই প্রশ্নই করেছিলেন। আমার খুবই ধারণা যে আমি শিস শুনেছি, তবে ঝড়ের কড়কড় আর পুরনো বাড়ির মড়মড় শব্দে আমার ভুলও হয়ে থাকতে পারে।',

'আপনার বোন যথাযথ পোশাকে ছিলেন?'

'না, তার পরনে ছিল রাত্রিবাস। ডান হাতে ছিল দেশলাইয়ের একটা পোড়া কাঠি, আর বাঁ হাতে একটা দেশলাই।'

'যাতে বোঝা যায়, একটা বাতি জ্বালিয়ে চারদিকে তাকিয়েই তিনি চীৎকার করে ওঠেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। করোনার কি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন?'

'তিনি বেশ যত্নসহকারেই কেসটা তদন্ত করেন, কারণ এতদঞ্চলে ডাঃ রয়লটের চরিত্র কুখ্যাতি অর্জন করেছিল ; কিন্তু মৃত্যুর কোন সন্তোষজনক কারণই তিনি খুঁজে পান নি। আমার সাক্ষ্য থেকেই প্রমাণ হয়, দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল আর মোটা লোহার শিক সমেত পুরনো খাঁচের খড়খড়ি ছিল জানালায়। প্রতি রাত্রে সেগুলি বন্ধ করা হত। দেয়ালে টোকা মেরে মেরে দেখা হয়েছে, সব জায়গাই নীরেট ; মাঝে পরীক্ষা করেও সেই একই ফল পাওয়া গেছে। চিমনিটা চওড়া বটে, কিন্তু চারটে লোহার জাল দিয়ে আটকানো। কাজেই এটা নিশ্চিত যে মৃত্যুর সময় আমার বোন সম্পূর্ণ একা ছিল। তাছাড়া, তার শরীরে আঘাতের কোন চিহ্নও ছিল না।'

'তবে কি বিষ ?'

'ডাক্তাররা সে পরীক্ষাও করেছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নি।'

'তাহলে এই ভাগ্যহীনা মহিলার কেমন করে মৃত্যু হল বলে আপনি মনে করেন ?'

'আমার বিশ্বাস, নিছক ভয় ও স্নায়বিক আঘাতেই তার মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু কি দেখে সে ভয় পেয়েছিল তা বুঝতে পারছি না।'

'ঐ সময়ে জিপসিরা কি জমিতে ছিল ?'

'হ্যাঁ, কেউ না কেউ সবসময়ই থাকে।'

'আচ্ছা। ওই যে "ব্যাণ্ড—চিত্র-বিচিত্র ব্যাণ্ড" চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, তার অর্থ কি ?'

'কখনও মনে হয়েছে, ওগুলি বিকার অবস্থায় অর্থহীন প্রলাপ ; আবার কখনও ভেবেছি, একদল (ব্যাণ্ড) লোকের কথা, হয় তো বা জিপসিদের কথাই সে বলেছিল। তাদের অনেকেই যেরকম ফুটকি ফুটকি চিত্র-বিচিত্র রুমাল মাথায় বাঁধে তাই দেখেই ওই বিশেষণটি তার মনে এসেছিল কি না জানি না।'

উত্তর শুনে সন্তুষ্ট না হওয়া লোকের মত হোমস ঘাড় নাড়তে লাগল।

'অনেক গভীর জলের ব্যাপার', সে বলল : 'দয়া করে বলে যান।'

'তারপর দুটো বছর পার হয়ে গেছে। আমার জীবন দিন দিন নির্জনতর হয়ে উঠেছে। এক মাস আগে আমার এক বহুবছরের পুরনো বন্ধু আমার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। তার নাম আর্মিটেজ—পার্সি আর্মিটেজ, রীডিং-এর নিকটবর্তী ক্রেণওয়াটারের মিঃ আর্মিটেজের দ্বিতীয় পুত্র। আমার বি-পিতা বিয়েতে আপত্তি করেন নি। আগামী বসন্তকালেই আমাদের বিয়ে হবে। দুদিন আগে আমাদের বাড়ির পশ্চিমের অংশে কিছু মেরামতি কাজ হবে বলে আমার শোবার ঘরের দেয়ালটা ভাঙা হয়েছে। কাজেই আমার বোনের ঘরে আমাকে যেতে হয়েছে। যে বিছানায় সে ঘুমিয়েছে তাতেই

আমাকে ঘুমতে হবে। কাল রাতে তখনও আমি জেগে জেগে তার ভয়ংকর নিয়তির কথাই ভাবছিলাম, এমন সময় রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে সহসা আমি সেই চাপা শিস শুনতে পেলাম যা তার মৃত্যুত হয়ে একদিন এসেছিল। তখন আমার অবস্থাটা কল্পনা করুন। লাফ দিয়ে উঠে আলো জ্বালালাম, কিন্তু ঘরের মধ্যে কিছুই দেখতে পেলাম না। এত ভয় পেয়েছিলাম যে আর শুতে পারি নি। তখনই পোশাক পরে তৈরি হলাম। দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই চুপি চুপি নীচে নামলাম, বিপরীত দিকের "ক্রাউন ইন" এর কাছ থেকে এক্কা নিয়ে লেদারহেড পৌঁছলাম। সেখান থেকে আজই সকালে এখানে এসেছি একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে,—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আপনার পরামর্শ প্রার্থনা।'

আমার বন্ধু বলল, 'বুদ্ধিমতীর মত কাজ করেছেন। কিন্তু আপনি আমাকে সব কথা বলেছেন কি?'

'হ্যা, সব।'

'মিস স্টোনার, সব কথা আপনি বলেন নি। আপনার বি-পিতাকে আপনি আড়াল করে রেখেছেন।'

'মানে, আপনি কি বলতে চান?'

উত্তরে হোমস অতিথির হাটুর উপর রাখা হাতের কাজের উপর থেকে কালো লেসের সবটুকু পিছনে ঠেলে দিল। সাদা কব্জির উপরে পাঁচটা ছোট ছোট স্পষ্ট দাগ,—চারটে আঙুল ও একটা বুড়ো আঙুলের দাগ স্পষ্ট-ভাবে আঁকা রয়েছে।

'আপনাকে নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি করা হয়েছে', হোমস বলল।

মহিলাটির মুখ লাল হয়ে উঠল। আহত কব্জিটা সে ঢেকে দিল। বলল, 'তিনি বড় কঠোর লোক। নিজের অপরিসীম শক্তির কথা বোধ হয় তিনি নিজেই জানেন না।'

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সব চুপচাপ। হোমস দুই হাতের উপর থুতনি রেখে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে রইল।

অবশেষে সে বলল, 'খুবই ঘোরালো ব্যাপার। আরও হাজারটা বিবরণ না জানা পর্যন্ত কর্ম-পদ্ধতিই স্থির করা যাবে না। অথচ মুহূর্তমাত্র সময়ও নষ্ট করা চলবে না। আজই যদি আমরা স্টোক মোরান যাই, তাহলে আপনার বি-পিতার অজ্ঞাতে ঘরগুলি দেখা সম্ভব হবে কি?'

'কতকগুলি জরুরি কাজে তিনি আজ শহরে আসবেন বলেছিলেন। সম্ভবত সারাদিনই তিনি বাইরে থাকবেন, কাজেই আপনাদের কাজে কোন বাধা হবে না। এখন একজন পরিচারিকা আছে, তবে সে এতই বুড়ী এবং বোকা যে তাকে অনায়াসেই সরিয়ে দিতে পারব।'

'চমৎকার। ওয়াটসন, এ যাত্রায় তোমার আপত্তি নেই তো?'

'মোটেই না।'

'তাহলে আমরা দুজনই যাচ্ছি। আপনি কি করবেন?'

'শহরে যখন এসে পড়েছি, দু' একটা কাজ সারব। তবে বারোটার ট্রেনেই আমি ফিরব, কাজেই আপনাদের পৌঁছবার আগেই আমি সেখানে হাজির থাকব।'

'বিকেলের গোড়াতেই আমাদের আশা করতে পারেন। আমারও কয়েকটা ছোটখাট কাজ আছে। আপনি একটু অপেক্ষা করে প্রাতরাশ খেয়ে যাবেন তো?'

না, আমাকে এখনই যেতেই হবে। সব বিপদের কথা আপনাকে বলতে পেরে আমার মনটা বেশ হালকা বোধ হচ্ছে। আজ বিকেলেই আবার আপনাদের দেখা পাবার আশায় অপেক্ষা করে থাকব।' মুখের উপর কালো গুণ্ঠনটা টেনে দিয়ে সে ঘর থেকে চলে গেল।

চেয়ারে হেলান দিয়ে শার্লক হোমস প্রশ্ন করল, 'কিরকম বুঝছ ওয়াটসন?'

'আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় এবং অশুভ।'

'যথেষ্ট রহস্যময় এবং যথেষ্ট অশুভ।'

'তথাপি ঘরের মেঝে ও দেয়াল ঠিক আছে এবং দরজা, জানালা ও চিমনি অনতিক্রমণীয়, – মহিলার এই কথাগুলি যদি ঠিক হয়, তাহলে তার রহস্যজনক মৃত্যুর সময় তার বোন নিঃসন্দেহে একাকী ছিলেন।'

'তাহলে এইসব নিশাকালীন শিসের কি হবে? মৃত্যুপথযাত্রিনীর অদ্ভুত কথাগুলিরই বা কি হবে?'

'আমি জানি না।'

'রাত্রিকালে এই শিস, জিপসিদের সঙ্গে বৃদ্ধ ডাক্তারের মেলামেশা, সৎ মেয়েদের বিয়েতে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে ডাক্তারের বিশেষ কোন স্বার্থ থাকা, মৃত্যুকালে একটা বন্ধনীর কথা উল্লেখ, এবং সবশেষে মিস হেলেন স্টোনার কর্তৃক একটা ধাতব শব্দ শোনা (সম্ভবত খড়খড়িগুলোকে উপরে আটকে রাখবার জন্য ব্যবহৃত কোন ধাতব শিক থেকেই শব্দটা হয়েছে),– এইসব ভাবনাগুলোকে একত্র যোগ করলে একথা মনে করবার স্বপক্ষে যথেষ্ট কারণ পাওয়া যায় যে, এইসব দিক দিয়েও রহস্যের কিনারা করা যেতে পারে।'

'জিপসিরা আবার কি করল?'

'বুঝতে পারছি না।'

'এরকম ভাবনার মধ্যে অনেক ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি।'

'আমিও পাচ্ছি। ঠিক এই কারণেই আজ স্টোক মোরান যাচ্ছি। নিজে

দেখতে চাই, ত্রুটিগুলো সত্যি মারাত্মক, না উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু—এ কি শয়তানী কাণ্ড!'

আমাদের দরজাটা হঠাৎ সজোরে খুলে গেল, আর সেই ফাঁকা জায়গায় দেখা দিল একটা প্রকাণ্ড মানুষ। তাকে দেখেই আমার সঙ্গী সবিস্ময়ে শেষের কথাগুলি বলে উঠল। তার পোশাক-পরিচ্ছদে চাকুরিজীবি ও কৃষি-জীবীর একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ,—কালো টপ-হ্যাট, লম্বা ফ্রক-কোট, একজোড়া উঁচু মোজা, আর হাতে দুলছে একটা শিকারী-চাবুক। লোকটা এত লম্বা যে তার টুপি দরজার চৌকাঠ ছুঁয়েছে আর এত চওড়া যে চৌকাঠের এদিক-ওদিক আটকে গেছে। হাজার বলিরেখায় অংকিত, রোদে পুড়ে তামাটে, এবং সব-রকম নীচ প্রবৃত্তির চিহ্ন মাখানো মস্ত বড় একটা মুখ আমাদের দুজনের উপর ঘুরতে লাগল: গর্তে-বসা হলদে দুটি চোখ আর তীক্ষ্ণ মাংসহীন উঁচু নাক দেখে হিংস্র বৃদ্ধ বাজপাখির কথাই মনে পড়ে।

প্রেতমূর্তি প্রশ্ন করল, 'তোমাদের মধ্যে হোমস কে?'

আমার সঙ্গী শান্তস্বরে বলল, 'আমার নাম।'

'আমি স্টোক মোরানের ডাঃ গ্রিমসবি রয়লট।'

'বটে ডাক্তার,' হোমস মৃদুকণ্ঠে বলল, 'দয়া করে বসুন।'

'বসাবসির দরকার নেই। আমার সৎ-মেয়ে এখানে এসেছে। তার খোঁজেই আমি এসেছি। সে তোমাকে কি বলেছে?'

'আজ একটু ঠাণ্ডা পড়েছে,' হোমস বলল।

'সে তোমাকে কি বলেছে?' বৃদ্ধ সক্রোধে চেঁচিয়ে বলল।

আমার বন্ধু নির্বিবাদে বলে উঠল, 'শুনেছি জাফরান ফুল ভালই ফুটেছে।'

নবাগত এক পা এগিয়ে শিকারী-চাবুকটা দোলাতে দোলাতে বলল, 'আঃ! কেন সময় নষ্ট করছ? তোমাকে আমি চিনি, বদমাস। তোমার কথা আগেই শুনেছি। তুমি অনধিকারচর্চাকারী হোমস।'

আমার বন্ধু হাসল।

'অহেতুক হস্তক্ষেপকারী হোমস।'

হোমস পরমানন্দে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বলল, 'আপনার কথাবার্তাগুলো ভারী মজার। যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে যাবেন, কারণ শীঘ্রই বৃষ্টি হবে।'

'কথা শেষ হলেই চলে যাব। আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না। আমি জানি মিস স্টোনার এখানে এসেছিল। আমি তার পিছু পিছুই এসেছি। রাগলে কিন্তু আমি খুব ভয়ংকর। এই দেখ।' দ্রুত এগিয়ে এসে আগুনের শিকটা তুলে নিয়ে তার মস্ত বড় দুই বাদামী হাতের চাপে সেটাকে বেঁকিয়ে

ফেলল

'আমার থাবার বাইরে থেকো', খেঁকিয়ে উঠে বাঁকানো শিকটাকে অগ্নি-কুণ্ডে ফেলে দিয়ে সে ঘর থেকে চলে গেল।

হোমস হাসতে হাসতে বলল, 'খুব অমায়িক লোক। তার মত আমি মোটাসোটা নই, কিন্তু এখানে থাকলে তাকে দেখিয়ে দিতে পারতাম যে আমার থাবাটা তার চাইতে অধিক দুর্বল নয়।' কথা বলতে বলতে লোহার শিকটাকে তুলে নিয়ে হঠাৎ একটা চাপ দিয়ে আবার সোজা করে ফেলল।

'লোকটার স্পর্ধা দেখ, আমাকে সরকারী গোয়েন্দাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে চায়। এই ঘটনা আমাদের তদন্তকার্যকে আরও মজাদার করে তুলল। আশা করি, আমাদের ছোট বান্ধবী তাকে অনুসরণ করবার সুযোগ এই পশুটাকে দিয়ে যে অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। ওয়াটসন, এবার প্রাতরাশ দিতে বলি। তারপর আমি হাঁটতে হাঁটতে 'চিকিৎসক সমিতি'তে যাব; সেখানে নিশ্চয়ই এমন কিছু তথ্য পাব যাতে এব্যাপারে আমার কিছুটা সুবিধা হয়।'

প্রায় একটার সময় শার্লক হোমস ভ্রমণ সেরে ফিরল। তার হাতে এক শিট নীল কাগজ, তাতে অনেকরকম নোট আর সংখ্যা লেখা।

সে বলল, 'মৃতা স্ত্রীর উইলখানা দেখলাম। তার সঠিক অর্থ নির্ধারণ করার জন্য উইলে উল্লেখিত লগ্নীগুলির বর্তমান মূল্য বের করতে অনেক অংক কষতে হয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যুর সময় মোট আয় ছিল ১১০০ পাউণ্ডের কিছু কম। কৃষি-পণ্যের দর পড়ে যাওয়ায় এখন সেটা ৭৫০ পাউণ্ডের বেশী নয়। বিয়ে হলে প্রত্যেক মেয়ে ২৫০ পাউণ্ড আয় দাবী করতে পারে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, যদি দুটি মেয়েই বিয়ে করত তাহলে এই রূপবানদের কোনরকমে বেঁচে থাকবার মত সংস্থান মাত্র থাকত, আর যেকোন একজনই তাকে যথেষ্ট ঘায়েল করতে পারত। আমার সকালের কাজটা বৃথা যায় নি, কারণ এটা প্রমাণ হয়েছে যে বিয়েতে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় তার স্বার্থই সবচাইতে বেশী। কিন্তু ওয়াটসন, ব্যাপারটা গুরুতর, অকারণে সময় নষ্ট করা উচিত নয়, বিশেষ করে বুড়ো যখন টের পেয়েছে যে আমরাও এটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। সুতরাং তুমি প্রস্তুত হলেই একটা গাড়ি ডেকে আমরা ওয়াটারলু যাত্রা করতে পারি। তোমার রিভলবারটা পকেটে নিলে বাধিত হব। যে ভদ্রলোক লোহার শিক বাঁকিয়ে গিঁট দিতে পারে, তার বিরুদ্ধে একটা এলিস নং ২-ই মোক্ষম যুক্তি। সেটা আর একটা দাঁতের ব্রাশ, বাস্—আর কিছু চাই না।'

ভাগ্যক্রমে ওয়াটারলুতে পৌঁছেই লেদারহেডের ট্রেনটা পেয়ে গেলাম।

সেখানে স্টেশনের সরাইখানা থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে সারের সুন্দর গলি-পথ ধরে চার-পাঁচ মাইল চালিয়ে গেলাম। পরিষ্কার দিন; আকাশে উজ্জ্বল সূর্য আর কিছু পালকের মত মেঘ। গাছে গাছে আর পথের ধারের ঝোপ ঝাড়ে নতুন পাতা গজিয়েছে। ভিজে মাটির গন্ধে বাতাস ভরপুর। অন্তত আমার কাছে বসন্তের এই মধুর পরিবেশ আর আমাদের অশুভ অভিযানের মধ্যেকার বৈসাদৃশ্য বড়ই বিস্ময়কর লাগছিল। আমার সঙ্গী গাড়ির সামনে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ছিল। তার হাত জোড় করা, টুপিটা চোখের উপর নামানো, থুতনিটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছে। হঠাৎ চমকে উঠে আমার কাঁধে হাত রেখে প্রান্তরের ওদিকটা দেখাল।

'ওই দেখো', সে বলল।'

ঢালু জমির উপরে অসংখ্য গাছে ছাওয়া একটা পার্ক। তার শীর্ষদেশে একটা ঘন কুঞ্জ। ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে অতি প্রাচীন প্রাসাদের ধূসর ত্রিকোণ ছাদ আর উঁচু চূড়াগুলো মাথা বের করে আছে।

'স্টোক মেরান', সে বলল।

চালক বলল, 'হ্যাঁ স্যার, ডাঃ গ্রিমসবি রয়লটের ভবন।'

হোমস বলল, 'ওখানে কিছু কিছু বাড়ি তৈরির কাজ হচ্ছে, সেখানেই আমরা যাব।'

বাঁ দিকে কিছুটা দূরে একসারি ছাদ দেখিয়ে চালক বলল, 'ঐ হচ্ছে গ্রাম। আপনারা যদি ঐ ভবনে যেতে চান তাহলে এই পৈঠার উপর দিয়ে মাঠের ভিতরকার পায়ে-চলা পথ ধরলে অনেক তাড়াতাড়ি যেতে পারবেন। ঐ ওখানে, যেখানে মহিলাটি হাঁটছেন!

হাত তুলে ভুচোখ আড়াল করে হোমস বলল, 'ঐ মহিলাই বোধ হয় মিস স্টোনার। হাঁ, আমারও মনে হচ্ছে তোমার কথামতই যাওয়া ভাল।'

গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। গাড়িটা সশব্দে লেদারহেডের দিকে ফিরে গেল।

পৈঠা বেয়ে উঠতে উঠতে হোমস বলল, 'আমিও ভেবেছিলাম, গাড়োয়ানটা ধরে নেবে যে আমরা বাড়ি তৈরির ব্যাপারে বা অন্য কোন কাজে এসেছি। তাই সে বকবক করে নি। শুভ অপরাহ্ন মিস স্টোনার। দেখুন আমরা ঠিক কথা রেখেছি।'

আমাদের সকালের মক্কেল দ্রুত এগিয়ে এল। তার মুখে আনন্দের আভা। সাদরে করমর্দন করে বলল, 'আপনাদের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। ডাঃ রয়লট শহরে গেছেন; সন্ধ্যার আগে ফিরবার সম্ভাবনা কম।'

হোমস বলল, 'ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।' অল্প কথায় সে ঘটনার বিবরণ দিল। শুনতে শুনতে মিস স্টোনারের মুখ

সাদা হয়ে গেল।

চীৎকার করে বলল, 'হায় ঈশ্বর! তিনি আমাকে অনুসরণ করেছেন।'

'তাই তো মনে হয়।'

'তিনি এত ধূর্ত যে তাকে এড়ানো কখনই সম্ভব নয়। জানি না ফিরে এসে তিনি কি বলবেন?'

'তিনি নিজেকে রক্ষা করে চলবেন, কারণ তিনি জানেন যে তার চাইতেও ধূর্ত কোন লোক হয়তো তারও পিছু নিয়েছে। আজ রাতে তার কাছ থেকে দূরে থাকবেন। তিনি যদি বলপ্রয়োগ করেন, আমরা আপনাকে হ্যারোতে আপনার মাসির কাছে নিয়ে যাব। এদিকে যেটুকু সময় হাতে আছে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। কাজেই যে ঘরগুলো পরীক্ষা করতে চাই সেখানে আমাদের নিয়ে চলুন।'

বাড়িটা ধূসর শেওলা-ঢাকা পাথরে তৈরি। মাঝখানের অংশটা উঁচু, দু' দিকে দুটো বাঁকানো অংশ কাঁকড়ার দাঁড়ার মত ছড়ানো। তারই একটা অংশে জানালাগুলো ভাঙা, কাঠের বোর্ড দিয়ে ঢাকা দেওয়া; ছাদের কতক অংশও ভেঙে পড়েছে। ধ্বংসের ছবি। মাঝখানের অংশটা মেরামতির ফলে কিছুটা ভাল। তবে ডান দিকের অংশটাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক; জানালার খড়খড়ি এবং চিমনি দিয়ে বেরনো নীল ধোঁয়া দেখেই বোঝা যায় এই অংশেই পরিবারের লোকেরা বাস করে। শেষের দেয়ালে কিছু ভাড়া বাঁধা আছে, পাথরের দেয়াল কিছুটা ভাঙাও হয়েছে, কিন্তু সেসময় কোন মিস্ত্রির দেখা পেলাম না। হোমস এবড়ো-খেবড়ো লনের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে বারকয়েক এলো গেলো। গভীর মনোযোগের সঙ্গে জানালার বাইরের দিকটা পরীক্ষা করতে লাগল।

'ধরে নিচ্ছি, এই জানালাটা আপনি যে ঘরে ঘুমতেন সেই ঘরের, মাঝেরটা আপনার বোনের ঘরের এবং মূল বাড়ির পরেরটা ডাঃ রয়লটের ঘরের। কি বলেন?'

'ঠিক তাই। কিন্তু এখন আমি মাঝের ঘরে ঘুমই।'

'ভাল কথা, শেষের দেয়ালটা মেরামতের কোন জরুরী প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না।'

'কোন প্রয়োজনই ছিল না। আমার বিশ্বাস, এটা আমাকে আমার ঘর থেকে সরাবার একটা ছুতো।'

'আঃ! কথাটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। আচ্ছা, এই সরু অংশটার অপরদিকে যে করিডর গেছে তার উপরেই তো এই তিনটি ঘরের দরজা। তাতে জানালাও আছে নিশ্চয়?'

'আছে খুব ছোট ছোট। এত ছোট যে তার ভিতর দিয়ে কেউ গলতে পারবে না।'

'যেহেতু রাত্রে আপনারা দুজনই দরজায় তালাবন্ধ করতেন। তখন ওদিক থেকে ঘরে ঢোকা সম্ভব নয়। দয়া করে আপনার ঘরে ঢুকে খড়খড়িগুলো বন্ধ করে দিন তো!'

মিস স্টোনার তাই করল। হোমস খোলা জানালাটা ভাল করে দেখে নানা-ভাবে খড়খড়ি খুলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। এমন কোন ফাঁক নেই যার ভিতর দিয়ে ছুরি ঢুকিয়ে হুড়কোটা তোলা যায়। তখন লেন্স দিয়ে কব্জাগুলো পরীক্ষা করল। সবই নিরেট লোহার, শক্ত করে দেয়ালের মধ্যে ঢোকানো। বিচলিতভাবে থুতনিটা ঘসতে ঘসতে সে বলল, 'হুম! আমার ধারণার মধ্যে সত্যি কিছু ত্রুটি আছে। আটকানো থাকলে এ খড়খড়ি কেউ খুলতে পারবে না। আচ্ছা, দেখা যাক ভিতর দিকটা কোনরকম আলোক-পাত করতে পারে কি না।'

একটা ছোট পাশ-দরজা দিয়ে চুণকামকরা দালানে পড়লাম। তার উপরেই তিনটে শোবার ঘরের দরজা। হোমস তৃতীয় ঘরটা পরীক্ষা করতে চাইল না। কাজেই আমরা দ্বিতীয় ঘরে গেলাম। সেই ঘরেই মিস স্টোনার এখন ঘুমোন, আর সেই ঘরেই তার বোনের মৃত্যু হয়। সুন্দর ছোট ঘরটি। পুরনো গ্রামাঞ্চলের বাড়ির মত নীচু সিলিং আর হা-করা অগ্নিকুণ্ড। এককোণে একটা বাদামী রঙের টানাওয়ালা কাঠের সিন্দুক, অপর কোণে সাদা রঙের খাট, আর জানালার বাঁ দিকে একটা ড্রেসিং-টেবিল। এছাড়া দুটো ছোট বেতের চেয়ার আর মাঝখানে চৌকোণা উইল্টন কার্পেট। বাস, এই হল ঘরের আসবাব। চারদিকের বোর্ড এবং দেয়ালের প্যানেল বাদামী পোকায়-খাওয়া ওক কাঠের তৈরি। সেগুলি এত পুরনো আর রং-চটা যে মূল বাড়ি তৈরির সময় থেকেই আছে বলে মনে হয়। হোমস একখানা চেয়ার এককোণে টেনে নিয়ে চুপ করে বসল। তার চোখ দুটো উপরে, নীচে, চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘরের সবকিছু সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

একটা মোটা ঘণ্টা টানার দড়ি বিছানার পাশে ঝুলছিল। তার ঝোপ্পাটা একেবারে বালিশের উপরেই ছিল। সেটাকে দেখিয়ে হোমস প্রশ্ন করল, 'এই ঘণ্টার সঙ্গে কোথাকার যোগাযোগ?'

'এটা পরিচারিকার ঘরে চলে গেছে।'

'অন্য সব জিনিসের তুলনায় এটা নতুন লাগছে।'

'হ্যাঁ, বছর দুই আগে এটা বসানো হয়েছে।'

'আপনার বোন এটা চেয়েছিলেন বুঝি?'

'না, সে কখনও এটা ব্যবহার করেছে বলে শুনি নি। আমাদের যা দরকার আমরা নিজেরাই নিতাম।'

'সত্যি, ওখানে এত সুন্দর একটা ঘণ্টা টানার দড়ি রাখা একেবারেই

অদরকারী বলে মনে হচ্ছে। কয়েক মিনিটের জন্য ক্ষমা করবেন, আমি নিজে একবার মেঝেটা পরীক্ষা করব।' লেন্সটা হাতে নিয়ে সে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে দ্রুত সামনে-পিছনে হামাগুড়ি দিতে দিতে বোর্ডের মাঝখানকার ফাটলগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ঘরের কাঠের প্যানেলগুলিও সেইভাবেই পরীক্ষা করল। শেষটায় খাটের কাছে হেটে গিয়ে কিছুক্ষণ সেটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর দেয়ালটাকে উপর থেকে নীচে ভাল করে দেখল। তারপর ঘণ্টা টানার দড়িটা হাতে নিয়ে একটা হেঁচকা টান দিল।

'আরে, এটা যে অকেজো', সে বলে উঠল।

'এটা বাজবে না ?'

'না, এমন কি এটার সঙ্গে কোন তারের যোগও নেই। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। দেখ, ভেন্টিলেটারের মুখের ঠিক উপরে একটা হুকের সঙ্গে এটা আটকানো।'

'অদ্ভুত ব্যাপার! আগে তো কখনও লক্ষ্য করি নি।'

দড়িটাকে টেনে হোমস আপন মনেই বলতে লাগল, 'খুবই অদ্ভুত! এ ঘরেও একটা কি দুটো অদ্ভুত জিনিস আছে। যেমন, এমন বোকা মিস্ত্রি কে আছে যে আর একটা ঘরের মধ্যে ভেন্টিলেটার বসাবে, যখন ঐ একই পরিশ্রমে বাইরের খোলা বাতাস পাওয়া সম্ভব!'

'সেটাই তো আধুনিক ব্যবস্থা', মহিলা বলল।

'ঘণ্টা টানার দড়িটা লাগানোর সময়ই এটা করা হয়েছিল, না?' হোমস বলল।

'হ্যা, সেইসময়ই কয়েকটা ছোটখাট পরিবর্তন করা হয়।'

'পরিবর্তনগুলি দেখছি খুবই বিশেষ ধরনের—নকল ঘণ্টার দড়ি, ভেন্টিলেটার আছে অথচ তাতে হাওয়া খেলে না। মিস স্টোনার, আপনার অনুমতি নিয়ে এবার ভিতরের ঘরটা দেখব।'

ডাঃ গ্রিমসবি রয়লটের ঘরটা তার সৎ-মেয়ের ঘর অপেক্ষা বড়, কিন্তু আসবাবপত্র সেইরকমই সাদাসিদে। একটা শোবার-খাট, একটা বই-ভর্তি ছোট কাঠের শেলফ্, বইগুলি বেশীর ভাগই বিজ্ঞান-বিষয়ক, বিছানার পাশে একখানা আরাম-কেদারা, দেয়ালে পিঠ-দেওয়া একটা কাঠের চেয়ার, একটা গোল টেবিল, আর একটা বড় লোহার সিন্দুক—এইগুলিই আমার চোখে পড়ল। হোমস কিন্তু ধীরে ধীরে চারদিক ঘুরে ঘুরে সবকিছু বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে দেখতে লাগল।

সিন্দুকটায় টোকা দিয়ে প্রশ্ন করল, 'এর মধ্যে কি আছে?'

'আমার বি-পিতার ব্যবসা-সংক্রান্ত কাগজপত্র।'

'ওঃ। তাহলে আপনি এর ভিতরটা দেখেছেন ?'

'একবার দেখেছিলাম, কয়েক বছর আগে। মনে আছে, এটা কাগজে ভর্তি ছিল।'

'তার মানে, এর মধ্যে কোন বিড়াল ছিল না ?'

'না। কিন্তু এ কী অদ্ভুত কথা।'

'আচ্ছা এটা দেখুন তো।' সে সিন্দুকের উপর থেকে একটা ছোট দুধের পেয়ালা তুলে নিল।

'না, আমরা বিড়াল পুষি না। তবে একটা চিতা ও একটা বেবুন আছে।

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। আচ্ছা, চিতা তো একটা বড় বিড়ালমাত্র, আমি তো জোর গলায় বলতে পারি এক পেয়ালা দুধে কখনও তার প্রয়োজন মেটে না। আর একটা বিষয়ও আমি ভাল করে বুঝে নিতে চাই।' কাঠের চেয়ারের নীচে বসে পড়ে সে গভীর মনোযোগ সহকারে তার আসনটা পরীক্ষা করতে লাগল।

'ধন্যবাদ। এরও মীমাংসা হয়ে গেল', উঠে দাঁড়িয়ে লেন্সটা পকেটে রেখে সে কথাগুলো বলল। 'আরে। এই তো আর একটা কৌতূহলের বস্তু।'

তার দৃষ্টি-আকর্ষণকারী বস্তু একটা কুকুর-মারা চাবুক। বিছানার এক কোণ থেকে ঝুলছে। চাবুকটা গোল করে এমনভাবে বাঁধা যাতে একটা দড়ির ফাঁস তৈরি হয়েছে।

'ওয়াটসন, ওটা সম্পর্কে তোমার কি মনে হয় ?'

'ওটা তো একটা মামুলি চাবুক। তবে ওটাকে এভাবে গিঁট দেওয়া হয়েছে কেন জানি না।'

'সত্যি খুব মামুলি কি ? হায়রে। পৃথিবীটা বড়ই খারাপ, আর ধূর্ত লোক যখন অপরাধ নিয়ে মাথা খাটায় তখন সেটা হয় সবচাইতে খারাপ মিস স্টোনার, মনে হচ্ছে যথেষ্ট দেখা হয়েছে। আপনি অনুমতি করলে এবার একটু লনটায় যাব।'

তদন্তের দৃশ্য থেকে চলে আসবার সময় বন্ধুর মুখটা এমন কঠিন এবং ভুরু দুটো এমনভাবে কুঁচকে উঠেছিল যে আর কখনও সেরকম দেখি নি। বারকয়েক লনের এ-ধার ও-ধার হাঁটলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তার দিবাস্বপ্ন না ভাঙল ততক্ষণ মিস স্টোনার বা আমি কেউই তার চিন্তাস্রোতে বাধা দিলাম না।

সেই বলে উঠল, 'মিস স্টোনার, সব ব্যাপারেই আপনি সম্পূর্ণভাবে আমার কথামত চলবেন, এটা কিন্তু একান্তই আবশ্যিক।'

'নিশ্চয়ই চলব।'

'ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। কোনরকম ইতস্তত করলে চলবে না। এই

কথা শোনার উপর আপনার জীবন নির্ভর করতে পারে।'

'কথা দিচ্ছি, আমি আপনার হাতের মুঠোয়।'

'প্রথম কথা, আমার বন্ধু এবং আমি রাতটা আপনার ঘরে কাটাব।'

মিস স্টোনার এবং আমি দুজনেই সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালাম।

'হ্যাঁ, তাই হবে।'

'বুঝিয়ে বলছি। মনে হচ্ছে দূরের ওটাই গ্রামের সরাইখানা?'

'হ্যাঁ, ওটাই "ক্রাউন"।'

'খুব ভাল। ওখান থেকে আপনাদের জানালাগুলো দেখা যাবে?'

'নিশ্চয়।'

'আপনার বি-পিতা ফিরে এলে মাথা ধরার অজুহাতে নিজের ঘরে থাকবেন। যখন বুঝবেন তিনি রাতের মত শুতে গেছেন তখন জানালার খড়খড়ি খুলে দিয়ে আঁকড়াটাও খুলে দেবেন, সংকেত হিসেবে বাতিটা জানালার উপর রাখবেন, এবং তারপরে আপনার যা কিছু প্রয়োজন হতে পারে সব নিয়ে আপনার আগেকার ঘরে চলে যাবেন। মেরামতির কাজ সত্ত্বেও একটা রাত যে সে ঘরে আপনি কাটাতে পারবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'হ্যা, সে সহজেই পারব।'

'বাকিটা আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।'

'কিন্তু আপনারা কি করবেন?'

'আজকের রাতটা আপনার ঘরে কাটাব, আর যে শব্দ আপনাকে বিব্রত করছে তার কারণ অনুসন্ধান করব।'

আমার সঙ্গীর আস্তিনের উপর হাত রেখে মিস স্টোনার বলল, 'মিঃ হোমস, মনে হচ্ছে আপনি মনে মনে সব ঠিক করে ফেলেছেন।'

'বোধ হয় ফেলেছি।'

'তাহলে দয়া করে বলুন, আমার বোনের মৃত্যুর কারণ কি?'

'সেকথা বলবার আগে স্পষ্টতর প্রমাণ পাওয়া দরকার।'

'অন্তত এটুকু তো বলতে পারেন, আমার ধারণা ঠিক কি না যে সে আকস্মিক ত্রাসের ফলে মারা গেছে।'

'না, আমি তা মনে করি না। আমি মনে করি এর চাইতেও বাস্তবতর কোন কারণ ছিল। কিন্তু আর নয় মিস স্টোনার, এবার আমরা যাব, কারণ ডাঃ রয়লট ফিরে এসে আমাদের দেখতে পেলে এতদূর আসাটাই বৃথা হয়ে যাবে। বিদায়। সাহস অবলম্বন করুন। আমি যা বলেছি সেইভাবে চললে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে আপনি যে বিপদের আশংকা করছেন শীঘ্রই আমরা তাকে দূর করতে পারব।'

"ক্রাউন ইন"-এ একটা শোবার ঘর ও বসবার ঘর ভাড়া করতে আমাদের

কোন অসুবিধা হল না। ঘর দুটো উপরতলায়, কাজেই আমাদের জানালা থেকে প্রশস্ত পথের ফটক এবং স্টোক মোরান জমিদার বাড়ির বাসযোগ্য অংশ পরিষ্কার দেখা যায়। সন্ধ্যাবেলা ডাঃ গ্রিমসবি রয়লটকে গাড়ি করে যেতে দেখলাম। ছোট চালক-ছেলেটার পাশে তার বিশাল দেহ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। ভারী লোহার গেটটা খুলতে ছেলেটার একটু কষ্ট হচ্ছিল। তখন ডাক্তারের গলার কর্কশ গর্জন আমাদের কানে এল। যেরকম রেগে তিনি ছেলেটার দিকে ঘুষি পাকালেন তাও দেখতে পেলাম। গাড়িটা চলে গেল। কয়েক মিনিট পরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ একটা আলো ঠিকরে পড়ল। কোন একটা বসবার ঘরে বাতি জ্বালানো হয়েছে।

অন্ধকারের মধ্যে দুজন বসে ছিলাম। হোমস বলল, 'ওয়াটসন, আজ রাতে তোমাকে সঙ্গে নিতে আমার একটু বাধ বাধ ঠেকছে। সত্যি আজ বিপদের ঝুঁকি আছে।'

'আমার দ্বারা কোন সাহায্য হবে কি?'

'তোমার উপস্থিতি অমূল্য হয়ে দেখা দিতে পারে।'

'তাহলে আমি নিশ্চয় যাব।'

'খুব ভাল কথা।'

'বিপদের কথা বলছ। এটা ঠিক যে ঐসব ঘরে তুমি এমন অনেক কিছু দেখেছ যা আমার চোখে পড়ে নি।'

'না, বরং আমি মনে করি আমি কিছু বেশী অনুমান করতে পেরেছি। নইলে আমি যা যা দেখেছি তুমিও সেসবই দেখেছ।'

'একমাত্র ঘণ্টা টানার দড়িটা ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছুই আমি দেখি নি। কিন্তু তাতে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তাতো আমার কল্পনায়ও আসছে না।'

'তুমি তো ভেন্টিলেটারটাও দেখেছ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু দুটো ঘরের মাঝখানে একটা ছোট ফাঁক থাকা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে তো আমার মনে হয় না। ফাঁকটা এত ছোট যে একটা ইঁদুরও তার ভিতর দিয়ে যেতে পারে না।'

'আমি কিন্তু স্টোক মোরানে আসবার আগেই জানতাম একটা ভেন্টিলেটার দেখতে পাব।'

'বৎস হোমস।'

'আরে হ্যাঁ, আমি জানতাম। তোমার মনে পড়ে, মহিলা তার বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, তার বোন ডাঃ রয়লটের চুরুটের গন্ধ পেত। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দুটো ঘরের মাঝখানে নিশ্চয় কোন যোগাযোগ আছে। সেটা খুব ছোট কিছুই হবে, অন্যথায় করোনারের তদন্তে তার উল্লেখ থাকত।

আমি অনুমান করেছিলাম একটা ভেন্টিলেটার।'

'কিন্তু তাতে কি ক্ষতি হতে পারে?'

'দেখ, তারিখগুলোর মধ্যেও একটা অদ্ভুত মিল আছে। একটা ভেন্টিলেটার বসানো হল, একটা দড়ি ঝোলানো হল, আর বিছানায় শুয়ে একটি মহিলার মৃত্যু হল। এটা তোমার মনে দাগ কাটে নি?'

'এখনও আমি এগুলির মধ্যে কোন সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি না।'

'বিছানাটায় অদ্ভুত কিছু দেখতে পেয়েছ?'

'না।'

'খাটটা মেঝের সঙ্গে আটকানো। এর আগে কখনও ওভাবে আটকানো দেখেছ?'

'দেখেছি এমন কথা বলতে পারি না।'

'মহিলা বিছানাটাকে সরাতে পারতেন না। ভেন্টিলেটার এবং দড়িটার দিক থেকে খাটটাকে সব সময় একই স্থানে থাকতেই হবে। ওটাকে আমি দড়িই বললাম, কারণ ঘণ্টা বাজাবার জন্য ওটার কথা কখনও ভাবা হয় নি।'

আমি জোরে বলে উঠলাম, 'হোমস, আমি যেন তোমার বক্তব্যকে অস্পষ্ট-ভাবে দেখতে পাচ্ছি। আব একটি সূক্ষ্ম এবং ভয়ংকর অপরাধ বন্ধ করতে খুব ঠিক সময়ে তুমি এখানে এসেছ।'

'যথেষ্ট সূক্ষ্ম এবং যথেষ্ট ভয়ংকর। একজন চিকিৎসক যখন অপরাধ করে, সে হয় সেরা অপরাধী। তার শক্তি আছে, জ্ঞান আছে। পামার এবং প্রিচার্ড ছিল চিকিৎসা-ব্যবসায়ের মাথার উপরে। এই লোক আঘাত করেছে আরও গভীরে, কিন্তু ওয়াটসন, আমি তো মনে করি আমরা আঘাত করতে পারব তার চাইতেও গভীরে: রাত শেষ হবার আগেই অনেক ভয়ংকর ঘটনা ঘটবে. কাজেই ভালয় ভালয় শান্তিতে কিছুক্ষণ পাইপ টেনে নি, আর কয়েকটা ঘণ্টা একটু স্ফূর্তিতে কাটিয়ে দি এস।'

ন'টা নাগাদ গাছের ফাঁক দিয়ে আসা আলোটা নিভে গেল। জমিদার বাড়ির দিকটা অন্ধকারে ঢেকে গেল। ধীরে ধীরে দু'ঘণ্টা সময় পার হয়ে গেল। এগারোটার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আমাদের ঠিক মুখোমুখি একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হোমস বলল, 'ঐ আমাদের সংকেত। মাঝখানের জানালা থেকে আলোটা আসছে।'

বের হবার মুখে সে হোটেলের মালিককে বলল যে একটু রাত করেই জনৈক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি এবং রাতটা হয়তো সেখানেই থাকব। অন্ধকার রাস্তায় নেমে এলাম। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্টা লাগছে মুখে। অন্ধকারের মধ্যে একটি হলদে আলো আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে

চলল এক গুরুগম্ভীর লক্ষ্যের দিকে।

সামনেকার মাঠে ঢুকতে কোন অসুবিধা হল না, কারণ পার্কের পুরনো পাঁচিলের অনেক জায়গাই মেরামতের অভাবে ভেঙে ফাঁক হয়ে আছে। গাছের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে লন পেরিয়ে জানালার ভিতর দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময় একসার লরেল-ঝোপের ভিতর থেকে তীরবেগে ছুটে এল একটি বীভৎস বিকৃত শিশু; কম্পিত দেহে ঘাসের উপর পড়েই অতি দ্রুত ছুটে লন পার হয়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

'হায় ভগবান!' আমি চুপি চুপি বললাম, 'ওটাকে দেখেছ?'

মুহূর্তের জন্য হোমসও আমার মতই চমকে উঠেছিল। উত্তেজনায় তার হাতটা আমার কব্জির উপর চেপে বসে গেল। তারপরই চাপা হাসি হেসে সে আমার কানের কাছে ঠোঁট রাখল।

অস্ফুটস্বরে বলল, 'ভারী মজার সংসার। ওটা হল বেবুন।'

ডাক্তারের স্নেহধন্য বিচিত্র পোষা জন্তুদের কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। একটা চিতাও আছে। যেকোন মুহূর্তে সেটা আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পারে। স্বীকার করছি, হোমসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে যখন জুতো সমেত পিছলে ঘরের মধ্যে পড়লাম তখন যেন মনের মধ্যে খানিকটা স্বস্তি ফিরে এল। আমার সঙ্গী নিঃশব্দে খড়খড়ি বন্ধ করে বাতিটাকে টেবিলের উপর রেখে ঘরের চারদিকটা দেখতে লাগল। দিনের বেলায় যেরকম দেখে গিয়েছিলাম সব সেই রকমই আছে। তখন গুঁড়ি মেরে আমার কাছে এগিয়ে এসে হাতটাকে ভেঁপুর মত করে আমার কানে কানে এত আস্তে ফিস ফিস করতে লাগল যে, কোন-রকমে আমি কথাগুলি বুঝতে পারছিলাম।

'তিলমাত্র শব্দ হলে আমাদের পরিকল্পনার বারোটা বেজে যাবে।'

আমি ঘাড় নেড়ে বোঝালাম যে শুনতে পেয়েছি।

'আলো নিভিয়ে আমাদের বসে থাকতে হবে। নইলে ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে সে আলোটা দেখতে পাবে।'

আবার ঘাড় নাড়লাম।

'ঘুমিও না। তোমার জীবনটাই এর উপর নির্ভর করতে পারে। যখনই প্রয়োজন হবে তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করবার জন্য পিস্তলটা তৈরি রাখ। আমি বিছানার পাশে বসব, আর তুমি বসবে ঐ চেয়ারে।'

রিভলবারটা বের করে টেবিলের এক কোণে রাখলাম।

হোমস একখানা লম্বা সরু বেত সঙ্গে করে এনেছিল। সেটাকে বিছানায় নিজের পাশে রাখল। তার পাশে রাখল এক বাক্স দেশলাই আর একটা মোমবাতি। তারপর সে বাতিটা নিভিয়ে ফেলল। আমরা অন্ধকারে বসে রইলাম।

সেই ভয়াবহ প্রতীক্ষার কথা কেমন করে ভুলব? কোন শব্দ শুনতে না, এমন কি নিঃশ্বাসের শব্দও না। অথচ জানি, আমার বন্ধুও আমার মতই স্নায়বিক উত্তেজনা নিয়ে আমার কয়েক ফুটের মধ্যেই খোলা-চোখে বসে আছে। খড়খড়ি বন্ধ করায় আলোর ক্ষীণ রেখাও মুছে গেল, আমরা পরিপূর্ণ অন্ধকারে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাইরে থেকে মাঝে মাঝে কোন রাত-জাগা পাখির ডাক ভেসে আসছে; একবার তো আমাদের জানালার কাছেই বিড়ালের মত একটা দীর্ঘ গর গর্ আওয়াজ শুনে বুঝলাম যে চিতাটা ছাড়া অবস্থায়ই রয়েছে। অনেক দূর থেকে গীর্জার ঘড়িতে প্রতি পনের মিনিট অন্তর ঘণ্টা বাজছিল। এক একটা ঘণ্টা বাজতে কত দীর্ঘ সময় লাগে। বারোটা, একটা, দুটো, তিনটে, তখনও আমরা অনাগত ঘটনার প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে বসে আছি।

হঠাৎ ভেন্টিলেটারের দিকটায় একটা চকিত আলোর ঝলকানি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। তারপরই তেল পোড়ার ও ধাতু গরম করার তীব্র গন্ধ নাকে এল। পাশের ঘরে কে যেন একটা কালো লণ্ঠন জ্বালালো। চলাফেরার মৃদু শব্দ শুনলাম। তারপর আবার সব চুপচাপ। শুধু গন্ধটা তীব্রতর হচ্ছে। আধ ঘণ্টা কান খাড়া করে বসে রইলাম। তারপর আবার একটা শব্দ শোনা গেল—কেটলি থেকে ক্রমাগত বাষ্প বের হবার সময় যেরকম শব্দ হয় ঠিক সেইরকম মৃদু শান্ত শব্দ। শব্দটা শোনা মাত্রই হোমস বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দেশলাই জ্বালাল এবং হাতের বেতটা দিয়ে ঘণ্টা টানার দড়িটার উপর ভয়ঙ্করভাবে আঘাত করতে লাগল।

ভীষণভাবে চীৎকার করে বলতে লাগল, 'দেখতে পাচ্ছ ওয়াটসন ওটাকে দেখতে পাচ্ছ?'

আমি কিছুই দেখতে পাই নি। হোমস যখন আলো জ্বালাল তখন একটা চাপা মৃদু শিস শুনতে পেয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ আলোর ঝলকানি চোখে এসে পড়ায় আমার বন্ধু কাকে এমন নির্দয়ভাবে মারছে তা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব। অবশ্য আমি দেখতে পেলাম, ভয় ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ তার মুখ মারাত্মকরকম সাদা হয়ে গেছে। আঘাত বন্ধ করে সে ভেন্টিলেটারের দিকে তাকিয়েছিল। এমন সময় রাত্রির স্তব্ধতার বুক থেকে একটা ভয়ংকর চীৎকার উঠল। সেরকম চীৎকার আর আমি কখনও শুনি নি। চীৎকারের শব্দ ক্রমেই বাড়তে লাগল। যন্ত্রণা, ভয় ও ক্রোধের একটা কর্কশ চীৎকার একত্র মিলেছে এক ভয়ংকর আর্তনাদে। লোকে বলে নীচের গ্রামাঞ্চলে—এমন কি দূরবর্তী গীর্জায় পর্যন্ত সেই চীৎকারে মানুষ ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল। সে চীৎকার শুনে আমাদের বুকের ভিতরটাও হিম হয়ে গিয়েছিল। আমি এক-দৃষ্টিতে হোমসের দিকে তাকিয়েছিলাম। তারপর একসময় সে চীৎকারের

শেষ প্রতিধ্বনি নৈঃশব্দের মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

আমি ঢোঁক গিলে বললাম, 'এর অর্থ কি ?'

হোমস জবাব দিল, 'এর অর্থ খেলা শেষ। এবং শেষ পর্যন্ত এটা হয়তো ভালই হল। পিস্তলটা বের কর, আমরা ডাঃ রয়লটের ঘরে ঢুকব।'

গম্ভীর মুখে সে বাতিটা ধরিয়ে করিডর ধরে এগিয়ে চলল। দু'বার দরজায় আঘাত করল, কেউ সাড়া দিল না। তখন সে হাতল ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকল। গুলি-ভরা পিস্তল হাতে নিয়ে আমি তার পিছনে।

এক আশ্চর্য দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল। টেবিলের উপরে একটা কালো লণ্ঠন বসানো। তার ঢাকনা অর্ধেকটা খোলা। ফলে একটা আলোর রেখা হাট করে খোলা লোহার সিন্দুকের উপর পড়েছে। টেবিলের পাশে একটা কাঠের চেয়ারে ডাঃ গ্রিমসবি রয়লট বসে আছে। পরনে লম্বা ধূসর ড্রেসিং গাউন। তার নীচে খোলা পদ-সন্ধি দেখা যাচ্ছে, পা দুটো গোড়ালিবিহীন টার্কিস চটিতে ঢোকানো। তার কোলের উপর পড়ে আছে কাঠের ছোট মুঠি সমেত সেই লম্বা দড়ি যেটা আমরা দিনের বেলায় দেখেছিলাম। তার থুতনি উপর দিকে ঠেলে উঠেছে আর দুটি চোখের ভয়ার্ত কঠিন দৃষ্টি সিলিং-এর এককোণে আটকে আছে। আর ভুরুর উপরে চারদিক ঘিরে একটা অদ্ভুত হলদে বন্ধনী, তাতে বাদামী ফুটকী বসানো। দেখে মনে হয় সেটা মাথার চারদিকে চেপে বসেছে। আমরা ঘরে ঢুকলেও সে কোন শব্দ করল না বা নড়ল না।

'বন্ধনী। ফুটকী বসানো চিত্র-বিচিত্র বন্ধনী।' হোমস ফিস ফিস করে বলল।

আমি এক পা এগিয়ে গেলাম। মুহূর্ত মধ্যে সেই বিচিত্র শিরোভূষণ নড়ে উঠল, আর তার চুলের ভিতর থেকে খাড়া হয়ে উঠল একটা জঘন্য সরীসৃপের চ্যাপ্টা হীরকাকৃতি মাথা আর ফোলানো গলা।

হোমস চেঁচিয়ে উঠল, 'একটা কাল-কেউটে। ভারতবর্ষে সবচাইতে মারাত্মক সাপ। এর আঘাতে দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই সে মারা গেছে। সত্য সত্যই হিংসা হিংসুককেই প্রত্যাঘাত করে, অন্যের জন্য যে ফাঁদ পাতে সে নিজেই সেই ফাঁদে পড়ে। এস, আগে এই জীবটাকে তার আস্তানায় ঢুকিয়ে দি, তারপর মিস স্টোনারকে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরিত করে স্থানীয় পুলিশকে জানিয়ে দেব।'

কথা বলতে বলতে সে ক্ষিপ্রগতিতে মৃতের কোলের উপর থেকে কুকুরের চাবুকটা তুলে নিয়ে তার ফাঁসটা সাপের গলায় পরিয়ে দিল। তারপর সেটাকে জোর করে টেনে এনে লোহার সিন্দুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ডালাটা বন্ধ করে দিল।

এই হল স্টোক মোরানের ডাঃ গ্রিমসবি রয়লটের মৃত্যুর প্রকৃত বিবরণ। কেমন করে ভীতা মেয়েটিকে এই দুঃসংবাদ আমরা জানালাম, কেমন করে সকালের ট্রেনেই তাকে হ্যারোতে তার মাসির সযত্ন আশ্রয়ে রেখে এলাম, কেমন করে ধীরে ধীরে সরকারী তদন্তের ফলে প্রমাণ হল যে অবিবেচকের মত একটা বিপজ্জনক পোষা জীব নিয়ে খেলা করতে গিয়েই তার এই গতি হল,—এসব কথা বলে এই অতি দীর্ঘ বিবরণকে আর বাড়াবার কোন প্রয়োজন নেই। এই কেস সম্পর্কে আর সামান্য যা কিছু আমার জানবার ছিল সেটা পরদিন ফেরবার পথেই শার্লক হোমস আমাকে বলেছিল।

সে বলতে লাগল, 'আমি একটা সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্তে এসেছিলাম। দেখ ওয়াটসন, এর থেকেই প্রমাণ হয়, অপ্রচুর তথ্যের উপর নির্ভর করে অনুমান করা কতদূর বিপজ্জনক। জিপসিদের উপস্থিতি আর "বন্ধনী" শব্দটার ব্যবহারই আমাকে ভুল পথে চালাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অবশ্য এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে দেশলাইয়ের আলোয় যে ভীষণ দৃশ্য সে দেখেছিল তাকে বোঝাবার জন্যই সে ঐ শব্দটা ব্যবহার করেছিল। তবে এটুকু কৃতিত্ব আমি দাবী করতে পারি, যে মুহূর্তে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে ঐ ঘরের বাসিন্দা যে বিপদের ভয়ই করুক না কেন সেটা জানালা বা দরজা দিয়ে আসতে পাবে না, সেই মুহূর্তেই আমার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করলাম। তোমাকে আগেই বলেছি, আমার দৃষ্টি খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে পড়ল ঐ ভেন্টি-লেটার আর বিছানা পর্যন্ত ঝোলানো ঘণ্টাটানার দড়ির উপর। তারপর যখন দেখলাম, দড়িটা অকেজো এবং বিছানাটা মেঝের সঙ্গে আঁটা, সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ হল, দড়িটাকে রাখা হয়েছে কোন কিছুকে ভেন্টিলেটারের ফাঁকের ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে বিছানা পর্যন্ত নিয়ে যাবার প্রয়োজনীয় সেতু হিসাবে। মুহূর্ত-মধ্যে একটা সাপের কথা আমার মনে এল এবং তার সঙ্গে যখন ভারতবর্ষ থেকে ডাক্তারের কাছে নানারকম জীবজন্তুর পাঠানোর খবরটা যোগ করলাম, তখনই বুঝলাম আমি ঠিক পথই ধরছি। এমন বিষ প্রয়োগ করতে হবে যা হয়তো রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা পড়বে না—এরকম ধারণা প্রাচ্য দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন ধূর্ত নিষ্ঠুর লোকের মাথায় আসাই সম্ভব। এধরনের বিষ যেরূপ দ্রুতগতিতে কাজ করে সেটাও তার পক্ষে সুবিধাজনক। যে দুটি ছোট কালো ছিদ্র-পথে বিষাক্ত ফণা কাজ করে তাকে ধরতে পারার মত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি করোনার বিরল। তারপর শিসের কথাও ভাবলাম। অবশ্য সকালের আলোয় শিকারের চোখে পড়বার আগেই সাপটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যে দুধ আমরা দেখেছি সম্ভবত তার সাহায্যেই প্রয়োজন মত সময়ে সাপটাকে ফিরিয়ে নেবার শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। উপযুক্ত সময়ে সাপটাকে ভেন্টিলেটারের পথে ছেড়ে দেওয়া হত এই নিশ্চিত বিশ্বাসে যে সে দড়ি বেয়ে

নেমে বিছানায় যাবে। বিছানার অধিকারীকে সে কামড়াতে পারে আবার না কামড়াতেও পারে। হয়তো এক সপ্তাহ ধরে প্রতিটি রাতেই সে রেহাই পাবে। কিন্তু আজ হোক কাল হোক সর্পদংশনের শিকার তাকে হতেই হবে।

'তার ঘরে ঢুকবার আগেই এইসব সিদ্ধান্ত আমি করেছিলাম। তার চেয়ারটা পরীক্ষা করে দেখলাম সে প্রায়ই ওটার উপর উঠে দাঁড়াত। ভেন্টিলেটার পর্যন্ত যাতে হাত পৌঁছয় তার জন্যই এটা দরকার হত। তবু যেটুকু সন্দেহ ছিল, সিন্দুক, দুধের পেয়ালা, আর চাবুকের দড়ির ফাঁস দেখে তাও একদম দূর হল। সাপটাকে সিন্দুকে ঢুকিয়ে তাড়াতাড়ি ডালা বন্ধ করতে যে শব্দ হত মিস স্টোনার সেই ধাতব শব্দই শুনেছিল। একবার মনস্থির করার পর সমস্ত ব্যাপারটাকে প্রমাণ করবার জন্য আমি কোন পথ অবলম্বন করেছি তা তো তুমি জানই। সাপের হিস্‌'হস্‌ শব্দ শুনলাম, তুমিও যে শুনেছিলে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই, আর সঙ্গে সঙ্গে আলো জেলে সেটাকে আক্রমণ করলাম।'

'ফলে সেটা ভেন্টিলেটারের ভিতর দিয়ে ফিরে গেল।'

'ফলে অপরদিকে তার মনিবকেই আক্রমণ করল। আমার বেতের কয়েকটা আঘাত বেশ জোরেই লেগেছিল: ফলে তার সাপের স্বভাব জেগে ওঠে এবং প্রথম যাকে দেখতে পায় তার উপরই ছোবল মারে। এইভাবে অবশ্য ডাঃ গ্রিমসবি রয়লটের মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে আমিও দায়ী, আর সেজন্য আমার বিবেকের উপর খুব বেশী চাপ পড়বে এমন কথাও আমি বলছি না।'

যন্ত্রবিদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ

The Engineer's Thumbs

আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের গত কয়েক বছরের মধ্যে যতগুলি সমস্যা সমাধানের জন্য আমার বন্ধু শার্লক হোমসের কাছে এসেছে, তার মধ্যে দুটি এসেছে আমার মারফতে—একটি মিঃ হেথার্লির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সমস্যা, আর অন্যটি কর্নেল ওয়ারবার্টনের পাগলামির সমস্যা। তার মধ্যে দ্বিতীয়টি যে-কোন তীক্ষ্ণ মৌলিক পর্যবেক্ষকের পক্ষে একটি সূক্ষ্ম ক্ষেত্র হতে পারত, কিন্তু অপরটি এতই বিস্ময়কর ও নাটকীয় যে আমার বন্ধু যেসব অনুমান পদ্ধতির সাহায্যে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ফল পেয়েছে সেগুলি প্রয়োগের সুযোগ বড় একটা না থাকলেও ঘটনাটি একান্তভাবেই উল্লেখযোগ্য। আমি জানি,

সংবাদপত্রে গল্পটা একাধিকবার বলা হয়েছে, কিন্তু এই ধরনের অন্য সব বিবরণের মতই ছাপার অক্ষরে মাত্র আধ-কলমের মধ্যে সবটা বলার জন্য কাহিনীটা ভালভাবে ফুটে উঠতে পারে না। চোখের সামনে ঘটনাগুলি একে একে ঘটতে থাকে, প্রতিটি নতুন আবিষ্কার একটি করে ধাপ এগিয়ে পূর্ণ সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়ায় রহস্যটা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে, তখনই কাহিনীটা প্রকৃতপক্ষে আশ্চর্যরূপ ধারণ করে। সেসময় ঘটনাগুলি আমার মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, দু'বছর পার হয়ে যাবার পরেও সে প্রভাব এতটুকু হ্রাস পায় নি।

'৮৯ সালের গ্রীষ্মকাল। কিছুদিন আগেই আমার বিয়ে হয়েছে। সেই সময়ই-আলোচ্য ঘটনাগুলি ঘটেছিল। আমি তখন ডাক্তারী ব্যবসায়ে ফিরে গেছি এবং হোমসকে তার বেকার স্ট্রীটের বাসায় পাকাপাকিভাবে ছেড়ে এসেছি। অবশ্য আমি নিয়মিতভাবেই তার ওখানে যাই, এবং মাঝে-মধ্যে তার বাউণ্ডুলে স্বভাব কাটিয়ে তাকেও আমাদের বাসায় নিয়ে আসি। আমার পসার বেড়েছে। যেহেতু আমি প্যাডিংটন স্টেশনের কাছেই থাকি, পুলিশ বিভাগ থেকেও কিছু কিছু রোগী পাই। তেমনি একজনকে একটা দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক রোগ থেকে সারিয়েছিলাম বলে সে আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, জানাশোনা কারও অসুখ করলে সে তাকে আমার কাছেই পাঠাতে চেষ্টা করে।

একদিন সকাল সাতটার কিছু আগে দরজায় পরিচারিকার টোকা শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। সে জানাল, প্যাডিংটন থেকে দুটি লোক এসেছে, বসবার ঘরে অপেক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিলাম, কারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমি জেনেছি যে, রেলের কেসগুলি কদাচিৎ তুচ্ছ হয়ে থাকে। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলাম। নামতেই পূর্ব-পরিচিত গার্ডমশাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজাটা শক্ত করে বন্ধ করে দিল।

ঘাড়ের উপর দিয়ে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'তাকে এখানে নিয়ে এসেছি। এখন ভালই আছে।'

তার রকম-সকম দেখে মনে হল, বুঝি কোন অদ্ভুত জন্তুকে এনে আমার ঘরে বন্দী করে রেখেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি ?'

সে তেমনিভাবেই বলল 'একটি নতুন রোগী। যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তাই নিজেই নিয়ে এসেছি। ওই ঘরে আছে—বেশ ভালই আছে। আমি তাহলে চলি ডাক্তার, কারণ আপনার মত আমারও তো "ডিউটি" আছে।' আমাকে ধন্যবাদ জানাবার সময় না দিয়েই আমার বিশ্বস্ত টাউটটি চলে গেল।

ঘরে ঢুকে দেখলাম, একটি ভদ্রলোক টেবিলের ধারে বসে আছে। তার পরনে টুইডের পোশাক। সাদা কাপড়ের টুপিটা আমার বইয়ের উপর

রেখেছে। একটা হাতের চারদিকে রক্তের দাগ-মাখা একখানা রুমাল জড়ানো। বয়সে তরুণ। মনে হয় পঁচিশের বেশী নয়। বেশ শক্ত পুরুষোচিত মুখ, কিন্তু এখন অত্যন্ত বিবর্ণ। দেখে মনে হয় তার ভিতরে একটা তীব্র উত্তেজনা চলেছে, আর প্রাণপণ শক্তিতে সে তাকে চাপা দিতে চেষ্টা করছে।

লোকটি বলল, 'এত সকালে আপনাকে ঘুম থেকে তোলার জন্য আমি দুঃখিত ডাক্তার। কিন্তু রাত্রে আমার একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেছে। সকালেই ট্রেনে এসেছি। প্যাডিংটনে একজন ডাক্তারের খোঁজ করায় একজন সদাশয় ভদ্রলোক আমাকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এলেন। পরিচারিকাকে আমার কার্ড দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি সে টেবিলের উপরেই কার্ডটা ফেলে গেছে।'

সেটা তুলে নিয়ে চোখ বুলালাম। 'মিঃ ভিক্টর হেথার্লি, হাইড্রলিক ইঞ্জিনীয়ার, ১৬এ, ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট (৪র্থ তল)' এই হল প্রাতঃকালীন অতিথির নাম, পরিচয় ও ধাম। আমার লাইব্রেরি-চেয়ারে বসে বললাম, 'আপনাকে বসিয়ে রাখার জন্য আমি দুঃখিত। শুনলাম, সারা রাত গাড়িতে এসেছেন। সত্যিই বড়ই একঘেয়ে ব্যাপার।'

'ওহো, আমার রাতটাকে কিন্তু একঘেয়ে বলা যায় না,' বলে সে হেসে উঠল। চেয়ারে হেলান দিয়ে সারা শরীর কাঁপিয়ে উচ্চৈঃস্বরে সে প্রাণ খুলে হাসতে লাগল। আমার ডাক্তারী প্রবৃত্তিগুলো সেই হাসির বিরুদ্ধে মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল।

চীৎকার করে বললাম, 'হাসি থামান। ঠিক হয়ে বসুন।' কাঁচের পাত্র থেকে খানিকটা জল ঢেলে দিলাম।

তাতে কোন কাজ হল না। একটা বড় রকমের সংকট কেটে যাবার পর একজন শক্ত মানুষের মধ্যে মূর্চ্ছারোগের যে ধরনের বিকার দেখা দেয় এও তাই। ধীরে ধীরে সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। তখন সে খুব শান্ত, চোখ মুখ গরমে লাল হয়ে উঠেছে।

ঢোঁক গিলে সে বলল, 'একেবারেই বোকার মত ব্যবহার করেছি।'

'কিছু না। এটা খান।' খানিকটা ব্র্যাণ্ডি জলে মিশিয়ে দিলাম। তার রক্তহীন গালে আবার আভা ফিরে এল।

'এখন ভাল আছি।' সে বলল। 'ডাক্তার, এবার দয়া করে আমার বুড়ো আঙুলটা দেখুন,—মানে বুড়ো আঙুলটা যেখানে ছিল আর কি।'

রুমালখানা খুলে সে হাতটা বাড়িয়ে দিল। সেদিকে তাকিয়ে আমার শক্ত স্নায়ুগুলোও কেঁপে উঠল। চারটে আঙুল বেরিয়ে আছে, আর আছে একটা ভয়ংকর লাল নরম জায়গা, যেখানে বুড়ো আঙুলটা থাকা উচিত ছিল সেটাকে একেবারে গোড়া থেকে কেটে বা উপড়ে ফেলা হয়েছে।

'হা ঈশ্বর !' আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'এ যে সাংঘাতিক ক্ষত। নিশ্চয় প্রচুর রক্তপাত হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তা হয়েছে। এটা করবার সময় আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলাম। মনে হয় অনেকক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম। জ্ঞান ফিরে এলে দেখি, তখনও রক্ত পড়ছে। তাই রুমালের একটা কোণ কব্জির সঙ্গে শক্ত করে জড়িয়ে কচি পাতা দিয়ে এটাকে বেঁধে দিয়েছি।'

'চমৎকার। আপনার সার্জেন হওয়া উচিত ছিল।'

'এটা হাইড্রলিকসের ব্যাপার, কাজেই আমার এক্তিয়ারের মধ্যেই পড়ে।'

ক্ষতটা পরীক্ষা করে বললাম, 'খুব ভারী ধারালো অস্ত্র দিয়ে এটা করা হয়েছে।'

'একটা কাটারি জাতীয় জিনিস', সে বলল

'এটা দুর্ঘটনা নিশ্চয়ই ?'

'মোটেই না।'

'সে কি ! মারাত্মক আক্রমণ !

'খুবই মারাত্মক।'

'আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন।'

ক্ষতটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলাম। তারপর তুলোর প্যাড আর কার্বলিকযুক্ত ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে দিলাম। কোনরকম কাতর-শব্দ না করে সে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল, যদিও মাঝে মাঝে ঠোঁটটা কামড়ে ধরছিল।

কাজ শেষ করে বললাম, 'কেমন লাগছে ?'

'অপূর্ব ! আপনার ব্রাণ্ডি ও ব্যাণ্ডেজের জোরে আমি এখন নতুন মানুষ। আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু আমাকে তো সহ্য করতে হয়েছে অনেক কিছু।'

'ওসব কথা এখন না বলাই ভাল। ওতে আপনার স্নায়ুর উপর চাপ পড়ছে।'

'না, না, এখন আর কিছু হবে না। পুলিশকে তো সব কথা বলতেই হবে। কিন্তু—এটা আপনার আর আমার মধ্যে—আমার ক্ষতটাই জোরালো প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত না থাকলেও যদি তারা আমার কথা বিশ্বাস করত তাহলেই আমি বিস্মিত হতাম। কারণ ব্যাপারটা সত্যি অসাধারণ, এবং তাকে সমর্থন করবার মত যথেষ্ট প্রমাণও হাতে নেই। আর যদি তারা আমার কথা বিশ্বাসও করে, তবু যে সূত্রগুলি আমি তাদের দিতে পারব সেগুলি এতই অস্পষ্ট যে সুবিচার পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

আমি বলে উঠলাম, 'আরে ! কোন সমস্যার সমাধান যদি আপনি চান

তাহলে আমি সুপারিস করছি, পুলিশের কাছে যাবার আগে আমার বন্ধু মিঃ শার্লক হোমসের সঙ্গে দেখা করুন।'

আগন্তুক বলল, 'ও হো, ভদ্রলোকের নাম তো আমিও শুনেছি। তিনি যদি ব্যাপারটা হাতে নেন তাহলে আমি খুব খুশি হব। অবশ্য সেইসঙ্গে পুলিশের সাহায্যও আমি নেব। আপনি কি তার কাছে একখানা সুপারিশ-পত্র দেবেন?'

'তার চাইতে বেশীই দেব। আপনাকে সঙ্গে করে তার কাছে নিয়ে যাব।'

'আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ থাকব।'

'একটা গাড়ি ডেকে দুজন একসঙ্গেই প্রাতরাশ খাবার মত সময়েই আমরা হাজির হব। আপনার মত আছে তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার সব কথা না বলা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না।'

'তাহলে চাকরকে পাঠিয়ে দিই একটা গাড়ি ডাকতে। আমি এখনি আসছি।' দোতলায় উঠে সংক্ষেপে সব কথা আমার স্ত্রীকে বলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা গাড়িতে চেপে বসলাম। নতুন সঙ্গীকে নিয়ে ছুটলাম বেকার স্ট্রীটের উদ্দেশ্যে।

যেমন আশা করেছিলাম, শার্লক হোমস ড্রেসিং-গাউন পরে তার বসবার ঘরে পায়চারি করতে করতে 'দি টাইমস'-এর শোক-সংবাদ পড়ছে। গত দিনের যত দগ্ধাবশেষ সিগারেট ও চুরুটের টুকরো সযত্নে কুড়িয়ে ম্যাণ্টেলপিসের কোণে রাখা ছিল সেগুলিকে একসঙ্গে গুঁড়িয়ে সে তার প্রাক-প্রাতরাশ পাইপ থেকে ধূমপান করছিল। তার শান্ত সহৃদয় ভঙ্গীতে সে আমাদের অভ্যর্থনা করল, শূকর-মাংসের টুকরো ও ডিমের অর্ডার দিল এবং আমাদের সঙ্গেই খাওয়ায় মন দিল। সে পাট চুকে গেলে নব-পরিচিতকে একটি সোফায় বসিয়ে, তার মাথার নীচে একটা বালিস দিয়ে এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি ও জল তার হাতের কাছে রেখে দিল।

বলল, 'মিঃ হেথার্লি, বেশ বুঝতে পারছি আপনার উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। দয়া করে ওখানে শুয়ে পড়ে আরাম করুন। যতটা পারেন বলুন, কিন্তু শ্রান্ত বোধ করলেই থেমে যাবেন এবং এই উত্তেজক পানীয় খেয়ে নিজেকে তাজা রাখবেন।'

আমার রোগী বলল, 'ধন্যবাদ। ডাক্তারের ব্যাণ্ডেজের পরেই আমি অন্য মানুষ হয়ে গেছি, আর আপনার প্রাতরাশেই আমার চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আপনার মূল্যবান সময় বেশী আমি নেব না। এখনই আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করছি।'

শ্রান্ত ভারী চোখের পাতায় একান্ত আগ্রহী ভাবকে চাপা দিয়ে হোমস বড়

আরামকেদারাটায় বসল। আমি বসলাম তার উল্টো দিকে। আমাদের অতিথি যে বিচিত্র কাহিনী বলল, চুপচাপ বসে দুজনে তাই শুনতে লাগলাম।

সে বলল, 'আপনাদের জানা দরকার, আমি মাতাপিতাহীন এবং অবিবাহিত, লণ্ডনের বাসায় একলা থাকি। জীবিকার বিচারে আমি একজন হাইড্রলিক ইঞ্জিনীয়ার, গ্রীনউইচের বিখ্যাত ফার্ম ভেনার অ্যাণ্ড ম্যাথ্সনে শিক্ষানবীশ হিসাবে সাত বছর কাজ করে আমার কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। দু বছর আগে, আমার কার্যকাল শেষ হওয়ায় এবং বাবার মৃত্যুতে বেশকিছু অর্থলাভ ঘটায় আমি নিজস্ব ব্যবসা শুরু করবার অভিপ্রায়ে ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে ঘর ভাড়া করলাম।

'স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করলে প্রথম দিকের অভিজ্ঞতা ভয়াবহ হয়ে থাকে তা আমি জানি। আমার বেলায় সেটা বিশেষভাবেই ভয়াবহ হয়ে দেখা দিল। দুই বছরের মধ্যে তিনটে পরামর্শ এবং একটা ছোট কাজ মাত্র জুটল। তাতে মোট আয় হল সাতাশ পাউণ্ড দশ শিলিং। প্রতিদিন সকাল ন'টা থেকে বিকেল চা'রটে পর্যন্ত সেই আস্তানায় বসে থাকতে থাকতে শেষ পর্যন্ত আমার মন ভেঙে গেল, বুঝতে পারলাম, আমার দ্বারা ব্যবসা হবে না।

'গতকাল সবে আপিস থেকে উঠব উঠব করছি, এমন সময় কেরাণী ঘরে ঢুকে জানাল, ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য একজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছে। সে একখানা কার্ড দিল, তাতে নাম লেখা "কর্ণেল লাইস্যাণ্ডার স্টার্ক।" তার পিছন পিছন ঘরে ঢুকল কর্ণেল স্বয়ং। দেখতে মাঝারির চাইতে একটু উঁচু, কিন্তু অত্যন্ত কৃশ। অত কৃশকায় লোক কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সারা মুখ সরু হতে হতে নাক আর থুতনিতে ঠেকেছে, গালের চামড়া ঠেলে-ওঠা হাড়ের উপর টান-টান করে আঁটা। এটা অবশ্য কোন রোগের ফলে নয়, তার চেহারাই ওই রকম শুকনো। চোখ দুটো উজ্জ্বল, পদক্ষেপ দ্রুত এবং চাল-চলনে সপ্রতিভ। পোশাক সাধারণ কিন্তু পরিচ্ছন্ন। বয়স, আমার মনে হয়, ত্রিশ অপেক্ষা চল্লিশের বেশী কাছে।

'একটা জার্মান টানে সে বলল, "মিঃ হেথার্লি তো? আপনার নাম যিনি সুপারিশ করেছেন তার মতে আপনি শুধু আপনার ব্যবসাতেই কৃতী নন, আপনি সুবিবেচক এবং কোন গোপন কথাকে গোপন রাখতে সক্ষম।"

এরকম কথা শুনলে যেকোন যুবকেরই খুশি হবার কথা। আমিও খুশি হয়ে মাথা নোয়ালাম। প্রশ্ন করলাম, "এরকম প্রশংসা কে করেছে জানতে পারি কি?"

"দেখুন, ঠিক এই মুহূর্তে সেটা আপনাকে না বলাই ভাল। ঐ একই সূত্র থেকে আমি আরও জেনেছি যে আপনি মাতাপিতাহীন ও অবিবাহিত, লণ্ডনে একলা থাকেন।"

'আমি জবাব দিলাম, "ঠিক কথা। কিন্তু ক্ষমা করবেন, আমার ব্যবসাগত গুণের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আমি তো বুঝতে পারছি না। যতদূর মনে হয় ব্যবসায়িক ব্যাপারেই আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন।"

"নিশ্চয়ই। আপনি দেখবেন, আমি সংলগ্ন কথাই বলছি। একটা ব্যবসায়িক কাজেই আমি আপনার কাছে এসেছি; কিন্তু পরিপূর্ণ গোপনীয়তা একান্ত-ভাবে প্রয়োজন—মনে রাখবেন, পরিপূর্ণ গোপনীয়তা। পরিবারের মধ্যে যে বাস করে তার চাইতে যে একলা থাকে তার কাছেই সে গোপনীয়তা বেশী আশা করা যায়।"

'আমি বললাম, "কোন কথা গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি যদি আমি দিয়ে থাকি, তাহলে তার উপর আপনি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন।"

'সে কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। মনে হল, এমন সন্দেহ ও জিজ্ঞাসাভরা চোখ আমি আগে কখনও দেখি নি।

"হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা করছি।"

"অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সর্বকালের জন্য নিঃশর্ত পরিপূর্ণ বাক্যহীনতা? কথায় বা লেখায় এবিষয়ের উল্লেখমাত্র থাকবে না?"

"কথা তো আপনাকে দিয়েছি।"

"খুব ভাল।" হঠাৎ সে লাফ দিয়ে উঠে বিদ্যুতের মত তীরবেগে ঘরটা পেরিয়ে একধাক্কায় দরজাটা খুলে ফেলল। না, বাইরে কেউ নেই।

'ফিরে এসে সে বলল, "ঠিক আছে। আমি জানি কেরাণীরা অনেক সময় মনিবদের ব্যাপারে কৌতূহলী হয়। এবার আমরা নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারব।" চেয়ারটাকে আমার কাছে টেনে এনে সে আবারও সেইরকম জিজ্ঞাসু ও চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'মাংসহীন লোকটির এই অদ্ভুত আচরণে একটা বিতৃষ্ণা ও ভয়ের অনুভূতি আমার মধ্যে জেগে উঠতে লাগল। একটি মক্কেল হারাবার ভয় সত্ত্বেও আমার অধৈর্যকে চেপে রাখতে পারলাম না।

'বললাম, "দয়া করে কাজের কথা বলুন মশায়, আমার সময়ের দাম আছে।" শেষের কথাগুলির জন্য ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু কথাগুলি আমার ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"একরাতের কাজের জন্য পঞ্চাশ গিনি হলে আপনার পোষাবে কি?"

"খুব ভাল পোষাবে।"

"বললাম বটে একরাতের কাজ, এক ঘণ্টার বললেই সঠিক হত। একটা অচল হাইড্রলিক স্ট্যাম্পিং মেসিন সম্পর্কে আপনার মতামত প্রয়োজন। যন্ত্রটার কি হয়েছে বলে দিলে আমরা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারব। এই কাজ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?"

"কাজটা হাল্‌কা, কিন্তু মজুরিটা প্রচুর।"

"ঠিক তাই। আমাদের ইচ্ছা আজ শেষ ট্রেনেই আপনি চলুন।"

"কোথায়?"

"বার্কশায়ারের অন্তর্গত আইফোর্ডে। জায়গাটা রীডিং থেকে সাত মাইলের মধ্যে অক্সফোর্ডশায়ার সীমান্তের নিকটে অবস্থিত। প্যাডিংটন থেকে ট্রেনে উঠলে ১১'১৫ মিনিট নাগাদ সেখানে পৌছতে পারবেন।"

"খুব ভাল।"

"আমি গাড়ি নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

"তার মানে, গাড়িতে চড়তে হবে?"

"হ্যাঁ। আমাদের ছোট জায়গাটা গ্রামের ভিতরে। আইফোর্ড স্টেশন থেকে ঝাড়া সাত মাইল পথ।"

"তাহলে তো মাঝ রাতের আগে সেখানে পৌছানো যাবে না। তারপরে আর ফিরবার ট্রেন নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না। রাতটা কাটাতেই হবে।"

"তা হবে। আপনার একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা আমরা করে দিতে পারব।"

"সেটা খুব অসুবিধা। অন্য কোন সুবিধাজনক সময়ে গেলে হয় না?"

"আমরা চাই আপনি ঐ সময়েই যান। আপনাব কিছু অসুবিধা হবে বলেই তো আপনার গত একজন অখ্যাত যুবককে আমরা এমন অর্থ দিচ্ছি যা দিয়ে আপনার ব্যবসার অনেক বড় বড় মাথাকেও কেনা যায়। অবশ্য আপনি যদি এব্যাপার থেকে সরে দাঁড়াতে চান, তার সময় এখনও যথেষ্ট আছে।"

'আমি পঞ্চাশ গিনি এবং আমার প্রয়োজনের কথাটা ভাবলাম। বললাম, "না, না, তা নয়। আপনাদের ইচ্ছামত কাজ করতে আমি রাজি আছি। কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনারা কি করাতে চান সেটা আমি আরও একটু স্পষ্টভাবে জানতে চাই।"

"সে তো চাইবেনই। আপনার কাছ থেকে মন্ত্রগুপ্তির যে শপথ আমরা আদায় করে নিয়েছি তাতে আপনার কৌতূহল হওয়াই তো স্বাভাবিক। সব কিছু না জেনে আপনি কাজে হাত দেবেন সেটা আমি চাই না। আচ্ছা, আমরা আড়িপাতার হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ তো?"

"সম্পূর্ণ।"

"তাহলে ব্যাপারটা এই রকম। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সাজিমাটি একটা খুব মূল্যবান পদার্থ এবং ইংলণ্ডের মাত্র দুই একটি জায়গায় তা পাওয়া যায়?"

"সেইরকমই শুনেছি।"

"কিছুদিন আগে রীডিং-এর দশ মাইলের মধ্যে একটা ছোট জমি আমি কিনেছি। জমিটা খুবই ছোট। আমার ভাগ্য ভাল, সেই জমিতে সাজি-

মাটির আকর আছে বলে আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি, আমার জমিতে সঞ্চিত সাজিমাটির পরিমাণ খুবই সামান্য, কিন্তু তারই লাগোয়া ডান দিকে এবং বাঁ দিকে দুটো বড় বড় সাজিমাটির আকর আছে, আর সে দুটিই আছে আমার প্রতিবেশীদের জমিতে। তাদের জমিতে যে সোনার মত দামী জিনিস রয়েছে এ তথ্য সেই ভালমানুষদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। স্বভাবতই তারা ঐ জমির প্রকৃত মূল্য জানবার আগেই সেটা কিনে নেওয়া আমার স্বার্থেই প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঐ জমি কিনবার মত মূলধন আমার ছিল না। কয়েকজন বন্ধুকে এই গোপন তথ্য জানালে তারা পরামর্শ দিল, আগে আমরা নিঃশব্দে এবং গোপনে আমার জমির আকরকে তুলে তার থেকে যে টাকা পাওয়া যাবে তাই দিয়ে পার্শ্ববর্তী জমিগুলি কিনতে পারব। কিছুদিন যাবৎ সেই কাজই আমরা করছি এবং এই কাজে সুবিধার জন্য একটি হাইড্রলিক প্রেস যন্ত্র বসিয়েছি। আপনাকে আগেই বলেছি, ঐ যন্ত্রটি বিকল হয়ে গেছে এবং সেইজন্যই আপনার পরামর্শ আমাদের দরকার। আমরা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে এই তথ্য গোপন রেখেছি। কিন্তু আমাদের ছোট বাড়িতে হাইড্রলিক ইঞ্জিনীয়ার যাতায়াত করছে একথা জানাজানি হয়ে গেলে লোকের মনে নানারকম সন্দেহ দেখা দেবে এবং তার ফলে প্রকৃত তথ্য যদি ফাস হয়ে যায় তাহলে ওই জমি পাওয়ার এবং আমাদের পরিকল্পনা মত কাজ করার আশায় জলাঞ্জলি দিতে হবে। সেইজন্যই আপনাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছি যে আজ রাতে আপনার আইফোর্ড যাবার কথা আপনি কোন মানুষকে বলবেন না। আশা করি সব কথা আমি পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পেরেছি ?"

"সবই ঠিক ঠিক বুঝেছি," আমি বললাম। "শুধু একটি কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি তো জানি, খনি থেকে কাঁকর তোলার মতই সাজিমাটিও কেটে তুলতে হয়। তাহলে সেকাজে হাইড্রলিক প্রেস কিসে লাগবে?"

'সে অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল, "ওহো! আমাদের একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে। যান্ত্রিক চাপের সাহায্যে আমরা ইঁটে পরিণত করি, যাতে তাতে কি আছে না জানিয়েই সেগুলিকে স্থানান্তরিত করা যায়। কিন্তু সেকথা থাক। মিঃ হেথার্লি, আপনাকে আমি সব কথা খুলে বললাম, আর আপনাকে আমি কতখানি বিশ্বাস করি তাও তো দেখলেন।" কথা বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল। "তাহলে ১১'১৫ মিনিটে আইফোর্ডে আপনাকে আশা করছি।"

"আমি নিশ্চয় সেখানে থাকব।"

"আর কোন প্রাণীকে একটি কথাও নয়।" শেষবারের মত একটা দীর্ঘ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে দ্রুতপায়ে সে

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'দেখুন, তখন সমস্ত ব্যাপারটাকে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে গিয়ে আমার এই আকস্মিক কার্যভার সম্পর্কে আমি খুবই বিস্মিত বোধ করলাম। একদিকে অবশ্য আমি খুব খুশিই হয়েছিলাম, কারণ আমার কাজের মজুরি আমি নিজে চাইলে যা হত এটা তার অন্তত দশগুণ বেশী এবং এই কাজ থেকে পরে আমি আরও কাজ পেতে পারি। অন্য দিকে, আমার পৃষ্ঠপোষকের মুখ এবং চাল-চলন আমার মোটেই ভাল লাগে নি। তাছাড়া আমার এই মধ্যরাত্রে যাওয়া এবং সে সম্পর্কে কাউকে কোন কথা না বলার ব্যাপারে তার এত বেশী উৎকণ্ঠার স্বপক্ষে সাজিমাটি তোলার যে ব্যাখ্যা সে দিয়েছে তাকেও আমি যথেষ্ট বলে মনে করতে পারছিলাম না। যাহোক, সব ভয় ঝেড়ে ফেলে পেট ভরে খেয়ে প্যাডিংটন পৌঁছলাম এবং মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাত্রা করলাম।

'রীডিং এ শুধু গাড়ি নয়, স্টেশনও বদলাতে হল। যা হোক, যথা-সময়েই আইফোর্ডে যাবার শেষ ট্রেনটি ধরে এগারোটার পরে একটা ছোট স্বল্পালোকিত স্টেশনে পৌঁছলাম। আমিই একমাত্র যাত্রী সেখানে নামলাম। লণ্ঠন হাতে একটিমাত্র নিদ্রাতুর পোর্টার ছাড়া কেউ প্লাটফর্মে ছিল না। অবশ্য ছোট গেট দিয়ে বেরিয়েই আমার সকাল বেলার পরিচিত মানুষটিকে অপর দিকে গাছের নীচে অপেক্ষা করতে দেখলাম। কোন কথা না বলে সে আমার হাত ধরে গাড়ির কাছে টেনে নিয়ে গেল। গাড়ির দরজা খোলাই ছিল। দু'দিকের জানালা তুলে দিয়ে কাঠের উপর মৃদু আঘাত করতেই আমরা দ্রুত ছুটতে লাগলাম।'

'ঘোড়া কি একটা ছিল?' হোমস প্রশ্ন করল

'হ্যাঁ একটিমাত্র।'

'গায়ের রং লক্ষ্য করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, গাড়িতে উঠবার সময় পাশের আলোয় দেখেছিলাম। বাদামী রং।

'শ্রান্ত, না তাজা?'

'খুব তাজা এবং চকচকে।'

'ধন্যবাদ, আপনার কথার মাঝখানে বাধা দেওয়ার জন্য দুঃখিত। দয়া করে আপনার এই কৌতূহলজনক ঘটনাটা বলে যান।'

'আমরা ছুটে চললাম। অন্তত এক ঘণ্টা কেটে গেল। কর্নেল লাইস্যাণ্ডার স্টার্ক বলেছিল, মাত্র সাত মাইল পথ, কিন্তু যে হারে আমরা ছুটেছি এবং যতটা সময় লেগেছে তাতে মনে হয় বারো মাইলের কাছাকাছি। সারাক্ষণ সে নীরবে আমার পাশে বসে রইল। যখনই তার দিকে তাকিয়েছি

দেখেছি সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। পৃথিবীর ঐ অংশ গ্রামের রাস্তাটা মোটেই ভাল নয়, কারণ আমরা ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খাচ্ছিলাম। আমরা কোনখান দিয়ে চলেছি দেখবার জন্য জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে তাকাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু জানালায় ঘসা কাঁচ থাকার দরুণ মাঝে মাঝে একটা আলোর ঝলকানি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই নি। যাত্রার একঘেয়েমি ভাঙবার জন্য মাঝে মাঝে আমি দুই একটা কথা বলবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কর্ণেল মাত্র একটি শব্দে জবাব দেওয়ায় আলোচনা ঝিমিয়ে পড়েছে। অবশেষে উঁচুনীচু পথের বদলে মসৃণ পাকা রাস্তা দেখা দিল এবং গাড়িটা থামল। কর্ণেল লাইস্যাণ্ডার স্টার্ক লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। আমিও নামলাম। আমাকে টেনে নিয়ে সে অতি দ্রুত সামনের খোলা চাঁদনি-ফটকের মধ্যে ঢুকে গেল। মনে হল, আমরা যেন গাড়ি থেকে সোজা হলে ঢুকে গেলাম, ফলে পলকের জন্যও বাড়িটার সম্মুখ ভাগ দেখতে পেলাম না। দরজার চৌকাঠ পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পিছনে দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। গাড়িটা চলে গেল। চাকার ঘর্ঘর শব্দ অস্পষ্টভাবে আমার কানে আসতে লাগল।

'বাড়ির ভিতরটা গাঢ় অন্ধকার। চাপা গলায় কি যেন বলতে বলতে কর্ণেল দেশলাইয়ের জন্য অন্ধকারে হাতড়াতে লাগল। হঠাৎ দালানের অপর প্রান্তে একটা দরজা খুলে গেল এবং সোনালী আলোর একটা দীর্ঘ রশ্মি আমাদের উপর এসে পড়ল। আলোটা ছড়িয়ে পড়ল। একটি স্ত্রীলোক এল বাতি হাতে নিয়ে। বাতিটাকে মাথার উপর ধরে মুখ বাড়িয়ে সে আমাদের দেখতে লাগল। সে দেখতে সুন্দরী। কালো পোশাকের উপর আলো পড়ে চকচক করছে। পোশাকটা বেশ দামী কাপড়ের। বিদেশী ভাষায় এমন সুরে সে কয়েকটি কথা বলল যেন কিছু জিজ্ঞাসা করছে। জবাবে আমার সঙ্গী ক্রুদ্ধভাবে ধমক দিতেই সে এমনভাবে চমকে উঠল যে বাতিটা হাত থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। কর্ণেল স্টার্ক তার কাছে গিয়ে কানে কানে কি যেন বলে সে যে ঘর থেকে এসেছিল সেইঘরেই তাকে ঠেলে দিল। তারপর বাতিটা নিয়ে আমার কাছে এল।

'আরেকটা দরজা খুলে দিয়ে সে বলল, "দয়া করে কয়েক মিনিটের জন্য এই ঘরে অপেক্ষা করুন।" সাদাসিদেভাবে সাজানো একটি নিরিবিলি ঘর। মাঝখানে একটা গোল টেবিলের উপর কিছু জার্মান বই ছড়ানো। কর্ণেল স্টার্ক দরজার পাশের হারমোনিয়ামটার উপর বাতিটা নামিয়ে রাখল। "আপনাকে মূহূর্তমাত্রও বসিয়ে রাখব না", বলেই সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

'টেবিলের উপরে রাখা বইগুলি দেখছিলাম। জার্মান না জানলেও বুঝতে

পারলাম, দুখানা বিজ্ঞানের বই, বাকিগুলো কবিতার বই। গ্রামাঞ্চলের দৃশ্য দেখবার আশায় জানালার কাছে গেলাম। কিন্তু শক্ত করে এঁটে আটকানো একটা ওক-কাঠের খড়খড়ি দিয়ে জানালাটা বন্ধ। বাড়িটা অসম্ভব রকমের চুপচাপ। দালানের কোথাও একটা পুরনো ঘড়ি সজোরে টিকটিক করছে, তাছাড়া আর সব মৃত্যুর মত স্তব্ধ। একটা অস্পষ্ট অস্বস্তি যেন আমাকে ঘিরে ধরছে। এই জার্মান লোকগুলো কারা? লোকালয়ের বাইরে এই অদ্ভুত জায়গায় তারা কি করছে? জায়গাটাই বা কোথায়? শুধু জানি, জায়গাটা আইফোর্ড থেকে দশ মাইলটাক দূরে, কিন্তু সেটা উত্তরে না দক্ষিণে, পূর্বে না পশ্চিমে কিছুই জানি না। অবশ্য রীডিং বা অন্য কোন বড় শহর হয়তো দশ মাইলের মধ্যেই আছে। কাজেই জায়গাটা একেবারে পরিত্যক্ত হতে পারে না। কিন্তু এখানকার সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা দেখে বোঝা যায় এটা গ্রামাঞ্চল। মাথাটাকে চাঙ্গা রাখবার জন্য চাপা গলায় একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এবং পঞ্চাশ গিনি উপার্জন তো হচ্ছে এই কথা ভাবতে ভাবতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলাম।

'সহসা এই চরম স্তব্ধতার মধ্যেও কোনরকম শব্দ না করে ঘরের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। স্ত্রীলোকটি সেই ফাঁকে এসে দাঁড়াল। তার পিছনে হলের অন্ধকার, তার উৎসুক সুন্দর মুখের উপর আমার বাতির হলুদ আলো। এক নজরে দেখেই বুঝতে পারলাম সে ভয়ে কাতর। তা দেখে আমার বুকের ভিতরটা শিরশির করে উঠল। একটা কাঁপা আঙুল তুলে সে আমাকে চুপ করে থাকার ইঙ্গিত করল। ভীত ঘোড়ার মত বার বার পিছনের অন্ধকারে তাকাতে তাকাতে সে ভাঙা ইংরেজিতে কয়েকটা কথা ফিস ফিস করে আমাকে বলল।

'যথেষ্ট চেষ্টা করে নিজেকে সংযত রেখে সে বলল, "আমি চলে যাব। আমি চলে যাব। এখানে থাকব না। এখানে আপনারও মঙ্গল নেই।"

'আমি বললাম, "কিন্তু ম্যাডাম, যেকাজে এসেছি তা তো এখনও করা হনি। যন্ত্র না দেখে তো আর আমি যেতে পারি না।"

'সে বলতে লাগল, "অপেক্ষা করে আপনার কোন লাভ নেই। দরজা দিয়ে চলে যান। কেউ বাধা দেবে না।" আমি হেসে ঘাড় নাড়ছি দেখে হঠাৎ সে সব সংযম ঝেড়ে ফেলে দুই হাত এক করে আমার দিকে এগিয়ে এল। ফিস ফিস করে বলল, "ঈশ্বরের দোহাই। এখান থেকে চলে যান। দেরী হলে আর যেতে পারবেন না।"

'কিন্তু আমি স্বভাবতই রগ-চটা, বাধা-বিঘ্ন দেখলেই সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ি। পঞ্চাশ গিনি ফি, শ্রান্তিকর পদযাত্রা আর আসন্ন অশুভ রাত্রি—সব কথাই ভাবলাম। সবই বৃথা যাবে? কাজ শেষ না করে, প্রাপ্য অর্থ না

নিয়ে কেন পালিয়ে যাব? কি জানি, স্ত্রীলোকটির তো মাথা খারাপও হতে পারে! সুতরাং আমি স্বীকার করি আর না করি তার হাব-ভাব আমাকে যথেষ্ট বিচলিত করলেও আমি জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে সেখানে থাকবার ইচ্ছাই প্রকাশ করলাম। সে আবারও অনুরোধ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় মাথার উপর দরজার শব্দ হল, সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। মুহূর্তকাল কান পেতে হতাশভাবে দুই হাত তুলে যেমন নিঃশব্দে অকস্মাৎ সে এসেছিল তেমনিভাবেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ঘরে ঢুকল কর্নেল লাইস্যাণ্ডার স্টার্ক ও একটি মোটা বেঁটে লোক। তার থুতনির ভাঁজে ছোটা দাড়ি। তাকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল মিঃ ফার্গুসন বলে।

'কর্নেল বলল, "ইনি আমার সেক্রেটারি ও ম্যানেজার। ভাল কথা, আমার যেন মনে হচ্ছে এইমাত্র দরজাটা বন্ধ করে গিয়েছিলাম। আপনার ঠাণ্ডা লাগছিল বোধ হয়।"

'আমি বললাম, "ঠিক উল্টো। ঘরটা একটু গুমোট লাগাতে আমিই দরজাটা খুলে দিয়েছি।"

'সে আমার দিকে একবার সন্দেহের চোখে তাকাল। বলল, "এবার তাহলে কাজ শুরু করা যাক। মিঃ ফার্গুসন ও আমি আপনাকে যন্ত্রটা দেখাতে নিয়ে যাব।"

"টুপিটা তাহলে পরে নি।"

"না, না, যন্ত্রটা বাড়ির মধ্যেই আছে।"

"কি বললেন? আপনারা কি বাড়ির মধ্যেই সাজিমাটি কাটেন নাকি?"

"না, না, এখান থেকেই চাপটা সৃষ্টি করি। কিন্তু সেকথা থাক। আপনার কাজ শুধু যন্ত্রটা পরীক্ষা করে কি খারাপ হয়েছে আমাদের বলা।"

'একসঙ্গেই উপরে উঠে গেলাম। বাতি হাতে কর্নেল আগে, মোটা ম্যানেজার ও আমি পিছনে। একটা পুরনো বাড়ির গোলকধাঁধা। করিডর, দালান, সংকীর্ণ ঘোরানো সিঁড়ি, নীচু নীচু দরজা; বংশ বংশ ধরে মানুষের পায়ে পায়ে তার চৌকাঠের নীচে গর্ত হয়ে গেছে। একতলার উপরে কোন ঘরে কার্পেট বা আসবাবপত্রের চিহ্নও নেই, দেয়াল থেকে পলস্তরা খসে পড়ছে, জায়গায় জায়গায় সবুজ সাঁতাপড়া দাগ। আমি অবিচলিতভাব দেখাতে লাগলাম বটে, কিন্তু মহিলাটির সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করলেও সেটা আমি ভুলি নি; তাই দুজন সঙ্গীর উপরেই কড়া নজর রাখলাম। ফার্গুসন বিষণ্ণ ও চুপচাপ রয়েছে, কিন্তু তার যৎসামান্য কথাবার্তায়ই বুঝতে পারছি যে সেও গ্রাম্য লোক।

'অবশেষে একটা নীচু দরজার সামনে থেকে কর্নেল লাইস্যাণ্ডার স্টার্ক তার

তালাটা খুলল। ভিতরে একটা চৌকোণা ঘর, তাতে একসঙ্গে তিনজন লোক ধরে না। ফার্গুসন বাইরে রইল, কর্ণেল আমাকে ভিতরে ডেকে নিল।

'সে বলল, "প্রকৃতপক্ষে এখন আমরা হাইড্রলিক প্রেসটার ভিতরেই আছি। এত ছোট ঘরের সিলিংটাই হচ্ছে পিস্টনের নীচু দিকটা, বেশ কয়েক টন ওজনের বেগে সেটা এই ধাতব মেঝের উপর আছড়ে পড়ে। বাইরে চারপাশে যে জলাধারগুলি রয়েছে তাতে ধাক্কা লেগে সেই বেগ কেমন করে বৃদ্ধি পেয়ে ছড়িয়ে পড়ে সে তো আপনার জানাই আছে। যন্ত্রটা চলছে ঠিকই, কিন্তু কেমন যেন আটকে আটকে যাচ্ছে, যার ফলে যথেষ্ট বেগ সঞ্চারিত হচ্ছে না। আপনি হয় তো ভাল করে দেখে কেমন করে ঐ ত্রুটি দূর করা যায় সেটা আমাদের বলে দিতে পারবেন।'

'তার হাত থেকে বাতিটা নিয়ে এটাকে আগাগোড়া ভাল করে দেখলাম। যন্ত্রটা সত্যি বিরাট, প্রচুর চাপ সঞ্চার করতে সক্ষম। বাইরে গিয়ে লেভার-গুলোতে চাপ দিতেই একটা হুশ-হুশ শব্দ হতে লাগল। সহজেই বুঝতে পারলাম, একটা ছোট ছিদ্রপথে পাশের একটা চোঙ দিয়ে জলটা ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখলাম, একটা চালক-শিকের মাথায় বসানো রবারের চাকতিটা কুঁচকে যাওয়ায় গর্তটা ঠিকমত আটকে থাকছে না। এটাই হল চাপ কমে যাওয়ার কারণ। সঙ্গীদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। তারা মনোযোগ দিয়ে শুনল, কি করে তারা সেটা ঠিকঠাক করে নেবে সেবিষয়ে কিছু প্রশ্নও করল। সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে যন্ত্রটার সেই প্রধান ঘরে ফিরে এলাম। নিজের কৌতূহল মেটাবার জন্য সবটা আবার ভাল করে দেখলাম। এক নজরেই স্পষ্ট বোঝা গেল, সাজিমাটির গল্পটা একেবারেই বানানো, কারণ সে ধরনের কাজের জন্য এমন বিরাট একটা যন্ত্র বসানো হয়েছে একথা ভাবাই যায় না। দেয়ালগুলো কাঠের হলেও মেঝেটা লোহার পাতে তৈরি। সেটা পরীক্ষা করে দেখলাম, তার উপর অনেক ধাতব গুঁড়ো জমে আছে। জিনিসটা সত্যিই কি দেখবার জন্য নীচু হয়ে সেটাকে আঁচড়াতেই জার্মান ভাষায় একটা চীৎকার আমার কানে এল। চেয়ে দেখি, কর্ণেলের বীভৎস মুখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

"ওখানে কি করছেন?" সে প্রশ্ন করল।

একটা মস্ত বড় গল্প ফেঁদে আমাকে ঠকানোয় তখন আমার খুব রাগ হয়েছে। বললাম, "আপনাদের সাজিমাটি দেখছি। মনে হচ্ছে, যন্ত্রটা সত্যি কি কাজে ব্যবহার করা হয়েছে জানতে পারলে আমার পক্ষে পরামর্শ দেওয়া সহজ হত।"

'কথাগুলো বলে ফেলেই আমার বক্তব্যের হঠকারিতায় নিজেরই অনুতাপ

হতে লাগল। তার মুখটা তখন শক্ত হয়ে উঠেছে, দুটো ধূসর চোখে ঝলসে উঠেছে হিংসার আগুন।

"খুব ভাল কথা," সে বলল।' "যন্ত্রটার সম্পর্কে সবকিছুই আপনি জানতে পারবেন।" বলেই এক পা পিছিয়ে সে ছোট দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে চাবিটা ঘুরিয়ে দিল। ছুটে গিয়ে হাতলটা ঘোরালাম। হাতলটা আটকানো, অনেক টানাটানিতেও এতটুকু নড়ল না। আমি চেঁচিয়ে বললাম, "হ্যালো! হ্যালো! কর্ণেল! আমাকে বের হতে দিন।"

'তখন সেই স্তব্ধতার মধ্যে এমন একটা শব্দ শুনতে পেলাম যাতে আমার প্রাণটা খাঁচা ছাড়বার উপক্রম করল। লেভারের শব্দ আর ছিদ্রওয়ালা চোঙের হুশ-হুশ আওয়াজ। সে ইঞ্জিনটা চালিয়ে দিয়েছে। মেঝের পাতটা পরীক্ষা করবার সময় আলোটা যেখানে রেখেছিলাম সেখানেই ছিল। তার আলোয় দেখলাম, কালো সিলিংটা নেমে আসছে,—ধীরে ধীরে, কাঁপতে কাঁপতে, কিন্তু —সেকথা আমার চাইতে বেশী কেউ জানে না— এমন জোরের সঙ্গে যাতে এক মিনিটের মধ্যেই আমাকে দলে-পিষে একেবারে ছাতু করে ফেলবে। আর্তনাদ করে দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, নখ দিয়ে তালাটাকে আঁচড়াতে লাগলাম। কর্ণেলকে অনুরোধ করলাম দরজা খুলতে, কিন্তু লেভারের ভ্রূক্ষেপহীন কর্কশ আওয়াজে আমার আর্তস্বর ডুবে গেল। সিলিংটা আমার মাথা থেকে আর মাত্র দু'এক ফুট উপরে। হাত তুলে তার শক্ত আবরণ অনুভব করছিলাম। তখন চকিতে আমার মনে হল, শরীরটাকে যেভাবে রাখব তার উপরই মৃত্যুযন্ত্রণার পরিমাণটা নির্ভর করবে। উপুড় হয়ে থাকলে চাপটা পড়বে শিরদাঁড়ার উপর। সে ভয়াবহ অবস্থার কথা মনে হতেই আমি শিউরে উঠলাম। অন্যভাবে থাকলে হয় তো সহজতর হবে, কিন্তু চিৎ হয়ে শুয়ে চোখের সামনে সেই মারাত্মক কালো ছায়াটাকে নেমে আসতে দেখার মত স্নায়ুর জোর আমার আছে কি? আর দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছি না। এমন সময় একটা জিনিসের উপর চোখ পড়ায় মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশার সঞ্চার হল।

'আগেই বলেছি, মেঝে এবং সিলিং লোহার হলেও দেয়ালটা ছিল কাঠের। দ্রুত চারদিকে চোখ ঘোরাতেই দুটো কাঠের মাঝখানে হলদে আলোর একটা সরু রেখা আমার চোখে পড়ল। ছোট প্যানেলটাকে চাপ দিয়ে পেছনে সরিয়ে দিতে আলোটা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। প্রথমে ভাবতেই পারি নি যে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার মত একটা দরজা সেখানে ছিল। পরমুহূর্তেই সেটার ভিতর দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে অর্ধ-মূর্ছিত হয়ে ওপারে গিয়ে পড়লাম। প্যানেলটা আবার ঠিক জায়গায় বসে গেল। আর ঠিক সেইমুহূর্তে বাতিটা চুরমার হওয়ার শব্দে ও তার কয়েকমুহূর্ত পরেই দুটো ধাতু খণ্ডের ঠোকা-

ঠুকির শব্দেই বুঝতে পারলাম কত অল্পের জন্য আমি বেঁচে গেছি।

'আমার হাত ধরে কেউ প্রাণপণে টানাটানি করাতেই আমার জ্ঞান ফিরে এল। দেখলাম, একটা সরু করিডরের পাথরের মেঝেতে আমি পড়ে আছি, আর একটি স্ত্রীলোক, ঝুঁকে পড়ে বাঁ হাত দিয়ে আমাকে টানছে। তার ডান হাতে একটা মোমবাতি। যার সতর্ক-বাণী আমি বোকার মত প্রত্যাখ্যান করে-ছিলাম এ সেই দয়ালু বন্ধু।

'হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, "আসুন! আসুন! মুহূর্তের মধ্যে ওরা এসে পড়বে। দেখবে আপনি সেখানে নেই। আঃ! এ মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না। চলে আসুন।"

'এবার অন্তত তার পরামর্শ উপেক্ষা করলাম না। কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে করিডর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম। তারপর আর একটা চওড়া দালান। সেখানে পৌছামাত্রই কানে এল অনেক পায়ের শব্দ আর দুটো উচ্চ কণ্ঠস্বর—একটা আমাদের তলায়, অপরটি নীচের তলায়। মহিলা থেমে গিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তারপর দরজা খুলে একটা শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরের জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে।

'সে বলল, "এই আপনার একমাত্র সুযোগ। অনেকটা উঁচু হলেও আপনি হয় তো লাফ দিয়ে নামতে পারবেন।"

'তার কথার সঙ্গে সঙ্গে দালানের শেষ প্রান্তে একটা আলোর রেখা দেখা গেল। দেখলাম, কর্ণেল লাইস্যাণ্ডার স্টার্ক ছুটে আসছে। তার এক হাতে লণ্ঠন, অপর হাতে একখানা কসাইয়ের ছুরি। ছুটে শোবার ঘরের ওপাশে গিয়ে জানালাটা সম্পূর্ণ খুলে বাইরে তাকালাম। চাঁদের আলোয় বাগানটা শান্ত, মধুর, মনোরম দেখাচ্ছে। ত্রিশ ফুটের বেশী নীচে হবে না। জানালার গোবরাটের উপর উঠেও আমার উদ্ধারকারিণী এবং পশ্চাদ্ধাবনকারী শয়তানদের মধ্যে কি কথা হয় না শোনা পর্যন্ত লাফ দিতে ইতস্তত করতে লাগলাম। তার প্রতি যদি খারাপ ব্যবহার করা হয়, তাহলে যেকোন ঝুঁকি নিয়েও তার সাহায্যে ছুটে যেতেই হবে। একথা ভাবতে না ভাবতে সে দরজার কাছে পৌছে তার পাশ দিয়েই অগ্রসর হল। কিন্তু সে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে লোকটাকে থামাতে চেষ্টা করল।

'সে ইংরেজিতে বলে উঠল, "ফ্রিট্জ্‌! ফ্রিট্জ্‌! শেষবারের মত তোমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর। তুমি বলেছিলে এরকম আর হবে না। উনি চুপ করেই থাকবেন। উনি চুপ করেই থাকবেন।"

তার হাতের ভিতর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে করতে সে চীৎকার করে বলে উঠল, "তুমি আমাদের শেষ করে ফেলবে। ও অনেক কিছু দেখে

ফেলেছে। আমি বলছি, আমাকে যেতে দাও!" মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে সে জানালার কাছে ছুটে এসে হাতের ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমাকে আঘাত করল। আমি তখন ঝুলে পড়েছি। শুধু হাত দুটো রয়েছে গোবরাটের উপর। সেই অবস্থায় আঘাতটা পড়ল। একটা বোবা বেদনা অনুভব করলাম। হাতের মুঠি খুলে গেল। নীচের বাগানে ছিটকে পড়লাম।

'কোনরকম আঘাত না লাগায় উঠে দাঁড়িয়েই প্রাণপণে ঝোঁপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগলাম। বুঝতে পারছি, তখনও আমি বিপদ-মুক্ত হই নি। দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ আমার মাথা ঘুরতে লাগল। খুব অসুস্থ বোধ করলাম। হাতটা যন্ত্রণায় দপ্‌দপ্‌ করছে। সেদিকে তাকাতেই সেই প্রথম দেখলাম আমার বুড়ো আঙুলটা একেবারে কেটে গেছে। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। রুমালটা তার চারদিকে বাঁধতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু হঠাৎ কানের ভিতরটা বোঁ-বোঁ করে উঠল। পরমুহূর্তেই অজ্ঞান হয়ে গোলাপবাগের মধ্যে পড়ে গেলাম।

'কতক্ষণ অচেতন অবস্থায় ছিলাম বলতে পারি না। নিশ্চয় অনেকক্ষণ হবে, কারণ যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম, তখন চাঁদ ডুবে গেছে, সকালের আলো দেখা দিয়েছে। পোশাক শিশিরে ভিজে গেছে, কাটা বুড়ো আঙুল থেকে রক্ত পড়ে জামার আস্তিন জবজবে হয়ে গেছে। যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তমধ্যে রাত্রের অভিযানের সব কথা মনে পড়ে গেল। তখনও হয় তো অনুসরণকারীদের হাত থেকে আমি নিরাপদ হই নি এই কথা ভেবে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলাম, সে বাড়িও নেই, সে বাগানও নেই। বড় রাস্তার ধারে একটা ঝোপের মধ্যে পড়েছিলাম। একটু দূরেই একটা লম্বা বাড়ি। সেখানে পৌঁছে দেখি, গতকাল রাতে যে স্টেশনে এসেছিলাম এটা সেই স্টেশন। হাতের কুৎসিত ক্ষতটা না থাকলে ঐ ক'টি ভয়ংকর ঘণ্টার ঘটনাবলীকে একটা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হত।

'আবিষ্টের মত স্টেশনে গেলাম। সকালের ট্রেনের খোঁজ করলাম। একঘণ্টার মধ্যেই রীডিং-এর গাড়ি আসবে। দেখলাম এখানে পৌঁছবার সময় যে পোর্টারটি ছিল এখনও সেই পোর্টারটিই কর্তব্যরত। সে কখনও কর্নেল লাইস্যাণ্ডার স্টার্কের নাম শুনেছে কিনা জিজ্ঞাসা করে জানলাম, নামটা তার কাছে অপরিচিত। কাল রাতে আমার জন্য যে-গাড়িটা অপেক্ষা করছিল সেটা সে দেখেছে কি? না, তাও দেখে নি। কাছে কোন থানা আছে কি? তিন মাইল দূরে আছে।

'আমি যেরকম দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তাতে অতটা পথ যাওয়া সম্ভব নয়। স্থির করলাম, থানায় যাবার আগে শহরে যাব। ছ'টার একটু পরেই শহরে পৌঁছলাম। প্রথমেই গেলাম ক্ষতস্থানের চিকিৎসার ব্যবস্থা

করতে। তারপর ডাক্তারই দয়া করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। কেসটা আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। আপনি যা বলবেন তাই করব।'

এই অসাধারণ কাহিনী শুনে দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। তারপর শার্লক হোমস তাকের উপর থেকে একখানা মোটা সাধারণ বই নামাল। এতেই সে সব কাটিং জুড়ে রাখে।

সে বলল, 'এই একটা বিজ্ঞাপন। এটা দেখতে আপনি আগ্রহী হতে পারেন। প্রায় এক বছর আগে সব সংবাদপত্রে এটা বেরিয়েছিল। শুনুন। "মিঃ জেরেমিয়া হেলিং এ মাসের ৯ই তারিখে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। বয়স ২৬, হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার। রাত দশটায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। তারপর থেকে কোন খবর নেই। পরনে ছিল·" ইত্যাদি ইত্যাদি। আরে! মনে হচ্ছে সেই কর্নেল শেষবারের মত তার যন্ত্রটা মেরামত করাতে চেয়েছিল।'

আমার রোগী বলে উঠল, 'হায় ঈশ্বর! মেয়েটির কথার মানেটা বোঝা যাচ্ছে।'

'ঠিক তাই। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কর্নেল একজন ঠাণ্ডা মাথার বেপরোয়া মানুষ। তার খেলার পথে যে বাধা দেবে তাকেই সে সরিয়ে দিতে কৃতসংকল্প। পাকা জলদস্যু যেমন দখলদারী জাহাজের কোন লোককে বাঁচতে দেয় না ঠিক তেমনি। যা হোক, প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান। কাজেই আপনাদের যদি মত হয় তাহলে আইফোর্ডে যাত্রা করবার আগে আমরা এখনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাব।'

ঘণ্টা তিনেক পরে রীডিং থেকে বার্কশায়ার গ্রামে যাবার পথে আমরা সকলেই ট্রেনে একত্র হয়েছি। শার্লক হোমস, হাইড্রলিক ইঞ্জিনীয়ার, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রীট, জনৈক সাদা পোশাকের পুলিশ এবং আমি গ্রামাঞ্চলের বারুদ-কারখানার একখানা মানচিত্র আসনের উপর মেলে দিয়ে ব্র্যাডস্ট্রীট তার আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে আইফোর্ডকে কেন্দ্র করে একটা বৃত্ত আঁকতে ব্যস্ত।

সে বলল, 'এই তো পেয়েছি। দশ মাইল ব্যাসার্দ্ধ নিয়ে বৃত্তটা আঁকা হয়েছে। স্থানটা এই লাইনের কোথাও হবেই। আপনি তো দশ মাইল বললেন, না স্যার?'

'এক ঘণ্টার পথ।'

'আপনি কি মনে করেন অজ্ঞান অবস্থায় আপনাকে তারা এতটা পথ বয়ে নিয়ে এসেছিল?'

'নিশ্চয়ই তাই। আমার যেন আবছা-আবছা মনে পড়ছে আমাকে তুলে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'

আমি বললাম, 'আমি বুঝতে পারছি না, বাগানে আপনাকে অজ্ঞান

অবস্থায় পেয়েও তারা ছেড়ে দিল কেন। হয় তো স্ত্রীলোকটির অনুনয়ে তার মন নরম হয়েছিল।'

'সেটা তো সম্ভব বলে মনে হয় না। ওরকম নির্মম মুখ আমি জীবনে দেখি নি।'

ব্র্যাডস্ট্রীট বলল, 'সব ঠিক করে ফেলব। বৃত্তটা তো এঁকেই ফেলেছি, এখন শুধু জানতে হবে, এর ঠিক কোন্ স্থানটিতে বাছাধনদের পাওয়া যাবে।'

হোমস শান্তভাবে বলল, 'আমার তো মনে হয় ঠিক সেই স্থানটিতেই আমি আঙুল রাখতে পারি।'

ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে উঠল, 'বটে! এখনই! আপনি তাহলে ধরে ফেলেছেন। আসুন, পরস্পরের অভিমত মিলিয়ে দেখা যাক। আমি বলছি, দক্ষিণ দিকে, কারণ ঐ অঞ্চলটাই জনবিরল।'

আমার রোগী বলল, 'আমি বলছি পূব দিকে।'

সাদা পোশাকের লোকটি বলল, 'আমার মত—পশ্চিম। ওদিকটায় শান্ত ছোট গ্রাম আছে।'

আমি বললাম, 'আর আমার মত—উত্তর, কারণ সেদিকে কোন পাহাড় নেই, আর আমাদের বন্ধু বলেছেন গাড়িটা কোন সময়ই উপরের দিকে ওঠে নি।'

ইন্সপেক্টর হেসে বলল, 'আরে, প্রত্যেকেরই মত যে ভিন্ন ভিন্ন। আপনি কার স্বপক্ষে ভোট দেবেন?'

'আপনারা সকলেই ভুল করেছেন।'

'কিন্তু সকলেরই তো ভুল হতে পারে না।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারে।' বৃত্তটার কেন্দ্রস্থলে আঙুল রেখে সে বলল, 'আমি বলছি—এইখানে। এইখানেই তাকে পাওয়া যাবে।'

হেথার্লি ঢোঁক গিলে বলল, 'তাহলে বারো মাইল গাড়ি চলা।'

'ছ' মাইল যাওয়া, আর ছ' মাইল আসা। এর চাইতে সোজা আর কিছু হতে পারে না। আপনিই তো বলছেন, যখন গাড়িতে চড়েন ঘোড়াটা তাজা এবং চকচকে ছিল। এই খারাপ রাস্তায় বারো মাইল চলবার পর তা কি সম্ভব?'

ব্র্যাডস্ট্রীট চিন্তিত মুখে বলল, 'এটা একটা কথা বটে। কিন্তু দলটার কাজ নিয়ে তো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।'

হোমস বলল, 'মোটেই না। ওরা ব্যাপকভাবে জাল মুদ্রা তৈরি করে। আর ঐ যন্ত্রটাকে ব্যবহার করে রূপোর বদলে যে মিশ্র ধাতু ব্যবহার করে সেটা তৈরি করার কাজে।'

ইন্সপেক্টর বলে উঠল, 'ঠিক। কিছুদিন থেকেই আমরা জানতে পেরেছিলাম

যে একটা ধূর্ত দল একাজ করে চলেছে। হাজার হাজার আধক্রাউন তারা বাজারে ছেড়েছে। রীডিং পর্যন্ত তাদের পাত্তা পেয়েছি, কিন্তু তারপর আর খোঁজ পাই নি। কারণ খুব পাকা হাতে তারা নিজেদের আড়াল করে রেখেছে। ভাগ্য ভাল, এবার বাছাধনদের ঠিক ধরে ফেলব।'

ইন্সপেক্টর ভুল করেছিল। ন্যায়-বিচারের হাতে ধরা পড়বার পাত্র তারা নয়। আইফোর্ড স্টেশনে পৌছতে পৌছতেই দেখতে পেলাম, গাছপালার পিছনে একটা বিশাল ধোঁয়ার স্তম্ভ আকাশে কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠছে—যেন মস্ত বড় একটা উটপাখির পাখা গ্রামটার উপর ছড়িয়ে আছে।

ট্রেনটা ছেড়ে যেতে ব্র্যাডস্ট্রীট জিজ্ঞাসা করল, 'কোন বাড়িতে আগুন লেগেছি কি?'

স্টেশন মাস্টার বলল, 'হাঁ। স্যার।'

'কখন লেগেছিল?'

'শুনলাম রাতেই লেগেছিল, কিন্তু এখন খুব খারাপ অবস্থা, সারা বাড়িটাই জ্বলছে।'

'ওটা কার বাড়ি?'

'ডাঃ বীচারের।'

ইঞ্জিনিয়ার বলে উঠল, 'ডাঃ বীচার কি জার্মান? খুব সরু খাড়া নাক?'

স্টেশন-মাস্টার হো-হো করে হেসে উঠল, 'না স্যার, ডাঃ বীচার ইংরেজ, এ অঞ্চলে তার চাইতে মোটা ওয়েস্টকোট আর কেউ পরে না। কিন্তু তার সঙ্গে একটি ভদ্রলোক থাকে, শুনেছি একটি রোগী, সে বিদেশী, দেখলে মনে হয় একটু বার্কশায়ারমাংস খেলে তার ক্ষতি হবে না।'

স্টেশন-মাস্টারের কথা শেষ হবার আগেই আমরা সকলে অগ্নিকাণ্ডের দিকে ছুটে চললাম। রাস্তাটা একটা নীচু পাহাড়ের উপর উঠলে দেখা গেল, আমাদের সামনে একটা মস্ত বড় চুনকাম-করা বাড়ি; তার প্রতিটি দরজা-জানালা দিয়ে আগুনের শিখা বের হচ্ছে; আর সামনের বাগানে তিনটি আগুন নেভানোর ইঞ্জিন আগুন নেভাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে।

তীব্র উত্তেজনায় হেথার্লি চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই তো! ওই তো কাঁকরবিছানো পথ, আর ওই গোলাপ-ঝাড় যেখানে আমি পড়ে ছিলাম। ওই দ্বিতীয় জানালা থেকেই আমি লাফ দিয়েছিলাম।'

হোমস বলল, 'হ্যাঁ, তাদের উপর প্রতিশোধ আপনি ভালই নিয়েছেন। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আপনার তেলের বাতিটা মেসিনের চাপে ভেঙে গিয়েই কাঠের দেয়ালে আগুন লেগে যায়। আর আপনাকে তাড়া করতে তারা এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে যথাসময়ে সেদিকে তারা নজর দিতেই পারে নি।

এখন এই ভীড়ের মধ্যে আপনার গত রাতের বন্ধুদের পান কি না একটু খুঁজে দেখুন। অবশ্য আমার আশংকা, এতক্ষণে তারা শ'খানেক মাইল পাড়ি দিয়েছে।'

হোমসের আশংকাই সত্য হয়েছে, কারণ সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সেই সুন্দরী স্ত্রীলোক, শয়তান জার্মান বা বিষণ্ণ ইংরেজ—কারও সম্পর্কে একটি কথাও শোনা যায় নি। সেদিন খুব ভোরে জনৈক কৃষক দেখেছে, কয়েকজন যাত্রী ও কয়েকটা ভারি বাক্স নিয়ে একখানা গরুর গাড়ি রীডিং-এর দিকে ছুটে গেছে, কিন্তু তার পরেই পলাতকদের সব চিহ্ন সম্পূর্ণ মুছে গেছে। এমন কি হোমসের কলা-কৌশলও তাদের গতিবিধি সম্পর্কে কোন সূত্র আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছে।

অগ্নি-নির্বাপক দলের লোকেরা বাড়ির ভিতরকার বিস্ময়কর, সব ব্যবস্থাদি দেখে বিচলিত বোধ করেছে। আরও বেশী বিচলিত হয়েছে তিনতলার জানালার গোবরাটের উপর একটা সদ্য-ছিন্ন বুড়ো আঙুল দেখতে পেয়ে। সূর্যাস্ত নাগাদ তাদের চেষ্টা ফলবতী হল। আগুন নিভল। কিন্তু তার আগেই বাড়ির ছাদটা ভেঙে পড়েছে এবং সমস্ত স্থানটা এমন একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে যে, যে-যন্ত্রটার জন্য আমাদের ভাগ্যহীন নব-পরিচিত লোকটিকে এতখানি মূল্য দিতে হয়েছিল, মাত্র কয়েকটি দুমড়ানো চোঙ আর লোহার পাইপ ছাড়া তার আর কোন চিহ্নই ছিল না। বাইরের একটা ঘরে বিপুল পরিমাণ নিকেল এবং টিন মজুত থাকলেও পূর্বে উল্লেখিত বড় বড় বাক্সগুলির ভিতরে রাখবার মত কোনরকম মুদ্রাই সেখানে পাওয়া গেল না।

আমাদের হাইড্রলিক ইঞ্জিনীয়ার কেমন করে বাগান থেকে এতটা পথ পেরে চলে এসেছিল যেখানে প্রথম তার জ্ঞান ফিরে আসে, সেটা হয় তো চিরদিন রহস্যাবৃতই থেকে যেত যদি না একটা নরম টিপি একটা সরল গল্প আমাদের বলত। স্পষ্টই বোঝা গেল, দুটি মানুষ তাকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল—এক জনের পা দুটো খুব ছোট, অপর জনের পা দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড়। মোটের উপর এটা খুবই সম্ভব যে নিঃশব্দ ইংরেজটি তার সঙ্গীর তুলনায় কম সাহসী এবং কম মারাত্মক হওয়ায় অজ্ঞান মানুষটিকে বিপদমুক্ত করতে স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করেছিল।

লণ্ডনে ফিরে যাবার জন্য যার যার আসনে বসতেই ইঞ্জিনীয়ার দুঃখের সঙ্গে বলে উঠল, 'দেখুন, আমার খুব লাভ হল বটে। বুড়ো আঙুলটা গেল, পঞ্চাশ গিনি ফি-ও গেল। কিন্তু পেলাম কি ?'

হোমস হেসে বলল, 'অভিজ্ঞতা। আপনি জানেন, তার পরোক্ষ মূল্য

অনেক। শুধু তাকে ভাষায় প্রকাশ করবেন, তাহলেই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতে রমণীর সঙ্গী হিসাবে আপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে।'

উদার চির-কুমার

The noble bachelor

যে সম্মানিত সমাজে দুর্ভাগিনী কনেটিকে বাস করতে হয়, তাদের মধ্যে লর্ড সেণ্ট সাইমনের বিবাহ ও তার আশ্চর্য পরিণতি নিয়ে আলোচনা অনেক-দিন বন্ধ হয়ে গেছে। নতুনতর কুৎসা এসে তাকে ঢেকে দিয়েছে, তার তীক্ষ্ণতর বিবরণ এসে মুখরোচক গাল-গল্পকে এই চার বছরের পুরনো নাটক থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। যেহেতু আমি বিশ্বাস করি যে সম্পূর্ণ তথ্য জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত হয় নি, এবং যেহেতু সে রহস্য-সমাধানের ব্যাপারে আমার বন্ধু শার্লক হোমসের অনেকখানি অংশ ছিল, সেই হেতু সেই উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটা ছোট বিবরণ লিপিবদ্ধ না করলে তার স্মৃতি-কথা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

আমার বিয়ের কয়েক সপ্তাহ আগেকার কথা। তখনও আমি বেকার স্ট্রীটে হোমসের সঙ্গে একই বাসায় থাকি। একদিন সান্ধ্য-ভ্রমণ সেরে বাসায় ফিরে সে দেখল, টেবিলের উপর তার জন্য একখানা চিঠি আছে। আমি সারাদিন বাসায়ই ছিলাম। আবহাওয়া হঠাৎ বর্ষার দিকে ঝুঁকেছে আর হেমন্তের বাতাস বেশ জোরে বইতে শুরু করেছে। ফলে আমার আফগান অভিযানের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে যে জেজাইল বুলেটটা দেহের মধ্যে নিয়ে ফিরেছি সেটাও মাঝে মাঝেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। একটা আরাম কেদারায় শরীর ও আরেকটায় পাদুটো রেখে একগাদা খবরের কাগজ নিয়ে পড়েছিলাম। শেষটায় দিনের খবর গিলে গিলে বিরক্ত হয়ে সবগুলোকে একপাশে সরিয়ে রেখে টেবিলের উপরে রাখা খামখানার মস্তবড় প্রতীকচিহ্ন ও মোহরের উপর চোখ রেখে অলসভাবে ভাব-ছিলাম, আমার বন্ধুর এই মহান পত্রলেখক কে হতে পারে।

সে ঘরে ঢুকতেই বলে উঠলাম, 'এই একখানা খুব সৌখিন চিঠি। যতদূর মনে পড়ে, সকালের ডাকে তো চিঠি এসেছে একজন জেলে আর একজন জোয়ার পরীক্ষকের কাছ থেকে।'

সে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, আমার চিঠি-পত্রে একটা বৈচিত্র্যের আমেজ থাকে' আর যেগুলো সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আসে সেগুলিই বেশী আকর্ষণীয়।

দেখে মনে হচ্ছে এটা তো সেই সব অবাঞ্ছিত সামাজিক নিমন্ত্রণের অন্যতম যেগুলি মানুষ হয় গ্রহণ করে বিরক্ত হয়, আর না হয় মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে।'

সিল ভেঙে সে চিঠিখানা পড়তে লাগল।

'আরে, দ্যাখ, এটাতে হয় তো কিছুটা আকর্ষণ থাকতে পারে।'

'তাহলে সামাজিক নয়?'

'না, পরিষ্কার ব্যবসায়িক।'

'কোন মহান মক্কেলের কাছ থেকে?'

'ইংলণ্ডের মহত্তমদের অন্যতম।'

'তোমাকে অভিনন্দন জানাই বন্ধু।'

'ওয়াটসন, কোনরকম ভান না করেই তোমাকে বলছি, আমার মক্কেলের পদমর্যাদা অপেক্ষা তার কেসের আকর্ষণই আমার কাছে বড়। মনে হচ্ছে, এই নতুন তদন্তের কাজে সেটার অভাব হবে না। তুমি তো অনেকক্ষণ যাবৎ বেশ পরিশ্রম করেই খবরের কাগজ পড়ছিলে, তাই না?'

ঘরের কোণে এক বাণ্ডিল কাগজ দেখিয়ে আমি অনুতাপের সুরে বললাম, 'সেইরকমই তো মনে হচ্ছে। আর কিছুই করবার ছিল না।'

'ভাগ্য ভাল, তুমি হয় তো আমাকে খবরগুলো জানাতে পারবে। অপরাধের খবর আর শোক-সংবাদ ছাড়া আর কিছুই আমি পড়ি নি। শেষেরটা খুবই শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু সাম্প্রতিক খবরগুলি যদি তুমি ঠিক মত অনুধাবন করে থাক তাহলে লর্ড সেণ্ট সাইমন ও তার বিয়ের খবর নিশ্চয়ই পড়েছ?'

'ও হ্যাঁ, গভীর আগ্রহের সঙ্গেই পড়েছি।'

'ভাল কথা। আমার হাতের এই চিঠিটা লর্ড সেণ্ট সাইমনের কাছ থেকে এসেছে। আমি তোমাকে চিঠিটা পড়ে শোনাব; বিনিময়ে তুমি সবগুলি খবরের কাগজ পড়ে এতদসংক্রান্ত যা কিছু সব আমাকে জানাবে। তিনি লিখেছেন:

প্রিয় মিঃ শার্লক হোমস,

লর্ড ব্যাকওয়াটার আমাকে বলেছেন যে আপনার বিচার ও বিবেচনার উপর আমি পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি। তাই আমি স্থির করেছি আপনার সঙ্গে দেখা করে আমার বিবাহের ব্যাপারে যে বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে সেবিষয়ে আলোচনা করব। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ লেস্ট্রেড ব্যাপারটা হাতে নিয়েছেন; কিন্তু তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে আপনার সহযোগিতায় তাঁর কোন আপত্তি নেই, বরং তিনি মনে করেন তাতে ভালই হবে। বিকেল চারটের সময় আপনার

সঙ্গে দেখা করব। সেই সময় আপনার অন্য কোন কাজ থাকলে আশাকরি সেটা মুলতুবি রাখবেন, কারণ এ ব্যাপারটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার বিশ্বস্ত
রবার্ট সেণ্ট সাইমন

'গ্রসভেনর ম্যানসন' থেকে চিঠিটা পালকের কলমে লেখা। দুর্ভাগ্যক্রমে মাননীয় লর্ডের ডান হাতের কণিষ্ঠায় বাইরের দিকে কালির ছোপ লেগে গিয়েছিল', চিঠিখানা ভাঁজ করতে করতে হোমস বলল।

'লিখেছেন চারটে। এখন তিনটে বাজে। এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি এসে পড়বেন।'

'তাহলে তোমার সহায়তায় এবিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করে নেবার মত সময় হাতে আছে। কাগজগুলো উল্টে কালানুক্রমিকভাবে প্রয়োজনীয় অংশগুলোকে সাজাও। ততক্ষণে দেখে নিচ্ছি আমাদের মক্কেলটি কে।' ম্যাণ্টেলপিসের পাশ থেকে একটা লাল-মলাটের বই সে তুলে নিল। তারপর চেয়ারে বসে হাঁটুর উপরে বইখানা মেলে ধরে সে বলল, 'এই তো তিনি। রবার্ট ওয়ালসিংহাম ডি ভেরে সেণ্ট সাইমন, ডিউক অব ব্যালমোরালের দ্বিতীয় পুত্র। তার বয়স একচল্লিশ বছর, বিয়ের পক্ষে উপযুক্ত বয়স। প্রাক্তন মন্ত্রিসভায় উপনিবেশ দপ্তরের উপ-সচিব ছিলেন। তার বাবা ডিউক একসময়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিব ছিলেন। প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁরা পেয়েছেন প্ল্যাণ্টাজেনেট বংশের রক্ত, আর অন্য দিক থেকে টিউডর বংশের। না, এসবের মধ্যে জ্ঞাতব্য তথ্য কিছু নেই। ওয়াটসন, ভালরকম তথ্যের জন্য দেখছি তোমার উপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'প্রত্যাশিত তথ্য আহরণে আমার বিশেষ অসুবিধা হবে না, কারণ ঘটনাগুলি সাম্প্রতিককালের এবং ব্যাপারটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তোমার হাতে অন্য একটা তদন্তের কাজ ছিল, আর একটা কাজের মধ্যে অন্য কাজ ঢুকিয়ে দেওয়া তুমি পছন্দ কর না, তাই এ ব্যাপারে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভয় পেয়েছিলাম।'

'ওহো, গ্রসভেনর স্কোয়ারের আসবাবের গাড়ির ছোট সমস্যাটার কথা বলছ। সেটার সমাধান হয়ে গেছে—আর প্রথম থেকেই ব্যাপারটা স্পষ্টই ছিল। এখন দয়া করে তোমার সংবাদপত্র নির্বাচনের ফলাফলটা দাও।

'এই হচ্ছে প্রথম বিজ্ঞপ্তি। কয়েক সপ্তাহ আগেকার তারিখের "মর্নিং পোস্ট"-এর ব্যক্তিগত স্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখা আছে, "ডিউক অব ব্যালমোরালের দ্বিতীয় পুত্র লর্ড রবার্ট সেণ্ট সাইমনের সঙ্গে ইউ. এস. এ. ক্যাল, সানফ্রান্সিস্কোর এ্যালয়সিয়াস ডোরান এস্কোয়ারের একমাত্র কন্যা মিস্ হ্যাটি

ডোরানের বিবাহ স্থির হইয়াছে এবং গুজব যথার্থ হইলে শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে।” এই সব।’

দীর্ঘ সরু পা দুটো আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে হোমস বলল, ‘সংক্ষিপ্ত এবং সঠিক।’

‘ঐ একই সপ্তাহের একটি অভিজাত পত্রিকায় এর একটি বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই তো পেয়েছি। “বিবাহের বাজারে শীঘ্রই রক্ষা-কবচের দাবি উঠবে, কারণ বর্তমানের খোলা বাজার নীতি আমাদের দেশীয় মালের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতেছে। একের পর এক গ্রেট ব্রিটেনের সম্ভ্রান্ত পরিবারসমূহের পরিচালনার ভার আটলান্টিকের অপর প্রান্ত হইতে আগত সুন্দরী ভগ্নীদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। এই মনোরমা আক্রমণকারিণীরা যে সমস্ত পুরস্কার বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহার তালিকায় বিগত সপ্তাহে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার যোগ করা হইয়াছে। কুড়ি বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ছোট দেবতাটির তীর হইতে আত্মরক্ষা করিবার পর লর্ড সেণ্ট সাইমন এখন ক্যালিফোর্নিয়ার জনৈক লক্ষপতির মনোরমা কন্যা মিস্ হ্যাটি ডোরানের সহিত তাহার আসন্ন বিবাহের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন। মিস ডোরান পিতার একমাত্র কন্যা। ওয়েস্টবেরি হাউসের উৎসবে তাহার কমনীয় দেহলতা এবং রমণীয় মুখ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শোনা যাইতেছে, তাহার বিবাহের যৌতুক ছয় অংকের উপরে উঠিবে, ইহা ছাড়া ভবিষ্যতে আরও আশা তো আছেই। এ গোপন কথা সকলেই জানে যে গত কয়েক বৎসরের মধ্যেই ডিউক অব ব্যালমোরাল তাহার ছবিগুলি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন; যেহেতু বার্চ-মুরের ছোট একটি জমিদারী ছাড়া লর্ড সেণ্ট সাইমনের আর কোন নিজস্ব সম্পত্তি নাই, সেই হেতু একথা সহজেই বোঝা যায়, যে-বিবাহ বন্ধনের দ্বারা ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরাধিকারিণী অতি অনায়াসে রিপাব্লিক্যান মহিলা হইতে একজন বৃটিশ নাগরিকায় রূপান্তরিত হইবেন এবং তাহার ফলে একমাত্র তিনিই লাভবান হইবেন না।”

হোমস হাই তুলতে তুলতে বলল, ‘আর কিছু আছে?’

‘নিশ্চয়, প্রচুর আছে। ‘মর্নিং পোস্ট’-এর আর একটি মন্তব্যে বলা হয়েছে, বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরভাবে হবে, হ্যানোভার স্কোয়ারে সেণ্ট জর্জে হবে, মাত্র আধ-ডজন বিশিষ্ট বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা হবে, এবং বিয়ের পরে সকলেই ল্যাংকাস্টার গেটে মিঃ এলয়সিয়াস ডোরানের সুসজ্জিত নতুন বাড়িতে ফিরে যাবে। দু’দিন পরে—মানে গত বুধবারে—একটা সংক্ষিপ্ত ঘোষণা দেখা যাচ্ছে, বিয়ে হয়ে গেছে এবং লর্ড ব্যাকওয়াটারের পিটার্সফিল্ডের নিকটস্থ বাড়িতে মধুচন্দ্রিকা যাপন করা হবে। কনের

নিরুদ্দেশের আগে এই বিজ্ঞপ্তিগুলিই বেরিয়েছে।'

চমকে হোমস প্রশ্ন করল, 'কিসের আগে বললে?'

'মহিলাটির নিরুদ্দেশ হবার।'

'কখন সে নিরুদ্দেশ হল?'

'প্রাতরাশের সময়।'

'বটে! ব্যাপারটা তো বেশ আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে, বেশ নাটকীয়।'

'হ্যাঁ, আমার কাছেও অসাধারণ বলে মনে হয়েছে।'

'অনুষ্ঠানের আগে অনেকে উধাও হয়। কখনও মধুচন্দ্রিকার সময়েও হয়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি উধাও হবার আর কোন ঘটনা স্মরণ করতে পারছি না। দয়া করে বিস্তারিত বিবরণ বল।'

'আগেই সতর্ক করে দিচ্ছি, বিবরণ খুবই অসম্পূর্ণ।'

'হয় তো আমরা সে অসম্পূর্ণতা কিছুটা কমাতে পারব।'

'গতকালের একটা প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রের একটি প্রবন্ধে সমস্ত ব্যাপার তুলে ধরা হয়েছে। তার শিরোনাম "সৌখিন বিবাহে অসাধারণ ঘটনা" প্রবন্ধটা পড়ে শোনাচ্ছি:

"লর্ড রবার্ট সেণ্ট সাইমনের বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া যেসব বিস্ময়কর ও বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটিযাছে তাহাতে তাঁহার পরিবার এক মহা আতঙ্কে নিপতিত হইযাছে। গতকল্যকার সংবাদপত্রে ঘোষণা করা হইয়াছে যে পূর্ব দিন সকালে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। অথচ যে সমস্ত গুজব প্রতিনিয়তই ছড়াইতেছিল এইমাত্র তাহার সমর্থন পাওয়া গেল। বন্ধুরা ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করিলেও জনসাধারণের মনোযোগে এই ঘটনার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছে যে সকলের আলোচনার বস্তু এই ঘটনাকে চাপা দিয়ে কোন সুফল পাওয়া যাইবে না।

হ্যানোভার স্কোয়ারে সেণ্ট জর্জ গীর্জায় সম্পন্ন এই অনুষ্ঠান খুবই অনাড়ম্বরে হইযাছে। কনের পিতা মিঃ এলয়সিয়াস ডোরান, ব্যালমোরালের ডাচেস, লর্ড ব্যাকওয়াটার, লর্ড ইউস্টেস ও লেডি ক্লারা সেণ্ট সাইমন (বরের ছোট ভ্রাতা ও ভগ্নি) এবং লেডি এলিসিয়া হুইটিংটন ছাড়া আর কেহই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। তারপর সকলেই ল্যাংকাস্টার গেটে মিঃ এলয়সিয়াস ডোরানের বাড়িতে যান। সেখানে প্রাতরাশের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শোনা যাইতেছে যে সেইখানে জনৈকা স্ত্রীলোক কিঞ্চিৎ গোলযোগের সৃষ্টি করে। স্ত্রীলোকটির নাম জানা যায় নাই, কিন্তু লর্ড সেণ্ট সাইমনের উপর তাহারও কিঞ্চিৎ দাবী আছে এই কথা বলিয়া সে বাড়িতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ ধরিয়া গোলমাল চলিবার পরে খানসামা ও সহিস তাহাকে বাহির করিয়া দেয়। সৌভাগ্যক্রমে এই অবাঞ্ছিত ঘটনার

পূর্বেই কনে বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সকলের সঙ্গে প্রাতরাশেও বসিয়াছিল. হঠাৎ সে অসুস্থতার কথা বলিয়া তাহার ঘরে চলিয়া যায়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে ফিরিয়া না আসায় কিছু কথা ওঠায় তাহার পিতা সেই ঘরে গিয়া পরিচারিকার নিকট শুনিতে পায় যে, সে ক্ষণমাত্র সময়ের জন্য ঘার ঢুকিয়া আলস্টার ও বনেটটি লইয়া দ্রুত বাহির হইয়া গিয়াছে। একজন সহিস জানায় যে ঐ রকম পোশাক-পরা জনৈক মহিলাকে সে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছে; কিন্তু সে যে কনে তাহা সে স্বীকার করে না। সে ভাবিয়াছিল, বরযাত্রীদলের কেহ হইবে। কন্যা নিরুদ্দেশ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া মিঃ এলয়সিয়াস ডোরান জামাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পুলিশে খবর দেন। পুলিশ জোর তদন্ত চালাইতেছে এবং শীঘ্রই এই অসাধারণ ঘটনার কিনারা হইয়া যাইবে। অবশ্য গতকাল অধিক রাত্রি পর্যন্তও নিরুদ্দিষ্ট মহিলার গতিবিধি জানা যায় নাই। এবিষয়ে কোন অসদুদ্দেশ্যের গুজবও শোনা যাইতেছে। ঈর্ষাবশত বা অপর কোন উদ্দেশ্যে কনের এই বিস্ময়কর নিরুদ্দেশ ঘটাইযাছে এরূপ সন্দেহে পুলিশ নাকি গোলযোগের সুত্রপাতকারিণী সেই স্ত্রীলোকটিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

'এই কি সব?'

'আর একটি প্রাতঃকালীন কাগজে আরও একটি অর্থপূর্ণ খবর আছে।'

'খবরটা কি?'

'গোলযোগ সৃষ্টিকারিণী মিস ফ্লোরা মিলার সত্য সত্যই গ্রেপ্তার হয়েছে। মনে হয়, একসময় সে "এলেগ্রো"-তে নর্তকী ছিল এবং কয়েক বছর যাবৎ বরকে চিনত। আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি। সমস্ত কেসটা এখন তোমার হাতে,— অন্তত সংবাদপত্রগুলিতে সেইরকমই মন্তব্য করা হয়েছে।'

'বেশ আকর্ষণীয় কেস বলেই মনে হচ্ছে। কোন কিছুর জন্যই এ কেস আমি হাতছাড়া করতাম না। কিন্তু ওয়াটসন, ঘণ্টাটা বাজছে, আর ঘড়িতেও চারটে বেজে কয়েক মিনিট। নিশ্চয়ই আমাদের মাননীয় মক্কেল। এ ঘর থেকে চলে যাবার কথা স্বপ্নেও ভেবো না ওয়াটসন। অন্তত আমার স্মৃতি-শক্তিকে সাহায্য করবার জন্যও একজন সাক্ষী আমার চাই।'

দরজা খুলে ছোকরা চাকরটা ঘোষণা করল 'লর্ড রবার্ট সেণ্ট সাইমন।' একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকল। মনোরম, সংস্কৃতিস্নিগ্ধ মুখ, একটু বা মলিন, নাকটা উঁচু, ঠোঁটের কাছটায় একটু রুষ্ট ভাব। চোখ দুটি স্থির, পুরো-পুরি খোলা। দেখেই মনে হয়, এ লোক আদেশ করতেই অভ্যস্ত এবং সে আদেশ পালিতও হয়। হাব-ভাবে চটপটে তবু তার চেহারায় কেমন একটা বয়সের ছাপ পড়েছে, সামনে একটু ঝুঁকে চলে এবং হাঁটুটা একটু যেন বেঁকে

যায়। টুপিটা খুলতেই দেখা গেল, মাথার চুলেও নীচের দিকটা পাক ধরেছে এবং মাথার উপরে ফাঁকা হয়ে এসেছে। পোশাকের সযত্নে বিন্যাসে বিলাসিতার ছোঁয়াচ—উঁচু কলার, কালো ফ্রক-কোট, সাদা ওয়েস্টকোট, হলুদ দস্তানা, পেটেণ্ট-লেদারের জুতো আর হালকা রঙের মোজা। সে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকল। মাথাটা বাঁ থেকে ডাইনে ঘোরালো। সোনার চশমার সুতোটা, ডান হাতে দোলাতে লাগল।

দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানিয়ে হোমস বলল, 'শুভ দিন লর্ড সেণ্ট সাইমন। দয়া করে বসুন। ইনি আমার বন্ধু ও সহকারী ডাঃ ওয়াটসন। আগুনের কাছে এগিয়ে বসুন, তারপর কথাবার্তা হোক।'

'মিঃ হোমস, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা আমার পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক। বড়ই আঘাত পেয়েছি। শুনেছি এই ধরনের কয়েকটি ব্যাপারের সুরাহা আপনি করেছেন। অবশ্য এই ধরনের উঁচু সমাজের ব্যাপার সেগুলি নয়।'

'না, আমি বরং নীচে নামছি।'

'আবার বলুন।'

আমার সর্বশেষ মক্কেল একজন রাজা।'

'বটে! আমি জানতাম না। কোন রাজা?'

'স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাজা।'

'সে কি! তারও কি স্ত্রী হারিয়েছিল নাকি?'

হোমস ভদ্রভাবে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই চান, আপনার বেলায় যে গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি, অন্য মক্কেলের বেলাতেও সে গোপনীয়তা রক্ষা করেই চলব।'

'নিশ্চয়! ঠিক! খুব ঠিক কথা। আমি ক্ষমা চাইছি। আমার কেস সম্পর্কে আপনি যা কিছু জানতে চাইবেন সব জানাতে আমি প্রস্তুত।'

'ধন্যবাদ। খবরের কাগজে যতটা বেরিয়েছে তা জেনেছি, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। মনে হচ্ছে সেসবই সত্য বলে ধরে নিতে পারি,—ধরুন, কনের নিরুদ্দেশ সম্পর্কে এই প্রবন্ধটা।'

লর্ড সেণ্ট সাইমন সেটার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, যতটা লেখা হয়েছে তা ঠিক।'

'কিন্তু একটা মতামত দেবার আগে আমার যে আরও কিছু জানা দরকার। আমি মনে করি, আপনাকে প্রশ্ন করেই আমি সব তথ্য সরাসরি জানতে পারব।'

'বেশ তো, প্রশ্ন করুন।'

'মিস হ্যাটি ডোরানের সঙ্গে আপনার কবে প্রথম দেখা হয়?'

'এক বছর আগে সানফ্রান্সিস্কোতে।'

'আপনি কি যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তখন কি আপনাদের বিয়ের কথা হয়েছিল?'

'না।'

'কিন্তু আপনাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তো?'

'তার সঙ্গ আমাকে আনন্দ দান করত, আর সেটা সে বুঝত।'

'তার বাবা খুব ধনবান।'

'সে বলেছিল, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ধনীশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।'

'কিভাবে এত টাকা তার হল?'

'খনির দৌলতে। কয়েক বছর আগে তাঁর কিছুই ছিল না। তারপর সোনার সন্ধান পেলেন, টাকা ঢাললেন, আর লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে গেলেন।'

'আচ্ছা, এই তরুণী সম্পর্কে—মানে আপনার স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?'

সম্ভ্রান্ত লোকটি চশমাটাকে আরও জোরে দোলাতে দোলাতে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, 'দেখুন মিঃ হোমস, বাবা ধনী হবার আগেই আমার স্ত্রী বিশ বছরে পা দিয়েছিল। সেই সময় সে খনির শিবিরে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াত, পাহাড়-পর্বত-জঙ্গলে ছুটাছুটি করত; কাজেই তার শিক্ষাদীক্ষা স্কুল-মাস্টারের পরিবর্তে প্রকৃতির কাছেই হয়েছে। ফলে ইংলণ্ডে যাকে আমরা উচ্ছৃংখল মেয়ে বলি সে তাই,—শক্তপোক্ত, উদ্দাম ও অবাধ, সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ হতে মুক্ত। সে উদ্দাম—আগ্নেয়গিরিসদৃশই বলতে চাই। অতি দ্রুত সে মনস্থির করতে পারে এবং সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করতে সে ভয়হীন। অপর দিকে, অন্তরের দিক থেকে সে একটি মহীয়সী মহিলা এ-কথা মনে না করলে কিছুতেই আমার সম্মানিত নামের সঙ্গে তার নাম যুক্ত করতাম না (এইখানে সে একটু রাজকীয় কাশি কাশল)। আমি বিশ্বাস করি শৌর্যপূর্ণ আত্মত্যাগে সে সক্ষম এবং অসম্মানজনক সবকিছুর প্রতি সে বিতৃষ্ণ।'

'তার ফটোগ্রাফ আপনার কাছে আছে?'

'সঙ্গে নিয়েই এসেছি।' একটা লকেট খুলে একটি সুন্দরী নারীর একখানি মুখের ছবি আমাদের দেখাল। ফটোগ্রাফ নয়, হাতির দাঁতের উপর আঁকা। উজ্জ্বল কালো চুল, বড় বড় কালো চোখ, সুন্দর মুখশ্রী—সব কিছুই শিল্পী সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। হোমস আগ্রহের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে টা দেখল। তারপর লকেটটা বন্ধ করে লর্ড সেন্ট সাইমনকে ফিরিয়ে দিল।

'তারপর তরুণী লণ্ডনে এলেন এবং নতুন করে আপনাদের পরিচয় হল ?'

'হ্যাঁ, তার বাবা লণ্ডনের গত মরশুমের সময় তাকে এখানে নিয়ে আসেন। বারকতক আমাদের দেখা হয়, বিয়ের কথাবার্তা হয় এবং তাকে বিয়ে করি।'

'শুনেছি, তিনি বেশ মোটা রকম যৌতুক নিয়ে এসেছেন।'

'যৌতুক ভালই। আমাদের পরিবারের যেরকম হয়ে থাকে তার চাইতে বেশী নয়।'

'অবশ্য সেটা আপনারই থাকছে, কারণ বিয়েটা তো হয়েই গেছে ?'

'আমি কিন্তু সত্যি সেবিষয়ে কোনরকম খোঁজ-খবর করি নি।'

'না করাই স্বাভাবিক। বিয়ের আগের দিন কি মিস ডোরানের সঙ্গে আপনি দেখা করেছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তার মন ভাল ছিল ?'

'এত ভাল আর কখনও ছিল না। ভবিষ্যৎ জীবনে আমরা কি করব সে-বিষয়ে অনেক কথাই সে বলেছিল।'

'বটে। খুবই ইণ্টারেস্টিং। আচ্ছা, বিয়ের দিন সকালে ?'

যথাসম্ভব ভালই ছিল—অন্ততঃ অনুষ্ঠানের পর পর্যন্ত।'

'তার পরে কি তার মধ্যে কোনরকম পরিবর্তন দেখেছিলেন ?'

'দেখুন, সত্য কথা বলতে কি, তারপরই প্রথম সেইসব লক্ষণ দেখলাম যাতে বোঝা যায় যে তার মেজাজ কিছুটা চড়া হয়েছে। ঘটনাটা অবশ্য এত তুচ্ছ যে উল্লেখ করবার মত নয় এবং সম্ভবত এ কেসের সঙ্গে তার কোন যোগও নেই।'

তাহলেও দয়া করে বলুন।'

'আরে, খুবই ছেলেমানুষি ব্যাপার। গীর্জার মণ্ডপের দিকে যাবার সময় তার হাত থেকে ফুলের তোড়াটা পড়ে যায়। সে তখন সবে প্রথম সারির কাছে পৌঁচেছে, তাই সেটা আসনের নীচেই পড়ে। সামান্য দেরী হল। তারপরই জনৈক ভদ্রলোক তোড়াটা তুলে তার হাতে দিল। তোড়াটার কিছুই হয় নি। তথাপি যখন তাকে তোড়াটা কেমন করে পড়ল জিজ্ঞাসা করলাম তখনই সে যেন কেমন আচমকা জবাব দিল। তারপর গাড়িতে বাড়ি ফিরবার পথেই তাকে এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে খুব উত্তেজিত মনে হল।

'বটে! প্রথম সারিতে একটি ভদ্রলোক ছিলেন বলছেন। তাহলে অনিমন্ত্রিত লোকও সেখানে ছিল ?'

'তা তো ছিলই। গীর্জা খোলা থাকলে তো আর অন্য লোকের ঢোকা বারণ করা যায় না।'

'ভদ্রলোকটি আপনার স্ত্রীর কোন বন্ধু নয় তো ?'

'না না, আমি সৌজন্যের খাতিরে ভদ্রলোক বলছি, আসলে অতি সাধারণ একটি মানুষ। তাকে আমি ভাল করে দেখিও নি। কিন্তু আমরা বোধহয় মূল বক্তব্য থেকে অনেকটা সরে এসেছি।'

'বোঝা যাচ্ছে যেরকম উৎফুল্ল হৃদয়ে লেডি সেণ্ট সাইমন বিবাহ-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে সে মন নিয়ে তিনি ফেরেন নি। বাবার বাড়িতে ফিরে তিনি কি করলেন?'

'পরিচারিকার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলাম।'

'পরিচারিকাটি কে?'

'তার নাম এলিস। সে আমেরিকান, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে তার সঙ্গেই এসেছিল।'

'খুব বিশ্বাসী?'

'একটু অতিরিক্ত বিশ্বাসী। আমার মনে হত, মনিব তাকে একটু বেশী স্বাধীনতাই দিয়ে থাকে। অবশ্য আমেরিকাতে এসব ব্যাপারকে লোকে অন্য চোখে দেখে।'

'এলিসের সঙ্গে তিনি কতক্ষণ কথা বলেছিলেন?'

'কয়েক মিনিট। আমার তখন অন্য কাজ ছিল।'

'তাদের কথাবার্তা আপনি শুনতে পেয়েছিলেন কি?'

'লেডি সেণ্ট সাইমন "দাবী ঝেড়ে দেওয়া"র মত কি একটা যেন বলছিল। এরকম ইতর ভাষা সে মাঝে মাঝে ব্যবহার করত। সে কি বলতে চেয়েছিল আমি জানি না।'

'আমেরিকার ইতর ভাষা কখনও কখনও খুবই অর্থপূর্ণ হয়ে থাকে। চাকরাণীর সঙ্গে কথা বলা শেষ করে আপনার স্ত্রী কি করেছিলেন?'

'সে প্রাতরাশের ঘরে হেঁটে গিয়েছিল।'

'আপনার বাহুলগ্না হয়ে?'

'না, একাকী। এসব ব্যাপারে সে একটু স্বাধীনচেতা। তারপর দশ মিনিটের মত বসে থাকবার পরই সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ঘর ছেড়ে চলে গেল। আর ফিরে এল না।'

'কিন্তু এই চাকরাণী এলিস তো সাক্ষী দিয়েছে, তিনি তার ঘরে গেলেন, লম্বা আলস্টারে কনের পোশাক ঢাকলেন, মাথায় টুপি পড়লেন এবং বাইরে গেলেন।'

'ঠিক তাই। একটু পরেই তাকে দেখা গেল হাইড পার্কে, সঙ্গে সেই ফ্লোরা মিলার যে এখন হাজতে, এবং ঐদিন সকালে যে মিঃ ডোরানের বাড়িতে গোলমাল করেছিল।'

'ঠিক, ঠিক। এই তরুণী এবং তার সঙ্গে আপনার সম্পর্কের বিষয়ে

আমি কিছু জানতে চাই।'

লর্ড সেন্ট সাইমন ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে ভুরুজোড়া তুললেন। 'কয়েক বছর যাবৎ আমাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল—বলতে পারি বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। সে ছিল "এলেগ্রো"-তে। আমি কখনও তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি নি, আর তারও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু মিঃ হোমস, মেয়েমানুষকে তো আপনি চেনেন। ফ্লোরা বেশ ভাল মেয়ে, তবে বড়ই মাথা-গরম, আর আমার প্রতি খুবই অনুরক্ত। যখন শুনল আমি বিয়ে করছি, তখন আমাকে সাংঘাতিক সব চিঠি লিখতে লাগল। সত্য কথা বলতে কি, পাছে গীর্জায় কোন কেলেংকারি হয় সেই ভয়েই বিয়েটা এত অনাড়ম্বরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমার ফিরে আসার ঠিক পরেই সে মিঃ ডোরানের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। জোর করে বাড়িতে ঢুকবার চেষ্টা করল। আমার স্ত্রীকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগালি করতে লাগল, এমন কি তাকে ভয়ও দেখাল। এরকম একটা কিছু ঘটতে পারে বুঝতে পেরে আগে থেকেই চাকর-বাকরদের আমি বলে রেখেছিলাম। তারাই জোর করে তাকে বাড়ির বার করে দেয়। যখন বুঝতে পারল গোলমাল করে কোন লাভ হবে না, তখন সে শান্ত হল।

'আপনার স্ত্রী এসব শুনেছিলেন?'

'কপাল ভাল, সে কিছুই শোনে নি।'

'আর পরবর্তীকালে এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গেই তাকে হাঁটতে দেখা গেল।'

'হ্যাঁ। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ লেস্ট্রেড এটাকেই খুব গুরুতর বলে মনে করছেন। তিনি ভাবছেন, ফ্লোরা আমার স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে একটা ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেছে।'

'তা, সেরকম হতেও পারে।'

'আপনিও কি তাই মনে করেন?'

'আপনি নিজেও কি এটাকে সম্ভব বলে মনে করেন না?'

'আমি মনে করি না, ফ্লোরা একটা মাছিকেও আঘাত করতে পারে।'

'কিন্তু ঈর্ষা মানুষের চরিত্রকে বড়ই বদলে দেয়। আচ্ছা, আসলে এ-বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?"

'দেখুন, আমি এসেছি এসবের একটা ব্যাখ্যা খুঁজতে, দিতে নয়। সব কথাই আপনাকে খুলে বললাম। তবু যখন জানতে চাইছেন, আমার মতামতটাই বলছি। আমি মনে করি, এই ঘটনার উত্তেজনা এবং এত বড় একটা সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত হবার সচেতনতা আমার স্ত্রীর মধ্যে একটা স্নায়বিক গোলযোগ সৃষ্টি করেছে।'

'সোজা কথায়, তিনি হঠাৎ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন?'

'দেখুন, যখন ভাবি সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে—আমার দিক থেকে বলব না, এমন অনেক কিছু থেকে যা অন্য অনেকের চেয়েও পায় নি, তখন তো আর কোনভাবেই এর ব্যাখ্যা করতে পারি না।'

হোমস হেসে বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, সেটাও একটা ভাববার মত ধারণা বটে। দেখুন লর্ড সেণ্ট সাইমন, আমার তো মনে হচ্ছে সব তথ্যই আমি পেয়ে গেছি। তবু একটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। প্রাতরাশের টেবিলে আপনি যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে জানালার বাইরেটা দেখা যায় কি ?'

'রাস্তার অপর দিকটা এবং পার্কটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম।'

'ঠিক তাই। তাহলে আর আপনাকে আটকে রাখব না। আমি পরে আপনাকে সব কথা জানাব।'

উঠতে উঠতে আমাদের মক্কেল বলল, 'এ সমস্যার সমাধান করবার সৌভাগ্য যেন আপনার হয়।'

'সমাধান করে ফেলেছি।'

'অ্যাঁ। কি বললেন ?'

'বলছি, সমাধান করে ফেলেছি।'

'তাহলে আমার স্ত্রী কোথায় ?'

'সেসব খুঁটিনাটিও শীঘ্রই জানাব।'

লর্ড সেণ্ট সাইমন ঘাড় নাড়ল। প্রাচীন রাজকীয় পদ্ধতিতে অভিবাদন জানিয়ে সে বলে উঠল, 'আমার তো ভয়, এ সমস্যার সমাধান করতে আপনার বা আমার চাইতে বিজ্ঞতর মাথার দরকার।' বলেই সে চলে গেল।

শার্লক হোমস হাসতে হাসতে বলল, 'তার নিজের মাথার সঙ্গে একসারিতে বসিয়ে লর্ড সেণ্ট সাইমন আমার মাথাটাকে সম্মানিত করেছেন। এত সব জেরার পরে হুইস্কি, সোডা আর চুরুট আমার চাই। আমি কিন্তু মক্কেলটি ঘরে ঢুকবার আগেই আমার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলাম।'

'বন্ধু হোমস।'

'এধরনের আরও কয়েকটি কেস আমি আগেও দেখেছি। তবে পূর্বেই বলেছি তার কোনটারই এত চটপট মীমাংসা হয় নি। জেরা করার ফলে আমার অনুমানটি নিশ্চিত রূপ ধারণ করেছে। পারিপার্শ্বিক ঘটনার সাক্ষ্য অনেক সময় চূড়ান্ত হয়ে দেখা দেয়; থরোর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলা যায়, দুধের মধ্যে ট্রাউট মাছ পেলে যেমন হয়।'

'কিন্তু তুমি যা যা শুনলে সবই তো আমিও শুনলাম।'

'তা শুনলে, কিন্তু পূর্বেকার ঘটনাগুলি তো তুমি জান না, আর সেগুলিই আমাকে সাহায্য করেছে বেশী। কয়েক বছর আগে এবারডিন-এ অনুরূপ

একটা ঘটনা ঘটেছিল। প্রায় একই রকম আর একটা ঘটনা ঘটেছিল মিউনিকে ফরাসী-প্রশিয়া যুদ্ধের আগের বছর। এটাও এই রকমই একটা—আরে। এ যে লেস্ট্রেড! শুভ অপরাহ্ণ লেস্ট্রেড। সাইডবোর্ডে একটা বাড়তি গ্লাস আছে, আর বাক্সের মধ্যে আছে চুরুট।'

সরকারী গোয়েন্দার পরনে ছিল নাবিকদের পশমী কুর্তা ও গলাবন্ধ। ফলে তাকে নাবিকের মতো দেখাচ্ছে। হাতে ছিল একটা কালো ক্যানভাসের ব্যাগ। সংক্ষেপে কুশল বিনিময় করে সে আসনে বসে চুরুটটা ধরাল।

চোখ মিটমিট করে হোমস জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল হে? তোমাকে যেন মনমরা দেখাচ্ছে।'

'সত্যি মনমরা। ঐ নারকীয় সেণ্ট সাইমন বিয়ের কেস। আমি তো তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'সত্যি। তুমি আমাকে বিস্মিত করলে।'

'এরকম জটিল ব্যাপারের কথা কে কবে শুনেছে? প্রতিটি সূত্রই আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যাচ্ছে। সারাটা দিন এই নিয়ে খেটেছি।'

পশমী কুর্তার উপর হাত রেখে হোমস বলল, 'সেইজন্যই এমন ভিজে গেছ।'

'হ্যাঁ, সার্পেণ্টাইনের ধারে ধারে হেঁটেছি।'

'হা ঈশ্বর! কিসের জন্য?'

'লেডি সেণ্ট সাইমনের মৃতদেহের সন্ধানে।'

শার্লক হোমস চেয়ারে হেলান দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল।

জিজ্ঞাসা করল, 'ট্রাফালগার স্কোয়ারের ফোয়ারার তলাটা খুঁজেছ কি?'

'কেন? আপনি কি বলতে চান?'

'কারণ, এই মহিলাকে যদি একটায় পাওয়া যায়, তবে অন্যটায়ও পাওয়া যেতে পারে।'

লেস্ট্রেড ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'মনে হচ্ছে আপনি সব জেনে বসে আছেন।'

'এইমাত্র ঘটনাগুলো শুনলাম; কিন্তু আমি মনস্থির করে ফেলেছি।'

'সত্যি! তাহলে আপনি বলছেন, এব্যাপারের সঙ্গে সার্পেণ্টাইনের কোন যোগ নেই?'

'আমার তো মনে হয় একেবারেই না।'

'তাহলে সেখানে এটা পেলাম কি করে দয়া করে বুঝিয়ে দেবেন কি?' বলতে বলতে সে থলেটা খুলে মেঝের উপর ঢেলে দিল। সিল্কের বিয়ের পোশাক, সাদা সাটিনের একজোড়া জুতো, এবং কনের মালা ও ওড়না—সব কিছুই জলে ভিজে বিবর্ণ হয়ে গেছে। 'আর এই,' সেই স্তূপের উপর একটা

নতুন বিয়ের আংটি রেখে সে বলল, 'এই একটি ছোট্ট গুপুড়ি যেটা আপনাকে ভাঙতে হবে মিস্টার হোমস।'

বাতাসে নীল ধোঁয়ার রিং ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমার বন্ধু বলল, 'এগুলি কি সার্পেণ্টাইন থেকে এনেছ?'

'না। একজন রক্ষী এগুলিকে নদীর কিনারে ভাসতে দেখে। এ পোশাক তার বলেই সনাক্ত করা হয়েছে। তাই আমার মনে হল, পোশাক যখন সেখানে পাওয়া গেল, মৃতদেহটা অনেক দূরে যাবে না।'

'ঐ একই চমৎকার যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা চলে যে প্রত্যেক মানুষের দেহ তার পোশাকের আলমারির কাছাকাছিই পাওয়া যাবে। আচ্ছা, বল তো এর দ্বারা তুমি কোথায় পৌছবে বলে আশা কর?'

'এই নিরুদ্দেশের ব্যাপারে ফ্লোরা মিলারকে জড়াবার মত কোন প্রমাণে।'

'সে প্রমাণ পাওয়া খুব শক্ত হবে বলে আমার মনে হচ্ছে।'

'হচ্ছে বুঝি? তিক্তস্বরে লেস্ট্রেড বলে উঠল। 'হোমস, আমি কিন্তু মনে করি তোমার অনুমানগুলি মোটেই বাস্তব নয়। তাছাড়া এই দুই মিনিটের মধ্যেই তুমি দুটো ভুল করেছ। এই পোশাক মিস ফ্লোরা মিলারকে জড়িয়েছে।'

'কেমন করে?'

'এই পোশাকের ভিতরে একটা পকেট আছে। পকেটে একটা কার্ড-কেস আছে। সেই কার্ড-কেসের মধ্যে একটা চিঠি আছে। এই সেই চিঠি।'

সামনের টেবিলে সেটা রেখে বলল, 'শোন। "সব কিছু ঠিক করে আমার সঙ্গে দেখা করবে। এখনই চলে এস। এফ. এইচ. এম।" এখন আমার অভিমত হল, ফ্লোরা মিলার লেডি সেণ্ট সাইমনকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে এবং সেই তার নিরুদ্দেশের জন্য দায়ী। অবশ্য অন্য লোকেরও যোগ-সাজস আছে সেটা নিঃসন্দেহ। তার আদ্য অক্ষরে স্বাক্ষরিত এই চিঠিটি দরজার কাছ থেকেই কোনরকমে তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল আর সেটাই তাকে তাদের খপ্পরে নিয়ে ফেলে।'

হোমস হাসতে হাসতে বলল, 'খুব ভাল কথা লেস্ট্রেড। সত্যি তোমার চিন্তা খুবই সুন্দর। দেখি তো চিঠিটা।' উদাসীনভাবেই সে চিঠিটা হাতে নিল। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনোযোগ একাগ্র হয়ে উঠল। আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, 'এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'হা-হা, তাই মনে হচ্ছে তো?'

'খুব মনে হচ্ছে। তোমাকে সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

লেস্ট্রেড সগৌরবে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করেই আর্তনাদ করে উঠল, 'এ কি? তুমি যে উল্টো দিকটা দেখছ!'

'ঠিক উল্টো। ঐটেই ঠিক দিক।'

'ঠিক দিক? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! এই তো এধারে পেন্সিল দিয়ে চিঠিটা লেখা হয়েছে।'

'আর উল্টো দিকে এই যেটা একটা হোটেল-বিলের অংশ বলে মনে হচ্ছে, আমার আগ্রহ সেটাকে নিয়ে।'

'ওখানে তো কিছুই নেই। ও আমি আগেই দেখেছি,' লেস্ট্রেড বলল। "অক্ট, ৪ঠা, ঘর ৮ শিলিং, প্রাতরাশ ২ শিলিং ৬ পেনি, ককটেল ১ শিলিং, লাঞ্চ ২ শিলিং ৬ পেনি, শেরি ৮ পেনি।" এতে তো আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'না পাবারই কথা। তৎসত্ত্বেও এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চিঠিটাও গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত তার আদ্য অক্ষরগুলি। তাই আবার তোমাকে অভিনন্দন জানাই।'

উঠতে উঠতে লেস্ট্রেড বলল, 'অনেক সময় নষ্ট করেছি। কঠোর পরিশ্রমে আমি বিশ্বাস করি, অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে সুন্দর সুন্দর মতের জাল বুনতে নয়। শুভদিন মিঃ হোমস; দেখা যাক আমাদের মধ্যে কে আগে সমস্যার তলদেশে পৌছতে পারে।' সব জিনিসগুলি গুছিয়ে থলেয় ভরে সে দরজার দিকে পা বাড়াল।

প্রতিদ্বন্দ্বী চলে যাবার আগেই হোমস টেনে টেনে বলল, 'লেস্ট্রেড, তোমাকে একটা ইঙ্গিত দিচ্ছি। এব্যাপারের আসল সমাধান তোমাকে বলছি। লেডি সেণ্ট সাইমন একটা অলীক কল্পনা। এ নামের কেউ নেই, কোনদিন ছিলও না।'

লেস্ট্রেড বিষণ্ণ চোখে আমার সঙ্গীকে দেখল। তারপর আমার দিকে ফিরে তিনবার নিজের কপালে টোকা মেরে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে দ্রুত চলে গেল।

সে দরজাটা বন্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গেই হোমস দাঁড়িয়ে ওভারকোটটা পরে নিল। বলল, 'বাইরের কাজ সম্পর্কে লোকটা যা বলে গেল তার মধ্যে কিছু বস্তু আছে। কাজেই, ওয়াটসন, কিছুক্ষণের জন্য আমি বাইরে যাচ্ছি, তুমি আবার কাগজের মধ্যে ডুবে যাও।'

শার্লক হোমস যখন চলে গেল তখন পাঁচটা বেজে গেছে। কিন্তু একাকী থাকবার সময় আমার হল না, কারণ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জনৈক ময়রার লোক একটা মস্ত বড় চ্যাপ্টা বাক্স নিয়ে এসে হাজির হল। একটি যুবককে সে সঙ্গে করেই এনেছিল। তার সাহায্যে বাক্সটা খুলে আমাদের ভাড়াটে বাসার মেহগনি টেবিলে বিলাসবহুল রাতের খাবার সাজাতে লাগল। ঠাণ্ডা বন-মোরগের একজোড়া কাটলেট, একটা ফিজেন্ট আর **pate-de-foie gras-**

pie আর ধূলো-ঝুলমাখা কয়েকটা পুরনো বোতল। এই সব বিলাস-সামগ্রী সাজিয়ে দিয়ে দুই আগন্তুক আরব্য রজনীর জিনের মত অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধুমাত্র বলে গেল, এসবেরই দাম দেওয়া হয়েছে এবং এই ঠিকানার জন্যই অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

ন'টার ঠিক আগে শার্লক হোমস হঠাৎ ঘরে ঢুকল। মুখটা বেশ গম্ভীর, তবে তার চোখে এমন একটা আলো ছিল যা দেখে মনে হল তার সিদ্ধান্ত তাকে নিরাশ করে নি।

হাত ঘসতে ঘসতে সে বলল, 'খাবারটা তাহলে দিয়ে গেছে দেখছি।'

'মনে হচ্ছে আরও অতিথি তুমি আশা করছ। ওরা পাঁচ জনের মত খাবার সাজিয়েছে।'

সে বলল, 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে কেউ কেউ এসে পড়বে। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি লর্ড সেণ্ট সাইমন এখনও আসে নি। আরে! ঐ তো সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

'সত্যি, আমাদের সকালবেলাকার আগন্তুক চশমাটাকে আরও জোরে জোরে দোলাতে দোলাতে সশব্দে ঘরে ঢুকল। তার সম্ভ্রান্ত মুখের উপর একটা বিচলিত ভাব।

হোমস বলল, 'আমার চিঠি তাহলে আপনার কাছে পৌঁচেছিল?'

'হ্যাঁ। স্বীকার করছি, চিঠির বিষয়বস্তু আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত করেছে। যা লিখেছেন তার সপক্ষে ভাল প্রমাণ আপনার হাতে আছে কি?'

'যতটা ভাল হওয়া সম্ভব।'

লর্ড সেণ্ট সাইমন চেয়ারে বসে কপালের উপর হাত রাখল।

অস্পষ্টভাবে বলে উঠল, 'তারই পরিবারের একজনের এই অসম্মানের কথা শুনে ডিউক কি বলবেন?'

'এটা একান্তই দুর্ঘটনা। এতে কোন অসম্মান আছে বলে আমি স্বীকার করি না।'

'আহা, আপনি ব্যাপারটাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন।'

'আমি তো কারও দোষ দেখতে পাচ্ছি না। আমি তো বুঝতে পারি না মহিলাটি আর কি করতে পারতেন; যদিও যেরকম তাড়াহুড়ো করে কাজটি তিনি করেছেন সেটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। নিজের মা না থাকায় এই সংকট-মুহূর্তে তাকে সুপরামর্শ দেবার কেউ ছিল না।'

লর্ড সেণ্ট সাইমন টেবিলের উপর টোকা দিতে দিতে বলল, 'কিন্তু এ যে অপমান স্যার, প্রকাশ্য অপমান।'

'এরূপ অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে পতিত বেচারি মেয়েটির কথা আপনাকে

বিবেচনা করতেই হবে।'

'কোনরকম বিবেচনা আমি করব না। আমি সত্যি রেগে গেছি. আমাকে লজ্জাজনকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।'

হোমস বলে উঠল, 'একটা ঘণ্টা বাজার শব্দ যেন শুনলাম। ঠিক। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাচ্ছি। লর্ড সেণ্ট সাইমন, ব্যাপারটাকে উদার দৃষ্টিতে দেখতে আমি যদি আপনাকে প্ররোচিত করতে না পারি, তাই আমি একজন অ্যাডভোকেটকে এখানে ডেকেছি। আশা করি, সেকাজে তিনি সফল হবেন।' দরজা খুলে সে একটি ভদ্রমহিলা ও একজন ভদ্রলোককে স্বাগত জানাল। বলল, 'লর্ড সেণ্ট সাইমন, মিঃ এবং মিসেস ফ্রান্সিস হে মুলটনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। মনে হয়, মহিলাটির সঙ্গে আপনার আগেই দেখা হয়েছে।'

নবাগতদের দেখেই আমাদের মক্কেল আসন থেকে লাফিয়ে উঠে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার দুই চোখ নীচের দিকে নিবদ্ধ, হাতটা ফ্রক-কোটের বুকের ভিতরে ঢোকানো। আহত মর্যাদার প্রতিমূর্তি যেন। মহিলাটি দ্রুত এক পা এগিয়ে তার দিকে হাত বাড়াল, কিন্তু সে কিছুতেই চোখ তুলে তাকাল না। কিন্তু মহিলাটির মুখে যে আবেদন ফুটে উঠেছিল তাকে অস্বীকার করা খুবই কঠিন।

সে বলল, 'তুমি রাগ করেছ রবার্ট। দেখ, আমি বুঝি, রাগ করবার যথেষ্ট কারণ তোমার আছে।'

লর্ড সেণ্ট সাইমন তিক্তকণ্ঠে বলল, 'দয়া করে কোনরকম ক্ষমা আমার কাছে চেও না।'

'আমি জানি, তোমার প্রতি সত্যি খারাপ ব্যবহার করেছি। যাবার আগে তোমাকে সব কথা বলা আমার উচিত ছিল। কিন্তু তখন আমি কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। ফ্রাংককে এখানে আবার দেখবার পর থেকেই আমি যে কি করেছি আর কি বলেছি তা আমি নিজেই জানি না। আমি যে বেদীর সামনেই পড়ে যাই নি এবং মূর্চ্ছা যাই নি, তাতেই আমি অবাক হয়ে গেছি।'

'মিসেস মুলটন, সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবার সময় আপনি হয় তো চান আমার বন্ধু ও আমি এঘর থেকে চলে যাই।'

অদ্ভুত ভদ্রলোকটি বলল, 'আমার মতামত যদি শোনেন, আমি বলি কি, এ ব্যাপারে আমরা ইতিমধ্যেই বড় বেশী গোপনীয়তা অবলম্বন করেছি। আমি তো চাই, সারা ইওরোপ এবং আমেরিকা ব্যাপারটা জানুক।' লোকটি ছোট-খাট, বলিষ্ঠ, রোদে-পোড়া, ধারালো মুখ আর চটপটে স্বভাব।

মহিলাটি বলতে শুরু করল, 'তাহলে আমার কাহিনী আগাগোড়াই বলছি।

'৮১ সালে রকি পর্বতমালার নিকটে ম্যাককয়ারের তাঁবুতে তখন বাবার কাজ চলছিল। তখনই ফ্রাংকের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমাদের দুজনের বিয়ের কথাও হয়। একদিন বাবা একটা খনির সন্ধান পায় এবং প্রচুর অর্থের মালিক হয়। কিন্তু বেচারি ফ্রাংকের কপালে কিছুই জোটে না। বাবা যত ধনী হতে লাগল, ফ্রাংক ততই দরিদ্র হতে লাগল। শেষটায় বাবা আমাদের বিয়ে ভেঙে দিয়ে আমাকে নিয়ে ফ্রিস্কোতে চলে গেল। ফ্রাংকও ছাড়বার পাত্র নয়। সেও সেখানে গিয়ে হাজির হল। বাবার অজ্ঞাতে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ চলতে লাগল। বাবা জানলে হয় তো পাগল হয়ে যেত, তাই আমরা নিজেরাই সব ঠিক করলাম। ফ্রাংক বলল, সে চলে গিয়ে অর্থ সঞ্চয় করবে এবং যতদিন বাবার সমান অর্থের মালিক না হবে ততদিন ফিরবে না। তখন আমিও কথা দিলাম, তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন অন্য কাউকে বিয়ে করব না। সে বলল, "তাহলে আমাদের বিয়েটা হয়েই যাক না, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব। ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমার স্বামীত্বের দাবী করব না।" কথা পাকা হয়ে গেল। সব সুব্যবস্থাই সে করল, একজন পাদ্রীও হাজির হলেন। বিয়ে হয়ে গেল। তারপর ফ্রাংক চলে গেল ভাগ্যান্বেষণে আর আমি ফিরে গেলাম বাবার কাছে।

'তারপর যখন ফ্রাংকের খবর পেলাম সে তখন মণ্টানায়, তারপর গেল এরিজোনায় এবং তারপর নিউ মেক্সিকোতে। তারপরই খবরের কাগজে একটা লম্বা খবর বেরুল যে, এপাশে ইণ্ডিয়ানরা একটা খনি-শিবির আক্রমণ করে এবং সেখানে নিহতদের তালিকায় ফ্রাংকের নামও ছিল। খবর শুনে আমি মূর্চ্ছা গেলাম এবং কয়েক মাস অসুস্থ অবস্থায় কাটালাম। বাবা ফ্রিস্কোর অর্ধেক ডাক্তার দিয়ে আমার চিকিৎসা করালো। বৎসরাধিক কাল আর কোন খবর এল না। কাজেই ফ্রাংকের মৃত্যু সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহই রইল না। তারপর লর্ড সেণ্ট সাইমন ফ্রিস্কোতে এল, আমরা লণ্ডনে এলাম, আবার বিয়ের কথা হল। বাবা খুব খুশি। আমার কিন্তু কেবলই মনে হতে লাগল, যে হৃদয় বেচারি ফ্রাংককে দিয়েছি সেখানে আর কারও স্থান হবে না।

'তথাপি লর্ড সেণ্ট সাইমনের সঙ্গে বিয়ে হলে তার প্রতি আমার কর্তব্য নিশ্চয়ই করতাম। ভালবাসার উপর কোন জোর চলে না। কিন্তু কর্তব্য তো আমাদের হাতে। এই বিশ্বাস নিয়েই তার সঙ্গে গীর্জার বেদীতে গেলাম যে, আমার পক্ষে যতখানি ভাল স্ত্রী হওয়া সম্ভব তা নিশ্চয় হব। কিন্তু বেদীর রেলিং-এর কাছে আসতেই যখন চোখে পড়ল প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে ফ্রাংক আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তখন আমার মনের অবস্থা কি হল আপনারা নিশ্চয় কল্পনা করতে পারেন। প্রথমে ভাবলাম, এ তার প্রেতমূর্তি। কিন্তু পুনরায় তাকিয়ে দেখলাম, সে তখনও সেখানে আছে, তার দুই চোখে যেন

জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে—তাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি, না দুঃখিত। আমি যে সেখানেই পড়ে যাই নি এটাই আশ্চর্য। মনে হল সবকিছু ঘুরছে। পাদ্রীর কথাগুলো কানের ভিতরে মৌমাছির গুঞ্জনের মত শোনাতে লাগল। কি করব কিছুই বুঝে উঠছি না। অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে গীর্জায় একটা কেলেংকারি করব? আবার তার দিকে তাকালাম। মনে হল, সে যেন আমার কথা বুঝতে পেরেছে, কারণ ঠোঁটের উপর আঙুল তুলে সে আমাকে চুপ করে থাকতে বলল। তখন দেখলাম, সে একটা কাগজে কি যেন লিখছে। বুঝলাম আমাকেই লিখছে। বের হবার সময় তার সারির কাছ দিয়ে যাবার কালে ফুলের তোড়াটা তার উপর ফেলে দিলাম। সেও সেটা ফিরিয়ে দেবার সময় চিঠিটা আমার হাতে গুঁজে দিল। তাতে একটিমাত্র লাইন লেখা ছিল, সে সংকেত করলেই যেন আমি তার সঙ্গে মিলিত হই। সেই মুহূর্তে আমার মনে কোন সন্দেহ রইল না যে এখন তার প্রতি কর্তব্যই আমার প্রথম করণীয়। মনে মনে স্থির করলাম, সে যা বলবে তাই করব।

'বাড়ি ফিরে পরিচারিকাকে সব কথা বললাম। সে তাকে ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকতেই চিনত এবং তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। তাকে নির্দেশ দিলাম, কাউকে কিছু না বলে আমার টুকিটাকি জিনিস ও আলস্টারটা যেন ঠিক রাখে। আমি বুঝি, লর্ড সেন্ট সাইমনকে বলা আমার উচিত ছিল, কিন্তু তার মা ও ঐসব বড় বড় লোকের সামনে ওকথা বলা আমার পক্ষে অসাধ্য কাজ। স্থির করলাম, এখন তো পালাই, পরে সব জানাব। টেবিলে দশ মিনিট বসতে না বসতেই জানালা দিয়ে ফ্রাংককে রাস্তার ও-পাশে দেখতে পেলাম। সে আমাকে ইঙ্গিত করে পার্কের ভিতরে হাঁটতে লাগল। আমি সেখান থেকে সরে গিয়ে দরকারী সব জিনিস নিয়ে তাকে অনুসরণ করলাম। পথে একটি স্ত্রীলোক লর্ড সেন্ট সাইমন সম্পর্কে কি যেন বলতে লাগল। যেটুকু শুনলাম তাতে মনে হল বিয়ের আগে তার কোন গোপন ব্যাপার ছিল। কোনরকমে তার হাত এড়িয়ে ফ্রাংককে ধরে ফেললাম। একটা গাড়িতে উঠে সোজা চলে গেলাম তার গর্ডন স্কোয়ারের বাসায়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আমার সত্যিকারের বিয়ে হল। "এপাশে"-দের হাতে ফ্রাংক বন্দী হয়েছিল। সেখান থেকে পালিয়ে সে ফিস্কো চলে যায়। সেখানে গিয়ে শোনে যে তাকে মৃত ভেবে আমি ইংলণ্ডে চলে এসেছি। তখন সে ইংলণ্ডে আসে এবং আমার দ্বিতীয় বিবাহের দিন সকালেই তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে।'

আমেরিকান লোকটি বলল, 'সংবাদটা খবরের কাগজেই পড়েছিলাম। তাতে নাম ও গীর্জার উল্লেখ ছিল। কিন্তু কনের বাড়ির ঠিকানা ছিল না।'

'তারপর ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেক কথা হল। ফ্রাংক সব কথা খোলাখুলি জানানোর পক্ষপাতী, কিন্তু আমার ভারী লজ্জা করতে

লাগল। ইচ্ছা হল, সেখান থেকেই উধাও হয়ে যাই যাতে তাদের সঙ্গে আর কখনও দেখা না হয়। শুধু বাবাকে একখানা চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেই হবে যে আমি বেঁচে আছি। ঐসব লর্ড ও লেডিরা প্রাতরাশের টেবিল ঘিরে বসে আছেন আমার ফেরবার প্রতীক্ষায়—একথা ভাবতেই আমার ভয় করতে লাগল। কাজেই ফ্রাংক আমার বিয়ের পোশাকগুলিকে একটা বাণ্ডিলে বেঁধে এমন জায়গায় ফেলে এল যাতে কেউ কোনদিন খুঁজে না পায়। আমরা হয় তো আগামীকালই প্যারিসে চলে যেতাম; কিন্তু এই ভালমানুষ মিঃ হোমস আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় গিয়ে হাজির হলেন। কেমন করে তিনি আমাদের খোঁজ পেলেন জানি না। তিনি দয়া করে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, আমারই ভুল হয়েছে এবং ফ্রাংকের কথাই ঠিক, এবং এখনও সব কিছু গোপন রাখলে আমাদের অন্যায় হবে। তিনিই প্রস্তাব করলেন, লর্ড সেণ্ট সাইমনের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলবার ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন। তাই আমরা সোজা তাঁর বাসায় চলে এসেছি।'

লর্ড সেণ্ট সাইমন তার কঠোর মনোভাব একটুও শিথিল করে নি। ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে এই দীর্ঘ বিবরণ সে শুনেছে।

এবার সে বলল, 'ক্ষমা করবেন, আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে এ-ভাবে প্রকাশ্যে আলোচনা করা আমার রীতি নয়।'

'তাহলে কি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না? যাবার আগে আমার সঙ্গে করমর্দন করবে না?'

'ওঃ, নিশ্চয়, তুমি যদি আনন্দ পাও, নিশ্চয় করব।' হাতটা বাড়িয়ে এগিয়ে আসা আর একখানা হাতকে সে নিস্পৃহভাবে চেপে ধরল।

হোমস বলল, 'আমি কিন্তু আশা করেছিলাম, বন্ধু হিসাবে আপনারা সকলেই আমাদের সঙ্গে নৈশ ভোজনে যোগদান করবেন।'

লর্ড মহোদয় জবাব দিল, 'এটা আপনি বড় বেশী আশা করেছেন। এই সব ব্যাপারকে মেনে নিতে আমি বাধ্য, কিন্তু তাই বলে এ নিয়ে আমি স্ফূর্তি করব এটা আশা করতে পারেন না। আপনার অনুমতি নিয়ে এবার সবাইকে শুভরাত্রি জানাতে চাই।' সকলকে একটিমাত্র অভিবাদন জানিয়ে সে ঘর থেকে চলে গেল।

তখন শার্লক হোমস বলল, 'আশাকরি আপনাদের সঙ্গ লাভের সম্মান আমাকে দেবেন। মিঃ মুলটন, কোন আমেরিকানের সঙ্গ পেলেই আমি খুব আনন্দিত হই কারণ আমি তাদেরই একজন যারা বিশ্বাস করে যে, দূর অতীত কালের একজন রাজার নির্বুদ্ধিতা এবং একজন মন্ত্রীর ভুল সত্ত্বেও আমাদের সন্তান-সন্ততিরা একদিন "ইউনিয়ন জ্যাক" এবং "স্টারস্ এ্যাণ্ড স্ট্রাইপস্"-এর সংমিশ্রণে তৈরি একই পতাকার তলে একই বিশ্বব্যাপী দেশের নাগরিক হয়ে

উঠবে।'

আগন্তুকরা চলে যাবার পরে হোমস বলল, 'এই কেসটি বেশ আকর্ষণীয়, কারণ এর থেকেই বোঝা যায়, যে ব্যাপারটা প্রথম দৃষ্টিতে খুবই দুর্বোধ্য মনে হয় পরে কত সহজেই তাকে ব্যাখ্যা করা যায়। এর চাইতে দুর্বোধ্য আর কিছুই হতে পারে না। এই মহিলা ঘটনার যে বিবরণ দিল তার চাইতে স্বাভাবিকও আর কিছু হতে পারে না। অথচ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ লেস্ট্রেডের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এর চাইতে বিস্ময়েরও আর কিছু হতে পারে না।'

'তোমার তাহলে কোনরকম ভুল হয় নি?'

'প্রথম থেকেই দুটি কথা আমার কাছে খুবই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল —এক, বিবাহ-অনুষ্ঠানে মহিলাটির পূর্ণ সম্মতি ছিল, আর দুই, বাড়ি ফিরবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেজন্য তার মনে অনুতাপ দেখা দিয়েছিল। স্বভাবতই সকালবেলায় এমন কিছু ঘটেছিল যাতে তার মনের পরিবর্তন দেখা দেয়। সেটা কি? বাইরে গিয়ে সে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে না, কারণ সারাক্ষণই সে বরের সঙ্গে ছিল। তাহলে সে কি কাউকে দেখেছিল? তা যদি হয়, সে নিশ্চয় আমেরিকা থেকে আগত কোন লোক, কারণ এ-দেশে যেরূপ অল্প সময় সে কাটিয়েছে তাতে কারও সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা তার হতে পারে না যার ফলে তাকে দেখামাত্রই সে তার পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলতে পারে। বুঝতেই পাচ্ছ, বাতিলকরণ পদ্ধতির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তই আমরা করেছি যে কোন আমেরিকানকেই সে দেখেছিল। তাহলে কে সেই আমেরিকান, আর তার উপর এতটা প্রভাবই বা সে বিস্তার করে কেমন করে? সে প্রেমিক হতে পারে; স্বামীও হতে পারে। তরুণী বয়স থেকেই তার জীবন কেটেছে অরণ্যে-পর্বতে, অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে। লর্ড সেণ্ট সাইমনের বক্তব্য শোনবার আগেই এ পর্যন্ত আমি জানতাম। সে যখন আমাকে জানাল, প্রথম সারির লোকটির কথা, কনের হাব-ভাবের পরিবর্তনের কথা, ফুলের তোড়া ফেলে দিয়ে চিঠি নেবার অত্যন্ত সরল পদ্ধতির কথা, এবং বিশ্বাসী পরিচারিকার আশ্রয় গ্রহণের কথা, তখনই সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সে কোন লোকের সঙ্গেই চলে গেছে, আর সে লোক হয় তার প্রেমিক, না হয় পূর্বতন স্বামী। পরেরটাই সত্য হবার সম্ভাবনা বেশী।'

'কিন্তু তাদের তুমি পেলে কেমন করে?'

'সেটা খুবই শক্ত হত, কিন্তু বন্ধু লেস্ট্রেডের হাতেই সে খবরটা মিলল, যদিও তার মূল্য সে নিজেই জানত না। আদ্য অক্ষরগুলি নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার চাইতেও মূল্যবান হল এই খবরটা জানতে পারা যে,

এক সপ্তাহের মধ্যে লণ্ডনের একটা নাম-করা হোটেলের বিল সে মিটিয়ে দিয়েছে।'

'নাম-করা হোটেল বুঝলে কিসে?'

'বুঝলাম দামের বহর দেখে। একটা শয্যার ভাড়া আট শিলিং আর একগ্লাস শেরীর দাম আট পেনি—খুব ব্যয়বহুল হোটেলের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এত বেশী দাম লণ্ডনের খুব বেশী হোটেলে নেই। নর্দাম্বারল্যাণ্ড এভেনিউর দ্বিতীয় হোটেলের খাতা পরীক্ষা করেই জানতে পারলাম, ফ্রান্সিস এইচ মুলটন নামক জনৈক মার্কিন ভদ্রলোক আগের দিনই হোটেল ছেড়ে চলে গেছে. তার নামে যেসব জিনিসের দাম লেখা হয়েছে সেটা দেখেই মনে পড়ল যে ডুপ্লিকেট বিলেও ঐসব জিনিস ও দামেরই উল্লেখ ছিল। হোটেলে নির্দেশ ছিল, তার চিঠিপত্র ২২৬, গর্ডন স্কোয়ারে পাঠাতে হবে। সেখানেই গেলাম, আর ভাগ্যক্রমে প্রেমিক যুগলকে পেয়েও গেলাম। তাদের কিছু পিতৃসুলভ পরামর্শ দিয়ে বললাম, সাধারণ মানুষের কাছে, বিশেষ করে লর্ড সেণ্ট সাইমনের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলাই তাদেব উচিত, আর সেটা সব দিক থেকেই ভাল হবে। তার সঙ্গে এখানে এসে দেখা করতে আমি তাদের নিমন্ত্রণ করলাম এবং তুমি তো দেখলে সে তার কথা রেখেছে।

আমি বললাম, 'তাতে কিন্তু ভাল কিছু হয় নি। তার আচরণ খুব সুন্দর হয় নি।'

'আঃ! ওয়াটসন', হোমস হেসে বলল, 'এত পূর্বরাগ ও বিবাহের পরেও একমুহূর্তে স্ত্রী এবং সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হলে তোমার আচরণও খুব সুন্দর হত না। আমার তো মনে হয়, লর্ড সেণ্ট সাইমনকে খুবই করুণার দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত এবং ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়াও উচিত যেন ঐ পরিস্থিতিতে আমাদের কখনও না পড়তে হয়। চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসো, আর আমার বেহালাটা দাও, কারণ এই নিরানন্দ হেমন্ত-সন্ধ্যাটাকে কিভাবে কাটাব সেইটেই এখন একমাত্র সমস্যা যার সমাধান করতে হবে।'

মরকত-মুকুট

The beryel coronet

একদিন সকালে আমাদের ধনুকাকৃতি জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিলাম। একসময়ে বলে উঠলাম, 'দেখ হোমস, একটি পাগল

রাস্তা দিয়ে আসছে। কি দুঃখের কথা বল তো, আত্মীয়রা ওকে একলা ছেড়ে দিয়েছে।'

আমার বন্ধু ধীরে ধীরে আরাম-কেদারা থেকে উঠল। ড্রেসিং-গাউনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপর দিয়ে নীচে তাকাল।

ফেব্রুয়ারি মাসের উজ্জ্বল সকাল। মাটির উপরে আগের দিনের জমা বরফ তখনও রয়েছে। তার উপরে শীতের সূর্য-কিরণ পড়ে ঝক ঝক করছে। বেকার স্ট্রীটের মাঝখানটা গাড়ি-ঘোড়া চলার দাগে-দাগে ক্ষত-বিক্ষত; কিন্তু রাস্তার দুই পাশ এবং ফুটপাতের কিনারে স্তূপীকৃত বরফ এখনও সাদা হয়ে জমে আছে। বাঁধানো পথটুকু চেঁছে পরিষ্কার করা হলেও এখনও এত পিছল যে যাত্রীসমাগম খুবই সামান্য। আসলে যে পাগলাটে লোকটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে ছাড়া আর কেউই স্টেশনের দিক থেকে এদিকে আসছে না।

লোকটির বয়স বছর পঞ্চাশ: লম্বা, সৌম্য, আকর্ষণীয় চেহারা। পরিধানে গম্ভীর অথচ দামী পোশাক,—কালো ফ্রক-কোট, চকচকে টুপী, পরিষ্কার বাদামী মোজা, মুক্তো-সাদা ট্রাউজার। কিন্তু পরিচ্ছদ ও চেহারায় যে মর্যাদা ফুটে উঠেছে, তার চাল-চলন তার সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ সে দ্রুতবেগে দৌড়ে আসছিল, আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট লাফ দিচ্ছিল,—হাঁটতে অনভ্যস্ত কোন পরিশ্রান্ত লোক ঠিক যেরকম করে থাকে। দৌড়তে দৌড়তে সে হাত দুটিকে তুলছিল আর নামাচ্ছিল, মাথাটা এদিক-ওদিক দোলাচ্ছিল এবং মুখটাকে অসম্ভব রকম কুঞ্চিত করছিল।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'লোকটার কি হয়েছে বল তো? ও যে বাড়ির নম্বর খুঁজছে।'

হাত ঘসতে ঘসতে হোমস বলল, 'আমাব বিশ্বাস সে এখানেই আসছে।'

'এখানে?'

'হ্যাঁ। বরং আমি মনে করি ব্যবসায়িক পরামর্শের জন্যই সে আমার কাছে আসছে। মনে হচ্ছে, লক্ষণগুলো আমি চিনি। কেমন? তোমাকে বললাম না?' তার কথার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের দরজার দিকে ছুটে এসে ঘণ্টাটা বাজাল। ঘণ্টার শব্দ সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই সে আমাদের ঘরে ঢুকল। সে তখনও হাঁপাচ্ছে আর নানারকম অঙ্গভঙ্গি করছে। কিন্তু তার দুটি চোখে বেদনা ও হতাশা এতই প্রকট যে আমাদের হাসি মুহূর্তের মধ্যে ভয় ও করুণায়

রূপান্তরিত হল। কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হল না। বুদ্ধির শেষ সীমান্তে উপনীত মানুষের মত সে শরীর দোলাতে দোলাতে চুল ধরে টানতে লাগল। তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে এত জোরে দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল যে আমরা ছুটে গিয়ে তাকে ধরে জোর করে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এলাম। শার্লক হোমস তাকে আরাম-কেদারায় বসিয়ে তার পাশে বসে হাতের উপর হাত রেখে এমন সহজ সান্ত্বনার সুরে কথা বলতে লাগল যা সে খুব ভালভাবেই করতে জানে।

সে বলল, 'আপনি আমার কাছে এসেছেন আপনার কাহিনী বলতে, তাই নয় কি? ছুটে আসার জন্য আপনি খুব শ্রান্ত। দয়া করে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তারপর আপনার কোন ছোটখাট সমস্যার কথা যদি বলেন, আমি আনন্দের সঙ্গে তার সমাধানের চেষ্টা করব।'

ভিতরের আবেগকে চাপবার জন্য তখনও তার বুকটা ওঠা-নামা করছে। সেইভাবে সে আরও দু'এক মিনিট বসে রইল। তারপর রুমালটাকে ভুরুর উপর বুলিয়ে ঠোঁটটাকে চেপে ধরে আমাদের দিকে তাকাল।'

বলল, 'আপনারা বোধহয় আমাকে পাগল ভাবছেন?'

হোমস জবাব দিল, 'আমি তো দেখছি, আপনি খুব বিপদে পড়েছেন।'

'ঈশ্বর জানেন, সত্যি বিপদে পড়েছি। এতই আকস্মিক আর ভয়ংকর সে বিপদ যা আমার মাথাটা গুলিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রকাশ্য কলংকের ব্যাপার হলে আমি সামাল দিতে পারতাম, যদিও আমার চরিত্র আজও পর্যন্ত নিষ্কলংক। ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা তো সব মানুষেরই বিধিলিপি। কিন্তু ওই দুটো একসঙ্গে এমন ভীতিপ্রদ আকার নিয়ে এসেছে যে আমার আত্মাকে পর্যন্ত নাড়া দিয়েছে। তাছাড়া, আমি তো একা নই। এই ভয়ংকর ব্যাপারের হাত থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় যদি না পাওয়া যায় তাহলে এদেশের সম্ভ্রান্ত লোক মাত্রই বিপন্ন হবে।'

হোমস বলল, 'স্যার, দয়া করে স্থির হোন। আপনি কে, আপনার কি হয়েছে দয়া করে খুলে বলুন।'

আগন্তুক জবাব দিল, 'আমার নাম হয়তো আপনারা শুনেছেন। আমি আলেকজাণ্ডার হোল্ডার, থ্রিডনিড্‌ল স্ট্রীটের হোল্ডার এণ্ড স্টিভেনসন ব্যাংকিং ফার্মের অংশীদার।'

নামটা আমাদের কাছে সুপরিচিত। লণ্ডন শহরের দ্বিতীয় সববৃহৎ বেসরকারী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র পার্টনারের নাম। তাহলে কি এমন ঘটল যাতে লণ্ডনের একজন অগ্রগণ্য নাগরিক এমন করুণার পাত্র করে তুলেছে? কৌতূহলের সঙ্গেই আমরা অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে আর একবার চেষ্টা করে সে তার কাহিনীটা বলবার জন্য প্রস্তুত হল।

সে বলতে লাগল, 'জানি আমি সময় মূল্যবান। তাই পুলিশ ইন্সপেক্টর যখন বললেন যে আপনার সহযোগিতা আমার প্রয়োজন তখনই আমি ছুটতে ছুটতে এখানে চলে এসেছি। পাতাল-রেলে বেকার স্ট্রীটে পৌছে সেখান থেকে পায়ে হেঁটে আসছি। কারণ বরফের উপর দিয়ে গাড়ি বড় আস্তে চলে। ব্যায়াম করা তো অভ্যাস নেই, তাই দম ফুরিয়ে গিয়েছিল। এখন অনেকটা ভাল বোধ করছি। এবার যত সংক্ষেপে অথচ যত পরিষ্কারভাবে পারি ঘটনাগুলি আপনাকে বলছি।

'আপনি ভালভাবেই জানেন, সফল ব্যাংকিং ব্যবসা যতটা নির্ভর করে মূলধনের অর্থকরী নিয়োগের ক্ষমতাব উপর ততটাই নির্ভর করে আমানত-কারীর সংখ্যা ও তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বৃদ্ধির উপর। অর্থ-লগ্নীর অর্থকরী পদ্ধতিগুলির অন্যতম হল সংশয়াতীত জামিনে ঋণদান। গত কয়েক বছর এই ধরনের বেশ ভাল কাজ আমরা করেছি। বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারকে তাদের চিত্রাবলী, গ্রন্থাগার অথবা চিত্রিত ধাতু-ফলক জামিন রেখে বিস্তর টাকা আগাম দিয়েছি।

গতকাল সকালে ব্যাংকে আমার অফিসে বসেছিলাম, এমন সময় একজন কেরাণী একখানা কার্ড এনে দিল। নামটা দেখেই আমি চমকে উঠলাম। সে নাম—দেখুন, এমন কি আপনাকেও এর চাইতে বেশী বলতে পারব না যে সারা পৃথিবীতে এ নাম সর্বজন পরিচিত—ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ, মহত্তম, সর্বাপেক্ষা গৌরবময় নামগুলির অন্যতম। তাই এই সম্মানে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। তিনি ঘরে ঢুকলে সেই কথাই তাকে বলতে চেষ্টাও করলাম। কিন্তু একটা অপ্রীতিকর কাজকে দ্রুত নিষ্পন্ন করবার বাসনায় তিনি সরাসরি ব্যবসায়িক কথায়ই প্রবৃত্ত হলেন।

'বললেন, "মিঃ হোল্ডার, শুনেছি আপনারা টাকা আগাম দিয়ে থাকেন।"

'আমি জবাব দিলাম, "জামিন ভাল হলে ফার্ম টাকা দেয়।"

'তিনি বললেন, "অবিলম্বে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পাওয়া আমার একান্ত প্রয়োজন। আমি অবশ্য এই সামান্য অর্থের দশগুণ আমার বন্ধুদের কাছ থেকেই কর্জ করতে পারতাম, কিন্তু সেটা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পাওয়াই আমি পছন্দ করছি এবং সে কাজটা নিজেই করতে চাই। আপনি সহজেই বুঝতে পারেন আমার মত লোকের পক্ষে কোনরকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

'আমি প্রশ্ন করলাম, "কত দিনের জন্য টাকাটা চান জানতে পারি কি?"

"আগামী সোমবার আমার একটা মোটা টাকা পাবার কথা আছে। আপনি যে অর্থ দেবেন এবং তার জন্য যা সুদ ধার্য করবেন তখন একসঙ্গে মিটিয়ে দেব। কিন্তু টাকাটা আমার এখুনি পাওয়া চাই।"

'আমি বললাম, "আমার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে আপনাকে অবিলম্বে টাকাটা দিতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু এতটা ভার আমার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয। আবার ফার্মের নামে যদি ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে আমার অংশীদারের প্রতি সুবিচারেব জন্য এমন কি আপনার ক্ষেত্রেও ব্যবসা-সুলভ সতর্কতাগুলি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।"

"আমিও তাই চাই" চেয়ারের পাশে রাখা একটা চৌকো কালো মরোকো-চামড়ার বাক্স তুলে তিনি বললেন। "আপনি নিশ্চয় মরকত-মুকুটের কথা শুনেছেন ?"

"সারা সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা মূল্যব'ন বেসরকারী সম্পত্তির অন্যতম", আমি বললাম।

"ঠিক।" তিনি বাক্সটি খুললেন। নরম, মাংস-রং ভেলভেটের মধ্যে রক্ষিত আছে সেই আশ্চর্য রত্নালঙ্কার যার নাম তিনি এইমাত্র উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, 'উনচল্লিশটি বৃহদাকার মরকত মণি এতে আছে, আর যে সোনার পাতের উপব এগুলি বসানো আছে তার দাম গণনাতীত। সর্বনিম্ন দাম ধরলেও এই মুকুটের দাম আমার প্রার্থিত টাকার দ্বিগুণ হবে। জামিন হিসাবে এটাকেই আপনার কাছে রাখতে আমি প্রস্তুত।"

মূল্যবান বাক্সটি হাতে নিযে আমি বিব্রতভাবে মহামান্য মক্কেলের দিকে তাকালাম।

'তিনি প্রশ্ন করলেন, "দাম সম্পর্কে আপনার সন্দেহ হচ্ছে কি ?"

"মোটেই না। আমার শুধু সন্দেহ—"

"এইটা হাতছাড়া করা উচিত হবে কিনা। সেবিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন। চারদিনের মধ্যে এটাকে খালাস করে নিতে পাবব এবিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হলে এটাকে হাতছাড়া করাব কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতাম না। এটা শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষাব ব্যাপার। জামিনটা যথেষ্ট তো ?"

'প্রচুর।"

"দেখুন তো মিঃ হোল্ডার, আমার সম্পর্কে সবকিছু শুনে আপনার উপরে আমার তো বিশ্বাস জন্মেছে এটা তারই বড প্রমাণ। আমি আশাকরি এব্যাপারে আপনি বিচক্ষণতার সঙ্গে সবরকম গল্প-গুজব থেকে বিরত থাকবেন; তাছাড়াও সর্বপ্রকার সতর্কতার সঙ্গে এই মুকুটকে রক্ষা করবেন, কারণ এটার কোনরকম ক্ষতি হলে যে একটা প্রকাণ্ড কেলেংকারির সৃষ্টি হবে সেকথা আপনাকে বলাই বাহুল্য। এটাব কোন ক্ষতি হওয়া এবং এটা সম্পূর্ণ হারিয়ে যাওয়া সমান গুরুতর কারণ এগুলির সঙ্গে মেলাবার মত মরকত মণি পৃথিবীতে আর নেই, কাজেই এর কোনটা হারিয়ে গেলে আর নতুন করে বসানো যাবে না। যাহোক, পূর্ণবিশ্বাসের সঙ্গেই এটা আপনার কাছে রেখে

যাচ্ছি। সোমবার সকালে আমি স্বয়ং এটাকে ফিরিয়ে নেব।''

'বুঝলাম যে আমার মক্কেল চলে যাবার জন্যে খুবই ব্যস্ত; তাই আর কোন কথা না বলে ক্যাসিয়ারকে ডেকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের নোট দেবার নির্দেশ দিলাম। যাহোক, আবার যখন একা হলাম, মূল্যবান বাক্সটা তখনও আমার সামনে টেবিলের উপর রয়েছে। এই বাক্সটাকে নিয়ে যে প্রচণ্ড দায়িত্ব আমি ঘাড়ে নিয়েছি সেবিষয়ে আমার মনে দুশ্চিন্তা দেখা দিল। এটা একটা জাতীয় সম্পদ, কাজেই এর যদি কোন দুর্ভাগ্য দেখা দেয় তাহলে যে একটা ভয়ংকর কেলেংকারি দেখা দেবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এতবড় দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমার মনে অনুশোচনা দেখা দিল। কিন্তু তখন তো অনেক দেরী হয়ে গেছে। কাজেই আমার ব্যক্তিগত সিন্দুকে সেটাকে তালাবন্ধ করে রেখে আবার কাজে মন দিলাম।

'সন্ধ্যাবেলায় মনে হল, এতবড একটা মূল্যবান বস্তু আপিসে রেখে চলে যাওয়া অবিবেচনার কাজ হবে। ব্যাংকের সিন্দুক তো এর আগেও ভাঙা হয়েছে, আমারটাও যে হবে না তা কে বলতে পারে? যদি হয়, কী ভয়ংকর অবস্থায় আমি পডব। তাই স্থির করলাম, পরবর্তী কয়েকটা দিন ওটাকে সঙ্গে নিয়েই যাতায়াত করব, যাতে ওটা কোনসময়ই হাতছাড়া না হতে পারে। এই অভিপ্রায়ে একটা গাডি ডেকে রত্নালংকারটি সঙ্গে নিয়ে স্ট্রেথামের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। দোতলায় উঠে আমার ড্রেসিং-রুমের দেরাজে ওটাকে তালাবন্ধ না করা পর্যন্ত আমি যেন ভাল করে নিঃশ্বাসও নিতে পারছিলাম না।

'মিঃ হোমস, এবার আমার গৃহস্থালির কথা কিছু বলি, কারণ সেখানকার পরিস্থিতিটাও আপনার ভাল করে বোঝা দরকার। আমার ঝাড়ুদার এবং বালক-ভৃত্য বাড়ির বাইরে ঘুমোয়, কাজেই তাদের গোড়াতেই বাদ দেওয়া যায়। তিনটি পরিচারিকা অনেক বছর যাবৎ আমার কাছে আছে, তাদের বিশ্বস্ততা সম্পূর্ণভাবে সন্দেহের অতীত। লুসি পার নামে আর একটি পরিচারিকা কয়েকমাস আগে কাজে বহাল হয়েছে। খুব চমৎকার প্রশংসাপত্র নিয়ে সে এসেছিল, আর তার কাজেও আমি সন্তুষ্ট। মেয়েটি সুন্দরী; যারাই মাঝে-মধ্যে বাড়িতে এসেছে তারাই তার প্রতি আসক্ত হয়েছে। তার মধ্যে ঐ একটি মাত্র ত্রুটিই আমরা লক্ষ্য করেছি, তাছাড়া আর সবদিক থেকে সে খুবই ভাল মেয়ে।

'এ তো গেল চাকরদের কথা। আমার পরিবার খুব ছোট, তাই তাদের কথা বলতে বেশী সময় লাগবে না। আমি মৃতদার, একমাত্র ছেলে আর্থার। সে আমাকে হতাশ করেছে মিঃ হোমস, ভীষণভাবে হতাশ করেছে। কোন সন্দেহ নেই যে সব দোষ আমার। লোকে বলে আমিই তাকে নষ্ট করেছি।

হয় তো তাই। প্রিয়তমা স্ত্রী মারা গেলে মনে হল, সেই তো আমার একমাত্র ভালবাসার ধন। মুহূর্তের জন্যও তার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেলে আমি সহ্য করতে পারতাম না। তার কোন ইচ্ছাই আমি অপূর্ণ রাখি নি। হয়তো আমি আর একটু শক্ত হলে আমাদের দুজনের পক্ষেই ভাল হত। কিন্তু আমি তো ভালর জন্যেই সব করেছিলাম।

'স্বভাবতই আমি চেয়েছিলাম, আমার পরে সেই আমার ব্যবসা দেখবে; কিন্তু ব্যবসাতে তার মন ছিল না। সে ছিল বেপরোয়া বাউণ্ডুলে; আর সত্য কথা বলতে কি বেশী টাকার লেনদেনের ব্যাপারে আমি তাকে বিশ্বাসও করতাম না। অল্প বয়সের সময় সে একটি সম্ভ্রান্ত ক্লাবের সদস্য হয় এবং তার মনোরম আচার-আচরণের জন্য বহু ধনী অমিতব্যয়ী লোকের সঙ্গে তার ঘনিষ্টতা হয়। সে তাসের জুয়া খেলতে শিখল, ঘোড়দৌড়ে টাকা ওড়াতে লাগল। ক্রমে বার বার আমাকে অনুরোধ করতে শুরু করল তার মাসোহারার টাকা আগাম দিতে, যাতে ঋণ শোধ করে নিজের সম্মান বজায় রাখতে পারে যে সাংঘাতিক দলে সে ভিড়ে গিয়েছিল তার থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য সে একাধিকবার চেষ্টাও করেছে, কিন্তু তার বন্ধু স্যার জর্জ বার্নওয়েলের প্রভাব বার বার তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

'অবশ্য স্যার জর্জ বার্নওয়েলের মত লোক যে তার উপর প্রভাব বিস্তার করবে তাতে আমি বিস্মিত হই নি। প্রায়ই সে তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসত, আর তার ব্যবহারে আমি নিজেই আকৃষ্ট না হয়ে পারি নি। সে আর্থারের থেকে বয়সে বড়, খুব কাজের লোক, সব জায়গায় গেছে, সব কিছু দেখেছে, চমৎকার কথা বলতে পারে, দেখতে খুবই সুপুরুষ। কিন্তু তার ব্যক্তিগত চাকচিক্যের কথা ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় যখন তার কথা ভাবি, তখনই তার পুরুষ ভাষণ ও চোখের দৃষ্টি দেখে আমার মনে হয় যে তার মত লোককে গভীরভাবে অবিশ্বাস করাই উচিত। আমি তাই মনে করি, আর মানব-চরিত্র সম্পর্কে স্ত্রীলোকের দ্রুত অন্তর্দৃষ্টির গুণে আমার ছোট্ট মেরিও তাই মনে করে।

'এখনও তার বিবরণ দেওয়া বাকি। সে আমার ভাইঝি। কিন্তু পাঁচ বছর আগে আমার ভাইয়ের মৃত্যু হলে সে যখন পৃথিবীতে একেবারে একা তখনই আমি তাকে দত্তক নিলাম এবং সেই থেকে তাকে মেয়ের মতই দেখে আসছি। আমার ঘরে সে যেন একটি সূর্যরশ্মি—মিষ্টি, অনুরাগী, সুন্দরী, যেমন আশ্চর্য ব্যবস্থাপিকা ও গৃহিণী, তেমনি শান্ত, স্নিগ্ধ ও নম্র। সে আমার ডান হাত। তাকে ছাড়া আমার যে কি হত আমি জানি না। শুধু একটি বিষয়ে সে আমার ইচ্ছার বিরোধিতা করেছে। আমার ছেলে দু'বার তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, কারণ সে তাকে একান্তভাবেই ভালবাসে, কিন্তু

প্রতিবারই সে আপত্তি জানিয়েছে। আমার মনে হয়, একমাত্র সেই পারত তাকে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে, আর এই বিয়ে হয় তো তার জীবনটাকেই বদলে দিতেও পারত। কিন্তু আজ, হায়! বড্ড দেরী হয়ে গেছে—চিরদিনের মতই দেরী হয়ে গেছে!

'মিঃ হোমস, আমার বাড়িতে যারা বাস করে তাদের কথা তো শুনলেন, এবার আমার দুর্দশার কাহিনী বলছি।

'সেরাতে আহারের পর ড্রয়িং-রুমে বসে আমরা কফি খাচ্ছিলাম, সেই-সময় আর্থার ও মেরিকে আমার অভিজ্ঞতার কথা এবং আমাদের বাড়িতে যে বহুমূল্যবান সম্পদ আছে তার কথা বললাম। শুধু আমার মক্কেলের নামটা চেপে গেলাম। লুসি পারই কফি এনেছিল; কিন্তু আমি নিশ্চয় বলতে পারি সে তখন সেখান থেকে চলে গিয়েছিল; তবে দরজাটা বন্ধ ছিল কিনা সঠিক বলতে পারব না। মেরি ও আর্থারের খুব আগ্রহ হল এবং সেই বিখ্যাত মুকুটটা দেখতে চাইল। কিন্তু আমি আর ওটাকে নাড়াচাড়া করতে চাইলাম না।

"ওটাকে কোথায় রেখেছ?" আর্থার প্রশ্ন করল।

"আমার দেরাজে।"

"তা ভাল। তবে রাত্রে বাড়িতে চুরি না হলেই হয়." সে বলল।

"তালা দেওয়া আছে," আমি জবাব দিলাম।

"যেকোন পুরনো চাবি দেরাজে লাগে। আমি যখন ছোট ছিলাম, বক্স-রুমের ক্যাবার্ডের চাবি দিয়ে আমি নিজেই ওটা খুলেছি।"

"ওরকম আবোল-তাবোল বলাই ওর স্বভাব, তাই ওর কথা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতাম না। যাহোক, গম্ভীর মুখে আমার পিছনে পিছনে সে আমার ঘরে এল।

"চোখ নীচু করে বলল, "দেখ বাবা, আমাকে দুশো পাউণ্ড দিতে পার কি?"

'আমি সোজা জবাব দিলাম, "না, পারি না; টাকার ব্যাপারে তোমার প্রতি অনেক উদারতা দেখিয়েছি।"

'সে বলল, "তুমি অনেক দয়া করেছ, সেটা ঠিক। কিন্তু এ টাকাটা যে চাই-ই, নইলে ক্লাবে যে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না।"

"তাহলে তো ভালই হয়", আমি চেঁচিয়ে বললাম।

'সে বলল, "তা ঠিক। কিন্তু আমি অপমানিত হয়ে সেখান থেকে চলে আসি তা তো তুমি চাও না। সে অপমান আমি সহ্য করব না। টাকাটা আমার চাই। তুমি যদি না দাও, আমি অন্য পথ দেখব।'

'আমার খুব রাগ হল, কারণ সে-মাসে এই তার তৃতীয় দাবী। চেঁচিয়ে

বললাম, "আমার কাছ থেকে একফাদিং-ও পাবে না।" তারপর আর একটি কথাও না বলে সে মাথা নুইয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

'সে চলে গেলে দেরাজ খুলে দেখলাম সব ঠিক আছে, তারপর আবার চাবি দিয়ে দিলাম। তারপর সব ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য বাড়ির চারদিকটা ঘুরে দেখলাম। একাজটা সাধারণত মেরিই করে থাকে, কিন্তু সেরাতে কাজটা আমারই করা উচিত বলে ভেবেছিলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখলাম হলের পাশের জানালায় মেরি দাঁড়িয়ে আছে। আমি তার কাছে যেতে সে জানালাটা বন্ধ করে দিল।

'একটু বিচলিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "বলতো বাপি, লুসিকে তুমি কি আজ রাতে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছ?"

"নিশ্চয়ই না।"

"এইমাত্র সে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকল। পাশের দরজায় সে যে কারও সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা তো ভাল নয়। এসব বন্ধ করা দরকার।"

"সকালেই তুমি তাকে বলো। অথবা যদি চাও আমিও বলতে পারি। ভাল করে দেখেছ তো, সব কিছু আটকানো আছে?"

"খুব ভাল করে দেখেছি বাপি।"

"আচ্ছা, শুভ রাত্রি।" তাকে চুম্বন করে শোবার ঘরে চলে গেলাম। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

'মিঃ হোমস, এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত সবকিছুই আপনাকে বলতে চেষ্টা করছি। যদি কোন বিষয় অস্পষ্ট মনে হয়, দয়া করে প্রশ্ন করবেন।'

'বরং আপনার বিবরণ অতিশয় প্রাঞ্জল।'

'এবার কাহিনীর যে অংশটা বলব সেটা যেন খুবই প্রাঞ্জল হয় তাই আমি চাই। আমার ঘুম খুব গাঢ় নয়। মনের উদ্বেগ নিঃসন্দেহে সেরাতে আমার ঘুমকে আরও পাতলা করে দিয়েছিল। রাত দুটো নাগাদ বাড়িতে একটা শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি ভালভাবে জাগবার আগেই শব্দটা থেমে গিয়েছিল। কিন্তু মনের মধ্যে এমন একটা ধারণা রেখে গিয়েছিল যেন কোনখানে একটা জানালা আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। শুয়ে শুয়েই কান খাড়া করে রইলাম। হঠাৎ সভয়ে শুনতে পেলাম, পাশের ঘরে খুব আস্তে আস্তে চলার স্পষ্ট পায়ের শব্দ। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বিছানা থেকে উঠে ড্রেসিং-রুমের দরজায় উঁকি দিলাম।

আর্তনাদ করে উঠলাম, "আর্থার... শয়তান! চোর! তুমি ঐ মুকুটে হাত দিতে সাহস করলে?"

ঘরে অনুজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। আমার ছেলে শুধু শার্ট আর ট্রাউজার

পরা অবস্থায় সেই আলোর পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে মুকুট। মনে হল প্রাণপণ শক্তিতে সেটাকে সে মুচড়ে বাঁকাতে চেষ্টা করছে। আমার চীৎকার শুনে সে মুকুটটাকে হাত থেকে ফেলে দিল। তার মুখ মৃত্যুর মত সাদা হয়ে গেল। সেটাকে তুলে নিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলাম। তিনটে মরকত মণি সমেত মুকুটের একটি কোণ খোয়া গেছে।

'রাগে জ্ঞান হারিয়ে আমি চীৎকার করে উঠলাম, "বদমাস! তুমি এটাকে নষ্ট করলে! চিরকালের মত আমাকে অপমানিত করলে! যে মণিগুলো চুরি করেছ তা কোথায়?"

"চুরি!" সেও চীৎকার করে বলল।

"হ্যাঁ, তুমি চোর।" তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে আমি গর্জে উঠলাম।

'সে বলল, "কিছুই খোয়া যায় নি। খোয়া যেতে পারে না।"

"তিনটে খোয়া গেছে। আর তুমি জান সেগুলি কোথায়। চোরের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে কি মিথ্যাবাদীও বলতে হবে? আমি কি স্বচক্ষে দেখি নি যে তুমি আরও একটা খুলে নিতে চেষ্টা করছ?"

'সে বলল, "অনেক গালাগালি করেছ। আর সহ্য করব না। তুমি যখন আমাকে অপমানই করেছ তখন আর একটি কথাও আমি বলব না। সকালেই তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। পৃথিবীতে নিজের পথ আমি নিজেই দেখে নেব।"

'দুঃখে, ক্ষোভে অর্ধোন্মাদের মত চীৎকার করে বললাম, "সেটা পুলিশের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। ব্যাপারটা আমি আগাগোড়া তদন্ত করব।"

"আমার কাছ থেকে কিছুই জানতে পারবে না।" এমন রাগের সঙ্গে সে কথাগুলো বলল যেটা তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। "যদি পুলিশকে ডাকতে চাও, তারা এসে যা পারে তা করুক।"

'ততক্ষণে সারা বাড়ি জেগে উঠেছে, কারণ রাগে আমার গলা খুবই চড়ে গিয়েছিল। মেরিই প্রথম ছুটে আমার ঘরে ঢোকে। মুকুটটা আর আর্থারের মুখ দেখেই সে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারে এবং আর্তনাদ করে জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। চাকরাণীকে পুলিশ ডাকতে পাঠালাম এবং সঙ্গে সঙ্গে তদন্তের ভার তাদের হাতে ছেড়ে দিলাম। দুইহাত ভাঁজ করে আর্থার চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। ইন্সপেক্টর ও একজন কনেস্টবলকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা আমার উদ্দেশ্য কি না। আমি জবাবে বললাম, ক্ষতিগ্রস্ত মুকুটটা জাতীয় সম্পদ, কাজেই এখন আর এটা কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, প্রকাশ্য ব্যাপার। আমার তখন দৃঢ়সংকল্প, আইন তার নিজের পথেই চলুক।

'সে বলল, "অন্তত এখনই আমাকে গ্রেপ্তার হতে দিও না। পাঁচ মিনিটের জন্যও যদি আমি একবার বাড়ি থেকে বাইরে যেতে পারি তাহলে তোমার আমার দুজনেরই ভাল হবে।"

"যাতে তুমি পালিয়ে যেতে পার, বা হয় তো চুরির মাল লুকিয়ে ফেলতে পার" আমি বললাম। তারপর আমার ভয়াবহ অবস্থা উপলব্ধি করে আমি তাকে বললাম যে এর ফলে শুধু আমার সম্মান নয়, আমার চাইতে অনেক বড় একজনের সম্মান বিপন্ন হবে; তাছাড়া এর ফলে এমন একটা কেলেংকারির সৃষ্টি হবে যাতে সমস্ত জাতিটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। তিনটে হারানো পাথর নিয়ে সে কি করেছে শুধু এইটুকু যদি সে আমাকে বলে তাহলে হয় তো এসব কিছুই এড়ানো যায়।

'আমি বললাম, "ব্যাপারটার মুখোমুখি দাঁড়ালে তোমার কোন ক্ষতি নেই. তুমি তো ধরাই পড়েছ, স্বীকারোক্তি করলে তোমাব অপরাধ কিছু বাড়বে না। মরকত মণিগুলো কোথায় আছে সেকথা বলে তুমি যদি সাধ্যমত ঘটনার প্রতিকার করতে চেষ্টা কর, তাহলে সবকিছু ক্ষমা করা হবে, ভুলে যাওয়া হবে।"

'ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে বলল, "যারা চায় তাদের জন্য তোমার ক্ষমা তুলে রাখো।" বুঝলাম, সে এতই কঠোর যে আমার কথায় কোন কাজ হবে না। তার জন্য একটি পথই খোলা আছে। ইন্সপেক্টরকে ডেকে আর্থারকে তার হেপাজতে দিয়ে দিলাম। তখনই খোঁজা শুরু হল। তার শরীর, ঘর, এবং বাড়ির যেকোন জায়গায় মণিগুলো লুকিয়ে রাখা সম্ভব সর্বত্র খোঁজা হল, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। হতভাগা ছেলেটাও মুখ খুলল না, —না আমাদের উপরোধে, না ভীতি প্রদর্শনে। আজ সকালেই তাকে হাজতে পোরা হয়েছে; আমিও পুলিশের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে সোজা আপনার কাছে এসেছি; আপনাকে অনুরোধ করছি, এই রহস্যের সমাধানে আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ করুন। পুলিশ খোলাখুলিই স্বীকার করছে যে, বর্তমানে তারা কিছুই করতে পারবে না। খরচপত্র যা খুশি করবেন। ইতি-মধ্যেই এক হাজার পাউণ্ডের একটা পুরস্কার আমি ঘোষণা করেছি। হায় ঈশ্বর। আমি কি করব! এক রাতে আমি সম্মান হারিয়েছি, আমার মণিগুলি হারিয়েছি, আমার ছেলেকে হারিয়েছি। ওঃ, আমি এখন কি করব!'

দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে সামনে-পিছনে দুলতে দুলতে অসহ্য দুঃখে বিচলিত ছোট শিশুর মত সে নিজের মনেই কথা বলতে লাগল।

দুটি ভুরুকে একত্র জোড়া করে এবং চোখ দুটোকে আগুনের দিকে নিবদ্ধ করে শার্লক হোমস কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে রইল।

তারপর প্রশ্ন করল, 'আপনার কাছে লোকজন আসে ?'

'কেউ না, শুধু আমার অংশীদার ও তার পরিবারের লোকেরা এবং আর্থারের অনেক বন্ধু। স্যার জর্জ বার্ণওয়েল সম্প্রতি কয়েকদিন এসেছিল। আর কেউ না।'

'আপনি কি সমাজে খুব যাতায়াত করেন ?'

'আর্থার করে। মেরি আর আমি বাড়িতেই থাকি। আমরা কেউই ওসব পছন্দ করি না।'

'একটি তরুণীর পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক।'

'তার স্বভাবই শান্ত। তাছাড়া সে একেবারে তরুণীও নয়। তার বয়স চব্বিশ বছর।'

'আপনার কথায় মনে হয় এব্যাপারে সেও খুব আঘাত পেয়েছে।'

'ভয়ংকর। আমার চাইতে সে বেশী আঘাত পেয়েছে।'

'আপনার ছেলের অপরাধ সম্পর্কে আপনাদের কারও কোনরূপ সন্দেহ নেই ?'

'কেমন করে থাকবে ? আমি নিজের চোখে তাকে মুকুট হাতে দেখেছি।"

'সেটাকে খুব চূড়ান্ত প্রমাণ বলে আমি মনে করি না। মুকুটের বাকিটা কোনরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কি ?'

'হ্যাঁ, সেটাকে মোচড়ানো হয়েছিল।'

'একথা ভাবতে পারেন না যে সে ওটাকে সোজা করবার চেষ্টা করেছিল ?'

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন ! তার আর আমার জন্য যা করা সম্ভব তাই আপনি করছেন। কিন্তু কাজটা খুবই শক্ত। সেখানে সে কি করছিল ? সে যদি নির্দোষই হবে তাহলে সেকথা বলে নি কেন ?'

'ঠিক। আর সে যদি দোষীই হবে তাহলে একটা মিথ্যে বানিয়ে বলে নি কেন ? আমার তো মনে হয় তার এই চুপ করে থাকাটা দুদিকেই কাটে। এই ব্যাপারের কয়েকটা বিশেষ দিক আছে। যে শব্দ শুনে আপনার ঘুম ভেঙেছিল সেবিষয়ে পুলিশের কি মত ?'

'তাঁরা মনে করেন আর্থার শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করার ফলে শব্দটা হয়ে থাকতে পারে।'

'সম্ভবপর গল্পই বটে ! যেন একটা লোক পাপ কাজ করবার আগে দরজাটা এমনভাবে বন্ধ করবে যাতে বাড়িশুদ্ধ লোক জেগে ওঠে। মণিগুলো অদৃশ্য হবার ব্যাপারে তাঁরা কি বলেন ?'

'সেগুলো পাবার আশায় তাঁরা এখনও কাঠের পাটাতন ঠুকছেন আর

আসবাবপত্রে ফুটো করছেন।'

'বাড়ির বাইরে কোথাও খুঁজে দেখার কথা তাঁরা ভেবেছেন কি ?'

হ্যাঁ, তারা অসাধারণ উৎসাহ প্রদর্শন করছেন। সারা বাগানটাকে তছনছ করে খুঁজছেন।'

হোমস বলে উঠল, 'আচ্ছা মশায়, এটা কি আপনি বুঝতে পারছেন না যে পুলিশ বা আপনি ব্যাপারটাকে প্রথমে যেরকম মনে করছিলেন, আসলে এটা তার চাইতে অনেক গভীর ব্যাপার ? আপনাদের কাছে এটা খুব সরল ঘটনা বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা অসম্ভব জটিল। আপনার ধারণাটার কথাই ভেবে দেখুন। আপনি মনে করেন, আপনার ছেলে বিছানা থেকে নামল, অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে আপনার শোবার ঘরে গেল, আপনার দেরাজ খুলল, মুকুটটা বের করল, তার থেকে একটা অংশ গায়ের জোরে ভেঙে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেল, উনচল্লিশটার মধ্যে তিনটে মণিকে এমনভাবে লুকিয়ে রাখল যে কেউ খুঁজে পেল না, এবং তারপরে বাকি ছত্রিশটা নিয়ে সেই ঘরে ফিরে এল যেখানে তার ধরা পড়বার সমূহ সম্ভাবনা। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এসব কি বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার ?'

ব্যাংক-মালিক হতাশভাবে বলে উঠল, 'আর কি ভাবা যায় ? তার উদ্দেশ্য যদি সাধু হয়ে থাকে, তাহলে সেকথা সে খুলে বলছে না কেন ?'

হোমস জবাব দিল, 'সেটা বের করা আমাদের কাজ। কাজেই মিঃ হোল্ডার, আপনি যদি রাজি হন তাহলে আমরা দুজন স্ট্রেথামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব এবং খুঁটিনাটিগুলো আরও ভালভাবে দেখতে ঘণ্টাখানেক সময় ব্যয় করব '

আমার সঙ্গী তাদের অভিযানে আমাকেও সঙ্গী হতে বলল। আমার আগ্রহও যথেষ্টই ছিল। যে কাহিনী শুনলাম তাতে আমার কৌতূহল এবং সহানুভূতিও গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছিল। স্বীকার করছি, ব্যাংক-মালিকের পুত্রের অপরাধ তার হতভাগ্য পিতার মতই আমার কাছেও অত্যন্ত স্পষ্ট। তথাপি হোমসের বিচার-শক্তির উপর আমার বিশ্বাস এতই দৃঢ় যে যতক্ষণ পর্যন্ত সে গৃহীত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হচ্ছে ততক্ষণ আশা করবার যথেষ্ট কারণ আছে। দক্ষিণ শহরতলীতে যাবার সারাটা পথ সে কোন কথাই বলল না; সারাক্ষণ বুকের উপর থুতনি রেখে টুপিটাকে চোখের উপর নামিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসে রইল। আশার একটুখানি আলো দেখতে পেয়ে আমাদের মক্কেলের মনটাও তাজা হয়ে গেল। এমন কি ব্যবসার কথা নিয়ে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনাও করল। কিছুটা রেলপথে, তার চাইতেও অল্প কিছুটা পায়ে হেঁটে আমরা মিঃ হোল্ডারের বাসভবন ফেয়ারব্যাংকে পৌঁছলাম।

ফেয়ারব্যাংক শ্বেত পাথরের একটি প্রমাণ-আকারের চৌকোণা বাড়ি রাস্তা

থেকে একটু দূরে অবস্থিত। দুটো বড় লোহার গেট দিয়ে প্রবেশ-পথটা বন্ধ। সেখান থেকে দুটো গাড়ির পথ বাড়ির দিকে চলে গেছে। মাঝখানে বরফঢাকা লন। ডান দিকে একটা ছোট ঝোপ। তারপর থেকেই দুই সারি পরিষ্কার কেয়ারির ভিতর দিয়ে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত। সেই পথেই ফেরিওয়ালারা যাতায়াত করে। বাঁ দিকে একটা গলি চলে গেছে আস্তাবল পর্যন্ত। গলিটা বাড়ির অন্তর্গত জমির ভিতরে নয়, একটা স্বল্প-ব্যবহৃত প্রকাশ্য পথ। আমাদের দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে সে সারা বাড়িটা ঘুরে দেখল। সামনেটা দেখে নিয়ে ফেরিওয়ালাদের পথ ধরে পিছনের বাগানে গিয়ে আস্তাবলের গলিতে পড়ল। এতে তার এত বিলম্ব হতে লাগল যে মিঃ হোল্ডার ও আমি খাবার ঘরে ঢুকে আগুনের পাশে বসে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। চুপচাপ বসেছিলাম। এমন সময় দরজা খুলে একটি তরুণী ঘরে ঢুকল। সে মাঝারি অপেক্ষা একটু বেশী উঁচু, একহারা; তার চুল ও চোখ কালো, ত্বকের বিবর্ণতার জন্য আরও বেশী কালো দেখাচ্ছিল। কোন স্ত্রীলোকের মুখে এরকম মারাত্মক বিবর্ণতা আমি আর কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না। তার ঠোঁট দুখানি রক্তহীন, কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো ফুলে গেছে। তাকে দেখে মনে হল, ব্যাংক-মালিক অপেক্ষাও তার দুঃখ গভীরতর। সেটা আরও বেশী চোখে পড়ল, কারণ স্পষ্টতই সে দৃঢ় চরিত্রের স্ত্রীলোক, তার আত্মসংযমের শক্তি অসাধারণ। আমার উপস্থিতিকে উপেক্ষা করে সে সোজা তার পিতৃব্যের কাছে এগিয়ে গেল। মেয়েদের মধুর মমতায় তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

সে প্রশ্ন করল, 'তুমি আর্থারকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছ, তাই না বাপি?'

'না তো মা, ব্যাপারটা আগাগোড়া তদন্ত হওয়া দরকার।'

'কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি সে নির্দোষ। মেয়েদের মনকে তো তুমি জান। আমি জানি, কোন ক্ষতি সে করে নি। অতটা কঠোর হওয়ার জন্য পরে তুমি দুঃখ পাবে।'

'সে যদি নির্দোষ, তাহলে চুপ করে আছে কেন?'

'কে জানে? হয় তো তুমি তাকে সন্দেহ করেছ বলেই সে রাগ করেছে।'

'তাকে মুকুট হাতে দেখেও আমি সন্দেহ না করি কেমন করে?'

'সে হয়তো ওটা শুধু দেখবার জন্যই হাতে নিয়েছিল। আমার কথা শোন। সত্যি সে নির্দোষ। ব্যাপারটা শেষ কর। ও বিষয়ে আর কোন কথা বলো না। আমার প্রিয় আর্থার জেলে যাবে ভাবতেও কষ্ট হয়।'

'মণিগুলো না পাওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা ছেড়ে দেব না। কখনও না।

মেরি, আর্থারের প্রতি মমতায় তুমি দেখতে পাচ্ছ না এর ফল আমার পক্ষে কত ভয়াবহ। চাপা দেওয়া তো দূরের কথা, আরও গভীরভাবে তদন্ত করার জন্য আমি লণ্ডন থেকে এই ভদ্রলোককে এনেছি।'

আমার দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'এই ভদ্রলোক?'

'না, এর বন্ধু। তিনি একা থাকতে চাইলেন। এখন তিনি বাড়িটা ঘুরে আস্তাবলের গলিতে এসেছেন।'

'আস্তাবলের গলি?' সে তার কালো চোখের ভুরু তুলে তাকাল। 'সেখানে তিনি কি পাবেন বলে আশা করেন? ওঃ, এই বুঝি তিনি। আমি বিশ্বাস করি, আমি যা সত্য বলে জানি আপনি তাই প্রমাণ করতে পারবেন। আমার ভাই আর্থার এব্যাপারে নির্দোষ।'

জুতো থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলবার জন্য মাদুরের কাছে গিয়ে হোমস বলল, 'আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আপনার মত আমিও বিশ্বাস করি যে আমরা সেটা প্রমাণ করতে পারব। নিশ্চয় মিস মেরি হোল্ডারের সঙ্গে আমি কথা বলছি। আপনাকে দু'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

'এই ভয়ংকর অবস্থা দূর করতে যদি তাতে সুবিধা হয়, নিশ্চয় পারেন।'

'কাল রাতে আপনি কিছু শোনেন নি?'

'আমার কাকা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবার আগে কিছুই শুনি নি। তাঁর গলা শুনেই আমি নেমে আসি।'

'আগের রাতে সব জানালা-দরজা আপনি বন্ধ করেছিলেন? সবগুলো জানালাই ভাল করে বেঁধে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আজ সকালে কি সবগুলোই বাঁধা ছিল?"

'হ্যাঁ।'

'আপনাদের চাকরাণীর একজন প্রেমিক আছে কি? কাল রাতে আপনি কি কাকাকে বলেছিলেন যে, তার সঙ্গে দেখা করতে সে বাইরে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। সেই ড্রয়িং-রুমে অপেক্ষা করেছিল এবং মুকুট সম্পর্কে কাকার কথাগুলো শুনে থাকতে পারে।'

'বটে। আপনি বলতে চান, প্রেমিককে একথা বলতেই সে বাইরে গিয়েছিল। তারপর দুজনে মিলে এই ডাকাতির মতলব আঁটে।'

ব্যাংক-মালিক অধীরভাবে বলে উঠল, 'এসব বাজে কথার ফল কি হবে? আপনাকে তো বলেছি, আর্থারের হাতে মুকুট আমি নিজে দেখেছি।'

'একটু অপেক্ষা করুন মিঃ হোল্ডার। সে কথায় পরে আসছি। মিস হোল্ডার, এই মেয়েটার কথাই হোক। আপনি তাকে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে

ফিরতে দেখেছেন ?'

'হ্যাঁ। রাতের মত দরজাটা ঠিকমত আটকানো হয়েছে কি না দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল, সে নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকে গেল। আবছা আলোয় লোকটাকে দেখতে পেলাম।'

'তাকে আপনি চেনেন ?'

'খুব চিনি। সে তো সব্জীওয়ালা, আমাদের সব্জী দেয়। তার নাম ফ্রান্সিস প্রস্পার।'

হোমস বলল, 'সে দরজার বাঁ দিকে দাঁড়িয়েছিল—মানে, দরজায় পৌঁছতে যতটা আসা দরকার তার চাইতেও একটু বেশী এগিয়ে ?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'তার একটা পা কাঠের ?'

তরুণীর কালো চোখের তারায় একটা ভয় যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। বলল, 'আরে আপনি দেখছি যাদুকর! সেকথা আপনি কেমন করে জানলেন ?' সে হেসে উঠল। কিন্তু হোমসের ব্যগ্র পাতলা মুখে কোন হাসি ফুটল না।

সে বলল, 'এবার আমি উপরে যেতে চাই। তার আগে বাড়ির বাইরেটা আর একবার ঘুরে দেখব। উপরে যাবার আগে নীচের জানালাগুলো দেখলে বোধ হয় ভাল হয়।'

দ্রুত পায়ে সে একটা থেকে আর একটা জানালায় হাঁটতে লাগল। শুধু হল থেকে আস্তাবলের গলির দিককার বড় জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সেটাকে খুলে শক্তিশালী ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে তার গোবরাটটাকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করল। তারপর বলল, 'এবার আমরা উপরে যাব।'

ব্যাংক-মালিকের ড্রেসিং-রুম একটা সাধারণভাবে সাজানো ছোট ঘর—তাতে রয়েছে একটা ধূসর কার্পেট, একটা বড় দেরাজ-টেবিল আর একখানা বড় আয়না। হোমস প্রথমেই দেরাজ-টেবিলের কাছে গিয়ে তালাটার দিকে তাকাল।

'কোন্ চাবি দিয়ে এটাকে খোলা হয় ?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'সেকথা তো আমার ছেলে আগেই বলেছে—গুদামঘরের কাবার্ডের চাবিটা দিয়ে।'

'সেটা কি এখানে আছে ?'

'ড্রেসিং-টেবিলের উপরে আছে।'

চাবিটা নিয়ে শার্লক হোমস দরজাটা খুলে ফেলল।

বলল, 'তালাটা খুলতে কোন শব্দ হয় না। তাই আপনার ঘুম ভাঙে নি। এই বাক্সটার মধ্যেই বোধ হয় মুকুটটা আছে। সেটা একবার দেখতে

চাই।' বাক্সটা খুলে মুকুটটা বের করে সে টেবিলের 'উপর রাখল। রত্ন-শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। যে ছত্রিশটা পাথর রয়েছে সেরকম পাথর আমি কোনদিন দেখি নি। মুকুটের একটা কোণ দুমড়ানো, সেখান থেকে তিনটে মণিসহ খানিকটা অংশ ভেঙে নেওয়া হয়েছে।

হোমস বলল, 'দেখুন মিঃ হোল্ডার, মুকুটের যে কোণটা হারিয়েছে এটা হচ্ছে অনুরূপ আর একটা কোণ। দয়া করে এদিকটা ভাঙুন তো।'

ব্যাংক-মালিক ভয়ে কুঁকড়ে উঠল। বলল, 'সে চেষ্টার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।'

'তাহলে আমি চেষ্টা করব।' হঠাৎ হোমস সেটাকে ভাঙতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। পরে বলল, 'মনে হচ্ছে একটু বেঁকেছে; কিন্তু আমার আঙুলগুলো অসাধারণ শক্ত হওয়া সত্ত্বেও এটা ভাঙতে অনেক সময় লাগবে। কাজেই একজন সাধারণ লোকের পক্ষে এটা সম্ভবই নয়। আচ্ছা মিঃ হোল্ডার, আমি এটা ভাঙতে পারলে কি হত বলুন তো? পিস্তলের গুলির মত একটা শব্দ হত। অথচ আপনি কি আমাকে বলেন নি যে, আপনার বিছানার কয়েক গজের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটেছে, কিন্তু আপনি কিছুই শুনতে পান নি?'

'কি বলব কিছুই ভাবতে পারছি না। আমার কাছে সবই অন্ধকার।'

'আর একটু অগ্রসর হলেই অন্ধকার ফিকে হয়ে আসবে। আপনি কি বলেন মিস হোল্ডার?'

'স্বীকার করছি, কাকার মত আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনি যখন তাকে দেখতে পেয়েছিলেন তখন তার পায়ে জুতো বা চটি ছিল না তো?'

'ট্রাউজার ও শার্ট ছাড়া পরনে আর কিছুই ছিল না।'

'ধন্যবাদ। তদন্তকালে ভাগ্য আমাদের প্রতি খুবই প্রসন্ন হয়েছে। এর পরেও যদি সব সমস্যা মেটাতে না পারি সে আমাদের দোষ। মিঃ হোল্ডার, আপনার অনুমতি নিয়ে বাড়ির বাইরে তদন্তকার্যটা চালিয়ে যেতে চাই।'

তার নির্দেশ মতই সে একা গেল, কারণ সে বলল যে অনাবশ্যক পায়ের দাগ পড়লে তার কাজের অসুবিধা হবে। এক ঘণ্টার মত কাজ করে যখন সে ফিরে এল তখন তার পা বরফে ভারী হয়ে উঠেছে, আর তার চেহারা হয়েছে বিদ্‌ঘুটে।

বলল, 'মিঃ হোল্ডার, যা কিছু দেখবার সবই দেখলাম। এবার আমার বাসায় ফিরে গেলেই ভাল হয়।'

'কিন্তু মিঃ হোমস, মণিগুলো কোথায়?'

'বলতে পারব না।'

ব্যাংক-মালিক দুই হাত মুচড়ে বলে উঠল, 'সেগুলো কোনদিন পাব না। কিন্তু আমার ছেলের কি হবে? আপনি আমাকে আশা দিয়েছিলেন?'

'আমার বক্তব্য অপরিবর্তিতই আছে।

'ঈশ্বরের দোহাই! তাহলে কাল রাতে আমার বাড়িতে যে ঘটনাটি ঘটল সেটা কি?'

'কাল সকালে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে যদি আমার বেকার স্ট্রীটের বাসায় আসেন, তাহলে ব্যাপারটা খোলসা করবার যথেষ্ট চেষ্টা করব। কথা ছিল. মণিগুলো ফিরিয়ে দেব এই শর্তে আপনি আমাকে সাদা চেক দেবেন এবং তাতে টাকার অংক কি বসবে তার কোন সীমা আপনি নির্দেশ করবেন না।'

'ওগুলো ফিরে পেলে আমার যথাসর্বস্ব দিতে পারি।'

'খুব ভাল কথা। চেষ্টা করে দেখা যাক। বিদায়! সন্ধ্যার আগেই আর একবার এখানে আসতেও পারি।'

বুঝতে পারছিলাম যে এ ব্যাপারে আমার বন্ধু মনস্থির করে ফেলেছে, কিন্তু তার সিদ্ধান্তগুলি যে কি তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। বাসায় ফিরবার পথে কথাটা তুলতে বারকয়েক চেষ্টা করলাম, কিন্তু প্রতিবারই সে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম। আবার যখন আমাদের ঘরে ফিরে গেলাম তখনও তিনটে বাজে নি। তাড়াতাড়ি সে তার ঘরে চলে গেল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা ভবঘুরের বেশে ফিরে এল। জামার কলার তোলা, চকচকে কোট, লাল গলাবন্ধ, ছেঁড়া জুতো, ভবঘুরের পাক্কা নিদর্শন।

অগ্নিকুণ্ডের উপরকার আয়নায় নিজেকে দেখে নিয়ে সে বলল, মনে হচ্ছে এতেই চলে যাবে। তুমি সঙ্গে থাকলে ভালই হত ওয়াটসন, কিন্তু তা হবে না। হয় ঠিক পথেই যাব, নয় তো সবই হবে আলেয়ার অনুসরণ। দেখা যাক, কোনটা ঠিক হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসতে পারব বলে আশা করছি।' সাইডবোর্ডের উপর থেকে একটুকরো গো-মাংস কেটে নিয়ে দু'টুকরো রুটির মধ্যে ফেলে সেটাকে স্যাণ্ডুইচ বানিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে সে তার অভিযানে বেরিয়ে গেল।

সবে চা-পর্ব শেষ করেছি, এমন সময় পাশে ইলাষ্টিক-লাগানো একটা জুতো হাতে ঝুলিয়ে সে ফিরে এল। মেজাজ বেশ শরিফ মনে হল। জুতোটাকে এককোণে ছুঁড়ে দিয়ে এক কাপ চা খেল।

সে বলল, 'এখান দিয়েই যাচ্ছিলাম, তাই ঢুকে পড়লাম। এখনই চলে যাব।'

'কোথায় ?'

'ওয়েস্ট এণ্ডের অপর দিকে। ফিরতে দেরী হতে পারে। বেশী দেরী হলে আমার জন্ম বসে থেক না।'

'কাজ কেমন চলছে ?'

'এই কোনরকম। অভিযোগ করবার মত কিছু পাই নি। এখান থেকে বেরিয়ে স্ট্রেথাম গিয়েছিলাম, কিন্তু বাড়িতে যাই নি। সমস্যাটা ভারি সুন্দর, কোন কিছুর জন্যই এটাকে হাতছাড়া করতে চাই না। যাকগে, এখানে বসে গল্প করলে তো চলবে না। আগে এইসব বাজে পোশাকগুলো ছাড়তে হবে, তারপর আমার সম্মানিত ব্যক্তিত্বে ফিরে যেতে হবে।'

বুঝতে পারলাম, কথার যতটুকু ধরা পড়েছে, তার খুশি হবার কারণটা তার চাইতে বেশী শক্তিশালী। চোখ দুটো মিটমিট করছে, বিবর্ণ গালে যেন রঙের ছোঁয়া লেগেছে। দ্রুতপায়ে সে উপরে উঠে গেল। কয়েক মিনিট পরে হলের দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনে বুঝলাম, সে তার মনের মত অভিযানে বেরিয়ে গেল।

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, কিন্তু তার ফিরবার কোন চিহ্ন নেই। তখন আমার ঘরে শুতে গেলাম। কোন কাজে লেগে পড়লে দিনের পর দিন বাইরে কাটান তার পক্ষে নতুন কিছু নয়; তাই তার এই বিলম্বে আমি বিস্মিত হই নি। কত রাত্রে সে এসেছিল তা আমি জানি না কিন্তু পরদিন সকালে যখন প্রাতরাশের জন্য নীচে নামলাম, দেখি এক হাতে এক পেয়ালা কফি আর অন্য হাতে খবরের কাগজ নিয়ে সে বসে আছে। কি চেহারায়, কি পোশাকে, একেবারেই ঝকঝকে তকতকে।

সে বলল, 'ওয়াটসন, তোমাকে ছাড়াই শুরু করে দিয়েছি বলে ক্ষমা কর। কিন্তু তোমার নিশ্চয় মনে আছে যে আমাদের মক্কেলের আজ সকালেই আসবার কথা আছে।'

আমি বললাম, 'সে কি ? এখন তো ন'টা বেজে গেছে। একটা ঘন্টার শব্দ যেন শুনলাম। এই লোকই তিনি হলে আশ্চর্য হব না।'

সত্যই সত্যই আমাদের বন্ধু সেই ব্যাংক-মালিক। তাঁর পরিবর্তন দেখে আমি মর্মাহত হলাম। তার চওড়া এবং শক্ত গড়নের মুখটা একেবারে চুপসে ঝুলে পড়েছে। মনে হলো চুল আরো বেশী সাদা হয়ে গেছে। এমন শ্রান্তি ও অবসন্নতা নিয়ে সে ঘরে ঢুকল যে তার পূর্বদিন সকালবেলাকার হা-হুতাশের চাইতে সেটা অনেক বেশী বেদনাদায়ক মনে হল। আরাম-কেদারাটা এগিয়ে দিতেই সে ধপ্ করে তাতে বসে পড়ল।

সে বলল, 'জানি না এমন কি আমি করেছি যার জন্য আমার এই কঠোর শাস্তি। মাত্র দু'দিন আগেও আমি ছিলাম সুখী ও সমৃদ্ধ, এ জগতে কোন

চিন্তা-ভাবনা আমার ছিল না। এখন এই বয়সে সবাই আমাকে ছেড়ে গেছে, অসম্মান আমার মাথায় নেমে এসেছে। এক দুঃখের পিছনে পিছনে আর এক দুঃখ আসে। আমার ভাইঝি মেরিও আমাকে ছেড়ে গেছে।'

'ছেড়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। তার বিছানায় কেউ শোয় নি। তার ঘর খালি। হলের টেবিলের উপর আমার জন্য এই চিঠিটা শুধু ছিল। শুধু কাল রাতে তাকে বলেছিলাম, তাও রাগ করে নয়, বলেছিলাম বড় দুঃখে, সে যদি ছেলেটাকে বিয়ে করত তাহলে সে হয়তো ভাল হয়ে যেত। হয়তো একথা বলা আমার পক্ষে বুদ্ধির কাজ হয়নি। এই কথাই সে তার চিঠিতে উল্লেখ করেছে:

প্রিয় পিতৃব্য,—আমি বুঝতে পারছি আমার জন্যই তোমার এই বিপদ ঘটেছে। আমি যদি অন্যরূপ কাজ করতাম তাহলে হয়তো এ দুর্ভাগ্য দেখা দিত না। এই চিন্তা মনের মধ্যে নিয়ে তোমার বাড়িতে আর আমি সুখে কাটাতে পারব না, তাই তোমাকে চিরদিনের মত ছেড়ে যাচ্ছি। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না, কারণ সবই পণ্ডশ্রম হবে এবং তাতে আমার ক্ষতিও হবে। জীবনে ও মৃত্যুতে একান্তভাবেই তোমার অনুরক্ত

মেরি।

'এ চিঠির অর্থ কি মিঃ হোমস? আপনি কি মনে করেন সে আত্মহত্যার কথা লিখেছে?'

'না, না, সেরকম কিছু নয়। এইটেই সবচাইতে ভাল সমাধান। মিঃ হোল্ডার, আমি মনে করি, আপনার দুর্দশার অবসান হতে চলেছে।'

'অ্যাঁ! আপনি তাই বলছেন! মিঃ হোমস, আপনি নিশ্চয় কিছু শুনেছেন, নিশ্চয় কিছু জেনেছেন। মণিগুলো কোথায়?'

'সেগুলির প্রতিটির দাম এক হাজার পাউণ্ড হলে কি খুব বেশী বলে মনে করেন?'

'আমি দশ হাজার দেব।'

'তার প্রয়োজন হবে না। তিন হাজার টাকায়ই মিটে যাবে। আর সামান্য কিছু পুরস্কার হয়তো লাগবে। চেক বইটি কি আপনার সঙ্গে আছে? তাহলে ঐ চার হাজার পাউণ্ডের চেকই কাটুন।'

বিস্ময়-চকিত মুখে ব্যাংক-মালিক সেইরকম চেকই কেটে দিল। হোমস তার ডেস্কের কাছে গিয়ে তার ভিতর থেকে তিনটে মণি বসানো একটা তিন-কোণা সোনার টুকরো বের করে টেবিলের উপর ফেলে দিল।

আনন্দে চীৎকার করে উঠে আমাদের মক্কেল সেটাকে ঝাপটে ধরল।

ঢোঁক গিলতে গিলতে বলে উঠল, 'পেয়েছেন। বেঁচে গেছি, আমি বেঁচে

গেছি !'

যত তীব্র ছিল তার দুঃখ ঠিক তেমনি তীব্র হল তার সুখ। মণিগুলোকে সে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল।

শার্লক হোমস কঠোরভাবে বলল, 'মিঃ হোল্ডার, আরও কিছু ঋণ আপনার আছে।'

'ঋণ!' সে কলম হাতে নিল। 'বলুন কত টাকা, লিখে দিচ্ছি।'

'না। ঋণটা আমার কাছে নয়। সেই সদাশয় যুবক, আপনার ছেলে, তার কাছে আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে। এব্যাপারে যে আচরণ সে করেছে আমার ছেলে থাকলে তার অনুরূপ আচরণে আমি গর্ব করতাম।'

'তাহলে আর্থার ওগুলো নেয় নি?'

'কাল আপনাকে বলেছি, আজও বলছি, একাজ সে করে নি।'

'আপনি ঠিক জানেন। তাহলে এক্ষুনি তার কাছে চলুন, তাকে বলি যে আসল সত্য জানা গেছে।'

'সে আগেই জানে। সবকিছু স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেই আমি তার সঙ্গে দেখা করি। প্রকৃত কথাটা সে যখন কিছুতেই বলল না তখন আমিই তাকে সব কথা বললাম। তখন সে স্বীকার করে যে আমার কথাই ঠিক। সেই-সঙ্গে তখনও আমি জানতাম না এমন কিছু খুঁটিনাটি কথাও আমাকে বলে। অবশ্য আজ সকালে আপনি যে খবর এনেছেন তাতে হয়তো সে মুখ খুলতে পারে।'

'ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে বলুন কি সেই অসাধারণ রহস্য!'

'বলব; কেমন করে ধাপে ধাপে রহস্যের সমাধান করেছি সব বলব। তার আগে প্রথমেই সেই কথাটা বলতে চাই যেটা আমার পক্ষে বলা এবং আপনার পক্ষে শোনা সবচেয়ে শক্ত। স্যার জর্জ বার্নওয়েল এবং আপনার ভাইঝি মেরির মধ্যে একটা বোঝাপড়া ছিল। এবার তারা দুজন একসঙ্গে পালিয়েছে।'

'আমার মেরি? অসম্ভব!'

'দুর্ভাগ্যের বিষয়, সম্ভবের চাইতেও বেশী, এটা নিশ্চিত। আপনার পরিবারের সকলের সঙ্গে মিশতে দেবার আগে আপনি বা আপনার ছেলে কেউই ঐ লোকটার আসল চরিত্র জানতেন না। সে ইংলণ্ডের জঘন্যতম লোকদের অন্যতম- জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত, একটা বেপরোয়া শয়তান, মন বা বিবেকহীন একটা মানুষ। আপনার ভাইঝি এধরনের লোক কখনও দেখে নি। তাই সে যখন তার কাছে আনুগত্যের কথা বলল—যেকথা এর আগে সে আরও অনেককেই বলেছে, তখন আপনার ভাইঝি এই ভেবে গর্ববোধ করল যে সেই প্রথম তার অন্তরকে ছুঁতে পেরেছে। শয়তানটা তো সবই জানে। ক্রমে

মেয়েটি তার হাতের পুতুল হয়ে উঠল এবং প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা করতে লাগল।'

ছাইয়ের মত সাদা মুখে ব্যাংকমালিক চেঁচিয়ে উঠল, 'একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না, বিশ্বাস করবও না।'

'তাহলে সেরাতে আপনার বাড়িতে কি ঘটেছিল শুনুন। আপনি আপনার ঘরে চলে গেলেন ভেবে সে নিঃশব্দে নীচে নেমে গিয়ে আস্তাবলের গলির দিককার জানালা দিয়ে তার প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলে। সেখানে প্রেমিকটি এত বেশী সময় দাঁড়িয়েছিল যে তার পায়ের দাগ বরফের মধ্যে একেবারে বসে যায়। মেয়েটি তাকে মুকুটের কথা বলে। শুনেই সোনার জন্য তার শয়তানী লালসা জেগে ওঠে এবং মেয়েটাকেও দলে টানে। সে যে আপনাকে ভালবাসে সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন অনেক মেয়ে আছে যাদের বেলায় প্রেমিকের ভালবাসা অন্য সব ভালবাসাকে ভুলিয়ে দেয়, এবং আমি মনে করি আপনার ভাইঝিও তাদেরই একজন। কি করতে হবে না হবে সব কথা শুনে নেবার আগেই আপনাকে নীচে নামতে দেখে সে তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দেয় এবং একজন পরিচারিকার কাঠের পাওয়ালা প্রেমিকের কাছে অভিসারে যাওয়ার কথা বলে, অবশ্য সেকথাটাও সর্বৈব সত্য।

'আপনার সঙ্গে কথা হবার পরেই আপনার ছেলে আর্থার শুতে যায়। কিন্তু ক্লাবের ধারের কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় তার ভাল ঘুম হয় না। মাঝরাতে নিজের ঘরের দরজার সামনে মৃদু পায়ের শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে যায়। উঠে বাইরে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখে তার বোন পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছে। শেষটায় সে আপনার ড্রেসিং-রুমের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। বিস্ময়ে পাথর হয়ে ছেলেটা গায়ে কিছু জড়িয়ে ব্যাপারটা দেখবার জন্য অন্ধকারে অপেক্ষা করতে থাকে। ইতিমধ্যে মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্যাসেজের আলোয় আপনার ছেলে দেখতে পেল, বহুমূল্যবান মুকুটটা তার হাতে। সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। আপনার ছেলে সভয়ে ছুটে গিয়ে আপনার দরজার নিকটবর্তী পর্দার আড়ালে লুকোয়। সেখান থেকে নীচের হলে কি ঘটছে না ঘটছে সব দেখা যায়। সে দেখল, মেয়েটি নিঃশব্দে জানালা খুলে অন্ধকারে অপেক্ষমান একজনের হাতে মুকুটটা তুলে দিল। তারপর জানালাটা পুনরায় বন্ধ করে যেখানে ছেলেটি পর্দার আড়ালে লুকিয়েছিল তার পাশ দিয়েই দ্রুতপায়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

'আপনার ছেলে আপনার ঐ ভাইঝিকে ভালবাসত। তাই তার এই ভয়ংকর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবার ভয়ে এতক্ষণ সে কিছুই করতে পারে নি। কিন্তু যেমুহূর্তে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল, তখনই সে বুঝতে পারল

আপনার পক্ষে কি মর্মান্তিক দুর্ভাগ্যের সূচনা হতে চলেছে এবং এর প্রতিবিধান করা কতদূর গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে যে অবস্থায় সে ছিল সেই অবস্থায় খালি পায়ে ছুটে নীচে গেল এবং জানালাটা খুলে লাফিয়ে বরফের উপর পড়ে গলি ধরে ছুটতে লাগল। চাঁদের আলোয় একটা ছায়ামূর্তি তার চোখে পড়ল। স্যার জর্জ বার্ণওয়েল পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু আর্থার তাকে ধরে ফেলল। দুজনের মধ্যে লড়াই শুরু হল। মুকুটের একটা দিক আপনার ছেলের হাতে, অপর দিকটা প্রতিপক্ষের হাতে। ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় আপনার ছেলে স্যার জর্জকে আঘাত করে এবং তার চোখের উপরটা কেটে যায়। এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ হয় এবং মুকুটটা আপনার ছেলের হাতে এসে যায়। তৎক্ষণাৎ ঘরে গিয়ে সে আবার ছুটতে থাকে। তারপর জানালা বন্ধ করে উপরে উঠে আপনার ঘরে ঢোকে। তখনই তাঁর চোখে পড়ে যে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে মুকুটটা দুমড়ে গেছে এবং সে সেটাকে সোজা করতে চেষ্টা করতে থাকে। আর ঠিক সেই সময় আপনি ঘটনাস্থলে উপনীত হন।'

ব্যাংক-মালিক হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এও কি সম্ভব?'

'সেই মুহূর্তে যখন সে আপনার কাছ থেকে আশা করছিল সাদর ধন্যবাদ, তখন আপনি তাকে গালাগালি করায় স্বভাবতই তার রাগ হয়। মেয়েটিকে হাতেনাতে ধরিয়ে না দিয়ে সব কথা আপনাকে খুলে বলাও যায় না। যদিও তার কাছ থেকে তখন আর মেয়েটির কোন সহানুভূতি প্রাপ্য নয়, তথাপি সে মহৎ ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে তার কীর্তি গোপন রাখল।'

মিঃ হোল্ডার বলল, 'তাই বুঝি মুকুটটা দেখেই মেয়েটা আর্তনাদ করে মূর্চ্ছা গেল। হায় ঈশ্বর। আমি কি মহামূর্খ। ছেলেটা তো পাঁচ মিনিটের জন্য বাইরে যেতে চেয়েছিল। সে হয়তো খুঁজে দেখতে চেয়েছিল ঝগড়ার জায়গায় হারানো টুকরোটা পড়ে আছে কিনা। আর কি নিষ্ঠুরভাবে আমি তাকে ভুল বুঝেছি!'

হোমস হাসতে লাগল, 'এ বাড়িতে পৌঁছে প্রথমেই আমি চারদিকটা ভাল করে দেখতে গিয়েছিলাম, বরফের উপর কোন পায়ের চিহ্ন পাওয়া যায় কি না। আমি জানতাম আগের রাত থেকে নতুন করে বরফ পড়ে নি এবং এত বেশী ঠাণ্ডা পড়েছে যে চিহ্নগুলি মুছেও যাবে না। ফেরিওয়ালাদের পথ দিয়ে হেঁটে দেখলাম সেখানে অনেক পায়ের ছাপ এলোমেলো হয়ে মিশে গেছে। তার ঠিক পরে রান্নাঘরের দরজার ওপাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছে; একদিকে একটা গোল ছাপ পড়ায় বোঝা গেল তার একটা পা কাঠের। আরও বুঝতে পারলাম, হঠাৎ তাদের আলোচনায় বাধা পড়েছিল কারণ স্ত্রীলোকটি দ্রুত দরজার দিকে দৌড়ে গিয়েছিল—তার আঙুলের গভীর

দাগ আর গোড়ালির হাল্কা দাগই তার প্রমাণ,—এবং কাঠের পা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গিয়েছিল। তখনই আমি ভাবলাম আপনি যে পরিচারিকা ও তার প্রেমিকের কথা আমাকে বলেছিলেন এরা তারাই ; অনুসন্ধানেও তা প্রমাণ হল। বাগানটা ঘুরে যেতে যেতে আরও কিছু বিক্ষিপ্ত পায়ের দাগ দেখলাম, মনে হল সেগুলো পুলিশের পায়ের দাগ। কিন্তু যখন আস্তাবলের গলিতে পড়লাম তখনই দেখতে পেলাম আমার সম্মুখে বরফের উপর লেখা রয়েছে একটি দীর্ঘ জটিল কাহিনী।

'সেখানে রয়েছে একটা বুট-পরা লোকের দুজোড়া পায়ের ছাপ, সানন্দে লক্ষ্য করলাম একটি খালি-পা লোকের দুজোড়া পায়ের ছাপও রয়েছে। আপনি যতটুকু আমাকে বলেছিলেন তা থেকেই সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হল যে দ্বিতীয় দুজোড়া পায়ের ছাপ আপনার ছেলের। প্রথমজন দুদিকটাই হেঁটেছে, কিন্তু দ্বিতীয়জন দ্রুত দৌড়েছে, এবং যেহেতু তার পায়ের ছাপগুলো কোথাও কোথাও বুটের ছাপের উপর পড়েছে, তাতেই বোঝা যায় একজন অপর জনকে ধাওয়া করেছে। চিহ্নগুলোকে অনুসরণ করে দেখলাম সবগুলিই হল-ঘরের জানালায় পৌঁচেছে। সেখানে অপেক্ষা করে করে বুট জোড়া বরফের মধ্যে একেবারে বসে গেছে। সেখান থেকে শ'খানেক গজ দূরে গলির অপর প্রান্তে গেলাম। দেখলাম, বুট জোড়া হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েছে, বরফের স্তূপ এমন এবড়ো-খেবড়ো হয়েছে যেন লড়াই হয়েছে, এবং কয়েক ফোঁটা রক্তও পড়েছে। বুঝলাম, আমি ভুল করি নি। বুট জোড়া তখন গলিপথ ধরে ছুটে গেছে। সেখানেও রক্তের দাগ দেখে বোঝা গেল সেই আহত হয়েছে। বড় রাস্তায় পৌঁছে দেখি, ফুটপাত পরিষ্কার করা হয়েছে, কাজেই সে সূত্রটার সেখানেই সমাপ্তি।

'আপনার নিশ্চয় মনে আছে, বাড়ির ভিতর ঢুকে হল-ঘরের জানালার গোবরাট আর চৌকাঠ আমার লেন্স দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করেছিলাম। বেশ বোঝা গেল, কেউ একজন সেখান দিয়ে বাইরে গেছে। আবার ভিতরে ঢুকতে গিয়ে যেখানে ভিজে পা ফেলা হয়েছে সেখানে পায়ের পাতার উপরের দিকে একটা স্পষ্ট চিহ্নও দেখতে পেলাম। এই সব দেখে মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিলাম। একজন লোক জানালার বাইরে অপেক্ষা করছিল আর কেউ তার মণিগুলো এনে দিল। ঘটনাটা আপনার ছেলের চোখে পড়ে গেল। সে চোরকে তাড়া করলে দুজনে ধস্তাধস্তি হয়। দুজন দুই কোণ ধরে মুকুটটাকে টানে। ফলে দুজনের মিলিত শক্তিতে মুকুটটার যে ক্ষতি হয় তারা যে কেউ এককভাবে তা করতে পারত না। মুকুটটা সে ছিনিয়ে নিল, কিন্তু তার একটা অংশ প্রতিপক্ষের হাতেই রয়ে গেল। এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার। প্রশ্ন হল লোকটা কে এবং তাকে মুকুটটা এনেই

বা দিল কে ?

'এটা আমার একটা পুরনো নীতি যে অসম্ভবকে বাদ দিলে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, যতই অযৌক্তিক হোক সেটাকেই সত্য বলে মনে করতে হবে। আমি যখন জানি যে আপনি কখনও মুকুটটাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারেন না, তখন বাকি রইল শুধু আপনার ভাইঝি আর পরিচারিকারা। ওটা যদি পরিচারিকাদের কাজ হবে তাহলে আপনার ছেলে তাদের পরিবর্তে নিজেকে অভিযুক্ত হতে দেবে কেন ? সেরকম কোন কারণই থাকতে পারে না। যেহেতু সে তার বোনকে ভালবাসত সেইহেতু সে কথাটা গোপন রাখবে—এটা খুব চমৎকার ব্যাখ্যা, বিশেষ করে গোপন কথাটা যখন নিন্দনীয় ; যখন মনে পড়ল আপনি তাকে জানালায় দেখেছিলেন এবং পুনরায় মুকুটটা দেখেই সে মূর্ছা গিয়েছিল, তখনই বুঝলাম আমার অনুমান নিশ্চিত।

'তারপর প্রশ্ন হল, তার সহযোগী কে হতে পারে ? নিশ্চয়ই কোন প্রেমিক, কেন না তাছাড়া আপনার প্রতি তার ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা আর কে ছাড়িয়ে যেতে পারে ? আমি জানতাম, আপনি কদাচিৎ বাইরে যান এবং আপনার বন্ধুর সংখ্যা খুবই সীমিত। তার মধ্যে একজন হল স্যার জর্জ বারওয়েল। আমি আগেই শুনেছিলাম, নারীঘটিত ব্যাপারে লোকটার দুর্নাম আছে। নিশ্চয় সেই ওই বুট জুতো পরেছিল এবং হারানো মণিগুলো রেখেছিল। যদিও সে জানত যে আর্থার তাকে দেখে ফেলেছে, তথাপি সে মনে করতে পারে যে সে নিরাপদ, কারণ নিজের পরিবারকে না জড়িয়ে তার পক্ষে একটা কথাও বলা সম্ভব নয়।

'দেখুন, এর পরে আমি কি করতে পারি সেটা আপনিও বুঝতে পারেন। একটা বাউণ্ডুলে ভবঘুরে সেজে আমি স্যার জর্জের বাড়ি গেলাম এবং সেখানে খানসামার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে জানতে পারলাম যে আগের রাতে তার মনিবের মাথায় আঘাত লেগেছে। তারপর নগদ ছয় শিলিং দিয়ে স্যার জর্জের একজোড়া ফেলে-দেওয়া জুতো কিনে নিয়ে সোজা স্ট্রেথাম চলে গেলাম এবং মিলিয়ে দেখলাম জুতো জোড়া দাগের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলে গেল।'

মিঃ হোল্ডার বলল, 'গতকাল সন্ধ্যায় ছেঁড়া পোশাক পরা একটা ভবঘুরেকে গলিতে দেখেছিলাম।'

'ঠিক। আমিই সেই। লোকটাকে যখন পাওয়া গেল, তখন আমি বাসায় ফিরে পোশাক বদলালাম। তারপর আমাকে যে ভূমিকায় অভিনয় করতে হল সেটা খুবই শক্ত। বুঝতে পারলাম, কেলেংকারি এড়াতে হলে মামলা-মকদ্দমার পথে যাওয়া চলবে না ; আবার ওরকম একজন পাকা শয়তান সহজেই বুঝতে পারবে যে এব্যাপারে আমাদের হাত বাঁধা। যাহোক, তার সঙ্গে দেখা করলাম। প্রথমে অবশ্য সে সবই অস্বীকার করল। সব ঘটনা যখন খুলে

বললাম, সে তো একেবারে গর্জে উঠল, দেয়াল থেকে একটা অস্ত্র হাতে নিল। আমি তাকে ঠিকই চিনতাম; তাই সে আঘাত করবার আগেই পিস্তলের নল ঠেকালাম তার মাথায়। তখন সে একটু সিধে হল। তখন তাকে বললাম, পাথরগুলোর জন্য তাকে ন্যায্য দাম দেব—প্রতিটি মণির জন্য এক হাজার পাউণ্ড করে। সঙ্গে সঙ্গে সে দুঃখে ফেটে পড়ল। বলল, 'হায়। হায়। সর্বনাশ করেছি। আমি যে ছ'শ পাউণ্ডে তিনটেই বিক্রি করে দিয়েছি।' তখন তাকে মামলায় জড়াব না এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে লোক সেগুলো কিনেছিল তার ঠিকানা জোগাড় করলাম। গেলাম তার কাছে। অনেক দর-কষাকষির পর পাথর প্রতি এক হাজার করে দিয়ে সেগুলিকে হস্তগত করলাম। সেখান থেকে আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা করে তাকে জানালাম যে সব ঠিক হয়ে গেছে। তারপর সারাদিনের কঠোর পরিশ্রম সেরে প্রায় দুটো নাগাদ শয্যায় আশ্রয় নিলাম।'

আসন ছেড়ে উঠে ব্যাংক-মালিক বলল, 'এই একটি দিন ইংলণ্ডকে একটা মস্ত বড় প্রকাশ্য কেলেংকারির হাত থেকে রক্ষা করেছে। স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। কিন্তু আপনি যা করেছেন তার পরেও আমি অকৃতজ্ঞ হব না। এ যাবৎকাল আমি যা কিছু শুনেছি, আপনার কৃতিত্ব সে সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে। এখনই আমি ছুটে যাব আমার ছেলের কাছে, তার প্রতি যে অবিচার করেছি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেব। বেচারি মেরি সম্পর্কে আপনি যা বললেন তাতে মনে বড় ব্যথা পেয়েছি। সে যে এখন কোথায় আছে সে তো আপনিও জানেন না।'

হোমস বলল, 'একটা কথা কিন্তু সহজেই বলা যায় যে স্যার জর্জ বার্নওয়েল যেখানে আছে, সেও সেখানেই আছে। আর এও নিশ্চিত যে তার পাপ যাই হোক শীঘ্রই তারা যথোপযুক্ত শাস্তি পাবে।

দি কপার বীচেস

The Copper Beeches

'ডেইলি টেলিগ্রাফ-এর বিজ্ঞাপনের পাতাটা একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে শার্লক হোমস বলে উঠল, 'যে মানুষ আর্টের জন্যই আর্টকে ভালবাসে সে তো অনেক সময়ই সবচাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা নিম্নমানের শিল্প-কর্মের মধ্যেই তীব্রতম সুখের আস্বাদ পেয়ে থাকে। এই সত্যটাকে তুমি এতখানি উপলব্ধি করতে পেরেছ দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি ওয়াটসন। আমি

দেখছি আমাদের কেসের এই যেসব ছোট ছোট বিবরণ তুমি তুলে ধরেছ, এবং আমি বলতে বাধ্য, অনেক ক্ষেত্রে তাতে বেশ রং-চং লাগিয়েছ, তাতে যেসব বিখ্যাত কেস এবং চাঞ্চল্যকর মামলার সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম সেগুলিকে প্রাধান্য না দিয়ে তুমি বরং প্রাধান্য দিয়েছ সেই সব ঘটনাকে যেগুলি এমনিতে তুচ্ছ হয়েও যার ভিতর দিয়ে আমার বিশেষ কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত অনুমান ও যুক্তিগত সংশ্লেষণ-ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ বেশী পাওয়া গেছে।'

আমি হেসে বললাম, 'তথাপি কিন্তু চাঞ্চল্য সৃষ্টির যে অভিযোগ আমার বিবরণগুলির বিরুদ্ধে করা হয়েছে তার থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত একথা বলতে পারি না।'

যখনই চিন্তাশীলতার পরিবর্তে তর্কের মনোভাব তাকে পেয়ে বসে তখনই সে মাটির পাইপটার বদলে চেরীকাঠের লম্বা পাইপটা পছন্দ করে। আমার কথার পরে চিমটে দিয়ে একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার তুলে নিয়ে পাইপটা ধরিয়ে সে বলল, 'এসব ক্ষেত্রে যে কঠোর যুক্তি-জালই একমাত্র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তার পরিবর্তে তোমার বিবরণীতে জীবনের রং লাগাতে গিয়েই তুমি হয় তো ভুল করেছ।'

অনেক সময়ই আমি লক্ষ্য করেছি যে একগুয়েমী আমার বন্ধুর অদ্ভুত চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রেও তার সেই একগুয়েমীতে আহত হয়ে আমি ঠাণ্ডা গলায় মন্তব্য করলাম, 'আমার কিন্তু মনে হয় এ ব্যাপারে আমি তোমার প্রতি পূর্ণ সুবিচারই করেছি।'

তার স্বভাব মত আমার কথার বদলে মনোভাবের জবাব দিতেই যেন সে বলল, 'না, এটা স্বার্থপরতা বা অহমিকার কথা নয়। আমরা আর্টের জন্য পূর্ণ সুবিচার যদি দাবী করে থাকি, সেটা করেছি এই কারণে যে আর্ট একটা নৈর্ব্যক্তিক জিনিস—এমন জিনিস যা আমারও নাগালের বাইরে। অপরাধ সচরাচরই ঘটে। যুক্তিই বিরল। কাজেই অপরাধ অপেক্ষা যুক্তির উপরই জোর দেওয়া উচিত। যেটা হওয়া উচিত ছিল একটা বক্তৃতামালা তাকে তুমি টেনে নামিয়েছ একটা কাহিনী-সংকলনের স্তরে।

সেদিনটা ছিল প্রথম বসন্তের এক শীতার্ত সকাল। প্রাতরাশের পরে বেকার স্ট্রীটের পুরনো বাসায় আমরা চেরীকাঠের অগ্নিকুণ্ডের দুই পাশে বসেছিলাম। ঈষৎ পিঙ্গল রঙের বাড়িগুলোর মাথায় একটা ঘন কুয়াসা পাক খাচ্ছিল, আর ভারী হলদে পর্দার ভিতর দিয়ে ওপারের জানালাগুলো আবছা আবছা দেখা যাচ্ছিল। আমাদের গ্যাসটা জ্বালানো ছিল। সাদা চাদরের উপর তার আলো পড়ে চীনামাটির ও ধাতুর বাসনগুলি চকচক করছিল, কারণ প্রাতরাশের টেবিলটা তখনও পরিষ্কার করা হয় নি। একটার পর

একটা সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের কলমের মধ্যে ডুব দিয়ে সারাটা সকাল শার্লক হোমস চুপ করেই ছিল। অবশেষে বিজ্ঞাপন হাতড়ানো ছেড়ে দিয়ে আমার সাহিত্যিক ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে একটি তিক্ত-মধুর বক্তৃতা শুরু করে দিল।

অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে লম্বা পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সে আবার শুরু করল, সেইসঙ্গে একথাও বলি যে তোমার বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যসৃষ্টির অভিযোগ উঠতেই পারে না, কারণ তুমি দয়া করে যেসব কেসের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছ তার মধ্যে বেশ অনেকগুলিই আইনগত অর্থে অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে না। যে সামান্য ব্যাপারে আমি বোহেমিয়া-রাজকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছি, কুমারী মেরি সাদারল্যাণ্ডের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বাঁকা-ঠোঁট লোকটার সমস্যা, চির-কুমারের কাহিনী—সেসবই তো আইনের আওতার বাইরের ব্যাপার। কিন্তু আমার তো আশংকা হয় যে চাঞ্চল্যকে বাদ দিলে তুমি হয় তো নগণ্যের দিকেই ঝুঁকে পড়েছ।'

আমি বললাম, 'পরিণতি হয় তো তাই হত, কিন্তু পদ্ধতিগুলোকে আমি তো নতুন ও আকর্ষণীয় বলেই মনে করি।'

হায়, প্রিয় বন্ধু, সাধারণ মানুষ অর্থাৎ দেখবার চোখ নেই যে বিরাট জনতার, দাঁত দেখে যারা তাঁতি চিনতে পারে না, বা বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দেখে চিনতে পারে না ছাপাখানার কর্মী তারা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও অনুমানের কি ধার ধারে! অবশ্য তুমি যদি তুচ্ছ ঘটনা নিয়েই মেতে থাক সেজন্য তোমাকে দোষ দিতে পারি না, কারণ বড় বড় কেসের দিন আর নেই। মানুষ, বিশেষ করে অপরাধপ্রবণ মানুষ, আজ উদ্যম ও মৌলিকতা হারিয়ে ফেলেছে। আমার যেটুকু সামান্য পশার আছে তাও তো মনে হচ্ছে হারানো শিসের পেন্সিল উদ্ধার করা আর বোর্ডিং-স্কুলের তরুণীদের পরামর্শ দেওয়ার কাজে পরিণত হয়েছে। মনে হচ্ছে শেষকালে একেবারে নীচের ধাপে নেমে গেছি। আমার তো মনে হচ্ছে, আজ সকালে এই যে চিঠিটা পেয়েছি এতেই আমার বারোটার ঘণ্টা বেজে গেছে। এটা পড়।' একটা দুমড়ানো চিঠি সে আমার দিকে ঠেলে দিল।

চিঠিটায় মণ্টেগু প্লেস থেকে গত সন্ধ্যার তারিখ দেওয়া। তাতে লেখা: প্রিয় মিঃ হোমস, গৃহশিক্ষিকার চাকরির যে প্রস্তাব আমার কাছে এসেছে সেটা আমার পক্ষে গ্রহণ করা উচিত কি না এবিষয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে আমি খুব উদগ্রীব। আপনার অসুবিধা না হলে আগামীকাল সাড়ে দশটায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব।

আপনার বিশ্বস্ত
ভায়োলেট হান্টার

তরুণীটিকে তুমি চেন ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'আমি চিনি না।'

'এখন তো সাড়ে দশটা বাজে।'

'হ্যাঁ, আর ঐ তো তিনিই যে ঘণ্টা বাজালেন সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

'তুমি যা ভাবছ ব্যাপারটা তার চাইতেও বেশী আকর্ষণীয় হতে পারে। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, নীল পদ্মরাগের যে ঘটনা প্রথমে নেহাৎই খেয়াল বলে মনে হয়েছিল সেটা শেষ পর্যন্ত কি রকম গুরুতর তদন্তে রূপ নিয়েছিল। এ কেসেও ব্যাপারটা সেরকম হতে পারে।'

'বেশ, তাই আশা করা যাক। এখনই তো আমাদের সন্দেহের নিরসন হবে। কারণ আমাব ভুল না হয়ে থাকলে তিনি তো হাজির।'

তার কথার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল এবং একটি তরুণী ঘরে ঢুকল। তার পরিচ্ছদ সাদাসিদে কিন্তু পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, তাতে টিটিভের ডিমের মত ফুট ফুট দাগ, আর আচরণে এই পৃথিবীতে নিজের পথ নিজে করে নেওয়া স্ত্রীলোকের মত চটপটে ভাব।

আমার সঙ্গী উঠে তাকে অভ্যর্থনা জানাতেই সে বলল, 'আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে ক্ষমা করবেন। একটা খুবই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। যেহেতু পরামর্শ চাইবার মত বাপ-মা বা অন্য কোন আত্মীয় আমার নেই, তাই ভাবলাম আপনি হয় তো দয়া করে আমার কি করা উচিত তা বলে দেবেন।'

'মিস হাণ্টাব, দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। আপনার জন্য কিছু করতে পারলে আমি খুশি হব।'

বুঝতে পারলাম, এই নতুন মক্কেলটির চাল-চলন ও কথাবার্তায় হোমস বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে। অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তাকে আগাগোড়া দেখে নিয়ে সে তার কাহিনী শুনবার জন্য চোখের পাতা নামিযে দুই আঙুলের টিপটি যথারীতি একত্র করে ভাল হয়ে বসল।

সে বলতে লাগল, 'পাঁচ বছর যাবৎ আমি কর্ণেল স্পেন্স মুনরোর পরিবারে গৃহশিক্ষিকা ছিলাম। দু'মাস আগে নোভাস্কোটিয়ার অন্তর্গত হ্যালিফ্যাক্সে চাকরি পেয়ে তিনি ছেলেমেয়েদের নিযে আমেরিকা চলে গেছেন। ফলে আমি বেকার হয়ে পড়েছি। নিজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, বিজ্ঞাপনের জবাব দিয়েছি, কিন্তু কোন ফল হয় নি। ক্রমে যৎসামান্য যা সঞ্চয় করেছিলাম তাও ফুরিয়ে এল। কি করব ভেবে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লাম।

'ওয়েস্ট এণ্ডএ গৃহশিক্ষিকাদের "ওয়েস্টঅ্যাওয়ে'জ" নামক একটি প্রতিষ্ঠান আছে। আমার উপযোগী কোন কাজের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা সেই খোঁজে সপ্তাহে একদিন করে আমি সেখানে যেতাম। ঐ প্রতিষ্ঠানের

নাম ওয়েস্টয়্যাওয়ে, কিন্তু আসলে সেটা চালান মিস স্টোপার। তিনি তাঁর নিজের ছোট আপিসটাতে বসেন আর কর্মপ্রার্থিনী মহিলারা পাশের ঘরে অপেক্ষা করেন। তারপর একজন করে তাঁর ঘরে গেলে তিনি "লেজার" মিলিয়ে দেখেন তাদের উপযোগী কোন কাজের খোঁজ আছে কিনা।

'দেখুন, গত সপ্তাহে সেখানে গেলে সেই ছোট ঘরে যথারীতি আমার ডাক পড়লে গিয়ে দেখি সেখানে মিস স্টোপার একা নন, তাঁর পাশে বসে আছেন বিশালদেহ এক ভদ্রলোক। হাসি ভরা মুখ, ভারী থুতনিটা ভাঁজে ভাঁজে গলা পর্যন্ত নেমে গেছে, নাকের উপর একজোড়া চশমা। যে মহিলারা ঘরে ঢুকছেন তাদের তিনি সাগ্রহে নিরীক্ষণ করছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি চেয়ারে প্রায় লাফ দিয়ে দ্রুত মিস স্টোপারের দিকে মুখ ফেরালেন :

'বললেন, "এতেই হবে। এর চাইতে ভাল কিছু আমি চাইতেই পারি না। চমৎকার। চমৎকার!" তিনি খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং একান্ত সদয়ভাবে দুই হাত ঘসতে লাগলেন। তার চেহারায় এমন একটা আয়েসের ভাব যে দেখলেই ভাল লাগে।

'তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি চাকরি খুঁজছেন মিস?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"গৃহশিক্ষিকার চাকরি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কত মাইনে চান?"

"এর আগে কর্ণেল স্পেন্স মুনরোর বাড়িতে মাসে চার পাউণ্ড পেতাম।"

"ওঃ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঘাম হচ্ছে, বড্ড ঘাম হচ্ছে!" গরমে পুড়ে যাওয়া লোকের মত মোটা মোটা হাত দুটো শূন্যে ছুঁড়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। "এমন একটি মনোহারিণী গুণবতী মহিলাকে এত কম মাইনে দেবার প্রস্তাব লোকে করে কেমন করে?"

'আমি বললাম, "দেখুন স্যার, আপনি যেরকম ভাবছেন আমার বিদ্যে হয় তো তারচাইতে কম। সামান্য ফরাসী, সামান্য জার্মান, সঙ্গীত আর অংকন—"

"দুর, দুর! তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "ওসব প্রশ্নই অবান্তর। আসল কথা হল, একটি মহিলার উপযোগী চাল-চলন আপনার আছে কি না? এককথায়—আছে। তা যদি না থাকে তাহলে যে শিশু একদিন দেশের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে তাকে লালন-পালন করবার উপযুক্ত আপনি নন। কিন্তু তা যদি আপনার থাকে তাহলে কোন ভদ্রলোক

কেমন করে আপনাকে তিন অংকের নীচে কোন কিছু গ্রহণের প্রস্তাব করতে পারে? দেখুন ম্যাডাম, আমার কাছে আপনার মাইনে হবে শুরুতেই বছরে একশ' পাউণ্ড।"

বুঝতেই পারছেন মিঃ হোমস, তখন আমার যেরকম কপর্দকহীন অবস্থা তাতে এরকম একটা প্রস্তাবকে সত্য বলে মনে করাই শক্ত। ভদ্রলোক অবশ্য আমার চোখে একটা অবিশ্বাসের ছায়া দেখতে পেয়ে পকেট-বইটা খুলে একটা নোট বের করলেন।

মনোরম ভঙ্গীতে তিনি হাসতে লাগলেন। সে হাসিতে তার মুখের সাদা ভাঁজের মধ্যে চোখ দুটো যেন চকচকে চাকতির মত দেখতে হল। তিনি বললেন, 'মহিলাদের যাতা-খরচের সংসামান্য ব্যয় নির্বাহ ও জামা-কাপড় কেনবার জন্য মাইনের অর্ধেক টাকা অগ্রিম দেওয়াই আমার রীতি।"

'মনে হল এরকম একজন আকর্ষণীয় ও সুবিবেচক লোক আমি আগে কখনও দেখি নি। দোকানদারদের কাছে আমার কিছু ঋণও ছিল। কাজেই কিছু টাকা আগাম পেলে খুবই সুবিধা হোত। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে এমন একটা অস্বাভাবিকতা রয়েছে যে কথা দেবার আগে আর একটু বিস্তারিত জানবার ইচ্ছা আমার মনে জাগল।

'জিজ্ঞাসা করলাম, "স্যার, আপনি কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"হ্যাম্পশায়ার। মনোরম গ্রাম্য পরিবেশ। 'দি কপার বীচেস'—উইনচেস্টার থেকে পাঁচ মাইল দূরে। আপনাকে বলছি, জায়গাটা মনোরম, আর পুরনো পল্লী-নিবাসটিও সুন্দর।

"আর আমার কাজ স্যার? আমার কাজ কি হবে জানতে পারলে খুশি হতাম।"

"একটি শিশু—ঠিক ছ' বছর বয়সের নেচে-কুঁদে বেড়ানো একটি ছোট শিশু। আঃ, চটি জুতো দিয়ে আরশোলা মারতে তাকে যদি দেখতেন! মার! মার! মার! চোখের পলক ফেলবার আগেই তিনটে সাবাড়!" চেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি হেসে উঠলেন। সে হাসি চোখ থেকে কান পর্যন্ত বিস্তৃত হল।

'শিশুটির আমোদের রকম-সকম শুনে আমি একটু বিচলিত হয়েছিলাম, কিন্তু বাপের হাসি দেখে মনে হল তিনি বোধ হয় ঠাট্টা করছেন।

'আমি প্রশ্ন করলাম, "তাহলে আমার একমাত্র কাজ হল একটিমাত্র শিশুর ভার নেওয়া।"

'তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "না, না, একমাত্র নয় একমাত্র নয়। আপনার কাজ হবে, আপনি নিজেও হয় তো সেটা বুঝতে পারছেন, আমার স্ত্রীর ছোট-

খাট নির্দেশগুলি মেনে চলা, অবশ্য একটি মহিলার পক্ষে সম্মানের সঙ্গে যে-সব নির্দেশ মানা সম্ভব। আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো?'

"নিজেকে কাজে লাগাতে পারলে আমি খুশিই হব।'

"ঠিক তাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমেই পোশাকের কথা বলা যাক। আমরা সৌখীন মানুষ সৌখীন, কিন্তু দয়ালু-হৃদয়। আমরা যদি কোন পোশাক দিয়ে আপনাকে পরতে বলি, তাহলে আমাদের সেই খেয়ালে আপনি আপত্তি করবেন না, কি বলেন?"

'তার কথায় যথেষ্ট বিস্মিত হয়ে বললাম 'না।

"অথবা যদি এখানে বসতে, বা ওখানে বসতে বলি, তাতে আপনি কিছু মনে করবেন না তো?"

"না না।'

"অথবা আমাদের বাড়িতে আসবার আগে আপনার চুলগুলিকে বেশ ছোট করে কাটতে যদি বলি?"

'নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন মিঃ হোমস, কী সুন্দর গোছ আমার চুলের আর তাতে কী সুন্দর বাদামী আভা। সকলেই আমার চুলের প্রশংসা করে। এইভাবে হঠাৎ সে চুল ছেঁটে ফেলবার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

'বললাম, 'আমি মনে করি সেটা একেবারেই অসম্ভব।' ছোট ছোট দুটো চোখের দৃষ্টি মেলে তিনি আগ্রহভরে আমাকে দেখছিলেন। দেখলাম, আমার কথা শুনে তার মুখের উপর দিয়ে একটা ছায়া খেলে গেল।

'তিনি বললেন, "কিন্তু আমি মনে করি, এটা একান্তভাবেই প্রয়োজন। আমার স্ত্রীর একটা খেয়াল, আর আপনি তো জানেন মা দাম, মহিলাদের খেয়াল মেনে চলতেই হবেই। তাহলে আপনি চুল কাটবেন না?"

'আমি দৃঢ়ভাবে জবাব দিলাম, "না স্যার, সত্যি আমি তা পারব না।

'ওঃ বেশ তাহলে তো ফয়সালা হয়েই গেল। ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক কারণ অন্য সব দিক থেকেই আপনি ভালভাবে কাজটা করতে পারতেন। মিস স্টেপার, এ অবস্থায় আরও কয়েকটি তরুণীকে আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

'এতক্ষণ পর্যন্ত পরিচালিকা তাঁর কাগজপত্র নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের কাউকে একটা কথাও বলেন নি। কিন্তু এবার তিনি এমন বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন যাতে আমার সন্দেহ হল আমার এই অস্বীকৃতির ফলে তার একটা মোটা কমিশন মারা গেল।

'তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনার নাম কি আমাদের খাতায় রাখতে চান?'

"আপনি যদি চান, মিস স্টোপার।"

"দেখুন, নামটা রাখা বেকার, কারণ আপনি তো খুব ভাল প্রস্তাবগুলিকেই এইভাবে প্রত্যাখ্যান করবেন", তিনি কঠোর গলায় বললেন। "আপনার জন্য এরকম আর একটা কাজের সংবাদ আমরা দিতে পারব, এ আপনি আশাই করতে পারেন না। আপনার শুভ হোক মিস হাণ্টার।" তিনি টেবিলের উপরকার ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিলেন। চাকর এসে আমাকে বাইরে নিয়ে গেল।

'দেখুন মিঃ হোমস, বাসায় ফিরে যখন দেখলাম ক্যাবার্ডে সামান্যই খাবার আছে, আর টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে দু' তিনটে বিল, তখন নিজেরই মনে হল যে আমি খুব বোকামি করে ফেলেছি। যতই হোক, এই লোকগুলির হয়-তো অদ্ভুত সব খেয়াল আছে, আর অসাধারণ সব বিষয়ে তারা অপরের আনুগত্যও আশা করে, কিন্তু এই খামখেয়ালের দাম দিতেও তো তারা প্রস্তুত। ইংলণ্ডের খুব কম গৃহশিক্ষিকাই বছরে এক শ' পাউণ্ড পেয়ে থাকে। তাছাড়া এ চুল নিয়ে আমি করবই বা কি ? অনেককে তো ছোট চুলেই ভাল দেখায়। হয়তো আমিও তাদেরই একজন হতাম। পরদিন মনে হল আমি ভুলই করেছি, এবং তার পরদিন সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত হলাম। সব গর্ব জয় করে স্থির করেই ফেললাম যে, সেই প্রতিষ্ঠানে ফিরে গিয়ে খোঁজ নেব চাকরিটা তখনও খালি আছে কি না। এমন সময় ভদ্রলোকের এই চিঠিটা পেলাম। চিঠিটা আমার সঙ্গেই আছে ; আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি :

দি কপার বীচেস, উইনচেস্টারের নিকটে

প্রিয় মিস হাণ্টার,

মিস স্টোপার অনুগ্রহ করে আপনার ঠিকানাটি দিয়েছেন। তাই আপনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেছেন কিনা জানবার জন্য এই চিঠি লিখছি। আমার মুখ থেকে আপনার সব কথা শুনে আমার স্ত্রী আপনার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়েছেন ; তার খুবই ইচ্ছা আপনি এখানে আসেন। আমাদের খামখেয়ালির জন্য আপনার ছোটখাট যেসব অসুবিধা হবে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ আপনাকে প্রতি তিন মাসে ত্রিশ পাউণ্ড বা বছরে ১২০ পাউণ্ড দিতে আমরা ইচ্ছুক। অবশ্য আমাদের খেয়ালগুলি কষ্টদায়ক কিছু নয়। একটা বিশেষ ধরনের নীল রং আমার স্ত্রীর খুব প্রিয়, তাই তিনি চাইবেন যে সকালে বাড়ির ভিতরে আপনি ঐ রঙের পোশাক পরবেন। অবশ্য পোশাকটা আপনাকে টাকা খরচ করে কিনতে হবে না, কারণ আমার আদরের মেয়ে এলিসের (সে এখন ফিলাডেলফিয়াতে আছে) ঐ রকম একটা পোশাক আছে, আর আমার মনে হয় সেটা আপনার মাপমতই হবে। তারপর এখানে-ওখানে একটু বসা, অথবা অন্য-যেসব বিষয়ের উল্লেখ আমি করেছি, তাতে আপনার কোনরকম অসুবিধা হবার

কথা নয়। আপনার চুলের ব্যাপারটা অবশ্য নিঃসন্দেহে দুঃখজনক, বিশেষ করে যখন আপনাকে যেটুকু সময় দেখেছি তাতে আপনার চুলের প্রশংসা না করে আমি পারি নি। কিন্তু সে ব্যাপারে আমাকে যে অনড় থাকতেই হবে। আমি শুধু আশা করব যে বর্ধিত বেতন হয় তো আপনার সে ক্ষতিকে পুষিয়ে দেবে। শিশুটির দরুণ আপনার কাজ তো খুবই হাল্কা। সুতরাং চলে আসতে চেষ্টা করুন। আমার ছোট গাড়ি নিয়ে উইনচেস্টারে আপনার সঙ্গে দেখা করব। ট্রেনের সময়টা জানাবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
জেফ্রো রুকাস্‌ল

'মিঃ হোমস, এইমাত্র চিঠিটা পেয়েছি। আমি স্থির করেছি কাজটা নেব। তথাপি ভাবলাম, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে সমস্ত ব্যাপারটা আপনার বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা উচিত।'

হোমস হেসে বলল- 'দেখুন মিস হাণ্টার, আপনি যদি মনস্থির করে থাকেন তাহলে তো ব্যাপারটা মিটেই গেল।'

'কিন্তু আপনি নিশ্চয় আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে বলবেন না?'

'স্বীকার করছি, এটা এমন চাকরি নয় যার জন্য আমার কোন বোন আবেদন করুক এটা আমি চাইতে পারি।'

'একথার অর্থ কি মিঃ হোমস?'

'আহা, আমার হাতে তো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, কাজেই কিছুই বলতে পারি না। আপনি নিজে নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবেছেন?'

'দেখুন, আমার তো মনে হয় একটিমাত্র সমাধানই সম্ভব। মিঃ রুক্যাসলকে দেখে খুব দয়ালু সহৃদয় লোক বলেই মনে হয়। এটা কি হতে পারে না যে তার স্ত্রী উন্মাদ; পাছে তাকে পাগলা-গারদে পাঠাতে হয় তাই তিনি ব্যাপারটা চাপা দিয়ে রাখতে চান এবং পাগলামিটা যাতে বেড়ে গিয়ে প্রকাশ না পায় সেজন্য তার সব খেয়াল-খুশিকে মানিয়ে চলেন?'

'এ রকম সমাধানই সম্ভবপর—বস্তুত অবস্থাদি শুনে মনে হয় এটাই সর্বাধিক সম্ভব। কিন্তু সে যাই হোক, একটি তরুণীর পক্ষে বাড়ির পরিবেশটা সুখকর বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু টাকাটা, মিঃ হোমস, টাকাটা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় মাইনেটা ভাল—খুব বেশী ভাল। আর সেইজন্যই তো আমি অস্বস্তি বোধ করছি। যেখানে ৪০ পাউণ্ডেই মনোমত লোক পাওয়া যেত সেখানে তারা ১২০ পাউণ্ড দেবে কেন? এর পিছনে নিশ্চয় কোন জোরালো কারণ আছে।'

'আমি ভেবেছি, সব কথা আপনাকে জানালে পরবর্তীকালে আপনার সাহায্যের দরকার হবে কি না সেটা আপনি বুঝতে পারবেন। আপনি আমার পিছনে আছেন এটা বুঝতে পারলে আমি অনেক বেশী জোর পাব।'

'ও হো, তা সে মনের জোর নিয়ে আপনি যেতে পারেন। গত কয়েক মাসের মধ্যে যেসব সমস্যা কাছে এসেছে আপনার ছোট্ট সমস্যাটি তার মধ্যে সব-চাইতে বেশী ইন্টারেষ্টিং একথা আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি। যদি কোনরকম সন্দেহ হয়, বা কোন বিপদে পড়েন—

'বিপদ। কি বিপদ আপনি দেখছেন?'

হোমস গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'বিপদের স্বরূপ জানলে তো সেটা আর বিপদই থাকত না। কিন্তু দিনে হোক, রাতে হোক, আপনার একটা খবর পেলেই আমি সাহায্য করতে ছুটে যাব।'

'তাই যথেষ্ট।' মুখের উপর থেকে উদ্বেগের সব ছায়া ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে চটপট চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। এবার সহজ মনে আমি হ্যাম্পশায়ার চলে যাব। এখনই মিঃ রুক্যাস্‌লকে চিঠি লিখব, আজ রাতেই চুল ছেটে ফেলব এবং কালই উইনচেস্টার যাত্রা করব।' হোমসকে আরও কয়েকটা কৃতজ্ঞতার বাণী শুনিয়ে আমাদের দুজনকে শুভরাত্রি জানিয়ে সে দ্রুত চলে গেল।

সিঁড়িতে তার দ্রুত দৃঢ় পদক্ষেপের শব্দ শুনতে শুনতে আমি বললাম, 'ওকে দেখে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে সক্ষম একটি তরুণী বলেই মনে হয়।'

হোমস গম্ভীরভাবে বলল, 'বাঁচিয়ে চলবার প্রয়োজনও দেখা দেবে। কিছু-দিনের মধ্যেই তার ডাক না এলে বুঝব আমারই ভুল হয়েছে।

অচিরেই বন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল। একপক্ষ পার হয়ে গেল। প্রায়শই তার কথা মনে পড়ে আর ভাবি, এই নিঃসঙ্গ স্ত্রীলোকটি না জানি মানব অভিজ্ঞতার কোন্ বিচিত্র কাণাগলিতে ছিটকে পড়েছে। অসাধারণ বেতন, আশ্চর্য সব শর্ত, হাল্কা কাজ,—সবকিছুই একটা অস্বাভাবিক কিছুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। অবশ্য সেটা খামখেয়ালিপনা কিংবা ষড়যন্ত্র, লোকটি মানব-দরদী না দুরাচার, সেটা বোঝা আমার সাধ্যাতীত। আর হোমস? প্রায়ই সে দুই ভুরু কুঁচকে উদাসভাবে একটানা আধঘণ্টা ধরে বসে থাকে। আমি ঐ ব্যাপারটার উল্লেখ করলেই হাত নেড়ে ব্যাপারটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেয়। অধৈর্যভাবে বলে ওঠে, 'মাল-মশলা। মাল-মশলা। মাল-মশলা চাই। কাদা না পেলে তো ইঁট গড়তে পারি না।' অথচ শেষ পর্যন্ত প্রতিবারই সে বলে তার কোন বোনের পক্ষেই এ চাকরি নেওয়া কদাচ উচিত নয়।

অবশেষে টেলিগ্রামটা এল একদিন অনেক রাতে। আমি তখন সবে শুতে

যাবার কথা ভাবছি, আর হোমস তার চিরাচরিত সারা রাতব্যাপী গবেষণার কাজে সবে মেতে উঠেছে। সাধারণত এরকম পরিস্থিতিতে রাতে তাকে একটা বক-যন্ত্র আর টেস্ট-টিউবের উপর ঝুঁকে পড়া অবস্থায় রেখে যাই, আর সকালে প্রাতরাশ খেতে নেমে এসে তাকে সেই একই অবস্থায় দেখতে পাই। হলদে খামটা খুলে লেখাটার উপর চোখ বুলিয়েই হোমস সেটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

'ব্র্যাডশ থেকে ট্রেনের সময়টা দেখে নাও' বলেই সে রাসায়নিক গবেষণার দিকে পিছন ফিরল।

তারটা সংক্ষিপ্ত ও জরুরী।

দয়া করে কাল দুপুরে উইনচেস্টার-এর ব্ল্যাক সোয়ান হোটেল-এ আসুন [তাতে লেখা]। অবশ্য আসবেন। আমি বিমূঢ়।

হাণ্টার

চোখ তুলে হোমস জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে ?'

'যাবার তো ইচ্ছে।'

'তাহলে সময়টা দেখে নাও।'

ব্র্যাডশ'র পাতায় চোখ বুলিয়ে বললাম, 'সাড়ে ন'টায় একটা টেন আছে। ১১'৩০-এ উইনচেস্টার পৌছবার কথা।'

'তাহলে ঠিক হবে। এসিটোনের বিশ্লেষণটা তাহলে আপাতত তোলা থাক, কারণ সকালে আমাদের সম্পূর্ণ কর্মক্ষম থাকতে হবে।'

পরদিন এগারোটা নাগাদ আমরা ইংলণ্ডের পুরনো রাজধানীর দিকে এগিয়ে চলেছি। সারা পথ হোমস প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রগুলোর মধ্যেই ডুবে ছিল। হাম্পশায়ার সীমান্ত পার হতেই সেগুলো ছুঁড়ে দিয়ে সে প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রশংসা শুরু করে দিল। বসন্তকালের চমৎকার দিন। হাল্কা নীল আকাশের বুকে গুচ্ছ গুচ্ছ লোমের মত সাদা মেঘগুলো পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ভেসে চলেছে। সূর্য উজ্জ্বল কিরণ দিচ্ছে। বাতাসে এমন একটা উৎসাহের স্পর্শ রয়েছে যাতে মানুষের কর্মোদ্যম ক্ষুরধার হয়ে ওঠে। আল্ডারশট-এর চতুর্দিকব্যাপী পাহাড়শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত গ্রামাঞ্চল জুড়ে গোলাবাড়ির ছোট ছোট লাল ও ধূসর রঙের ছাদ-গুলি নবপত্রশোভিত গাছপালার হাল্কা সবুজ বনরেখার ভিতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে।

বেকার স্ট্রীটের কুয়াসা থেকে সদ্য-মুক্তি পাওয়া মনের উৎসাহে আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'কী সতেজ আর সুন্দর তাই না ?'

হোমস গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

বলল, 'তুমি কি জান ওয়াটসন যে আমার মত মনের গঠন যাদের তাদের এই একটা অভিশাপ যে আমার বিশেষ বিষয় বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাকে সবকিছু দেখতে হয়। তুমি এই সব ছাড়া ছাড়া বাড়ি-ঘর দেখছ, আর তাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হচ্ছ। কিন্তু ওগুলোকে দেখে আমার মনে একটি চিন্তাই হচ্ছে--সেটা হল ওদের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা আর ওখানে কোন অপরাধ করে অব্যাহতি পাবার সম্ভাবনা।'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'হায় ঈশ্বর। ঐ সব সুন্দর পুরনো বাড়িগুলোর সঙ্গে অপরাধকে জড়াবে কে?'

'এই সব দেখলে আমার মনে কিন্তু আতংক হয়। ওয়াটসন, অভিজ্ঞতা থেকে আমার এই বিশ্বাস হয়েছে যে এই রকম হাস্যময় সুন্দর গ্রামাঞ্চলে যে-সব পাপ কাজ সংঘটিত হয়েছে, লণ্ডনের দীনতম এবং জঘন্যতম গলিতেও পাপের সেরকম ভয়ংকর রেকর্ড পাওয়া যায় না।'

'তোমার কথায় আতংকিত হচ্ছি।'

'আর তার কারণও খুবই স্পষ্ট। আইন যা করতে পারে না, শহরের জনমতের চাপ তা পারে। যেকোন জঘন্য গলিতেও একটি লাঞ্ছিত শিশুর আর্তনাদে, বা একটা মাতালের মুষ্ট্যাঘাতের শব্দেই প্রতিবেশীদের সহানুভূতি ও ক্ষোভ জেগে ওঠে, এবং ন্যায়-প্রতিষ্ঠার সমগ্র ব্যবস্থাটাই এত হাতের কাছে থাকে যে নালিশের একটিমাত্র কথাতেই তা সচল হয়ে ওঠে, আর তার ফলে অপরাধ ও কাঠগড়ার মধ্যে ব্যবধান থাকে মাত্র একটি ধাপের। কিন্তু ঐ সব নির্জন বাড়িগুলোর দিকে তাকাও, প্রত্যেকটি বাড়ির চারদিকে মাঠ, অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র, অজ্ঞ, আর আইনজ্ঞান রহিত। ভেবে দেখ তো, এই সব জায়গায় বছরের পর বছর ধরে কী নারকীয় নিষ্ঠুরতা ও গুপ্ত নৃশংসতার কার্যাবলী সংঘটিত হতে পারে। এই যে মহিলাটি আমাদের সাহায্যপ্রার্থিনী হয়েছেন তিনি যদি উইনচেস্টারে থাকতেন তাহলে তার জন্য আমার কোন আশংকাই হত না। এই যে পাঁচ মাইল গ্রামাঞ্চলের দূরত্ব এতেই যত বিপদ। তথাপি এটা ঠিক যে ব্যক্তিগতভাবে তার কোন ভয় নেই।'

'তা নেই। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে উইনচেস্টার আসতে পারেন, তাহলে তো পালিয়েও যেতে পারেন।'

'ঠিক তাই। চলা-ফেরার স্বাধীনতা তার আছে।'

'তাহলে ব্যাপারটা কি। তুমি কি কোন ব্যাখ্যা দিতে পার না?'

'সাতটা আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা আমি বের করেছি। প্রত্যেকটা দিয়েই আমাদের জানা সবগুলি ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায়। নতুন কোন খবর পেলে তবেই স্থির করা যাবে তাদের মধ্যে কোন ব্যাখ্যাটা ঠিক। আর সে নতুন

খবর আমরা শিগগিরই পাব ; দেখ, ওই হল গীর্জার চূড়া। মিস হাণ্টারের বক্তব্য আমরা একটু পরেই জানতে পারব।'

স্টেশনের অনতিদূরে হাই স্ট্রীটে অবস্থিত 'ব্ল্যাক সোয়ান' একটি সুখ্যাত সরাইখানা। তরুণীটি সেখানেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে একটি বসবার ঘর ভাড়া নিয়েছিল ; সেখানেই টেবিলে আমাদের দুপুরের খাবার সাজানো ছিল।

আগ্রহসহকারে সে বলল, 'আপনারা আসায় খুবই আনন্দিত হয়েছি। আপনাদের অনেক অনুগ্রহ। আমি যে কি করব কিছুই জানি না। আপনাদের উপদেশ আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।'

'আপনার কি হয়েছে দয়া করে বলুন।'

'নিশ্চয় বলব, এবং তাড়াতাড়িই বলব, কারণ মিঃ রুক্যাসলকে কথা দিয়ে এসেছি, তিনটের আগেই ফিরব। তার অনুমতি নিয়ে সকালেই শহরে এসেছি। তবে কেন এসেছি তা তিনি জানেন না।'

'তাহলে পর পর সব কথা বলে যান।' হোমস তার শীর্ণ লম্বা পা দুটো আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে শোনবার জন্য আরাম করে বসল।

'প্রথমেই বলতে পারি, মোটামুটিভাবে মিঃ এবং মিসেস রুক্যাস্‌লের কাছ থেকে কোনরকম খারাপ ব্যবহার আমি পাই নি। তাদের প্রতি সুবিচারের খাতিরে 'একথা বলতেই হবে।' কিন্তু তাদের আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, এবং তাদের নিয়ে মনে স্বস্তিবোধও করছি না।'

'আপনি কী বুঝতে পারছেন না?'

'তাদের আচরণের কারণ। কিন্তু ঘটনাগুলি যেভাবে ঘটেছে তেমনি শুনুন। আমি যখন পৌঁছলাম মিঃ রুক্যাস্‌ল্ এখানেই আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং তার এক্কাগাড়ি চালিয়ে আমাকে "কপার বীচেস"-এ নিয়ে গেলেন। তিনি যেমন বলেছিলেন বাড়িটার অবস্থান সত্যি সুন্দর, কিন্তু বাড়িটা সুন্দর নয় ; একটা বড় চৌকণা বাড়ি, চুণকাম করা, কিন্তু জলে ও খারাপ আবহাওয়ার ফলে স্যাঁতা-পরা দাগে ভর্তি। চারদিকে মাঠ। তারপরে তিন দিকে জঙ্গল আর চারদিকে একটা মাঠ নেমে গেছে সাদাম্পটন হাই-রোড পর্যন্ত। বাড়িটার সামনের দরজা থেকে প্রায় একশ গজ দূর দিয়ে রাস্তাটা বেঁকে গেছে। সামনের জমিটা এই বাড়ির সংলগ্ন সম্পত্তি, কিন্তু চারদিকের জঙ্গল লর্ড সাদারটনের সংরক্ষিত সম্পত্তির অংশবিশেষ। হল-ঘরের দরজার ঠিক সামনে একঝাড় কপার বীচ গাছ থাকায়ই বাড়িটার ঐ নাম দেওয়া হয়েছে।

'আমার মনিব নিজেই গাড়ি চালিয়ে গেলেন। তিনি আগের মতই সদয় ব্যবহার করলেন। সন্ধ্যায় তার স্ত্রী ও শিশুটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মিঃ হোমস, আপনার বেকার স্ট্রীটের ঘরে বসে যে অনুমান আমরা করেছিলাম

সেটা কিন্তু সত্য নয়। মিসেস রুক্যাসল উন্মাদ নন। আমি তো দেখলাম তিনি নীরব, বিবর্ণ, স্বামী অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট আমার মনে হয় তার বয়স ত্রিশের বেশী নয়, আর ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশের কম হতেই পারে না। তাদের কথাবার্তা থেকে জানতে পেরেছি, সাত বছর হল তাদের বিয়ে হয়েছে, ভদ্রলোক বিপত্নীক ছিলেন। আর তার প্রথমা স্ত্রীর একমাত্র মেয়েই ফিলাডেলফিয়াতে আছে। মিঃ রুক্যাসল আমাকে গোপনে বলেছিল যে সৎমায়ের প্রতি অকারণ বীতরাগের জন্যই সে তাদের ছেড়ে গেছে। মেয়েটির বয়স তখন কুড়ি বছরের কম ছিল না। বেশ বুঝতে পারি, তার বাবার যুবতী স্ত্রীর কাছে থাকতে সে অস্বস্তি বোধ করছে।

মিসেস রুক্যাসলকে কি প্রকৃতিতে আর কি আকৃতিতে বৈশিষ্ট্যহীন বলেই মনে হয়েছে। তার সম্পর্কে আমার ভাল মন্দ কোন ধারণাই জন্মে নি। তার কোন অস্তিত্বই নেই। সহজেই বোঝা যায়, স্বামী ও ছোট ছেলের প্রতি তিনি তীব্রভাবে অনুরক্ত। তার ছোট ধূসর চোখ দুটি অনবরত একজন থেকে অপর জনের উপর ঘুরে বেড়ায়, আর তাদের কোনরকম ছোটখাট প্রয়োজন বুঝতে পারলেই তিনি সেটা সম্ভবমত মেটাতে চেষ্টা করেন। ভদ্রলোকও তার স্বভাবসিদ্ধ হৈচৈর ভিতর দিয়েই তার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন। মোটামুটি তাদের দেখে একটি সুখী দম্পতি বলেই মনে হয়। তথাপি স্ত্রীলোকটির মনে কোনরকম গোপন দুঃখ আছে। অনেক সময়ই গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যান, তার মুখের উপর একটা বিষণ্ণভাব আভাষ ছড়িয়ে পড়ে। অনেকবার তাকে গোপনে চোখের জল ফেলতে দেখেছি। এক একসময় মনে হয়েছে, ছেলেটির কথা ভেবেই এই মনোকষ্ট, কারণ এরকম একটি বখে যাওয়া বদ-মেজাজী বাচ্চা আমি জীবনে দেখি নি। দেখতে বয়সের তুলনায় অনেকটা ছোট, আবার মাথাটা বেটপ রকমের বড়। কখনও সে আবেগে অসম্ভব মত ব্যবহার করে, আবার কখনও গো ধরে গুম হয়ে বসে থাকে এই দোটানার মধ্যেই তার জীবন কাটে। তার চাইতে দুর্বল এর প্রাণীদের যন্ত্রণা দেওয়াতেই তার আনন্দ। ইঁদুর, পাখি ও পোকা-মাকড় ধরবার নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবনের ক্ষমতা তার অপরিসীম। কিন্তু মিঃ হোমস, তার বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না, কারণ আমার গল্পের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।'

বন্ধু মন্তব্য করল, 'আপনার কাছে প্রাসঙ্গিক হোক আর না হোক, বিস্তারিত বিবরণই আমি ভালবাসি।'

গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুই যাতে বাদ না পড়ে সে চেষ্টা আমি করব। এ বাড়িতে যে অশোভন জিনিসটি প্রথমেই আমার চোখে পড়ে সেটা হল চাকরদের চেহারা ও চাল-চলন। ভৃত্য আছে মাত্র দুজন, একটি পুরুষ ও তার স্ত্রী। টোলার সংক্ষিপ্ত তার নাম, একটি কর্কশ, কদাকার লোক। তার চুল ও

পাঁশুটে রঙের, আর গায়ে সবসময়ই মদের গন্ধ। আমি ও বাড়িতে আসার পরে ত'ার স্ত্রীকে মদে চুর হতে দেখেছি, কিন্তু মিঃ রুক্যাসলের সেদিকে কোন দৃষ্টি নেই। তার স্ত্রী খুব ঢ্যাঙা ও শক্তিমতী, খিটখিটে মুখ, মিসেস রুক্যাসলের মতই চুপচাপ, কিন্তু তার মত কমনীয় নয়। দুজনে মিলে এক অসহ্য দম্পতি, তবে ভাগ্য ভাল যে আমার অধিকাংশ সময় কাটে নার্সারিতে আর আমার ঘরে দুটি ঘরই বাড়ির এক কোণে পাশাপাশি অবস্থিত।

'কপার বীচেস'এ আসার পর দুটো দিন বেশ শান্তিতে কেটেছে। তৃতীয় দিন প্রাতরাশের পরেই মিসেস রুক্যাসল নীচে নেমে এসে স্বামীর কানে কানে কি যেন বললেন।

'আমার দিকে ঘুরে তিনি বললেন 'ওঃ হ্যাঁ, মিস হান্টার আমাদের খেয়াল মেটাতে আপনি যে চুল ছেটে ফেলেছেন সেজন্য আমরা খুবই বাধিত হয়েছি। আপনাকে দোষ দিয়েই বলছি, এর ফলে আপনার চেহারা তিলমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নি। এখন আমরা দেখতে চাই, গাঢ় নীল রঙের পোশাকে আপনাকে কেমন মানায়। আপনার ঘরে বিছানার উপর সেটা মেলা রয়েছে আপনি যদি দয়া করে সেটা পরে আসেন তাহলে আমরা দুজন অত্যন্ত বাধিত হব।

'যে পোশাকটা আমার জন্য রাখা হয়েছিল তার রংটা অদ্ভুত ধরনের নীল। কাপড়টা উৎকৃষ্ট, একধরনের মলমল, কিন্তু অপর কেউ যে সেটা পরেছে তার অভ্রান্ত চিহ্ন রয়েছে। আমার মাপ নিয়ে তৈরি করা হলেও বুঝি এর চাইতে ভাল লাগত না। পোশাকটা দেখে মিঃ ও মিসেস রুক্যাসল যেভাবে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন বড়ই বাড়াবাড়ি করছেন বলে মনে হল। ড্রয়িং-রুমেই তারা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ঘরটা খুব বড়, বাড়ির সামনের দিকে আগাগোড়া টানা, ঘরের তিনটে জানালা মেঝে পর্যন্ত নেমেছে। মাঝখানের জানালার কাছে একটা চেয়ার পাতা ছিল জানালার দিকে পিছন করে। আমাকে সেই চেয়ারে বসতে বলে মিঃ রুক্যাসল ঘরের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতে করতে একটার পর একটা এমন সব হাসির গল্প বলতে লাগলেন যেমনটি আমি আগে কখনও শুনি নি। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না তাকে কেমন কৌতুকজনক দেখাচ্ছিল। আমিও হাসতে হাসতে একেবারে শ্রান্ত হয়ে পড়লাম। মিসেস রুক্যাসলের মধ্যে হাস্যরস বলতে কিছু নেই, কাজেই তিনি একটুও না হেসে মুখের উপর একটা বিষণ্ণ ব্যাগ্রভাব ফুটিয়ে দুটো হাত কোলের উপর রেখে বসে রইলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ রুক্যাসল বলে উঠলেন যে, দিনের কাজ শুরু করবার সময় হয়ে গেছে এবং আমি পোশাক ছেড়ে বাচ্চা এডোয়ার্ডের কাছে নার্সারিতে চলে যেতে পারি।

'দুদিন পরে ঠিক একই অবস্থায় ঐ একই অভিনয় আবার হল। আবার

আমি পোশাক বদলালাম, আবার জানালায় গিয়ে বসলাম, এবং আবারও মনিবের হাসির গল্প শুনতে শুনতে প্রাণখুলে হাসলাম। তার গল্পের ঝুলিও যেমন অফুরন্ত, বলবার ভঙ্গীও তেমনি অননুকরণীয়। তারপর একখানা হল্‌দে মলাটের উপন্যাস আমার হাতে দিয়ে এবং তার পাতায় যাতে আমার ছায়া না পড়ে সেই-ভাবে আমার চেয়ারটা একপাশে একটু ঘুরিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে জোর গলায় পড়তে বললেন। একটা অধ্যায়ের মাঝখান থেকে শুরু করে প্রায় মিনিট দশেক পড়ে গেলাম। তখন হঠাৎ একটা পংক্তির মাঝখানেই তিনি আমাকে পড়া থামিয়ে পোশাক বদলাবার আদেশ দিলেন।

'আপনি সহজেই কল্পনা করতে পারেন মিঃ হোমস, এই অসাধারণ অভি-নয়ের অর্থ বুঝবার জন্য আমি কতদূর কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। আরও লক্ষ্য করলাম, ওরা সব সময়ই খুব সতর্কতার সঙ্গে আমার মুখটাকে জানালার উল্টো দিকে রেখে আমাকে বসতে দেয়। কাজেই আমার পিছন দিকে তখন কি ঘটে সেটা জানবার একটা তীব্র ইচ্ছা আমার মনে জাগল। প্রথমে মনে হল, সেটা অসম্ভব। কিন্তু শীঘ্রই একটা উপায় আবিষ্কার করলাম। আমার হাত-আয়নাটা ভেঙে যাওয়ায় একটা ফন্দী মাথায় এসে গেল। একটুকরো ছোট কাঁচ আমার রুমালের ভিতর লুকিয়ে নিলাম। পরের দিন হাসতে হাসতে একসময় রুমালটাকে চোখের সামনে তুলে ধরে একটু কায়দা করে আমার পিছনদিকের সবকিছু দেখে নিলাম: স্বীকার করছি আমি হতাশ হলাম। সেখানে কিছুই ছিল না।'

'অন্তত প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। দ্বিতীয় দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম সাদা-স্পটন রোডের উপরে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি ক্ষুদ্রাকায়, মুখে গোঁফ দাড়ি আছে, এবং তার দৃষ্টি আমার দিকেই নিবদ্ধ। রাস্তাটা গুরুত্বপূর্ণ বড় রাস্তা; সাধারণতই সেখানে লোক চলাচল করে। কিন্তু এই লোকটি আমাদের মাঠের সীমানার রেলিং-এ ভর দিয়ে একাগ্র দৃষ্টিতে আমাকেই দেখ-ছিল। রুমাল নামিয়ে মিসেস রুক্যাস্‌লের দিকে তাকিয়ে দেখি, সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। মুখে তিনি কিছুই বললেন না, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, আমার হাতে যে আয়না ছিল সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং আমার পিছনে কি ছিল তাও দেখতে পেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

'বললেন, "জেফ্রো, একটা অসভ্য লোক দাঁড়িয়ে মিস হাণ্টারের দিকে তাকিয়ে আছে।"

'মিঃ রুক্যাস্‌ল্‌ প্রশ্ন করলেন, "আপনার কোন বন্ধু নয় তো মিস হাণ্টার?"

"না। এ অঞ্চলে কাউকে আমি চিনি না।"

"কী অসভ্য লোকটা! দয়া করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিতে ওকে চলে যেতে বলুন।"

"ওদিকে দৃষ্টি না দেওয়াই কি ভাল নয়?"

"না, না, তাকে সর্বক্ষণ এখানে পায়চারি করতে দিতে পারি না। দয়া করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে চলে যেতে বলুন।"

'কথামতই কাজ করলাম। সেইমুহূর্তেই মিসেস রুকাসলও জানালার পর্দা টেনে নামিয়ে দিলেন। এটা এক সপ্তাহ আগের কথা। তারপর থেকে আর আমি জানালায় বসি নি, নীল পোশাকটা পরি নি, অথবা লোকটাকেও রাস্তায় দেখি নি।'

হোমস বলে উঠল, 'বলে যান, বলে যান। আপনার বিবরণ খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে।'

'যেসব ঘটনার কথা আমি বলছি আপনার কাছে সেগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন বলে মনে হবে বলে আমার আশংকা হচ্ছে। কপার বীচ-এ আসার প্রথম দিনই মিঃ রুক্যাসল্ আমাকে নিয়ে রান্নাঘরের দরজার নিকটবর্তী একটা ছোট বাইরের ঘরে নিয়ে যান। কাছে যেতেই শিকলের ঝন্‌ঝন্ শব্দ এবং একটা বড় জন্তুর চলাফেরার আওয়াজ শুনতে পেলাম।'

'দু'খানা তক্তার মাঝখানের একটা ফটো দেখিয়ে মিঃ রুক্যাসল্ বললেন, "ভিতরে তাকিয়ে দেখুন। খুব সুন্দর নয়?"

'ভিতরে তাকালাম। দেখতে পেলাম দুটো জ্বলন্ত চোখ আর অন্ধকারে বসে থাকা একটা অস্পষ্ট মূর্তি।

'আমি চমকে ওঠায় মনিব হেসে বললেন, "ভয় পাবেন না, ওটা কার্লো, আমার কুকুর। বললাম বটে আমার, কিন্তু একমাত্র আমার সহিস টোলারই ওকে বাগ মানাতে পারে। দিনে একবার মাত্র ওকে খেতে দিই, তাও পরিমাণে বেশী নয়, কাজেই ওটা সবসময়ই ক্ষিধেয় জ্বলতে থাকে। রোজ রাতে টোলার ওটাকে ছেড়ে দেয়, কোন অনধিকার প্রবেশকারী যদি ওর থাবার নিচে পড়ে তাহলে ঈশ্বর তার সহায় হোন। আপনার ভালর জন্যই বলছি, কোন কারণেই রাতের বেলা চৌকাঠের বাইরে পা ফেলবেন না, কারণ তাহলেই আপনার জীবন সংশয় হবে।"

'সতর্ক-বাণীটা অকারণ ছিল না। দুদিন পরে রাত প্রায় দুটো নাগাদ আমার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম। চমৎকার জ্যোৎস্নালোকিত রাত, বাড়ির সামনেকার মাঠটা যেন রূপোর পাতে মোড়া, একেবারে দিনের মত পরিষ্কার। মুগ্ধ হয়ে সেই শান্ত সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম, এমন সময় চোখে পড়ল, কপার বীচ গাছের ছায়ায় কি যেন নড়ছে। চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এলে তাকে আমি দেখতে পেলাম। একটা প্রকাণ্ড

কুকুর, বাছুরের মত বড়, হলদেটে রং, ঝুলন্ত চোয়াল, কালো নাক, আর ঠেলে বেরিয়ে-আসা বড় বড় হাড। মাঠের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে অপরদিকের ছায়ায় মিলিয়ে গেল। সেই ভয়ংকর নিশ্চুপ শান্ত্রীকে দেখে আমার বুকের ভিতরটা এমন ঠাণ্ডা হয়ে এল যা কোন চোরকে দেখলেও কিছুতেই হত না।

'এবার একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের বলব। আপনারা জানেন, লণ্ডনেই আমার চুল ছেঁটে ফেলেছিলাম। সেই চুল একটা বড় ডেলা পাকিয়ে ট্রাংকের নীচে রেখে দিয়েছিলাম। একদিন সন্ধ্যায় ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়লে মনের খুশিতে ঘরের আসবাবপত্রগুলি ভাল করে দেখে আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছিলাম। ঘরে একটা পুরনো টানা-ওলা আলমারি ছিল। উপর দিককার দুটো টানা ছিল খোলা ও খালি, আর নীচেরটা ছিল তালা দেওয়া. জামা কাপড়েই প্রথম দুটো ভর্তি হয়ে গেল। অথচ তখনও অনেক কিছু রাখতে বাকি। তাই তৃতীয় টানাটা ব্যবহার করতে না পারায় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। একসময়ে মনে হল, হয়তো অনবধানতাবশতই সেটা আটকে রাখা হয়েছে। কাজেই আমার চাবির গোছা নিয়ে সেটা খুলতে চেষ্টা করলাম। প্রথম চাবিটাই ঠিক মত লেগে গেল। টানাটা খুলে ফেললাম। তার মধ্যে ছিল একটিমাত্র জিনিস। আমি নিশ্চিত জানি, সেটা যে কি তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। সেটা আমারই চুলের গোছা।

'হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। সেই একই রং, সেই একই গোছা। কিন্তু এ-যে অসম্ভব। আমার চুল টানার মধ্যে তালাবন্ধ হল কেমন করে? কাঁপা হাতে ট্রাংকটা খুললাম। তার তলা থেকে আমার চুলটা তুললাম। দুটো চুল পাশাপাশি রাখলাম। হুবহু এক। আশ্চর্য নয় কি? ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলাম। এর কি অর্থ কিছুই বুঝতে পারলাম না। চুলটাকে আবার টানার মধ্যে রেখে দিলাম। তারা যে টানা তালা দিয়ে রেখেছিলেন সেটা খুলে অন্যায় করেছি একথা ভেবে রুকাসল্ দম্পতিকে এবিষয়ে কিছুই বললাম না।

'মিঃ হোমস, আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, সবকিছু খুঁটিয়ে দেখাই আমার স্বভাব। শীঘ্রই সমগ্র বাড়িটার একটা নক্সা মনের মধ্যে এঁকে নিলাম। বাড়িটার একটা অংশে কোন লোক বাস করত না। টোলার দম্পতির আবাস-স্থলে যাবার মুখে যে দরজাটা আছে সেটার মুখ এই সুইটের দিকে খোলে. কিন্তু সেটা সবসময়ই তালাবন্ধ থাকে। যাহোক, সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবার মুখে চাবির গোছা হাতে মিঃ রুক্যাসলের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। তাকে যেরকম আমুদে লোক বলে আমি জানতাম. এখন তার মুখ দেখে তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক বলে মনে হল। গাল

দুটি লাল, রাগে ভুরু কুঁচকে গেছে, আবেগে কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। দরজায় তালা লাগিয়ে তিনি আমার পাশ দিয়ে দ্রুত চলে গেলেন। আমার সঙ্গে একটি কথাও বললেন না, বা চোখ তুলে চাইলেন না।

'আমার কৌতূহল বাড়ল। শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে বেড়াতে বের হলাম। হাঁটতে হাঁটতে সেইদিকে চলে গেলাম যেখান থেকে বাড়ির এই অংশের জানালাগুলো দেখা যায়। একসারিতে চারটে জানালা, তিনটে একেবারেই অপরিষ্কার, আর চতুর্থটির পর্দা তোলা। দেখলেই বোঝা যায়, সবই পরিত্যক্ত। ইতস্তত পায়চারি করতে করতে মাঝে মাঝে সেদিকে তাকাচ্ছি, এমন সময় মিঃ রুক্যাস্‌ল এসে হাজির। সেই আগেকার মত খুশি আর আমুদে মানুষ।

'বললেন, "আঃ। আপনার সঙ্গে একটা কথাও না বলে চলে গিয়েছিলাম বলে আমাকে অভদ্র ভাববেন না। ব্যবসার চিন্তায় খুবই মসগুল ছিলাম।"

'তাকে বললাম, "আমি কিছু মনে করি নি।" বললাম, "ভাল কথা, ওখানে দেখছি আপনার অনেকগুলি বাড়তি ঘর রয়েছে, তার একটির পর্দাও তোলা দেখছি।"

'তিনি বললেন, "ফটোগ্রাফি আমার একটা হবি। ওখানে আমার ডার্ক রুম করেছি। আপনি দেখছি সবদিকেই নজর রাখেন। একথা কে বিশ্বাস করবে? একথা কি কেউ কোনদিন বিশ্বাস করবে?" ঠাট্টার সুরেই কথাগুলি তিনি বললেন, কিন্তু তার চোখে তখন ঠাট্টার ছায়ামাত্র ছিল না। সে চোখে সন্দেহ দেখলাম, বিরক্তি দেখলাম, কিন্তু ঠাট্টা নয়।

'দেখুন মিঃ হোমস, যে মুহূর্তে বুঝলাম যে ঐ ঘরগুলোতে এমন কিছু আছে যা আমাকে জানতে দেওয়া হবে না, তখনই সেটা জানবার জন্য আমি যেন জ্বলে উঠলাম। এর মধ্যে কৌতূহল থাকলেও সবটাই কৌতূহল নয়। তার চেয়েও বেশী একটা কর্তব্যবোধ—এই বোধ যে ওখানে ঢুকতে পারলেই কিছু কল্যাণ সাধিত হবে। লোকে স্ত্রীলোকের তৃতীয় নয়নের কথা বলে। হয়তো সেই তৃতীয় নয়নই আমার মনে এই বোধকে জাগিয়েছিল। মোটকথা, একটা কিছু ছিল; আর আমি একান্তভাবে ওই নিষিদ্ধ দরজা পার হবার একটা সুযোগ খুঁজতে লাগলাম।

'মাত্র গতকালই সে সুযোগ এল। আপনাকে জানিয়ে রাখি, মিঃ রুক্যাস্‌ল ছাড়া টোলার ও তার স্ত্রীকেও ওই পরিত্যক্ত ঘরে কি সব করতে দেখেছি। একদিন দেখলাম, একটা বড় কালো কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে সে দরজা দিয়ে আসছে। ইদানীং সে খুব মদ খাচ্ছে, গতকাল সন্ধ্যায় সে তো মদে চুর হয়ে ছিল। আমি যখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে আসি তখন দরজায় চাবি লাগানো ছিল। কোন সন্দেহ নেই যে সেই চাবিটা ওখানে ফেলে গেছে। মিঃ ও

মিসেস রুক্যাস্‌ল্‌ তখন নীচে ছিলেন। ছেলেটিও তাদের কাছে। কাজেই আমার সামনে সুবর্ণ সুযোগ। তালার ভিতরে চাবিটা আস্তে ঘুরিয়ে দিলাম, দরজা খুললাম এবং ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

'সামনেই একটা ছোট দালান। দেয়ালে কাগজ নেই, মেঝেতে কার্পেট নেই। একেবারে শেষ প্রান্তে দালানটা ডান দিকে বেঁকে গেছে। সেই মোড়ের মাথায় একসারিতে তিনটে দরজা, তার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টা খোলা। প্রত্যেকটা দিয়ে ঢুকেই একটা করে ফাঁকা ঘর, ধুলোয় ভরা আর বিষাদমাখা। একটা ঘরে দুটো জানালা, অন্যটায় একটা। সব জানালাতেই এত পুরু হয়ে ধুলো জমেছে যে সাঁঝের আলো খুব অস্পষ্টভাবে তার ভিতর দিয়ে ঘরে ঢুকছে। মাঝখানের দরজাটা বন্ধ। তার বাইরে লোহার পাতের একটা চওড়া হুড়কো আড়াআড়িভাবে আটকানো। তার একটা দিক দেয়ালের আংটার সঙ্গে তালাবন্ধ করা, আর অপর দিকটা শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা। তারপরেও দরজায় তালা লাগানো। চাবিটা সেখানে ছিল না। নিশ্চয় এই অবরুদ্ধ দরজার বিপরীত দিকেই রয়েছে বাইরের দিকের পর্দা-ফেলা জানালাটা। অথচ দরজার নীচেকার ফাঁক দিয়ে আসা আলোর ঝিলিক দেখে বুঝতে পারলাম, ঘরটা অন্ধকার নয়। নিশ্চয়ই একটা স্কাই-লাইট আছে যার ভিতর দিয়ে উপর থেকে আলো এসে পড়েছে। এই কুটিল দরজাটার দিকে তাকিয়ে আমি দালানে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম না জানি কি রহস্য এর অন্তরালে ঢাকা রয়েছে, এমন সময় সহসা ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। দরজার নীচের ফাঁক দিয়ে যেটুকু আবছা আলো আসছিল তাতেই চোখে পড়ল, একটা ছায়া কখনও পিছনে, কখনও সামনে সরে যাচ্ছে। মিঃ হোমস, সে দৃশ্য দেখে আমার মধ্যে একটা উন্মত্ত অর্থহীন ভীতি জেগে উঠল। উত্তেজিত স্নায়ুর চাপ সহ্য করতে না পেরে সহসা ঘুরে দাঁড়িয়েই আমি ছুটতে লাগলাম —একটা ভয়ংকর হাত যেন আমাকে তাড়া করছে এইভাবে স্কার্টটা চেপে ধরে ছুটতে লাগলাম। দালান পেরিয়ে দরজার ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে সোজা পড়লাম মিঃ রুক্যাস্‌লের হাতের মধ্যে। তিনি বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন।

'হেসে বললেন, "তাহলে তুমি! দরজা খোলা দেখে আমিও তাই ভেবেছিলাম।"

'হাঁপাতে হাপাতে বললাম, "বড্ড ভয় পেয়েছি।"

"আদরের মেয়েটি। আমার আদরের মেয়েটি।"—আপনি ভাবতে পারবেন না তার কথায় কত আদর, কত সান্ত্বনা—"কিসে আপনার এত ভয়?"

'কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে যেন একটু বেশী আদরের ছোঁয়াচ। তিনি কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন। আত্মরক্ষার বিষয়ে খুবই সতর্ক হয়ে গেলাম।

'জবাবে বললাম, "ওই খালি দিকটায় গিয়ে আমি বোকামি করেছি। এই আবছা আলোয় ওদিকটা এতই নির্জন আর ভৌতিক যে ভয় পেয়েই পালিয়ে এসেছি। উঃ, জায়গাটা কি ভীষণ স্তব্ধ!"

'তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "শুধুই এই?"

"কেন? আপনি কি মনে করেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"এ দরজাটা তালাবন্ধ করে রাখি কেন বলুন তো?"

"জানি না তো।"

"বিনা কাজে যাতে কেউ না ঢোকে তার জন্য। বুঝতে পেরেছেন।" তখনও তার মুখে সেই সদাশয় হাসি।

"সত্যি বলছি, একথা জানলে—"

"বেশ, এবার থেকে জেনে রাখুন। আর কখনও যদি ওই চৌকাঠ মাড়ান—" মুহূর্তের মধ্যে তার মুখের হাসি ক্রোধে কঠোর হয়ে উঠল। দানবের মত মুখ করে সজোরে বলে উঠলেন, "তাহলে আপনাকে কুকুরটার মুখে ফেলে দেব।"

'এতই ভয় পেয়েছিলাম যে তার পরে কি করেছি নিজেই জানি না। হয়তো ছুটে আমার ঘরে চলে গিয়েছিলাম। আর কিছুই মনে নাই। শুধু এক-সময় আমার বিছানায় পড়ে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলাম। তখনই আপনাকে মনে পড়ল মিঃ হোমস। কারও পরামর্শ ছাড়া সেখানে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ওই বাড়ি, ওখানকার পুরুষ, স্ত্রীলোক, চাকর, এমন কি শিশুটিকে পর্যন্ত আমার ভয়! তারা সবাই আমার কাছে ভয়ংকর। মনে হল, আপনি এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অবশ্য ওবাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু তখন আমার কৌতূহলও ভয়ের মতই আমাকে চেপে ধরেছে। তখনই মনস্থির করে ফেললাম, আপনাকে একটা তার করে দেব। টুপি ও পোশাক পরে আধ মাইল দূরবর্তী তার অফিসে গেলাম। অনেকটা স্বস্তি নিয়ে ফিরে এলাম। বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছতেই একটা ভয়ংকর সন্দেহ মনে এল, কুকুরটা যদি ছাড়া থাকে। তখনি মনে পড়ল, সেদিন রাতে টোলার মদ খেয়ে বেঁহুস হয়ে পড়ে আছে। আমি তো জানি, এ বাড়িতে একমাত্র সেই ওই বন্য জন্তুটাকে বাগে রাখতে পারে বা তাকে ছেড়ে রাখতে সাহস করে। নিরাপদেই ভিতরে ঢুকে গেলাম। আপনাকে দেখতে পাব এই চিন্তায়ই অর্ধেক রাত জেগে কাটিয়ে দিলাম। আজ সকালে উইনচেস্টার আসবার অনুমতি পেতে কোন অসুবিধা হয় নি। তবে তিনটের আগেই আমাকে ফিরতে হবে, কারণ মিঃ ও মিসেস রুক্যাস্‌ল্‌ কোথাও বেরোবেন আর তাদের ফিরতে রাত হবে। কাজেই আমাকেই ছেলেটির দেখাশোনা করতে হবে। মিঃ হোমস, আমার অভিযানের কথা তো আপনাকে সবই বললাম। এখন আপনি যদি

বলেন এসবের অর্থ কি, বা আমি এখন কি করব, তাহলে আমি খুশি হতে পারি।'

হোমস ও আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত এই অসাধারণ কাহিনী শুনছিলাম। এবার বন্ধু উঠে দাঁড়াল ও দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। তার মুখে তখন সুগভীর গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে।

'টোলার কি এখনও মাতাল হয়ে আছে?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। তার স্ত্রী মিসেস রুক্যাস্‌লকে বলছিল ওকে নিয়ে সে আর পারছে না।'

'খুব ভাল। আর রুক্যাস্‌ল্ দম্পতি আজ রাতে বাইরে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল শক্ত তালা লাগানো কোন ভূগর্ভস্থ ঘর আছে কি?'

'হ্যাঁ, মদের ঘর আছে।'

'মিস হাণ্টার, এব্যাপারে আগাগোড়াই আপনি সাহসী ও বুদ্ধিমতী মেয়ের মতই কাজ করেছেন। আরও একটা কাজ করতে পারবেন? আপনাকে একজন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্ত্রীলোক না মনে করলে আপনাকে একাজ করতে বলতাম না।

'চেষ্টা করব। কাজটা কি?'

'আমার বন্ধু ও আমি সাতটা নাগাদ কপার বীচেস-এ হাজির হব। ততক্ষণে রুক্যাস্‌ল্ দম্পতি নিশ্চয় বেরিয়ে যাবেন। আর আশা করি টোলার তো অকেজো হয়েই থাকবে। বাকী রইল মিসেস টোলার। সে হয়তো চেঁচামেচি করতে পারে। আপনি যদি কোন কাজের ছুতোয় তাকে ভূগর্ভের ঘরে পাঠিয়ে বাইরে থেকে চাবি লাগিযে দিতে পারেন, তাহলে আমাদের কাজের অনেক সুবিধে হয।'

'তা করতে পারব।'

'চমৎকার! এবার সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া ভেবে দেখতে হবে।' অবশ্য একটিমাত্র ব্যাখ্যাই সম্ভব। অন্য কারও পরিবর্ত হিসাবেই আপনাকে সেখানে আনা হয়েছে, আর আসল লোককে ঐ ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এটা খুব স্পষ্ট। সেই বন্দীটি যে কে সেবিষয়েও আমার কোন সন্দেহ নেই। সে নিশ্চয তার মেযে মিস এলিস রুক্যাস্‌ল্. আমি যদি সঠিক মনে রাখতে পেরে থাকি সে আমেরিকা চলে গেছে বলে বলা হয়েছে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, উচ্চতা, গঠন ও চুলের রঙের দিক থেকে তার সঙ্গে আপনার মিল আছে বলেই আপনাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। খুব সম্ভব কোনরকম অসুখের জন্য তার চুল কেটে ফেলা হয়েছিল, তাই আপনাকেও চুল বিসর্জন দিতে হয়েছে। ঘটনার একটা অদ্ভুত যোগাযোগের ফলেই আপনি তার

চুলগুলি দেখতে পেয়েছিলেন। রাস্তার লোকটি নিঃসন্দেহে তার কোন বন্ধু—সম্ভবত তার প্রণয়ী। এবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, যেহেতু আপনি মেয়েটির পোশাক পরেছেন, দেখতেও তারই মত এবং যেহেতু যখনই সে আপনাকে দেখেছে তখনই আপনি উচ্চকণ্ঠে হেসেছেন ও পরে আপনি যেভাবে তাকে চলে যেতে ইশারা করেছেন, তাতেই সে বুঝতে পেরেছে যে মিস রুকাসল্‌ সেখানে খুব সুখে আছে এবং লোকটির অনুরাগ সে আর কামনা করে না। সে যাতে রাতের বেলায় মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে না পারে সেই জন্যই রাতের বেলায় কুকুরটাকে ছেড়ে রাখা হয়। এ পর্যন্ত খুবই পরিষ্কার। একমাত্র গুরুতর পয়েন্ট হল শিশুটির স্বভাব-চরিত্র।'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'তার সঙ্গে এব্যাপারের সম্পর্ক কি?'

প্রিয় ওয়াটসন, বাপ মায়ের চরিত্র পাঠের মাধ্যমে শিশুর গতি-প্রকৃতি নির্ধারণের ব্যাপারে চিকিৎসক হিসাবে তোমরাই তো বরাবর নতুন নতুন আলোকপাত করছ। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে তার বিপরীতটাও সমান ভাবে সত্য। আমি তো অনেক সময়ই ছেলেমেয়েদের চরিত্র পাঠের মাধ্যমে বাপ-মায়ের চরিত্রের হদিস করেছি। এই শিশুটির স্বভাব অসম্ভব রকমের নিষ্ঠুর নিষ্ঠুরতার জন্যই সে নিষ্ঠুর। এই নিষ্ঠুরতা সে তার হাস্যময় বাবার কাছ থেকে পেয়ে থাকুক, আমার তাই ধারণা, অথবা তার মার কাছ থেকে পেয়ে থাকুক বেচারি মেয়েটির পক্ষে দুই-ই সমান কষ্টকর হয়ে উঠেছে।'

আমাদের মক্কেল বলে উঠল, 'আপনি ঠিক ধরেছেন মিঃ হোমস। হাজারো হাজারো কথা আমার মনে পড়ছে, আর বুঝতে পারছি যে আপনি ঠিক জায়গায় আঘাত করেছেন। ওঃ, এই বেচারিকে সাহায্য করতে আমাদের যেন এক-মুহূর্ত সময়ও নষ্ট না হয়।'

'চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, কারণ একটি অত্যন্ত ধূর্ত লোকের সঙ্গে আমাদের লড়তে হচ্ছে। সাতটার আগে আমরা কিছুই করতে পারি না। সেই সময় আমরা আপনার সঙ্গে মিলিত হব। তারপর অচিরেই রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।'

আমরা কথামতই কাজ করলাম। পথিপাশ্বের একটা সরাইখানায় বসে আমাদের ফাদটা ছকে নিয়ে ঠিক সাতটায় কপার বীচ-এ পৌঁছলাম। মিস হাণ্টার হাসিমুখে দরজায় দাঁড়িয়ে না থাকলেও অস্ত-সূর্যের আলোয় পালিশ-করা ধাতুর মত ঝকঝকে পত্রসংগলিত বৃক্ষশ্রেণী দেখেই বাড়িটা আমরা চিনতে পারতাম।

হোমস প্রশ্ন করল, 'সে ব্যবস্থাটা করতে পেরেছেন কি?'

দরজায় ধাক্কা দেওয়ার একটা জোরালো শব্দ নীচ থেকে ভেসে এল। মিস হাণ্টার বলল, 'ওই তো নীচের কুঠরিতে আটক মিসেস টোলার। তার স্বামী

রান্নাঘরের কম্বলে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। আর এগুলো হচ্ছে মিঃ রুক্যাস্‌লের ডুপ্লিকেট চাবির গুচ্ছ।'

হোমস সোৎসাহে বলে উঠল, 'খুব ভাল কাজ করেছেন দেখছি। এবার পথ দেখান। অচিরেই এই কালো ঘটনার শেষ দেখতে চাই।'

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দরজার তালা খোলা হল। একটা দালান ধরে এগিয়ে মিস হাণ্টার বর্ণিত বাধার সামনে হাজির হলাম। দড়ি কেটে হোমস আড়াআড়িভাবে রাখা গুড়কোটা সরিয়ে ফেলল। তারপর পর পর অনেকগুলো চাবি তালায় লাগাল, কিন্তু কোন ফল হল না। ভিতর থেকেও কোন শব্দ শোনা গেল না। সব চুপচাপ দেখে হোমসের মুখে মেঘ ঘনিয়ে এল।

সে বলল, 'আমার বিশ্বাস বেশী দেরী আমরা করি নি। মিস হাণ্টার, আমি মনে করি আপনাকে রেখে শুধু আমাদেরই ভিতরে ঢোকা ভাল। ওয়াটসন, দরজায় কাঁধ লাগাও তো, দেখি ভিতরে ঢুকতে পারি কি না।'

পুরনো দরজা আমাদের দুজনের চাপে ভেঙে পড়ল। দুজনে একসঙ্গে ঘরে ঢুকলাম। ঘর খালি। একটা ছোট খড়ের বিছানা, ছোট টেবিল ও এক ঝুড়ি-ভর্তি জামা-কাপড় ছাড়া কোন আসবাবপত্রও নেই। উপরের স্কাই-লাইটটা খোলা। বন্দী উধাও।

হোমস বলল, 'কেউ শয়তানী করেছে। মিস হাণ্টারের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে শিকারকে নিয়ে পালিয়েছে।'

'কিন্তু কেমন করে?'

'স্কাই-লাইটের ভিতর দিয়ে। এখনই দেখতে হবে কেমন করে সে কাজ করল।' একলাফে সে ছাদে উঠে গেল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ঠিক তাই, একটা লম্বা হাল্কা মই ছাদের সঙ্গে লাগানো রয়েছে। এই পথেই সে কাজ সেরেছে।'

মিস হাণ্টার বলল, 'কিন্তু সে তো অসম্ভব। রুক্যাস্‌ল্‌-রা যখন বেরিয়ে যান তখন তো মইটা ওখানে ছিল না।'

'সে ফিরে এসে একাজ করেছে। আমি বলছি, লোকটা যেমন ধূর্ত, তেমনি সাংঘাতিক। আর ওই যে সিঁড়িতে যার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে সে যদি এই লোকই হয় তাহলেও আমি খুব বিস্মিত হব না। ওয়াটসন, মনে হচ্ছে তোমার পিস্তলটাও ঠিক রাখাই ভাল।'

তার মুখ থেকে কথাগুলো বের হবার আগেই একটি লোক ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। খুব মোটা গোলগাল মানুষ, হাতে একটা ভারী লাঠি। তাকে দেখেই মিস হাণ্টার আর্তনাদ করে দেয়ালের কাছে সরে গেল। কিন্তু শার্লক হোমস একলাফে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বলল, 'শয়তান, তোমার মেয়ে কোথায় ?'

মোটা লোকটি চারদিকে চোখ বুলিয়ে খোলা স্কাই-লাইটের দিকে তাকাল।

চীৎকার করে বলল, 'সেকথা তো আমিই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি চোরের দল। যতসব গুপ্তচর আর চোর। তোমাদের ঠিক ধরেছি, কি বল ? এখন তোমরা আমার কব্জায়। উচিত শাস্তি দেব।' ঘুরে দাঁড়িয়ে সশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

'কুকুরটাকে আনতে গেল।' মিস হাণ্টার চীৎকার করে বলল।

আমি বললাম, 'আমার কাছে রিভলবার আছে।'

'সামনের দরজাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভাল,' হোমস বলে উঠল। আমরা সবাই দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। হলে পৌছবার আগেই কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনতে পেলাম। তারপরই যন্ত্রণা-কাতর একটা চীৎকার আর সেই-সঙ্গে এমন একটা ভীষণ শব্দ যা শুনলেই বুক কাঁপে। পাশের দরজা দিয়ে লাল-মুখ একটি বুড়োমত লোক কাঁপতে কাঁপতে আর টলতে টলতে ঘরে ঢুকল।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'হা ঈশ্বর ! কে যেন কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়েছে। দুদিন ওটাকে কিছু খেতে দেওয়া হয় নি। তাড়াতাড়ি ! তাড়াতাড়ি ! নইলে অনেক দেরী হয়ে যাবে।'

হোমস ও আমি ছুটে বাইরে গেলাম। আমাদের পিছন পিছন ছুটল টোলার। ওই তো, প্রকাণ্ড ক্ষুধার্ত জন্তুটা রুক্যাস্‌লের গলায় তার কাল মুখটা ডুবিয়ে দিয়েছে, আর সে মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে আর কাতরাচ্ছে। একদৌড়ে গিয়ে কুকুরটার মাথার খুলি উড়িয়ে দিলাম। সেটা উল্টে পড়ে গেল, কিন্তু তার সাদা ধারালো দাঁতগুলো তখনও লোকটার গলার খাঁজের মধ্যে ঢুকে রয়েছে। অনেক কষ্টে তাদের ছাড়িয়ে দিলাম। তারপর তার ভীষণভাবে ক্ষত-বিক্ষত দেহটাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে ড্রয়িংরুমের সোফায় শুইয়ে দিলাম। তার স্ত্রীকে সংবাদটা দেবার জন্য টোলারকে পাঠিয়ে দিয়ে তার যন্ত্রণার উপশমের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলাম। সবাই তাকে ঘিরে রয়েছি, এমন সময় দরজা খুলে ঘরে ঢুকল একটা ঢ্যাঙা শক্তপোক্ত স্ত্রীলোক !

'মিসেস টোলার !' মিস হাণ্টার বলে উঠল।

'হ্যাঁ মিস। ফিরে এসে উপরে আপনাদের কাছে যাবার আগেই মিঃ রুক্যাস্‌ল্ আমাকে ঘর থেকে উদ্ধার করেছিলেন। হায় মিস, বড়ই দুঃখের কথা যে আপনার এই প্যাঁচের ব্যাপারটা আমাকে আগে জানান নি, তাহলে তো আমি বলে দিতাম যে এসবই পণ্ডশ্রম।

'আচ্ছা।' তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে হোমস বলল। 'বোঝাই যাচ্ছে এ ব্যাপারে মিসেস টোলারই সকলের চাইতে বেশী জানে।'

'হ্যাঁ স্যার, আমি জানি, আর যা জানি সবই আপনাদের বলতে রাজী।'

'তাহলে দয়া করে এইখানে বস, সব কথা শুনি। কারণ স্বীকার করছি যে কয়েকটি বিষয়ে আমি এখনও অন্ধকারে আছি।'

সে বলল, 'এখনই সব পরিষ্কার করে দিচ্ছি। নীচের কুঠুরি থেকে ছাড়া পেলে তো অনেক আগেই সব পরিষ্কার করে দিতাম। এ নিয়ে যদি কোর্ট পুলিশ হয়, তাহলে মনে রাখবেন যে একমাত্র আমিই আপনাদের বান্ধবীর সহায় ছিলাম, আর এলিসেরও আমি বন্ধু।'

'বাবা আবার বিয়ে করার পর থেকেই এ বাড়িতে মিস এলিসের সুখ ছিল না। তাকে খুব অবহেলা করা হত, আর কোন ব্যাপারেই তার কোন কথাই শোনা হত না। শুধু এক বান্ধবীর বাড়িতে মিঃ ফাউলারের সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত খারাপ কিছু ঘটে নি। যতদূর জেনেছি, উইল অনুসারে মিস এলিসেরও নিজস্ব অধিকার রয়েছে। কিন্তু সে এতই শান্ত ও ধৈর্যশীল যে সে কোনদিন এ সম্পর্কে কোন কথা বলে নি, এবং সবকিছুই মিঃ রুক্যাসলের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। তিনিও জানতেন, মেয়েকে নিয়ে কোন গোলমাল হবে না। কিন্তু যখনই এমন একটি স্বামীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখা দিল যে আইন মোতাবেক তার প্রাপ্য সবকিছুই দাবী করে বসবে, তখনই বাবার মনে হল যে সেটা বন্ধ করতেই হবে। প্রথমে তিনি মেয়েকে দিয়ে এমন একটা দলিল সই করাতে চাইলেন যাতে সে বিয়ে করুক আর নাই করুক, তিনি যথারীতি তার অর্থাদি ব্যবহার করবেন। যখন সে তাতে রাজী হল না তখনই তিনি মেয়ের উপর অত্যাচার শুরু করলেন। ফলে তার মস্তিষ্কঘটিত জ্বর দেখা দিল এবং ছয় সপ্তাহ ধরে মৃত্যুর সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল। অবশেষে সে সুস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে যায়। তার সুন্দর চুলও কেটে ফেলা হয়। কিন্তু প্রণয়ী যুবকটির মনের তাতে কোন পরিবর্তন হয় না; সে প্রকৃত মানুষের মতই তার প্রতি অনুরক্ত রইল।'

হোমস বলল, 'তোমার কথাতেই ব্যাপারটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেল। বাকিটা আমি অনুমান করে নিতে পারব। যতদূর মনে হয় তারপরই মিঃ রুক্যাসল্ এই আটক রাখার ব্যবস্থা করলেন, কি বল?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'আর লণ্ডন থেকে মিস হাণ্টারকে নিয়ে আসা হল মিঃ ফাউলারের অবাঞ্ছিত পীড়াপীড়ির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য।'

'ঠিক তাই স্যার।'

'কিন্তু একজন সৎ নাবিকের মতই অধ্যবসায়শীল মিঃ ফাউলার বাড়িটাকে

অবরোধ করেছিল এবং তোমার সঙ্গে দেখা করে নানারকম যুক্তির সাহায্যে—যে যুক্তি ধাতব বা অন্য রকমেরও হতে পারে—তোমাকে বোঝাতে সক্ষম হল যে তার আর তোমার স্বার্থ এক।'

মিসেস টোলার শান্তভাবে বলল, 'মিঃ ফাউলার খুবই মিষ্টভাষী ও খোলা হাতের মানুষ।'

'আর এইভাবেই সে এমন বন্দোবস্ত করে ফেলল যাতে তোমার মরদের মদের কোনরকম অভাব না ঘটে, আর তোমার মনিব বাইরে যাওয়ামাত্রই একটা মই যেন হাজির থাকে।'

'যেমনটি ঘটেছিল আপনি তেমনটিই বললেন স্যার।'

হোমস বলল, 'মিসেস টোলার, সব গোলমাল পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। ঐ তো স্থানীয় ডাক্তার ও মিঃ রুক্যাস্‌ল্‌ আসছেন। আমার তো মনে হয় এখন এ বাড়িতে আমাদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব ওয়াটসন, মিস হাণ্টারকে সঙ্গে করে আমাদের উইনচেস্টার ফিরে যাওয়াই ভাল।'

এবং এইভাবেই সদর দরজার সম্মুখে রুপার বীচ-বৃক্ষ শোভিত একটি অলক্ষুণে বাড়ির রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। মিঃ রুক্যাস্‌ল্‌ ভগ্নদেহ নিয়ে বেঁচে রইলেন প্রধানত তাঁর বিশ্বস্ত স্ত্রীর সেবাযত্নের ফলে। পুরনো চাকর দুজনকে নিয়েই তারা এখনও বসবাস করছেন, কারণ রুক্যাস্‌লের অতীত জীবনের এত কথা তারা জানে যে তাদের পরিত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। পালিয়ে যাবার পরদিনই বিশেষ লাইসেন্স করে সাদাম্পটনে মিঃ ফাউলার ও মিস রুক্যাস্‌লের বিয়ে হয়ে গেছে। মিঃ ফাউলার এখন সরকারী চাকরি নিয়ে মরিশাস দ্বীপে আছে। বন্ধু হোমস কিন্তু আমাকে হতাশ করেছে। যেমুহূর্তে মিস ভায়োলেট হাণ্টার তার অন্যতম সমস্যার কেন্দ্র হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ল তখন থেকেই তার প্রতি হোমসের আর কোন আগ্রহই দেখা গেল না। মিস হাণ্টার এখন ওয়ালসাল-এর একটি বেসরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। আমার বিশ্বাস, সেখানে তিনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত